

ভারত-রত্ন।

অর্থাৎ

সটীক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ

অষ্টাদশপর্ষ মহাভারত।



মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন শ্রীমদভ্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

স্বধীবর কাশীরাম দাস মুদ্রিত কর্তৃক

সরল বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত

সভাপর্ষ।

নতুন সংস্করণ।

সনাতন হিন্দুধর্মোৎসাহী

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের...

উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে

দে. এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস।

৬১ নং আদীতীটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

नाम	श्री. वि. मा. वि. वि.
पद
अवधि
प्रतिवेदन
प्रतिवेदन

সভাপর্ষের সূচীপত্র ।

বিষয় ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ভা ১ শ্রবণের ফলশ্রুতি	৩ শিশুপাল-বধ, ও যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞ	
সদানব কর্তৃক সভা নির্মাণ	ঐ সমাপন	৫৩
যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসা- চ্ছলে বিবিধ উপদেশ প্রদান	৬ যজ্ঞান্তে হৃষ্যোধনের গৃহে গমন	৫৫
নাবদ কর্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন	৬ পাশা খেলিবার মন্ত্রণা	৫৮
যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞ চিন্তা ও ত্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ	৭ যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির দ্যুত ক্রীড়া ও শকুনির জয়	৬১
গোবিন্দ-যুধিষ্ঠির সংবাদ	৯ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিহ্বলের উক্তি	৬২
জবাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত	১০ ভ্রাতৃবর্গকে ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও	
ভীমার্জুনকে লইয়া ত্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজে প্রবেশ	১২ যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	৬৩
জবাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ	১৪ পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাতলস্থ করণ	৬৫
জবাসন্ধ বধ ও রাজাগণের কারামোচন	১৬ দ্রৌপদীকে আনিতে প্রাতিকামীর গমন	৬৬
অর্জুনেব দিগ্বিজয় যাত্রা	১৬ দ্রৌপদীর প্রশ্ন	৬৭
ভীমের দিগ্বিজয়	১৭ হুঃশাসনীর দ্রৌপদী সমীপে গমন ও তাঁহার	
সহদেবের দিগ্বিজয়	১৯ কেশাকর্ষণ পূর্বক সভায় আনয়ন	৬৮
নকুলের দিগ্বিজয়	২১ সভাজন-প্রতি বিকর্ণের উত্তর	৬৯
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বর্ণন	২২ দ্রৌপদী কর্তৃক ত্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও দ্রৌপদীর	
ইন্দ্রপ্রস্থে ত্রীকৃষ্ণের আগমন	২৪ বস্ত্রহরণ	৭১
রাজস্বয় যজ্ঞপ্রসঙ্গ	২৫ হুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা	৭২
রাজস্বয় যজ্ঞ আরম্ভ	ঐ বিহ্ব কর্তৃক বিরোচন ও সুধম্বা ব্রাহ্মণের	
দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জুনের যাত্রা	২৬ প্রসঙ্গ	৭৩
পাতালে পার্থের যাত্রা	২৭ দাসদানী প্রস্তাবে ভীমের উত্তর	৭৪
ঋষদ রাজার আগমন	৩০ হৃষ্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা	৭৫
দক্ষিণ ও পূর্বদ্বারে বিভীষণের অপমান	৩২ দ্রৌপদীর বরলাভ	৭৬
ত্রী-কর্তৃক প্রাণদান	৩৪ কর্ণবাক্যে ভীমের ক্রোধ	৭৭
বিভীষণের অপমান	৩৭ পাণ্ডবগণের নিজ রাজ্যে গমন	৭৮
	৪১ ধৃতরাষ্ট্র স্থানে হৃষ্যোধনের বিবাদ	৭৯
	৪২ পুনর্বার দ্যুতক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	৮০
	৪৫ কোরব বধে পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞা	ঐ
	৪৭ পাণ্ডবদিগের বনে গমনোদ্যোগ	৮১
সভায় রাজগণের প্রবেশ	ঐ দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিবাদ	৮২
শিশুপালের কুশনিন্দা	যুধিষ্ঠিরদিগের বন প্রস্থান ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন	৮৩
শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ও ভীষ্মের বাক্য	৪৯ কুরুসভায় নারদ ঋষির আগমন	৮৫
ভীষ্ম কর্তৃক শিশুপালের জন্ম কথন ও শিশু পালের ক্রোধ	সভাপর্ষের সূচীপত্র সম্পূর্ণ ।	
		৫১



শিশুপাল বধ ।

“ ওহে ভীষ্ম । এ তোমার কিমত বিচার ?
সভাতে আছেন রাজা রাজার কুমার ।
পৃথিবীর যত রাজা ছারেতে তোমার ॥
এ সব থাকিতে পূজ্য বৃষ্ণি কুলোদ্ভব ?

শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর ॥ ”



ভারত-রত্ন

সভাপত্র



“নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমঃ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো অরমুদীরয়েৎ

ভারত শ্রবণের ফলশ্রুতি ।

অতিশয় আনন্দেতে মথি বেদার্ণব ।
জগতজনের হিত করিতে সম্ভব ॥
ত্রৈলোক্যে নাহিক দিতে যাহার মহিমা
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্দ্রিমা ॥
সংসারে যা আছে তাহা আছেয়ে ইহাতে ।
ইথে যাহা নাহি তাহা না দেখি জগতে ।
যে জন সাত্ত্বিক দান করে বহুশ্রমে ।
বেদ বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে ॥
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে ।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে ॥

ময়দানব কর্তৃক সভা নিৰ্ম্মাণ ।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান ।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব-প্রধান ॥
খাণ্ডব দহিয়া গিয়া পাণ্ডব প্রস্থে ।
কি কি কৰ্ম্ম করিলেন তা কহ আমারে ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ ।
তব মুখে শুনিয়া যুচুক মনধন্জ ॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নৃপবর ।
অগ্নি সত্যে পার হ'ল পার্থ ধনুর্ধর ॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ ।
পরম আনন্দে রাজা কৈল আলিঙ্গন ॥

লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজ দিল দান ।
ময়দানবের বহু করিলেন মান ॥
পাণ্ডবের মহাকীর্তি ব্যাপিল সংসার ।
রিপুগণে শুনি লাগে অতি চমৎকার ॥
হেনমতে নানা সুখে থাকেন পাণ্ডব ।
অনুদিন যজ্ঞ দান করে মহোৎসব ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
ভারতের সভাপত্র বিচিত্র কথন ॥
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের অগ্রে করি যোড় কর ।
বিনয় করিয়া বলে দানব ঈশ্বর ॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিন লোকে ।
হেন চক্রে হতে উদ্ধারিলে হে আমাকে ।
প্রচণ্ড অনল মুখে কৈলেন পরিত্রাণ ।
আজি হতে তোমারে বিক্রীত মম প্রাণ ।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয় ।
তব প্রীতিহেতু আমি ব্যাকুল হৃদয় ॥
অর্জুন বলেন যাহ দানব ঈশ্বর ।
রাখিও আমাতে প্রীতি তুমি নিরন্তর ।
ময় বলে যাবৎ না করি তব কৰ্ম্ম ।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম ।
দানব-কুলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা ।
করিব অবশ্য যাহা আজ্ঞা ।
পার্থ বলে কিছু আমি ।
যা পারহ কর প্রীতি ॥

করষোড়ে বলে ময় কৃষ্ণের গোচর ।
 কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদর ॥
 হৃদয়ে চিস্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন ।
 দিব্য সভা দেহ এক করিয়া রচন ॥
 হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে ।
 অদ্বুত হইবে সুরাসুর তিন লোকে ॥
 কৃষ্ণের আদেশে ময় আনন্দিত হ'ল ।
 নির্মিতে সুন্দর সভা শীঘ্রগতি গেল ॥
 কনক রচিত চিত্র বিচিত্র নির্মাণ ।
 নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান ॥
 চৌদিকে সহস্র দশ ক্রোশ পরিসর ।
 সুরাসুর-নাগ-নর সব-অগোচর ॥
 রচিয়া বিচিত্র সভা দানব প্রধান । (১)
 সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥
 যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে ।
 দেখিতে গেলেন সভা মহামহোৎসবে ॥
 দ্বিজগণে পায়সাম করান ভোজন ।
 নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন ॥
 শুভক্ষণে করিলেন প্রবেশ সভায় ।
 পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায় ॥
 চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে ।
 পিতৃ দরশনে যাব করিলেন চিতে ॥
 পিতৃহৃদয় কুন্তীর বন্দিয়া ছুই পাদ ।
 আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করেন প্রসাদ ॥
 সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন ।
 গদগদ মৃদু বাক্য সজল নয়ন ॥
 কহেন ক্লিষ্টকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া ।
 স্নেহেতে চক্ষুর জলপাণ্ডিছে বহিয়া ॥
 সেবিবে শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে ।
 সমভাবে সর্বদা বঞ্চিত কৃষ্ণাসনে ॥
 তত্ত্ব কথা কহিয়া চলেন গদাধর ।
 প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা পাশে
 বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদু মন্দ ভাষে ॥
 শরণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী ।
 সদাকাল স্নেহ তারে করিবে আপনি ॥

দ্রৌপদীয়ে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ ।
 ধোম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ ॥
 যুধিষ্ঠিরে কহিলেন করি নমস্কার ।
 আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার ॥
 শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিবল বদন ।
 কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজ্ঞা লোচন ॥
 ভীমার্জুন সহিত হইল কোলাকুলি ।
 কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী ॥
 শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল ।
 বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল ॥
 দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন ।
 গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥
 যাত্রা শুভ যার নাম করিলে স্মরণ ।
 তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ ॥
 স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন । (২)
 খগপতিধ্বজে আরোহেন ছয় জন ॥
 রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি ।
 যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে কহিল শ্রীপতি ॥
 নিবর্তহ মহারাজ যাহ নিজালয় ।
 আমাতে রাখিহ সদা সদয় হৃদয় ॥
 আলিঙ্গন করি পার্থ সজলনয়ন ।
 বহু কষ্টে নিরত হইল পঞ্চ জন ॥
 আত্মা মন পাণ্ডবের কৃষ্ণ সহ গেল ।
 কেবল শরীর লয়ে পাণ্ডব রহিল ॥
 বিরস বদনে ফিরিলেন পঞ্চ জন ।
 গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ ॥
 তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান ।
 মম মনোমত সভা নহিল নির্মাণ ॥ (৩)
 আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্বতে ।
 কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে ॥
 রুষপর্বা নামে ছিল দানবের পতি ।
 চৌদিক শাসিয়া তথা করিল বসতি ॥
 করিলাশ্রয় তার সভা পূর্বেতে নির্মাণ ।
 নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান ॥
 এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল ।
 নানা রত্নে নানা শাস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল ॥

কোমোদকী গদা তুল্য আছে গদাবর ।
 সে গদার যোগ্য হয় বীর রকোদর ॥
 তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে ।
 হেন গদাবর আছে বিন্দুসরো-মাঝে ॥
 বক্রগে জিনিয়া রূপকী দৈত্যেশ্বর ।
 দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর ॥
 যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ ।
 সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন ॥
 এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে ।
 আচ্ছা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে ॥
 অর্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে ।
 যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে ॥
 ইহা শুনি চলিল দানবরাজ ময় ।
 কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ততনয় ॥
 ভাগীরথী-হেতু যথা রাজা ভগীরথ ।
 বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
 নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর ।
 যথা করিলেন যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
 যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা ।
 বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা ॥
 ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল ।
 রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
 দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপম ।
 যত রত্ন নিল তার কত লব নাম ॥
 ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জুনেরে ।
 দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে ॥
 কনক বৈভূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল ।
 মরকত স্ফটিক-রঞ্জিত চিত্র ঢাল ॥
 স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হীরা ।
 সর্ব গৃহে লব্ধে মণি মুকুতার ঝারা ॥
 বসিবার স্থানে সব কৈল রত্নছেদি ।
 বিচিত্র রচন কৈল নানা মত বেদী ॥
 নানা জাতি রক্ষে সব ফল ফুল শোভে ।
 ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
 ভানু রহস্তানু যেন পূর্ণচন্দ্র প্রভা ।
 সুরাসুরে অপর্ক কবিল ময় সভা ॥

উচ্চ নীচ বুঝিয়া ভ্রমর বিজ্ঞ লোকে ।
 বিশেষে বিপাকগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥
 এক মাসে সভা ময় করিয়া রচন । (৪)
 কুন্তীপুত্র প্রতি করিলেক নিবেদন ॥
 সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন ।
 আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ ॥
 দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন ।
 আনন্দসাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন ॥
 যত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য ।
 হরিণ বরাহ মেঘ কোটি লক্ষ লক্ষ ॥
 যে জন যে ভক্ষ্য তৃপ্ত তাহা সে পাইল
 ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল ॥
 দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে ।
 নানা রত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে ॥
 কত মুনিগণ তবে ধর্মপুত্র প্রীতে ।
 আশ্রম করিয়া রহিলেন সে সভাতে ॥
 অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি ।
 মহাশিরা অর্কবনু সুমিত্র তপস্বী ॥
 মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্তু জৈমিনি ।
 কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পৈল চারি শিষ্য গণি ॥
 জাতুকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অপ্সু হোম্য ।
 কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধোম্য ॥
 জজ্ঞাবস্তু রৈভ্য কোপবেগ পরাশর ।
 পারিজাত সত্যপাল শাণ্ডিল্য প্রবর ॥
 গালব কোণ্ডিন্য সনাতন বক্রমালী ।
 বরাহ সার্বণ ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি ॥
 ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন ।
 সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন ॥
 যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি ।
 পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম নানা কথা ভাষি ॥
 পৃথিবীতে বৈসে যত মুখ্য ক্ষত্রগণ ।
 যুধিষ্ঠির সভায় থাকেন অনুক্ষণ ॥
 মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তী উগ্রসেন ।
 সুধর্ম্য সুবর্ম্য কৃতবর্ম্য জয়সেন ॥
 অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি ।
 সুমিত্র সুমনা ভোজ সুশর্ম্য প্রভৃতি

বন্দুদান চেকিতান মালবাধিকারী ।
 কেতুমান জয়ন্ত সুবেণ দণ্ডধারী ॥
 মৎসরাজ ভীষ্মক কৈকয় শিশুপাল ।
 সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল ॥
 রবিশ্ৰ ভোজ যতুবংশী যতেক কুমার ।
 ইত্যাদি অনেক রাজা গুণিতে অপার ॥
 অর্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ ।
 জিতেশ্রিয় রত্তি ইয়ে থাকে সর্বক্ষণ ॥
 চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব তুধুর অধিপতি ।
 অপর কিম্বর নিজ অমাত্য সংহতি ॥
 নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে ।
 বিরিক্ষিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদিদেবে ॥
 না হইল না হইবে আর সভাস্তর ।
 হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চে সহোদর ॥
 যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসাচ্ছিলে
 বিবিধ উপদেশ প্রদান ।
 মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়,
 হেনমতে নিবসে পাণ্ডব ।
 এক দিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
 সর্বত্র গমন মনোজব ॥
 ধ্যান জ্ঞান যোগযুজ্য, অমর অনুর পূজ্য,
 চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে ।
 ব্রহ্মার অঙ্কেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম,
 ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেণ অনায়াসে ॥
 পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
 কলহ গায়নে বড় প্রীত ।
 শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল কোঁট
 প্রবেণে কুণ্ডল স্মীতে সিত ॥
 মুখে হরিনাম অব্বে, ভুজস্থ বীণার রবে,
 গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ ।
 বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
 পুলকে কদম্বপুষ্প অঙ্গ ॥
 শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আঁজানুলম্বিত ভুজ,
 প্রজ্বল অনল দীপ্ত কায় ।
 পরিধান রুণ্যাজিন, সঙ্গে মুনিকতজন, (৫)
 উপনীত পাণ্ডব সভায় ॥

দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
 সন্তুষ্টে উঠিল ততক্ষণে ।
 আস্তেবাস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণ যুত,
 প্রণাম করেন সে চরণে ॥
 সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ প্রক্ষালিয়া,
 বসিতে দিলেন সিংহাসন ।
 যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর,
 ভক্তিভাবে করেন পূজন ॥
 তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাবে,
 কহ রাজা ভদ্র আপনার ।
 কুলের কোলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জন ধর্ম্ম,
 নির্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার ॥
 সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
 এ সবার রাখ কি বচন ।
 একৈক অনেক সহ, মন্ত্রণা ত না করহ,
 কার্য্যে কি রাখহ মুখ্যগণ ॥
 ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূল্যে কিন তত,
 না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা ।
 তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
 দুখতো না পায় কোন জনা ॥
 বিজ্ঞযোগ্যপুরোহিত, দৈবজ্জ্যোতিষবিত,
 আছে কি বৈদ্য চিকিৎসক ।
 অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রাহ্মণমুখে,
 সদা দেহ যুত অন্নোদক ॥
 রাজ্যের যতকরাজা, পায়যথোচিতপূজা,
 সবে অনুগত তো তোমার ।
 ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত,
 পূর্ণ করিয়াছ তৌ ভাণ্ডার ॥
 প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ, বৈকালে তেজীড়ারস
 আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ ।
 ধর্ম্ম কর্ম্মে ধনব্যয়, কর নিত্য উপচয়,
 পূজিবৎ পাল প্রজাগণ ॥
 ত্রিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি,
 পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন ।
 শুন ধর্ম্ম অধিকারী, কহেন বিনয় করি,
 প্রণমিয়া মুনির চরণ ॥

যে কিছু কহিলাতুমি, যথাশক্তিকরিআমি,
 যাহা জ্ঞাত ছিলাম পূর্বেতে ।
 শুনিয়া তোমার স্থান, বিশেষ জন্মিলজ্ঞান,
 যত্নেতে করিব আজি হতে ॥
 অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন,
 চরাচর তোমাতে গোচর ।
 এই সভা মনোহর, অনুকূপ মুনিবর,
 দেখেছ কি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
 যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈশ্বর হাসিয়া মুনি,
 কহেন সকল বিবরণ ।
 তোমার সভারপ্রায়, মনুষ্যলোকেতেরায়,
 নাহি দেখি শুনহ রাজন ॥
 ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, যেনকৈলাসেরপ্রভা,
 ইন্দ্র যম বরুণের পুরী ।
 দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথা,
 শুন কিছু কহি ধর্ম্মকারী ॥
 রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়,
 সে সকল সভার বিধান ।
 প্রসার বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত,
 প্রত্যক্ষে শুনিব তব স্থান ॥
 দিব্য সভাপর্ব্ব কথা, বিচিত্র ভারত গাঁথা,
 শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ ।
 গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
 বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

—
 নারদ কর্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন ।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান ।
 ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান ॥
 দেবশিষ্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায় ।
 নির্মাণ করান নিজ মহতী সভায় ॥
 বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র প্রভা ।
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা ॥
 উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার ।
 শচী সহ ইন্দ্র সদা করেন বিহার ॥
 সেই সভা শূন্য পথে পারয়ে থাকিতে ।
 যথা ইচ্ছা পারে তাহা যাইতে আসিতে ॥

জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ ।
 ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবন্দ ॥
 মরুত কুবের আদি, সিদ্ধ সাধ্যগণ ।
 অগ্নানকুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ ॥
 অমৃতবস্তু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ ।
 তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ ক্লৃষ্ণবস্ম ॥
 যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছেয়ে মূর্ত্তিমন্ত ।
 দেব ঋষি পুণ্য জন লিখিতে অনন্ত ॥
 দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে ।
 বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে ॥
 হরিশচন্দ্র নরপতি আছেয়ে তথায় ।
 আর যত নরপতি লিখনে না যায় ॥
 নারদ বলেন শুন সভার প্রধান ।
 শমন রাজার সভা কর অবধান ॥
 দীর্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার ।
 আদিত্য সমান প্রভা গতি কামাচার ॥
 ন শীতল নহে তপ্ত নাহি ছুখ লোকে ।
 প্রেমময় নাহি হিংসা সদাকাল সুখে ॥
 কতেক কহিব তথা যতেক বিষয় ।
 কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয় ॥
 যযাতি নহষ পুরু মাঙ্কাতা ভরত ।
 রুতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীথ সুরথ ॥
 শিবি মৎস্তা রুহদ্রথ নল বহীনর ।
 ঋতশ্রবা পৃথুলান্ব রাজা উপরিচর ॥
 দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দিন ।
 পৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত বসুমন ॥
 শরভ সৃষ্টয় বেণ ঐন উশীনর ।
 পুরু কুৎস প্রচ্যাম বাহ্লীক নৃপবর ॥
 শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকয় ।
 জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জন্মেজয় ॥
 অজ ভগীরথ দিলীপ লক্ষ্মণ রাম ।
 ভীমজানু পৃথু পৃথুবেগ করন্দম ॥
 শত ধৃতরাষ্ট্র আছে ভীষ্ম দুই শত ।
 শত ভীম ক্লৃষ্ণার্জুন শত আর কত ॥
 প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার ।
 কতেক কহিব তথা যত আছে আর ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু কলে দান ।
 যত যত আছে তথা না যায় বাখান ॥
 বরুণের সভা কহি কর অবধান ।
 অপূর্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান ॥
 বিশ্বকর্মা বিরচিল সভা অনুপম ।
 জলের ভিতর সে পুঙ্করমালী নাম ॥
 শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার ।
 নানা রত্ন বহুবর্ণ কহিতে বিস্তার ॥
 নিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত ।
 পুঞ্জ পৌঞ্জ পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত ॥
 দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত ।
 বাসুকি তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত ॥
 সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব ।
 বিপ্রচিহ্নি কালকেয় দুর্মুখ সরভ ॥
 মূর্ত্তিমন্ত চারি সিদ্ধু আরো নদীগণ ।
 জাহ্নবী যমুনা সিদ্ধু সরস্বতী শোণ ॥
 চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী ।
 শতদ্রু সরযু আরো নদী চর্ম্মণ্ডতী ॥
 কিস্পু না বিদিশা কৃষ্ণবেণী গোদাবরী ।
 নর্ম্মদা বিশল্যা বেণী লাক্ষ্মী কাবেরী ॥
 দেব নদী মহানদী ভারবী তৈরবী ।
 ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি ॥
 করতোয়া গওকী আত্রেয়ী ত্রীগোমতী ।
 যুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী ॥
 মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে ।
 তড়াগ পুঙ্করিণ্যাদি বরুণেরে সেবে ॥
 চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার ।
 কহিতে না পারি কত যত বৈসে আর ॥
 কুবেরের সভা রাজ্য কর অবধান ।
 কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
 কশ্যপ যোজন দীর্ঘ বিস্তার সন্তরি ।
 নিবসে গুহক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী ॥
 চিত্রসেনা রত্না ইরা যুতাচী মেনকা ।
 শাকনেত্রী উর্কশী বৃদ্ধ দা চিত্ররেখা ॥
 পমিশ্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী ।
 সূত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি ॥

পুঞ্জ নলকুবর আরো যে মন্ত্রিগণ ।
 মণ্ডিতদ্র শ্বেতভদ্র ভদ্র সুলোচন ॥
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ ।
 প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ ॥
 কলকক্ষ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি ।
 হাহা হুহু বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী ॥
 চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর ।
 বিভীষণ থাকে সদা সহ সহোদর ॥
 আছয়ে পর্ব্বতগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া ।
 হিমাঙ্গি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া ॥
 আমিহ থাকি যে আমা তুল্য বহু আছে ।
 উমা সহ সদানন্দ সদা তার কাছে ॥
 নন্দী ভৃঙ্গি গণপতি কার্ত্তিক রুঘভ ।
 পিশাচ খেচর দান শিবাগণ সব ॥
 আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে ।
 কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে ॥
 পূর্বে দেবযুগে দিবা নামে দিবাকর ।
 ভ্রমেন মনুষ্যালোকে হয়ে দেহধর ॥
 আচম্বিতে আমারে দেখিলা মহাশয় ।
 দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয় ॥
 ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে ।
 শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে ॥
 তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয় ।
 কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয় ॥
 বলিলেন সহস্র বৎসর ত্রতী হৈয়া ।
 করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া ॥
 শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর ।
 পরে পুন আইলেন দেব দিবাকর ॥
 আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী ।
 দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি ॥
 তার অস্ত নাহিক নাহিক পরিমাণ ।
 মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ ॥
 চন্দ্র সূর্য্য নির্ম্মিয়া সে সভার করণ ।
 শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন ॥
 তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান ।
 প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান ॥

প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম ।
 অঞ্জিরি বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কৰ্দ্দম ॥
 কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ ।
 বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ ॥
 বিদ্যমান অন্তরীক্ষে আত্মা অক্ষগণ ।
 বায়ু তেজ পৃথ্বী জল শব্দ পরশন ॥
 গন্ধৰ্ব সকল আছে মূর্তিমন্ত হৈয়া ।
 আয়ুর্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা ।
 অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা ॥
 চতুর্বেদ ষট্শাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি ঋতি ।
 চারি যুগ বর্ষ মাস দিবা সহ রাত্রি ॥
 সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদिति বিনতা ।
 ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কঙ্ক নাগমাতা ॥
 মূর্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ ।
 ইন্দ্র যম কুবের বরুণ ভ্রাতাশন ॥
 আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি ।
 নিত্য আসি সেবেসবে সৃষ্টি অধিকারী ॥
 এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে ।
 তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোজব ।
 তোমার প্রসাদে শুনিলাম এই সব ॥
 এক বাক্যে বিস্ময় হইল মম মনে ।
 যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে ॥
 একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দের আলয় ।
 কোন্ পুণ্য দানফলে কহ মহাশয় ॥
 যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা ।
 আমার বারতা কিছু কহিলেন কথা ॥
 নারদ বলেন শুন পাণ্ডব প্রধান ।
 সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান ॥
 এক রথে জিনিয়া লইল মর্ত্যপুর ।
 বাহুবলে হৈল সপ্তদ্বীপের ঠাকুর ॥
 রাজসূয় যজ্ঞ সে করিল হরিশ্চন্দ্র ।
 আজ্ঞায় আইল যত ছিল রাজবৃন্দ ॥
 অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন ।
 প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেধন ॥

শাস্ত্র মত দক্ষিণা যে বলিলা ব্রাহ্মণ ।
 পঞ্চগুণ করি ত্বারে দিলেন রাজন ॥
 সব রাজা হতে সে করিল বড় কাজ ।
 সেই কলে স্বর্গে সে হইল দেবরাজ ॥
 আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল ।
 সম্মুখ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল ॥
 যোগিগণে যোগে নিজ দেহ ভাগ করে ।
 সেই সব লোক বৈসে ইন্দের নগরে ॥
 কহি শুন তোমার পিতার সমাচার ।
 যমালয়ে দেখা হৈল সহিতে তাঁহার ॥
 কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয় ।
 যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ আমার তনয় ॥
 অনুগত তাঁর বীৰ্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ ।
 যাঁহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন ॥
 পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নয় ।
 রাজসূয় যজ্ঞ তাঁর অবহেলে হয় ॥
 এই রাজসূয় যদি করে ধর্মরাজে ।
 হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দের সমাজে ॥
 তোমার জনক ইহা কহিল আমারে ।
 যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে ॥
 সর্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি ।
 বহু বিঘ্ন হয় ইথে আমি ভাল জানি ॥
 ছিদ্র পায়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষ রক্ষ করে ।
 যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
 যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি ।
 আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী ॥
 এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর ।
 ত্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকানগর ॥
 সভাপর্বে অনুপম সভার বর্ণনা ।
 কাশীরাম দাস কহে শুন সাধুজনা ॥
 যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ-চিন্তা ও ত্রীকৃষ্ণের
 নিকট দূত প্রেরণ ।
 মুনি মুখে বার্তা শুনি ।
 চিন্তাশ্রিত নৃপমণি ॥
 অস্থ নাহি লয় মনে ।
 কহিলেন ভ্রাতৃগণে ॥

নারদ বলেন যত ।
 পিতৃ আজ্ঞা এইমত ॥
 যজ্ঞ রাজস্বয় তায় ।
 যাতে ইন্দ্রপদ পায় ॥
 এ যজ্ঞ কর্তব্য হয় ।
 কি সবার মনে লয় ॥
 শুনি ভৃত্য মন্ত্ৰিগণ ।
 স্বীকারিল সৰ্বজন ॥
 চিন্তা কর কোন হেতু ।
 কর রাজস্বয় ক্রতু ॥
 কি কার্য্য অসাধ্য আছে ।
 কেবা বিরোধিবে পাছে ॥
 মন্ত্ৰিগণ বাক্য শুনি ।
 বিচারেন নৃপমণি ॥
 যে কৰ্ম্ম যাহে না শোভে ।
 সে কৰ্ম্ম করিলে তবে ॥
 পাছে হয় বিড়ম্বনা ।
 অযশ ঘোষে সৰ্বজন ॥
 বিশেষে বিষম যজ্ঞ ।
 সব লোক নহে যোগ্য ॥
 ইহা আগে না প্রকাশি ।
 গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি ॥
 কর্তব্য কি অকর্তব্য ।
 হরির হইলে অব্য ॥
 যদি দেন অনুমতি ।
 এ যজ্ঞে হইব কৃতী ॥
 ইহা চিন্তি নরপতি ।
 দূত পাঠাইল তখি ॥
 সে দূত সত্ত্বর হয়ে ।
 দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে ॥ (৬)
 ক্লেশ করি নমস্কার ।
 কহে ধর্ম্ম সমাচার ॥
 তোমার দর্শন বিনে ।
 কুন্তীপুত্র দুখী মনে ॥
 এ কথা কহিবা মাত্র ।
 গোবিন্দ তোলেন গাত্র ॥

বৈনতেয় আরোহণে ।
 যান ইন্দ্রসেন সনে ॥
 দিনকর যায় অস্ত্রে ।
 উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে ॥
 ক্লেশ আইলেন পুরে ।
 শুনি হর্ষ নৃপবরে ॥
 ভ্রাতৃ মন্ত্ৰী পাঠাইল ।
 অগ্র হৈয়া ক্লেশ নিল ॥
 ধর্ম্মে করি নমস্কার ।
 সম্ভাষেন হরি আর ॥
 ধর্ম্ম নরপতি তবে ।
 ক্লেশ পূজে ভক্তিভাবে ॥
 বসিলেন সবে তথা ।
 চন্দ্রের মণ্ডলী যথা ॥
 ত্রিহরি চরণদ্বয় ।
 যে ভাবে সদা হৃদয় ॥
 তার চরণসরোজে ।
 সদা কাশীরাম ভজে ॥

গোবিন্দ-যুধিষ্ঠির সংবাদ ।

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার ।
 নারদেদের কহিলেন জনক আমার ॥
 রাজস্বয় মহাযজ্ঞ তুল্য সংসারে ।
 যুধিষ্ঠিরে কহ রাজস্বয় করিবারে ॥
 এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্ছা হইল আমার ।
 শুন এই কথা ক্লেশ কহি সারোদ্ধার ॥
 পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে ।
 কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে ॥
 যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে ।
 যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥
 কুন্দিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার ।
 কর্তব্য-কর্তব্য ধর্ম্ম তোমার বিচার ॥
 পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি ।
 তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি ॥
 গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব গুণবান ।
 পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান ॥

যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে ।
 এক নিবেদন আমি করিব তোমারে ॥
 আমি যাহা কহি তাহা জান ভাল মতে ।
 এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহা যজ্ঞেতে ॥
 মগধ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা ।
 পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা ।
 তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে ।
 বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে ॥
 তাহার সহায় বহু দুই রাজগণ ।
 শিশুপাল দম্ভবক্র নৃপতি যবন ॥
 পুণ্ডরীক বাসুদেব কৌশল ঈশ্বর ।
 রুক্মি ভগদত্ত রাজা মহাবলধর ॥
 এমত অনেক যত দুই নরপতি ।
 সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি ॥
 ইক্ষ্বাকু ইলার বংশে যত রাজগণ ।
 জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন ॥
 তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া ।
 উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া ॥
 জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি(৭)
 কংসের বনিতা দৌহে আমার মাতুলী ॥
 স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল ।
 সসৈন্তে মগধপতি মথুরা বেড়িল ॥
 অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে ।
 ক্ষয় নহে মারিলেও শতক বৎসরে ॥
 রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার ।
 সেই হেতু সাজি আইল অষ্টাদশবার ॥
 তবে চিন্তে বিচার করিনু সর্বজন ।
 মথুরা বসতি অধর নহে সুশোভন ॥
 নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে ।
 পুন জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে ॥
 এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া ।
 দূরস্থল দ্বারকায় রহিলাম গিয়া ॥
 সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে ।
 বন্দি করি রাখিয়াছে আপন ভবনে ॥
 পশুবৎ করি সব রাখিয়াছে রাজা ।
 সবাচারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা ॥

ছিয়াশীটি ভূপে দুই রেখেছে বন্দিশালে
 তব যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে ॥
 জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব সিদ্ধ হয় ।
 নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥
 জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ ।
 তারে মারি বশ কর রাজার সমাজ ॥
 হইবে অনন্ত জন্ম সংসার ভিতরে ।
 আমার মন্ত্রণা কহিলাম এ তোমারে ॥
 এতক বলেন যদি কমললোচন ।
 ক্রোধেরে কহেন রাজা ধর্মের নন্দন ॥
 সমুচিত কহিল যতক মহাশয় ।
 ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয় ॥
 শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে ।
 পৃথিবী সুসাধ্য আরো করি ক্রমে-ক্রমে ॥
 পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায় ।
 মম মত এই কহিলাম যে তোমায় ॥
 ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে ।
 প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥
 তারে মারি মুক্ত হবে বহু জাতিগণ ।
 যজ্ঞে বিশ্ব করে তবে নাহি হেন জন ॥
 রাজা হয়ে শান্তি ভজে লক্ষ্মী নাহি পায়
 পূর্ব রাজগণ কর্ম কহি শুন রায় ॥
 বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমণ্ডল ।
 মাক্ষাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল ॥
 প্রতাপেতে কৃতবীর্য ঘোষে জগজ্জন ।
 ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি ।
 যেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥
 সৈন্য সাজি তাহারে নারিবে কদাচিত ॥
 অসংখ্য দুর্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত ॥
 ভীমার্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি ।
 উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥
 শুনিয়া বলেন রাজা ধর্মের তনয় ।
 যতক কহিল মম চিন্তে নাহি লয় ॥
 মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্তী ।
 যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র নরপতি ॥

যার ভয়ে জনমাতৃ মথুরা ত্যজিয়া ।
 পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া ॥
 তোমরা উভয়ে চক্ষু ক্লুষ্ম মম প্রাণ ।
 সঙ্কটেতে পাঠাইব না হয় বিধান ॥
 হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার ।
 সন্ন্যাসী হইয়া পাছে আমি সংসার ॥
 এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয় ।
 কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয় ॥
 চিরজীবী নহে কেহ সংসার ভিতর ।
 যুদ্ধ না করিয়া কেহ আছে কি অমর ॥
 বিনা ছুখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম ।
 সুকর্ম বিহীন রাজা রথা তার জয় ॥
 এ উপায়ে কর্ম যদি না হয় সাধন ।
 পশ্চাৎ করিবা তাহা যাহা লয় মন ॥
 এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন ।
 সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ ॥
 সভাপরী সুধারস জরাসন্ধ বধে ।
 কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

জরাসন্ধের জয় বৃত্তান্ত ।

ধর্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ ।
 জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ ॥
 কত বল ধরে সে কাহার পাইল বল ।
 তোমা হিংসি রক্ষা পাইল বিস্ময় অন্তর ॥
 গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান ।
 জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান ॥
 মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ ।
 অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ ॥
 তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে যক্ষপতি ।
 কাপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি ॥
 নিরস্তর যজ্ঞ করে অশ্রু নাহি মন ।
 ছুই কত দিল তারে কাশীর রাজন ॥
 পুজার্থী পুজোষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল ।
 না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল ॥
 আপনারে দিক্কার করিয়া নরপতি ।
 রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি ॥

গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি ।
 পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী ॥
 বহু দেশ ভ্রমিয়া নগরে উপনীত ।
 রক্ষতলে রাজা তাঁরে দেখে আচম্বিত ॥
 ভার্য্যা সহ প্রাণমিল মুনির চরণ ।
 মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন ॥
 করযোড়ে বলে রাজা বিনয় বচন ।
 মম দুখ অবধান কর তপোধন ॥
 বহু কর্ম করিলাম রাজ্যে হয়ে রাজা ।
 সমুচিত বিধানেন্তে পালিলাম প্রজা ॥
 ধনে জনে আর মন নাহি তপোধন ।
 সর্ব শূণ্য দেখি মুনি পুত্রের কারণ ॥
 এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস ।
 তপস্থা করিব গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
 রাজার বিনয় শুনি গৌতমনন্দন ।
 ধ্যানেন্তে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ ॥
 হেনকালে দৈবে সেই আত্মরক্ষ হৈতে ।
 শূণ্য হৈতে এক আত্ম পড়িল ভূমিতে ॥
 আত্ম লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল ।
 হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল ॥
 এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে ।
 গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে ॥
 বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাহ নিজ ঘর ।
 এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর ॥
 মুনি প্রাণমিয়া রাজা নিজালয় গেল ।
 ছুই ভার্য্যা সমান দৌহারে বাঁটি দিল ॥
 ছুইভাগ করি দৌহে করিল ভক্ষণ ।
 এককালে গর্ভবতী হৈল ছুই জন ॥
 একত্র প্রসব দৌহে হৈল এককালে ।
 আনন্দে নিরখে দৌহে সেই ছুই বালে ॥
 এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর ।
 অর্দ্ধ-অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর ॥
 হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল ।
 দশ মাস গর্ভব্যথা রথা বহা গেল ॥
 নিরাশ হইয়া দৌহে সৃণ করি মনে ।
 ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা করে দাসীগণে ॥

সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ ।
 জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ ॥
 সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার ।
 সংসারের গৰ্ভপাত শাসন তাহার ॥
 রাজগৃহে গৰ্ভপাত শুনিয়া ধাইল ।
 অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল ॥
 আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে ।
 ছুই হাতে ছুই খান করিয়া নিরখে ॥
 রহস্য দেখিয়া ছুই সংযোগ করিল ।
 আচম্বিতে ছুই অঙ্গ একত্র হইল ॥
 উণ্ডা উণ্ডা করি কান্দে মুখে হাত ভরি ।
 আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী ॥
 না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে ।
 নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে ॥
 এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন ।
 মেঘের গর্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন ॥
 মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরি জরা নিশাচরী ।
 রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি ॥
 নৃপতিরে कहিল সকল বিবরণ ।
 হের ধর লহ রাজা আপন নন্দন ॥
 পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি ।
 তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি ॥
 কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম ।
 কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথা তব ধাম ॥
 এত স্নেহ মম প্রতি কিসের কারণে ।
 আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে ॥
 রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী ।
 গৃহদেবী দিলা নাম সৃষ্টি অধিকারী ॥
 দানব বিনাশে মোর হইল সৃজন ।
 সর্ব্ব গৃহে থাকি রাজা করহ শ্রবণ ॥
 আমারে সপুত্রা নবযৌবন করিয়া ।
 যে জন রাখিবে গৃহ-ভিত্তিতে আকিয়া ॥
 জায়া স্নাত ধন ধান্যে সদা তার ঘর ।
 পরিপূর্ণ থাকিবেক শুন রাজ্যেশ্বর ॥
 তব গৃহে পূজা রাজা পাই অনুক্ষণ ।
 তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন ॥

সমুদ্র শোষণ রাজা মোর এই পেটে ।
 সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে ।
 তব গৃহ-পূজায় তোমারে আমি বশ ।
 এই হেতু রাখিলাম তোমার ঔরস ॥
 এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান ।
 পুত্র পেয়ে নরপতি মহা হর্ষবান ॥
 জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন ।
 অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ ॥
 জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ ।
 দিনে দিনে বাড়ি যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র ॥
 কত দিনে রহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া ।
 ভার্য্যা সহ বনে গেল ব্রহ্মচারী হৈয়া ॥
 জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল ।
 নিজ ভুজ পরাক্রমে শাসে ভূমণ্ডল ॥
 ছুই সেনাপতি হংস ডিম্বক তাহার ।
 সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ আকার ॥
 তিম জুন মহাবীর অজেয় সংসারে ।
 চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে ॥
 আমা হ'তে ভোজপতি যবে হৈল হত ।
 তথা হৈতে গদা প্রহারিল বাহুদ্রথ ॥
 শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে ।
 মথুরা কম্পিত যেন গিরি বজ্রাঘাতে ॥(৮)॥
 সংগ্রামে সাজিয়া এল অষ্টাদশবার ।
 ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার ॥
 হংস নামে এক রাজা ছিল সঙ্কে তার ।
 বলতদ্র হাতে সেই হইল সংহার ॥
 মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ ।
 শুনিয়া মগধ লোক হইলেক স্তব্ধ ॥
 ডিম্বক করিত সেই রাজ্যের রক্ষণ ।
 শুনিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ ॥
 সহিতে নারিল শোকে হইল অস্থির ।
 ডুবিয়া যমুনা জলে ত্যজিল শরীর ॥
 জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর ।
 শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর ॥
 ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণে না রহিল ।
 যমুনার জলে সেহ ডুবিয়া মরিল ॥

হেনমতে ডুবিয়া মরিল ছুই জন ।
 একমাত্র জরাসন্ধ আছেয়ে দুর্জন ॥
 সংগ্রামে জিনিতে তারে নাহিক ভুবনে ।
 উপায় আছেয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে ॥
 মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন ।
 রুকোদর বাহুবলে করিবে সাধন ॥
 আমার হৃদয় যদি জান মহাশয় ।
 আমার বচনে তবে করহ প্রত্যয় ॥
 পৌরুষে বিভব যদি পাঞ্ছ নরপতি ।
 ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা আমার সংহতি ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন ।
 একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন ॥
 হৃষ্টমুখ ছুই ভাই দেখি নরপতি ।
 কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি ॥
 কি কারণে এমত বলিলা যতুরায় ।
 তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায় ॥
 লক্ষ্মী পরাজু খ যারে সে তোমা না জানে ।
 সহজে পাণ্ডববন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে ॥
 তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে ।
 তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্কেতে ॥
 এত বলি নরপতি ছুই ভাই লয়ে ।
 গোবিন্দের করেছে দিলেন সমর্পিয়ে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
 কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥

ভীমার্জ্জুনে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের
 গিরিবর্জে প্রবেশ ।

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন ।
 স্নাতক বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ ॥
 পদ্মসর লজ্জিয়া পর্বত কালকূট ।
 গণ্ডকী শর্করাবর্ত বিবম সঙ্কট ॥ (৯)
 সরযু অযোধ্যা আর নগর মিথিলা ।
 ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা ॥
 পার হৈয়া পূর্বমুখে যান তিন জনে ।
 মগধ রাজ্যেতে উত্তরিলা রত দিনে ॥
 চৈত্য রথআদি করি পঞ্চ গোটা গিরি ।
 গাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি ব্রজপুরী ১০

অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর
 ধন ধান্য গো মহিষে শোভিত নগর ॥
 ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি ।
 এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি ॥
 পঞ্চ পর্বতের কথা শুন ছুই জন ।
 শক্র দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ ॥
 আর এক আশ্চর্য আছেয়ে দুয়ারেতে ।
 তিনগোটা ভেরীশব্দ করে আচম্বিতে ॥ ১১
 শক্র দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন ।
 সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন ॥
 শক্রবাপী অর্কুদ এ ছুই নাগবর ।
 যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর ॥
 মহারথিগণ সব রক্ষা করে দ্বার ।
 ইহার উপায় এক করহ বিচার ॥
 অর্জ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম ভাগে ।
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব ছুই নাগে ॥
 ভীম বলিলেন মম পর্বতের ভার ।
 অন্ত পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার ॥
 এইকপ বিচারিয়া তবে তিন জন ।
 দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ ॥
 নাগের কারণ দেব কৃষ্ণ মহামতি ।
 খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি ॥
 আইল ভুজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে ।
 এ তিন ভুবন কাঁপে যাহার গর্জ্জনে ॥
 ভয়েতে ভুজঙ্গ ছুই প্রবেশে পাতালে ।
 কৃষ্ণের মেলানি মাগি খগপতি চলে ॥
 ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িল শব্দভেদী ।
 এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি ॥
 চৈত্যগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ ।
 রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন ॥
 গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম ঊপাড়িয়া করে ।
 অচল করিল বজ্রমুষ্টির গ্রহারে ॥
 পর্বত লজ্জিয়া কৈল নগরে প্রবেশ ।
 সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ ॥
 হাট বাট নগর চক্ৰ মনোহরা ।
 নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা ॥

সুগন্ধি কুমুম মালা দেখি সুশোভন ।
 বলে লয়ে তিন জন করেন ভূষণ ॥
 পূর্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা ।
 অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা ॥
 তিন দ্বার লঙ্ঘি পরে যান অন্তঃপুর ।
 যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর ॥
 যজ্ঞ দীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর ।
 উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর ॥
 কেবল ব্রাহ্মণগণ আছে তথাকারে ।
 বিনাহ্বানে অন্য জন যাইতে না পারে ॥
 তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে ।
 আশুসরি অভ্যর্থনা করে কত পথে ॥
 বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন ।
 স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিন জন ॥১২
 তিন-জন-মূর্তি রাজা করে নিরীক্ষণ ।
 শাল রক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ ॥
 আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গ আকার ।
 অস্ত্রচিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাংকার ॥
 ভূষণ বিবিধ মালা দেখিয়া রাজন ।
 নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
 ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন অনাচার ।
 সুগন্ধি চন্দন মালা অঙ্গে সবাংকার ॥
 মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে ।
 ব্রাহ্মণ কখন মালা নাহি পরে গলে ॥
 পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন ।
 বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ ॥
 সত্য কহ তোমরা যে হও কোন জাতি ।
 কি হেতু আইলা বল আমার বসতি ॥
 দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্য জন ।
 চোররূপে আসিয়াছ লয় মম মন ॥
 চৈত্যাগিরি-শৃঙ্গ ভাঙ্গি বুকি এলে প্রায় ।
 রাজদ্রোহ পাপভয় নাহিক তোমায় ॥
 কি হেতু আইলা কোন ভিক্ষা অনুসারে ।
 কোন বিধিমতে পূজা করি সবাংকারে ॥
 এত শুনি বামুদেব বলেন বচন ।
 গভীর নিনাদ যেন সলিলবাহন ॥

পুষ্প-মালা সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয় ।
 লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মবল কার বাঞ্ছা নয় ॥
 দ্বারে না আইলা হেন বলিলে বচন
 শত্রুগৃহ-দ্বারে মোরা না যাই কখন ॥
 কোনরূপে শত্রুগৃহে যাই মহারাজ ।
 যেই হেতু আসিয়াছি করিবা সে কাজ ॥
 জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ ।
 কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন ॥
 না হিংসিতে যেই জন হিংসা আসি করে ।
 তার সম পাপী নাহি সংসার তিতরে ॥
 কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি
 কি মতে তোমরা শত্রু কহ দেখি শুনি ॥
 গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত ।
 তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত ।
 পৃথিবীর রাজা সব বাঙ্কিয়া আনিলে ।
 পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দিশালে ॥ (১৩)
 মহাদেবে বলি দিবা শুনিবু শ্রবণে ।
 বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে ॥
 নাহি দেখি নাহি শুনি হেন বিপরীত ।
 জ্ঞাতিগণে বলি দিবা অধর্ম চরিত ॥
 আপদভঞ্জন আমি ধর্মের রক্ষণ ।
 জ্ঞাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন
 ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশবার ।
 হারি পলাইলা সব করিয়া সংহার ॥
 সেই ক্লৃপ আমি বমুদেবের নন্দন ।
 পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জুন এই দুই জন ॥
 আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন ।
 আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ ॥
 নহে বুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি ।
 দুই কর্ম্মে যেন ইচ্ছা হয় তব মতি ॥
 ত্রীকুণ্ডের বচনে অলিল জরাসন্ধ ।
 অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ ।
 পূর্বকথা বিন্মরণ হইল তোমার ।
 যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল আকার
 পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে ।
 কভু নাহি শুনি পুন আসিতে নগরে ॥

শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার ।
 ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার ॥
 সহজে বালক এই বিশেষে অভিজ্ঞ ন ।
 হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ ॥
 কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে ।
 কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে ॥
 ভীমের সহিত আজ করিব সমর ।
 এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর ॥
 ছুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি ।
 ভীমে দিল এক এক লইল আপনি ॥ '
 নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা ।
 ধাইল নগর-লোক শুনি যুদ্ধকথা ॥
 কোতুক দেখেন ক্লৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে ।
 নৃপতি স্বীয় যেন যুগল মল্লেরে ॥
 অপূর্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ ।
 বিস্তারে রচিয়া কহি যমকের ছন্দ ॥
 সভাপর্কে সুধারস জরাসন্ধ বধে ।
 কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দের পদে ॥

অপূর্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে ।
গজরাজ নক্রে, রত্নাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে ॥
কেশ বাস সারি, করে গদা ধরি,
ছুইজন হৈল আগে ।
কর্কশ বচন, করিছে ভৎসন,
ছুই জন মত্ত রাগে ॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব,
আইলা মগধ দেশে ।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনে পাশে ॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর স্মৃত ।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ,
আমি হয়ে এলাম দূত ॥

ক্রোধে বকোদর, কল্পে কলেবর,
 যেমন কদলীপাত ।
 মণ্ডলী করিয়া, ছুরিত কিরিয়া,
 দৌহে করে করাঘাত ॥
 বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
 অবণে লাগিল তালা ।
 দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
 উড়ি যায় মেঘমালা ॥
 করে করে ছাঁদি, পদে পদে বান্ধি,
 ছুই জনে দৌহা টানে ।
 ক্ষণে দৌহা ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি,
 হৃদয়ে হৃদয় হানে ॥
 লোহিত নয়ন, লোহিত বদন,
 নেহারে সকোপ দৃষ্টি ।
 দন্ত কড়মড়, মারিছে চাপড়,
 বজ্র সম চড় মুষ্টি ॥
 উরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
 ভূমে গড়াগড়ি যায় ।
 শ্রম জল অঙ্গে, রণ ধূলি সঙ্গে,
 ঢাকিল দৌহার গায় ॥
 রুধিরে জর্জর, ছুই কলেবর,
 অন্তর হইয়া ক্ষণে ।
 ক্রোধে কায় কল্পে, পুনঃপুনঃ কল্পে,
 দৌহা'পর ছুই জনে ॥
 ঘোর নাদ চট, দৌহে বাহুস্ফোট,
 গভীর গর্জনে গর্জে ।
 পদে তু বিদরে, চাপিয়া অধরে,
 তর্জনী তুলিয়া তর্জে ॥
 সে দৌহে দৌহারে, গদার প্রহারে,
 হৃদে ভুজ শির পিঠে ।
 ঘোরতর রণ, দেখে সর্বজন,
 গদাঘাতে অগ্নি উঠে ॥
 কেহ নহে উন, ধরি পুনঃপুনঃ,
 হৃদয়ে হৃদয় চাপে ।
 ভুজে ভুজে তিড়ি, ভূমিতলে পড়ি,
 পুন দৌহে উঠে লাফে ॥

যেন দ্বি বারণ, বান্ধনী কারণ,
 যুদ্ধে পর্কত মাকে ।
 যেন দ্বি বৃষভে, সুরভির লোভে,
 গোষ্ঠের ভিতর যুকে ॥
 কার্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে,
 অহর্নিশি দৌহে রণে ।
 হৈল চতুর্দশী, কহে দাস কানী,
 বিশ্রাম না বায়ু পানে ॥

জরাসন্ধ বধ ও রাঙ্গাগণের
 কারামোচন ।

অহর্নিশি চতুর্দশ দিবস সংগ্রাম ।
 নিশ্বাস ছাড়িতে দৌহেনা করে বিশ্রাম ॥
 অনাহারে পীড়িত দৌহার কলেবর ।
 নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কোত্তর ॥
 অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান ।
 তথাপিহ দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমান ॥
 পবননন্দন ভীম মহাপরাক্রম ।
 এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম ॥
 ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর ।
 এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার ॥
 কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বকোদর ।
 ছুই পায় ধরি ফেলে ভূমির উপর ॥
 পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার ।
 ছুই পায় ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার ॥
 শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে ।
 বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিল মহাবলে ॥
 কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্রমুষ্টি মারে ।
 গুরুতর গর্জনেতে কল্পে ধরাধরে ॥
 রাজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায় ।
 কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায় ॥
 গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া ।
 হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া ॥
 যথাশক্তি বকোদর করেন প্রহার ।
 তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার ॥
 আশ্চর্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে ।
 যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে ॥

ইহার মরণে আমি না দেখি উপায় ।
 এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায় ॥
 পূর্বে সন্ধি कहিয়াছি কেন বিস্মরণ ।
 সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন ॥
 রুকোদরে দেখাইয়া দিলেন ক্রীনাথ ।
 ছুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত ॥
 দেখিয়া হৈলেন হৃষ্ট কুন্তীর নন্দন ।
 পুনরপি ধৈয়ে যান করিয়া গর্জন ॥
 বজ্রমুষ্টি প্রহারিয়া কেলেন ভূতলে ।
 সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে ॥
 একপদ পদে চাপি এক পদে কর ।
 ছঙ্কারিয়া টানিলেন বীর রুকোদর ॥
 মধ্যখানে চিরিয়া করেন ছুইখান ।
 জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ ॥
 জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ ।
 আনন্দেতে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন ॥
 রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল ।
 জরাসন্ধসুত সহদেব নাম ছিল ॥
 ভয়েতে কম্পিত তনু পাত্র মিত্র লয়ে ।
 গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়ে ॥
 তবে কর যুড়ি বহু করিল স্তবন ।
 তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন্ জন ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি পুরন্দর ।
 তুমি আদ্যা তুমি শক্তি তুমি বৈষ্ণৱনর ॥
 তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি জলেশ্বর ।
 তুমি বায়ু তুমি বল তুমি চরাচর ॥
 আমি অতি মূঢ়মতি নাহি জানি তোমা ।
 চারি বেদে নাহি জানে তোমার তুলনা ॥
 এইরূপে বহু স্তুতি করিল কুমার ।
 ঈশ্বর হাসিলেন তবে দেব গদাধর ॥
 আশ্বাসিয়া জগন্নাথ অভয় তারে দিল ।
 মগধরাজ্যেতে তারে দণ্ড ধরাইল ॥
 বন্দিশালে আছিল যতেক রাজগণ ।
 একে একে মুচাইল সবার বন্দন ॥
 নানা রত্নে সবাঙ্গারে করিল ভূষণ ।
 করঘোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ ॥

সদয় হৃদয় তুমি সেবকরঞ্জন ।
 দুর্ব্বলের বল গর্ব্বি-গৌরবভঞ্জন ॥
 অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি ।
 ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্যে অবতরি ॥
 কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর ।
 সদা যোগে ধ্যানে যারে না পায় শঙ্কর ॥
 যত দুখ দিল জরাসন্ধ নৃপবরে ।
 সকল সকল হৈল ভাবি যে অন্তরে ॥
 অভয় পঙ্কজপদ দেখি নু নয়নে ।
 বদনে অমৃত ভাষা শুনি নু শ্রবণে ॥
 বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্দন ।
 এত দিনে বলি দিত সব রাজগণ ॥
 রূপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার ।
 এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার ॥
 আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য ।
 গোবিন্দ বলেন সবে যাহ নিজ রাজ্য ॥
 রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন ।
 সেই যজ্ঞে সহায় হইবা সর্ব্বজন ॥
 এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার ।
 প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার ॥
 তবে জরাসন্ধরথ আনি নারায়ণ ।
 তিন জনে আরোহণ করেন তখন ॥
 অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর ।
 সেই রথে চড়ি পূর্বে দেব পুরন্দর ॥
 দলিল দানবগণ উনশত বার ।
 যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার ॥
 ইন্দ্র হতে পা(ই)ল বনু মগধ ঈশ্বরে ।
 বনু হৈতে রহদ্রথ সে দিল কুমারে ॥
 সেই রথে আরোহিয়া যান তিনজন ।
 গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিয়া স্মরণ ॥
 আজ্ঞা করিলেন সবিস্বারে ধ্বজোপর ।
 খগপুতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর ॥
 শঙ্খনাদ করিয়া চলিলা শীঘ্রগতি ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি ॥
 যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার ।
 একে একে কহেন সকল সমাচার ॥

আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন ।
 গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন ॥
 জরাসন্ধ-রথ আর অমূল্য রতন ।
 কৃষেণ্ডে দিলেন রাজা হয়ে হৃষ্টমন ॥
 সেই রথ আরোহিয়া দেব দামোদর ।
 মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকানগর ॥
 পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র ।
 গোবিন্দের লীলা রস পাণ্ডব-চরিত্র ॥
 সভাপর্বে সুধারস জরাসন্ধবধে ।
 কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অর্জুনের দিগ্বিজয়-যাত্রা ।

করি কুতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
 কহেন রাজার আগে ।
 আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
 রাজস্বয় যজ্ঞ ভাগে ॥
 অতুল কাম্যুক, গাণ্ডীব ধনুক,
 অক্ষয় তুণ যুগল ।
 রথ কপিধ্বজ, দেব দত্তান্বজ,
 চারু তুরঙ্গম বল ॥
 অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ছা করে,
 হেলে মিলিল আমারে ।
 এ-সবার গুণ, যশ উপার্জন,
 শাসিব সব রাজারে ॥
 অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
 উত্তরে যাইব আমি ।
 শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্গন,
 করেন পাণ্ডবস্বামী ॥
 করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
 যে বেদ বেদাঙ্গ জানে ।
 মঙ্গল বচনে, মাধব স্মরণে,
 মঙ্গল করে বিধানে ॥
 রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাজি,
 চলিল কটক সাথে ।
 পূর্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম,
 দক্ষিণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥

অর্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
 বিবিধ বাজন বাজে ।
 শঙ্খের বাজন, গজের গর্জন,
 শূনি কম্প ক্ষিতিমাঝে ॥
 প্রথমে প্রবেশ, কুলিন্দ্র দেশ,
 হেলায় জিনিল তারে ।
 কালকূট বন্য, জিনিয়া আনর্ত,
 সুমণ্ডল নৃপবরে ॥
 শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিদ্যা নৃপে,
 জিনিল ক্ষণেক রণে ।
 প্রাগজ্যোতিষ ধাম, ভগদত্ত নাম,
 বিখ্যাত রাজা ভুবনে ॥
 তার যত সেনা, না যায় গণনা,
 কিরাত কাননবাসী ।
 বিপরীত মুখ, সুদৃঢ় ধনুক,
 গুণ্ণাহার মালা ভূষি ॥
 করি কেশ গুটি, বান্ধা উর্দ্ধ ঝুঁটি,
 বেষ্টিত বক্ষের লতা ।
 পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
 শুনিয়া সংগ্রাম কথা ॥
 ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
 হইল উভয়ে রণ ।
 ভগদত্ত রাজ, পুরন্দরাজ,
 মুখামুখি দুই জন ॥
 দৌহে ধনুর্ধর ফেলে নানা শর,
 যাহার যতেক শিক্ষা ।
 মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
 বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা ॥
 অষ্ট অহর্নিশি, দৌহে উপবাসী,
 বিজ্রাম না করে ক্ষণে ।
 দেখি ভগদত্ত, বলে মহামন্ত,
 হাসিয়া বলে অর্জুনে ॥
 নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
 তুমি হও সখা সূত ।
 তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
 সখা মম পুরুত ॥

মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
 জানিলাম এত দিনে ।
 কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
 এথা যে আইলা কেনে ॥
 বলেন বিজয়, ধর্মের তনয়,
 কুরুকুলে হন রাজা ।
 করিবেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,
 দিবা তাঁরে কিছু পূজা ॥
 যদি মোর প্রতি, হইয়াছ প্রীতি,
 তবে নিবেদন করি ।
 ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
 প্রাগজ্যোতিষ অধিকারী ॥
 হরিষে রাজন, দিল বহু ধন,
 পার্থেরে পূজি বিশেষে ।
 লয়ে তার পূজা, পার্থ মহাতেজা,
 চলিলেন অন্য দেশে ॥
 বিবিধ পর্বতে, নৃপ শতে শতে,
 কতেক লইব নাম ।
 দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
 কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
 উলূকের পতি, রহস্ত নৃপতি,
 করিল অনেক রণ ।
 মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
 তিনে দিল বহু ধন ॥
 রাজা সেনাবিন্দু, দিল রত্ন সিন্ধু,
 পৌরব পর্বত রাজা ।
 লোহিত মণ্ডল, রাজা মহাবল,
 করিল অনেক পূজা ॥
 ত্রিগুপ্ত মণ্ডলে, জিনি বীর হেলে,
 সিংহপুরে সিংহরাজ ।
 বাঙ্লীক দরদ, রাজা কোকনদ,
 বৈসে কামগিরি মাঝ ॥
 অপূর্ব সে দেশ, নানা বর্ণ অশ্ব,
 শুক ময়ূরের রঞ্জে ।
 কৌতুকে অর্জুন, নিজ অশ্বগণ,
 বিবিধ রতন সঙ্গে ॥

নৃপতি জীবন, কৈল মহারণ,
 হারিয়া ভজিল আসি ।
 ভুবনে অপূর্ব, দিল বহু দ্রব্য,
 নানা বর্ণে রাশি রাশি ॥
 তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
 উঠিল হেমন্ত গিরি ।
 তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
 গজ্জর্ক দানবপুরী ॥
 পর্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
 যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি ।
 মানুষ কিন্নর, হইল সমর,
 হৈলেন জয় কিরীট ॥
 ইন্দ্রের কোণ্ডর, ইন্দ্র সম সর,
 মারিলেক বহু যক্ষ ।
 পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
 পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
 শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বহু ধন,
 পূজিল পাণ্ডুর সূতে ।
 স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
 পার্থ যান তথা হৈতে ॥
 নগর হাটক, নিবাসী গুহক,
 জিনি পাইলেন ধন ।
 লয়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জুন,
 হয়ে আনন্দিত মন ।
 মানস যে সর, তথা বীরবর,
 দেখি হইলেন সুখী ।
 অমরনগরী, অঙ্গর কিন্নরী,
 কোটি কোটি শর্শিমুখী ॥
 জিতেছিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
 নাহি চান কার পানে ।
 সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
 আশীষ করে অর্জুনে ॥
 তথা হৈতে চলে, যান কুতূহলে,
 অতিশয় শীত্ৰগামী ।
 সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড,
 জিনিয়া ভারতভূমি ॥

তাহার উত্তর, যান বীরবর,
 হরিবর্ষ নামে খণ্ড ।
 দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
 হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
 দেখিয়া মানুষে, সর্বজন হাসে,
 অতি অপক্লপ বাসি ।
 বিস্ময় অন্তরে, কহে অর্জুনেরে,
 তুমি যে বড় সাহসী ॥
 মানব শরীরে, আসিলে এথারে,
 কভু দেখি নাহি শুনি ।
 নিবর্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
 কাহার শকতি জিনি ॥
 ভারত দিগন্ত, আইলা অত্যন্ত,
 তুমি কি ভ্রান্ত হইলে ।
 এ পুর উত্তর, কুরু নগর,
 এথায় কি হেতু আইলে ॥
 দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে,
 নাহি নরলোক-গতি ।
 কুন্তীর নন্দন, শুনিয়া বচন,
 বলেন দ্বারীর প্রতি ॥
 ধর্ম নরবর, ক্ষত্রিয় ঈশ্বর,
 তাঁহার আমি কিঙ্কর ।
 তোমা না লজ্জিব, পুরে না পশিব,
 কিছু দেহ মোরে কর ॥
 শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
 অনেক রতন দিল ।
 লয়ে ধনগুণ, সানন্দ হৃদয়,
 দক্ষিণ মুখে চলিল ॥
 আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
 জিনিয়া নিলেন কর ।
 বাতুল কোলাহলে, চতুরঙ্গ দলে,
 চলিল নিজ নগর ॥ . . .
 মণি মরকত, কনক রজত,
 মুকুতা প্রবাল রাশি ।
 বিবিধ বসন, গো আদি বাহন,
 লয়ে কত দাস দাসী ॥

জয় জয় শঙ্কে, শঙ্কের নিনাদে,
 প্রবেশি ইন্দ্রপ্রস্থতে ।
 ইন্দ্রের আজ্ঞা, ত্যজিয়া সে সাজ,
 গেলেন ধর্ম অগ্রেতে ॥
 ভূমিতলে পড়ি, ছুই কর যুড়ি,
 দাণ্ডাইয়া কত দূরে ।
 করিয়া কোমল, কহেন সকল,
 ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
 তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
 সবে আনিলাম বশে ।
 সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
 পাইলাম যে যে দেশে ॥
 হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
 ভুবিলেন মৃদু ভাষে ।
 আনিলেন যাহা, কোবে রাখি তাহা,
 পার্থ গেলেন নিবাসে ॥

— ৪-৪৫
 ২২
 ২৬১৪১২
 ভীমের দিগ্বিজয় ।

পূর্বদিকে রুকোদর বহু সৈন্য লৈয়া ।
 পাঞ্চাল নগরে উত্তরিলেন যাইয়া ॥
 দ্রুপদ নৃপতি হৃদে পাইয়া সন্তোষ ।
 যুধিষ্ঠির রাজা হেতু দিল বহু কোষ ॥
 তথা হ'তে চলিলেন কুন্তীর কুমার ।
 বিদেহ নগরে যান গণ্ডকীর পার ॥
 সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণ প্রদেশে ।
 সুধর্ম্য নৃপতি আসি পুজিল বিশেষে ॥
 তাহারে হইয়া প্রীত বীর রুকোদর ।
 সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর ॥
 অশ্বমেধেশ্বর মহারাজ রোচমানে ।
 পরাজয় করিলেন সমর প্রাক্ষণে ॥
 রোচমানে পরাজয় করিয়া ত্বরিতে ।
 পূর্বদেশ অধিকার লাগিল করিতে ॥
 পুলিন্দের নরপতি সুমিত্রকে জিনি ।
 চেদিরাজ্যে প্রবেশিল পাণ্ডববাহিনী ॥
 যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা ~~আজ্ঞা~~ আসিবার কালে
 সম্মুখিতে মিলিহ ভাই রাজা শিশুপালে

সেই হেতু মৌনরূপে যান রকোদর ।
 বার্তা শুনি শিশুপাল আইল সত্তর ॥
 আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ।
 দৌড়ে দৌড়াইয়া নিজ বারতা কহিল ॥
 গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহু মান্য করি ।
 ত্রিদশ দিবস রাখিলেন নিজ পুরী ॥ (১৪)
 রাজকর মহানন্দে দেন শিশুপাল ।
 তথা হৈতে গেলেন সে উত্তর কোশল ॥
 অযোধ্যা নগরে রাজা দীর্ঘযজ্ঞ নাম ।
 তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম ॥
 একদিনে সংগ্রামেতে সে রাজ্যে জিনিয়ৈ ।
 কোশল রাজ্যেতে যান ধন রত্ন লয়ে ॥
 তথা বহুদল রাজা জিনি কুন্তীমুত ।
 মল্লদেশে নিল কর পাঠাইয়া দূত ॥
 ভজ্ঞাটের চতুর্দিকে শুক্তিমান গিরি ।
 সুবাহু নামেতে যেই কাশী-অধিকারী ॥
 সুগাশ্ব নিকট রাজপতি ক্রথ আদি ।
 একে একে সব জিনি নিল রত্ননিধি ॥
 মৎস্যদেশ-ভূপতিরে জিনি রকোদর ।
 গেলেন উত্তরমুখে নিষাদ নগর ॥
 শর্ম্মক বর্ষকগণে জিনি মহাবীর ।
 জনক মিথিলাপতি মণিমন্ত ধীর ॥
 হেলায় জিনিয়া ক্রমে এতেক নৃপতি ।
 গিরিব্রজে শীঘ্র গেলা ভীম মহামতি ॥
 : সহদেব নৃপতি লইয়া বহু ধন ।
 পূজা কৈল রকোদরে করিয়া স্তবন ॥
 : পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে (১৫)
 তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
 : তাহারে জিনিয়া রত্ন পাইল বহুত ।
 বজ্রতে সমুদ্রসেনে জিনে কুন্তীমুত ॥
 ব চন্দ্রসেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর ।
 আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর ॥
 অ দিগন্ত পর্য্যন্ত ভীম জিনি রাজগণ ।
 পুন গেল ইন্দ্রপ্রস্থে লয়ে বহু ধন ॥
 ৩-জগদ্রথ চন্দন ভোট কল্প বসন ।
 , লক্ষ লক্ষ লইল মাতঙ্গ বাজিগণ ॥

কনক রজত মুক্তা মাণিক্য প্রবাল ।
 নানা জাতি পশু সঙ্কে যায় পালে পাল ॥
 সব নিবেদিল গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে ।
 প্রণমিয়া সকল কহিল ষোড়শরে ॥
 আনন্দিত ধর্ম্মমুত করি আলিঙ্গন ।
 ভাণ্ডারে রাখিতে কহিলেন সব ধন ॥
 রকোদর চলিলেন আপনার বাস ।
 ভীম-দিগ্বিজয় বিরচিল কাশীদাস ॥

সহদেবের দ্বিগ্বিজয় ।

যাম্যাদিকে সহদেব সৈন্যগণ লৈয়া ।
 শূরসেন রাজ্যে আগে উত্তরিল গিয়া ॥
 প্রীতিপূর্ব্ব বহু রত্ন দিল নরপতি ।
 মৎস্যদেশ হেলায় জিনিল মহামতি ॥
 অধিরাজ দন্তবক্র মহাবলধর ।
 সংগ্রামে জিনিয়া বীর নিল বহু কর ॥
 সুকুমার সুমিত্র জিনিল ছুই নৃপে ।
 গৌশঙ্কে জিনিল বীর নিষাদ অধিপে ॥
 শ্রেণীমান রাজাকে জিনিল অবহেলে ।
 কুন্তিভোজ রাজ্যে গেলা চতুরঙ্গ দলে ॥
 কুন্তিভোজ রাজা সহদেবের শাসন ।
 শিরোধার্য্য করিলেন হয়ে প্রীতমন ॥
 অবন্তীনগরে বিন্দ অনুবিন্দ রাজা ।
 নানা ধন দিয়া সহদেবে কৈল পূজা ॥
 বিদর্ভ নগরে চলি গেল পাণ্ডুমুত ।
 ভীষ্মক নৃপতি স্থানে পাঠাইল দূত ॥
 ভীষ্মক জানিল ইহা গোবিন্দের প্রীত ।
 নানা রত্নে সহদেবে পূজ্যে যথোচিত ॥
 কান্তার কোশলাধিপ নাটক্যে আর ।
 হেরম্ব মারুধ আর মুঞ্জগ্রাম সার ॥
 বাতাধিপ পাণ্ড্যদেশ জিনিল সকল ।
 কিস্কিন্দ্যা প্রবেশ কৈল তবে মহাবল ॥
 মৈন্দ দ্বিবিদ নামে ছুই কপিপতি । (১৬)
 পরসৈন্য দেখিয়া ধাইল শীঘ্রগতি ॥
 শিলা বৃক্ষ লইয়া সহিত কপিগণ ।
 বানর মনুষ্য তথা হৈল মহারণ ॥

সপ্ত দিবারাত্র যুদ্ধ সহদেবের সনে ।
 দেখি ছুই কপিপতি প্রীতিপাইল মনে ॥
 জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কি কারণ ।
 সহদেব কহিল সকল বিবরণ ॥
 বানর বলিল এই কিল্বিক্কানগরী ।
 মনুষ্যের কি শক্তি যে এতে হয় অরি ॥
 ধর্মপাত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিবে ।
 আমি কর নাহি দিলে যজ্ঞে বিঘ্ন হবে ॥
 সে কারণে দিব ধন লৈতে পার যত ।
 এত বলি রত্নরাজি দেয় শত শত ॥
 যত রত্ন পা(ই)ল বীর দিল পাঠাইয়া ।
 মাহিষ্মতী পরে বীর উত্তরিল গিয়া ॥
 মাহিষ্মতী পুরীর অধিপ নীল রাজা ।
 পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজা ॥
 সহদেব সহিত হইল মহারণ ।
 নীল ভূপতির সেনাপতি ছতাশন ॥
 বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজ মূর্তি ধরে ।
 সর্ব সৈন্য দহে সহদেবের গোচরে ॥
 দাবানলে বন যেন করয়ে দহন ।
 দেখিয়া বিস্ময় মানে পাণ্ডুর নন্দন ॥
 জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ ।
 যজ্ঞেতে বাধক কেন হৈল ছতাশন ॥
 মুনি বলে নীলরাজা সদা যজ্ঞকরে ।
 তাহার তনয়া আগে পূজে বৈশ্বানরে ॥
 যতক্ষণ নাহি পূজে তাহার নন্দিনী ।
 ততক্ষণ প্রজ্বলিত না হয় অগ্নি ॥
 বিম্বোষ্ঠ আনন চন্দ্র দেখিয়া তাহার ।
 কামানলে দহে অঙ্গ অগ্নি দেবতার ॥
 দ্বিজমূর্তি হৈয়া অগ্নি গেল তার পাশে ।
 মধুর বচন বলি কল্যানে সম্ভাষে ॥
 শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড ।
 আজ্ঞা কৈল করিবারে পরদার দণ্ড ॥
 ক্রোধেতে আপন মূর্তি ধরে বৈশ্বানর ।
 আশ্বে ব্যাশ্বে উঠি শুব করে নরবর ॥
 হৃষ্ট হয়ে কন্যাদান ভূপতি করিল ।
 সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি রাজারে বলিল ॥

বর মাগ নরপতি যেই লয় মনে ।
 রাজা বলে সদা মম থাকিবে সদনে ॥
 পরচক্র যেন মোরে রাহে বলবান ।
 এই বর মাগি আজ্ঞা কর ভগবান ॥
 সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তায় ।
 কন্যা সহ বৈশ্বানর রহিল তথায় ॥
 যতেক নৃপতি আইসে না জানি এমন ।
 মাহিষ্মতী পুরে গেলে অবশ্য মরণ ॥
 ভয়েতে তথায় আর কেহ নাহি যায় ।
 নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জে নীল রাজা রায় ॥
 সহদেব-সৈন্য দহে দেব ছতাশন ।
 সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্বজন ॥
 অচল পর্বত প্রায় মদ্রসুতানুত ।
 বিস্ময় মানিল বীর দেখিয়া অদ্রুত ॥
 হৃদয়ে চিন্তিল এই দেব ছতাশন ।
 অস্ত্র শস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন ॥
 যত দেব হেতু দেব তোমার উৎপত্তি ।
 পাপহস্তা তব নাম সর্বঘটে স্থিতি ॥
 রুদ্রগর্ভ জলোদ্ভব বায়ুসখা শিখী ।
 চিত্রভানু বিভাবসু নাম পিঙ্গ-ঋগ্নি ॥
 তোমা আরাধিলে তুমি দেব-পিতৃগণ ।
 যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে এই সে কারণ ॥
 নিজ ভক্তে বিঘ্ন করা নহে সমুচিত ।
 জগতে বিখ্যাত তুমি সবাঞ্চর হিত ॥
 সহদেব-স্তুতিবশে দেব ছতাশন ।
 নিবর্তিয়া শাস্তমূর্তি হইল তখন ॥
 আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর ।
 উঠ উঠ কুরুপুত্র না করিহ ডর ॥
 এই নীলধ্বজপুর আমার রক্ষণ ।
 তব সেনা দহিলাম এই সে কারণ ॥
 তুমি প্রিয়পাত্র মম ক্ষমিষু তোমারে ।
 করিব তোমার কার্য জানিবে সাদরে ॥
 রাজারে বলিল পূজা কর সহদেব ।
 নানা রত্ন ধন দিয়া পরম গো ॥
 তবে নীল রাজা তারে পূজি
 তথা হৈতে গেল বীর

কৌশিক সুরাক্রিভোজ কটে প্রবেশিল ।
 ভীষ্মকনন্দন রুক্মি সহ যুদ্ধ হৈল ॥
 যুদ্ধে হারি দিল কর বহু রত্ন ধন ।
 শূৰ্পাকর দেশে গেল দণ্ডককানন ॥
 সমুদ্রের তীরে স্লেচ্ছ কিরাত বসতি ।
 ক্ষণমাত্রে সবারে জিনিল মহামতি ॥
 রাক্ষস আছেয়ে বহু তাহার দক্ষিণ ।
 অনেক মারিল বীর পাণ্ডুর নন্দন ॥
 তথা হৈতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ ।
 অতি দীর্ঘ দুই কর্ণ শরীর বিবর্ণ ॥
 কালমুখ ক্রম্মুখ কোলগিরি আদি ।
 বহু রাজা জিনিয়া আনিল রত্ন নিধি ॥
 তাত্রদ্বীপ রামগিরি জিনি অবহেলে ।
 একপাদ দেশে গেল অতি কুতূহলে ॥
 রাজ্যের যতেক লোক সবে এক ঠ্যাঙ্গ ।
 অস্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ্গ ॥
 সঞ্জয়স্বামী নগরীর ভূপতিকে জিনি ।
 কর্ণাট কলিঙ্গ পাণ্ডা যত নৃপমণি ॥
 দ্রবিড় কেরল উক্ট আটবীর রাজা ।
 দূত মুখে শুনি আসি সবে কৈল পূজা ॥
 সেতুবন্ধ দক্ষিণে সমুদ্রতীরে গিয়ে ।
 বিভীষণে লঙ্কায় দূত দিল পাঠায়ে ॥
 সময় বুঝিয়া রাজা রাক্ষস ঈশ্বর ।
 আজ্ঞা লয়ে ধন রত্ন দিল বহুতর ॥
 তথা হৈতে নিবর্তিল মাদ্রীর নন্দন ।
 আনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
 ধন রত্ন নিবেদিল ধর্ম্মের নন্দনে ।
 সকল কহিল বার্তা আনন্দিত মনে ॥
 দক্ষিণে পাণ্ডব-জয় যেই জন শুনে ।
 তাহার সর্বত্র জয় কাশীদাস ভণে ॥

নকুলের দিগ্বিজয় ।

পশ্চিম দিকেতে তবে গেলেন নকুল ।
 গজ বাজী রথ রথী পদাতি বহুল ॥
 সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার ।
 রথের নির্ঘোষে স্তব্ধ সকল সংসার ॥

রোহিতক দেশে রাজা যে ছিল নৃপতি ।
 প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি ॥
 রাজার সমরসথা ময়ূরবাহন । (১৭)
 তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ ॥
 অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে ।
 যেমত সংগ্রাম হয় নকুল-ভুজঙ্গে ॥
 বায়ু দেবতার অস্ত্র নকুল এড়িল ।
 মহাবজ্রাঘাত শব্দে শিখিগণ গেল ॥
 অনল অস্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা ।
 ভঙ্গ দিল সব শিখী রাজা হৈল একা ॥
 ভয় পেয়ে কর আনি দিলেন রাজন ।
 তথা হৈতে বীরবর করিল গমন ॥
 মালব শৈরীষ শিবি বর্কর পুঙ্কর ।
 এ সব দেশেতে যত ছিল নৃপবর ॥
 একে একে সব তবে জিনিল নকুল ।
 দিগন্তে গেলেন বীর সিঙ্কনদীকুল ॥
 সরস্বতী-তটে আছে যতেক রাজন ।
 সবারে জিনিল গিয়া মাদ্রীর নন্দন ॥
 খরক কণ্টক আর পঞ্চনদ দেশ ।
 জিনিয়া সৌতিকপুর করিল প্রবেশ ॥
 বৃন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি ।
 প্রতিবিন্দ্য রাজা আদি সকল নৃপতি ॥
 যেখানে যে নরপতি যত জন বৈসে ।
 আনাইল দূত পাঠাইয়া দেশে দেশে ॥
 দ্বারকানগরে তবে পাঠাইল দূত ।
 শুনিয়া হ'লেন হৃষ্ট দেবকীর সূত ॥
 ধর্ম্ম আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণ শিরোপর করি
 কর পাঠাইলেন শকটে সব পুরি ॥
 একে একে সর্ব দেশ জিনিয়া নকুল ।
 মদ্রদেশে গেল যথা আপন মাতুল ॥
 শল্য নরপতি তবে শুনি সমাচার ।
 ভাগিনেয়ে আনি করে বহু পুরস্কার ॥
 প্রীতি পূর্ব্বকৈতে তাঁরে আনিলেন বশে
 সমুদ্রের তীরে তবে গেল স্লেচ্ছদেশে ॥
 দারুণ ছুর্দাস্ত তথা নিবসে যবন ।
 সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন ॥

বড় বড় রাজগণ যথা যথা বৈসে ।
 সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমেষে ॥
 একে একে জিনিল সকল নৃপবর ।
 করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর ॥
 বহু ধন জিনিয়া লইল মহামতি ।
 বহয়ে বহুত ধন যত মন্ত হাতী ॥
 জয় জয় শব্দ করি বীর কোলাহলে ।
 পশিলেন গিয়া বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
 দেশে দেশে জিনিয়া আনিল যত ধন ।
 ধর্ম্মের নন্দনে আসি কৈল নিবেদন ॥
 আজ্ঞা লয়ে গেল বীর আপন আলয় ।
 যত ধন রত্ন ভাণ্ডারেতে সমর্পয় ॥
 পাণ্ডব বিজয় কথা যেই জন শুনে ।
 তার জয় হয়ে থাকে সর্ব্বত্র গমনে ॥
 সতাপর্ব্ব স্মৃধারস বাস বিরচিত ।
 কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সংগীত ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বর্ণন ।

সকল পৃথিবীপতি করি করদায় ।
 করেন পরমানন্দে যজ্ঞ ধর্ম্মরায় ॥
 সত্যপ্রিয় ধর্ম্ম রক্ষা প্রজার পালন ।
 দুষ্টি চোর দণ্ড খণ্ড বৈরীর মর্দন ॥
 নিরুপাধি যজ্ঞ মহোৎসব হয় দেশে ।
 সময় জানিয়া তথা জম্মুত বরিষে ॥
 গবীতে অনেক দুগ্ধ শস্য চতুর্গ ॥
 স্বপনে রাজ্যের লোক না জানে বিগ্ধ ॥
 ব্যাধিভয় অগ্নিভয় নাহি সেই দেশে ।
 ধর্ম্মসুত স্বয়ং ধর্ম্ম যে দেশে নিবসে ॥
 ধান্য ধন জনে পূর্ণ হইল সংসার ।
 ধন্য ধন্য বিনা ধনি নাহি শুনি আর ॥
 ধর্ম্মরাজ বিচার করেন এই মনে ।
 অক্ষয় অব্যয় ধন দেখিয়া ভুবনে ॥
 অসংখ্য অর্কুদ গবী গণন না যায় ।
 যজ্ঞের সময় এই ভাবেন হৃদয় ॥
 ভ্রাতৃ মন্ত্রী সুহৃদ যতেক বন্ধুগণ ।
 যজ্ঞ কর মহাশয় বলে সর্ব্বজন ॥

পৃথিবীর যত রাজা মিলিল ভোমারে ।
 তোমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে ॥
 যজ্ঞের সময় এই শুন মহাশয় ।
 সময়ে না করিলে না হয় অসময় ॥
 এই মত নৃপ প্রতি বলে সর্ব্বজন ।
 হেনকালে উপনীত কৃষ্ণ সনাতন ॥

ইক্ষবংশে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ।

শরদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র,
 শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল ।
 বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি স্মৃধাকর সন্ম,
 ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল ॥
 তনুরুচি নীলাবুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
 ঘোরতর তিমির বিনাশ ।
 মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা,
 কনক বরণ পীত বাস ॥
 যুগপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
 স্মরণে হরয়ে ভববাদ ।
 যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ইশ,
 শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
 পাদপদ্ম মোক্ষ নিধি, যাহে জন্মে সুরনদী,
 তিন লোক পবিত্র কারণ ।
 যার পদ চিহ্ন পেয়ে, অনন্ত অভয় হয়ে,
 কালীয় দিহরে যথা মন ॥
 বক্র বক কেশী কংস, দুষ্টিজন দর্প ধ্বংস,
 রক্ষিবংশে সক্রী কলিল ।
 স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
 নিজরূপে সজিল অখিল ॥
 চড়িয়া গরুড়ধ্বজে, অগণিত অশ্ব গজে,
 চতুরঙ্গ দলে যজুবলে ।
 ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতনসেতু,
 আইলেন নানা কোলাহলে ॥
 পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধনি,
 হরি আইলেন ইক্ষবংশে ।
 শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল আ-...
 ভ্রাতৃ মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে ॥

ভীম পার্শ্ব অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজ ধাম ।

ধর্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
তুমে লুটি করেন প্রণাম ॥

অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ,
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত ।

ধর্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমন বিহিত ॥

পাণ্ডব-নক্ষত্রমাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিয়া সভায় সর্বজন ।

বসিয়া গোবিন্দ পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাবে,
কহিছেন বিনয় বচন ॥

তব অনুগ্রহ-বলে, এ ভারত ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার ।

অমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল খুঁইতে ভাণ্ডার ॥

নিশ্চয় আমারে যদি, রূপা আছে গুণনিধি,
সব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে ।

শুনিয়া তোমার মুখে, তুধিব অমরলোকে,
দ্বিজ হস্তে সমর্পি সকলে ॥

পিতৃআজ্ঞাহৈতে তরি, স্বর্গকামনা হিকরি,
তব পদান্বুজে মাগি ভিক্ষা ।

ওহে প্রভু মহাভূজে, শুনি তব মুখান্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা ॥

যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর ।

রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর ॥

এ মহীমণ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হৈবে সবে ।

আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে ॥

‘আমা হ’তে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যত্নগণ ।

জ্ঞাতুমন্ত্রী বন্ধুমাঝে, যেকর্ষ যাহারে সাজে,
স্থানে স্থানে করি নিয়োজন ॥

গোবিন্দের আজ্ঞাপেয়ে, ভূপতিমানন্দ হয়ে,
কৃতাজ্ঞালি করেন স্তবন ।

তখন জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন ॥

তামাতে যে ভক্তিশুদ্ধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
তুমি ভক্ত জনে রূপাবান ।

কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান ॥

—
রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্টমন ।

সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন ॥

ধৌম্য প্ররোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে ।

রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥

যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ ।

দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥

পৃথিবীতে আছেন যতেক রাজগণ ।

সৈন্য সহ সকলে করুন আগমন ॥

দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি ।

নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥

ইন্দ্রসেন বিশোক আর অর্জুন সারথি ।

তিন জন সংযোগ করহ-ভক্ষ্য বিধি ॥

ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য সাধিবারে ।

আন ভাল ভাল বস্ত্র কাতারে কাতারে ॥

চর্ক্য চূষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর ।

রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥

যখন যে চাহে তাহা না করিবা আন ।

শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান ॥

দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতীসুত ।

রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত ॥

সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি ।

পুনরপি কৃষ্ণে আনি জিজ্ঞাসে যুক্তি ॥

আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ ।

কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ ।

তাহা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥

তার যজ্ঞে আইল যে পৃথিবী রাজন ।
 ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
 ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে ।
 আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
 পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর ।
 পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান ।
 কোন দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন স্থান ॥
 করিতে দেবেস্ত্র আদি দেবে নিমন্ত্রণ ।
 স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হবে কোন জন ॥
 গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শক্তি ।
 দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
 অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম ।
 শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম ॥
 সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে ।
 তিন লোক ভ্রমিবারে পারে এক দিনে ॥
 সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন ।
 উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
 পর্বতে যে আছে রাজা কানন ভিতরে ।
 মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥
 সে সকল রাজগণে করি নিমন্ত্রণ ।
 কৈলাস পর্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥
 তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে ।
 মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনেতে যাবে ॥
 ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ ।
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি বৈসে যত জন ॥
 সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী ।
 তথা হ'তে যাহু যথা মৃত্যু অধিকারী ॥
 তব ধর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্য মণ্ডল ।
 বিশেষে তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল ॥
 প্রতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন ।
 ইন্দ্র আইলে না আসে নাহি হেন জন ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য সিদ্ধ সাধ্য ঋষি ।
 পর্বত সমুদ্র যত অন্তরীক্ষবাসী ॥
 যারে দেখ তাহারে করিবা নিমন্ত্রণ ।
 লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ ॥

পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি ।
 মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্মিক সুমতি ॥
 বার্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর ।
 দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্ত্বর ॥
 তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কাজ ।
 ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥
 নিমন্ত্রিয়া তারে তুমি আইস সত্ত্বর ।
 আর যত চুষ্কপনা করে নৃপবর ॥
 নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে এখায় ।
 বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবে তাহায় ॥
 আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ ।
 মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ ॥
 এতেক বলেন যদি দেব দামোদর ।
 শীঘ্রগামী দূতগণে ডাকেন সত্ত্বর ॥
 রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ ।
 দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন ॥
 নিজ নিজ রাজ্য হতে সকলে আসিবে ।
 রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে ॥
 এই কাপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত ।
 উত্তরে করেন যাত্রা নিজে ইন্দ্রমুত ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ ।

পাঠিয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রনুতানুত ।
 আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত ॥
 নানা রত্ন দিল তারে বিরচিত ঘর ।
 কোটি কোটি শিল্পিগণ গড়ে নিরন্তর ॥
 দেবের মন্দির স্বর্ণ রত্নেতে নির্ম্মিত ।
 হেম রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত ॥
 এক এক পুরমধ্যে শত শত ঘর ।
 তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেষ বহুতর ॥
 অশন বসন শয্যা রাখে গৃহে গৃহে ।
 বাপী কূপ জলপূর্ণ গন্ধে মন মোহে ॥
 কনক রজত পাত্রেরে করিতে ভোজন ।
 এক পুরে দূত নিযোজিল শত

লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল ।
নানারক্ষ রোপিল সহিত ফুলফল ॥
দিব্য দিব্য কৈল গৃহ চারি জাতি ক্রম ।
অপূর্ব নির্মাণ কৈল লোকে অনুপম ॥
পেয় ভোজ্য নিযোজিল ইন্দ্রসেন আদি ।
অষ্ট দিক হৈতে দ্রব্য আসে নিরবধি ॥
হস্তী উষ্ট্র রূষত শকট লক্ষ লক্ষ ।
রূষত নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য ॥
রাত্রি দিবা সায়াং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম ।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম ॥
ময় বিরচিত সভা অপূর্ব নির্মাণ ।
সুবাসুর মুনি করে যাহার বাখান ॥
তথি মধ্যে ধর্মরাজ যজ্ঞ আরস্তিল ।
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল ॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন ।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন ॥
হইসেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ ।
অন্য অন্য কর্মে অস্র মুনি নিযোজন ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম নরপতি ।
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর সহিত ।
রূপ অশ্বখামা দুর্ঘোধান সমুহত ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভুরিপ্রবা সোমদত্ত ।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদায় ।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায় ॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে ।
চলিল নকুল বীর হস্তিনানগরে ॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে ।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে ॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব জন ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ ॥
রাজসুয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হইয়া ।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া ॥
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন ।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত ।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন হিতাহিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে ।
আগুসরি আনিলেন আপন সমাজে ॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচন ।
এ কার্য্য তোমার হেন কন্ জনে জন ॥
পিতামহে বলিলেন ধর্মের তনয় ।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয় ॥
যাহা হৈতে যেই কার্য্য হইবে সাধন ।
স্থানে স্থানে তাহাদিগে কর নিযোজন ॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার ।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্মভার ॥
কর্তব্যাকর্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার ।
দুর্ঘোধ্যানে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে ।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে ॥
রাজগণে পূজিবারে দিলেন সঞ্জয়ে ।
দ্বিজেরে দক্ষিণ দিতে রূপ মহাশয়ে ॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার ।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্যা ভার ॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপকোণ্ডর ।
তিন জন গৃহকর্তা হৈল সর্বেশ্বর ॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিযোজন ।
পূর্ব দ্বারে নিযোজিল মহারথিগণ ॥
সহস্র সহস্র রথী সঙ্কে তরবার ।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব দ্বার ॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিযোজিল ।
ঘাইট সহস্র যোদ্ধা তার সঙ্কে দিল ॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিযোজন ।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন ॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্রমুত ।
তার সঙ্কে দিল রথী যুগল অযুত ॥
হাতেতে নিগড় বেত্র লয়ে সর্বজন ।
নানা অস্ত্র লয়ে করে দ্বারের রক্ষণ ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে রুকোদর ।
এক লক্ষ রথী সঙ্কে ভ্রমে নিরস্তর ॥

রাজগণ-আগমন জ্ঞাত করিবারে ।
 অধিকার দিল দুই রাজ্যীর কুমারে ॥
 এই মত সবাঁকারে করি নিষোজন ।
 আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন ॥
 দূত মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ ।
 সসৈন্তে করিল সবে তথা আগমন ॥
 দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারি জাতি ।
 স্ব স্ব রাজ্য হতে যত আসে নরপতি ॥
 নানাবর্ণে নানা রত্ন যে রাজ্যে যে হয় ।
 পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয় ॥
 কেহ কেহ নিল রত্ন পৌরুষ কারণ ।
 ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন ॥
 হস্তী উট রথ শকট নৌকা পুরি ।
 নানাবর্ণ কত রত্ন লিখিতে না পারি ॥
 শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা ।
 মানিক্য বৈদূর্য্য মণি মরকত নিলা ॥
 প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ বিশাল ।
 বিচিত্র বসন কত নানাবর্ণ শাল ॥
 কীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত ।
 হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গবী অগণিত ॥
 চতুর্দোল করি নিল দিব্যানারীগণ ।
 তমাল শ্রামল অঙ্গ কুরঙ্গ-লোচন ॥
 অগুরু চন্দন কাষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তুরী ।
 নানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পুরি ॥
 এই মত কর লয়ে যত রাজগণ ।
 দূতমুখে শুনিমাত্র করেন গমন ॥
 উত্তরে হিমাদ্রি পূর্বে সমুদ্র অবধি ।
 দক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী ॥
 দিবানিশি পথ বহে না হয় বিরত ।
 পৃথিবীর সর্বলোক এক স্থানে স্থিত ॥
 হস্তী অশ্ব রথ পত্তি নানা বাস্তধ্বনি ।
 ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী ॥
 জল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি ।
 দিবারাত্রি অবিজ্ঞান লোক-গতাগতি ॥
 চতুর্দিক হতে আসে যত রাজগণ ।
 সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্বজন ॥

সবাঁকারে অভ্যর্থনা করি ধর্ম্মায় ।
 যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয় ॥
 হিমাদ্রি সমুদ্র আদি যত দিক বৈসে ।
 লিখনে না যায় কত অহর্নিশি আসে ॥
 রাজমুয় যজ্ঞবার্তা শুনিয়া শ্রবণে ।
 দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
 জনবাসী স্থলবাসী পর্বতনিবাসী ।
 লক্ষ লক্ষ যোগী আসে আর সিদ্ধ ঋষি ॥
 দ্রোণপুত্র অশ্বখামা পুজে দ্বিজগণে ।
 দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্বজন ॥
 এক কোটি দ্বিজ অশ্বখামা-পরিবার ।
 দ্বিজগণে পুজে সবে দিয়া উপহার ॥
 অনেক আইল ক্ষত্র বহু বৈশ্যগণ ।
 অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন ॥
 দুঃশাসন সহ থাকি বহু পরিবার ।
 রন্ধন করিল কোটি কোটি সুপকার ॥
 করয়ে পরিবেশন বহু সুপকার ।
 গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার ॥
 স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন ।
 সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ ॥
 পায়স পিষ্টক অন্ন যত দুগ্ধ দধি ।
 মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি ॥
 চারি জাতি পৃথক্ পৃথক্ সবে ভুঞ্জে ।
 সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে ॥
 খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি ।
 কার মুখে নাহি সরে অন্য কোন বাণী ॥
 বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন ।
 কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরু চন্দন ॥
 কপূর তাম্বুল আর যার যাহে প্রীত ।
 কোথা হতে কেবা আনি দেয় আচরিত ॥
 স্বর্গে ইন্দ্র সহ আছে যত দেবগণ ।
 পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ ॥
 দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ ।
 সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ ॥
 কিম্বর বামর নর যত বৈসে ক্ষিতি ।
 যজ্ঞের সম্মুখে সবে আসে দিবারাত্রি ॥

অমৃত দ্বাপর যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল ।
 না হইবে ক্ষতি মাঝে পূর্বে না হইল ॥
 সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ।
 রাজ অভিষেক কর্ম কর মুনিগণ ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি উঠে মুনিগণ ।
 নানা তীর্থজল লয়ে ধোম্য দ্বৈপায়ন ॥
 অসিত দেবল জামদগ্ন্য পরাশর ।
 স্নানমস্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর ॥
 স্নান করালেন ব্যাস শুভক্ষণ জানি ।
 অগ্নান বসন দিল চিত্ররথ আনি ॥
 শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল ।
 চেদির ঈশ্বর লয়ে পাগ যোগাইল ॥
 রুকোদর পার্থ দৌহে করেন ব্যজন ।
 চামর ঢুলায় ছুই মাদ্রীর নন্দন ॥
 অবস্তীর রাজা চর্মপাটুকা লইল ।
 খড়্গ ছুরী লয়ে শল্য অগ্রে দাঙাইল ॥
 চেকিতান শর তৃণ লইয়া বামেতে ।
 কাশীর ভূপাল ধনু লয়ে দক্ষিণেতে ॥
 নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ ।
 হিজগণ-স্বস্তি-শব্দ পরশে গগন ॥
 গন্ধর্বেতে গীত গায় নাচয়ে অঙ্গরী ।
 পাঞ্চজন্য পুরিলেন আপনি শ্রীহরি ॥
 শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল ।
 সভাতে যতেক ছিল ঢুলিয়া পড়িল ॥
 বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল-নন্দন ।
 সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্ট জন ॥
 শঙ্খনাদে মোহ হয়ে পড়িল ঢুলিয়া ।
 ধর্মপুঞ্জ নিবারণ করেন দেখিয়া ॥
 দ্বৈপায়ন আদি মুনি ধোম্য পুরোহিত ।
 অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত ॥
 সভাপর্বে সুধারস রাজসূয় কথা ।
 কাশীরাম দাস কহে ভারতে এ গাঁথা ॥

দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জুনের যাত্রা ।

জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ ।
 কোন্ দিক হ'তে এল কোন্ কোন্ জন ॥

কত সৈন্য সঙ্গে এল কত কর লৈয়া
 পিতামহে কোন ক্রমে ভেটিল আসিয়া ॥
 দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি ।
 কিক্রমে আইল তথা দেব পশুপতি ॥
 বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোবন্ধ ।
 পিতামহগণ কথা যেন মকরন্দ ॥
 মুনি বলে নরপতি কর অবধান ।
 কিছু অঙ্গ কহি শুন প্রধান প্রধান ॥
 কপিধ্বজ রথে পার্থ করে আরোহণ ।
 পবনের বেগ জিনি চলে অশ্বগণ ॥
 যতেক পর্বতপৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে ।
 সব নিমন্ত্রিয়া যান পর্বত কৈলাসে ॥
 কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ ।
 ধর্ম-রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥
 কুবের স্বীকার করে অর্জুন বচনে ।
 যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে ॥
 কুবেরের বাক্যে প্রীত হইয়া অর্জুন ।
 সবিনয় ক্রতাজ্জলি কহিছেন পুন ॥
 ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ ।
 কোন্ পথে যাব সঙ্গে দেহ জাতজন ॥
 কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি ।
 অর্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি ॥
 আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি ।
 কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি ॥
 সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন ।
 কত দূরে দেখিলেন হরের ভবন ॥
 জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী ।
 চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারি ॥
 যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে ।
 সর্বকর্ম্য সিদ্ধি হবে হরের গমনে ॥
 এত শুনি ধনঞ্জয় নাগি রথ হৈতে ।
 উপনীত হন হর-গৌরীর অগ্রেতে ॥
 হরেরে করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন ।
 হর-বলিলেন বর মাগ যাহে মন ॥
 অর্জুন বলেন দেব ধর্মের নন্দন ।
 তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥

হাসিয়া পার্কর্তী হর করেন স্বীকার ।
 এই চলিলাম আমি যজ্ঞেতে তোমার ॥
 শঙ্কর বলেন গিয়া হইব সহায় ।
 নিৰ্কিন্বে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয় ॥
 পার্কর্তী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে ।
 যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে ॥
 সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার ।
 অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥
 এই নাম লয়ে তব সূপকারগণ ।
 অঙ্গ দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহু জন ॥
 অক্ষয় অব্যয় হবে অমৃত-সমান ।
 আর যার যাহে প্রীতি পাবে বিদ্যমান ॥
 হর-পার্কর্তীর বর পেয়ে ধনঞ্জয় ।
 প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয় ॥
 চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে ।
 ক্ষণমাত্র উপনীত ইন্দ্রের ভবনে ॥
 প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
 ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া ॥
 আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ ।
 জিজ্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কাজ ॥
 অৰ্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর ।
 রাজসূয় করিছেন ধর্ম্য নরবর ॥
 সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি ।
 আর যত স্বর্গে বৈসে সুর সিদ্ধ মুনি ॥
 ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে করি আগুসার ।
 তুমি না আসিতে পূর্বে করেছি বিচার ॥
 এই দেখ সুসজ্জিত যত দেবগণ ।
 চারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন ॥
 স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবীভূর্জত ।
 তব যজ্ঞ হেতু দেখে সাজাইল সব ॥
 এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন ।
 তুমি যাহ অশ্রু জনে কর নিমন্ত্ৰণ ॥
 ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন ।
 প্রণমিয়া অশ্রু দিকে করেন গমন ॥
 পৃথিবী দক্ষিণে সূর্যাস্তের ভবন ।
 তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ॥

চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি ।
 মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি ॥
 প্রণমিয়া বসিলেন অৰ্জ্জুন সভায় ।
 আশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায় ॥
 কোন হেতু হেথা তব হলো আগমন ।
 কি করিব প্রিয় কহ ইন্দ্রের নন্দন ॥
 অৰ্জ্জুন বলিলেন দেব কর অবধান ।
 রাজসূয় যজ্ঞ স্থলে হবে অধিষ্ঠান ॥
 তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন ।
 সবাংকারে লয়ে যজ্ঞে করিবা গমন ॥
 স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে ।
 পুনরপি জিজ্ঞাসেন অৰ্জ্জুন শমনে ॥
 নারদ কহেন তব সভার কথন ।
 নিবসে এখানে মর্ত্যে মরে যত জন ॥
 শুনিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ ।
 সেই বার্তা পেয়ে রাজসূয় আরম্ভণ ॥
 এখন সে সব জনে না করি দর্শন ।
 কোথায় আছেন বল পিতা আদি জন ॥
 হাসিয়া বলেন যম তবে অৰ্জ্জুনেরে ।
 মৃত জনে দেখিবারে পাবে কি প্রকারে ॥
 জীবে মৃতে কোন স্থলে নাহি দরশন ।
 শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুরনন্দন ॥
 যমে নিমন্ত্ৰিয়া বীর মাগিল মেলানি ।
 বরুণ আলয়ে যান বীর চূড়ামণি ॥
 পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয় ।
 তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
 বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ ।
 ধর্ম্যযজ্ঞ স্থানে তুমি করিবা গমন ॥
 তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে ।
 সবাকে লইয়া সজ্জে যাবে মম বাসে ॥
 বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন ।
 যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন ॥
 কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার ।
 যত যত জন আছে নিলয়ে আমার ॥
 তাহা সব লইবারে যদি আছে মন ।
 আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্ৰণ ॥

বরুণ-বচনে তবে যান ধনঞ্জয় ।
 কত দূরে ভেটিল দানবরাজ ময় ॥
 ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহেন সকল ।
 পূর্ব উপকার স্মরি স্বীকার করিল ॥
 এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানব ।
 বলেন আমার যজ্ঞে লয়ে যাবে সব ॥
 এত শুনি ময় তাঁকে বলিল বচন ।
 সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন ॥
 তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন ।
 শুনিয়া অর্জুন করিলেন আলিঙ্গন ॥
 তথা হতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে ।
 লক্ষাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে ॥
 রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে ।
 কতক্ষণে উত্তরিল লক্ষার নিকটে ॥
 ইন্দ্র-যম-পরী যেন বিচিত্র নির্মাণ ।
 রাক্ষসের লক্ষাপরী তাহার সমান ॥
 পরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয় ।
 চলিলেন যথা বিভীষণের আলয় ॥
 সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর ।
 প্রণাম করেন গিয়া ইন্দের কোণ্ডর ॥
 জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন্ জন ।
 প্রত্যক্ষে সকল কথা কহেন অর্জুন ॥
 রাজসূয় যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির ।
 তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যজ্ঞবীর ॥
 অর্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হয়ে ।
 বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়ে ॥
 তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ ।
 সংক্ষেপে লইব পুরে বৈসে যত জন ॥
 তুমি যাহ যথা তব থাকে প্রয়োজন ।
 এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন ॥
 বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দের কুমার ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ পুরে যান পুনর্বার ॥
 রাজগণ নিমন্ত্রণে দূতগণ গেল ।
 শ্রুতমাত্র নৃপগণ সকলে আসিল ॥
 দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন
 অর্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন ॥

সভাপর্ক সুধারস রাজসূয় কথা ।
 কাশীরাম দাস কহে সুধাসিদ্ধ গাঁথা ॥

পাতালে পার্থের যাত্রা ।

জিজ্ঞাসেন অর্জুনের দেব নারায়ণ ।
 কহ কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ ॥
 শুনিয়া অর্জুন নিবেদিলেন যতেক ।
 পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক ॥
 করিলেন কুবেরাদি সবে নিমন্ত্রণ ।
 প্রত্যেক রত্নাস্ত সব কহেন তখন ॥
 গোবিন্দ বলেন যাহ পাতাল ভুবন ।
 শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
 স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকি ।
 তোমা বিনা অন্যে যায় এমন না দেখি
 বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ ।
 বিলম্ব না কর সখা যাহ তুমি তৃণ ॥
 গোবিন্দের বচনেতে বিলম্ব না করি ।
 পাতালে গেলেন পার্থ দিব্য রথে চড়ি ॥
 উপস্থিত হইলেন নাগের আলয় ।
 চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয় ॥
 দশ শত ফণা ধরে মস্তক উপর ।
 তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর ॥
 কূর্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন ।
 উপনীত হইলেন তথা হৃষ্টমন ॥
 নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয় ।
 করযোড় করিয়া রহেন সবিনয় ॥
 শেষ জিজ্ঞাসেন কেন তব আগমন ।
 প্রত্যক্ষে কহেন পার্থ সর্ব বিবরণ ॥
 রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ ।
 সুররাজ-সহ দেব যাবে সর্বজন ॥
 ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিক্‌পতি ।
 সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি ॥
 সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন ।
 রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন ॥
 হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয় ।
 তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয় ॥

হর্তা কর্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার ।
 সর্বযজ্ঞ-ফল পায় দরশনে যার ॥
 যথা কৃষ্ণ বিদ্যমান তথা সর্বজন ।
 ব্রহ্মা শিব আদি যত দিকপালগণ ॥
 অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্ৰণ ।
 সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চন ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে কত শত প্রাণী ।
 কত ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র কত শেষ ফণী ॥
 সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে ।
 শাখাপত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে ॥
 অর্জুন বলেন দেব কর অবধান ।
 যতেক कहिला তুমি বেদের প্রমাণ ॥
 নিজ বশ নহি সবে তাঁর মায়াবন্ধ ।
 জানিয়া শুনিয়া পুন হয় মায়াবন্দ ॥
 পুন নাগরাজ বলে অর্জুনে চাহিয়া ।
 আসিলে আমারে নিতে কিছু না জানিয়া ॥
 মন্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার ।
 আমি গেলে যজ্ঞকে ধরিবে ক্ষিতিভার ॥
 অর্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে ।
 যজ্ঞ পূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে ॥
 ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার ।
 তুমি যাহ আমি লব পৃথিবীর ভার ॥
 এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর ।
 হাসিয়া অর্জুন প্রতি করিল উত্তর ॥
 পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার ।
 পৃথিবী ছাড়িলু বাক্য পাল আপনার ॥
 এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব ।
 করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব ॥
 ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ ।
 শিরে দ্রোণাচার্য্য-পদ করিয়া বন্দন ॥
 অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তুণ হৈতে নিয়া ।
 যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়া ॥
 ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল ।
 দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল ॥
 তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি ।
 রাজসূয় যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥

বামুনি অনিল আর ভক্ষক কৌরব্য ।
 নহু বর্কট ধৃতরাষ্ট্র জরাজীব ॥
 কোপন কাদীয় ত্রিকপূর্ণ ধনঞ্জয় ।
 অজ্যক উগ্রক দুষ্কৃত মহাশয় ॥
 নীল শঙ্খমুখ শঙ্খপিণ্ড বক্রদন্ত ।
 কলিচূড় পিঙ্গচক্ষু কাল মহাবন্ত ॥
 প্রজ্ঞ পৌলস্ত্য সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ ।
 দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য ॥
 পাঁচ সাত শির কার বট সপ্ত শত ।
 সহস্র মন্তক কার আকার পর্বত ॥
 নিজ পরিবারে মিলি চলে কণিরাজ ।
 হোথায় সুরেন্দ্রালায়ে দেবের সমাজ ॥
 ঐরাবত আরোহণ বজ্র শোভে করে ।
 মাতলি ধরয়ে ছত্র মন্তক উপরে ॥
 অর্ঘ্যবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার ।
 দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ॥
 উনপঞ্চাশ বামু সাতাশ ছত্ৰাশন ।
 যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ ॥
 যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ ।
 চারি মেঘ বিদ্যাৎ সহিত সৈন্যগণ ॥
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর ।
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর ॥
 বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গির ।
 পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীর ॥
 অসিত দেবল কোণ্ড শুক সনাতন ।
 মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন ॥
 ইত্যাদি যতেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে ।
 ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে ॥
 চড়িয়া পুষ্পকরথে ধনের ঈশ্বর ।
 সঙ্কেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
 চিত্ররথ তুষ্ট্র অঙ্গির গুণনিধি ।
 বিশ্বাবসু মহেন্দ্র মাতঙ্গ সুর আদি ॥
 ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক ।
 লিখনে না যায় যত চলিল গুহক ॥
 য়তাচী উর্কশী চিত্রা রস্তা চিত্রসেনী ।
 চাক্রনেত্রা মিশ্রকেশী বৃদ্ধা মোহিনী ॥

চিত্রেখা অলম্বুখা সুরভি সমাচী ।
 পোনিকা কদম্বা অম্মা শূদ্রা রুচি শুচি ॥
 লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানবী নৃত্য গীত নাদে ।
 কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে ॥
 যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর ।
 হিমাঙ্গি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥
 কালগিরি হেমকূট মন্দর মৈনাক ।
 চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ ॥
 চিত্রকূট বিষ্ণু গন্ধমাদন সুবল ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥
 রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল ।
 কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥
 লক্ষ লক্ষ গিরিবর দেব রূপ ধরি ।
 যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি ॥
 বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত ।
 মূর্ত্তিমন্ত শপ্ত সিদ্ধ যতক সরিত ॥
 গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকরসুতা ।
 চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা ॥
 চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযু লোহিতা ।
 দেবনন্দী মহানদী মদান্বী সবিতা ॥
 ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্রা বসুমতী ।
 মেঘবতী গোমতী আরো যে সৌরবতী ॥
 নর্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস ।
 তমূল কমলা বিষ কোলামুক বংশ ॥
 গণ্ডকী নর্মদা কল্ক সিদ্ধ করতোয়া ।
 স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্ৰয়া ॥
 ঝুমঝুমি কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী ।
 সিদ্ধকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী ॥
 ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর ।
 বাপী হ্রদ তড়াগাদি ধরি কলেবর ॥
 যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি ।
 মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি ॥
 পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ ।
 আইল অমরবৃন্দ যুড়িয়া আকাশ ॥
 অদ্বুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ ।
 না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ ॥

মনু আদি কপি রাজা না যায় লিখন ।
 যযাতি নল্লয় রঘু মাক্ষাতা ভ্রমণ ॥
 দিলীপ সগর ভগীরথ দশরথ ।
 রুতবীৰ্য্য কান্তবীৰ্য্য সুরথ ভরত ॥
 ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে ।
 রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুলে ॥
 উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন ।
 কর লয়ে আইলেন সেই দেবগণ ॥
 মহেশ পার্শ্বতী দৌহে করেন গমন ।
 অলঙ্কিতে রূপ নাহি দেখে কোন জন ॥
 দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাভার ।
 চরণ পরশে দাড়ি বামবরে তাল ॥
 এইরূপে সদাশিব সবাঁকারে রাখে ।
 যত দূর যজ্ঞ স্থল সব ঠাঁই থাকে ॥
 যত যত জন আসে যজ্ঞের সদনে ।
 ছায়াৰূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে ॥
 যার যেই বাঞ্ছা তারে আপনি যোগায় ।
 যে দ্রব্য যে ইচ্ছা তাহা সেইক্ষণে পায় ॥
 অশ্ব আরোহণে করে খরকরবাল ।
 উনকোটী দানা লয়ে আসে ক্ষেত্রপাল ॥
 শত কোটি দৈত্য লয়ে আসে দৈত্য ময় ।
 ছয় সহোদর আসে বিনতাতনয় ॥
 দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আসে সর্ব্বজনে ।
 প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণে ॥
 অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্মুখ ।
 প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ঋষদ রাজার আগমন ।

দূতমুখে বার্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী
 ছুহিতা হইবে মম রাষ্ট্র-পাটেশ্বরী ॥
 ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডাদি হয়ে হৃষ্ট চিত ।
 যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় স্থরিত ॥
 চতুর্দশ সহস্র সেবকী মনোরমা ।
 সুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্রীমা ॥

অনেক আসিল দাস দাসী সমুদায় ।
 সহশ্রেক দাসী নিল মনোরম কায় ॥
 যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ু সম ।
 বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম ॥
 সৰ্ব্বরাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে ।
 সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে ॥
 চতুরঙ্গদলে আর প্রজা চারি জাতি ।
 নানাবাদ্য-শব্দে যায় কাঁপে বনুমতী ॥
 ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূৰ্ব দ্বারে ।
 বত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে ॥
 রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল অধিকারী ।
 রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি ।
 এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্ধর ।
 তাহা হাতে বার্তা দিব রাজার গোচর ॥
 ইন্দ্রসেন বচনেন্তে রহে নৃপবর ।
 হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোণ্ডর ॥
 দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর ।
 ধর্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর ॥
 বহু রত্ন আলিন অনেক দাসী দাস ।
 অশ্ব হস্তী উট খর নানাবর্ণ বাস ॥
 আজ্ঞা পেলে আসি হেথা করে দরশন ।
 শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্মের নন্দন ॥
 হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন ।
 তুর্যোধন ভাণ্ডারীয়ে কর সমর্পণ ॥
 দাস দাসী সমর্পহ দ্রোপদীর স্থানে ।
 প্রজ্ঞ সহ হেথা লয়ে আইস রাজনে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমতি ।
 যেই মত কহিয়াছেন নরপতি ॥
 সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল ঈশ্বর ।
 সঙ্কেতে চলিল জন কত নৃপবর ॥
 ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বাতনয় ।
 যজ্ঞের পাইয়া বার্তা সানন্দ হৃদয় ॥
 হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার ।
 তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার ॥
 হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ ।
 যজ্ঞহেতু নানারত্ন করিয়া সাজন ॥

নানাবাত্তে উপনীত যজ্ঞের সদন ।
 অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া রচন ॥
 ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ ।
 ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন ॥
 মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত ।
 সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত ॥
 ক্রুষণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত ।
 পার্শ্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণে রথ ॥
 উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত ।
 চতুর্দিক ছড়াছড়ি দেখিয়া অদ্ভুত ॥
 কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি ।
 অরুণ বরুণ কিবা কোন মহামতি ॥
 কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত ।
 সহস্রলোচন তবে অঙ্কেতে থাকিত ॥
 কেহ বলে এই যদি হইত শমন ।
 গজ না হইয়া হৈত মহিষ বাহন ॥
 কেহ বলে এই যদি হ'ত ছত্ৰাশন ।
 তবে সে হইত এই হংসের বাহন ॥
 বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর ।
 সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হ'লে দিবাকর ॥
 এত বলি লোক সব করিছে বিচার ।
 গজ হৈতে নামিলেন হিড়িম্বাকুমার ॥
 প্রবেশ হইতে তারে নিবারে দ্বারেতে ।
 জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি এলে কোথা হতে ॥
 পরিচয় দেহ বার্তা জানাই রণজারে ।
 রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে ॥
 ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ ।
 হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ ॥
 এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ ।
 রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ ॥
 সহদেব কহিলেন গোচরে রাজার ।
 জননী সহিত এলো হিড়িম্বাকুমার ॥
 ধর্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি ।
 জননী পাঠাও তাঁর যথায় পার্শ্বতী ॥
 যত দ্রব্য আনিয়াছে দেহ তুর্যোধনে ।
 আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল সেইক্ষণে ॥

হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতর ।
 ঘটোৎকচে লয়ে গেল রাজার গোচর ॥
 হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী ।
 ক্রোড়ে নিম্নিত যত স্বর্ণ বিছাধরী ॥
 অলঙ্কারে বিভূষিত আনন্দিত অঙ্গ ।
 বিনা মেঘে স্থির যেন তড়িত তরঙ্গ ॥
 কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল ।
 আশীর্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল ॥
 যথায় দ্রৌপদী তদা রত্ন সিংহাসনে ।
 হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ॥
 অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল ।
 দেখিয়া পার্বতী দেবী অন্তরে কুপিল ॥
 ক্রোধে বলে নহে দূর খেলের প্রকৃতি ।
 আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি ॥
 কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন ।
 কোথায় থাকিস্ তোর না জানি কারণ ॥
 পূর্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ ।
 তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ॥
 ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে ।
 কামাতুরা হয়ে তো ভজিলি হেন জনে ॥
 সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন ।
 একে কুপ্রকৃতি আর নাহিক বারণ ॥
 স্থানে স্থানে বেড়াস ভ্রমরে যেন মধু ।
 সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধু ॥
 মর্যাদা থাকিতে কেন না যাস উঠিয়া ।
 আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া ॥
 কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে ।
 ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধে প্রতি বলে ॥
 অকারেণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার ।
 পরে নিম্ন নাহি দেখে ছিদ্র আপনার ॥
 কুরুপ কুৎসিত লোকে নিম্নে ততক্ষণ ।
 যতক্ষণে দর্পণেতে না দেখে বদন ॥
 তোমার জনকে পূর্বে জানে সর্বজন ।
 বাক্সিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা ॥
 যেই জন করিলেক এত অপমান ।
 কোন্ লাঞ্জে হেন জনে দিল কন্যাদান ॥

আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্বন্ধ ।
 পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব ॥
 সহিতে না পারি মৈল করিয়া সংগ্রাম
 বীরধর্ম করিল লোকেতে অনুপম ॥
 শত্রুরে যে ভজে তারে বলি কুব জন্ম ।
 সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম ॥
 আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার ।
 তোর বিবাহের আগে বিবাহ আমার ॥
 পঞ্চ জন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন ।
 পঞ্চ পুত্রে আছি বধ ত্রয়োদশ জন ॥
 ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা ।
 দ্বাদশ জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা ॥
 তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জরা ।
 কি হেতু নিম্নিস্ মোরে বলি স্বতন্তরা ॥
 পুত্র হিড়িম্বক মোর ধনের ঈশ্বর ।
 পুত্রগৃহ-বাসে কভু নহি যে স্বতন্তর ॥
 বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে ।
 নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে ॥
 শেবকালে পুত্র রাখে আছে হেন নীত ।
 বিশেষে আমার পুত্র পৃথিবী পূজিত ॥
 মাতুলের রাজ্যমধ্যে হইয়া ঈশ্বর ।
 বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর ॥
 সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস ।
 একেশ্বর মোর পুত্র সব কৈল বশ ॥
 রাজসূয় যজ্ঞবার্তা লোকমুখে শুনি ।
 যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি ॥
 রাক্ষসের বৈরী যত পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করির এখন ॥
 বকের অমাত্য ভ্রাতৃ আছে যত জন ।
 মোর সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ ॥
 এইত বিচার তারা অনুক্ষণ করে ।
 এ সকল বার্তা আসে পুত্রের গোচরে ॥
 চরমুখে জানিল কুচক্রী যত জন ।
 যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন ॥
 লৌহপাশে বন্দী করি রাখে কারাগারে
 যাবত সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে ॥

আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর ।
 সব্বারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥
 সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা মোর পুত্রপ্রভা ।
 মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা ॥
 এতেক হিড়িয়া যদি বলে কটুতর ।
 কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত অন্তর ॥
 'পনঃপনঃ যতেক কহিস পুত্রকথা ।
 পুত্রেব করিস গর্ক খাও পুত্রমাথা ॥
 কর্ণের একাঙ্গী তব্ব বজ্রের সমান ।
 তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ ॥
 পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িয়া কুপিল ।
 ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িয়া কৃষ্ণারে শাপ দিল ॥
 নির্দোষে আমার পুত্রে দিলে তুমি শাপ ।
 তুমিও পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ ॥
 যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস ।
 বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হবে নাশ ॥
 এত বলি ক্রোধ করি হিড়িয়া চলিল ।
 আপনি উঠিয়া কুন্তী দৌহে সান্ত্বাইল ॥
 মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায় ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায় ॥

দক্ষিণ ও পূর্বদ্বাবে বিভীষণের
 অপমান ।

পার্শ্বমুখে বার্তা পেয়ে রাক্ষস-ঈশ্বর ।
 হরিষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
 যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ ।
 বসুদেব-গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ ॥
 নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র যারে দেখিবারে ।
 আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে ॥
 সর্ব-তত্ত্ব-অন্তর্গামী ভকতবৎসল ।
 অনুগত জনে দেন মনোগত ফল ॥
 তাঁর অনুগত আমি বৃষ্ণি কারণ ।
 করিলেন নিজতত্ত্ব বলিয়া স্মরণ ॥
 এত ভাবি বিভীষণ হৃদচিন্তা হয়ে ।
 যতেক সুহৃদগণে বলিল ডাকিয়ে ॥
 শীঘ্রগতি সজ্জ হও নিজ পরিবারে ।
 আমার সহিত চল কৃষ্ণ ভেটিবারে ॥

দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে ।
 সব রত্ন ধন লহ দিব দামোদরে ॥
 লোচনে দেখিব আঞ্জি কমললোচন ।
 জন্মাবধি-কৃত পাপ হবে বিমোচন ॥
 এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর ।
 সঙ্কেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥
 বাজায় বিবিধ বাজ্য রাক্ষসী বাজনা ।
 শত শত শ্বেতচ্চত্র না যায় গণনা ॥
 দক্ষিণ দ্বাবেতে উত্তরিল বিভীষণ ।
 মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ ॥
 বিকৃত আকার সব নিশাচরগণ ।
 বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
 দুই তিন মুখ কার অশ্বপ্রায় মুখ ।
 বক্রদন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ ॥
 রথ হ'তে ভূমিতে নামিল বিভীষণ ।
 যজ্ঞস্থান দেখি হ'ল বিস্ময়-বদন ॥
 আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দিকে বেড়ি ।
 উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি ॥
 কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ ।
 দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ বদন ॥
 কোথায় কিরাত স্লেচ্ছ বিকৃত আকার ।
 কৃষ্ণ অঙ্গ তাম্রকেশ দেখে কত আর ॥
 কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে ।
 রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥
 সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অশ্লোক ব্রাহ্মণ ।
 বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ ॥
 কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি রথ ।
 স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত ॥
 অপূর্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে মন ।
 এ হেন অদ্বুত চক্ষে না দেখি কখন ॥
 যে দেব দানবে বৈর আছয়ে সদায় ।
 হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥
 যে কণী গরুড়ে কড়ু নাহি হয় দেখা ।
 একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্বসখা ॥
 রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ ।
 মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ ॥

অদ্বুত মানিয়া রাজা মুখে দিল হাত ।
 জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ ॥
 দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমেষ আঁখি ।
 তিন ভুবনের লোক এক ঠাই দেখি ॥
 কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্বন্ধ ।
 আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ ॥
 পরিবার লোক তার রহাইয়া রথ ।
 ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ ॥
 আশু আর গম্য নহে যাইতে কাহারে ।
 থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিকা নারে ॥
 কত দূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি ।
 রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি ॥
 দুই ভিতে দ্বারিগণে মারিতেছে বাড়ি ।
 একদৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি ॥
 পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ ।
 অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
 কেঁ আইল কে খাইল কেবা নাহি পায় ।
 প্রতিজ্ঞনে জিজ্ঞাসা করেন যত্নরায় ॥
 দূরে থাকি নিরখিল রক্ষ অধিপতি ।
 দিব্য চক্ষু জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি ॥
 অক্ষাঙ্ক লুটায়ৈ স্তুতি করে কর বুড়ে ।
 বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে ॥
 দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ ।
 দুই হাতে ধরি দেন প্রীতি আলিঙ্গন ॥
 স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর ।
 আনন্দে চক্ষুর জল ঝরে নিরন্তর ॥
 নানারত্ন নিবেদিয়া ফেলে ভূমিতলে ।
 পুনঃপুনঃ ধরি পড়ে চরণকমলে ॥
 যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন ।
 গোবিন্দের আগে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥
 করযোড় করি বলে রাঙ্গসের রাজ ।
 আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ ॥
 গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ যেই কাজে
 মম সঙ্গে ভেটিবারে চল ধর্মরাজে ॥
 বিভীষণ বলে কর্ম সম্পন্ন হইল ।
 তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল ॥

তোমার পদারবিন্দ দৃঢ় আলিঙ্গন ।
 পিতামহ-বাঞ্ছিত যে অন্য কোন জন ॥
 লক্ষ্মীর তুল্য মোরে করিলা প্রসাদ ।
 চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিবাদ ॥
 সম্পূর্ণ মানস হৈল সিদ্ধ হৈল কাজ ।
 এখন কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥
 গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন ।
 যার দূত সঙ্গে পূর্বে পাঠাইলে ধন ॥
 যার নিমন্ত্রণে তুমি আসিলে হেথায় ।
 চল ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায় ॥
 বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ ।
 পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ ॥
 তব দ্রোহী হইবে না দিলে তারে কর ।
 অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥
 চিরকাল অদর্শনে আছি অপরাধী ।
 আপনি ডাকিলা হেন ঘটাইল বিধি ॥
 বিশ্বের ঠাকুর তুমি মনে হেন জানি ।
 তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি ॥
 যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই ।
 প্রয়োজন নাই মোর অন্যজন ঠাই ॥
 গোবিন্দ বলেন ধর্মপুত্র বৃদ্ধিষ্টির ।
 যার দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর ॥
 সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্বগুণধাম ।
 এ তিন ভুবনে আছে খ্যাত যার নাম ॥
 প্রতাপে যাঁহারে ইন্দ্র আদি কর দিল ।
 কর দিয়া কণীন্দ্র শরণ আসি নিল ॥ -
 উত্তরে উত্তরকুরু পূর্বে জলনিধি ।
 পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণেতে তোমা আদি ॥
 নাহি দিল না আসিল নাহি হেন জন ।
 সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন ॥
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ কপি কণী ।
 মনুষ্য আসিল যত আছেয়ে অবনী ॥
 অক্ষাংশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে ।
 ত্রিশ ত্রিশ দাস সেবে এক এক দ্বিজে ॥
 উর্দ্ধরেতা সহস্র দশকে সদা সেবে ।
 আছেন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে ॥

স্থানে স্থানে রক্তনাদি হয় অবিরাম ।
 লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ ভুঞ্জে এক স্থান ॥
 এক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন ।
 একবার শঙ্কনাদ হয় যে তখন ॥
 হেনমতে মুহুমুহুঃ হয় শঙ্কধ্বনি ।
 চতুর্দিকে শঙ্করবে কিছুই না শুনি ॥
 তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত ।
 তিন পদ্ম যুতরথ প্রত্যঙ্গে অনন্ত ॥
 লক্ষ নৃপতির পতি কে পারে গণিতে ।
 চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে ॥
 অর্দ্ধেক রক্তনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন ।
 কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন ॥
 এক জন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে ।
 খাও খাও লও লও ধ্বনি চারি ভিতে ॥
 মনু আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি ।
 হেন কর্ম করিবারে কাহার শকতি ॥
 যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী ।
 হেন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥
 স্মরণে সুমতি হয় নিপ্পাপ দর্শনে ।
 প্রণামে পরম গতি আমার সমানে ॥
 হেন জনে নাহি জান তোমা হেন জন ।
 শীঘ্রগতি চল লয়ে করাব দর্শন ॥
 বিভীষণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাণ ।
 মম নিবেদন কিছু কর অবধান ॥
 পূর্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাংকার স্বামী ॥
 ব্রহ্মা ইন্দ্র তব পদ কটাক্ষেতে হয় ।
 এ কর্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায় ॥
 মম পূর্বে বিবরণ জানি গদাধর ।
 তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর ॥
 স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে ।
 তব পদ বিনা শির না নোয়াব কারে ॥
 যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব ।
 কদাচিত্ অন্য জনে মান্য না করিব ॥
 এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি ।
 পশ্চাৎগায়ে বিভীষণ আগতে শ্রীপতি ॥

চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট ।
 গোবিন্দেরে নিরখিয়া ছাড়ি দিল বাট ॥
 দ্বারের নিকটে উত্তরিলে নারায়ণে ।
 পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে ॥
 গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে ।
 স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে ॥
 সাত্যকি-বনিল প্রভু জানহ আপনি ।
 আজ্ঞা বিনা যাইতে না পাবে বজ্রপাণি ।
 হের দেখে জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত ।
 যত রাজরাজেশ্বর থাকে যাম্যভিত ॥
 মৎস্যদেশ-অধিপতি বিরাট নৃপতি ।
 শূরসেন দম্ববক্র সুমিত্র প্রভৃতি ॥
 অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত ।
 কর লয়ে দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ॥
 শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা ।
 একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা ॥
 কিল্বিক্ষা ঈশ্বর দেখে সিদ্ধকুলবাসী ।
 গোশূঙ্গ ভ্রমন আর কুন্তি তন্তুদেশী ॥
 ইহা সবাংকার সঙ্গে শত পঞ্চ শত ।
 কোটিকোটি গজ বাজী কোটি কোটি রথ ॥
 নানারত্ন ধন নিজ পরিবার লয়ে ।
 দ্বারেতে আছেন দেখে বারিত হইয়ে ॥
 ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে ।
 জন কত রাজামাত্র গিয়াছে তিতরে ॥
 পুরুজিৎ নামে রাজা পাণ্ডবমাতুল ।
 রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল ॥
 তার সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর ।
 দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল রুকোদর ॥
 মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে ।
 ঢেকা মারি তাড়াইয়া দেন ততক্ষণে ॥
 আজ্ঞা বিনা ছাড়িবারে নাহি কদাচন ।
 আজ্ঞা আনি লয়ে যাহ রাজা বিভীষণ ॥
 এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ ।
 'ছুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥
 তথা হতে চলি যান সহ লক্ষ্যপতি ।
 পূর্বদ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি

মহাবীর ঘাটোৎকচ হিড়িম্বাকুমার ।
 তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার ॥
 ক্লেশেরে দেখিয়া সরে পথ ছাড়ি দিল ।
 বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে নিবারিল ॥
 গোবিন্দ বলেন ইনি লক্ষার ঈশ্বর ।
 ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর ॥
 রাজদরশন হেতু যাবেন অরিত ।
 হেন জনে দ্বারে রাখা না হয় উচিত ॥
 ঘাটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি ।
 আমি কি করিব তুমি জানহ আপনি ॥
 বাইশ সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে ।
 জন কত রাজ্যমাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥
 ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে ।
 ছুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে ॥
 এক্ষার প্রপৌত্র দেব কশ্যপ কোণ্ডর ।
 মহা মহা নাগ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥
 সহস্রবদন শোভে নাগ-অধিকারী ।
 এইখানে ছিল তেঁত দিন ছুই চারি ॥
 হের দেখে রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে ।
 একদৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে ॥
 গিরিব্রজ-সুরপতি জরাসন্ধসুত ।
 জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত ॥
 নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাতী ।
 ষষ্টি কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥
 নানারত্ন আনিলেন নানা যানে করি ।
 হস্তিনী গর্দভ উট শকট উপরি ॥
 অহর্নিশি নৌকা বাহে সংখ্যা নাহি জানি ।
 যার নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গজাপানী ॥
 বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া ।
 দ্বারেতে আছেন দেখে বারিত হইয়া ॥
 শিশুপাল রাজা দেখে চেদির ঈশ্বর ।
 যাহার সহিত পঞ্চ শত নৃপবর ॥
 তিন কোটি হস্তী সঙ্গে তিন কোটি রথ ।
 নব কোটি আসোয়ার গতি বায়ুবত ॥
 নানা যান করি নানা রত্ন সঙ্গে লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছেন দেখে বারিত হইয়া ॥

দীর্ঘজজ্ঞ রাজা দেখে অযোধ্যার পতি ।
 তিন কোটি রথ সঙ্গে তিন কোটি হাতী ॥
 সপ্ত শত নরপতি সংহতি করিয়া ।
 কর লয়ে দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
 কাশীরাজ দেখে এই কাশীর ঈশ্বর ।
 কোশলের রাজা রহদল নৃপবর ॥
 বল্লরাজা সুপাশ্ব'কৌশিক শ্রুত রাজা ।
 মদ্রসেন চন্দ্রসেন পাশ্ব'মহাতেজা ॥
 সুপর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শম্বুক ।
 মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুটুক ॥
 পুণ্ডরীক বামুদেব জরদাব আদি ।
 করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি ॥
 এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্তশত ।
 লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ ॥
 যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছেন দেখে বারিত হইয়া ॥
 উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন ।
 রাজারে জানায় গিয়া তাঁর বিবরণ ॥
 তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি ।
 যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি ॥
 মুহূর্ত্তেক রহি মাত্র দরশন পায় ।
 শীঘ্রগতি পুন আনি রাখয়ে হেথায় ॥
 রাজার স্বশুর দেব ঋপদ নৃপতি ।
 দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি ॥
 রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে ছাড়ে ঋপদেবের
 তাঁর সঙ্গে রাজা কত পশিল ভিতরে ॥
 সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ
 স্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ ॥
 বাহির করিয়া যে দিলেন রাজগণে ।
 দ্বারিগণে বল্ল ক্রোধ করিয়াছে মনে ॥
 পূর্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী ।
 এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি ॥
 রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া ।
 আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া
 এই হেতু জগন্নাথ তয় লাগে মনে ।
 আজ্ঞা বিনা কিকপেতে ছাড়ি বিভীষণে

রহাইয়া আন রাজ অনুমতি হরি ।
 জানাতে রাজারে আমি নাহি শক্তি ধরি ॥
 নকুল আইসে কিয়া অনুজ তাঁহার ।
 বার্তা জানাইতে এ দৌহার অধিকার ॥
 বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার ।
 ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ অশ্রু দ্বার ॥
 এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার ।
 ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পৃণ্যবান ॥

চারি জন রাজার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক
 প্রাণদান ।

বিভীষণে সঙ্কে করি যান গদাধর ।
 কত দূরে দেখিলেন ভীম অনুচর ॥
 চারি জন নৃপতিরে করিয়া বন্ধন ।
 কেশে ধরি কোপভরে যায় চারি জন ॥
 জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন জন ।
 এ চারি জনেরে কেন করিলে বন্ধন ॥
 দূতগণ বলে মোরা ভীমের কিস্কর ।
 দুই কর্ম কৈল এই চারি নৃপবর ॥
 শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি ।
 অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি ॥
 এ দৌহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে ।
 পার্থ জিনি কর সহ অনিল দৌহারে ॥
 এখন না বলিয়া যাইতেছিল দেশে ।
 অর্জুপথ হতে মোরা আনি ধরি কেশে ॥
 হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে ।
 উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে ॥
 এই হেতু চারি জনে আনিবু বান্ধিয়া ।
 আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিতে নিয়া ॥
 এত শুনি কৃষ্ণ কিরাইয়া চারি জনে ।
 রকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে ॥
 আগে আগে যায় দূত পিছে গদাধর ।
 কত দূরে দেখিলেন আসে রকোদর ॥
 এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্বস্থল ।
 সবাংকার তত্ত্ব করে ভীম মহাবল ॥

ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ ।
 কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারি জন ॥
 কর্ম হেতু এ সবারে কৈলে আবাহন ।
 অন্যদর এখন করহ কি কারণ ॥
 কর্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা ।
 ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা ॥
 দুই শিষ্ট আসিয়াছে বহু কর্মস্থলে ।
 কর্মে বহু বিশ্ব হয় ক্ষমা না করিলে ॥
 রকোদর বলে শুন দৈবকীনন্দন ।
 দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জন ॥
 আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয় ।
 কহ ইথে কর্ম পূর্ণ কোনমতে হয় ॥
 দুই ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন ।
 দুইচারী নাহি ছাড়ে নিজ দুইপণ ॥
 দুই জনে নিজ তেজ যদি না দেখায় ।
 অবজ্ঞা করয়ে আর কর্মধ্বংস হয় ॥
 ইহার সহিত পূর্বে পরিচয় কোথা ।
 তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে এথা ॥
 সুকর্ম লভয়ে যদি শাস্তি আচরণে ।
 ক্রমে ক্রমে সুকর্ম লভিবে এত দিনে ॥
 পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন ।
 শুন শুন ভীমসেন আমার বচন ॥
 তোমার শাস্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পুরিল
 তেওঁ দেখ তিন লোক একত্র মিলিল ।
 শাস্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম করিলে ।
 কহ ভীম যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কি ভালে ॥
 অশ্রু কর্ম নহে এই রাজস্বয় সত্র ।
 এক লক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র ॥
 নাহি জান এর মধ্যে আছে ভাল মন্দ ।
 একচক্র হয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব ॥
 কহ মোরে তখন কি উপায় করিবে ।
 প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে ॥
 পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ ।
 কত কত জনে তুমি করিবা প্রবোধ ॥
 পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্ধর ।
 দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর ॥

ক্লেশের বচন শুনি বলে রুকোদর ।
 তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর ॥
 এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ ।
 প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্বজন ॥
 অজায়ত লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে ।
 সেই মত রাজগণ লাগে মম মনে ॥
 দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় এক দিগে ।
 কাহার নাহিক দায় রৈল মম ভাগে ॥
 সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর ।
 মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর ॥
 মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয় ।
 একেশ্বর সবারে করিব পরাজয় ॥
 যার জয় ইচ্ছা দেব তোমা হেন জনে ।
 তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে ॥
 গোবিন্দ বলেন সব সম্ভবে তোমারে ।
 তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে ।
 ইহা সবাচারে ছাড় আমার বচনে ।
 এবে দ্বন্দ্ব কর যেবা করে দুঃখগণে ॥
 এত বলি মুক্ত করি দেন চারি জনে ।
 তথা হৈতে যান চলি লয়ে বিভীষণে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
 কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

উত্তর পশ্চিম দ্বারে বিভীষণের
 অপমান ।

যাইতে যাইতে ক্লেশ কন বিভীষণে ।
 বহু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে ॥
 এমত সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে ।
 আমা হেন জন রাখে যার দারিগণে ॥
 তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল ।
 ইন্দ্র আদি করি সবে যাঁরে কর দিল ॥
 বিভীষণ বলে দেব এ নহে অন্তত ।
 ইহা হতে রাজসূয় হয়েছে বহুত ॥
 হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল ।
 সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল ॥
 আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল ।
 ইন্দ্র আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল ॥

একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ ।
 আপনি এতেক স্নেহ কর স্থবীকেশ ॥
 ব্রহ্মা আদি ধায় প্রভু তোমা দেখিবারে ।
 এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে ॥
 তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি ।
 নহুযে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি ॥
 ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমার সমান ।
 যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন ॥
 ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন ।
 তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ॥
 ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা ।
 তেত্রিঃ দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা ।
 কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন ।
 দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন ॥
 দৈবেতে এ দ্বারীগণ না ছাড়ে আমারে ।
 মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে ॥
 মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য ।
 আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাই নিজরাজ্য ॥
 বিভিষণ বাক্য শুনি বলে চক্রধর ।
 কত আর কহিব তোমারে লক্ষেশ্বর ॥
 সর্বধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
 তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত ॥
 নিমন্ত্রণ করিল যে তারে না ভেটিয়া ।
 যদি যাহ জিজ্ঞাসিলে কি বলিব গিয়া ॥
 তব আগমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল ।
 লোকে বলিবেক সেই ক্লেশ ভেটি গেল ॥
 হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ ।
 ক্ষণেকে করিয়া যাহ রাজদরশন ॥
 এইরূপে পথে দৌহে কথোপকথনে ।
 উত্তর দুয়ারে উত্তরিলেন দুজনে ॥
 উত্তর দুয়ারে দ্বারী কামের বন্দন ।
 গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর ।
 ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বর ॥
 অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেক ।
 এখনি মাদ্রীর পুত্র হেথা আসিবেক ॥

তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর ।
 আজ্ঞা পেয়ে লয়ে যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর ॥
 গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে ।
 ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে ছুয়ারে ॥
 রাবণের সহোদর লক্ষ্মা অধিপতি ।
 রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি ॥
 এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন ।
 কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ ॥
 প্রত্যক্ষে দেখহ দেব যতেক নৃপতি ।
 অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি ॥
 প্রাগ্দেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত ।
 নব কোটিরুথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত ॥
 বিংশতি সহস্র রাজা ইহার সংহতি ।
 ঐরাবত সম যার আরোহণ হাতী ॥
 নানারত্ন কর দেখ সঙ্গেতে করিয়া ।
 বহু দিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
 বাহুলীক রহন্ত আর সুদেব কুন্তল ।
 সিংহরাজ সুশর্মা রোহিত রহমল ॥
 কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু ।
 ত্রিগুণ্ত দ্বিরদশির মহারাজ সিন্ধু ॥
 এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত ।
 ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি রথ ॥
 যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে ।
 সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে ॥
 নানা রত্ন কর লয়ে দ্বারে বসি আছে ।
 বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে ॥
 প্রজাপৌজ ব্রহ্মার এসেছে কত জন ।
 প্রপৌজ আইল যত কে করে গণন ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র জলেশ কুতাস্ত দিনকর ।
 ব্রহ্মপুত্রি দেবপুত্রি আইল বিস্তর ॥
 চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুষুর হাহা ছহ ।
 বিশ্বাবস্তু আদি সহ বিষ্ণাধর বহু ॥
 যক্ষরাজ সহ এল কত লব নাম ।
 আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিরাম ॥
 ছুই এক দিন সবে রহি রহি গেছে ।
 রাজ-আজ্ঞা মাত্র সবে ছুই এক আছে ॥

বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পায় পাছে ।
 রাজদ্রোহী কৰ্ম্মে দেব বহু বিষ আছে ॥
 দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার ।
 ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক প্রতিকার ॥
 বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার ।
 কিশক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার ॥
 এত শুনি ক্রুদ্ধ তারে নিন্দিয়া অপার ।
 ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম ছুয়ার ॥
 গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিষ্ণুমান ।
 পৌজ হয়ে নাহি মোরে করিল সম্মান ॥
 নাহিক উহার দোষ কৰ্ম্ম এইরূপে ।
 ইন্দ্র যম তয় করে ভীমের প্রতাপে ॥
 অম্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর ।
 শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর ॥
 চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্ঘোষন ।
 আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ ॥
 আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি ।
 যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম নরপতি ॥
 ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে ।
 নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখন উঠিবে ॥
 বিভীষণ বলে প্রভু নহে কদাচন ।
 নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ ॥
 পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর ।
 তব পদ বিনা অন্যে না নোয়াব শির ॥
 এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে ।
 করিয়াছি কুরুষ্ম আনিয়া বিভীষণে ॥
 বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয় ।
 সত্যতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয় ॥
 এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার ।
 ব্রহ্মা আদি তপ করে এবা কোন ছার ॥
 যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে ।
 আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
 ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
 কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ যজ্ঞ উপর ॥
 এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ ।
 পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্ঘোষন ॥

দুর্ঘ্যোদন নৃপতির দুই অধিকার ।
 দ্রব্যের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার ॥
 অসংখ্য ভাণ্ডার যেন শোভে গিরিবর ।
 কনক রজত মুস্তা প্রবাল পাথর ॥
 অমূল্য কীটজ চীর লোমজ বসন ।
 কন্তুরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন ॥
 চতুর্দিক হইতে আসিছে ঘনঘন ।
 আঘাত আবেণে যেন হয় বরিষণ ॥
 দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত ।
 বিদুরের সম্মত দিতেছে অনুব্রত ॥
 যত দ্রব্য আসে তত দিতেছে সকল ।
 পুনঃপুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল ॥
 কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ ।
 অদরিদ্রা কৈল পৃথী দিয়া বহুদান ॥
 উনশত ভাই সহ নিজ পরিবার ।
 দুর্ঘ্যোদন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার ॥
 গোবিন্দেরে নিরখিয়া বলে দুর্ঘ্যোদন ।
 কহ কোন হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ ॥
 গোবিন্দ বলেন ইনি লক্ষার ঈশ্বর ।
 যাইতে নিবারে কেন তোমার কিস্কর ॥
 দুর্ঘ্যোদন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ ।
 আপনি জানহ প্রভু ভীমের আক্রোশ ॥
 হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয় ।
 পশ্চিম দিকেতে বৈসে যত রাজচয় ॥
 শিরসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত ।
 শতসংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত ॥
 পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটি রথ ।
 যার সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ ॥
 নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া ॥
 মালব ঈশ্বর শিবি পুঙ্কর নৃপতি ।
 পঞ্চ শত রাজা আছে দৌহার সংহতি ॥
 এক কোটি রথ আর গজ কোটি সাথ ।
 কত অশ্ব আছে কেবা করে দৃষ্টিপাত ॥
 নানাবর্ণ রত্ন লয়ে দুয়ারেতে আছে ।
 মাস দুই ভিন হৈল কেহ নাহি পুছে ॥

দ্বারপাল রাজা আর রাজ রুমদারক ।
 প্রতিবিদ্য নরপতি অমরকণ্টক ॥
 এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত ।
 লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ ॥
 চারি জাতি প্রজা এল নানা কর লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া ॥
 চিত্রসেন রাজা দেখ চাঁচর ঈশ্বর ।
 ত্রিশ কোটি রথ ত্রিশ কোটি যে কুঞ্জর ॥
 নানারত্ন আনিল নাহিক তার ওর ।
 এ সবার পাছে যেন দাণ্ডাইয়া চোর ॥
 বনুদেব সহ আসে যত যদুবীর ।
 শল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল নৃপতির ॥
 আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র লইল ভিতরে ।
 তথাপিহ দুই দিন রহিলেন দ্বারে ॥
 আসিবা মাত্রেতে লয়ে চাহ যাইবার ।
 আজ্ঞা বিনা কিরূপেতে দ্বারী ছাড়ে দ্বার ॥
 এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন ।
 ঋণমাত্র এথায় বৈসহ নারায়ণ ॥
 এত বলি দুর্ঘ্যোদন দিল সিংহাসন ।
 দুই সিংহাসনে বসিলেন দুই জন ॥
 কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ায় মোহিত ॥
 ধন্য রাজা ইন্দ্রচ্যাম জন্ম শুভক্ষণে ।
 হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে ॥
 ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত ।
 কঠোর তপস্যা রাজা ধন্য কৈল কত ॥
 কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ ।
 ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুরুর তপন ॥
 তিন লোক মধ্যে ইন্দ্রচ্যামেরে বাখানি ।
 কত ইন্দ্রপদ যার কর্মের নিছনি ॥
 যাহার যশের গুণে পুরিল সংসার ।
 ক্ষিত্রিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার ॥
 যাবত ব্রহ্মাণ্ড আর যাবত ধরণী ।
 করিল অদ্বুত কীর্তি নিস্তারিতে প্রাণী ॥
 গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী ।
 অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি ॥

জন্মে জন্মে কাশী আদি নানা তীর্থ সেবে ।
 তপক্লেশ যজ্ঞ ত্রুত সদা করে যবে ॥
 পঞ্চমহা পাতকী শ্রীমুখ যদি দেখে ।
 সে কোটিকণ্ঠের পাপ শরীরে না থাকে
 শ্রীমুখ না দেখে যেবা থাকিতে নয়ন ।
 সংসারেতে নরযোনি তার অকারণ ॥
 'গগন্নাথ-মুখপদ্ম' যে করে দর্শন ।
 জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ ॥
 পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন ।
 কাশীরাম প্রণময় তাঁহার চরণ ॥

সর্বলোক মূর্খা ।

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল ।
 কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হইল ॥
 মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
 বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ ॥
 পরিশ্রম হয়ে ছিল পদত্রেজে চলি ।
 চতুর্দিকে বিশেষে লোকের ঠেলাঠেলি ॥
 চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর ।
 ভ্রমিয়া দৌহার শ্রাস্ত হৈল কলেবর ॥
 সিংহাসন উপরে বসিল ছুই জন ।
 হেনকালে উপনিত মাত্রীর নন্দন ॥
 গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার ।
 তারে ডাকি ক্লৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সমাচার ॥
 ছুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ ।
 কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ ॥
 সহদেব বলে শুন দেব দামোদর ।
 তুমি গেলে আসিলেন যতক অমর ॥
 সকলের হইয়াছে রাজ-দরশন ।
 তব পদ দেখিবারে আছে সর্ব জন ॥
 দেবরূদ্ লইয়া আছয়ে দেবরাজ ।
 তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ॥
 এত শুনি উঠিলেন শ্রীকৃষ্ণসলাঙ্কন ।
 তাঁহার সহিত গেল নিকষানন্দন ॥
 সভামধ্যে প্রবেশেন দেব নারায়ণ ।
 গোবিন্দে নিরখিয়া উঠে সর্বজন ॥

(৭)

মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে ।
 ক্লৃষ্ণে দৃষ্টি মাত্র সবে পড়ে বায়ুভরে ॥
 কত দূরে পড়ি গেল করি কুতাঞ্জলি ।
 মহাবাতা-ঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥
 দেবতা গন্ধর্ব আর অঙ্গর কিম্বর ।
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রক্ষ খগবর ॥
 এক জন খিনা আর যে ছিল যথায় ।
 কত দূরে পড়ে সবে হয়ে নন্দকায় ॥
 শতক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন ।
 পঞ্চাশৎ সোপানে উঠেন নারায়ণ ॥
 বিশ্বরূপ প্রকাশেন দেব জনার্দন ।
 যেকূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন ॥
 সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন ।
 সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ ॥
 সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল ।
 সহস্র নয়নে রবি-সহস্রমণ্ডল ॥
 বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে ।
 সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে ॥
 সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ কোস্তভমণি শোভিত হৃদয় ॥
 গলে দোলে আজানুলস্বিত বনমালা ।
 পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শাঙ্ক ধনু ।
 নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু ॥
 সহস্র সহস্র শব্দ আছে করণ্যোড়ে ।
 কত কত মুখে তারা স্তুতি-বাণী পড়ে ॥
 সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত ।
 সহস্র সহস্র অংশ করে প্রণিপাত ॥
 বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ ।
 চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন ॥
 অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি ।
 নিমেষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি ॥
 অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে ।
 করযোড় করি শেষে পড়ে কত দূরে ॥
 লুকায়ে ছিলেন শিব যোগিরূপ হয়ে ।
 চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে ॥

ইন্দ্র যম কুবের বরুণ ভূতশন ।
 চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ ॥
 যেই যথা ছিল সব গেল ধরা পড়ি ।
 অচেতন হয়ে সবে যায় গড়াগড়ি ॥
 সকলে পড়িল যদি করি প্রণিপাত ।
 যুধিষ্ঠিরে চাহি কনু দেব জগন্নাথ ॥
 করযোড় করি বলে দেব ভগবান ।
 পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান ॥
 কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি ।
 পড়িয়াছে চতুর্মুখ অষ্ট ভুজ যুড়ি ॥
 তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ ।
 কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন ॥
 ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ ।
 ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ ॥
 কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ ।
 তব গুণে নমস্করে ধন্য তুমি তাত ॥
 সহস্র নয়নে বহে ধারা দুই গুণ ।
 হের দেখ প্রণমিছে সহস্র-লোচন ॥
 দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর ।
 কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর ॥
 রাহু কেতু অগ্নি তারা বনু অষ্ট জন ।
 মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি ঋক্ষগণ ॥
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ ।
 প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ ॥
 যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি ।
 প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি ॥
 পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর ।
 করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥
 সিদ্ধগণ সহ দেখ যত নদ নদী ।
 যতেক দানব দৈত্য অমরবিবাদী ॥
 হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর ।
 সহস্র মন্তক ধরে শেখ বিষধর ॥
 প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি ।
 সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি ॥
 উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান ।
 প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান ॥

ধবল গন্ধর্ব্ব-অশ্ব দিয়া চারি শত ।
 হের দেখ প্রণমিছে অই চিত্ররথ ॥
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর ।
 গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ॥
 তার বামভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ ।
 শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ-কনিষ্ঠ ॥
 হের অবধান কর কুন্তীর কোণ্ডর ।
 ছয় সহোদর দেখ খণ্ডের ঈশ্বর ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত ।
 উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ॥
 বনুদেব বানুদেব আদি যত জন ।
 তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন ॥
 পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা ।
 কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
 ব্রহ্মাও পুরিল রাজা তব কীর্ত্তি-বশ ।
 তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
 ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত-শরীর ॥
 নয়ন-যুগলে পড়ে চারিধারা নীর ।
 মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ॥
 সর্ধৈর্য্যে বলেন রাজা গদ্যাদ বচন ।
 অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
 তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম ।
 অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
 তড়িত জড়িত পীত কৌষবাস সাজে ।
 জীবৎস কোন্তত বিভূষিত অঙ্গ-মাঝে ॥
 শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীকপাত ।
 বিষ্ণু বিশ্বকূপ প্রভু সর্ব্বলোকনাথ ॥
 সংসারে আছেন যত পুণ্য-আত্মা জন ।
 সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
 তব পদ সে সবার বন্দিবারে আশা ।
 আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
 যদি বর দিবা এই করি নিবেদন ।
 অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
 এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি ।
 তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুকি ॥

গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি ।

ভক্তি মূল্যে তোমাতে বিক্রীতআছিআমি ॥

আমার নিয়মে বর্তে আমাতে ভকত ।

বলি যে তাহাতে আমি করি এই মত ॥

ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার ।

প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার ॥

তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে ।

আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥

এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী ।

করপাটে কহিলেন কত স্তুতি-বাণী ॥

মোহিলেন মায়াবশে গুন নারায়ণ ।

যতেক দেখিল সব হৈল পাসরণ ॥

মাতুলনন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে ।

সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে ॥

সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ ।

আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন ॥

আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ ।

বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥

বহু দিন হল আছে দেব খগনাথ ।

আজ্ঞা হৈলে যায় সব লয়ে যজ্ঞভাগ ॥

ভারতমণ্ডলে বৈসে যত নরপতি ।

বহুদিন হল সব দ্বারে করে স্থিতি ॥

বিদ্যায় হইয়া গেলে যত দেবগণ ।

রাজগণ আসি তবে করিবে দর্শন ॥

ইতিমধ্যে অবিলম্বে যাউক নিজ দেশ ।

বিদ্যায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥

যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন ।

সপ্ত দিন হৈল সখা অন্ন-জল-হীন ॥

বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার ।

সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥

এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি ।

লজ্জায় মলিনমুখ শেষ অধিপতি ॥

তবে অনুমতি কৈল ধর্মের নন্দন ।

যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন ॥

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ।

যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার ॥

সভার রাজগণের প্রবেশ ।

ধর্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ ।

চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ ॥

সভামধ্যে সবাকারে আইসহ লৈয়া ।

যত রত্ন ভাণ্ডারেতে সব সমর্পিয়া ॥

আজ্ঞামাত্র আইলেন যত রাজগণ ।

ধর্মরাজে প্রণমিয়া রহে সর্বজন ॥

বসিবারে আজ্ঞা কৈল ধর্মের নন্দন ।

যথাযোগ্য স্থানে তবে বসে সর্বজন ॥

পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন ।

ইন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন ॥

নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া ।

কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া ॥

যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ ।

নিজে নিজে যুদ্ধ করি হইবে নিধন ॥

অল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার ।

পরস্পর মারি সব হইবে সংহার ॥

নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন ।

বিস্ময় মানিয়া চিন্তে চিন্তে তপোধন ॥

হইবে অদ্রুত হেন বিচারিল মনে ।

ছুই জন বিনা না জানিল অশ্রু জনে ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শিঙপালের কৃষ্ণানন্দ ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।

সুধারস রাজসুয়-যজ্ঞের কথন ॥

যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ ।

তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ ॥

সাক্ষাতে লইল পূজা দেব-পিতৃ-ভূপে ।

ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন রূপে ॥

ব্রাহ্মণকে দিতে কৃষ্ণাচার্য্য কৃপাবান ।

যতেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ ॥

যে রাজ্য হইতে আইল যত দ্বিজগণ ।

সে রাজ্যের রাজা এনেছিল যত ধন ॥

তাহার দ্বিগুণ করি দক্ষিণা যে দিল ।
 আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল ॥
 এক দ্বিজ ছুই চারি লইয়া রাখাল ।
 'দেশেতে চালায়ে দিল গবী বৎসপাল ॥
 কেহ অশ্ব-গজ-পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে ।
 রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে ॥
 দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে ।
 গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্মপুত্র-পাশে ॥
 বহুদূর হইতে আইল রাজগণে ।
 বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে ॥
 সবাঁকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে ।
 যজ্ঞ পূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে ॥
 যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে ।
 শ্রেষ্ঠ জন জানি আগে পূজহ প্রথমে ॥
 এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন ।
 ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥
 আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল ।
 অর্ঘ্যপাত্র করে লয়ে সম্মুখে দাঁড়াল ॥
 যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ ।
 কাহাকে পূজিব আগে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ ॥
 ভীষ্ম বলে রুষ্টিবংশে বিষ্ণু অবতার ।
 উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যার ॥
 সর্ব আগে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার ।
 তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার ॥
 তকতবৎসল সেই রূপা-অবতার ।
 তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর ॥
 তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ-শিরে ।
 এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে ॥
 অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দচরণ পূজা করে ।
 হৃষ্টচিত্ত হয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে ॥
 কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন ॥
 জলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি ।
 ভীষ্ম আদি সবাঁকারে ক্রোধে পাড়ে গালি ॥
 রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর ।
 দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেনির ঈশ্বর ॥

ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার ।
 ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার ॥
 সভাতে আছেন রাজ রাজার কুমার ।
 পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার ॥
 এ সব থাকিতে পূজ্য রুষ্টিকুলোদ্ভব ।
 সহজে বালক-বুদ্ধি কি জানে পাণ্ডব ॥
 রাজসূয় যজ্ঞে আগে পূজিবেক রাজা ।
 কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈলা পূজা ॥
 কোন্ কপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর ।
 কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর ॥
 বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে ।
 ঋপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে ॥
 বিশেষ আছেন বমুদেব মহামতি ।
 পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন রীতি ॥
 যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে ।
 দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলে প্রথমে ॥
 যত্নপি বলিয়া ঋষি পূজিবে রাজন ।
 গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন ॥
 রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর ।
 ছুর্য্যোধনে ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
 যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন ।
 কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥
 প্রিয়শিষ্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর ।
 ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
 অশ্বখামা রূপসেন ভীষ্মক নৃপতি ।
 আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥
 গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালারে ।
 কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলে সভার ভিতরে ॥
 প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা ।
 তবে কেন নিমন্ত্রি আনিলে সর্বরাজা ॥
 ক্ষত্রিয়-মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে ।
 এমন অমান্য কেহ কভু নাহি করে ॥
 অর্থগর্বে ভুজগর্বে কৈলে হেন বাসি ।
 ভয়ে কিবা লোভে কিবা মোরা নাহি আসি ॥
 ধর্মবাঞ্ছা করিয়াছে ধর্মের নন্দন ।
 ধর্মকার্য্য হেতু সবে করিল গমন ॥

নিমন্ত্রিয়া আনি শেষে কর অপমান ।
 এই হৈতে ধর্ম তোর হৈল সমাধান ॥
 হে গোপাল তব মুখে নাহি দেখি লাজ ।
 কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ সবার মাঝ ॥
 শুনী যেন হবি খায় পাইয়া নির্জনে ।
 কোন্ তেজে অমান্য করিলে রাজগণে ॥
 এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা ।
 নপুংসক জনের হইল যেন বিভা ॥
 অন্ধ-স্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ ।
 সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত ॥
 দুই ভীষ্ম দুই কৃষ্ণ দুই এ রাজন ।
 দুইয়ের সভায় নাহি রহি কদাচন ॥
 যেই ছার সভায় সাজনে অপমান ।
 ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান ॥
 এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল ।
 সঙ্কেতে চলিল দুই কতেক ভূপাল ॥

—

শিশুপালের প্রতি বৃষ্টির ও ভীষ্মের বাক্য ।
 শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির তাজি সিংহাসন ।
 শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন ॥
 এ কর্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর ।
 যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাও সব নৃপবর ॥
 কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে ।
 আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে ॥
 কৃষ্ণের পূজায় কারো নাহি অপমান ।
 মুনিগণ আদি সবে আনন্দ বিধান ॥
 পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব ।
 প্রথমে পূজিয়া তাঁরে রাখেন মহত্ব ॥
 ভীষ্ম বলিছেন শুন ধর্ম গুণাধার ।
 শাস্তিযোগ্য নহে দমঘোষের কুমার ।
 কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেই জন ।
 সে জনারে মাশ্র না করিও কদাচন ॥
 দুইবুদ্ধি শিশুপাল অঙ্গ জ্ঞানধাম ।
 রাজগণমধ্যে না লিখিবা তার নাম ॥
 পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি ।
 আমি কিসে গণ্য যারে পূজা করে বিধি

বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধলোকমুখে শুনি ।
 কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥
 জন্ম হৈতে ইহঁার মহিমা অগোচর ।
 আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর ॥
 পূর্বে সাধুজন সব করিয়াছে পূজা ।
 পৃথিবীর রাজামধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা ॥
 বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ ।
 ক্ষত্রমধ্যে বলবান্ করি যে পূজন ॥
 বৈশ্যমধ্যে পূজা আগে বহু ধান্তধনে ।
 শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে ॥
 যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে ।
 কোন্ জন জাত নহে আছে দামোদরে ॥
 কোন্ রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ ।
 কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্ রাজ ॥
 দান যজ্ঞ ধর্ম আর কীর্তি সম্পদেতে ।
 সংসারের যতগুণ আছে কৃষ্ণেতে ॥
 সংসারের যত কর্ম যে জন করয় ।
 গোবিন্দের সমর্পিলে সর্বসিদ্ধ হয় ॥
 প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন ।
 সর্বভূতে আত্মরূপে আছে যেই জন ॥
 আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত ।
 সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥
 অঙ্গবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে ।
 কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তাহার কারণে ॥
 এতেক বলেন যদি গঙ্গার নন্দন ।
 সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
 অপ্রমেয়-পরাক্রম যেই নারায়ণ ।
 হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন ॥
 তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া ।
 এ সবার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া ॥
 রাজচর্যা বুদ্ধি বলে অধিক কে আছে ।
 কৃষ্ণ হতে এ সবার মধ্যে আগে পাছে ॥
 এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন ।
 যত দিলে প্রজ্বলিত যেন ছতাসন ॥
 শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ ।
 ক্রোধতরে গর্জিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥

যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব ।
 রুষ্টিবংশ মার আর মারহ মাধব ॥
 এত বলি রাজগণ মুহা কোলাহলে ।
 প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে ॥
 রাজগণ আড়ম্বর দেখি ধর্মরায় ।
 ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায় ॥
 রাজার সমুদ্র এই ক্রোধে উথলিল ।
 না দেখি কুশল মম অনর্থ পড়িল ॥
 ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয় ।
 রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞ পূর্ণ হয় ॥
 ভীষ্ম বলিলেন পার্থ না করিহ ভয় ।
 প্রথমে কহিছি আমি ইহার উপায় ॥
 গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে
 তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে ॥
 এই সব ক্রুদ্ব যত দেখহ রাজম ।
 ইথে সিংহ-প্রায় দেখি দেবকীনন্দন ॥
 যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হতে নাহি উঠে ।
 গর্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে ॥
 যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান ।
 ততক্ষণ গর্জিবেক এ সব অজ্ঞান ॥
 শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জে যতজন ।
 তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন ॥
 অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে ।
 ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে ॥
 উৎপত্তি প্রাপ্তি স্থিতি যাহার স্বভাব ।
 মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব ॥
 ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষমুত ।
 কটুবাণ্যে নিন্দা করি বলিল বহুত ॥
 রুদ্ধ হলি নাহি লজ্জা কুলদ্বার ওরে ।
 বিভীষিকা প্রাণভয় দেখাও সবারে ॥
 রুদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয় ।
 ধর্মচ্যুত কথা তাই কহ দুরাশয় ॥
 কুরুগণमध्ये তোমা দেখি এই মত ।
 অন্ধ যেন অন্ধস্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ ॥
 কৃষ্ণের বড়াই নাহি কর বহুতর ।
 তাহার মহিমা যত কার অগোচর ॥

তার আগে কহ নাহি জানে যেই জন ।
 স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা দুষ্ট করিল নিধন ॥
 কার্ত্তের শকটখান দিল ফেলাইয়া ।
 পুরাতন দুই রক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
 রব অশ্ব মাথিয়া হইল অহঙ্কার । (১৭)
 ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার ॥
 সপ্ত দিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয় । (১৮)
 এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয় ॥
 বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মোর মনে ।
 বড় বলি কহে যত মূঢ় গোপগণে ॥
 সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন ।
 শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন ॥
 স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার ।
 এত জনে কদাচিত না করি প্রহার ॥
 স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা মারি রব মারে মাঠে ॥ ১৯
 কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে ॥
 শ্রীগোবিন্দ নারীঘাতী পাণ্ডী দুরাচার ।
 হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলদ্বার ॥
 তোর কন্ঠে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ ॥
 ধর্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাণ্ড ॥
 আপনারে ধর্মজ্ঞ বলিস্ লোকমাঝ ॥
 ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্বরাজ ॥
 কাশীরাজ অম্বা কন্তা শালে বরেছিল ।
 এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল ॥
 বার্তা জানি পুন তারে করিল বর্জন ।
 শালুরাজা শুনি তারে না কৈল গ্রহণ ॥
 তবে কন্তা প্রবেশিল অনল ভিতরে ।
 স্ত্রী বন্দিয়া মহাপাণ্ডী খ্যাত চরাচরে ॥
 আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল ।
 সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গৌরাইল ॥
 সে মরিল নিজভার্য্যা দিয়া অশ্রু জনে ।
 তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে ॥
 ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্ লোকে ।
 হেন ব্রহ্মচার্য্য করে বহু নপুংসকে ॥
 কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি ।
 দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী ॥

বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগযাগ দান ।
 ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান ॥
 সর্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান ।
 অনপত্য রুদ্ধ আর কুপথ বিধান ॥
 পূর্বে শুনিয়াছি আমি হংস বিবরণ ॥(২০)
 তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ ॥
 হংসযুগ্মমধ্যে যেন রুদ্ধ হংস থাকে ।
 ধর্ম কর ধর্মাচার বলে সর্বলোকে ॥
 অহর্নিশি বুধগণে ধর্মকথা কয় ।
 ধার্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয় ॥
 হংসগণ যায় যদি আহার কারণে ।
 সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে ॥
 আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায় ।
 বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায় ॥
 ক্রমে ক্রমে ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ ।
 দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ ॥
 এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল ।
 রুদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল ॥
 ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন ।
 সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ ॥
 রুদ্ধ হংসে হংস যথা করিল নিধন ।
 সেকাপে মারিবে তোরে যত রাজগণ ॥
 আবে ভীষ্ম জ্ঞানহারা হলি রুদ্ধকালে ।
 যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে ॥
 রুদ্ধ হয়ে তারে তুই করিস্ স্তবন ।
 ধিক্ ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ ॥
 জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্তী ।
 কদাচিত্ না যুঝিল ইহার সংহতি ॥
 গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর ।
 তার ভয়ে রহেছিল সমুদ্র-ভিতর ॥
 দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি ।
 যুদ্ধে স্থির নহে যেন শৃগাল-প্রকৃতি ॥
 কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে ।
 দ্বিজরূপে গেল দুই পুরীর ভিতরে ॥
 ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয় ।
 কতু ক্ষত্র কতু গোপ কতু দ্বিজ হয় ॥

কহ ভীষ্ম এই যদি দেব জগৎপতি ।
 তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানাজাতি ॥
 এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে ।
 ধর্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে ॥
 দুর্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা ।
 তোর বুদ্ধি দোষে রাজশূর হৈল বধা ॥
 শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার ।
 শুনি ক্রোধে অলিলেন পবনকুমার ॥
 দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি ।
 সর্কাজ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি ॥
 রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্তচাপ ।
 সিংহাসন হতে বীর উঠে দিয়া লাফ ॥
 যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি ।
 শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি ॥
 দুই হস্ত ধরি তার গঙ্গার নন্দন ।
 কার্তিকে ধরিল যেন দেব ত্রিলোচন ॥
 বহু বহু মিষ্টভাবে ভীমে নিবারিল ।
 সমুদ্রতরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল ॥
 না পারিল ভীষ্মহস্ত করিতে মোচন ।
 জলে নিবারিল যেন দীপ্ত ছতাসন ॥
 দুই শিশুপাল তবে অঙ্গ জ্ঞান করি ।
 ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী ॥
 ডাকি বলে আরেরে রহিলি কি কারণ ।
 হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ ॥
 কোতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে ।
 পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে ॥
 ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন ।
 এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ ॥

ভীষ্ম কর্তৃক শিশুপালের জন্মকথন ও
 শিশুপালের ক্রোধ ।

চেদিরাজ-গৃহে জন্ম হইল যখন ।
 চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন ॥
 জন্মমাত্রে ডাকিলেক গর্দভের প্রায় ।
 বিপরীত দেখি কম্প লাগে বাপ মায় ॥
 জাতমাত্র ত্যজিবারে কৈল তারা মন ।
 আচম্বিতে শুনে শূর আশুরী বচন ॥

শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন ।
 না করিহ ভয় কর ইহারে পালন ॥
 বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে ।
 ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে ॥
 সেই জন এই শিশু করিবে সংহার ।
 ছুই ভুজ লুকাইবে পরশে যাহার ॥
 চতুভুজ হয়েছিল চৈদির নন্দন ।
 রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ ॥
 আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে ।
 দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে ॥
 সবাঁকারে দমঘোষ করয়ে অর্চন ।
 কোলে দেয় সবাঁকারে আপন নন্দন ॥
 তবে কতদিনে শুনি হেন বিবরণ ।
 দেখিতে গেলেন তথা রাম-নারায়ণ ॥
 গোবিন্দের পিতৃস্বসা ইহার জননী ।
 তাঁর গৃহে উপস্থিত রাম যছুমণি ॥
 দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর ।
 হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল ছুই সহোদর ॥
 স্নেহেতে বালক লয়ে দিল ক্লৃষ্ণকোলে ।
 অমনি ছু হস্ত খসি পড়ে ভূমিতলে ॥
 কপালের নয়ন কপালে লুকাইল ।
 দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্কা হইল ॥
 করঘোড় করি বলে দেব দামোদরে ।
 এক বর মাগি বাপা আজ্ঞা কর মোরে ॥
 ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর ।
 তুমি ভয় ভাঙ্গিলে যে দেহ হয় স্থির ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবিহ মনে ।
 কোন বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে ॥
 মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা ।
 এ পুঞ্জের অপরাধ শত যে ক্ষমিবা ॥
 বহু অপরাধ এই করিবে তোমার ।
 মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবা ইহার ॥
 ক্লৃষ্ণ বলে না লজ্জিব বচন তোমার ।
 শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার ॥
 অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত বার ।
 তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার ॥

পূর্বে হইয়াছে এই কাপেতে নির্বন্ধ ।
 মুট শিশুপাল ছুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ ॥
 হে পুত্র ডাকিছে চক্ষু যুদ্ধের কারণ ।
 তব কর্ম নহে ইহা কুস্তীর নন্দন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহার ।
 সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায় ॥
 হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে ।
 কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে ॥
 কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে ।
 হীনবীর্য্য হৈলে সেও নারে সহিবারে ॥
 বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে ।
 তাই তৃণবৎ মানে আমা সবাঁকারে ॥
 নিজ অংশ লইবারে চাহে নারায়ণ ।
 তোর যত গালি সহি তাহার কারণ ॥
 ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চৈদীশ্বর ।
 হাস্ত পরিহাস্ত করি বলয়ে উত্তর ॥
 ভাল হৈল শত্রু মোর নন্দের নন্দন ।
 তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ ॥
 লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ ।
 এত যদি কর তুমি পরের স্তবন ॥
 যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে ।
 অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে ॥
 বাহুলীক রাজায় যদি করিতে স্তবন ।
 মনোনীত বর তবে পাইতে এক্ষণ ॥
 মহাদাতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে ।
 জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে ॥
 অবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্মাণ ।
 অভেদ্য কবচ অঙ্গ সূর্য্য্য দীপ্তিমান ॥
 অঙ্গ-রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর ।
 কর্ণে স্তুতি করিলে যে পেতে ভাল বর ॥
 দ্রোণ দ্রোণি পিতাপুঞ্জ বিখ্যাত সংসারে
 মুহূর্ত্তেকে ভুমণ্ডল পারে জিনিবারে ॥
 রাজগণ-মধ্যে দুর্্য্যোধন মহাবল ।
 সাগরাস্ত পৃথিবী যাহার করতল ॥
 ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীষ্মক দ্রুপদ ।
 রুক্মি দম্ভবক্র মৎস্ত কলিঙ্গ কামদ ॥

রূপসেন বিন্দু অনুবিন্দু রূপাচার্য্য ।
 এ সবার স্তুতি কৈলে বড় হৈত কার্য্য ॥
 ধিক্ ধিক্ বৃদ্ধি তব বলিব কি আর ।
 ভুলিঙ্গ পক্ষীর সম চরিত তোমার ॥
 ভুলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাद्रিতে থাকে ।
 তাহার সংবাদ শুনিয়াছি লোকমুখে ॥
 সব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয় ।
 সাহসিক কর্ম্ম তাই কভু ভাল নয় ॥
 সাহসিক কর্ম্মে তাই দুঃখ পাই পাছে ।
 আমিও কহি যে এই শাস্ত্রে হেন আছে ॥
 হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ ।
 তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্বজন ॥
 আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া ।
 ভুলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া ॥
 কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে ।
 ভক্ষ্যমাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে ॥
 অতিশীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লয়ে যায় ।
 নিজকর্ম্ম এইরূপ অণ্ডেরে শিখায় ॥
 সিংহের রূপাতে রহে ভুলিঙ্গ-জীবন ।
 ইচ্ছিতে মারিতে পারে যদি করে মন ॥
 সেইমত রাজগণ ক্ষমিছে তোমারে ।
 ক্রোধ কৈলে তখনি পাঠাত যমঘরে ॥
 অসহ্য এ কটুবাক্য শুনি ভীষ্মবীর ।
 কহেন কম্পিত-অঙ্গ হইয়া অস্থির ॥
 আরে মুখ ছুরাচার শুন ক্রুরমন ।
 ক্রোধে স্তুতি করি হেন বলিলি বচন ॥
 চতুর্দেদে চতুর্দুখে যার গুণ গায় ।
 পঞ্চমুখে স্তুতি যারে করে দেবরায় ॥
 সহস্র বদনে শেষ যারে করে স্তুতি ।
 চরাচরে আর যত বৈসে মহামতি ॥
 যাহার জিহ্বাতে নাহি ক্রোধগুণগান ।
 সংসারেতে পাপতনু ধরে অকারণ ॥
 ক্ষুদ্র যে মনুষ্য আমি হই অঙ্গমতি ।
 আমি কি করিতে পারি ক্রোধ গুণস্তুতি ॥
 আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজগণ ।
 সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন ॥

এ সবার মধ্যে যত দেখি রাজগণে ।
 তৃণবৎ হেন আমি দেখি যে নয়নে ॥
 এ প্রকার বলিলেন গঙ্গার নন্দন ।
 ক্রোধেতে নৃপতি সব করিছে গর্জ্জন ॥
 সাধু রাজগণ শুনি হইল হরষ ।
 দুর্ঘট রাজগণ সব বলয়ে কর্কশ ॥
 গর্জিত দুর্ন্যতি এই ভীষ্ম পাপাচার ।
 পশুর মতন এরে করহ সংহার ॥
 কেহ বলে ইচ্ছামৃত্যু অহঙ্কার ধরে ।
 বান্ধিয়া অনলে লয়ে পোড়াও ইহারে ॥
 হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাজগণ ।
 মুখে বচাবচ সব কর অকারণ ॥
 পদ দিয়া কহি আমি সন্ন্যাসীর শিরে ।
 যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে ॥
 পূজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকী-নন্দন ।
 সমরে ডাকুক যার নিকট মরণ ॥
 গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল-দেহে ।
 সেই অংশ ত্রীগোবিন্দ যাবত না লহে ॥
 তাবৎ পর্য্যন্ত সবে হয়ে থাক স্থির ।
 পশ্চাৎ পাঠাব সবে যমের মন্দির ॥
 ভীষ্মের বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুপাল ।
 ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরেরে গোপাল ॥
 তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে ।
 তোরে পূজা কৈল যেন ত্যজি রাজগণে ॥

শিশুপাল-বধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজহুয়-
 যজ্ঞ সমাপন ।

এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন ।
 হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন ॥
 সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন ।
 যত দোষ করিয়াছে এই দুর্ঘট জন ॥
 যাদবীর গর্বে জাত এই ছুরাচার ।
 নিরবধি করিছে যাদব অপকার ॥
 এককালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে ।
 প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে ॥
 এই দুর্ঘট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে ।
 সনৈন্যেতে গেল দুর্ঘট দ্বারকানগরে ॥

উগ্রসেনরাজা ছিল রৈবত পর্বতে ।
 মাতুলের উপরোধ না ধরিল চিতে ॥
 লুটিয়া দ্বারকাপুরী গেল ছুরাশয় ।
 কহ শুনি হেন কৰ্ম কার প্রাণে সয় ॥
 তবে কত দিনে পিতা অশ্বমেধ কৈল ।
 সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ তুরঙ্গ ছাড়িল ॥
 যদুগণে নিযোজিল অশ্বের রক্ষণে ।
 ঘোড়া হরি লয়ে গেল এইত দুর্জনে ॥
 ইহার অন্তরে তবে শুন সৰ্বজনে ।
 সৌবীরেতে মহোৎসব হৈল কত দিনে ॥
 বক্র নামে যাদবের ভার্যা গুণবতী ।
 তারে বলে হরি নিল এই পাপমতি ॥
 তদন্তরে শুন সবে এ দুষ্ক-কাহিনী ।
 ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদবনন্দিনী ॥
 বনুরাজে বরেছিল সেইত কন্যায় ।
 তারে হরি নিল দুষ্ক প্রবন্ধ মায়ায় ॥
 মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার ।
 তারে হরি নিয়া গেল এই ছুরাচার ॥
 ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক ।
 সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক ॥
 করিলাম সে সকল দোষের মার্জন ।
 কেবল পিতৃস্বসার সত্যের কারণ ॥
 সাক্ষাতে শুনিলে সবে যে মন্দ বলিল ।
 সৰ্বজনে শুনিলে যে এই ভাল হৈল ॥
 পরোক্ষের কথা যত শুনিলে শ্রবণে ।
 প্রত্যক্ষের যত কৰ্ম দেখ বিদ্যমানে ॥
 বহু সহিলাম আর সহিবারে নারি ।
 মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী ॥
 আর শুন রাজগণ এ দুষ্কের কথা ।
 লক্ষ্মীকৃপা কৃষ্ণিণী ভীষ্মক নৃপসুতা ॥
 বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন ।
 শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন ॥
 শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায় ।
 হবির্ভাগ চণ্ডালেতে কতু নাহি পায় ॥
 এতেক বলেন যদি ক্রীমধুসূদন ।
 শিশুপালে নিন্দা করে যত রাজগণ ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে ।
 গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে ॥
 নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর ।
 তোমার দুষ্কর্ম যত বিখ্যাত সংসার ॥
 ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ ।
 বহু দিন হয় নাহি জানে সৰ্বজন ॥
 হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে ।
 পুন সেই কথা কহ নির্লজ্জ মুখেতে ॥
 কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে ।
 পূর্বাবর কন্যা হরিয়াছে কোন্ জনে ॥
 তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে ।
 কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে ॥
 গোকুলে করিলি যত জানে সৰ্বজন ।
 হরিলি কি পরদার যত ব্রজাঙ্গনা ॥
 কিবা তোর ক্রিয়া কৰ্ম কি তোর আচার ।
 সভামধ্যে কহ পুন করি অহঙ্কার ॥
 শিশুপালের বহু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি ।
 দোষ না ক্ষমিয়া মোর কি করিবা তুমি ॥
 ক্ষম বা করহ ক্রোধ যেই লয় মতি ।
 তোমার কি শক্তি যে করিবা আমা প্রতি ॥
 এতেক বলিল যদি চেদীর ঈশ্বর ।
 শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন ক্রীধর ॥
 সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি যেন জ্বলে ।
 পিশুপাল-শির কাটি কেলে ভূমিতলে ॥
 বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হল গিরিবর ।
 দেখি চমৎকৃত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর ॥
 শিশুপালের অঙ্গতেজ হইয়া বাহির ।
 আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির ॥
 একদৃষ্টি দেখিছেন সব রাজগণে ।
 পুন আসি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে ॥
 কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত ।
 তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত ॥
 বিনা মেঘে বরিষয় গগনেতে জল ।
 কম্পিত নির্ঘাতশব্দে হৈল চলচর ॥
 আর যত রাজাগণ গর্জিবারে ছিল ।
 ভয়েতে আকুল হইয়া সবে দুকাইল ॥

অধর কামড়ে কেঁহ ঠারঠারি করে ।
 কোন কোন রাজা স্তুতি করে গোবিন্দে ॥
 মহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির ।
 সৎকার করহ শিশুপালের শরীর ॥
 শিশুপালপুজা করি চেদীর ঈশ্বর ।
 ধর্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর ॥
 সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হল কাজ ।
 লক্ষ রাজ উপরেতে হলে মহারাজ ॥
 তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ ।
 আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ ॥
 নৃপতিগণের বাক্য শুনি ধর্মরায় ।
 কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায় ॥
 যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে ।
 আগু সরি কত পথ যাহ জনে জনে ॥
 রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া ।
 পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া ॥
 মহাভারতের কথা সুধার সাগর ।
 যাহার শ্রবণেতে নিম্পাপ হয় নর ॥

—
 যজ্ঞান্তে দুর্যোধনের গৃহে গমন ।

রাজগণ নিজরাজ্যে করিল গমন ।
 ধর্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
 আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয় ।
 তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয় ॥
 অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ ।
 দুহুদ কুটুম্ব লোক করহ পালন ॥
 এত বলি ধর্ম সহ দেব নারায়ণ ।
 কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন ॥
 আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকা ভুবনে ।
 হইল সাম্রাজ্য লাভ তব পুত্রগণে ॥
 কুন্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্বুত ।
 যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অদ্যুত ॥
 এত বলি কৃষ্ণশিরে করেন চুম্বন ।
 প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ ॥
 দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সস্তাষণ ।
 একে একে সস্তাষেন ভাই পঞ্চজন ॥

শুভক্ষণে রথে চড়ি যান দ্বারাবতী ।
 কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম নরপতি ॥
 হেনমতে নিজদেশে গেল সর্বজন ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্যোধন ॥
 বাঞ্ছা বড় ধর্মরাজ-সভা দেখিবারে ।
 কত দিন বঞ্চে তথা কুরু-নৃপবরে ॥
 শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে ।
 দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে ॥
 নানারত্ন-বিরচিত যেন দেবপুরী ।
 দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু-অধিকারী ॥
 অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ ।
 এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভুবন ॥
 দেখি দুর্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত ।
 এক দিন দেখে তথা দৈবের লিখিত ॥
 মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর ।
 স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর ॥
 জল জানি নরপতি গুটায় বসন ।
 পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লঙ্কিত রাজন ॥
 তথা হৈতে কত দূরে গেল নরবর ।
 লঙ্কায় মলিন মুখ কাঁপে থরথর ॥
 স্ফটিক-মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল ।
 সবসন দুর্যোধন বাপীতে পড়িল ॥
 দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন ।
 ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
 দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে ।
 ধরিয়া তুলিল বাপী হতে দুর্যোধনে ॥
 সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস ।
 নিরন্ত করিল যত লোক জন হাস ॥
 অভিমানে কাঁপে দুর্যোধন কলেবর ।
 বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর ॥
 ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারীকুমার ।
 ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় ছয়ার ॥
 স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন ।
 দ্বার বোধে সেইদিকে চলে দুর্যোধন ॥
 ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে ।
 দেখিয়া হাসিল পন সভার সকল ॥

তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্মের কুমার ।
 নকুলে পাঠায়ে দিল দেখাইতে দ্বার ॥
 নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির ।
 অভিমানে দুর্ব্যোধন কম্পিত শরীর ॥
 ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল ।
 যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি রথ আরোহিল ॥
 মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা ।
 ঘনশ্বাস হেঁটমাথা হইয়া বিমনা ॥
 কত শত শকুনি বলয়ে দুর্ব্যোধনে ।
 উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে ॥
 সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বচন ।
 অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ ॥
 দুর্ব্যোধন বলে মামা কর অবধান ।
 হৃদয় দহিছে মম এই অপমান ॥
 পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবীমণ্ডল ।
 এক লক্ষ নরপতি খাটে ছত্রতল ॥
 ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার ।
 কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
 এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কাঁর ।
 সরোবর জল যেন নিদাঘে শুকায় ॥
 আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয় ।
 কীর্ত্তিশ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর তনয় ॥
 শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ ।
 কেহ এক ভাণা না কহিল রাজগণ ॥
 দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি ।
 সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি ॥
 পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে ।
 ক্ষত্র হয়ে সহে হেন কাহার পরাণে ॥
 আব্রু অপক্লপ তুমি দেখিলেক চখে ।
 কত রত্ন লয়ে দ্বারে রাজগণ থাকে ॥
 বৈশ্য যেন কর লয়ে থাকে দাণ্ডাইয়া ।
 পশিতে না দেয় দ্বারে রাখে আগুলিয়া ॥
 এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির ।
 অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর ॥
 ভাই হইয়া ক্ষমা মম নহিল সে রূপে ।
 দহিছে মাতুল অঙ্গ আমার এ তাপে ॥

নিশ্চয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে ।
 কিবা জলে পশি কিবা অনল ভিতরে ॥
 অথবা মরিব আমি খাইয়া গরল ।
 সহিতে না পারি অঙ্গ দহে চিস্তানল ॥
 বৈরীর সম্পদ যদি হীনলোক দেখে ।
 সেহ সহিবার নারে সদা পোড়ে শোকে ॥
 আমি হেন লোক হয়ে সহিব কেমনে ।
 একপ শত্রুর রুদ্ধি দেখিয়া নয়নে ॥
 বলাধিক যুধিষ্ঠির আমি হীনবল ।
 সাগরাস্ত ধরা তার অধীন সকল ॥
 কি কহিব মাতুল সকল দৈববশ ।
 কি কহিব রূপ গুণ সৌভাগ্য পৌরুষ ॥
 বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
 হস্তিনা আইল যেন বনবাসী জন ॥
 পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিল মম ঘরে ।
 কতেক উপায় করিলাম মারিবারে ॥
 কিছু না হইল তার আমার মায়ায় ।
 দিনে দিনে রুদ্ধি যেন পদ্মবন প্রায় ॥
 দেখহ মাতুল হেন দৈবের কারণ ।
 এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-গণ ॥
 পৃথার নন্দন হাসে আমাকে দেখিয়া ।
 কিমতে রাখিব তনু এ তাপ সহিয়া ॥
 এই সব কথা তুমি কহিও জনকে ।
 না যাইব গৃহে আমি পশিব পাবকে ॥
 এতেক বলিল যদি রাজা দুর্ব্যোধন ।
 শকুনি বলিল ক্রোধ কর নিবারণ ॥
 যুধিষ্ঠিরে কদাচিত না হিংসিবে মনে ।
 তব প্রীতি সদা বাঞ্ছে ধর্মের নন্দনে ॥
 যে কিছু বিভাগ দিলে করি বিবেচন ।
 তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্মের নন্দন ॥
 উপায় কতেক তুমি করিলে মারিতে ।
 তার ধর্ম হৈতে মুক্ত হইল তাহাতে ॥
 জতুগৃহে মুক্ত হয়ে পাঞ্চালেতে গেল ।
 সভামধ্যে লক্ষ্য বিদ্ধি দ্রৌপদী পাইল ॥
 সহায় দ্রুপদ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ।
 রাজচক্রবর্তী হৈল রাজা যুধিষ্ঠির ॥

সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্রতলে ।
 যতেক করিল সব নিজ ভুজবলে ॥
 ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয় ।
 তব অংশ হৈতে তারা কিছু নাহি লয় ॥
 অক্ষয় যুগল তুণ গাণ্ডীব ধনুক ।
 এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক ॥
 অগ্নি হৈতে ময়ের করিল পরিভ্রাণ ।
 সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্মাণ ॥
 নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ ।
 তুমি কেন তাপ তাহে কর হৃদিমাঝ ॥
 তুমিও করহ সব নিজ ভুজজোরে ।
 তুমি কোন অসমর্থ কহ দেখি মোরে ॥
 কহিলে যে কেহ নাহি আমার সহায় ।
 তোমা অনুগত যত কহি শুন রায় ॥
 শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহারথ ।
 শত পুত্র প্রতাপের কি কহিব কথা ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বথামা মহাবীর ।
 ভুরিঅবা সোমদত্ত প্রতাপে মিহির ॥
 জয়দ্রথ বাহলীক আমরা থাকিতে ।
 তোমারে বধিতে কেবা আছে পৃথিবীতে ॥
 তুমিও পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন ।
 কোন কর্মে হীন তুমি চিন্ত সেকারণ ॥
 দুর্যোধন বলে আগে জিনিব পাণ্ডব ।
 পাণ্ডব জিনিলে মম বশ হবে সব ॥
 শকুনি বলিল ভাল বিচারিলা মনে ।
 সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
 পুত্র সহ ঋষদ সহায় নারায়ণ ।
 ইন্দ্র নারে জিমিবারে পাণ্ডুর নন্দন ॥
 জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান ।
 জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান ॥
 দুর্যোধন বলে কহ মাতুল স্মৃতি ।
 হেন বিদ্যা আছে যদি দেহ শীঘ্রগতি ॥
 বিনা অস্ত্র প্রহারে পাণ্ডবদিগে জিনি ।
 কহ শীঘ্র মাতুল আনন্দ হৌক শুনি ॥
 শকুনি বলিল এই শুন দুর্যোধন ।
 পাশায় নিপুণ নহে ধর্মের নন্দন ॥

তথাপিও ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে ।
 মম সহ খেলি জিনে নাহিক সংসারে ॥
 ক্ষত্রনীতি আছে হেন যত্নপি আহ্বয় ।
 কিবা দ্যুতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয় ॥
 কদাচিত্ যুদ্ধিষ্ঠির বিমুখ না হবে ।
 খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে ॥
 পিতারে এ সব কথা কহ গিয়া বেগে ।
 মম শক্তি নাহবে কহিতে তাঁর আগে ॥
 এইরূপ বিচার করিয়া দুই জনে ।
 হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে ॥
 ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করিল নমস্কার ।
 আশীষ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার ॥
 নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি দুর্যোধন ।
 কহিতে লাগিল তবে সুবলনন্দন ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র তব রায় সর্ব গুণবান ।
 হেন পুত্রে কেন তবে নাহি অবধান ॥
 দিনে দিনে ক্ষীণ হয় জীর্ণ শীর্ণ অঙ্গ ।
 রক্তহীন দেখি যে শরীরবর্ণ পিঙ্গ ॥
 কি কারণে নাহি বৃদ্ধি হেন মনস্তাপ ।
 সঘনে নিশ্বাস যেন দন্তহত সাপ ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ শুনি দুর্যোধন ।
 অঙ্গ তব হীনবল কিসের কি কারণ ॥
 শকুনি বলিল যত শুনিলে শ্রবণে ।
 কি দুঃখ তোমার নাহি লয় মোর মনে ॥
 কে আছে তোমার শত্রু কার এত বল ।
 কোন মুখে হীন তুমি হইলে দুর্বল ॥
 ধনে জনে সম্পদেতে কে আঁটে তোমায়
 কোন জন আছে হেন বীর বন্ধুধায় ॥
 দিব্য ভক্ষ্য দিব্য বস্ত্র দিব্য নারীগণ ।
 মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত রতন ॥
 কি তোর অসাধ্য অনুশোচ কি কারণ ।
 এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্যোধন ॥
 সকল বৈভব আমি করি যে প্রমাণ ।
 যেন সব কুপুরুষ জনের সমান ॥
 এই মনস্তাপ পিতা কর অবধান ।
 মৃত্যু নাহি জীয়ে আছি কঠিন পরাণ ॥

শত্রুর সম্পদ পিত দেখিয়া নয়নে ।
 না হয় শরীর পুষ্ট না তৃপ্তি ভোজনে ॥
 পাণ্ডবের লক্ষ্মী যেন দীপ্ত দিনকর ।
 সেই তাপে দহিতেছে মম কলেবর ॥
 পাণ্ডব-সম্পদ তুলা নাহি দেখি শুনি ।
 কহিতে না পারি পিত তাহার কাহিনী ॥
 অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে ।
 সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে সুরমন মোহে ॥
 পৃথিবীর রাজগণ নানারত্ন লয়ে ।
 বৈশ্যবর্ণ প্রায় থাকে দ্বারে দ্বাণ্ডাইয়ে ॥
 এত রাজা রাজস্বয় করিল যখন ।
 না জানি যে কত দ্বিজ করয়ে ভোজন ॥
 মুহূর্ত্তেকে পিতা এক লক্ষ শঙ্খ বাজে ।
 এক লক্ষ পূর্ণ হৈলে এক শঙ্খ বাজে ॥
 হেনমতে মুভুমুভু বাজে শঙ্খগণ ।
 অহর্নিশি শঙ্খ বাজে মা যায় গণন ॥
 শঙ্খশব্দ শুনি মম চমকিত মন ।
 ধনের কতেক পিতা করিব বর্ণন ॥
 সে সব দেখিয়া চমৎকার লাগে মনে ।
 ইহার উপায় পিতা করহ আপনে ॥
 পাণ্ডবেরে জিনি হেন যে থাকে উপায় ।
 বিনা দ্বন্দ্ব পাঁই যদি আজ্ঞা কর রায় ॥
 পাশক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি ।
 পাশায় পাণ্ডবলক্ষ্মী সব লব জিনি ॥
 এতেক শুনিয়া অন্ধ বলিল তখন ।
 বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কারণ ॥
 বুদ্ধিদাতা বিদুর যে মন্ত্রী-চূড়ামনি ।
 মম অনুগত বড় কহে হিতবাণী ॥
 তাঁরে না জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি ।
 করিবারে যদি হয় তাঁর বাক্যে পারি ॥
 দুর্য়োধন বলে যদি বিদুরে কহিবে ।
 বিদুর শুনিলে সে এখনি নিবারণে ॥
 তাঁর বাক্য শুনি তুমি করিবে অন্তথা ।
 আমার মরণ ইথে হইবে সর্বথা ॥
 আমি মরি বঞ্চ সুখে বিদুর সহিত ।
 নিষ্ঠুর বচনে অন্ধ হইল চুঃখিত ॥

দুর্য়োধন-মন বুকি আশ্বাস করিল ।
 খেল পাশা বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল ॥
 বহু স্তম্ভে বহু রত্নে কর এক ঘর ।
 চারি গোটা দ্বার তার কর পরিসর ॥
 নির্মাণ করিয়া গৃহ কহিবে আমারে ।
 এত বলি শাস্ত রাজা করিল পুঞ্জেরে ॥
 মহাবিচক্ষণ হয় বিদুর সুমতি ।
 জানিয়া অন্ধের স্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥
 বিদুর বলিল রাজা কি কর বিচার ।
 শুনি অসন্তোষ চিত্ত হইল আমার ॥
 পুঞ্জ পুঞ্জ ভেদ না করিহ কদাচন ।
 সর্বনাশ করে যত জানহ কারণ ॥
 দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ।
 ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু না বল আমারে ॥
 ভীষ্ম আর আমি থাকি স্থায় বিচারিব ।
 কদাচিত পুঞ্জ পুঞ্জ দ্বন্দ্ব না করাব ॥
 পশ্চাৎ হইবে যেই আছয়ে নিয়ত ।
 দৈব বলবান যে না করে হেন মত ॥
 এখনি দ্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া ।
 এথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া ॥
 ধর্ম্মরাজে না কহিবে এই বিবরণ ।
 এত শুনি ক্ষত হৈল বিষণ্ণবদন ॥
 বিদুর কহিল রাজা না কহিলা ভাল ।
 জানিলাম আজি হৈতে সর্বনাশ হৈল ॥
 এত বলি বিদুর হইল ক্ষুণ্ণমতি ।
 ভীষ্ম স্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি ॥
 সভাপর্ব সুধারস পাশা অনুবন্ধ ।
 কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি প্রবন্ধ ॥

পাশা খেলিবার মন্ত্রণা ।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর ।
 কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর ॥
 পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল ।
 কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল ॥
 কোন কোন জন ছিল সভার ভিতর ।
 যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত-সমর ॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
 ক্ষতাবাক্য শুনি অঙ্ক চিন্তিত হৃদয় ॥
 দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম ভাল নয় ।
 একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্ঘ্যোধনে কয় ॥
 হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা ।
 এ কর্ম্মেতে বিছুর না করিল ভরসা ॥
 সুবুদ্ধি বিছুর মম অহিত না ইচ্ছে ।
 তাঁর বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে ।
 দেবে যেন রহস্পতি দেবরাজহিত ।
 সেইরূপ ক্ষত মম জানিও নিশ্চিত ॥
 গুরুর অধিক পুত্র ক্ষতের মন্তব্য ।
 বিচক্ষণ ক্ষতা কুরুবংশেতে গণনা ॥
 সুরকুলে রহস্পতি কুরুকুলে ক্ষতা ।
 রষিকুলে উদ্ধব সুবুদ্ধি জ্ঞানদাতা ॥
 বিছুর कहिल পাশা অনর্থের ঘর ।
 দ্যুত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর ॥
 ভ্রাতৃভেদ হৈলে বাপা হয় সর্বনাশ ।
 বিছুরের বাক্য শুনি হৈল মম দ্রাস ॥
 মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্ঘ্যোধন ।
 না খেলিও দ্যুত তুমি শুনহ বচন ॥
 পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে ।
 কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে ॥
 কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি ।
 হস্তিনানগর কুরুকুলরাজধানী ॥
 যুধিষ্ঠির বর্তমানে পাইলে হস্তিনা ।
 তুমি যাহা দিলে তাহা নিল পঞ্চ জন ॥
 ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব ।
 নরযোনি হয়ে কার এমত সম্ভব ॥
 ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ ।
 কি হেতু উদ্বেগ কর कह দুর্ঘ্যোধন ॥
 দুর্ঘ্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া ।
 অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া ॥
 কাপুরুষমধ্যে গণ্য হয় হেন জন ।
 বিশেষে ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন ॥
 মোরে যে বলিলে লক্ষ্মী গণি সাধারণ ।
 এইমত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জ বহু জন ॥

কুন্তীপুত্র-লক্ষ্মী যেন দীপ্ত ছত্ৰাশন ।
 দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ ॥
 পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের বশ ।
 যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশ ॥
 যত্ন ভোজ অন্ধক কুকুর লোক অন্ধ ।
 কারস্কর রষি এই সপ্ত বংশ সঙ্ঘ ॥
 যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে ।
 সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপটে ॥
 আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব ।
 মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব ॥
 পূর্বে নাহি শুনি পিতা যে রত্নের নাম ।
 সে সকল দেখিলাম যুধিষ্ঠির-ধাম ॥
 নানাবর্ণ রত্ন সব না যায় কখন ।
 সিন্ধুমধ্যে গিরিমধ্যে জন্মে যত ধন ॥
 ধরামধ্যে রক্ষমধ্যে জীবের অক্ষেতে ।
 সর্বরত্ন আছে পিতা তার ভাণ্ডারেতে ॥
 লোমজ পটুজ চীরবিবিধ বসন ।
 গজদন্ত বিরচিত দিব্য সিংহাসন ॥
 হস্তী অশ্ব উট গাধা মেঘ আর অজা ।
 নানাবর্ণে আনি দিল নানাদেশী রাজা ॥
 শ্যামলা তরুণী দিব্যরূপা দীর্ঘকেশী ।
 সহস্র সহস্র দাসী নানাবর্ণে ভূষি ॥
 দেখিতে দেখিতে মম ভ্রম হৈল মন ।
 অপমান কৈল যত শুনহ কারণ ॥
 মায়াসভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে ।
 স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে ॥
 জল জানি তুলিলাম পিঙ্গল বসন ।
 দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন ॥
 তথা হৈতে কত দূরে দেখি জলাশয় ।
 স্ফটিক বলিয়া তায় মনোভ্রম হয় ॥
 পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে ।
 চতুর্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে ॥
 ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন ।
 দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ ॥
 সর্বজন আমারে করিল উপহাস ।
 যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অশ্রু বাস ॥

বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে ।
 পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে ॥
 কার প্রাণে সহে পিত এত অপমান ।
 আর যে করিল পিতা কর অবধান ॥
 স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্মিত প্রাচীর ।
 দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির ॥
 নম্রকে বাজিল ঘাত পড়িল ভূতলে ।
 মাদ্রীপুত্র ছুই আসি ত্বরিত তুলিলে ॥
 মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুই জন ।
 হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন ॥
 এত অপমান পিতা সহে কার প্রাণে ।
 ক্ষত্র কি সহিতে পারে পারে হীন জনে ॥
 এই হেতু হল পিত মোর অপমান ।
 কিবা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাউক প্রাণ ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ ।
 হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ॥
 অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা ।
 শাস্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা ॥
 সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন ।
 কহ পুত্র নিমন্ত্ৰণ করি রাজগণ ॥
 আমার গৌরব করে সব নৃপবর ।
 ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর ॥
 ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার ।
 অসং মার্গেতে গেলে দুঃখিবে সংসার ॥
 পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন ।
 স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ॥
 স্বকর্ম্মে উচ্ছোগ করে পর-উপকারী ।
 সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ॥
 পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন ।
 ছেদ্যভাব তার নাহি করিহ কখন ॥
 দুর্ঘ্যোজন বলে পিতা প্রজ্ঞাবান নই ।
 বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্রকথা কই ॥
 সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ ।
 চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ ॥
 রাজা হয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার ।
 তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার ॥

রাজা হয়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন ।
 ধনে জনে শাস্তি না রাখিবে কদাচন ॥
 শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন ।
 নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন ॥
 এক পিতা হৈতে হৈল দৌহার উৎপত্তি ।
 বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি সংহতি ॥
 সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার ।
 নিকৃষ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার ॥
 শত্রু অম্প যদি তবু নাশে সে কারণ ।
 মূলস্থ বল্লীক যেন গ্রাসে তরুগণ ॥
 জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান ।
 ক্ষত্রমধ্যে সেই শত্রু গণি যে প্রধান ॥
 আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন ।
 নিশ্চয় জানিহু চাহ আমার নিধন ॥
 পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে ।
 নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্ঘ্যোজনে ॥
 দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল ।
 যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল ॥
 বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা ।
 কুলনাশ হবে জানি মনে পাই ব্যথা ॥
 অন্ধ বলে আমারে যে না বলিহ আর ।
 দৈববশ দেখি এই সকল সংসার ॥
 নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন !
 রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
 বিদুরের সমাগত করি দরশন ।
 যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন ॥
 জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার ।
 কি কারণে অশুচিভ দেখি যেতোমার ॥
 বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায় ।
 বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ॥
 আর যে বলিল তাহা শুনহ সূমতি ।
 তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি ॥
 ভ্রাতৃগণ সহ মম সভা দেখ আসি ।
 দ্যুত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি ॥
 সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন ।
 এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন ॥

যুধিষ্ঠির বলে দ্যুত অনর্থের ঘর ।

দ্যুত ক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর ॥

যে হউক সে হউক আমি অধীন তোমার

কি কাজ করিব মোরে কহ সমাচার ॥

বিছুর বলেন দ্যুত অনর্থের মূল !

দ্যুতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল ॥

করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বারন ।

আমারে পাঠাল তবু না শুনি বচন ॥

বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয় হয় ।

যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিন্তে লয় ॥

ধর্ম বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি ।

গুরু-আজ্ঞা-ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি ॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তাত জানহ যেমন ।

দ্যুতে কিয়া যুদ্ধে যদি করে আবাহন ॥

বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন ।

দ্যুতে কিয়া যুদ্ধে আমি না ফিরি কখন ।

এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ ।

দ্রোপদীয়ে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ ॥(২১)

দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লয়ে যায় ।

ক্ষতাসহ পঞ্চ ভাই যান হস্তিনায় ॥

ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সৌমদত্ত ।

গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর-নারী যত ॥

একে-একে সবারকারে করি সন্তাষণ ।

রজনী বঞ্চে ন তথা সুখে পঞ্চজন ॥

পৃথকথা ভারতের অমৃত-লহরী ।

কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির দ্যুতক্রীড়া ও

শকুনির জয় ।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।

সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন ॥

একে একে সন্তাষণ করিয়া সর্বজনে ।

বসিলেন অপূর্ব কনক সিংহাসনে ॥

হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি

যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি ॥

পুরুষের মনোরম দ্যুতক্রীড়া জানি ।

দ্যুতক্রীড়া কর আজি ধর্মমুপমনি ॥

যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের ঘর ।

ক্ষত্র-পরাক্রম ইথে না হয় গোচর ॥

কপট এ কর্ম ইথে কপট বাধান ।

অনীতি কর্মেতে মম নাহি লয় মন ॥

শকুনি বলিল পাশা সুবুদ্ধির কর্ম ।

দ্যুত কিয়া যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ॥

যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার ।

হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার ॥

পাশার সমান সেই বুদ্ধির সময় ।

ক্ষত্রধর্ম আছে হেন বলে মুনিবর ॥

যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল ।

অধর্ম করিয়া মোরে না জিন মাতুল ॥

অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা ।

এ কর্ম মাতুল আমি না করি কামনা ॥

শকুনি বলিল তুমি যাও নিজ স্থানে ।

পশুতে পশুতে ক্রীড়া পশুত সে জানে ॥

যদি দ্যুতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার ।

নিবর্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার ॥

যুধিষ্ঠির বলে যবে ডাকিল আমারে ।

সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে ॥

সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে ।

তব সহ পণ কিন্তু করে কোন জনে ॥

মেরুতুল্য আমার আছে যে বহু ধন ।

চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন ॥

দুর্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে ।

সব রত্ন আমি দিব যতেক হারিবে ॥

এইরূপে ছই জনে পাশা আরম্ভিল ।

দেখিবারে সর্বজন সভাতে বসিল ॥

ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি ।

চিন্তে অসন্তোষ অতি বিছুর প্রভৃতি ॥

ধর্ম বলিলেন পণ হইল আমার ।

ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার ॥

ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্যোধন ।

হাসি বলে কোথা হৈতে দিবে এই পণ ।

দুর্যোধন বলে মোর আছেয়ে অনেক ।

অবশ্য অর্পিব আমি জিনিবে যতে

নির্ণয় করিয়া সারি কেলিল শকুনি ।
 কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি ॥
 ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুন করিলেন পণ ।
 কোটি কোটি মহাবল যত অশ্বগণ ॥
 শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয় ।
 কি পণ করিবা আর কহ মহাশয় ॥
 যুধিষ্ঠির বলে মোর রথ অগণন ।
 নানারত্নে বিভূষিত মেঘের গর্জন ॥
 শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ ।
 হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ ॥
 ধর্ম বলিলেন হস্তিরূদ্র যে আমার ।
 ইষদন্ত মহাকায় বলে অনিবার ॥
 সব হস্তী করি পণ পুন ফেল পাশা ।
 জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা ॥
 যুধিষ্ঠির বলে তবে আছে দাসীগণ ।
 সহস্র সহস্র নানারত্নে বিভূষণ ॥
 সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ-সবাতে ।
 কুরিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে ॥
 শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া ।
 অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া ॥
 ধর্ম বলে গন্ধর্বাশ্ব আছে অগণন ।
 তিলেকে না পায় শ্রম ভ্রমিলে ভুবন ॥
 চিত্ররথ গন্ধর্ব তসুর আনি দিল ।
 এবার দ্যুতেতে সেই অশ্ব পণ হৈল ॥
 হাসিয়া বলয়ে তবে সুবলকুমার ।
 অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর ॥
 যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ ।
 মহারথী-মধ্যে করি যে সব গণন ॥
 এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ ।
 হাসিয়া জিনিবু বলে গান্ধারনন্দন ॥
 এইমত প্রবর্তিল কপট দেবন ।
 একে একে হারিলেন ধর্ম সর্বধন ॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বের উক্তি ।

দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিছরের মন ।
 ধৃতরাষ্ট্রে ডাকি তবে বলিছে বচন ॥

আমি যত বলি তব মনে নাহি লয় ।
 মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ॥
 ওহে অন্ধ রায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ ।
 জন্মকালে এই পুত্র কৈল খরশব্দ ॥
 তথনি বলিহু আমি সকল বিস্তার ।
 কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার ॥
 না শুনিলা মম বাক্য করিয়া হেলন ।
 সেই সব রাজা ব্যক্ত হতেছে এখন ॥
 সংহার-কপেতে এই আছে তব ঘরে ।
 স্নেহেতে ভুলিয়া নাহি পাও দেখিবারে ॥
 দেব-গুরু-নীতি রাজা কহি সে তোমারে ।
 মধু হেতু মধুলোভী উঠে রক্ষোপরে ॥
 নাহিক পতনভর মধুর কারণ ।
 সেইকপ মত্ত হইয়াছে দুর্ব্যোধন ॥
 মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিভা ।
 পশ্চাৎ জানিবে এবে নাহি শুন কথা ॥
 এইকপ কংস ভোজ হইল উৎপত্তি ।
 সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি ॥
 উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার ।
 গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার ॥
 সপ্তবংশ স্মৃখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি ।
 মম বাক্য মান রাজা বড় পাবা প্রীতি ॥
 শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন ।
 দুর্ব্যোধনে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধন ॥
 নির্ভয়ে পরমস্মৃখে থাকহ নৃপতি ।
 কাক হস্তে ময়ূরের না কর ছুর্গতি ॥
 শিবাহস্তে সিংহের না কর অপমান ।
 শোকসিন্দু মধ্যে রাজা মা কর প্রয়াণ ॥
 যে পক্ষী প্রসব করে অমূল্য রতন ।
 মাংসলোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন ॥
 সুবর্ণের রক্ষ রাজা রোপিয়া যতনে ।
 রক্ষ রক্ষা কৈলে পুষ্প পায় অনুদিনে ॥
 যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি ।
 পুত্রগণে কেন কর যমের অতিথি ॥
 এ পঞ্চ জনের সহ কে করিবে রণ ।
 কহ শুনি রাজা তব আছে কোন্ জন ॥

দিকপাল সহ যদি আইসে বজ্রপাণি ।
 পাণ্ডবে জিনিতে নারে তোমা কিসে গণি ॥
 হে ভীষ্ম হে দ্রোণ রূপ নাহি শুন কেনে ।
 সবে মেলি রজ্জ্ব দেখ বুঝিলাম মনে ॥
 অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ হেলে ।
 সবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে ॥
 অক্রোধি অজাতশত্রু ধর্মের তনয় ।
 যে ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥
 যমজ যুগল যবে করিবেক ক্রোধ ।
 কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ ॥
 হে অন্ধ পাশাতে যত লইবে সেবাত ।
 বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত ॥
 কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন ।
 আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধর্মের নন্দন ॥
 এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি ।
 কপট কুবুদ্ধি খলগণ-চূড়ামণি ॥
 কোথায় পর্বতপুর ইহার নিবাস ।
 কে আনিল এথায় করিতে সর্বনাশ ॥
 বিদায় করহ ঘরে যাক আপনার ।
 উঠ গো শকুনি পাশা করি পরিহার ॥
 সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল ।
 জলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
 দুর্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি
 কারি হয়ে কহ ভাষা সভামাঝে বসি ॥
 জিজ্ঞাসিতে হৃদয়-তত্ত্ব মনুষ্যের জানি ।
 সদাকাল চাহ তুমি ধৃতরাষ্ট্র-হানি ॥
 পাণ্ডুপুত্র-প্রিয় তুমি সর্বলোকে জানে ।
 নিকটে না রাখি কভু শত্রু-হিত জনে ॥
 উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার ।
 এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার ॥
 কুজনেরে যদি রাখে করিয়া যতন ।
 তথাপি অসৎ পথে করিবে গমন ॥
 সভামধ্যে যতেক কহিলা তুমি ভাষা ।
 অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশা ॥
 যতেক তোমার আমি করি পূজা মান ।
 তত অনাদর মোরে কর অপ্পজ্ঞান ॥

সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু ।
 কেহ এ কুৎসিত আর নাহি করে কভু ॥
 বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে ।
 ধৃতরাষ্ট্র-দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে ॥
 তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্রে নাহি শুনে ।
 হতায়ু জনেতে কভু হিত নাহি মানে ॥
 আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথা
 জিজ্ঞাসহ নিজ তুল্য লোক পাও যথা ॥
 এত বলি নিঃশব্দ যে ক্ষণে মহাশয় ।
 পুন আরম্ভিল পাশা সুবলতনয় ॥

দ্রাক্ষবর্গকে ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও
 যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ।

শকুনি বলিল চাহি ধর্মের নন্দন ।
 সর্ব সংহারিলা আর কি করিবা পণ ॥
 যুধিষ্ঠির বলে মম অসংখ্য রতন ।
 চারি সিদ্ধি মধ্যে আছে মোর যত ধন ॥
 অযুত নিযুত যত খর্ব্ব মহাখর্ব্ব ।
 পদ্ম শঙ্খ করি অন্ত আছে যত সর্ব ॥
 সকল করিনু পণ এবার সারিতে ।
 জিনি লইলাম বলে গান্ধারের স্নুতে ॥
 যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ ।
 গাভী উষ্ট্র খর আর মেঘ অগণন ॥
 সব করিলাম পণ এবার দ্যুতেতে ।
 জিনিলাম বলি বলে সুবলের স্নুতে ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি ।
 আমার শাসিত আছে যত রাজ্য ভূমি ।
 ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন ।
 এবার দেবনে আমি করিলাম পণ ॥
 শকুনি বলিল আমি জিনিবু সকল ।
 আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল ॥
 ধর্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর ।
 কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার ॥
 সকল করিলা পণ জিনিব শকুনি ।
 দেখিয়া চিস্তিত বড় ধর্ম নৃপমণি ॥
 শকুনি বলিল কহ কি আর বিচার ।
 বিচারি করেন পণ ধর্মের কুমার ॥

ক্ষিতিমধ্যে সুবিখ্যাত নকুল সুধীর ।
 কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর ॥
 সিংহদ্রাব পদ্মপত্র যুগল নয়ন ।
 এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ ॥
 কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার ।
 তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার ॥
 কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে ।
 এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে ॥
 ধর্ম বলে সহদেব ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত ।
 আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত ॥
 এবার সারিতে সহদেবে করি পণ ।
 জিনিলাম বলি বলে গান্ধারনন্দন ॥
 কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি ।
 আর কি আছে পণ কর নৃপমণি ॥
 বৈমাত্রেয় ছুই ভাই হারিলা সারিতে ।
 ভীমার্জুনে হারিবে না লয় মম চিতে ॥
 ধর্মরাজ বলে তব দেখি ছুপ্পকৃতি ।
 ভ্রাতৃভেদ ভাষ কেন কহ মন্দমতি ॥
 আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ ।
 কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান ॥
 ভীত হয়ে শকুনি বলিছে সরিনয় ।
 সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয় ॥
 মত্ত হৈলে অবজ্ঞা বাক্য আসে মুখে ।
 তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ক্ষমহ দোষ মোকে ॥
 পুন যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর ।
 তিন লোক খ্যাত যে আমার সহোদর ॥
 হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায় ।
 যেই ছুই বীর কর্ণধারের রূপায় ॥
 হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে ।
 অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে ॥
 এ কস্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি ।
 তথাপিহ করি পণ অক্ষকীড়া-বিধি ॥
 শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে ।
 ধনপুণ্যে জিনি ছুই হয় কুরুদলে ॥
 ধর্ম বলিলেন পণ করি এইবার ।
 বলেতে সমুদ্যলোকে সম নাহি যার ॥

ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে ।
 সেই মত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে ॥
 পাশার এ পণযোগ্য নহে হেন ধন ।
 তথাপিহ করি পণ দৈব-নির্ভরন ॥
 জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি ।
 আর কি আছে পণ কর নৃপমণি ॥
 এত শুনি বলিলেন ধর্মের নন্দন ।
 আমি আছি মাত্র এবে মোরে করি পণ ॥
 জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার ।
 পাপকর্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার ॥
 ঋষদকুমারী পণ করহ এবার ।
 জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার ॥
 এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি ।
 আপনা থাকিতে হয় বহু ধন নারী ॥
 রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা ।
 কিমতে করিব পণ ঋষদছুহিতা ॥
 কপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা ।
 অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা ॥
 মম সৈন্যসিন্ধু সম না হয় বর্ণন ।
 প্রত্যক্ষ সবার চেষ্ঠা করে অনুক্ষণ ॥
 দ্বিজ ক্ষত্র দাস দাসী যত পশুগণ ।
 সবারে জননীরূপে করয়ে পালন ॥
 হেন স্ত্রী করিব পণ হেন নহে মতি ।
 কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্মতি ॥
 লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী ।
 তাঁর ভাগ্যে কদাচিত পড়ে পাশা জানি ॥
 হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার ।
 আপনা হইতে বড় নাহি কেহ আর ॥
 বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত ।
 শকুনির বচন যে মানিলেন হিত ॥
 এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির ।
 পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির ॥
 এতেক শুনিয়া ছুই পাশা ফেলাইল ।
 হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল ॥
 শুনি কর্ণ দুর্বোধ্যন হাসে খল খল ।
 মহাআনন্দিত কুরু-সোদর-সকল ॥

বিপরীত কৰ্ম দেখি ভাবে সভাজন ।
 ভীষ্ম দ্রোণ রূপ হৈল সজলনয়ন ॥
 বিমর্ষ বিছুর বসিলেন অধোমুখে ।
 জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে ॥
 হৃষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল ।
 কে জিনিল কে জিনিল বলে জিজ্ঞাসিল ॥
 বজ্রকালে প্রকাশিল কুটিল-আচার ।
 না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর ॥
 এইমতে সকল হারেন ধর্মরায় ।
 সভাপর্ষে সুধারস কাশীদাস গায় ॥

পঞ্চপাণ্ডবে সভাতলস্থ করণ ।

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন ।
 দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন ॥
 আমি সবা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ
 উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ ॥
 এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন ।
 পুনঃপুনঃ তোমা দেখি হাসে সর্বজন ॥
 বাতুল দেখিয়া যথা হাসে সভাজনে ।
 সেইমত কৈল তোমা আপন ভবনে ॥
 সেই অধর্মের ফলে দেখ নৃপমণি ।
 দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি ॥
 দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদয় ।
 সমযোগ্য নহে দাস বসিতে সভায় ॥
 দুর্ব্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে ।
 আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে ॥
 দাস হৈল দাসস্থানে থাক পঞ্চজন ।
 সবাকার কাড়ি লহ বস্ত্র আভরণ ॥
 বুকিয়া আপনি সখা করহ বিধান ।
 পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান ॥
 যে কৰ্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ ।
 এতেক শুনিয়া বলে দুর্ঘট বৈকর্তন ॥
 দৈব হৈতে বহু জন ভৃত্যকর্ম্ম করে ।
 বিনা কৰ্ম্মে কেবা আছে সংসার তিতরে ॥
 নিজরত্তি মত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম ।
 রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্য ভৃত্যকর্ম্ম ॥

ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকাজ ।
 যে কৰ্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ ॥
 অনুভব আমার যে কর অবধান ।
 পঞ্চজনে নিযোজিত কর স্থানে স্থান ॥
 সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্মের তনয় ।
 অশ্রু কৰ্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয় ॥
 তান্ন লের সেবাতে করহ নিয়োজন ।
 পান লয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ ॥
 হৃষ্টপুষ্ট রকোদর হয় বলবান ।
 সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান ॥
 রকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দল ।
 অনায়াসে ভার সবে নহেক দুর্কল ॥
 ক্ষণে করি তোমা লবে সহ ভ্রাতৃগণ ।
 স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবা গমন ॥
 অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয় ।
 আমি অনুমানি যদি তব মনে লয় ॥
 বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জ্জুনে ।
 লয়ে তব পুরোভাগে রবে অনুক্ষণে ॥
 তব হিতপ্রিয় ছুই মাদ্রীর তনয় ।
 এ দৌহারে ছুই সেবা দেহ মহাশয় ॥
 ছুই ভিতে তোমার থাকিবে ছুই জন ।
 চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন ॥
 এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চ কর নিয়োজন ।
 আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ ॥
 এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার ।
 হাসিয়া বলয়ে তবে গান্ধারীকুমার ॥
 দুর্ব্যোধন বলে সখা বলিলা উত্তম ।
 যে বিধান করিলা সে মম মনোরম ॥
 ইঞ্জিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে ।
 সভাতলে লইয়া বসিও সর্বজনে ॥
 আজ্ঞামাত্রে ততক্ষণে যত ভৃত্যগণ ।
 উঠ উঠ বলি কহে কর্ণশ বচন ॥
 কোন লাজে রাজাসনে আইহ বসিয়া ।
 আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া ॥
 দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্মকরে ধরি ।
 চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকা মারি ॥

ক্রোধেতে ধর্মের পুত্র কাঁপে কলেবর ।
 চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝরঝর ॥
 বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির ।
 ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীমবীর ॥
 ভৈরব গর্জনে গর্জে দম্ব কড়মড়ি ।
 যেমন প্রলয়কালে হয় মড়মড়ি ॥
 যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি ।
 অরুণ আকার চক্ষু চাহে একদৃষ্টি ॥
 নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমাম ।
 মহাবীর ভীমসেন কর্ণপানে চান ॥
 দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা ।
 হাতে গদা করি ভীম উঠে রণরক্ষা ॥
 মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার ।
 চরণের ভরে ক্ষিতি হয় ত বিদার ॥
 ক্রোধমুখ করি ছুঃশাসন পানে ধায় ।
 অনুমতি লইবারে ধর্ম পানে চায় ॥
 হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে ।
 বুঝিয়া অর্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে ॥
 অর্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি ।
 কি হেতু হেলন কর ধর্ম্মনরপতি ॥
 দিকপাল সহ যদি আইসে দেবরাজ ।
 আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥
 ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে ।
 মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥
 কোন ছার এরা সব তৃণ হেন গণি ।
 এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥
 বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি ।
 তাহে কোন ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি ॥
 অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায় ।
 সেকারণে এ কর্ম্ম করিতে না যুয়ায় ॥
 অর্জুনের বচনে হইল শান্তক্রোধ ।
 ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥
 আভরণ পরিধান যতেক আছিল ।
 পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
 সভাত্যাগ করিয়া নিকট ধূল্যাসনে ।
 অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজন ॥

হেনকালে ছুট কর্ণ কহিল বচন ।
 দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
 শুনি দুর্ব্যোধন তবে বিছুরে ডাকিল ।
 হাশ্ব উপহাসে তবে কহিতে লাগিল ॥
 তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার ।
 সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥

দ্রৌপদীকে আনিতে প্রাতিকামীর গমন ।

তবে দুর্ব্যোধন রাজা আনন্দিতমতি ।
 ডাকিয়া বলিল তবে বিছুরের প্রতি ॥
 বিবাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে ।
 হেন বুঝি ছুঃখী বড় পাণ্ডবের ছুঃখে ॥
 উঠ উঠ যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চলি ।
 আপনি আইস হেথা লইয়া পাণ্ডালী ॥
 অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ ।
 তা সবার সহিত করুক দাসীপণ ॥
 এত শুনি বিছুর কম্পিত কলেবর ।
 ক্রোধমুখে দুর্ব্যোধনে করিল উত্তর ॥
 মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস্ কিছু ।
 ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হয়ে মৃগপশু ॥
 বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর ।
 অঙ্গুলী না পূর তার মুখের ভিতর ॥
 কেমনে এ দুষ্কথায়া মুখেতে আনিলি ।
 ক্লেশ্য তব দাসী হবে কুলে দিলি কাঁলি ॥
 দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার ।
 সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
 আপনা হারিল পূর্বে ধর্ম্মের কুমার ।
 অশ্রু জন উপরে কিসের অধিকার ॥
 অন্তের উপরে তার প্রভুপণ কিসে ।
 আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
 মোর বোল যদি তোর নাহি লয় মনে ।
 জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত রুদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
 এই যে রুদ্ধক অন্ধ হৃদ্য হইয়াছে ।
 লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
 নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ ।
 ফুল ধরি যেন বেণরক্ষের মরণ ॥

দ্যুতেতে পরম ধর্ম আপন কল্যাণ ।
 কদাচিত্ত তথাপি না করে মতিমান ॥
 শুকাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন ।
 বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন ॥
 পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয় ।
 চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
 শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে ।
 কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
 কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন ।
 জলেতে পাষণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
 লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর ।
 কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নয় ॥
 পুনঃপুনঃ আমি কহিলাম হিত বাণী ।
 না শুনিয়া মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি ॥
 নিশ্চয় হইল দেখি তিন কুল ধ্বংস ।
 শান্তনু বাহুলীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥
 পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে ।
 আমার এ সব কথা পশ্চাৎ ফলিবে ॥
 এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর ।
 শুনি দুর্য়োধন তাঁরে নিন্দিল বিস্তর ॥
 প্রাতিকামী ছিল তাঁর সম্মুখে দাণ্ডাইয়া ।
 তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া ॥
 যাহ তুমি দ্রোপদীকে আন এইরূপে ।
 পাণ্ডবের ভয় তুমি না করিহ মনে ॥
 বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয় ।
 সর্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয় ॥
 আর কুস্বভাব আছে বিদুর-চরিত ।
 ধৃতরাষ্ট্র-কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত ॥
 আদেশ পাইয়া তবে চলে প্রাতিকামী ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী ॥
 যথায় পুরীর মধ্যে দ্রোপদী সুন্দরী ।
 দ্রোপদীর আগে কহে ঘোড়কর করি ॥
 অবধানে মহাদেবি শুনহ বিধান ।
 যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যুতে হতজ্ঞান ॥
 সর্বস্ব হারিল দ্যুতে তোমা আদি করি ।
 তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু-অধিকারী ॥

ধৃতরাষ্ট্র-গৃহে চল কর যথাকর্ম ।
 শুনিয়া দ্রোপদীর ভাঞ্জিল নিজমর্ম ॥

দ্রোপদীর প্রথম ।

দ্রোপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি ।
 রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী ॥
 যুধিষ্ঠির ধীরবুদ্ধি কভু মত্ত নয় ।
 এ কর্ম দ্যুতেতে হেন মনে নাহি লয় ॥
 প্রাতিকামী বলে দেবী মিথ্যা কভু নয় ।
 গ্রহবশে খেলিলেন ধর্মের তনয় ॥
 একে একে সর্বস্ব হারিয়া নরবর ।
 আপনারে হারিলেন সহ সহোদর ॥
 পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি ।
 এত শুনি বলিলেন দ্রুপদনন্দিনী ॥
 যাহ প্রাতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে ।
 প্রথমে আপনা কি হারিলেন আমারে ।
 হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা ।
 তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদজনা ॥
 তবে যদি সভাতলে সবে যেতে কয় ।
 আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায় ॥
 এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বরে ।
 সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম নৃপবরে ॥
 পাঠাইল দ্রোপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে ।
 কোন পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যুতে ॥
 প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞশেনী ।
 শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম নৃপমণি ॥
 রহিলেন নীরবে নাহি সরে বাণী ।
 মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রাতিকামী ॥
 প্রাতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবুরে ।
 যাহ প্রাতিকামী কিবা জিজ্ঞাস উহারে ॥
 সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রোপদীকে ।
 আসিয়া করুক স্থায় সভার ভিতরে ॥
 আসি জিজ্ঞাসুক সেই যেই লয় মনে ।
 করুক আসিয়া ন্যায় লয়ে সভাজনে ॥
 এত শুনি প্রাতিকামী হইল দুঃখিত ।
 পুন দ্রোপদীর স্থানে চলিল স্থরিত ॥

করযোড়ে প্রাতিকামী বলে সবিসাদ ।
 অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ ॥
 অস্ত হৈল কুরুকুল বুকিলাম মনে ।
 সভাতে তোমারে লইতে বলিল যখনে ॥
 দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জয়নন্দন ।
 ধর্মরাজ কি বলেন কিবা দুর্ব্যোধন ॥
 প্রাতিকামী বলে রাজা কিছু না বলিল ।
 সভাতে লইতে দুর্ব্যোধন আজ্ঞা দিল ॥
 দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিলা প্রমাণ ।
 বংশনাশ হেতু বিধি করিল বিধান ॥
 যাহ প্রাতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায় ।
 নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায় ॥
 এত শুনিপ্রাতিকামী চলিল সত্বর ।
 রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে ।
 দুর্ব্যোধন-যত্ন দেখি কৃষ্ণা আনিবারে ॥
 বিচারিয়া বলিলেন কহ দ্রৌপদীরে ।
 দৈবের নির্বন্ধ কর্ম কে খণ্ডিতে পারে ॥
 সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয় ।
 ধর্মরক্ষা করুক সে আসি এ সভায় ॥
 প্রাতিকামী প্রতি তবে দুর্ব্যোধন বলে ।
 ক্রোধে তুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন অলে ॥
 ভাল তোরে পাঠানু আনিতে দ্রৌপদীরে
 পুনঃপুনঃ ফিরি এস কেন এথাকারে ॥
 আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে ।
 পুনঃপুনঃ আইসহ দ্রৌপদী দূতপণে ॥
 যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এস্থানে ।
 এত শুনি প্রাতিকামী ভীত হৈল মনে ॥
 পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে ।
 কতক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে ॥
 কি ক্রোধে আইনু আজি রাজার নিকটে ।
 সে কারণে পড়িলাম এমন সঙ্কটে ॥
 পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার ।
 পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
 কদাচিৎ কৃষ্ণা যদি এবার না আইসে ।
 দুর্ব্যোধন মহাক্রোধ করিবে বিশেষে ॥

বিচারিয়া বাছড়িল সঞ্জয়নন্দন ।
 করযোড়ে বলে দুর্ব্যোধনের সদন ॥
 তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে ।
 না আইলে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে ॥
 দুঃশাসনের দ্রৌপদী সমীপে গমন ও তাঁহার
 কেশাকর্ষণ পূর্বক সভায় আনয়ন ।
 শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্ব্যোধন ।
 পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয়নন্দন ॥
 এ কর্মের যোগ্য নহে এই অপ্পমতি ।
 তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি ॥
 সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে ।
 নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচারে ॥
 আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল দ্বরিত ।
 দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত ॥
 দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন ।
 চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন ॥
 পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে ।
 দুর্ব্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে ॥
 দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী ।
 সক্রোধ বদন আর বিরুতি আকৃতি ॥
 ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে ধরধর ।
 শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর ॥
 স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল ।
 দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল ॥
 গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ পসারিয়া ।
 সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া ॥
 কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত ।
 দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুকি চরিত ॥
 কুলবধু লয়ে যাবে মধ্যোতে সভার ।
 কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার ॥
 শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়া ।
 তুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥
 অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে ।
 দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে ॥
 যেই কেশ রাজসুয় যজ্ঞের সময় ।
 মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয় ॥

পূর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি ।
 দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী ॥
 কেশে ধরি লয়ে যায় পবনের রেগে ।
 চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে ॥
 নাগিনী বিকল যথা গরুড়ের মুখে ।
 ছটফট করে দেবী ছাড় ছাড় ডাকে ॥
 আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে ।
 রজস্বলা আছি আরে একই বসনে ॥
 ছুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশ ।
 রজস্বলা হও কিম্বা হও একবাস ॥
 পূর্ব অহঙ্কার এবে না করিহ মনে ।
 সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে ॥
 কৃষ্ণ বলে গুরুজন আছেন সভাতে ।
 কিমতে দাণ্ডাব আমি তাঁদের অগ্রেতে ॥
 না লহ সভাতে মোরে কর পরিহার ।
 আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার ॥
 কেন হেন জ্ঞানহারা হলে রে অবোধ ।
 সর্বনাশ হবে হলে পাণ্ডবের ক্রোধ ॥
 ইন্দ্র সখা হলে তবু রক্ষা না পাইবি ।
 ক্ষণমাত্রে যমগৃহে সবংশেতে যাবি ॥
 ধর্ম্যে বদ্ধ হয়েছেন ধর্ম্য নরপতি ।
 ভাতৃ উপরোধে বশ চারি মহামতি ॥
 এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন ।
 এখন যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ ॥
 কৃষ্ণার বচন শুনি ছুঃশাসন হাসে ।
 পুন আকর্ষিয়া ছুফট টান দিল কেশে ॥
 ঝাঁকারি সবলে তাঁরে নিল সভাস্থল ।
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণ হইয়া বিকল ॥
 উবুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে ।
 না লও সভাতে মোরে বলয়ে কাতরে ॥
 বড় বড় জন দেখি আছেন সভায় ।
 হেন এক জন নাহি এক কথা কয় ॥
 কেহ তাঁর ছুর্ভক্তি না করে নিবারণ ।
 চিত্র-পুত্রলিকা মত আছে সভাজন ॥
 এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখে আছেন সভাতে ।
 ধার্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥

স্বধর্ম্য ছাড়িল এরা হেন লজ্জামনে ।
 মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে ॥
 বাহুলীক বিদুর ভূরিজবা সোমদন্ত ।
 ধর্ম্ম গীল জানি সবে অন্তুল মহন্ত ॥
 কুরুকুল সব ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয় ।
 এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয় ॥
 এত বলি কান্দে দেবী সজল-নয়নে ।
 কাতর হইয়া চাহে স্বামীগণ পানে ॥
 দ্রৌপদী-কাতরদৃষ্টি দেখিয়া পাণ্ডব ।
 যত পেলো যেইমত জলে জলোন্তব ॥
 রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল ।
 তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল ॥
 দ্রৌপদী-কাতরমুখ দেখিয়া নয়নে ।
 কুন্তকার শাল যেন পোড়য়ে আগুণে ॥
 ছুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি ।
 পরিহাস করি কেহ বলে আন দাসী ॥
 সাধু ছুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি ।
 সজল-নয়নে কান্দে দ্রুপদনন্দিনী ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সভাজন-প্রতি বিকর্ণের উত্তর ।

দ্রৌপদী যতক কহে কেহ নাহি শুনে ।
 ভীষ্ম বীর প্রত্যন্তর দেন কতক্ষণে ॥
 কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান ।
 ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ ॥
 অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার ।
 দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কি কা আর ॥
 আপনা হারিল আগে ধর্ম্মের নন্দন ।
 পশ্চাৎ হারিল কৃষ্ণা জানে সর্বজন ॥
 দ্রুপদনন্দিনী পঞ্চপাণ্ডবের নারী ।
 একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী ॥
 রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায় ।
 যুধিষ্ঠির মুখে নাহি মিথ্যা বাহিয়ায় ॥
 হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী ।
 কি কহি ইহার বিধি কিছু নাহি জানি ॥

এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম ধীর ।
 যুধিষ্ঠির চাহি বলে বৃকোদর বীর ॥
 ওহে মহারাজ কঁড়ু দেখেছ নয়নে ।
 আপন ভার্যাকে হারে বল কোন্ জনে ॥
 কপটে জুয়ারি হইয়াছে বহুজন ।
 তা সবার থাকিবেক বেশা নারীগণ ॥
 সে সব নারীয়ে তারা নাহি করে পণ ।
 তুমি মহারাজ কৰ্ম করিল। যেমন ॥
 রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক ।
 ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক ॥
 আমি সহ সকল তোমার অধিকার ।
 যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারি করিবার ॥
 এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি ।
 পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী ॥
 তব কৃত কৰ্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে ।
 দ্রৌপদীয়ে পরিহাস করে হীন জনে ॥
 এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ ।
 ক্ষুদ্র লোক কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ ॥
 ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে ।
 নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে ॥
 আজি কেন কটুত্তর বলিলে রাজায় ।
 তব মুখে হেন বাক্য কড়ু না বেরয় ॥
 পরম পণ্ডিত তুমি ধৰ্ম্মজ্ঞ যে গণি ।
 শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলে হেন জানি ॥
 সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা ।
 ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চ জনা ॥
 শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ ।
 জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন ॥
 রাজ্যারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া ।
 দ্যুত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া ॥
 আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যুত ।
 ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধৰ্ম্মদ্যুত ॥
 ভীম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর ।
 হীন-জন-প্রভুত্ব না পারি সহিবার ॥
 হরি বিনা অন্যচিন্ত নাহিক আগার ।
 ছুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥

ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব দেখিতেছি যে নয়নে ।
 তবে ভুজ রাখি আর কোন্ প্রয়োজনে ॥
 যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি জান গিয়া ।
 অগ্নিমধ্যে ছুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥
 এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর ।
 ছুঃখের অনলে দহে সর্বকলেবর ॥
 বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ।
 পাণ্ডবের ছুঃখ দেখি ছুঃখিত হৃদয় ॥
 বিশেষে কৃষ্ণার ক্লেশ নারিল সহিতে ।
 সভাজন চাহি বীর লাগিল কহিতে ॥
 সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে ।
 দ্রৌপদীয়ে প্রভুত্বের নাহি দাও কেনে ॥
 পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায় ।
 সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায় ॥
 সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে ।
 সহস্র বৎসর পচে নরক ভিতরে ॥
 এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদূর সুমতি ।
 কুরুকুলে হর্ষা কর্তা এই তিন কুতী ॥
 এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন ।
 তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি কারণ ॥
 এই ভারদ্বাজ রূপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে ।
 ক্ষত্রকুলে আচার্য্য যে খ্যাত ভূমণ্ডলে ॥
 তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে ।
 উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে ॥
 আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ ।
 বুঝিয়া উত্তর নাহি দেহ কি কারণ ॥
 পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার ।
 যার যেই চিন্তে আসে করহ বিচার ॥
 এইমত পুনঃপুনঃ বিকর্ণ কহিল ।
 এক জন সভাতলে উত্তর না দিল ॥
 কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর ।
 ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর ॥
 নিশ্বাস ছাড়িয়া পুন কহে সভাজনে ।
 উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে ॥
 তোমরা যে কেহ কিছু না দিলা উত্তর ।
 আমি কিছু কহি পুন সব নরবর ॥

চারি ধর্ম নৃপতির হয়েছো স্বজন ।
 মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন ॥
 এই যে নৃপতিধর্ম দেবনে পশিল ।
 ইচ্ছানুখে নহে সবে কপটে ডাকিল ॥
 যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নাহি করে পণ ।
 কপটেতে কহিলেন সুবলনন্দন ॥
 আগে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে ।
 কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভুপণ আছে ॥
 বিশেষে সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চজন্যর ।
 একা ধর্ম নৃপতির নাহি অধিকার ॥
 সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত ।
 তোমরা কি বল বল মম এই চিত ॥
 বিকর্ণ-বচন শুনি যত সভাজন ।
 সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন ॥
 বিকর্ণ-বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল ।
 দুর্ব্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল ॥
 অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার ।
 অগ্নি কাঠে জন্মিয়া সংহার করে তার ॥
 সেইমত অগ্নিকাপে এই তব কুলে ।
 হেন অপকূপ কহিলেক সভাস্থলে ॥
 এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে ।
 কেহ না কহিল এ কহিল সে কারণে ॥
 সবে জানে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে ।
 বুঝিয়া উত্তর নাহি দেয় কোন জনে ॥
 বালক হইয়া সভামধ্যেতে আইল ।
 বৃদ্ধের সমান নীতিবচন কহিল ॥
 কি জানহ ধর্ম তুমি কি জান বিচার ।
 কৃষ্ণা জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার ।
 যুধিষ্ঠির যখন সর্বস্ব কৈল পণ ।
 জিনিল পাশায় তাহা সুবলনন্দন ॥
 সর্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী ।
 বিশেষ কহিল যবে গান্ধারীধিকারী ॥
 দ্রৌপদীকে পণ কর বলিয়া বলিল ।
 শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিরস্ত না কৈল ॥
 আর যে কহিল কৃষ্ণা একবস্ত্র হয় ।
 সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যায় ॥

কি তার গর্ভিত পুত্র কিবা তার লাজ ।
 বেশ্যাজনে কেন লজ্জা আসিতে সমাজ ॥
 যতেক সংসার এই বিধাতা হকিল ।
 তার্য্যার একই স্বামী নির্মাণ করিল ॥
 দুই স্বামী হলে বলি তারে দ্বিচারিণী ।
 পঞ্চস্বামী হৈলে পরে বেশ্যামধ্যে গণি ॥
 সভায় আসিবে বেশ্য লাজ তার কিসে ।
 এমত বিচার মম মনেতে আইসে ॥
 দুর্ব্যোধন বলে এই শিশু অপমতি ।
 কি জানে বিচার-তত্ত্ব ধর্ম সুক্ষমগতি ॥
 তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে ।
 পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে ॥
 দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার ।
 ঝটিতি আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার ॥
 এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর ।
 বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সম্বর ॥
 একবস্ত্রপরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী ।
 দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
 ছাড় ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে ।
 সভামধ্যে ধরি তাঁর অঙ্গ বস্ত্র কাড়ে ॥
 সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায় ।
 আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায় ॥
 দ্রৌপদী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভূতি ও
 দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ।
 ওহে প্রভু কৃপাসিক্ত, অনাথ জনের বন্ধু,
 অখিলের বিপদভঞ্জন ।
 এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারিতে লাজ,
 তোমা বিনা নাহি অন্য জন ॥
 যে প্রভু পালিত সৃষ্টি, সংহার করিতে ঋষ্টি,
 পুনঃপুনঃ হও অবতার ।
 তাঁহার চরণ ছায়া, স্মরিয়া সঁপিছু কার্যা,
 অনাথার কর প্রতিকার ॥
 বিষদন্তী খরক্রোধে, ভুঙ্ক দন্তীর পদে,
 যেই প্রভু রাখিল প্রহ্লাদে ।
 তাঁহার চরণযুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
 রক্ষা কর বিধম প্রমাদে ॥

যাঁহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মল্লক নক,
 নিস্তার করিল গজরাজ ।
 বল করে ছুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
 তাঁহার চরণপদ্ম-মাঝে ॥
 যেই প্রভু জীবদক্ষে, রূপায় সংসার রক্ষে,
 নাচে যে কণাধর-মুণ্ডে ।
 তাঁহার চরণ রঙ্গ, স্মরিয়া সঁপিসু অঙ্গ,
 রাখ প্রভু দুষ্ঠ কুরুদণ্ডে ॥
 যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
 নির্ভয় করিয়া শচীপতি ।
 তাঁহার ত্রিপাদপদ্ম, ত্রিপংগামিনী-সদ্ব,
 তাহা বিনা নাহি মোর গতি ॥
 পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
 দিব্য রূপ অহল্যা পাইল ।
 জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
 দ্রোপদী শরণ তাঁর নিল ॥
 যে প্রভু পর্বতধরি, গোকুলে গোপের নারী,
 রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে ।
 বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতি পুঞ্জগণ নাথ,
 পাণ্ডুবধু রাখহ প্রমাদে ॥
 যাঁহার স্মৃজন সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
 মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ ।
 বলিষ্ঠ দুর্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
 এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥
 নৃসিংহ বামন হরি, বিষ্ণু সুদর্শনধারী,
 মুকুন্দমুরারি মধুহারী ।
 নারায়ণ বিষ্ণু রাম, ইত্যাদি যতেক নাম,
 পুন ডাকে দ্রুপদকুমারী ॥
 দ্রোপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
 যার নাম আপদভঞ্জন ।
 ধর্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
 সত্যধর্ম করিতে পালন ॥
 আকাশমার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়ে,
 দ্রোপদীরে সঘনে যোগায় ।
 যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
 আচ্ছাদন করি সর্বগায় ॥

লোহিত পিঙ্গল পীত নীল শ্বেত বিরচিত,
 নানা চিত্র বিচিত্র বসমে ।
 বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
 পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
 পর্বতপ্রমাণ বাস, দেখি লোকে লাগে ত্রাস,
 চমৎকার হইল সভাতে ।
 কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বলে বাণী,
 ধন্য ধন্য দ্রুপদদুহিতে ॥
 ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
 বাহিয়া খুইল কৃষ্ণ নাম ।
 যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
 হেলে লভে সবাঞ্ছিত কাম ॥
 নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
 খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ডদায় ।
 অনেক যে নাম জপি, অশেষপাপের পাপী,
 সকল ধর্মের ফল পায় ॥
 ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
 অবহেলে যেই জন শুনে ।
 দুস্তর সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী,
 কাশীরাম দাস বিরচনে ॥
 দুঃশাসনের রক্ত-পানে ভীমের
 প্রতিজ্ঞা ।

অদ্বুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ ।
 সাধু সাধু দ্রোপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥
 পূর্বে কভু শুনি নাহি না দেখি নয়নে ।
 দুর্ঘোষধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
 ভ্রাতৃগণ-মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর ।
 মহানাদে গর্জি উঠে সভার ভিতর ॥
 অধর-ওষ্ঠ কম্পয়ে কম্পয়ে কর পদ ।
 ঘূর্ণিত নয়নযুগ যেন কোকনদ ॥
 সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্বজনে ।
 মোর বাঁক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥
 সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে ।
 যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে
 পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে ।
 এই ত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে ॥

রণমধ্যে ধরি বক্ষঃ করিব বিদার ।
 করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার ॥
 শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত ।
 প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত ॥
 তবে চুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত ।
 পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিম্বিত ॥
 পরিশ্রান্ত হয়ে শেষে বসে ভূমিতলে ।
 মলিন বদন হৈল যত কুরুবলে ॥
 যত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন ।
 ধিক্ ধন্তরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্বজন ॥
 আপনিহ অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল ।
 কুরুবংশে এমন কখন না হইল ॥
 তবে ত বিদুর নিবারিয়া সর্বজনে ।
 সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে ॥
 এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ ।
 বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ ॥
 ভয়াৰ্ত্ত হইয়া যদি আসে সভামাঝে ।
 সভাজনে চাহি যে তাহার শ্রায় বুঝে
 সভাতে থাকিয়া যেই বিচার না করে ।
 সে যায় অধর্ম সহ নরক ভিতরে ॥

বিদুর কর্তৃক বিরোচন ও সুধম্বা
 ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ ।

পূর্বের রত্নাস্ত আছে শুন সভাজন ।
 প্রহ্লাদ-দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন ॥
 অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধম্বা নামেতে ।
 দুই জনে কোন্দল হইল আচম্বিতে ॥
 বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান ।
 সুধম্বা বলেন দ্বিজ সবার প্রধান ॥
 এই হেতু কোন্দল করিল দুই জন ।
 ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেন ততক্ষণ ॥
 যে জন হারিবে তার লইবে পরাণ ।
 চল সাধুজন-স্থানে জিজ্ঞাসি বিধান ॥
 বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কার স্থানে ।
 দ্বিজ বলে চল তব বাপের সদনে ॥
 দুইজনে এই যুক্তি করিয়া তখন ।
 শীঘ্রগতি চলি গেল যথায় রাজন ॥

সুধম্বা বলিল শুন দৈত্যের প্রধান ।
 মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সমান ॥
 পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ ।
 সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান ॥
 দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে ঐক্য কোন জন ।
 শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন ॥
 চিন্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার ।
 কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্কার ॥
 এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান ।
 কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান ॥
 অমুর সুরের কর্ম তোমার গোচর ।
 কেমনে হইবে শ্রেয়ঃ বলহ উত্তর ॥
 কশ্যপ বলেন যেই বিষয় হইয়া ।
 মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া ॥
 সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন ।
 শ্রায় করি তার তাপ করে নিবারণ ॥
 সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার ।
 নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার ॥
 যে পক্ষে অশ্রায় করে হয় সেই গতি ।
 ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি ॥
 হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে ।
 অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে ॥
 অধর্মীর পক্ষ হয়ে কহে যেই জন ।
 তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ ॥
 অধর্মী জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে ।
 এক পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে ॥
 সাক্ষী হয়ে যেই জন পক্ষ হয়ে কয় ।
 শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য় ॥
 কশ্যপের স্থানে শুনি এতেক বিধান ।
 পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান ॥
 তারে ঐক্য বলি যারে করি যে বন্দন ।
 তেঞি তোমা হৈতে ঐক্য সুধম্বা ব্রাহ্মণ ॥
 আমার হইতে ঐক্য অঙ্গিরারে গনি ॥
 তোমার মাতা হৈতে ঐক্য ইহার জননী ॥
 পুত্রে এত বলিয়া সুধম্বা প্রতি কয় ।
 তোমার অধীন আজি বিরোচন হয় ॥

মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন ।
 যাহা ইচ্ছা কর নাহি করি নিবারণ ॥
 এত শুনি হৃষ্ট হয়ে বলে তপোধন ।
 দ্বিগুণ পাউক আশু তোমার নন্দন ॥
 কখনহ তাপ নহে সত্যবাদী জনে ।
 সে কারণে তব পুজ বাড়ুক কল্যাণে ॥
 এত বলি সুধম্বা আপন গৃহে গেল ।
 সভাজন চাহি ক্ষত্ৰা এতেক বলিল ॥
 তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন ।
 দুঃশাসনে তবে বলে সূর্য্যের নন্দন ॥
 আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ ।
 সভামধ্যে আনি পরে গৃহে লয়ে যাহ ॥
 শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরহরে ।
 স্বামীগণ পানে চাহে কান্দি উচ্চৈঃস্বরে ॥
 অধোমুখে রয়েছেন তাই পঞ্চজনে ।
 দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া না শুনে ॥
 স্বামীগণ অধোমুখ দেখি যাজ্ঞসেনী ।
 সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি ॥
 পূর্বেতে উত্তম কর্ম আমার না ছিল ।
 এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল ॥
 পূর্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বরকালে ।
 আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে ॥
 আর কভু আমারে না দেখে অশ্রু জনে ।
 আজি পুন সেই সভা দেখিল নয়নে ॥
 চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আদি আমারে না দেখে ।
 কুরুক সভায় আজি দেখে সর্বলোকে ॥
 চন্দ্র সূর্য্য নিরখিলে যারা ক্রোধ করে ।
 আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে ॥
 যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার ।
 একবাক্য বল সবে করিয়া বিচার ॥
 ক্রপদনন্দিনী আমি পাণ্ডবগৃহিণী ।
 সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি ॥
 কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ ধর্ম সবার্ণা মহিষী ।
 কহিতেছ সবে মোরে হইবারে দাসী ॥
 আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধানে ।
 আর ক্রেশ নাহি সহে আমার পরাণে ॥

শুনিয়া উত্তর দেন গজদার নন্দন ।
 পুনঃপুনঃ কল্যাণি জিজ্ঞাস কি কারণ ॥
 দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায় ।
 কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায় ॥
 মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর ।
 ধর্ম বিনা সখা নাহি ধর্মাত্ম্য কর ॥
 বহু কষ্টযুত নহে ধার্মিক যে জন ।
 ধর্মবলে কর সব শত্রুর নিধন ॥
 দাসী যোগ্যা অযোগ্যা যে কহিলে বিধান ।
 কহি আমি শুন দেবি মোর অনুমান ॥
 তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠিরের স্বীকার ।
 যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার ॥
 জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে ।
 নির্ণয় করিতে ইহা নারে অশ্রু জনে ॥
 সভাপর্ষে সুধারস পাশার নির্ণয় ।
 ব্যাস বিরচিত গীত কাশীদাস কয় ॥

দাস-দাসী প্রস্তাবে ভীমের উত্তর ।

সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করেন ক্রন্দন ।
 কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন ॥
 হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্ব্যোধন ।
 কেন অকারণে ক্রোধ করহ রোদন ॥
 তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে ।
 পুনঃপুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে ॥
 অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয় ।
 একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয় ॥
 জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার ।
 তোর পর নাহিক ধর্মের অধিকার ॥
 মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কছক চারি জন ।
 এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন ॥
 নতুবা কছক নিজে ধর্মের কুমার ।
 ক্রোধার উপরে নাহি মম অধিকার ॥
 এত যদি বলিল নৃপতি দুর্ব্যোধন ।
 ভাল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন ॥
 শুনিলারে রাজগণ আছে কুতূহলে ।
 কি বলে ধর্মের পুজ বলে ভীম কিবা ॥

কিবা বলে ধনঞ্জয় মাজীর নন্দন ।
পঞ্চ-জন-মুখ সবে করে নিরীক্ষণ ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায় ।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় ॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে ।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে ॥

এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি ।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি ॥
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব ঈশ্বর ।
এতক্ষণ কভু বাচে কোরব পামর ॥
অরে দুষ্টিগণ তোর হেন লয় মতি ।
এ কর্ম সহিতে পারে কাহার শক্তি ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা ।
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা ॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈলে জিনিলা সবারে ।
কাহার শক্তি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আব কহি শুন দুষ্টি কোরব সকল ।
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল ॥
যেইক্ষেণে ধর্মরাজে বসালি ভুতলে ।
যেইক্ষেণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে ॥
সেইক্ষেণে আয়ুঃশেষ তোমা সবাংকার ।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার ॥
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজে ।
শচীপতি না জীয়ে পাড়িলে ইতি মাঝে ।
পর্যন্ত করিব চূর্ণ তোমা গণি কিসে ।
নির্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমেষে ॥
ধর্মপাশে বদ্ধ এই ধর্মের নন্দন ।
তেপ্রিঃ মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ ॥
আর তাহে পুনঃপুনঃ অর্জুন নিবारे ।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে ॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার ।
তেমতি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে কায় ।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিভুরাদি মূঢ় বলে বাণী ।
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি ॥

ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি ॥
ব্যাস-বিরচিত গাথা ভারত কথন ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥

দুর্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা ।
রুকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল ।
কৃষ্ণ প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল ॥
তিন জন ধনের উপর প্রভু নহে ।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার ।
দাসভার্য্যা দাসী হয় বিদিত সংসার ॥
দাসী হৈলি দাসীকর্ম্য কুর যথোচিত ।
ধৃতরাষ্ট্র-গৃহেতে প্রবেশহ স্বরিত ॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন ॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে ।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে ॥
রুকোদর শুনিল কর্ণের কটুতর ।
নিশ্বাস ছাড়িয়া যে কচালে করে কর ॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী ।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জে কাদস্বিনী ॥
আরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে ।
ইহার উচিত ফল আছে মোর হাতে ॥
ধর্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম অধিকারী ।
সে কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি ॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কোরবপ্রধান ।
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান ॥
চারি ভাই তব বাক্যে সুদা অবস্থিত ।
আপনি বলহ কৃষ্ণ জিত কি অজিত ॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন ।
নয়নে বসন দিয়া চাকেন বদন ॥
যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্যোধন ।
কর্ণভিতে চাহে বড় প্রফুল্লবদন ॥
ভীমভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণ পানে ।
আপনার উরু হৈতে তুলিল বসনে ॥

গজশৃঙ্গ সদৃশ উলট রত্নাতরু ।
 সকল লক্ষণযুত বজ্রবৎ উরু ॥
 মদগর্বে দুর্গোদধন কৃষ্ণারে দেখায় ।
 দেখি রুকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায় ॥
 ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে ।
 এইরূপ ছুফ্ট কর্ম দেখিলা নয়নে ॥
 যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর ।
 ভারত-কুলের পশু নিলজ্জ পামর ॥
 বজ্র সম সুদারুণ করি গদাঘাত ।
 রণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত ॥
 করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে ।
 পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে ॥
 ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার ।
 সভাতে বিছুর তবে কহে আরবার ॥
 আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর ।
 ভীম ক্রোধসিদ্ধ হৈতে নাহিক নিস্তার ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

—
 দ্রোপদীর বরলাভ ।

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী,
 নয়নের নীরধারে ।
 চতুর্দিকে যত, কোরব উন্মত্ত,
 নানা উপহাস করে ॥
 হেনই সময়, অন্ধের আলয়,
 নানা অমঙ্গল দেখি ।
 মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
 ডাকয়ে পেচক পাখী ॥
 গৃহে অগ্নি হয়, শুনী শিবাচয়,
 প্রবেশ করিয়া ডাকে ।
 ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ,
 হাহাকার রব লোকে ॥
 অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
 প্রলয় হইল ধূমে ।
 বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
 প্রলয়ের ঘেন যমে ॥

বিহনে বারিদ, বরিষে শোণিত,
 সদা ক্ষিতি কম্পমান ।
 দেউল প্রাচীর, যাবত মন্দির,
 ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান ॥
 দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
 ধর্মভীত বৃদ্ধজন ।
 ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্ৰা, সুবলহুহিতা,
 অন্ধে কৈল নিবেদন ॥
 শুনি কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
 নিকট হইল দেখি ।
 অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
 তোমার গৃহেতে দেখি ॥
 তোমার নন্দন, ছুফ্ট আচরণ,
 দুর্গোদধন বহু কৈল ।
 দ্রুপদহুহিতা, সতী পতিব্রতা,
 সভামাঝে আনাইল ॥
 যতেক করিল, দ্রোপদী সহিল,
 সবাকার উপরোধ ।
 শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
 যাবৎ না হয় ক্রোধ ॥
 শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
 আনাইল যাজ্ঞসেনী ।
 মধুর সম্ভাষণে, বহু প্রীতি ভাষে,
 কহে অন্ধ নৃপমণি ॥
 বধুগণ মধ্যে, তোমা গণি সাধে,
 ত্রৈষ্ঠী সুশীলা সুব্রতা ।
 তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
 ত্রিজগতে হইলে খ্যাতা ॥
 দেখ বধু মোকে, কর্মের বিপাকে,
 ছুফ্ট পুত্রগণ পাইল ।
 লোকে অপকীর্তি, জগতে ছুর্তি,
 সব পুত্র হৈতে হৈল ॥
 দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
 ক্ষমহ দ্রুপদসুতা ।
 তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
 পশ্চাতে পাইবে ব্যথা ॥

দূর কর রোধ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থান ।
মাগ মাগ বর; ক্রম করুতর,
হয়ে প্রসন্নবদন ॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন ।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন ॥
ধর্ম মহারাজ, হয় ক্ষিতিমাঝ,
দাস বলি ক্ষিতিলে ।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসমুত নাহি বলে ॥
তথাস্ত্র বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুন বলে মাগ বর ।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর ॥
দ্রৌপদী বলিল, রূপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায় ।
সশস্ত্র বাহন, আর চারি জন,
মুক্ত করহ সবায় ॥
দিনু এই বর, মাগহ অপর,
যেই লয় মনে তব ।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে দিব ॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন ।
করি কৃতাজলি, বলেন পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান ॥
তুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে ।
জ্ঞানী-জন-স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে ॥
বৈশ্ব মাগিবেক, সবে বর এক,
কল্প লবে তুই বর ।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥

যেই মম কাজ, দ্বিলা মহারাজ,
আর কি লইব বর ।
শুনি অন্ধরাজ, পেয়ে বড় লাজ,
প্রশংসিল বহুতর ॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন ।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুন অর্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল ।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত-কবিতা, মহাপুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে ।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
অবণে বিপদ তরে ॥

কর্ণ-বাক্যে ভীমের ক্রোধ ।

দাশ্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর ।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে ।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে ॥
ভার্য্যা হতে যেই তরে প্ররুষ হইয়া ।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া ॥
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল ।
এ মহাবিপদ হৈতে রূষা উদ্ধারিল ॥
ভীম বলে শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস্ তুমি ॥
শুন কহি যাহা কহিলেন প্রজাপতি ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি ।
সর্বমুখে হীন নর বিহীন রমণী ॥
বিবাহমাত্রোতে লোক গৃহস্থ বলায় ।
নানা ধন উপার্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার ।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার ॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম অনুসারে ।
জাতিগণ ছাড়ে ভার্য্যা ছাড়িবারে নায়ে ॥

ইহ কালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহু সুখে ।
 মরণে সহায় হয়ে তারে পরলোকে ॥
 পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত ।
 এ লোকে স্মারিতে কেন নহে সমুচিত ॥
 অরে মূঢ় পাণ্ডুপুত্র হেন অভাজন ।
 সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীনজন ॥
 তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছে ঐ সংসারে ।
 কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে ॥
 দৈবে এই কথা তোরে কহিতে যুগায় ।
 ভার্য্যায় ঈদৃশ যাহা করিলি সভায় ॥
 সংসারে নাহিক হীন আমার সমান ।
 তোরে না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ ॥
 শুনিয়া বলেন পার্শ্ব বিনয় বচন ।
 হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন ॥
 হীনের বচন কভু শুনি না শুনিবে ।
 হীন-জন-বচনেতে উত্তর না দিবে ॥
 হীন-জন সূতপুত্র এই ছরাচার ।
 ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার ॥
 ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে ।
 পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে ॥
 ঈদৃশ বচন যদি কহে হীন জন ।
 দেহভুজ্জবার তবে বহে অকারণ ॥
 ধর্ম্ম যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ ।
 শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ ॥
 আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার ।
 একত্র আছয়ে যত শত্রু যে আমার ॥
 যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব ।
 ইহাতে আর কি কহ আছে পরাভব ॥
 বাকচাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন ।
 উঠ ভাই সব শত্রু করিব নিধন ॥
 পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্মূল ।
 নিপাত করিব আজি ভারতের কুল ॥
 কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ ।
 অলস্তু অনল যেন নয়নতরঙ্গ ॥
 নয়নতরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায় ।
 ভয়ঙ্কর মূর্তি যুগান্তের যমপ্রায় ॥
 প্রলয়ের বেশ ৭৮

ভীমের আজ্ঞাতে উঠিলেন তিন জন ।
 ধনঞ্জয় আর দুই মাদীর নন্দন ॥
 সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্রার ।
 তুলিয়া লইতে যায় বীর বৈকোদর ॥
 বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন ।
 দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ ॥
 যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা ভীম লজ্জিতে না পারে ।
 ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিবাজ্ঞান ॥'

পাণ্ডবগণের নিজবাজ্ঞা গমন ।

তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে ।
 সবিনয়ে মিষ্টভাষে কহে করয়ুগে ॥
 আজ্ঞা কর তাত কিবা করি মোরা সব ।
 তোমার শাসনে সদা বঞ্চে পাণ্ডব ॥
 শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত ।
 শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহু প্রীত ॥
 সাধুজন-শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত ।
 তোমারে বুঝাব কিবা জান সর্ব্ব নীত ॥
 সাধুজন-কর্ম্ম কভু ছন্দে না প্রবেশে ।
 নিজ গুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে ॥
 গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম ।
 সদা আত্মগুণ কহে সেই সে অধম ॥
 বংশের তিলক তুমি কুরুকুলনাথ ।
 দুর্ব্বোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত ॥
 আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন ।
 সব ক্ষম যত দুঃখ দিল দুঃখগণ ॥
 কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন ।
 বালকের যত দোষ কর সম্বরণ ॥
 যে দ্যুত করিল পূর্বে কেহ নাহি করে ।
 পুত্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে ॥
 ভালমতে তোমারে জানিছু এত দিনে ।
 কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে ॥
 ভীমার্জুন রক্ষা আর ক্ষত্রার মন্ত্রণা ।
 দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা ॥

আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল ।
 যার কীর্তি যুগিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল ॥
 যাহ তাত নিজ রাজ্য কর অধিকার ।
 পালিহ আপন দেশ প্রজা পরিবার ॥
 এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি ।
 প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী ॥
 সভাপরী সুধারস ব্যাস বিরচিত ।
 শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোক হিত ॥

ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্যোধনের বিষাদ ।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে ।
 কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে ॥
 কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ ।
 শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন ॥
 মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেল ।
 করঘোড়ে দুঃশাসন দুর্যোধনে বলে ॥
 যতেক করিলা সব বৃদ্ধ বিনাশিল ।
 যে সব জিনিলা তারে পুন তাহা দিল ॥
 দুর্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি ।
 অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি ॥
 দুর্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা ।
 বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুন ছাড়ি দিলা ॥
 রহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত ।
 তুমি কি না জান তাহা তোমাতে বিদিত ॥
 যেমতে পারিবে শত্রু করিবে নিধন ।
 বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন ॥
 পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন ।
 বাছড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ ॥
 সেই ধনে বশ সব করিব রাজারে ।
 রাজা সখা হইলে মারিব পাণ্ডবে ॥
 স্নেহ করি পুন সব দিলা তুমি তারে ।
 এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে ॥
 ক্রোধে সর্ববৎ হয় পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 যত করিলাম না ক্ষমিবে কদাচন ॥
 সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে ।
 দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিত্তে ॥

সৈন্ত সাজিবারে তারা গেল নিজ দেশ ।
 যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ ॥
 শশস্ত্রে থাকিলে রথে পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 জিনিতে না হবে শত্রু এ তিন ভুবন ॥
 আর শুন তাত যবে মুক্ত হয়ে যায় ।
 মুহুমুহু পার্থবীর গাণ্ডীব দেখায় ॥
 দক্ষিণ বামেতে ছুই তৃণ ঘন দেখে ।
 সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে ॥
 অত্যন্ত গর্জিয়া যাইতেছে বৃকোদর ।
 ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর ॥
 স্নেহেতে ভুলিয়া তাত করিলা কি কাজ ।
 মোর ক্লেশ হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ ॥
 শুনিয়া অস্তির হৈল চিত্তে কুরুরায় ।
 অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায় ॥
 দুর্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায় ।
 পুনঃ পাশা প্রবর্তিয়া করহ নির্ণয় ॥
 যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন ।
 বৎসরের অজ্ঞাত রহিবে এই পণ ॥
 বৎসর অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয় ।
 পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয় ॥
 ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন ।
 পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন ॥
 অজ্ঞাত হইতে যদি হইবেক পার ।
 হীনবল হবে যবে করিব সংহার ॥
 ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয় ।
 আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয় ॥
 শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রাতিকামী প্রতি ।
 যাহ শীঘ্র ফিরি আন ধর্ম্মনরপতি ॥
 পথে কিম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে ।
 মম আজ্ঞা বলি পুন আনহ পাণ্ডবে ॥
 এত শুনি ভীষ্ম দ্রোণ রূপ সোমদত্ত ।
 বাহুলীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত ॥
 একে একে পুনঃপুনঃ সবাই কহিল ।
 পুত্রবশ হইয় রাজা শুনি না শুনিল ॥
 কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী ।
 কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী ॥

গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান ।
 শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান ॥
 যখন জন্মিল এই দুই দুর্গোদধন ।
 বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্বজন ॥
 বিদুর কহিল এরে করহ সংহার ।
 ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার ॥
 এ পাপিষ্ঠ-স্নেহে না শুনিলা ক্ষতাবানী ।
 সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি ॥
 সর্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার ।
 পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার ॥
 ইহার বচন না শুনিহ কদাচন ।
 নিরন্ত হইল অগ্নি না জ্বল এখন ॥
 রুদ্ধ হয়ে তুমি কেন হও অন্তমতি ।
 আপনি জানহ তুমি দুষ্টির প্রকৃতি ॥
 এখন তাজহ কুলাঙ্গার দুর্গোদধন ।
 ইহা তাজি নিজ বংশ রাখহ রাজন ॥
 মম বাক্য নাহি শুনি পুত্র বশ হবে ।
 আপনি আপন বংশ সকল মজাবে ॥
 ধনে বংশে রুদ্ধ হইয়াছে হে রাজন ।
 সর্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ ॥
 সম্ভ্রতি সুখের হেতু কর হেন কাজ ।
 পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ ॥
 অধর্ম্যে অর্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায় ।
 মহাভূখ পায় প্রভু দুষ্টির আশ্রয় ॥
 চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে ।
 পুন আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবলনন্দিনি ।
 আমারে বুঝাহ কিবা সব আমি জানি ॥
 কুরু-অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয় ।
 আমার শক্তিতে দ্যুত নিরন্ত না হয় ॥
 যে হউক সে হউক পাছে দৈবের লিখন ।
 আসিয়া খেলুক পুন পাণ্ডুর নন্দন ॥
 স্বামীর শুনিয়া এত নিষ্ঠুর বচন ।
 গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিন বদন ॥

আজ্ঞা পেয়ে প্রাতিকামী গেল ততক্ষণে ।
 পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
 যুধিষ্ঠিরে প্রাতিকামী কহে যোড় হাতে ।
 জ্যোষ্ঠতাত আজ্ঞা তব বাছড়ি যাইতে ॥
 পুন পাশা খেলাইতে বসে কুরুবীর ।
 শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির ॥
 ধর্ম্য বলেন দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ ।
 মম শক্তি নাহি লজ্জি অন্ধের বচন ॥
 বিশেষে আমার ধর্ম্য জান ভ্রাতৃগণ ।
 আহরিলে দ্যুতে যুদ্ধে না ফিরি কখন ॥
 চল সর্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয় ।
 বংশক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয় ॥
 এত বলি ভ্রাতৃগণে লইয়া সংহতি ।
 পুন আসি সভাতলে বসে নরপতি ॥
 শকুনি বলিল দেখি ধর্ম্মের নন্দন ।
 অন্ধরাজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ ॥
 যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে ।
 অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে ॥
 অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্ত যদি হয় ।
 পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয় ॥
 ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার ।
 পুনরপি লইবেক রাজ্য সে যাহার ॥
 এই ত নিয়ম করি দ্যুত আরম্ভিল ।
 যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল ॥
 যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণ ।
 সম্মত না হবে কেন আমা হেন জন ॥
 এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ ।
 ধার্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ ॥
 এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যুত আরম্ভিল ।
 দৈবের নির্বন্ধ দেখে শকুনি জিনিল ॥
 হারিলেন ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায় ।
 সভাপক্ষ সুধারস কাশীদাস গায় ॥

কৌরব বধে পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞা ।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্মনরপতি ।
 ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি ॥

বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া ।
 মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া ॥
 হেনকালে ছুঃশাসন উপহাসহলে ।
 সভামধ্যে দ্রুপদকন্যার প্রতি বলে ॥
 মূৰ্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কৰ্ম্ম করিল ।
 দ্রোপদী এমন কন্যা ক্রীবে সমর্পিল ॥
 শুন ওহে যাজ্ঞসেনি মোর বাক্য ধর ।
 কোথা ছুঃখ পাবে গিয়া বনের ভিতর ॥
 এই কুরুজন মধ্যে যারে মনে লয় ।
 তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয় ॥
 এইরূপে পুনঃপুনঃ বলিল অপার ।
 গর্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার ॥
 রে ছুঃ নিকট মৃত্যু জানিলি আপন ।
 সেই হেতু কহিছিস্ হেন কুবচন ॥
 এ সব বচন আমি করাব স্মরণ ।
 রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন ॥
 নখেতে শরীর তোর করিব বিদার ।
 নির্মূল করিব সখা যতেক তোমার ॥
 শত সহোদর সহ লোটাঁইব ক্ষিতি ।
 ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্ধতি ॥
 এতেক কহিয়া তবে যায় রুকোদর ।
 সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর ॥
 যেইরূপে চলি যায় পবননন্দন ।
 সেইরূপে হাসি চলে ছুঃ দুর্যোধন ॥
 নেউটিয়া রুকোদর পাছু পানে চায় ।
 উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পে কায় ॥
 রে ছুঃ উচিত ফল পাইবে ইহার ।
 সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার ॥
 পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে ।
 চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে ॥
 তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা ।
 শত ভাই তোমার মারিব আমি একা ॥
 কর্ণেরে মারিবে পার্থ গর্ভ কর যার ।
 সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার ॥
 এত বলি রুকোদর নিঃশব্দেতে রয় ।
 সভামধ্যে বলেন ডাকিয়া ধনঞ্জয় ॥

যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ ।
 ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ ॥
 ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ ।
 তবে ত তোমার আজ্ঞা করিব পালন ॥
 কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত ।
 সহায় সম্বন্ধী তার হবে আর যত ॥
 হিমাद्रিটলিবে সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ ।
 তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন ॥
 শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে ।
 আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্তকালে ॥
 কৌতুক দেখিবা সবে যুদ্ধ হয় যদি ।
 কৌরবের শোণিতে পূরব নদ নদী ॥
 কদাচিৎ দিব্য জ্ঞান জন্মে দুর্যোধনে ।
 বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে ॥
 তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল ।
 আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল ॥
 তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি ।
 রে ছুঃ গান্ধারপুত্র শুন এক বাণী ॥
 কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন ।
 পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ ॥
 মম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত যুদ্ধেতে দেখিবে ।
 সবাক্ষবে মম হাতে সংহার হইবে ॥
 ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন ।
 অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন ॥
 সহসা নকুল উঠি বলে সভাস্থলে ।
 এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে ॥
 ধর্ম্মপুত্র-আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি ।
 নিঃশেষ করিব কুরুসৈন্য সেনাপতি ॥
 এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে যান বিদায় কারণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 শুনিলে নিম্পাপ হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥

পাণ্ডবদিগের বনে গমনোদ্যোগ ।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায় ।
 ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায় ॥

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিছুর সঞ্জয় ।
 সোমদত্ত ভুরিশ্রবা পৃথততনয় ॥
 একে একে সবারে বলেন ধর্ম্মরায় ।
 আজ্ঞা কর বনে যাঁই মাগি যে বিদায় ॥
 লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল ।
 মনে মনে সর্বজন কল্যাণ করিল ॥
 বিছুর কহেন তবে সজলনয়ন ।
 খণ্ডাইতে কে পারে যে দৈব নির্বন্ধন ॥
 কিছু দিন কষ্ট ভোগ করহ কাননে ।
 কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে ॥
 একে রুদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী ।
 যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান ।
 তব আজ্ঞা কুরুকুণে কে করিবে আন ॥
 বিশেষে পাণ্ডুর গুরু জানে সর্বজন ।
 মম শক্তি নাই তাহা করিব হেলন ॥
 থাকুন জননী তাত তোমার আলয় ।
 আর কি করিবা আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
 বিছুর বলেন তুমি সর্বধর্ম্মজ্ঞাতা ।
 অধর্ম্মে হইল জিত না পাইও ব্যথা ॥
 আমি কি করিব তাত তোমাতে গোচর ।
 তুলনা নাহিক দিতে পঞ্চ সহোদর ॥
 পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে ।
 এই উপদেশ মম যেন মনে রহে ॥
 কল্যাণে আসিও সত্য করিয়া পালন ।
 পুন তোমা দেখি যেন যুড়ায় নয়ন ॥
 এত বলি বিছুর হইল শোকাকুল ।
 বনে যেতে পঞ্চভাই হৈলেন আকুল ॥
 জটাবল্ক পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ ।
 তবে ত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ ॥
 ত্যজিয়া ভূষণ বস্ত্র পিঙ্কন সকল ।
 লম্বিত কোমল কেশ পিঙ্কন বাকল ॥
 রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যান ধর্ম্মরায় ।
 শুনি হস্তিনার লোক স্ত্রী-পুরুষে ধায় ॥
 পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্বজন ।
 বাল রুদ্ধা যুবা কান্দে যত নারীগণ ॥

ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ ।
 আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন ॥
 নগর পুরিল যে রোদন কোলাহলে ।
 হস্তিনা কর্দম হইল নয়নের জলে ॥
 পঞ্চ পুঞ্জ বনে যায় বধু গুণবতী ।
 বার্তা শুনি কুন্তী দেবী আসে শীঘ্রগতি ॥
 দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে ।
 মুচ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে ॥
 মুকুলিত কেশভার গলিত বসন ।
 শিরে করাঘাত করি করেন রোদন ॥
 বধুর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী ।
 দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুতলী ॥
 ক্ষণেক রহিয়া কহে গদগদ ভাষে ।
 সভাপর্ক সুধারস গায় কাশীদাসে ॥

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তী
 বিষাদ ।

মনে হয় ছুঃখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
 কি হেতু মলিন দেখি ।
 অম্লান অম্বর, দিন যে কিম্বর,
 বাকল তাহা উপেক্ষি ॥
 মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী,
 তোমার হৃদয়ে সাজে ।
 ছিল অনুরাগ, তাহা কৈল ত্যাগ,
 দিল যে রাক্ষসরাজে ॥
 যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
 করেছে সাজিতে ছিল ।
 কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সে বা,
 যক্ষপতি যাহা দিল ॥
 অতুল অঙ্গুরী, দিলা যে তাহারি,
 অনেক যতন করি ।
 তেঁই নাহি সাজে, দিলা কোম দ্বিজ,
 কি বলিব সে মাধুরী ॥
 মঞ্জরী সুন্দর, দিল যাহা কর,
 উত্তর কুরুর পতি ।
 তেঁই নাহি শুনি, সে ললিত ধনি,
 কি করিলা গুণবতী ॥

যাক্ পাছে সৰ্ব্ব, কোন ছাৰ্দ্ৰব্য,
তোমার আপদ লৈয়া ।

বিরস বদন, সজল নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া ॥

হরে মোর ক্ষুধা, তোমার সে সুধা,
বচনে কেবল মধু ।

তুলি অধোমুখ, খণ্ড মোর ছুঃখ,
কহ শূনি প্রাণবধু ॥

হেন লয় চিতে, স্বামিগণ প্রীতে,
কৈলা বধু হেন বেশ ।

ছুঃশাসন দোষে, কোরব বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ ॥

ধন্য তব ক্ষমা, ক্ষিতি নহে সমা,
দ্বন্দ্ব না করিলা ক্রোধে ।

নিন্দাজীবী সব, সুবলসম্ভব,
তেঁই কৈলা উপরোধে ॥

না করহ মান, ভাবি নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে ।

পাল সত্য ধৰ্ম্ম, কর সাধুকৰ্ম্ম,
ধৰ্ম্ম রাখে ধার্মিকেরে ॥

তুমি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা ।

সহ স্বামিগণ, যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা ॥

কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে ।

সহজে বালক, বনে মহাছুঃখ,
সদা দেখিবা স্নেহেতে ॥

সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি ।

কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূচ্ছিতা পড়িলা ভূমি ॥

বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস ।

কাশীদাস কহে, পূৰ্বপাপ দহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস ॥

যুধিষ্ঠিরাদির বন প্রস্থান ও
ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থ ।

শাশুড়ীর ছুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর ।
সচেতন করি কহে যুড়ি ছুই কর ॥

উঠ উঠ মহাদেবি না বাড়াহ শোক ।
কৰ্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানীলোক ॥

আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ ।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন ॥

এত বলি স্বামিসহ চলে বনবাস ।
রক্ত অশ্রু জল বহে মুক্ত কেশপাশ ॥

পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী ।
পুঞ্জগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি ॥

হেঁটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর ।
চতুর্দিকে হাসে যত কোরবকুমার ॥

রোদন করয়ে যত সুহৃদ্ সুজন ।
পঞ্চ ভাই বিবর্জিত বস্ত্র আভরণ ॥

দেখিয়া পড়ি ব শোকসাগর অগাধে ।
অশ্রুজলে পূর্ণ মুখ কহে গদগদে ॥

সম্প্রতি নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার ।
তার হেন দেখি বিধি এ কোন বিচার ॥

ইহা সবাংকার কিছু না দেখি অধৰ্ম্ম ।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম ॥

অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম ছুঃখিনী ।
মম দোষে এত ছুঃখ মনে অনুমানি ॥

তেজে বীর্যে বুদ্ধে ধৰ্ম্মে কেহ নহে-ন্যূন ।
ত্রিজগৎ বিখ্যাত যে পুঞ্জ সৰ্ব্বগুণ ॥

হেন বীর্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারি পাশে ।
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাসে ॥

পূৰ্বে যদি জানিতাম এসব বারতা ।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা ॥

বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল ।
পুঞ্জদের এত ছুঃখ চক্ষে না দেখিল ॥

সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী ।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাপিনী

তাহার সদৃশ তপ আমি না করিহু ।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিহু ॥

লোভেতে রহিলু পুত্রগণেরে পালিতে ।
 তাহার উচিত হল এ দুঃখ দেখিতে ॥
 হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে ।
 কৃষ্ণা ভূমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবা কেমনে ॥
 বিধি মোরে বাঞ্ছিতা এ দুঃখের নিগড়ে ।
 সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে ॥
 হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে ।
 অনাথ করিয়া সাধু সুপুত্রগণেরে ॥
 ওরে পুত্র সহদেব কিরি চাহ মোরে ।
 কেমনে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে ॥
 তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে ।
 কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
 ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে ।
 সবে যাক ভূমি রহি আমার সহিতে ॥
 হেন মতে কুম্ভী দেবী করেন রোদন ।
 প্রবোধিয়া নমস্করি যায় পঞ্চ জন ॥
 প্রবোধ না মানেন কুম্ভী যায় গোড়াইয়া ।
 বিদুর কহেন তাঁরে বহু বুকাইয়া ॥
 ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে ।
 কুম্ভী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥
 নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন ।
 ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধুগণ ॥
 বাল রুদ্ধ যুবা কান্দে শিশুগণ পিছু ।
 ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু ॥
 নগরেতে হাহাশব্দ ক্রন্দনের রোল ।
 প্রলয় কালেতে যেন সাগর-কল্লোল ॥
 শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি ।
 শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মস্তিষ্কডামণি ।
 নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
 হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ ।
 কহ শুনি কি ক্রপেতে যায় তারা বন ॥
 ক্ষত বলে যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে ।
 সবিসাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে ॥
 দুই রাহু বিস্তারিয়া যায় বুকোদর ।
 অশ্রুজল অর্জুনের বহে জলধর ॥

নকুল যাইছে ছাই সর্বাত্মে মাখিয়া ।
 সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া ॥
 দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে ।
 মুকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে ॥
 ধোম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি ।
 বিবাদিতচিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ ।
 এ ক্রপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন ॥
 বিদুর বলেন রাজা কহি দেহ মন ।
 কপটে সর্বস্ব নিল তব পুত্রগণ ॥
 এমতি করিল ধর্ম্য নহিল চলিত ।
 সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত ॥
 কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে ।
 এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে ॥
 ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ ।
 সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ ॥
 ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া ।
 এত বলি যায় বীর ভুজ পসারিয়া ॥
 অর্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার ।
 সেই মত বরধিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার ॥
 প্রত্যক্ষেতে ভবিষ্যত সহদেব জানে ।
 বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে ॥
 এই মত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে ।
 সে হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে ॥
 যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন ।
 এই মত কান্দিবেক শক্রনারীগণ ॥
 কুশহস্ত হয়ে যায় ধোম্য তপোধন ।
 সঙ্কল্প করিব কুরুশ্রাদ্ধের কারণ ॥
 নগরের লোক সব করিছে রোদন ।
 আমা সবার প্রভু যাইতেছে বন ॥
 সঘনে কন্পি তুমি দেখ নৃপমণি ।
 বিনা মেঘে সঘনে শুনি যে ঘোর ধ্বনি ॥
 অপূর্ব প্রসন্ন হৈল দেব দিবাকর ।
 উন্কাপাত বজ্রাঘাত শুনি নিরস্তর ॥
 অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর ।
 ক্ষণে ক্ষণে রাজা কন্পি উঠয়ে শরীর ॥

এক লক্ষ চিহ্ন রাজা কৌরববিনাশে ।
কেবল হইল রাজা তব কৰ্ম্মদোষে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

কুরুশভায় নারদ ঋষিৰ আগমন ।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয় ।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয় ॥
আজি হতে চতুর্দশ বৎসর সময় ।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেক কুরুক্ষয় ॥
সবাই মরিবে দুর্গোপদন-অপরাধে ।
নিষ্কণ্টা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জুন ক্রোধে ॥
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্ধান ।
শুনি কর্ণ দুর্গোপদন হৈল কম্পমান ॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির ।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর ॥
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি ।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি ॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর ।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির ॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার ।
দেব হৈতে জাত পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জ্ঞানে সর্বজন ॥
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব ।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব ॥
দুর্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন ।
চতুর্দশ বৎসরে করিবে আগমন ॥
ক্রোধে আসিবেন তাঁরা সবার উপর ।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর ॥
শরণ পালন হেতু তোমা সবাকার ।
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার ॥
যতেক করিলে সর্ব আমার কারণ ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ ॥
রাজঘঞ্জে ধূম্ভঙ্কায় হয়েছে উৎপত্তি ।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি ॥

সেই দিন হতে ভয় হয়েছে আমার ।
দ্বন্দ্ব হৈলে পাণ্ডবের হইবে সহায় ॥
চতুর্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ ।
বুঝি যাহে শ্রেয়ঃ হয় শীঘ্র দেহ মন ॥
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ ত্বরিত ।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকালহিত ॥
এ সুখ সম্পদ যেন তালছায়াবত ।
ইহা জানি শীঘ্র সবে ধর ধর্ম্মপথ ॥
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেই কালে ।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে ॥
পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণা হন লক্ষ্মী-অংশ ।
সদা যাঁরে সখীকূপে রাখে ছবীকেশ ॥
তাঁরে কষ্ট কৃষ্ণ নাহি দিবে কদাচিত্ ।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী প্রবোধিত ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর ।
ভীমার্জুন হাতে হবে সবার সংহার ॥
সে কারণে তার সহ কলহ না রুচে ।
এখনি করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাঁচে ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিছুরে কহিল ।
মম মনে নাহি লয় বিপদ স্ফুটিল ॥
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন ।
ফিরায়ে আনহ শীঘ্র পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে ।
ভাল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে ॥
বস্ত্র আভরণ পরি রথ আরোহণে ।
সংহতি লইয়া যাক দাস-দাসীগণে ॥
সঙ্গায় এতেক শুনি বলিল তখন ।
সর্ব পৃথ্বী পেলে রাজা কি হেতু শোচন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির ।
বহুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর ॥
সঙ্গায় বলিল শাস্ত্র এখন নহিবে ।
যখন এ সব রাজা নিমূল হইবে ॥
তখন হইবে শাস্ত্র শুনহ রাজন ।
কত কত তোমারে না বুঝাব তখন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিছুরাদি কহিল বিস্তর ।
তবু পাশা করাইলে অনর্থের ঘর ॥

হেন বিপর্যায় কছু নাহি শুনি কাণে ।
 কুলবধু চুলে ধরি সভামধ্যে আনে ॥
 তখন কি আপনি সভায় নাহি ছিলে ।
 'আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলে ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু মম সাধ্য নয় ।
 দৈবে যাহা করে তাহা শাস্ত কিসে হয় ॥
 যখন যেমন হয় বিধি তাহা করে ।
 কুবুদ্ধি কুপথী করি ছুঃখ দেয় তারে ॥
 অধর্ম যে কর্ম তাহা বুঝি যেন ধর্ম ।
 অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম ॥
 কর্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নাহে ।
 কুবুদ্ধি করিয়া নরে কালবুদ্ধি ধরে ॥
 সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে ।
 আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে ॥
 অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে ।
 তারে হেন কে করিবে সজ্ঞান থাকিতে ॥
 সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস ।
 এই চারি ছুঃখ হতে হৈল সর্বনাশ ॥
 অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর ।
 মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর ॥

ধর্মপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে ।
 সে কারণে না মারিল এই ছুঃখগণে ॥
 ধিক্ ধিক্ ছুর্য্যোধনে ধিক্ শকুনিরে ।
 কপট পাশায় ছুঃখ দিল পাণ্ডবেরে ॥
 না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান ।
 পাপবুদ্ধে বংশ মোর হৈল সমাধান ॥
 কৃষ্ণ তার অনুকূল কিসের আপদ ।
 ভীমার্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ ॥
 ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি ।
 থাকুক অন্যের কার্য ইন্দ্র যারে ডরি ॥
 এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে ।
 কে আছে সহায় মোর নিবারিবে তারে ॥
 অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবেন অন্তরে ।
 এ শোকসাগরে ছুঃখ ডুবাইল মোরে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
 কাহার শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
 কাশীরাম দাস কহে শুন সর্বজন ।
 সভাপর্ব সমাপ্ত পাণ্ডব গেল বন ॥

সভাপর্ব সম্পূর্ণ ।



সভাপত্রের টীকা

টীকার নম্বর (১) পৃষ্ঠা ৪ মূলে এই স্থলে ময়দানব ত্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে পুণ্যদিনে কৃতকৌতুক-মঙ্গল হইয়া পায়স ৬ বহুবিধ ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পবিত্রকৃত করিয়া সর্বরক্তভৃগু-সম্পন্ন দিবাকরণ মনোহর সভাস্থলীর পবিসব পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল লিখিত আছে। বস্তুতঃ এখনও নিম্নসভা নিম্মাণ কার্য্যশেষ করেন নাই।

টী (২) পৃ ৪ মূলে লিখিত আছে যে, ত্রীকৃষ্ণ যখন গরুড়-কেতন বথে অবোহণ করিয়া নগরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাপ্রজ্ঞা সুধিধি সেই বথে অবোহণ পূর্বক দারুক সারথিকে তৎতান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বলগা ধারণ করিলেন, অর্জুন চামর ধারণ করিয়া ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার অন্তর্গমন করিতে লাগিলেন।

টী (৩) পৃ ৪ মূলে এই স্থলে ময় অতি বিচিত্র সর্বরক্তভৃগু সভাস্থলী নিম্মাণ করিবার জন্য অর্জুনের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন লিখিত আছে।

টী (৪) পৃ ৫ মূলে লিখিত আছে যে, ময় ১৫ মাসে সভাকার্য্য পরিসমাপ্ত করেন, কিন্তু কাশীবাস্য দাসের পুস্তকে এক মাস লিখিত আছে। বিশেষ অসুখাবস্থার কারণে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, লিপিকরের অনবধানতাই ইহা একমাত্র কারণ। বস্তুতঃ চতুর্দশ মাসেই সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

টী (৫) পৃ ৬ সভায় যে সকল ঋষি উপনীত হইলেন, তন্মধ্যে পারিজাত, বৈবত, স্রমুখ, ধোম্য প্রভৃতি মুনিগণই প্রধান।

টী (৬) পৃ ১০ শত্রে আসিলে যে দিক দিয়া ইচ্ছা, পুরী হইতে বহির্গত হইতে পাবিবেন এবং শত্রে পরাজয়ের বিশেষ উপায় অবধারিত হইবে, এই বিবেচনায় ত্রীকৃষ্ণ বহুদূরবিশিষ্ট নগরী নিম্মাণ করেন। এষ্ট জন্তই উহার নাম ধারকা হইয়াছে।

টী (৭) পৃ ১১ পুবাণান্তরে বর্ণিত আছে, এই দুই কস্তুরী নাম সহদেব ও অজ্ঞা। কংস দুইটি কস্তুরী পাণিগ্রহণ করেন। দৈত্য-

প্রবর সভাপতি ক্রমিলের ঔরসে উগ্রসেনের ক্ষেত্রে কংসের উৎপত্তি হয়। একদা ক্রমিল উগ্রসেন-পত্নীর অল্পময় রূপমাধুরী সন্দর্শনে কাম-বিস্মল হইয়া উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক উদীয় পত্নীর সহিত সঙ্গত হয়। বিহারকালে রূপবতী ছদ্মবেশী ক্রমিলের প্রতি সন্দেহ করিয়া “কস্য ডং” এই বাক্যে প্রশ্ন কবাত্রে দৈত্যপতি কহিল, তুমি “কস্য ডং” বলিয়া আমার প্রতি প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব তোমার গর্ভজাতপুত্র কংসনামে বিদিত হইবে।

টী (৮) পৃ ১৩ কংস ত্রীকৃষ্ণ-করে নিধন হইলে জরাসন্ধ বৈরনির্ধাতন মানসে ত্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গিরিব্রজ হইতে এক গদা নিক্ষেপ কবে। সেই গদ্যপাতে মধুরানগরী বিকম্পিত হইয়া উঠে। তদবধিই মধুরার সন্নিহিত স্থান “গদাবসান” বলিয়া প্রখ্যতি লাভ করিয়াছে।

টী (৯) পৃ ১৪ গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণে বর্ণিত আছে।

টী (১০) পৃ ১৪ তীর্থরাজগয়াধামের মৌল ক্রোশ উদ্ভবপূর্বে গিরিব্রজ অবস্থিত। ইহা বই অপব নাম রাজগৃহ। এই স্থানে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক এই পাঁচটি মহাশুদ্ধবান গিরি বিরাজিত। এই স্থান সুখসলিলে ও বিবিধ গুণ্ডে পরিপূর্ণ। এই স্থানে মনোহর অট্টালিকার পরিসীমা নাই। অত্রত্য অধিবাসীগণ সকলেই নীলোগ ও শান্তিময়। মূলে এই সুখস্থানের যেরূপ মনোহর বর্ণনা আছে, পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহার কতিপয় শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। যথা—

“এষ পার্থ মহান্ ভাতি পশুমান্নিত্যমমুমান্ ।
নিরাময়ঃ সুবেশ্মাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ ॥
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভশ্চত্বা ।
তথা ঋষিগিরিস্থাত ! শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ ॥
এতে পঞ্চ মহাশুদ্ধাঃ পর্কতাঃ শীতলক্রমাঃ ।
রক্ষতীবাতিসংহত্য সংহতান্নাঃ গিরিব্রজম্ ॥”

টী (১১) পৃ ১৪ এদিক আছে বৃহদ্রথরাজ কোন বৃষরূপী দৈত্যকে নিহত করিয়া তদীয় চর্ম্ম দ্বারা তিনটি ভেলী প্রস্তুত করেন।

টী (১২) পৃ ১৫ স্বস্তি কল্যাণসূচক বাণী ।
কল্যাণ কামনা করিয়াই স্বস্তি উচ্চারণ করিতে
হয় । এ স্থলে স্বস্তি শব্দে নিত্য নির্বাণরূপ
কল্যাণ কামনাই প্রকাশিত হইতেছে ।

টী (১৩) পৃ ১৫ পূর্বকালে নরবলির প্রথা
ও মহাদেবের মূর্ত্তিবিশেষের নিকট বলি দিবার
রীতি প্রচলিত ছিল । এখনও নেপালে পশু-
পতিনাথের ও বৈষ্ণনাথক্ষেত্রে কালভৈরবের
সম্মুখে ছাগ-মেঘাদি বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে ।
জরাসন্ধ মহাদেবের প্রীত্যর্থ্যে বলি প্রদানের
জন্য বড়শীতি সংখ্যক নরপতিকে ধৃত করিয়া
রাখিয়াছিলেন ।

টী (১৪) পৃ ২২ কোন কোন গ্রন্থে ত্রয়ো-
দশ দিবস বলিয়া উল্লিখিত আছে ; পরন্তু সেটা
ভ্রমমাত্র । ত্রিংশদেব ত্রিংশদেব অর্থাৎ
ত্রিংশৎ দিন বৃষ্টিতে হইবে । মূলও স্পষ্ট
লিখিত আছে যে, ভীমসেন শিশুপালের
গৃহে ত্রিংশদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন ।

টী (১৪) পৃ ২২ ত্রিকৃষ্ণের বাসুদেব নাম
ধর্ম করিবার জন্য পুণ্ডরাক স্বয়ং বাসুদেব
নামে পরিচয় প্রদান করিতেন । পরিণামে
তিনি কৃষ্ণকরেই আত্মবিসর্জন করেন ।

টী (১৬) পৃ ২২ এই দ্বিবিদ নামকবিচক্ষণ
বানর পূর্বে রামাবতারে লক্ষ্মণকে ঐকাহিক
জর হইতে মুক্ত করে । লক্ষ্মণ যৎকালে
অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদের বিনাশ
সাধন করেন, তখন সুদারূণ ঐকাহিক জর
তাঁহাকে আক্রমণ করে । তদর্শনে দ্বিবিদ
একখানি সংজ্ঞাপত্রী লিখিয়া লক্ষ্মণকে প্রদ-
র্শন করিলে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ রোধমুক্ত ও
পূর্ববৎ সবলকায় হইয়া উঠেন । তদবধি
“সমুজ্জের উত্তরকূলে দ্বিবিদ নামা বানর ঐকা-
হিক জর নষ্ট করে” তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া
হারদেশে স্থাপন করিলেই ঐকাহিক জর
পলায়িত হয় । দ্বিবিদ বানরই সূতপুত্র লোম-
হর্ষণ রূপে জন্ম গ্রহণ করে । লক্ষ্মণ ষাণ্ম-
যুগে বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রে
লোমহর্ষণকে বিনিপাতিত করেন ।

টী (১৭) পৃ ২৪ কাশীদাস এই জাতিকে
ময়ূরপাখী বলিয়াছেন, কিন্তু মূলে এই জাতিকে

ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে । এই জাতির
আখ্যা ময়ূর । বোধ হয়, ময়ূরপুচ্ছেরপরিচ্ছদাদি
পরিধান করিত বলিয়াই এই জাতির এইরূপ
সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে ।

টী (১৭) পৃ ৫০ অরিষ্ট ও কেশী নামক
দৈত্যদ্বয়ই কৃষ্ণ বলরামকে নিহত করিবার জন্ত
বৃষ ও অশ্বরূপ পরিগ্রহ করে । এই জন্তই অরিষ্ট
বৃষ এবং কেশী অশ্ব নামে অভিহিত হয় ।

টী (১৮) পৃ ৫০ পূর্বকালে নন্দাদি গোপ-
গণ কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর
ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন । কিন্তু
কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রোৎসব পরিত্যাগ করিয়া
গিরিজের অনুষ্ঠান করাতে দেবরাজ রোষাক্ত
হইয়া বৃন্দাবন উৎসন্ন করিতে সংকল্প করেন ।
তাঁহার আদেশে মেঘগণ সপ্তাহকাল মুবল-
ধারে বৃন্দাবনে বারিবর্ষণ করে ; কিন্তু বৃন্দা-
বন উৎসন্ন করা দূরে থাকুক, ত্রিকৃষ্ণেব
প্রসাদে দেবরাজের দর্প চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া
যায় । গোপিকারঞ্জন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত
বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে গোবর্দ্ধন গিরি
ধারণ করিয়া বৃন্দাবন সহ বৃন্দাবনবাসী-
গণকে বর্ষণ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন ।

টী (১৯) পৃ ৫০ কংসেরধাত্রী পুতনানিশা-
চরী কংসের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া কৃষ্ণকে
নিহত করিবার বাসনায় তাঁহাকে বিষমিশ্রিত
স্তনপান করায় । কিন্তু মায়ায় জনার্দন স্তন-
পানচ্ছলে তাহার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া
তাঁহাকে নিহত করেন ।

টী (২০) পৃ ৫১ এই হংসই ভুল্লঙ্ক নামে
প্রসিদ্ধ ।

টী (২১) পৃ ৬১ মূলে লিখিত আছে যে,
ধর্মরাজ, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীগণ, ভ্রাতৃবর্গ,
বিদুর, অনুচরাদি সমভিব্যাহারে হস্তিনায় যাত্রা
করেন । বস্তুতঃ দ্রৌপদী যে সমভিব্যাহারে
গিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ
দ্রুতকীড়ায় পরাস্ত হইলে যখন দ্রৌপদীকে
সভায় আনিবার আদেশ হয়, তখন দ্রৌপদী
হস্তিনাতেই ছিলেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ দৃষ্ট
হইয়া থাকে ।

ভারত-রত্ন।

অর্থাৎ

সটীক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ

অষ্টাদশপর্ষ মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

সুধীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্তৃক

সরল বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত।

বনপর্ষ।

নতুন সংস্করণ।

সনাতন হিন্দুধর্মোৎসাহী

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের

উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে

দে এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস।

৬১ নং জাহারীটোলা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

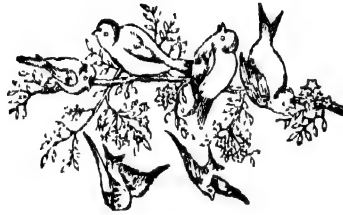
বনপর্বের সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
পাণ্ডবদিগের বনবাসে প্রজালোকের খেদ	১	যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি	৩৯
যুধিষ্ঠিরের স্বর্ঘ্যারাদনা ও বরলাভ	৩	যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের বাক্য	৪০
ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বিহুরের অপমান ও		ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্য	৪১
যুধিষ্ঠিরের নিকটে বিহুরের গমন	৪	অৰ্জুনের শিব আরাধনার্থ হিমালয়ে গমন	৪২
ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিহুরের পুনর্দর্শন ও		কিরাতার্জুনের যুদ্ধ ও অৰ্জুনের	
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের		পাণ্ডপত অঙ্গলাভ	৪৪
হিতোপদেশ		অৰ্জুনের ইন্দ্রাণয়ে গমন	৪৬
মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও হৃষ্যোধনকে		ইন্দ্রসভায় উর্কশী ইত্যাদির নৃত্য গীত	৪৭
অভিশাপ প্রদান	৭	অৰ্জুনের প্রতি উর্কশীর অভিশাপ	ঐ
কিন্মীর বধোপাখ্যান	৮	ইন্দ্রাণয়ে লোমশ ঋষির আগমন	৪৯
কাম্যাকবনে পাণ্ডবদিগের নিকট		পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ	৫০
শ্রীকৃষ্ণাদির গমন	৯	অৰ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ	৫১
শান্তদৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ	১২	নল-রাজার উপাখ্যান	৫২
শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধে শান্তদৈত্য বধ	১৩	দময়ন্তীর স্বয়ম্বর	৫৩
শ্রীবৎস-রাজার উপাখ্যান	১৬	দময়ন্তীর নল-বরণ	৫৫
শ্রীবৎস-রাজার নিকটে শনি ও লক্ষ্মীর		নল-পুঙ্করেব দ্যুত-ক্রীড়া	৫৬
আগমন	১৭	নল-দময়ন্তীর বনগমন ও নলের দময়ন্তী-	
শ্রীবৎস-রাজার বিচার ও শনির কোপ	ঐ	তাগ	৫৭
রাজা ও রানীর বনে গমন	১৮	দময়ন্তীকে সপত্রাস	৫৯
শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য	২১	দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু নগরে	
চিন্তার সহিত রাজার কথা	২২	সৈরিদ্ধীবেশে স্থিতি	৬০
শ্রীবৎস-রাজার কার্ত্তিরিয়া আলায়ে স্থিতি	ঐ	কর্কটনাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার	৬২
বর্ষিক কর্তৃক চিন্তা হরণ	২৪	ঋতুপর্ণালায়ে বাহুক নামে নলরাজার	
শ্রীবৎস-রাজার বোদন এবং		অবস্থিতি	৬৩
চিন্তার অন্বেষণ	২৫	বিদর্ভভূপতি ভীমের নল-দময়ন্তীর	
সুবভি আশ্রমে রাজার স্থিতি	২৬	উদ্দেশ ও চেদিরাজ্যে দময়ন্তীর	
শ্রীবৎস-রাজার মালিনী আলায়ে স্থিতি	২৮	সন্ধান প্রাপ্তি	ঐ
শ্রীবৎস-রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ	ঐ	দময়ন্তীর পিত্রালায়ে আগমন	৬৪
শ্রীবৎস-রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন	৩১	দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণের	
পূর্ণমুষ্টি শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস-		বিদর্ভে যাত্রা ও নলের দেহ	
রাজাকে বরদান	৩৪	হইতে কলিতাগ	৬৫
দুই ভাৰ্য্যার সহিত শ্রীবৎস-রাজার		ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভনগরে	
স্বয়াজ্য গমন	ঐ	প্রবেশ	৬৭
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান	৩৬	নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন	৬৯
পাণ্ডবগণের দৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয়		ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন ও নলের	
মুনির আগমন	ঐ	পুনর্বার রাজ্য প্রাপ্তি	৭০
দ্রৌপদীর পরিতাপবাক্য	৩৭	জনমেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যাকবনস্থ	
যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী-সংবাদ	৩৮	পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা	৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহর্ষি নাবদের যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন ও		ধর্মাজ্ঞায় ভীমার্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং	
তীর্থ স্নানের ফল বর্ণন	৭২	নারীগণের সহিত দুর্যোধনের মুক্তি	১১৬
ক্ষেত্রতীর্থ মাহাত্ম্য	৭৩	দুর্যোধনের সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান	১১৮
ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যকবনে		হস্তিনায় দশিষা দুর্কাসার আগমন	১২০
আগমন	৭৪	কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট	
যুধিষ্ঠিরাদিব-তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান	৭৫	দুর্কাসার আগমন	১২৩
অগস্ত্য যাত্রার বিবরণ ও বিষ্ণুপার্বতের		যুধিষ্ঠিরের স্বরণে শ্রীকৃষ্ণের	
দর্প চূর্ণ	৭৭	কাম্যকবনে আগমন	১২৫
বৃত্তাস্তুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ	৭৯	দুর্কাসার পাবণ	১২৮
অগস্ত্য মুনির সমুদপান এবং দেবগণের		দুর্যোধনের মনোহুঃখ শ্রবণে কর্ণের	
যুদ্ধে অশ্ববদীগের নিধন		প্রবোধবাক্য	১৩১
সগরবংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে		দুর্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের	
সগরসন্তান ভ্রম		দ্রৌপদী-হরণে যাত্রা	১৩৩
ভগীরথের ভ্রূতলে গঙ্গা আনিখন ও সগর		দ্রৌপদী-হরণ ও ভীমহস্তে	
বংশের উদ্ধার	৮৩	জয়দ্রথের অপমান	১৩৫
পবিত্ররামের দর্প চূর্ণ	৮৪	জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা	১৩৭
শোন-কপোতের উপাখ্যান	৮৫	হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন	১৪০
ভীমের পদ্মাদেশে গমন ও অনুমানের সহি-		যুধিষ্ঠিরের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির	
সাক্ষাৎ		আগমন	ঐ
যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সৌন্দর্যিক		জয় বিজয়ের অভিশাপ এবং	
পুষ্পহরণ		হিরণ্যাক্ষ হিবৎকশিপুব জন্ম	১৪২
ভীমাদেশে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা	৯৩	প্রজ্ঞাদচরিত্র	১৪৪
জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের		নৃসিংহাবতাব ও হিবৎকশিপুবধ	১৪৭
বদরিকাশ্রমে যাত্রা	৯৫	রাবণ ও কুন্তকর্ণের জন্ম—(রামায়ণ)	১৪৮
পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে		শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের	
গন্ধমাদন পার্বতে গমন	৯৬	সীতা সহ বিবাহ	১৫০
ইন্দ্রালয়ে অর্জুনের সপ্ত স্বর্গ দর্শনার্থ যাত্রা	৯৮	দশবথের মৃত্যু ও শ্রীরামাদির	
নিবাতকবচ বধ	১০০	পঞ্চবটীতে অবস্থিতি	১৫৪
অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জুনব পুন মর্ত্যলোকে		সীতাচরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানবের	
আগমন	১০২	সহিত মিলন	১৫৬
যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের অস্ত্রলাভ		শ্রীরামের লক্ষ্য প্রবেশ ও যুদ্ধ	১৫৭
বৃত্তান্ত কথন	১০৩	রাবণ বধ—(রামোপাখ্যান সমাপ্ত)	১৫৯
যুধিষ্ঠিরের নিকটে ইন্দ্রাদি দেবের		সাবিত্রী উপাখ্যান	১৬১
আগমন	১০৫	সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ	১৬৩
যুধিষ্ঠিরের ভাতৃগণ সহ কাম্যকবনে যাত্রা	১০৬	সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে	
দুর্যোধনের সপরিবারে প্রভাসতীর্থে যাত্রা	১০৮	সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি	১৬৫
দুর্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জুনের		সত্যবানের পুনর্জীবন	১৬৮
রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্তনা	১১০	যুধিষ্ঠিরের কাম্যকবন ত্যাগ এবং	
দুর্যোধনের সৈন্য সহ চিত্রসেন		দ্রৌপদীর অহঙ্কার বিবরণ	১৬৯
গন্ধর্কের যুদ্ধ	১১২	অকালে আত্মের বিবরণ ও	
যুদ্ধে চিত্রসেন গন্ধর্কের জয় এবং		দ্রৌপদীর দর্প চূর্ণ	১৭১
নারীগণের সহিত দুর্যোধনের বন্ধন	১১৪	যুধিষ্ঠিরের শ্বশুরবনে স্থিতি	১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা		রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ	১৭৮
ও জল আনিতে ভীমের গমন	১৭৫	যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মেব চারিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা	১৮০
ভীমার্জ্জুন অশ্বেষণে অর্জ্জুনের গমন	১৭৬	যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা	১৮১
ভীমার্জ্জুন অশ্বেষণে নকুলের যাত্রা	ঐ	ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও	
ভীমার্জ্জুন-নকুলের অশ্বেষণে সহদেবের যাত্রা	১৭৭	কৃষ্ণসহ চারি ভ্রাতার পুনর্জীবন	ঐ
ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর অশ্বেষণে		বাসদেবের আগমন এবং অজ্ঞাত-	
রাজা যুধিষ্ঠিরের গমন	১৭৮	বাসের পরামর্শ	১৮২

বনপর্কের সূচীপত্র সম্পূর্ণ ।



পাণ্ডবগণের বনগমন ।



“ দুৰ্দ্ধাক্যে কোপিত সেই পাণ্ডুপুত্রগণ ।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বন ॥ ”?



ভারত-রত্ন ।

বনপর্ব ।

নাৰায়ণঃ নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমঃ ।

দেবীং সবস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবদিগের বনবাসে প্রজালোকের

খেদ ।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন ।
পূৰ্ব্বপিতামহ-কথা অদ্ভুত কথন ॥
কিক্ৰপে জিনিয়া তাঁর নিল রাজ্য ধন ।
বজ্র ক্রোধ করাইল বলি কুবচন ॥
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন ।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ ॥
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়া ।
কেমনে সহিল দুঃখ বনেতে রহিয়া ॥
পতিব্রতা মহাদেবী ঋপদনন্দিনী ।
কিক্ৰপে বঞ্চিল দুঃখে কহ শুনি মুনি ॥
কি আহার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর ।
কোন কোন বনে গেল কোন গিরিবর ॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুনহ রাজন ।
কপটে সকল নিল রাজা দুৰ্য্যোধন ॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির ।
হস্তিনানগর হতে হলেন বাহির ॥
নগর উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব ।
চতুর্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব ॥
যেই মত ছিল যেই ধাইল ব্রিত ।
পাণ্ডব বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিত ॥

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি ।
ধিক্কার ও তিরস্কার করে নানাজাতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর ।
ক্রোধেগালিপাড়ে মুখে আসে যা যাহার ।
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি ।
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব সংহতি ॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুৰ্য্যোধন ।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন ॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয় ।
কুলধর্ম্ম ক্রিয়া তার সব নষ্ট হয় ॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী ।
নির্দয় সুহৃৎ শত্রু মহাপাপকারী ॥
হেন দুৰ্য্যোধনমুখ কভু না দেখিব ।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত রহিব ॥
এত বলি প্রজাগণ ক্লতাঞ্জলি করি ।
সবিনয়ে বলে ধর্ম্মরাজ বরাবরি ॥
আমা সব ছাড়ি কোথা যাইবে রাজন ।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্বজন ॥
তোমার সর্বস্ব ছলে জিনিল কোরব ।
উদ্বিগ্ন হইয়া হেথা আসি মোরা সব ॥
তব হিতে হিত মানি তব দুঃখে দুঃখী ।
তব সুখ হলে মোরা সবে হই সুখী ॥

আমা সবাংকারে নাহি কর নিবারণ ।
 তোমার সংহতি মোরা সবে যাঁব বন ॥
 রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী ।
 এ কারণে মোরা সব হ'ব বনচারী ॥
 জল ভূমি বস্তু তিল পবন যেমন ।
 পুষ্প সহবাসে ধবে স্নগন্ধ মোহন ॥
 পাপীর সংসর্গে তেন পাপ বাড়ি নিতি ।
 পুণ্য রন্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি ॥
 পুণ্য করিবার শক্তি নাহি মো সবার ।
 পুণ্যভাগী হ'ব সঙ্গে থাকিলে তোমার ॥
 বহু পুণ্য করি দুর্গোপদানের সংহতি ।
 তথাপি তাহার পাপে নাহি অব্যাহতি ॥
 রাজপাপে প্রজাদের নাহি অব্যাহতি ।
 যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি ॥
 দরশনে পাপ হয় অশনে শয়নে ।
 ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে ॥
 যেমত সংসর্গ কল সেই মত হয় ।
 তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয় ॥
 সমস্ত সদগুণ করে তোমাতে নিবাস ।
 তেঁই তব সহিতে থাকিতে করি আশ ॥
 প্রজাদের হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির ।
 কহিলেন মিষ্ট বাক্য কোমল গভীর ॥
 ভাগ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ ।
 সে কারণে এত স্নেহ কর সর্বজন ॥
 আমি যাহা কহি তাহা অম্ব না করিও ।
 আমার সমুদয় করি সকলে মানিও ॥
 পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত ।
 কুন্তী মাতা ইহারা করেন পাত ॥
 এই সবাংকার শোক কর নিবারণ ।
 দেশে থাকি সবাংকার করহ পালন ॥
 যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন ।
 হাহাকার করি নিবর্তিল প্রজাগণ ॥
 অনগ্নি সান্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ ।
 পাণ্ডবের পাছু পাছু চলে সর্বজন ॥
 সশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে ।
 প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে ॥

উত্তর মুখেতে যাম জাহ্নবীর তটে ।
 রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে ॥
 দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শরীরী ।
 সেই রাত্রি নির্বাহিল জলস্পর্শ করি ॥
 চতুর্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জালি ।
 বেদধ্বনি পুণ্যরবে পুরে বন স্থলী ॥
 রজনী প্রভাত হৈল উঠি সর্বজন ।
 ঘোর বনে করিলেন গমন তখন ॥
 চতুর্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি ।
 দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
 রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি ।
 কলমূলাহারী আমি হই বনগামী ॥
 আমা সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ ।
 বিশেষে বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ ॥
 হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাংকার ।
 সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার ॥
 দ্বিজ কষ্টে দুঃখ পায় দেব আদি জন ।
 মনুষ্য কিসেতে গণি আমা আদি জন ॥
 নিবর্তিয়া দ্বিজগণ চলহ নগরে ।
 আমার বিনয় এই তোমা সবাংকারে ॥
 দ্বিজগণ বলে কোথা যাইব নৃপতি ।
 তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি ॥
 আমা সবা পোষণেতে ভাজ ভয় মন ।
 মোরা আনি কল মূল করিব ভক্ষণ ॥
 যুধিষ্ঠির বলে আমি দেখিব কেমনে ।
 মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে ॥
 ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্টি পুত্রগণ ।
 এত বলি অধোমুখে রহেম রাজন ॥
 শৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে ।
 সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে ॥
 শোকস্থান সহস্র শতেক ভয়স্থান ।
 তাহাতে মুচ্ছিত হয় মুখ যে অজান ॥
 পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন ।
 তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥
 ধন উপার্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে ।
 বন্ধুতে রহিল ধন কি কাজ বিমনে ॥

অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি ।
 অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি ॥
 উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে ।
 বায়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥
 অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন ।
 তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন ॥
 অর্থ হতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ ।
 অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ ॥
 এ কারণে অর্থচিন্তা ত্যজহ রাজন ।
 সর্ব পূর্ণ হলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ ॥
 যাবৎ শরীরে প্রাণ তৃষ্ণা নাহি টুটে ।
 সাধু জন এই তৃষ্ণা জ্ঞান-অস্ত্রে কাটে ॥
 সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ ।
 ইন্দ্র সম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানী জন ॥
 অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার ।
 ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশমাত্র সার ॥
 এই সব স্নেহেতে মোহিত যত জন ।
 অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন ॥
 ধর্ম করিবারে যদি উপার্জয়ে ধন ।
 বিচলিত হয় মন ধনের কারণ ॥
 মহারাজ জ্ঞান ধন পাপ-পঙ্কবত ।
 পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত ॥
 নিশ্চয় হইবে দুঃখ পঙ্ক ধুইবারে ।
 সাধু সেই যেই নাহি যায় সে পঙ্কেরে ।
 ধর্ম যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন ।
 এ সকল পাপ-তৃষ্ণা কর কি কারণ ॥
 শৌনক-বচন শুনি কহে নরপতি ।
 মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্য ধন প্রতি ॥
 বিপ্রেয় ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে ।
 গৃহাশ্রমে অতিথি বা পূজিব কেমনে ॥
 গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিত যেই জন ।
 অতিথি যা মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ ॥
 তৃষ্ণার্তকে জল দিবে ক্ষুধিতে ভোজন ।
 নিদ্রার্থীরে শয্যা দিবে শ্রান্তকে আসন ॥
 অধিতি আসিলে দ্বারে করিবে যতন ।
 কত দূরে উঠিয়া করিবে সত্যাষণ ॥

যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া ।
 রথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম আদি ক্রিয়া ॥
 আমি হেন লোক ইথে বাঁচিব কেমনে ।
 এই হেতু মহাতাপ পাই আমি মনে ॥
 শৌনক বলিল রাজা চিন্তা দূর কর ।
 ধর্মকে শরণ লহ শুন নৃপবর ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে ।
 ত্রৈলোক্য জনেরে তাঁরা ধর্ম বলে পালে ॥
 তুমিহ করহ রাজা তপ আচরণ ।
 তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥
 এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয় ।
 ধৌম্য পুরোহিতে ডাকি কহে সবিনয় ॥
 দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি ।
 কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি ॥
 ক্ষণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোধন ।
 ত্যজ ভয় কর রাজা সূর্য্যের সেবন ॥
 সংসার পালন-কর্তা দেব দিবাকর ।
 সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥
 এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন ।
 অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ ॥ (২২)

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ্যারামনা ও বরলাভ ।
 যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর ।
 ত্রতী হয়ে নানাপুষ্পে পূজেন বিস্তর ॥
 অষ্টোত্তর শত নাম জপেন ভূপতি ।
 দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
 তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন ।
 চতুর্দিকে দীপ-দীপ্ত তোমার কিরণ ॥
 অমর কিন্নর সব রাজস মানুষে ।
 সর্ব সিদ্ধ হয় দেব তব রূপাবশে ॥
 ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন ।
 আসিলেন তথা মূর্ত্তিমান বিকর্ত্তন ॥
 বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্মের নন্দন ।
 সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন ॥
 ত্রয়োদশ বৎসর যাবত রাজ্য হীনে ।
 যত চাহ তত হবে মোর বর দানে ॥

ফল মূল শাক আদি যে কিছু আনিবে ।
 অশ্মমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মী অবতার ।
 বনমধ্যে আজি তার সব হল ভার ॥
 কিন্তু এক বাক্য কহি শুন সর্বজনে ।
 সকলে সন্তোষ হবে তাহার রন্ধনে ॥
 তাহার পাকের দ্রব্য অব্যয় হইবে ।
 যত চাহ তত পাবে কিছু না টুটিবে ॥
 তাহার প্রমাণ কহি শুন সাবধানে ।
 আনন্দে সকল লোক থাকিবে কাননে ॥
 যাবৎ দ্রোপদী দেবী না করে ভক্ষণ ।
 অক্ষয় রন্ধন গৃহে হবে ততক্ষণ ॥
 নিয়মের কথা এই কহিনু তোমারে ।
 সকল সম্পূর্ণ দ্রব্য হবে মোর বরে ॥
 এত বলি অন্তর্হিত দেব দিনকর ।
 হৃষ্ট হয়ে সবারে বলেন নৃপবর ॥
 এমতে পাইল বর সূর্য্যের সেবনে ।
 বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥
 কাম্যক বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি ।
 ভার্গু পুরোহিত পুরলোকের সংহতি ॥
 ভারত পূর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ ।
 বনপর্ব্ব যন্ত্রেতে রচিল কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বিহুর অপমান ও যুধিষ্ঠিরের
 নিকটে বিহুর গমন ।

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
 চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
 মন্ত্রিরাজ বিছুরে আনিল ডাক দিয়া ।
 জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর বলিয়া ॥
 বিচারে বিহুর তুমি ভার্গবের প্রায় ।
 পরম ধরমবুদ্ধি আছেয়ে তোমায় ॥
 কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত ।
 কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত ॥
 অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
 যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন ॥
 যেমতে আমার বশ হয় সর্বজন ।
 যে যে কপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুঞ্জগণ ॥

বিহুর বলেন রাজা কর অবধান ।
 ধর্ম্ম হতে বিজয় হইবে সর্বজন ॥
 নিরস্তিতে পাই ধর্ম্ম ধর্ম্মে সব পাই ।
 ধর্ম্মসেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই ॥
 তোমারে উচিত রাজা যে কর্ম্ম রক্ষণ ।
 নিজ গুণ ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন ॥
 সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায় ।
 দুষ্টিমতি দুর্ব্যোধন শকুনি সহায় ॥
 সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল ।
 বিবসনা কুলবধু সভাতে করিল ॥
 তুমি ত তখন নাহি করিলে বিচার ।
 এবে কি উপায় বলি না দেখি যে আর ॥
 আছে যে উপায় এক যদি কর রায় ।
 সগর্বে সবংশে থাক বলি হে তোমায় ॥
 পাণ্ডবের যত কিছু নিলে রাজ্য ধন ।
 শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ ॥
 দ্রোপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান ।
 বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান ॥
 কর্ণ দুর্ব্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীতি ।
 এই কর্ম্ম হয় প্রীতি দেখি তব হিত ॥
 তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্ব্যোধন ।
 তবে ত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন ॥
 পূর্বে যত বলিলাম করিলে অস্থখা ।
 এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা ॥
 জিজ্ঞাসিলে সেই হেতু কহি এ বিচার ।
 ইহা ভিন্ন অন্য নাই উপায় ইহার ॥
 বিহুর-বচন শুনি অন্ধ ডাকি কয় ।
 যতেক বলিলে তাহা কিছু ভাল নয় ॥
 আপনার হিত হেতু চিন্তিলাম নীতি ।
 তুমি যত বল তাহা পাণ্ডবের হিত ॥
 আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন ।
 তারে দুঃখ দিব পরপুত্রের কারণ ॥
 এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার ।
 তোমারে বিশ্বাস আর নাহিক আমার ॥
 অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন ।
 বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন ॥

দুর্ঘ্যোধন-স্নেহ আমি না পারি ছাড়িতে
 তেঁই হেন কর্ম করি কালবশ হৈতে ॥
 মুনি বলে নহে ইহা ধর্মের আচার ।
 একপ কর্মেতে নহে আমার বিচার ॥
 পুত্র সমস্নেহ রাজা নাহিক সংসারে ।
 বিশেষ দুর্কল পুত্র বড় স্নেহ করে ॥
 তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডুও তেমন ।
 যুধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্ঘ্যোধন ॥
 পাণ্ডবেরে বিশেষত বহু স্নেহ হয় ।
 পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয় ॥
 পূর্বের রত্নান্ত কথা শুনহ রাজন ।
 সুরভি গোমাতা আর সহস্রলোচন ॥
 সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল ।
 তুচ্ছ হইয়া তাকে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল ॥
 কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন ।
 দেবে নরে কিয়া নাগে আপদ ঘটন ॥
 সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার ।
 শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার ॥
 দুর্কল আমার পুত্রে যুড়ি লাঙ্গলেতে ।
 হীনশক্তি রুদ্ধ বড় না পারে চলিতে ॥
 মারিছে ক্লবক বড় পচ্ছমূল মোড়ে ।
 আর একটা বলিষ্ঠ যাইছে উত্তরড়ে ॥
 তার সঙ্গে শক্তি নাহি যাইতে ইহার ।
 ক্লবক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার ॥
 এই হেতু রোদন যে করি নিরন্তর ।
 শুনিয়া উত্তর করিলেন পরন্দর ॥
 এই হেতু দেবি তুমি করিছ রোদন ।
 কিন্তু দেখ স্থানে স্থানে লক্ষ রঘবণ ॥
 রঘকে ক্লবকগণ করয়ে প্রহার ।
 তা সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার ॥
 সুরভি বলেন এই অশক্ত দুর্কল ।
 ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল ॥
 এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল
 গুরুপুত্র করি সব পৃথিবী পুরিল ॥
 যেক ত্যজিল ক্লষি করিল গমন ।
 রেতি বলেন সাধু সহস্রলোচন ॥

এইমত পালন করহ সবারে ।
 বনবাসে হইল দুর্কল কলেবরে ॥
 শুন রাজা পূর্বে হেন হয়েছ বিধান ।
 তবে ধর্ম রহে সব দেখিলে সমান ॥
 যদি ধর্ম চাহ রাখ আমার বচন ।
 সমভাবে পুত্রগণে করহ পালন ॥
 মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও দুর্ঘ্যোধনকে
 অভিশাপ প্রদান ।
 ধৃতরাষ্ট্র বলে মুনি করি নিবেদন ।
 মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন ॥
 আপনি বুঝাও দুঃখমতি দুর্ঘ্যোধন ।
 ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচন ॥
 এইক্ষেণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন ।
 সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন ॥
 তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি ।
 তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি ॥
 এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজানয় ।
 উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয় ॥
 যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল ।
 সুস্থ হইয়া বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
 ঋষি বলে বল্লভীর্ণ করিনু ভ্রমণ ।
 দেখিনু কাম্যকবনে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
 জটাচীর বিভূষিত ভক্ষ্য ফল মূল ।
 তপস্বীর বেশ অঙ্গে তপস্যা বিপুল ॥
 তথায় শুনিনু এই সব সমাচার ।
 তব পুত্র দুর্ঘ্যোধন কৈল কদাচার ॥
 এই হেতু শীঘ্র আইলাম হেথাকারে ।
 কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাব তোমারে ॥
 ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান ।
 হেন কর্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান ॥
 কুরুবংশে সবার স্বধর্ম সুকৃতি ।
 হেন বংশে অপযশ করিল দুর্মতি ॥
 এই হেতু সভা তব না শোভে রাজন ।
 এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্ঘ্যোধন ॥
 মূর্খ নহ দুর্ঘ্যোধন বড় কুলে জন্ম ।
 তবে কেন হেন রূপ করিলে অধর্ম ॥

পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান ।

না জানহ সখা যার পুরুষপ্রধান ॥

কহ শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে ।

ধনে জনে ধর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে ॥

অযুত কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ ।

হিড়িম্বক বক আদি করিল নিপাত ॥

কিম্বীরে মারিল ভীম পশিতে কাননে ।

ইন্দ্রে পরাজয় কৈল খাণ্ডব-দাহনে ॥

হেন জন সহ তুমি করহ বিরস ।

মম বাক্যে কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ ॥

মুনির এতক কথা শুনি কুরুনাথ ।

অভিমাণে উরুদেশে করে করাঘাত ॥

মৌনেতে থাকিয়া ভূমি করে নিরীক্ষণ ।

উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন ॥

অরে ছুট মম বাক্য করিলি হেলন ।

ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন ॥

যেইকূপে অভিমাণে কৈলি করাঘাত ।

ইথে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত ॥

শুনিয়া ব্যাকুল হল অন্ধ নরপতি ।

মুনির চরণ ধরি করিল মিনতি ॥

আজ্ঞা কর মুনিরাজ নৃপক এমন ।

সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন ॥

ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ ।

রাজ্য দিরা তজ্জে যদি ধর্ম্মের চরণ ॥

তবে হেন নহিবেক শুনহ রাজন ।

না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন ॥

তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিনবদন ।

জিজ্ঞাসিল কহ শুনি কিম্বীর নিধন ॥

কিকূপে পাণ্ডুর সূত মারিল কিম্বীরে ।

কোথায় বসতি তার কত বল ধরে ॥

মুনি বলে আমি আর না বসি হেথায় ।

দুর্য্যোধন সুখী নহে আমার কথায় ॥

শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছে তোমার ।

বিদুরে জিজ্ঞাস পাবে সব সমাচার ॥

এত বলি মহামুনি করিল গমন ।

সিদ্ধুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকানন্দন ॥

কিম্বীর বধোপাখ্যান ।

ধৃতরাষ্ট্র কহে কহ বিদুর সূজন ।

কিকূপে করিল ভীম কিম্বীর নিধন ॥

এত শুনি উঠি গেল ছুট দুর্য্যোধন ।

ক্ষত্ৰ বলে শুন রাজা কিম্বীর নিধন ॥

যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর রকোদর ।

করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর ॥

হেথা হতে পাণ্ডবেরা যবে গেল বন ।

পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক কানন ॥

সেই বনে নিবসে কিম্বীর নিশাচর ।

দেবের অবধ্য পত্রাক্রমে পুরন্দর ॥

নিঃশব্দে পাণ্ডবগণ যান কাম্যবন ।

ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জয়ন ॥

তুই হস্তে আগুলিল পাণ্ডবের পথ ।

হনুমান পূর্বে যেন মৈনাক পর্বত ॥

রাক্ষসী মায়ায় কৈল ঘোর অন্ধকার ।

মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার ॥

নাকের নিশ্বাসে উড়ে যায় তরুগণ ।

চতুর্দিকে পশুগণ করয়ে গর্জ্জন ॥

পাণ্ডব দেখিল আসে রাক্ষস দুর্জয়ন ।

ভয়েতে ভ্রোপদী দেবী মুদিল নয়ন ॥

ব্যস্ত হয়ে পঞ্চজন-মধ্যে লুকাইল ।

অস্ত্রধর রকোদর-আশ্বাস করিল ॥

জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধোম্য তপোধন ।

রক্ষোন্ন মন্ত্রেতে কৈল মায়ানিবারণ ॥

অন্ধকার গেল ছুট হল নিশাচর ।

জিজ্ঞাসা করেন তারে ধর্ম্ম নৃপবর ॥

কি নাম কে তুমি হেথা এলে কি কারণ ।

কি করিব প্রীতি তব কহ প্রয়োজন ॥

কিম্বীর বলিল আমি নিশাচর জাতি ।

কাম্যক অরণ্য মধ্যে আমার বসতি ॥

মনুষ্য তপস্বী ঋষি যত বিপ্রগণ ।

যারে পাই তারে করি উদর পূরণ ॥

দৈবে মোরে ভক্ষ্য আনি মিলাইল বিধি ।

দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥

কে তুমি কোথায় যাহ কিবা নাম শুনি ।
 কি কারণে কাম্যবনে এ ঘোর রজনী ॥
 যুধিষ্ঠির বলে আমি পাণ্ডুর নন্দন ।
 আমি ধর্ম্য এই মম ভাই চারিজন ॥
 রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মোরা আসিনু হেথায় ।
 কিছুদিন নির্বাহিব তোমার আশ্রয় ॥
 ভাল ভাল বলি বলে ছুঁই নিশাচর ।
 যাহারে খুঁজিয়া ফিরি দেশ দেশান্তর ॥
 একচক্রা নগরেতে ছিল মোর ভ্রাত ।
 এই ছুঁই ভীম তারে করিল নিপাত ॥
 ব্রাহ্মণের গৃহে ছুঁই ছিল দ্বিজবেশে ।
 সেই হেতু সদা আমি ভ্রমি দেশে দেশে ॥
 আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল ।
 তার স্বস্যা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল ॥
 রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্বজন ।
 মম হস্তে হবে তার অবশ্য মরণ ॥
 ভীমের রুধিরে বক ভ্রাতার তর্পণ ।
 অগ্নিতে পোড়ায়ো মাংস করিব ভোজন ॥
 রাক্ষসের এতেক কঠোর বাক্য শুনি ।
 বেগে ভীম এক রক্ষ উপাড়িয়া আনি ॥
 গাণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জয় ।
 তারে নিবারিয়া ভীম নিশাচরে কয় ॥
 ভ্রাতৃসুখা শোকে ছুঁই করিস বিলাপ ।
 আজি তাহা সব সহ করার আলাপ ॥
 মুহূর্তেক রহ ছুঁই পলাইস পাছে ।
 বকের দোসর করাইব এই গাছে ॥
 এত বলি প্রহারিল বীর রকোদর ।
 বেত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর ॥
 কম্পমান রাক্ষস অটল গিরিবর ।
 দক্ষ কার্শদগু হানে ভীমের উপর ॥
 দণ্ড নিবারিল ভীম সব্য পদাঘাতে ।
 পদ্রবন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোপেতে ॥
 করাঘাতে পদাঘাতে মুণ্ডে মুণ্ডে বাড়ি ।
 আঁচড় কামড় চড় ভুজে ভুজে তাড়ি ॥
 দৌহার উপরে দৌহে বজ্রমুষ্টি মারে ।
 শরবনে অগ্নি যেন চট চট করে ॥

হেন মতে মুহূর্তেক হইল সময় ।
 মহাভয়ঙ্কর যেন দানব অমর ॥
 কৌরবের প্রতি ক্রুদ্ধ আরো মগ্ন ছুঁই ॥
 তাহে আরো নিশাচর পড়িল সম্মুখে ॥
 ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল ।
 অলস্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল ॥
 ভয়ঙ্কর বেশে ভীম করিল দলন ।
 বলবন্ত রাক্ষস সহিল কতক্ষণ ॥
 অতিক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে ।
 পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুনঃ ধরে পদে কেশে ॥
 মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তার কৈল দুইখান ।
 মহানাদ করি ছুঁই ত্যজিল পরাণ ॥
 ছুঁই হয়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন ।
 সাধু সাধু প্রশংসা করিল মুনিগণ ॥
 দ্রৌপদীরে আশ্বাসিয়া কহে রকোদর ।
 এইমত সব শত্রু যাবে যমঘর ॥
 এইরূপে কির্ম্মীরে মারিল রকোদর ।
 তথায় যখন যাই শুন নৃপবর ॥
 পথে দেখি পড়িয়াছে পর্বতপ্রমাণ ।
 আমি জিজ্ঞাসিলাম যে মুনিগণ-স্থান ॥
 মুনিমুখে শুনিলাম সব বিবরণ ।
 শুনিয়া নিঃশব্দ হল অম্বিকানন্দন ॥
 পাণ্ডুপুত্র কথা শুনি ছন্ন হল জ্ঞান ।
 নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা মহাচিন্তাবান ॥
 আরণ্যপর্বতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে সাধু করে পান ॥

কাম্যবনে পাণ্ডবদিগের নিকট

শ্রীকৃষ্ণাদির গমন ।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
 দেশে দেশে এই বার্তা পায় রাজগণ ॥
 ভোজ রক্ষি অন্ধকাদি যত নৃপগণ ।
 কুবের সহিত গেল কাম্যক-কানন ॥
 পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত ।
 ধর্ম্যকেতু ধর্ম্যহ্ম আর বন্ধু যত ॥
 যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসে চতুর্ভিত ।
 পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত ॥

আত্মদুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন ।
 হেন কৰ্ম করিল পাপিষ্ঠ দুৰ্য্যোধন ॥
 সে জন বধের যোগ্য কহে ধৰ্ম্মনীত ।
 গোবিন্দ বলেন এই আমার বিহিত ॥
 ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন ।
 সবিনয়ে ধনঞ্জয় করে নিবেদন ॥
 ধৰ্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী ।
 সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি ॥
 অক্রোধী অলোভী তুমি দীনে ক্ষমাবন্ত
 তোমাতে এতক ক্রোধ না পড়ে তদন্ত ।
 নারায়ণ-রূপে তুমি হইলা তপস্বী ।
 করিলা তপস্বী গন্ধমাদনে নিবসি ॥
 পুষ্পর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর ।
 একপদ বাতাহার উৰ্দ্ধু ছুই কর ॥
 বদরিকাশ্রমে তুমি শতক বৎসর ।
 দেবমানে তপশ্চর্যা কৈলা দামোদর ॥
 দয়ায় করহ তুমি সবার পালন ।
 ইঞ্জিতে করহ ক্ষয় ইঞ্জিতে স্বজন ॥
 তুমি ত নিগুণ কিন্তু গুণেতে পূরিত ।
 তোমাতে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত
 এতক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয় ।
 তাঁহারে কহেন তবে দেবকীতনয় ॥
 তোমায় আমার কিছু নাহিক অন্তর ।
 আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর ॥
 পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদলেশ ।
 সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ
 যে তোমাতে দ্বেষ করে সে করে আমারে
 তোমাতে যে স্নেহ করে সে আমারে করে
 তুমি হও আমার হে আমি যে তোমার
 যে জন তোমার পার্থ সে জন আমার ।
 এতক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন ।
 ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ ॥
 হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দনী ।
 কৃষ্ণের অগ্রেতে বলে যোড় করি পাণি ॥
 অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি ।
 নাভিকমলেতে স্রষ্টা স্বজিয়াছ তুমি ॥

আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ ।
 পৃথিবী তোমার কটি অঙ্গি গিরিগণ ॥
 শিব আদি যত যোগী তোমাতে দেখায় ।
 তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায় ॥
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঞ্জিতে তব হয় ।
 সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয় ॥
 অনাথের নাথ তুমি দুৰ্দ্ধলের ধন ।
 সে কারণে তব পাশে করি নিবেদন ॥
 সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান ।
 মম দুঃখ কহি কিছু কর অবধান ॥
 পাণ্ডবের ভার্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী ।
 তব প্রিয়সখী আমি অর্জুন-ভামিনী ॥
 এই নারী কেশে ধরি লইল সভায় ।
 ছুর্ভাষা কহিল যত বহনে না যায় ॥
 স্ত্রীধৰ্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি ।
 অনাথার প্রায় বলে লয় কেশে ধরি ॥
 বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে ।
 দাশ্যকৰ্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিচ্যমান ।
 সবে বসি দেখিলেন মোর অপমান ॥
 সবে বলে পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত ।
 এত দিনে তাসবার পাইলাম অন্ত ॥
 ধৰ্ম্মপত্নী আমি হেন কহে সৰ্বলোকে ।
 এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে ॥
 দিক্ দিক্ ভীম বীর দিক্ ধনঞ্জয় ।
 অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয় ॥
 পূর্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান ।
 স্ত্রী-কন্ঠ না দেখে কভু থাকি বিচ্যমান ॥
 হীনবল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী ।
 সে কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি ॥
 পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে ।
 সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে ॥
 ভার্য্যা ভীতা হলে লয় স্বামীর শরণ ।
 শরণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ ॥
 নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে ।
 কেন এরা রক্ষা নাহি করিল আমারে ॥

বক্ষ্যা নহি দেব আমি হই পুজবতী ।
 পুজ মুখ চাহি না করিল অব্যাহতি ॥
 হীনবীর্য্য নহে মোর সব পুজগণ ।
 মহাতেজা তব পুজ প্রভু যম ॥
 তবে কেন দুর্ঘটের সহিল হেন কর্ম্ম ।
 কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম ॥
 দাসরূপে সভাতলে বসি সবে দেখে ।
 মম অপমান করে যত দুর্ঘট লোকে ॥
 গাণ্ড ব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে ।
 পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে ॥
 ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি ।
 তবে কেন এত সহে না জানিনু আমি ॥
 ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্ঘটোদন ॥
 বাল্যকাল হতে যত করে সেইজন ।
 অগোচর নহে সব জান নারায়ণ ॥
 কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল ।
 হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলি দিল ॥
 জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান ।
 ধর্ম্ম হতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ ॥
 রাজ্যধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে ।
 এতেক সহিল কর্ম্ম কিসের কারণে ॥
 সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চ জন ।
 দুঃশাসন হরে মম পিঙ্কন বসন ॥
 এতেক বলিয়া ক্লৃষ্ণ বলে সর্ব্বজনে ।
 তোমরা আমার নহ জানিনু এখনে ॥
 থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে ।
 এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্র লোকে করে ॥
 এতেক বলিয়া ক্লৃষ্ণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে ॥
 পুনঃ গদগদ বাক্যে বলয়ে পার্শ্বতী ।
 নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি ॥
 তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে ।
 চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে ॥
 সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে ।
 দাসী জ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে ॥

গোবিন্দ বলেন সখি না কর ক্রন্দন ।
 তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন ॥
 যখন বিবস্ত্রা তোমা করে দুঃশাসন ।
 গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলে যখন ॥
 অগ্রেতে হয়েছে মম সেই মহাঘাত ।
 যাবৎ কপটি দুর্ঘট না হয় নিপাত ॥
 যেইমত ক্লৃষ্ণ তুমি করিছ রোদন ।
 এইমত কান্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ ॥
 তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি ।
 না করিলে রথা বাসুদেব নাম ধরি ॥
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিলা জলে ভাসে
 অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে ॥
 তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন ।
 দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান ॥
 এতেক শুনিয়া কহিছেন ধনঞ্জয় ।
 ক্লৃষ্ণের বচন দেবি কভু মিথ্যা নয় ॥
 যত কহিলেন ক্লৃষ্ণ হবে সেইমত ।
 অকারণে কান্দ কেন অজ্ঞানের মত ॥
 স্বসার ক্রন্দন দেখি ধর্ম্মভ্রষ্ট বীর ।
 সজলনয়নে কহে কল্পিত শরীর ॥
 এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হয়ে সয় ।
 নিকটে না ছিনু আমি কুরু-ভাগ্যোদয় ॥
 তথাপি কোরবগণে করিব সংহার ।
 শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
 দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্ব্ব করে মনে ।
 মম ভার হল তারে সংহারিব রণে ॥
 ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিন লোকে ।
 তাহাকে মারিতে তার হৈল শিখণ্ডীকে ।
 অর্জ্জুনেরে মৃতপুত্র না ধরিবে টান ।
 ভীমহস্তে শত ভাই ত্যজিবে পরাণ ॥
 জগতে গোবিন্দাশ্রিত আমরা যে সব ।
 ইন্দ্রকে জিনিতে পারি কি ছার কোরব ॥
 এত বলি করে কর কচালে পাঞ্চাল ।
 প্রতিজ্ঞা করয়ে জলে জলে মহীপাল ॥
 আরণ্যপর্ষের কথা শ্রবণে অমৃত ।
 কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অশুভ্রত ॥

শাশ্ব দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ ।

মধুর বচনে কহিছেন জগন্নাথ ।
যুধিষ্ঠির আগে ঘোড় কবি পদ্মহাত ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে ।
নিরন্ত করিতে আসিতাম দ্যুতকালে ॥
অন্ধেরে নিরন্ত করিতাম শাস্ত্রবলে ।
পাশা আদি নীচ কশ্মে বহু দোষ ফলে ।
মৃগয়া মদিরা পান পাশা নিত্যম্বিনী ।
এ চারি অনর্থ হেতু করে লক্ষ্মীহানি ॥
বিশেষে দেবন দোষ ধর্মশাস্ত্রে কয় ।
পাশায় এ সব দোষ এক ক্ষণে হয় ॥
বহুমতে দ্যুত করিতাম নিবারণ ।
না শুনিলে রণ করিতাম সেইক্ষণ ॥
নতুবা পাশাকে চক্রে করিতাম ছেদ ।
আমি হেথা থাকিলে না হত ভেদাভেদ ॥
এ সকল রত্নাস্ত্র কহিল যুযুধান ।
ঋতমাত্র নৃপতি এলাম তব স্থান ॥
তোমার এ বেশ বনে ফল মূল্যহার ।
তব ছুঃখ নয় রাজা সকলি আমার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ ॥
মুহূর্ত্তেকে ভ্রমিবারে পার তিন পুর ।
তোমার হস্তিনাপুর কত বড় দূর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে অপ্রমাণ ।
যেই হেতু নাহি আসি কর অবধান ॥
শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর ।
সসৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বারকানগর ॥
তব রাজসূয় হতে গেলাম যখন ।
সবারে পীড়িল চুষ্ঠ করি মায়ারণ ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হল বহুতর ।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির পুনঃ জিজ্ঞাসিল ।
কহ শুনি শাল্ব কেন দ্বারকা হিংসিল ॥
তামার সহিত কেন বৈরিতা হইল ।
— হিত কারণ সে দ্বারকা আইল ॥

কোন মায়া ধরে চুষ্ঠ কত করে রণ ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন ।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ ॥
শিশুপাল আমা হতে হইল নিধন ।
সেই বৈররক্ষ বীজ হইল রোপণ ॥
শিশুপাল বিনাশন শুনি দৈত্যেশ্বর ।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকানগর ॥
দ্বারকার লোক তার আগমন শুনে ।
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল সঘনে ॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল ।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাওয়া দিল ॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে ।
ক্রোশেক পর্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥
ধন রত্ন রাখে সব গর্ভের ভিতর ।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নৃপবর ॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ ।
বিনা চিহ্নে তথা নাহি চলে কোন জন ॥
চিহ্ন পেলে রক্ষকেরা ছাড়ি দেয় পথ ।
দৈত্যভয়ে সুরপুর রাখে যেই মত ॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গদলে ।
পৃথিবী কম্পিত হল রথ-কোলাহলে ॥
চতুর্দিকে দ্বারকা সে রহিল বেড়িয়া ।
বহু সৈন্য জনস্বল্পে রহিল যুড়িয়া ॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল ।
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল ॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য রুষিঃবংশগণ ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ ॥
চাক্রদেয় শাস্ত্র গদ প্রভৃতি সারণ ।
সসৈন্য বাহির হল করিবারে রণ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি ।
সে যুদ্ধ করিল শাস্ত্র কুমার সংহতি ॥
মহাবল শাস্ত্র জাম্ববতীর নন্দন ।
অস্ত্ররপ্তি কৈল যেন জল বরিষণ ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল ।
ক্ষেমবৃদ্ধি-ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥

বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে ।
 আশু হয়ে যুদ্ধ দিল শাস্ত্রের সহিতে ॥
 শাস্ত্রের হস্তেতে মহাগদা যে আছিল ।
 তাহার প্রহারে বেগবান সে পড়িল ॥
 দানব বিবিক্ত্য নামে আসি গোড়াইল ।
 নানা অস্ত্রে ছুই বীর মহাযুদ্ধ হৈল ॥
 মহাবীর চারুদেশ্য রুদ্রিণী-তনয় ।
 অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময় ॥
 সেই বাণে ভস্ম হল বিবিক্ত্য অস্তুর ।
 যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর ॥
 সেনাপতি পড়িল পলায় সেনাগণ ।
 সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল আইল তখন ॥
 জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জন ।
 দোর্দণ্ড ভয়যুক্ত হল দ্বারকার জন ॥
 সৌভ সৈন্য নানে তার কামাচারগতি ।
 ক্ষণেক আকাশে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষিতি ॥
 অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন ।
 বিষম আয়ুধ ধরে সব সেনাগণ ॥
 শাস্ত্রে দেখি বিকম্পিত হল সব বীর ।
 বাহির হইল শাল নির্ভয় শরীর ॥
 নির্ভয় হইল যত দ্বারকার জনে ।
 আইল মকরধ্বজ রথ আবোহণে ॥
 অপ্রমিত যুদ্ধ হল শাল্লের সংহতি ।
 অঙ্গন পৰ্বত তুল্য শাল্ল দৈত্যপতি ॥
 মর্গভেদী এক অস্ত্র প্রচ্যাম ছাড়িল ।
 কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্লেরে ছেদিল ॥
 মূচ্ছিত হইয়া শাল্ল রথেতে পড়িল ।
 দেখিয়া যাদববল চৌদিকে বেড়িল ॥
 হাহারবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ ।
 কতক্ষণে শাল্ল রাজা পাইল চেতন ॥
 গর্জিয়া উঠিয়া শাল্ল দিলেক টঙ্কার ।
 পলায় যাদববল শব্দ শুনি তার ॥
 বহু মায়া জানে শাল্ল মায়ার নিধান ।
 কামদেবে প্রহারিল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ ॥
 মোহ হল প্রহ্মের মায়া অস্ত্রাঘাতে ।
 মূচ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেন রথে ॥

কামদেব মূচ্ছ' দেখি দারুক সন্ততি ।
 রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি ॥
 কতক্ষণে সচেতন হল মম স্নুত ।
 সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত ॥
 কি কৰ্ম করিলে তুমি দারুকনন্দন ।
 মম রথ ফিরাইলে দিসের কারণ ॥
 শাল্ল দেখি ভয় তব হল হৃদিমাঝ ।
 সে কারণে সারথি করিলে হেন কাজ ॥
 রুষ্টিবংশ সমরে বিমুখ কোন কালে ।
 কেবা অগ্রসর হবে মম শরজালে ॥
 মৃত বলে ভয় কিছু নাহিক আমার ।
 রথেতে বহুল মূচ্ছ' হইল তোমার ॥
 রথী মূচ্ছ' দেখি রথ ফিরায় সারথি ।
 নাহিক তাহাতে দোষ আছে হেম নীতি ॥
 বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার ।
 ঈষৎ হাসিয়া কহে রুষ্টিণীকুমার ॥
 আর কভু কৰ্ম না করিহ হেন মত ।
 জীবন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ ॥
 রুষ্টিবংশে হেনরূপ কভু নাহি হয় ।
 কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয় ॥
 গদাগ্রজ কি বলিবে জনক আমার ।
 তোমা হতে রুষ্টিবংশ হইল ধিক্কার ॥
 কি বলিবে সাত্যকি বা উদ্ধব শুনিয়া ।
 মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এ সব গণিয়া ॥
 পাছে পাছে শাল্ল মম প্রহারিবে শর ।
 পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ ভিতর ॥
 দেখিয়া হাসিবে সব রুষ্টিকুলনারী ।
 পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি ॥
 এ কৰ্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল ।
 দ্বারকার তার যে আমারে সমর্পিল ॥
 রাজসূয় যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া ।
 কি বলিবে তাত এবে এ সব শুনিয়া ॥
 শীঘ্র বাছড়াহ রথ দারুকনন্দন ।
 এখনি যে সৌভপুরী করিব নিধন ॥
 কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি ।
 রথস্থখে রথ চালাইল শীঘ্রগতি ॥

শাল্লের যতেক সৈন্য না যায় গণন ।
 কামের সম্মুখে নাহি রহি কোন জন ॥
 মারিল বহুত সৈন্য না যায় গণনা ।
 রক্তে কলকলি উঠে আর উঠে ফেনা ॥
 ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি ।
 নানা অস্ত্র প্রছায়ে প্রহারে শীঘ্রগতি ॥
 পুনঃপুনঃ মায়াবী সে হানে নানা শর ।
 সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্ধর ॥
 পঃর কোধে শম্বরারি নিল দিব্যবাণ ।
 চন্দ্র সূর্য্য তেজঃ দেখি যাহে বিদ্যমান ॥
 কাঁকে কাঁকে অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে
 অস্তুরীক্ষবাসীগণ পলায় ভয়েতে ॥
 অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার ।
 শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার ॥
 বায়ুবেগে নারদ আসিলেন ঝটিতি ।
 সবিনয়ে কহিলেন কামদেব প্রতি ॥
 সম্বরহ অস্ত্র এই কুষের নন্দন ।
 এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ॥
 শাল্ল দৈত্যরাজা কভু তব বধ্য নয় ।
 স্বহস্তে মারিবে এরৈ দৈবকৌতনয় ॥
 এত শুনি হৃষ্ট হয়ে তুণে অস্ত্র খুইল ।
 এ সব কারণ শাল্ল সকল জানিল ॥
 রণ ত্যজি সৌভপূরে উত্তরিল গিয়া ।
 নিজরাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—

• শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধে শাল্লদৈত্য বধ ।

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হল নরপতি ।
 হেথা হতে আমিত গেলাম দ্বারাবতী ॥
 দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড প্রায় ।
 বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে সূক্ষ্ম তায় ॥
 পুষ্পোদ্ভানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি ।
 জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাত্যকিরে ডাকি ।
 সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন ।
 আচ্যোপীদ্ধ যতেক শাল্লের বিবরণ ॥

শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার ।
 ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার ॥
 কামপাল কামদেব আছক প্রভৃতি ।
 সবারে কহিনু যেন রাখে দ্বারাবতী ॥
 হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির ।
 শাল্ল সহ যুদ্ধে যাই সিঙ্কুনদতীর ॥
 তথা শুনিলাম শাল্ল আছে সিঙ্কু মাঝে ।
 সিঙ্কুমাঝে প্রবিষ্ট হইলাম সেই সাজে ॥
 পাঞ্চজন্ত শঙ্খশব্দ শুনিয়া আমার ।
 হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ল ছুরাচার ॥ ,
 তোমারে দেখিতে গেছু দ্বারকানগরে ।
 না দেখি তোমারে ফিরি আসিলাম ঘরে ॥
 ভাগ্য মোর আপনি আইলে হেথাকারে ।
 এখনি তোমারে পাঠাইব যমদ্বারে ॥
 এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ ।
 গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশাণ ॥
 সব কাটিলাম আমি চোক চোক শরে ।
 মায়ায় উঠিল শাল্ল আকাশ উপরে ॥
 আকাশে উঠিয়া শাল্ল বহু মায়া কৈল ।
 দিবারাত্রি নাহি জানি অন্ধকার হৈল ॥
 কোটি কোটি বাণ যে এড়েল দুষ্কমতি ।
 না দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি ॥
 শৈব সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল ।
 ডাকিল দারুক যোরে হইয়া বিহ্বল ॥
 দারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জর ।
 তিলমাত্র অক্ষত নাহিক কলেবর ॥
 শক্তিশূন্য সর্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার ।
 চিস্তান্তর হয় দুঃখ দেখিয়া তাহার ॥
 হেনকালে দ্বারকানিবাসী এক জন ।
 সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন ॥
 কি করহ বামুদেব চল শীঘ্রগতি ।
 ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী ॥
 শাল্লরাজা আসি আজি দ্বারকানগরে ।
 যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে ॥
 শীঘ্র করি উগ্রমেন দিল পাঠাইয়া ।
 মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া ॥

এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময় ।
 পিতৃশোক তাপ বড় জন্মিল হৃদয় ॥
 বলভদ্র প্রচ্যুত সাত্যকি আদি করি ।
 মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী ॥
 এ সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল ।
 সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল ॥
 এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে ।
 নাহিক তাঁহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে ॥
 মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে ।
 পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ করি শাল্য সনে ॥
 আচম্বিতে দেখি শাল্য সৌভপুরী হতে ।
 কেশপাশযুক্ত পিতা পড়েন ভূমিতে ॥
 চতুর্দিকে দৈত্যগণ করিছে প্রহার ।
 দেখিয়া আমরা সব করি হাহাকার ॥
 দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া ।
 জ্ঞানচক্রে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া ॥
 দেখিলাম সব মিথ্যা স্বপ্নেতে যেমন ।
 তাহাতে হইল মম চিত্ত উচাটন ॥
 শেষে জানা গেল সব অমুরের মায়া ।
 না জানি কোথায় শাল্য আছে লুকাইয়া ॥
 তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে ।
 যার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্বভিতে ॥
 শব্দ অনুসারে এড়িলাম শব্দভেদী ।
 যতেক মায়াবী দৈত্য ফেলিলাম ছেদি ॥
 খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিকুজলে ।
 কুন্তীর মকর মৎস্য ধরি সব গিলে ॥
 নিঃশব্দ হইল সব পড়িল দানব ।
 আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব ॥
 করিলাম গাঙ্কর অস্ত্রের নিক্ষেপণ ।
 মায়া দূর হল শাল্য দিল দরশন ॥
 সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি ।
 সে প্রাগজ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি ॥
 তথা হতে বহু সৈন্য লইয়া আইল ।
 অন্ধকার করি দৈত্য গিরি বরষিল ॥
 অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে ।
 দেখিয়া বিস্ময় হল আমার মনেতে ॥

ডুবিল আমার রথ পর্বত চাপনে ।
 হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে ॥
 মোরে না দেখিয়া ব্যাকুলিত দেবগণ ।
 আর মিত্রগণ কত করেন রোদন ॥
 বজ্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ ।
 সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাঁচাণ ॥
 পর্বত কাটিয়া আমি হলেম বাহির ।
 জলদপটল হতে যেমন মিহির ॥
 পুনঃ শাল্য নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।
 ঘোড়াহাতে দারুক করিল নিবেদন ॥
 মায়ার পুতলি এই অমুর ছরন্ত ।
 সুদর্শন এড় প্রভু দৈত্য হবে অমৃত ॥
 সৌভপুরী দানবের রবে যতক্ষণ
 ততক্ষণ নহিবেক শাল্যের নিধন ॥
 সুদর্শন এড়ি কাট শীঘ্র সৌভপুর ।
 তবে ত নিধন হবে মায়াবী অমুর ॥
 এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র ।
 দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র ॥
 আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান ।
 সৌভপুরী কাটিয়া করিল খান খান ॥
 পুনরপি সুদর্শন বাছড়ি আইল ।
 শাল্যের কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা লইল ॥
 গর্জিয়া উঠিল চক্র গগনমণ্ডলে ।
 প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে ॥
 দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান ।
 শাল্যদৈত্যে কাটি চক্র করে খান খান ॥
 আর যত শেষ দৈত্য গেল পলাইয়া ।
 পুনরপি আইলাম স্বসৈন্য লইয়া ॥
 এই হেতু আসিতে না পাইনু রাজন ।
 আপনার মৃত্যু পথ করে দুর্ঘ্যোধন ॥
 তুমি সত্যবাদী সত্য করিবে পালন ।
 সেই বলে দুর্ঘ্যোধন ত্যজিবে জীবন ॥
 ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার ।
 ইন্দ্র আদি সপ্তাংশে রক্ষা নাহি তার ॥
 শুন ধর্ম্য মহীপাল আমার বচন ।
 গ্রহদোষ হতে ছুঃখ পায় সাধুজন ॥

অবনীতে ছিল পূর্বে শ্রীবৎস নৃপতি ।
 শনিকোপে তিনি দুঃখ পাইলেন অতি ॥
 চিন্তাদেবী তাঁর ভাব্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম
 পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহাদের কর্ম ॥
 দ্রোণদীর কিবা দুঃখ শুন নৃপবর ।
 ইহা হতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
 দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল ।
 আপন অর্জিত কর্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
 এবে দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে ।
 ঈশ্বরেতে নিন্দা নাই নিন্দ আপনাকে ॥
 মূল কর্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে ।
 কর্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর ।
 কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর ॥
 কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন্ জন ।
 কোথায় নিবাস তাঁর কাহার নন্দন ॥
 চিন্তাদেবী কার কন্ঠা কহ নারায়ণ ।
 কিকূপে পাইল দুঃখ কহ বিবরণ ॥
 রাজপুত্র হয়ে দুঃখী আমার সমান ।
 আর কেবা ছিল পৃথিবীতে বিদ্যমান ॥
 কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ ।
 মুখপদ্ম হতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ ॥
 বনপর্ব ব্যাসঋষি করিল প্রকাশ ।
 ভাষায় রচিল তাহা কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
 শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব কথন ॥
 চিত্ররথ পূর্বে ছিল পৃথিবীর পতি ।
 তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাঁহার সন্ততি ॥
 একছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি ।
 রতিপতি সম রূপে বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
 সমাগরা বসুন্ধরা শাসি বাহুবলে ।
 সকল করিল রাজা নিজ করতলে ॥
 রাজস্বয় অশ্বমেধ করে শত শত ।
 দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত ॥

অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণন না যায় ।
 ধার্মিক তাঁহার তুল্য নাহিক কোথায় ॥
 যে যাহা যাচ্ঞা করে তাহা দেন তারে ।
 দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে ॥
 চিত্রসেন-রাজকন্যা তাঁহার মহিষী ।
 চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী ॥
 শত শত চান্দ্রায়ণ কত মহাদান ।
 করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান ॥
 রাজা রাণী ধর্ম কর্ম যা করে যখন ।
 ঈশ্বরে অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন ॥
 একগুণ দান করে শত গুণ হয় ।
 এইরূপে শ্রীবৎসের কত কাল যায় ॥
 শুন সে অপূর্ব কথা ধর্মের নন্দন ।
 তৎপরে হইল দেখ দৈবের ঘটন ॥
 একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয় ।
 উভয়েতে বাগ্‌যুদ্ধ অতিশয় হয় ॥
 লক্ষ্মী কহে আমি শ্রেষ্ঠা সকল সংসারে ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে ॥
 কেমনে বলিলে শনি তুমি শ্রেষ্ঠ জন ।
 ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চন ॥
 এইরূপে দুই জনে হল অকৌশল ।
 পণ করি দুই জনে আসে ভূমণ্ডল ॥
 লক্ষ্মী কহে শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ ।
 ইহার মধ্যস্থ তবে হোক সেই জন ॥
 সূর্য্যপুত্র সিদ্ধুকন্ঠা উভয়ে ত্বরিত ।
 রাজার পুরেতে আসি হন উপস্থিত ॥
 শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে ।
 দুই জন উপনীত দেখিলেন দ্বারে ॥
 দেখি ব্যস্ত নরপতি রহি যোড়করে ।
 প্রণাম করিয়া কহে মৃদু মৃদু স্বরে ॥
 কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে ।
 শনি কহে কার্য্য আছে তব সন্ধিধানে ॥
 আমরা দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন ।
 বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ ॥
 এত শুনি কহে রাজা বিনয় বচনে ।
 মিমাংসা করিব কল্য যাহা লয় মনে ॥

এই বাক্য কহি দৌহে করেন বিদায় ।
 স্নান করি নিজালয়ে আসি নৃপরায় ॥
 রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ ।
 শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণবদন ॥
 অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি ছুই জনে ।
 মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আসে কি কারণে ॥
 ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল ।
 না জানি কি হয় বুঝি মম কর্মফল ॥
 রাজা বলে চিন্তাদেবি চিন্তা কর মিছা ।
 হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
 কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয় ।
 কাল প্রাপ্ত হলে নর মৃত্যুবশ হয় ॥
 এমত চিন্তায় গত দিবস শরীরী ।
 কাশীদাস কহে সাধু শুনে কর্ণ ভরি ॥

শ্রীবৎস রাজার নিকটে শনি ও
 লক্ষ্মীর আগমন ।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
 মন্ত্ৰণা করেন এই সার ।
 বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
 ইথে ভার ইষ্ট দেবতার ॥
 এত বলি অনুচরে, আজ্ঞা দেন নরবরে,
 আন ছুই দিবা সিংহাসন ।
 এক স্বর্ণে বিনির্মিত, এক রৌপ্যে বিরচিত,
 ছুই পাশ্বে ছুরের স্থাপন ॥
 আসনের নানা সাজ, সাজাইয়া মহারাজ,
 আপনি বসিল মধ্যস্থলে ।
 কমলা শনির সাথে, আসিল বৈকুণ্ঠ হতে,
 বসিলেন আসন বিমলে ॥
 সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা, বিধিমত করি পূজা,
 প্রকাশিয়া মহতী ভকতি ।
 কুতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাঁড়াইল যোড়হাতে,
 বহুবিধ করিলেন স্তুতি ॥
 হইয়া আছাদযুতা, বসিল জলধিসুতা,
 স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে ।
 বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
 রবি শশী যেন তমোহরে ॥

বসিলেন তিনজনে, নানা কথা আলাপনে,
 রাজার পীয়ুষ বাক্য শুনি ।
 সংসার সাগরে সেতু, জীব তরাবার হেতু,
 রচিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
 দ্বৈপায়নদাসে কয়, তরিবারে ভবভয়,
 না হইবে জঠর-যন্ত্রণা ।
 কৃষ্ণ নাম কর সার, জনম না হবে আর,
 এই মম বচন রচনা ॥

শ্রীবৎস রাজার বিচার ও
 শনির কোপ ।

ছুই সিংহাসনে তবে বসি ছুই জন ।
 কথায় কথায় জিজ্ঞাসিলেন তখন ॥
 কহ ভূপ এ ছুরের শ্রেষ্ঠ কোন্ জন ।
 শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলেন বচন ॥
 আসন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে ।
 বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে ॥
 শুনি শনি হয় অতি কোপান্বিত মন ।
 স্নানমুখ হয়ে শনি করেন গমন ॥
 লক্ষ্মী কহিলেন তুষ্ট করিলে আশায় ।
 অচলা হইয়া রব তোমার আশয় ॥
 আশীর্বাদ করি দেবী করেন গমন ।
 বিদগ্ধ হইয়া রাজা ভাবেন তখন ॥
 এক্ষেপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চে কত দিন ।
 ছিদ্র অন্তেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন ॥
 শুন যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম অবতার ।
 দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার ॥
 সিংহাসনে স্নান করি বসে নরপতি ।
 হেন কালে শুন রাজা দৈবের কুগতি ॥
 কৃষ্ণবর্ণ তথা এক কুকুর আসিয়া ।
 সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া ॥
 এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল ।
 ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হ্রাস হইতে লাগিল ॥
 বিদগ্ধ শনির কোপ বাড়ে অনুদিন ।
 ক্রমে ক্রমে বিভবাদি সব হৈল হীন ॥
 অকস্মাৎ পড়ে গৃহমন্দির প্রাচীর ।
 শত শত মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির ॥

অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয় ।

দিবস রজনী প্রায় সব ধুমময় ॥

বিনা মেঘে রক্তরষ্টি হয় চতুর্দিকে ।

অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেঁচা ডাকে ॥

দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্রমণ্ডল ।

ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল ॥

শনি কোপানলেতে পড়িল নৃপতির ।

রাজ্যরক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর ॥

গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ ।

গবী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য ॥

অকস্মাৎ রবধ্বজ ভাঙিতে লাগিল ।

দাবালন আসি যেন অরণ্য দহিল ॥

শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটনা প্রমাদ ।

যুবক যুবতী হয় হবিষে বিধাদ ॥

কাক শিবা শকুনি গুণিনী নাচে রঞ্জে ।

ভূত প্রেত দৈত্য দান্য পিশাচের সঙ্গে ॥

বিপদসাগরে পড়ে শ্রীবৎস নৃপতি ।

রোদন করিয়া ফেরে শুন মহামতি ॥

রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ ।

এই দুঃখে দুঃখী হয়ে করয়ে রোদন ॥

কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব ।

অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব ॥

তিন দিবারাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া ।

ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া ॥

ভয়েতে কাতর রাজা নাহি বাঁচে প্রাণে ।

বিলাপ করিয়া রাণী পড়িল অজ্ঞানে ॥

রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায় ।

জনম লইলে মৃত্যু সকলেরি হয় ॥

স্বকীয় কর্মের ভোগ হয় যে আমার ।

কেন বা রোদন ইথে কর প্রিয়ে আর ॥

সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন ।

তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন ॥

দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্তথা ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন খেদ কর রথা ॥

আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ।

আমি কি করিব চিন্তা কর্তা ত ঈশ্বর ॥

রাজা ও রাণীর বনে গমন ।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূপতি ।

ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হল মতি ॥

শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে ।

উপায় ইহার এই ভাবি জগন্নাথে ॥

চিন্তাদেবি কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয় ।

হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয় ॥

প্রবাল প্রস্তর আর যত জহরত ।

বহু মূল্য অম্প ভার এমত রজত ॥

সঞ্চয় করিয়া লহ বিচিত্র বসন ।

অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন ॥

শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন ।

কাঁথার ভিতরে রাখে বহু মূল্য ধন ॥

রাজা বলে শুন রাণী আমার বচন ।

শনি-দোষে মজিল সকল রাজ্য ধন ॥

কেবল আছে মাত্র জীবন দৌহার ।

এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর ॥

পিত্রাণয়ে যাও তুমি রাখ হে জীবন ।

যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ ॥

শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার ।

তব সহ স্মিলন হবে পুনর্বার ॥

এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে ।

না যাব বাপের রাড়ী রহিব সঙ্কেতে ॥

পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয় ।

হাসিবেক শত্রুগণ সে দুঃখ না সয় ॥

দুঃখের সময়ে তব থাকিব সংহতি ।

যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি ॥

তব সঙ্গে থাকি আমি সেবিব ও পদ ।

আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ ॥

গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায় ।

উভয়ে যেখানে থাকে তথা সুখ পায় ॥

শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে ।

চিন্তারে অর্পিয়া চিন্তা দুঃখ ত পাইবে ॥

শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত ।

আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত ॥

শুন ধর্ম অবতার অদ্ভুত বচন ।
 ত্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন ॥
 অর্দ্ধরাত্রি কালে তবে উঠি নরপতি ।
 রাণীরে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি ॥
 এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায় ।
 সদয় হইয়া এই বলেন রাজায় ॥
 যথায় থাকিবে তথা করিব গমন ।
 কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন ॥
 কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে ।
 পুনর্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবে ।
 এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি ।
 শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী ॥
 অতিশয় ঘোররাত্রে যান নররায় ।
 রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায় ॥
 গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন ।
 সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন ॥
 কণ্টক অঙ্কুর কত ফুটে তাঁর পায় ।
 অতিক্রমশে পতি সহ দ্রুতগতি যায় ॥
 সঘনে নির্জন বনে প্রবেশ করিল ।
 তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল ॥
 অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার ।
 ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হব পার ॥
 নদীর কূলেতে বসি কাঁদে দুই জন ।
 হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন ॥
 কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন ।
 তথ নোকা লয়ে ঘাটে দিল দরশন ॥
 মন্দ মন্দ বাহে তরী চলে বা না চলে ।
 নোকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীরে বলে ॥
 ভরা করি পার করি দেহ হে কাণ্ডারী ।
 বিলম্ব না সহে দুঃখ সহিতে না পারি ॥
 নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন জন ।
 রমণী সহিত রাত্রে কোথায় গমন ॥
 হরিয়া কাহার নারী কোথা নিয়া যাও ।
 পরিচয় দেহ আগে কূলেতে দাঁড়াও ॥
 রাজা বলে শুনিয়াহ ত্রীবৎস নৃপতি ।
 সেই আমি এই মম নারী চিন্তা সতী ॥

আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে ।
 নারী সঙ্গে করি ভাই আসিয়াছি বনে ॥
 শনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তার ।
 তাল ও বেতালসিদ্ধ আছিল তোমার ॥
 তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময় ।
 কোথা গেল মন্ত্রিবর্গ কহ মহাশয় ॥
 রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার ।
 বিপত্তি সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার ॥
 অসার সংসার এই মায়ামদে মজে ।
 সকল করয়ে নষ্ট ধর্মপথ ত্যজে ॥
 আমার আমার বলে কেহ কার নয় ।
 কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয় ॥
 কেবা কার পতি পুত্র কেবা বন্ধুজন ।
 মায়াবদ্ধ হয়ে প্রাণী কৈরিছে ভ্রমণ ॥
 আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম ।
 আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম ॥
 আমার সর্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা ।
 কায়মনোবাক্যে এই করি হে ভাবনা ॥
 শুনিয়া হাসিয়া শনি কহে পুনর্বার ।
 অতি জীর্ণতমা নোকা দেখহ আমার ॥
 দুই জন হলে যেতে পারে পর পারে ।
 তিন জন স্বীণতরী পারে কি না পারে ॥
 আপনি সুবুদ্ধি বট দেখ বর্তমান ।
 বিবেচনা করি রাজা কর অনুমান ॥
 কান্ডারে লইয়া আগে পার হও তুমি ।
 কান্ডা যদি লহ তবে কাঁথা রাখ তুমি ॥
 শুনিয়া নাবিক-বাক্য করেন বিচার ।
 কাঁথা পার করি আগে শেষে হব পার ॥
 রাজা রাণী দুই জনে ধরিয়া কাঁথায় ।
 যতনে তুলিয়া দেন শনির নোকায়া ॥
 কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল ।
 দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুকাইল ॥
 ত্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায় ।
 যে সকল দেখিলাম ভোজবাজি প্রায় ॥
 বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী ।
 মায়া করি বন্ধন করিলেক চুরি ॥

দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির ।
 চঞ্চল হৃদয় তার নাহি হয় স্থির ॥
 চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন ।
 উঠিতে নাহিক শক্তি না চলে চরণ ॥
 বহু কষ্টে গমন করিয়া ছুই জন ।
 প্রবেশ করেন শেষে চিত্রধ্বজ বন ॥
 হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত ।
 পূর্বদিকে সমুদিত দেব দিননাথ ॥
 ক্ষুধার্ত তৃষার্ত দৌহে কাতর হৃদয় ।
 রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতির কয় ॥
 চলিতে না পারি নাথ করিনিবেদন ।
 বিশ্রাম করহ এই স্থানে এইক্ষণ ॥
 দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত ।
 এই স্থানে স্নান কর আছত ক্ষুধিত ॥
 রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর ।
 বন হতে ফল পুষ্প আনেন সত্তর ॥
 উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি ।
 কুড়াইয়া আনে বহু সুপক্ক বদরী ॥
 উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হল দূর ।
 গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর ॥
 নানাস্থান এড়াইল পর্বত কানন ।
 নদ নদী কত শত বন পর্য্যটন ॥
 তমাল পিয়াল শাল রক্ষ নানাজাতি ।
 মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি ॥
 বদরী খর্জুর জম্বু পলাশ রসাল ।
 নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল ॥
 কদলী বয়ড়াকল আর আমলকী ।
 কদম্ব অশ্বথ বট নিম্ব হরীতকী ॥
 জারুল পারুল বেল প্রিয়ঙ্গু অশ্রু ॥
 রক্তমার চন্দন বাদাম দেবদারু ॥
 ইত্যাদি অনেক রূক্ষে নানা পক্ষিগণ ।
 ব্যাঘ্রাদি হিংসক কত করিছে ভ্রমণ ॥
 মুগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কামর ।
 ঘোটক গোধিকা ধর ভল্লুক শূকর ॥
 শত শত পশু দেখে বনের ভিতর ।
 বিকট দশন দেখে অতি ভয়ঙ্কর ॥

ভুচর খেচর কত কে করে গণন ।
 দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতিশোর বন ॥
 মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি ।
 সংসারের সার তুমি অগতির গতি ॥
 দয়া কর দীননাথ করুণানিধান ।
 সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
 তোমা বিনা রক্ষা করে নাহি হেন জন ।
 আমার ভরসামাত্র প্রভুর চরণ ॥
 গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর ॥
 ত্রাণ কর এইবার হয়েছি কাতর ॥
 এইরূপ বলি রাজা স্মরে চক্রপাণি ।
 অকস্মাৎ তথা এই হল দৈববাণী ॥
 যত দিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে ।
 থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে ॥
 শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার ।
 বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার ॥
 একদিন বনমধ্যে করে দরশন ।
 মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কত জন ॥
 ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন ।
 কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভোজন ॥
 জেলে বলে কুক্ষণেতে ধরি জাল করে ।
 কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে ॥
 রাজা বলে শুন সবে আমার বচন ।
 পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবে এখন ॥
 তাল বেতালেরে স্মৃতি করেন শ্রীবৎস ।
 সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য ॥
 চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার ।
 পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ॥
 পাইয়া অনেক মীন কৈবর্তের গণ ।
 জানিল সাধক বটে এই ছুই জন ॥
 সাদরে শকুল মৎস্য দিল নৃপতির ।
 মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহেন রাণীরে ॥
 ক্ষুধার্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন ।
 মীন পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন ॥
 শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার ।
 মীন পোড়া খেলে হয় শনি-প্রতীকার ॥

ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ ।
 মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ ॥
 হরিষে বিদ্যাদে রাণী অনল জ্বালিল ।
 যতনপূর্বক সেই মৎস্য পোড়াইল ॥
 মীন দক্ষ করি চিন্তা চিন্তা করে মনে ।
 মৎস্য পোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে ।
 ক্ষীর ছানা নবনীত করে যে ভোজন ।
 বনে আসি মীন দক্ষ খাবে সেই জন ॥
 কিকপেতে এই ছাই খা(ও)য়াব তাঁহারে
 শতেক ব্যঞ্জন হয় যাহার আহারে ॥
 এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে ।
 ধুইয়া আনিব বলে গেল সরোবরে ॥
 জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল ।
 ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
 হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া ।
 কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥
 কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়ামৎস্য বাঁচে
 কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে ॥
 শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি ।
 একেত ক্ষুধার্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ অতি ।
 বলিবেন তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ ।
 পলাল বলিয়া এবে কর প্রতারণ ॥
 হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায় ।
 এখন রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায় ॥
 এত ভাবি চিন্তাদেবী কান্দিতে কান্দিতে
 সকল ব্রতান্ত কহে রাজার সাক্ষাতে ॥
 শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীরে কহিল ।
 এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য ।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি,কহিছে আকাশবাণী,
 শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি ।
 আমি ছোট লক্ষ্মী বড়,তুমি কহিয়াছ দড়,
 তার শাস্তি করিব সংপ্রতি ॥

সম্পত্তিতে করি গর্ক,আমারে দেখিলেখর্ক,
 আমি তব কি করিতে পারি ।
 যেইলজ্জা দিলে মোরে,সেকথা কহিবকারে,
 শুন দুঃখমতি মন্দকারী ॥
 পণ্ডিত ধার্মিক জ্ঞানে,আইলাম তবস্থানে,
 তুমি ত করিবে সুবিচার ।
 কপট চাকুরী করি, মম গুণ পরিহরি,
 তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার ॥
 কি কব দুঃখের কথা,স্মরণে মরম ব্যথা,
 রহিবেক হৃদয়ে আমার ।
 আসন বলিয়া শ্রেষ্ঠ,লক্ষ্মীরে বলিলে জ্যেষ্ঠ,
 এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
 করিয়াছি রাজ্যনাশ,অপর অরণ্যে বাস,
 শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব ।
 শুন রাজা বলি তোরে,তবেতচিনিবে মোরে,
 নহে মিথ্যা যে কথা বলিব ॥
 শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
 দেব দৈত্য নাগ আদি গণে ।
 অবধ্য সর্বত্রগামী,সর্ব ঘটে থাকি আমি,
 অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥
 শুন হে শ্রীবৎস ভূপ,ত্রেতাযুগে রামরূপ,
 হইল প্রভুর অবতার ।
 এক ব্রহ্ম চারি অংশে,জন্মিলেন রঘুবংশে,
 রাজা দশরথের কুমার ॥
 দশরথ ধর্ম্মাচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
 আমি তাঁরে পাঠাই কানন ।
 অনুজ লক্ষ্মণ সাথে,প্রবেশে গহন পথে,
 জটা বন্ধ করিয়া ধারণ ॥
 স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাসতী,পতি অনুগতঅতি,
 শুন হে দুর্গতি যত তাঁর ।
 কাননে পতির সহ,ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
 বনে গেল দীনের আকার ॥
 পর্বত কানন পথে,বন্ধিয়া স্বামীর সাথে,
 পরে তাঁরে হরে দশানন ।
 রাজ্য ধন স্বামী ছাড়ি,গেলেন রাবণবাড়ী,
 বাস হইল অশোক কানন ॥

আর কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
 সতী কন্তা অর্জ অঙ্গ য়ার ।
 সতী গতে কুন্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ,
 ছাগমুখ দক্ষের আকার ॥
 সতী দেহ ত্যাগ করে, জন্মি হিমালয়ঘরে,
 সর্ব হেতু মম মায়াজাল ।
 আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ-পরিহারি,
 ভগাঙ্গ রহিল কতকাল ॥
 মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি,
 কীটরূপ ধারণ করিল ।
 যুচিল বৈকুণ্ঠলীলা, গণ্ডকীপর্কতে শিলা,
 দেবমানে বহুকাল ছিল ॥
 বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
 ত্রিভুবন করে অধিকার ।
 হেলন করিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
 রাখিলাম বদ্ধ কারাগার ॥
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, সর্বত্র আমার বল,
 সবে করে আমারে পূজন ।
 তোর কাছে অঙ্গ আমি, তুমি পৃথিবীর স্বামী
 লক্ষ্মী তোর দেখিব কেমন ॥
 এতেক কহিয়া শনি, হইল আকাশগামী,
 স্বপ্নবৎ শুনিল রাজন ।
 চিন্তিয়া বুঝিল মর্শ্ব, শনির যতেক কর্ম্ম,
 হল রাজা নিরানন্দ মন ॥
 আরণ্যপর্বের কথা, অতি সুখ মোক্ষদাতা,
 রচিলেন মহামুনি ব্যাস ।
 রচিল পাঁচালিছন্দে, মনের আবেশানন্দে,
 কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥

চিন্তার সহিত রাজার কথা ।

শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী ।
 ডাকিয়া বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি ॥
 যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল ।
 রাজ্যনাশ বনবাস সর্বনাশ কৈল ॥
 বিবাদ করিয়া যদি দৌহে না আসিবে ।
 তবে কেন চিন্তাদেবী এমত হইবে ॥

আমার কুদিন হল বিধির ঘটনা ।
 নৈলে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে ছুজনা ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবি কি হইবে আর ।
 নিজ কর্ম্মার্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার ॥
 কারণ করণ কর্তা দেব গদাধর ।
 আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
 ধর্ম্মে বিচলিত মন নহে ত আমার ।
 নিজ কর্ম্মে ছুৎখ পাই কি দোষ তাঁহার ॥
 চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেদ কানন ।
 ফল মূল আহায়েতে করেন যাপন ॥
 ধর্ম্মচিন্তা করে রাজা স্মরে বিধাতায় ।
 এইরূপে পঞ্চ বর্ষ নানা ছুৎখ পায় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া আশ্রয়ে
স্থিতি ।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব কথন ।
 কাননে বঞ্চেদ চিন্তা শ্রীবৎস রাজন ॥
 পূর্বমত ফল-মূল না মিলে তথায় ।
 কানন ত্যজিয়া রাজা মগরেতে যায় ॥
 নগর উত্তরভাগে ধনীর বসতি ।
 তথায় বসতি মোর না হয় সম্মতি ॥
 ছুৎখী হয়ে ধনাচোর নিকটে না যাবে ।
 দরিদ্র দেখিয়া মোরে অবজ্ঞা করিবে ॥
 ছুৎখীর সমাজে থাকি কাটাইব কাল ।
 পাছে লোকে ঘৃণা করে এ বড় জঞ্জাল ॥
 এত বলি দক্ষিণেতে প্রবেশিল রায় ।
 শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয় ॥
 রাজা রাণী তথাকারে হন উপনীত ।
 দেখিয়া সচ্রমে তারা জিজ্ঞাসে দ্বিগত ॥
 কহ তুমি কেবা হও কোথায় বসতি ।
 কি হেতু আসিলে দৌহে কহ শীঘ্রগতি ।
 শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর ।
 মোর সম ছুৎখী নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
 বহু ছুৎখ পেয়ে আমি আইনু হেথায় ।
 তোমরা করিলে কৃপা তবে ছুৎখ যায় ॥

আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার ।
 করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার ॥
 মোরা কাঠুরিয়া জাতি কাষ্ঠ বেচি কিনি ।
 নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি ।
 সঙ্গে থেকে কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে ।
 এ কর্মে নিযুক্ত হলে দুঃখ না রহিবে ॥
 শুনি আনন্দিত হন শ্রীবৎস রাজন ।
 ভাল ভাল এই কর্ম করিব এখন ॥
 হেনমতে কাঠুরিয়া ঘরে দুই জন ।
 রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ মন ॥
 কাঠুরিয়াগণ-ভার্যা যতেক আছিল ।
 চিন্তার সৌজন্য হেরি সবে বশ হল ॥
 নানা ধর্ম নানা কর্ম করান শ্রবণ ।
 শুনিয়া সন্তুষ্ট হল সবাচার মন ॥
 সবা সঙ্গে সখীভাবে আছে রাজরাণী ।
 শিষ্টালাপে থাকে সদা দিবস রজনী ॥
 প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে ।
 রাজাকে ডাকিল সবে এস যাই বনে ॥
 শুনিয়া চলেন রাজা সবার সংহতি ।
 ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি ॥
 কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক ।
 বড় বড় বোঝা সবে বাস্কিল যতেক ॥
 ফল মূল পত্র পুষ্প নিল সর্বজন ।
 আমি কি লইব চিন্তে চিন্তিল রাজন ॥
 নিন্দিত না হয় কর্ম ক্রেস না সহিব ।
 অথচ আপন কর্ম প্রকারে সাধিব ॥
 চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার ।
 কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার ॥
 বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়াকুল ।
 গৃহিলোক আসি সবে করি নিল মূল ॥
 কেহ পায় চারি পণ কেহ আট পণ ।
 কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য প্রয়োজন ॥
 চন্দনের কাষ্ঠ লয়ে শ্রীবৎস রাজন ।
 বেচিবারে যায় তবে বণিক সদন ॥
 দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর ।
 উচিত করিয়া মূল্য দিলেক সত্তর ॥

তজ্জা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল ।
 অপূর্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল ॥
 ঘৃত তৈল চালি ডালি লবণ সৈন্ধব ।
 মশলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেন সব ॥
 শাক শূপ তরকারি যতেক পাইল ।
 ভাল মৎস্য মাংস রায় যত্ন করি নিল ॥
 কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি ।
 গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাসতী ॥
 রাণী প্রতি কহে রাজা বিনয় বচন ।
 কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ ॥
 শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী ।
 বিচিত্র করিয়া পাক করিল তখনি ॥
 লক্ষ্মী অংশে জন্ম তাঁর লক্ষ্মী স্বকপিণী
 চক্ষুর নিমেষে পাক কৈল চিন্তারাণী ॥
 স্নান দান করি রাজা আসিয়া সত্তর ।
 দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর ॥
 রাণী বলে সবাচারে ডাকহ রাজন ।
 সকল রন্ধন হল করাহ ভোজন ॥
 এত শুনি নরপতি ডাকে সবাচারে ।
 আনন্দিত হয়ে সবে এল ভুঞ্জিবারে ॥
 একত্র হইয়া সব কাঠুরিয়াগণ ।
 ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষ্টমন ॥
 রাণী অন্ন আনি দেন পরশে রাজন ।
 ক্রমে ক্রমে পরশিল ভুঞ্জে সর্বজন ॥
 সুখা সম অন্নপান খায় সর্বজন ।
 ধন্য ধন্য ধনি হল কাঠুরে ভবন ॥
 অদ্বাপুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া ।
 পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হইয়া ॥
 এইরূপে কত দিন বঞ্চিল তথায় ।
 এক দিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
 বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায় ।
 চাপাইয়া তরী সাধু সেইখানে রয় ॥
 অকস্মাৎ তার ডিঙ্গি চড়াতে লাগিল ।
 'হায় হায় করি কান্দে কি হল কি হল ॥
 হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন ।
 গণক হইয়া শনি আইল তখন ॥



হস্তে লাঠি পুঁথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া ।
 সাধুর মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া ॥
 শুন মহারাজ তুমি স্থির কর মন ।
 তোমার তরণী বন্ধ হল যে কারণ ॥
 তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চন ।
 অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন ॥
 সেই হেতু তব তরী হল হেন রূপ ।
 কহিনু যতেক কথা জানিবে স্বরূপ ॥
 মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি ।
 অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
 ব্রাহ্মণ বলেন শুন আমার বচন ।
 যেকপে তোমার তরী চলিবে এখন ॥
 এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন ।
 নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ ॥
 সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী ।
 তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী ॥
 সেই আসি যেইক্ষণে ছুঁইবে তরণী ।
 কহিনু স্বরূপ কথা ভাসিবে তখনি ॥
 শুনি আনন্দিত হল সেই মহাজন ।
 এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন ॥
 শুনিয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে ।
 পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে ॥
 কিস্করেরে তবে সাধু কহিল সত্ত্বরে ।
 কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে ॥
 শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিস্কর চলিল ।
 স্তব স্তুতি করি সবাংকরে আমন্ত্রিল ॥
 সহজেতে হীনজাতি অতি অপজ্ঞান ।
 পাইয়া সাধুর নাম আনন্দ বিধান ॥
 যতেক কাঠুরেভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি ।
 হরিষ বিধানে সবে চলিল তখনি ॥
 যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী ।
 সেই খানে উত্তরিল যতেক রমণী ॥
 কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী ।
 কৌশল্যা রোহিণী চলে আর সাহাবতী ॥
 রেবতী কৈকেয়ী উমা রত্না তিলোত্তমা ।
 হরপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধা সতী শ্যামা ॥

যশোদা যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া
 আর বঞ্জী গয়া গঙ্গা কালিন্দী অভয়া ॥
 চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী ।
 পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী ॥
 একে একে তরী সবে পরশ করিল ।
 জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল ॥
 কারো হতে নাহি হল সাধু প্রয়োজন ।
 বুঝিল হইল মিথ্যা গণক বচন ॥
 কত নারী আইল না এল কত জন ।
 কিস্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ ॥
 নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে রায় ।
 এক নারী না আইল স্বামীর মানায় ॥
 শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে
 তিনি এলে মোর তরী অবশ্য চলিবে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বণিক কর্তৃক চিন্তা হরণ ।

তবে সাধু হর্ষযুক্তা গলে বস্ত্র দিয়া ।
 যথাস্থানে চিন্তা সতী উত্তরিল গিয়া ॥
 কাতর হইয়া অতি সাধু কহে বাণী ।
 আশারে করহ রক্ষা ওহে ঠাকুরাণি ॥
 সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহে দুঃখ মনে ।
 আমাকে যাইতে মানা করিল রাজনে ॥
 কি কহিরে মহারাজ আসিয়া ভবনে ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে ॥
 কাতর শরণাগত যেই জন হয় ।
 তাহারে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥
 বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি ।
 প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী ॥
 যাহা কন মহারাজ এ কথা শুনিয়া ।
 সহিব সকল কথা শরণ মাগিয়া ॥
 এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃদচিন্তা হৈয়া ।
 চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া ॥
 উপনীতা হন যথা সদাগর-তরী ।
 করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি ॥

যদি আমি সতী হই পতি অমৃতগতা ।
 তবে সে ভাসিবে তরী কহিনু সর্বথা ॥
 এত বলি সেই তরী পরশ করিতে ।
 ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে ॥
 দেখি সদাগর হল হরষিত মন ।
 জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন ॥
 যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে ।
 ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে ॥
 এত ভাবি নৌকাপরে লইল চিন্তারে ।
 দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
 শুনি ধর্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি ।
 অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
 চিন্তার বলহ শেষে হল কোন গতি ।
 কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি ॥
 এত শুনি কহেন শ্রীযশোদাকুমার ।
 শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার ॥
 অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে ।
 ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া ।
 কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া ॥
 সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত ।
 বহু স্তব করে চিন্তা বহু প্রণিপাত ॥
 দয়া কর দিননাথ অখিলের পতি ।
 মোর ক্রপ লহ দেব দেহ কু-আকৃতি ॥
 জরায়ুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি ।
 এত বলি কান্দে দেবী লোটাঁইয়া ক্ষিতি ॥
 দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল ।
 ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল ॥
 চিন্তাদেবী-ক্রপ দেব করিল হরণ ।
 গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ ॥
 এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তাসতী ।
 বাহিয়া চলিল সাধু মহাহৃদয়মতি ॥
 এথায় কানন হতে আসি নিজালয় ।
 শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময় ॥
 কান্দিয়া অস্তির রাজা না দেখি চিন্তায় ।
 সকাভরে পড়সীয়ে জিজ্ঞাসেন রায় ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যমান ॥
 শ্রীবৎস রাজার রোদন এবং চিন্তার
 কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,
 পড়সীয়ে জিজ্ঞাসে বারতা ।
 কহসবেসমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
 না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা ॥
 রাজার বিনয় শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
 ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন ।
 কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে এক জন,
 আইল ধনাঢ্য মহাজন ॥
 তাহার কর্ণেতে ঘটে, তরনী আটক ঘাটে,
 বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল ।
 আসি সেই মহাজন, কহিলেন সুবচন,
 যত নারী সবারে ডাকিল ॥
 গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাঠুরে বধু,
 ক্রমে ক্রমে তরী ছোঁয়াইল ।
 না ভাসিল সেই তরী, পুনঃপুনঃ যত্ন করি,
 তোমার চিন্তায় লয়ে গেল ॥
 বজ্র সম বাণী শুনি, মুচ্ছাগত নৃপমণি,
 লোটাঁয়ে পড়িল ধরাতেলে ।
 কণেকে চেতন পায়, বলে রাজা হায় হায়,
 কেন হেন ঈশ্বর করিলে ॥
 আমার কর্ণের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
 নারী সঙ্গে আইনু কাননে ।
 ধন রত্ন যত আনি, সকল হরিল শনি,
 অবশেষে ছিল দুই প্রাণে ॥
 তাহাতে করিল আন, দুই জন দুই স্থান,
 শনি দুঃখ দিল বহু মোরে ॥
 বিবাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
 ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে ॥
 এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
 চলিল নদীর তটে তটে ।
 জিজ্ঞাসিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
 মনুষ্য যতেক দেখে বাটে ॥

বিবধ কানন মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ ।
বহু দেশ নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমে রাজা পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তাঁর ।
শুন ধর্ম মহাশয়, সকল দৈবৈতে হয়,
সব কর্ম ইচ্ছা বিধাতার ॥
চিন্তানন্দ নামে বনে, রাজাগেলসেই স্থানে,
তথাকারে সুরভি আশ্রম ।
অপূর্ববিচিত্রশোভা, সুরাসুরমনোলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন ॥
নানাপশু নানাপক্ষ, এক স্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রঞ্জে একস্থল ।
বিচিত্র তড়াগ বাপী, পঙ্করিণী কতকপী,
তাহে শোভে কনক কমল ॥
অপূর্বকাননশোভা, নানাপুষ্পমনোলোভা
ষড়ঋতু শোভিত তথায় ।
কেহ কারে নাহি ডরে, মুখে সবে ঘর করে,
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায় ॥
রাজাপুণ্যবান অতি, জানিয়া গোমাতাসতী
তথায় হইল উপনীত ।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি তবে নাহি ভীত ॥

—
সুরভি-আশ্রমে রাজার স্থিতি ।

সুরভি জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন জন ।
রাজা বলে শুন মাতা মোর নিবেদন ॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি ।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগদেশস্থামী ॥
আনন্দেতে করিতাম প্রজার পালন ।
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন ॥
এক দিন শনি সঙ্গে জলধিতনয়া ।
মম স্থানে আসে দৌহে বিরোধ করিয়া ॥
বিচার করিহু আমি ধর্মশাস্ত্র ধরি ।
বিপরীত বুঝি শনি হল মম অরি ॥

রাজ্য ধন সব শনি করিল বিনাশ ।
অবশেষে চিন্তা সহ আসি বনবাস ॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চিত ছুই জনে ।
চিন্তাকে হারানু মাতা বিপিন নির্জনে ॥
সুরভি এতেক শুনি কহে রাজা প্রতি ।
ভয় নাই থাক রাজা আমার বসতি ॥
যত দিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার ।
তত দিন মোর হেথা থাক গুণাধার ॥
এখানে শনির ভয় নাহিক রাজন ।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ ॥
পুনঃ বসুমতীপতি হবে নৃপবর ।
চিন্তাসতী পাবে কত দিবস অন্তর ॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায় ।
এক ধার দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায় ॥
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায় ।
অবশ্য পড়িবে তুমি শনির মায়ায় ॥
রাজা বলে মাতা হয় যে আজ্ঞা তোমার ।
রহিলাম যত দিন দুগ্ধ নহে পার ॥
এ রূপে শ্রীবৎস রায় রহিল তথায় ।
শুনহ অপূর্ব কথা ধর্মের তনয় ॥
মনোরথ নন্দিনীর যত দুগ্ধ খায় ।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজি যায় ॥
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি ।
ছুই হাতে মহারাজ ছুই পাট ধরি ॥
চিন্তাবতী শ্রীবৎস নৃপতি নাম অরি ।
তাল বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি ॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন ।
একপে কতেক পাট করয়ে রচন ॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন ॥
স্থানে স্থানে স্তূপাকার শত শত করি ।
এমতে শ্রীবৎস বঞ্চে দিবস শর্বরী ॥
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম মহাশয় ।
পুনর্বীর পড়ে রাজা শনির মায়ায় ॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী ।
কূলেতে থাকিয়া দেখে শ্রীবৎস আপনি ॥

মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া ।
 শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া ॥
 নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন ।
 গীত্র করি কূলে তরী লইল তখন ॥
 পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নায়ের নফর ।
 অতি ভ্রা করি তরী চালায় সত্বর ॥
 মৃদুভাবে রাজা কহে বিনয় বচন ।
 শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ ॥
 বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব ভাগ্যবলে ।
 এবার হইলু নষ্ট নিজ কর্মফলে ॥
 কারে কি বলিব আমি কি বলিতে পারি ।
 ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি ॥
 তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম কর ।
 তবে ত তরিব আমি বিপদ সাগর ॥
 কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি ।
 কূলে যদি লয়ে যাও নৌকাপরে তুমি ॥
 যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান ।
 সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান ॥
 স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন ।
 তবে ত বিপদে তরি এই নিবেদন ॥
 রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন ।
 কিস্করেরে আজ্ঞা করে লয়ে এস ধন ॥
 রাজাকে কহিল সাধু শুন মহাশয় ।
 আইস আমার সঙ্গে নাহি কিছু ভয় ॥
 হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে ।
 স্বর্ণপাট বয়ে আনে যতেক নফরে ॥
 হৃষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী ।
 কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি ॥
 রূপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর ।
 এই ছুইচিন্তা ছুই করিল অন্তর ॥
 মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে ।
 বুচাই মনের ব্যাথা বধিয়া ইহাকে ॥
 এতেক ভাবিয়া মনে ছুই ছুরাচারে ।
 রাজাকে ধরিয়া ফেলে সাগর মাঝারে ॥
 যখন ধরিয়া ছুই করিল বন্ধন ।
 হ্রাহি হ্রাহি করি রাজা করিছে স্মরণ ॥

কোথা তাল বেতাল বান্ধব ছুইজন ।
 এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ ॥
 কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমাকে ছাড়িয়া ।
 আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া ॥
 সেই নৌকাপরে ছিল চিন্তা পতিব্রতা ।
 কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভুকথা ॥
 যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সমুদ্রে ।
 হইল বেতাল তাল রাজচক্ষে নিদ্রে ॥
 তাল রক্ষা কৈল চক্ষু বেতাল হৈল ভেলা ।
 ভাসিয়া নৃপতি যায় যেন রাশি তূলা ॥
 সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগায় ।
 বালিশে আলিস রাখি নৃপ ভাসি যায় ॥
 শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয় ।
 বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায় ॥
 সৌতিপুবে মালাকারজায়ার আশ্রমে ।
 আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্ভানে ॥
 বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন ।
 রাজ-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন ॥
 রাজদরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল ।
 পূর্বমত সব পুষ্প বিকসিত হল ॥
 অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল ।
 গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল ॥
 শেফালি সেঁউতী আদি নানাজাতি ফুল ।
 ফুটিল যতেক পুষ্প নাহি সমতুল ॥
 পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে ।
 কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে ॥
 বড়খাতু আসি তথা হল উপনীত ।
 শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত ॥
 পূর্বমত বনশোভা হইল বিস্তর ।
 কর্মাস্তর হতে মালিনী আইল ঘর ॥
 আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী ।
 ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি ॥
 বন দেখি হৃষ্ট অতি মালীর মহিষী ।
 কুসুমকাননে শীত্র প্রবেশিল আসি ॥
 একে একে নিরখিয়া চতুর্দিকে চায় ।
 হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় ॥

কন্দৰ্প আকাৰ এক পুৰুষ সুন্দর ।
 মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর ॥
 কোথা হতে এলে তুমি কোন মহাজন ।
 সত্য করি কহ বাছা মোর নিবেদন ॥
 মালিনী-বিনয় শুনি তবে নৃপমণি ।
 কহিতে লগিল রাজা আপন কাহিনী ॥
 বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার ।
 ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার ॥
 ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই তেঁই আসি কুল ।
 আমার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল ॥
 শুনিয়া মালিনী কহে শুন মহাশয় ।
 থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয় ॥
 শুভগ্রহ হল তব দুঃখ অবসান ।
 নহে কেন নৌকা ডুবে পাইলে পরাণ ॥
 আর কেহ নাহি বাপু বঞ্চিত একাকিনী ।
 মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি ॥
 এমনে রহিল তথা শ্রীবৎস ভূপতি ।
 শুনহ অপূৰ্ব কথা ধৰ্ম্ম মহামতি ॥

—
 শ্রীবৎস রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি ।

মালিনীর বাণী শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
 তুষ্ট হয়ে গেল সেই বাসে ।
 আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
 বঞ্চে রায় কৌতুক বিশেষে ॥
 এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী-ঘর,
 আছে রায় কেহ নাহি জানে ।
 শুন ধৰ্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
 শুভ তার হয় দিনে দিনে ॥
 অপূৰ্ব বিধির কৰ্ম্ম, কেবা তার বুঝে মৰ্ম্ম,
 সৃজন পালন পুনঃ পাত ।
 একবার হয় অংশ, আর বার করে ধ্বংস,
 কৰ্ম্মযোগে করে যাতায়াত ॥
 পুনঃ জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপ ফিরে ফিরে,
 তথাচ না বুঝে মুঢ় জন ।
 লোভ করে অপহরে, কুকৰ্ম্ম কতেক করে,
 স্থির কৰ্ম্ম নহে একরূপ ॥

আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা,
 বাছদেব নামে নৃপবর ।
 ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্য,
 সৌজন্ত্যে দ্রৌপদী দোসর ॥
 রূপ গুণ বর্ণিবারে, কারশক্তি কেবা পারে,
 তিলোত্তমা জিনি রূপবতী ।
 ক্ষমায় পৃথিবী সম, লক্ষ্মীর লক্ষণ যেন,
 তপে যেন অগ্নি স্বাহাবতী ॥
 জন্মাবধি কৰ্ম্ম তাঁর, শুন শুন গুণাধার,
 হরগৌরী করে আরাধন ।
 কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত,
 আরাধয়ে করি প্রাণপণ ॥
 স্তবে তুষ্টা হৈমবতী, ডাকি বলে ভদ্রাবতী,
 বর মাগ চিন্তে যাহা লয় ।
 শুনিয়া রাজার স্তুতা, হইল আনন্দযুতা,
 প্রণমিয়া করযোড়ে কয় ॥
 শুন মাতা ব্রহ্মময়ি, গতি নাই তোমা বই,
 তরাইতে হবে এ দাসীরে ।
 বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
 এই বর দেহ মা আমারে ॥
 তুষ্টা হয়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
 তব ভাগ্যে হবে নৃপবর ।
 তত্ত্বকথা কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন,
 রত্নাবতী মালিনীর ঘর ॥
 তারে বরমাণ্য দিয়া, স্নুখে ঘর কর নিয়া,
 বর দিলাম বাঞ্ছামত তব ।
 বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
 দেবী পূজে করিয়া উৎসব ॥
 শ্রীবৎসচিন্তার কথা, আরণ্যপৰ্ব্বতে গাঁথা,
 শুনিলে অধৰ্ম্ম হয় নাশ ।
 কমলাকান্তের স্তুত, সৃজনের মনঃপূত,
 বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

—
 শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ ।

শুন ধৰ্ম্ম মহারাজ করহ আবেগ ।
 মালিনী-ভবনে বঞ্চে শ্রীবৎস রাজন ॥

মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ ।
 কুল কল জলে রাজা পূজে নারায়ণ ॥
 কায়মনোবাক্যে রাজা ধর্ম নাহি ত্যজে ।
 আপনা গোপন করি রহে ধর্মরাজে ॥
 শুন ধর্ম মহীপাল অপূর্ব কথন ।
 ভদ্রাবতী কন্যা লয়ে শুন বিবরণ ॥
 ভোজনে বসেছে বাহুদেব মহীপাল ।
 পরশিতে আসে ভদ্রা হাতে স্বর্ণখাল ॥
 রাণী জ্ঞান করি রাজা করে পরিহাস ।
 কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ ॥
 শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন ।
 ভৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহিছে বচন ॥
 ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি ।
 সকল করিলে নষ্ট ধর্মপথ ত্যজি ॥
 পরকালবন্ধু ধর্ম তাহে করি হেলা ।
 বিষয়ে হইলে মত্ত রাজভোগে ভোলা ॥
 জ্ঞান না যে মহারাজ আছয়ে শমন ।
 কি বোল বলিবে কালে না ভাব এখন ॥
 এমন কুরুষ্ম রাজা কেহ না আচরে ।
 আপনার তনয়ারে পরিহাস করে ॥
 সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান ।
 চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
 ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস ।
 ধিক্ থাক রাজা তব জীবনে কি আশ ॥
 এমন শুনিল্য রাজা রাণীর বচন ।
 লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন ॥
 ওহে মহাদেবি শুন আমার বচন ।
 মিথ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন ॥
 এত বড় যোগ্য কন্যা আছে মম ঘরে ।
 এক দিন মহাদেবি না কহ আমারে ॥
 আমি ধর্ম হেলা নাহি করি যে কথন ।
 জানেন আমার মন সেই নারায়ণ ॥
 আজি আমি কন্যার করিব স্বয়ম্বর ।
 এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর ॥
 ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিয়া সকল ।
 সবারে কহিল আমন্ত্রণ তুমুল ॥

ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী ।
 আনন্ডিত হল সবে এই কথা শুনি ॥
 আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার ।
 যত দূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার ॥
 নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ ।
 বাহুদেব রাজ্যে সবে করিল গমন ॥
 নিরবধি আসে রাজা কত লব নাম ।
 কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম ॥
 দ্রাবিড় মগধমৎস্য কর্ণাট ভূপাল ।
 গুজরাট মহারাষ্ট্র কাশ্মীর পাঞ্চাল ॥
 চতুরঙ্গ দলে আসে যত নৃপগণ ।
 উপযুক্ত বাসা দিল করি নিকূপণ ॥
 সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্য স্থান ।
 ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ ॥
 কেবা খায় কেবা লয় কেবা দেয় আনি ।
 খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি ॥
 আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ ।
 প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান ॥
 সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন ।
 আনন্দ সাগর নীরে ভাসে রাজগণ ॥
 নানা কথা আলাপনে বসে সর্বজন ।
 অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন ॥
 কন্যা অধিবাস করি বর্ষাদি অর্চন ।
 ষোড়শ মাতৃকা পূজা গন্ধাদি বসন ॥
 অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন ।
 হেথা মালিনীর মুখে শ্রীবৎস রাজন ॥
 শুনিয়া দেখিব বলে বাঞ্ছা কৈল চিন্তে ।
 রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হয় কোন পাত্রে ॥
 সমভাব হয়ে বসে যত রাজগণ ।
 কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস রাজন ॥
 মনোযোগ কর রাজা ধর্মের নন্দন ।
 বিধির নির্বন্ধ কর্য কে করে খণ্ডন ॥
 হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত ।
 সভামধ্যে ভদ্রাবতী হল উপনীত ॥
 ভদ্রার কপের কথা বর্ণন না যায় ।
 তিলোত্তমা শচীদেবী তার ভুল্যা নয় ॥

লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী ।
 রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী ॥
 সভামধ্যে আসি ভদ্রা করে নিবেদন ।
 এ সভাতে দেব দ্বিজ আছে যত জন ॥
 সকলে জানিবে যে আমার নমস্কার ।
 আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার ॥
 এত বলি চতুর্দিকে করে নিরীক্ষণ ।
 হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন ॥
 কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর ।
 যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর ॥
 শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন ।
 যথায় বসিয়া আছে শ্রীবৎস রাজন ॥
 নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করে ।
 দিলেক চন্দন মাল্য চরণ উপরে ॥
 দণ্ডবৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া ।
 যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া ॥
 ছিছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার ।
 শিষ্টজন কহে কৰ্ম্ম এই বিধাতার ॥
 কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে ।
 বিধির নিরীক্ষ কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥
 কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন ।
 কৰ্ম্মের নিরীক্ষ এই জানিবে তেমন ॥
 এইরূপে কথার আলাপে সৰ্ব্বজন ।
 যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ ॥
 বাহুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি ।
 শীঘ্রগতি উঠি যান নিজ অন্তঃপুরী ॥
 কহেন কান্দিয়া রাজা মহাদেবী স্থান ।
 ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান ॥
 এত রাজগণ ছিল না বরিল কায় ।
 অন্ত্যজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায় ॥
 পুরুষে পুরুষে মোর রহিল অখ্যাতি ।
 হেন ইচ্ছা হয় মোর গলে দিই কাতি ॥
 রাণী কহে মহারাজ করহ অবণ ।
 তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ ॥
 হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ।
 তুমি আমি যত চিন্তি এ সকল মিছা ॥

হেলায় সৃজন যার হেলায় সংহার ।
 বুঝিবে তাঁহার মায়া হেন শক্তি কার ॥
 ভদ্রা তনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি ।
 চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি ॥
 রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন ।
 মন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা শুন সৰ্ব্বজন ॥
 বাহিরে আবাস করি দেহ ত ভদ্রার ।
 ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যে চাহিতাহার ॥
 পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন ।
 হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুগুন ॥
 ভদ্রাকন্যা মুখ আমি না দেখিব আর ।
 বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার ॥
 এতকাল ভগবতী করি আরাধন ।
 কুজাতি কুরুপ বর বরিল এখন ॥
 এসব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্ন জল ।
 ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল ॥
 লোক মাঝে মুখ দেখাইব কোন লাজে ।
 এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাজে ॥
 হায় হায় বিধি কেন কৈল হেনরূপ ।
 ভদ্রাকন্যা লাগি এল কত শত ভূপ ॥
 কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্রে বরণ ।
 এমত ভাবিয়া রাজা কান্দিয়ে তখন ॥
 রাণী বলে মহারাজ হলে হতজ্ঞান ।
 কারণ করণ কর্ত্তা-সেই ভগবান ॥
 হেলায় সৃজন যার হেলায় সংহার ।
 কে বুঝিতে পারে চিত্র চরিত্র তাহার ॥
 তুমি আমি কৰ্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে ।
 মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে ॥
 কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার পিতা ।
 অনর্থের হেতু মাত্র বিষয়কামিতা ॥
 মায়া মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম কর সার ।
 যাহা হতে সংসার সমুদ্রে হবে পার ॥
 এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে ।
 বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সম্মিধানে ॥
 দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যামানে ।
 ইষ্টলাভে মুক্তা নাহি চাহে কারো পানে ॥

দেখিয়া রাণীর হল অভিষয় দুঃখ ।
 কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুছাইল মুখ ॥
 জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে ।
 রাখিয়া মধুর ভাষে দৌঁহাকারে তোষে ॥
 এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিহ দুঃখ ।
 কত দিন গত হলে পাবে বড় সুখ ॥
 গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে ।
 কতদিন ব্যাজে ভদ্রা রাজরাণী হবে ॥
 এইরূপে নন্দিনীকে তুষি মহারাণী ।
 ভিতর মহলে যান যথা নৃপমণি ॥
 রাজা বলে মোর ভদ্রা গেল কোথাকারে ।
 রাণী বলে রেখে এমু বাহির মন্দিরে ॥
 ভক্ষ্য ভোজ্য নিযোজিত করি দিল লোকে ।
 নিত্য নিত্য প্রীতি হতে নিয়া দিবে তাকে ॥
 এই মতে দুই জন রহিল বাহিরে ।
 দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
 বনপর্কে অপূর্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান ।
 কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান ॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর
 মিলন ।

শ্রীবৎসের দুঃখ-কথা কহে যদুরায় ।
 পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর-হৃদয় ॥
 দ্রৌপদী কহেন দেব কহ পুনর্বার ।
 চিন্তার কি হইল গতি ক্রমেন প্রকার ॥
 কিরূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিল রাজন ।
 কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা ।
 রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা ॥
 পরগৃহে বঞ্চে পরগৃহেতে পালিত ।
 জীবনে তাহার ধিক্ মরণ উচিত ॥
 কষ্টেতে বঞ্চে রাজা দিবস রজনী ।
 সাধনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী ॥
 বহুকাল গেল দুঃখ আছে অস্পকাল ।
 অচিরে পাইবে রাজ্য শুন মহীপাল ॥
 জ্ঞানবান লোকে কভু কাতর না হয় ।
 স্থির হয়ে ধর্ম করে ঈশ্বরে ধৈর্য ॥

সুখ দুঃখ দেখ রায় সহযোগে কর্ম ।
 সুখে উপার্জয়ে ধর্ম দুঃখেতে অধর্ম ॥
 ইহা বুঝি মহারাজ শাস্তিচিন্ত হও ।
 নিরবধি রাম নাম বদনেতে লও ॥
 না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন ।
 ইহা জানি নরপতি তত্তে দেহ মন ॥
 ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন ।
 অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ ॥
 একপে দ্বাদশ বর্ষ হল অবশেষ ।
 শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ ॥
 হেনমতে একদিন শ্রীবৎসরাজন ।
 ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন ॥
 তব বাপে কহি কিছু কর্ম দেহ মোরে ।
 ক্ষীরোদ নদীর তটে দান সাধিবারে ॥
 শুনিয়া ইচ্ছিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল ।
 রাণীর ইচ্ছিতে রাজা সেইক্ষণে দিল ॥
 পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি ।
 নদীকূলে বসে রাজা হইয়া জগাতি ॥
 শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায় ।
 তল্লাসী লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয় ॥
 দেখ যুধিষ্ঠির রায় দৈবের ঘটনে ।
 কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে ॥
 দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল ।
 আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল ॥
 নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন ।
 নৌকা হতে কূলে তোল আছে যত ধন ॥
 আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল ।
 তরী হতে নামাইয়া কূলে উঠাইল ॥
 দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জানাইল ।
 তোমার জামাতা মোর সর্বস্ব লুটিল ॥
 শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে ।
 কি হেতু সাধুর সব স্বর্ণ পাট নিলে ॥
 শ্রীবৎস বলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
 সাধু নহে এই বেটা দুষ্ক মহাজন ॥
 এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান ।
 তবে ত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ ॥

শুনি সদাগরে ডাকি কহেন নৃপতি ।
 স্বর্ণপাট ছুই খণ্ড কর শীঘ্রগতি ॥
 একখানি পাট যদি ছুই খানি হয় ।
 তবে ত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥
 এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া ।
 খুলিতে করিল যত স্বর্ণপাট নিয়া ॥
 খুলিতে নারিল সাধু মহালঙ্কা পায় ।
 তবে ত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায় ॥
 খুলিতে নারিল সাধু পাইলে প্রমাণ ।
 আমি খুলি স্বর্ণপাট করি ছুইখান ॥
 স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন ।
 তাল বেতালেরে তবে করেন স্মরণ ॥
 স্মরণ করিবামাত্র ছুইখান হয় ।
 দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময় ॥
 সন্ত্রমে উঠিয়া রাজা যোড় করি কর ।
 কহে বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর ॥
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর ।
 মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর ॥
 বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা
 সত্য করি কহ বাপু না ভাগিহ আমা ॥
 শ্বশুরের বাক্য শুনি শ্রীবৎস নৃপতি ।
 কহিতে লাগিল তবে মধুর ভারতী ॥
 শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন ।
 নীচে কি উত্তম বিধি করান মিলন ॥
 সমানে সমানে খাতা করান সংযোগ ।
 ছুঃখ সুখ হয় রাজা শরীরের ভোগ ॥
 মৃত্যু সম বনে ছুঃখ দ্বাদশ বৎসর ।
 শনির পীড়ায় আইনু তোমার নগর ॥
 খাতার নির্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ ।
 ভয় নাহি মহারাজ নহি নীচ জন ॥
 শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ ।
 প্রাগদেশপতি আমি শ্রীবৎস রাজন ॥
 চিরদিন ধর্মস্বায়ে রাজ্য পালি আমি ।
 দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি ॥
 একদিন শনি সহ জলধিকুমারী ।
 দৌড়ে দ্বন্দ্ব করি আসে মম বরাবরি ॥

লক্ষ্মী কহে আমি পূজ্য সকল সংসারে ।
 শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে ॥
 এই মত দ্বন্দ্ব করি আসি ছুই জন ।
 আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোন জন ॥
 শুনিয়া হৃদয়ে মোর হল বড় ভয় ।
 কাহারে কহিব শ্রেষ্ঠ কি হবে উপায় ॥
 উভয়ে বলিলাম কল্য আসিহ প্রভাতে ।
 ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে ॥
 বিদায় হইয়া দৌড়ে করিল গমন ।
 আমার ভাবনা হল কি করি এখন ॥
 কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি ।
 অনেক ভাবিয়া চিন্তে অনুমান করি ॥
 স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি ছুইখানি ।
 ছুইভিতে সিংহাসন মধ্যে থাকি আমি ॥
 সভা করি উপবিষ্ট রহিনু তথায় ।
 ছুই জন আইলেন প্রভাত সময় ॥
 দৌড়ে দেখি সসন্ত্রমে বসাই ঝটিতি ।
 কাতর অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি ॥
 তুষ্ট হয়ে ছুই জন বসে সিংহাসনে ।
 দক্ষিণে কমলা আর শনি বসে বামে ॥
 আমাকে জিজ্ঞাসে দৌড়ে সহাস্তবদন ।
 শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন ॥
 আপনা আপনি দৌড়ে ভাবি দেখ মনে
 দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে ॥
 এত শুনি ক্রোধী হয়ে শনি মহাশয় ।
 অঙ্গ দোষে গুরুদণ্ড করিল আমায় ॥
 রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রীবিচ্ছেদ হল ।
 মরণ অধিক ছুঃখ মোরে নিযোজিল ॥
 শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এ সব ভারতী ।
 দ্রাস্ত হয়ে বাহুরাজা উঠে শীঘ্রগতি ॥
 যোড়হাত করি রাজা করেন স্তবন ।
 ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ ॥
 শুভক্ষণে ভদ্রাকন্যা কুলে উপজিল ।
 তাহার কারণে তোমা দরশন হল ॥
 সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী ।
 এত দিনে আপনাকে ধন্য করি মানি ॥

ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল ।
 ঘরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল ॥
 এত দিন আছিলাম হইয়া অস্থির ।
 অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর ॥
 পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্য কতেক আছিল ।
 সেই কালে ভদ্রাকল্যাণ তোমারে পাইল ॥
 কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী ।
 শ্রীবৎস কহিছে তবে শুন মম বাণী ॥
 লঘুজনে এতাদৃশ নহে ত উচিত ।
 শীঘ্র করি মহারাজ চিন্তা মম হিত ॥
 নৌকাপরে চিন্তা মম আছেন বন্ধন ।
 শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচন ॥
 শূনি বাছ নরপতি উঠে শীঘ্রগতি ।
 পাত্র মিত্রগণ সবে চলিল সংহতি ॥
 নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে ।
 চিন্তা দেবী আছে তথা কাতর অন্তরে ॥
 কহিতে লাগিল রাজা চিন্তা দেবী প্রতি ।
 দুঃখকাল গেল মাতা উঠ শীঘ্রগতি ॥
 তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন ।
 উঠ মাতা দৌহে গিয়া কর গো মিলন ॥
 জরায়ুত চিন্তা অঙ্গ দেখিয়া রাজন ।
 জিজ্ঞাসিল চিন্তা প্রতি তার বিবরণ ॥
 পলিতপলিত কেন প্রতিব্রতা-দেহ ।
 জরায়ুত অঙ্গ কথা বিস্তারিয়া কহ ॥
 শূনি চিন্তা ধীরে ধীরে কহে মৃদুভাষে ।
 জরায়ুত অঙ্গ কথা শুন ইতিহাসে ॥
 এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে ।
 আটক হইল তরী-দৈবের দোষেতে ॥
 কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল ।
 ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাইল ॥
 সকলে ছুঁইল তরী না হৈল উদ্ধার ।
 পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বারবার ॥
 বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল ।
 কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল ॥
 দয়া করি উদ্ধারিয়া দিখু যদি তরী ।
 দুই ছরাচার চিন্তে দুই বুদ্ধি করি ॥

আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর ।
 ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
 অতিভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি ।
 স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥
 আমি কহিলাম দেব মোর রূপ লহ ।
 জরায়ুত অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ ॥
 স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিল সেইকণ ।
 মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
 স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে ।
 চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাজী হবে ॥
 দৈব গ্রহ সূচিলে পাইবে নৃপবর ।
 কিছু দিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর ॥
 শুন মহারাজ মম জরার ভারতী ।
 দুঃখ শূনি কান্দে তবে বাছ নরপতি ॥
 তুমি সতী পতিব্রতা পতি-অনুরতা ।
 ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা ॥
 সূর্য্যের চিন্তায় চিন্তা নিজরূপ পাইল ॥
 যেমন পূর্বের রূপ তেমতি হইল ॥
 রাজা কহে চতুর্দোল আন শীঘ্রগতি ।
 চিন্তা কহে চলে যাই প্রভুর বসতি ॥
 এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী ।
 যথায় উদ্বেগ চিন্তে শ্রীবৎস নৃপতি ॥
 নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে ।
 প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে ॥
 দেখি তবে আশ্বেষ্যাস্তে উঠিয়া রাজনে
 বাম পাশে বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
 চিরদিন বিচ্ছেদেতে ছিল দুইজন ।
 দৌহার মিলনে দৌহে আনন্দিত মন ।
 প্রেমাবেশে অবসন্ন হল দুই জন ।
 পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন বদন চুম্বন ॥
 বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন ।
 চিন্তা ভদ্রা পদসেবা করে দুই জন ॥
 নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন ।
 অতি আনন্দেতে করে নিশা সমাপন ।
 প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাছ রাজা ।
 'শ্রীবৎস চিন্তারে তবে করে বহু পূজা ॥

আনন্দেতে সভাতলে বসে সর্বজম ।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে জনে জন ॥

পূর্ণমূর্তি শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস-
রাজাকে বরদান ।

প্রভাতে বাহুবল রাজা, লইয়া যতেক প্রজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে ।

হেনই সময় শনি, করিছে আকাশ বাণী,
শুন সভাপাল সর্বজনে ॥

দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ, সকলি আমার ভক্ষ্য,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে ।

বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে ॥

মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব দুর্নয় তাহার ।

সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥

কহিতে কহিতে শনি, আইল মরুত ভূমি,
যথা সভামধ্যে সর্বজন ।

আরক্ত পিঙ্গল বর্ণ, রূপ যেন তপ্ত স্বর্ণ,
পরিধান সুরক্ত বসন ॥

তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতি ভয় পায় সভাজন ।

আস্ত্রব্যস্ত্র সর্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যামানে,
করঘোড়ে করয়ে স্তবন ॥

তুমি সকলের সার, তোমা বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করিব পূজন ।

সর্ব ঘটে ভুঞ্জ তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দন ॥

আমি মুখ মূঢ় জন, কি জানি তোমার গুণ,
জানহীন তোমায়ে না চিনি ।

বারেক করই দয়া, ত্যজিয়া কপট মায়া,
বরদাতা হও মহামানী ॥

একপে শ্রীবৎস ভূপ, স্তব করে বহুৰূপ,
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি কয় ।

শুন ওহে মহারাজা, করই আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয় ॥

দেশে যাহ নরবর, একছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ হাজার বৎসর ।

পুত্র পাবে শত জন, কন্যারত্ন মহাধন,
অস্ত্রে বাস বৈকুণ্ঠ নগর ॥

মম সহ করি বাদ, হল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ ।

যে তোমার নামলবে, তার মনোব্যথা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন ॥

শ্রীবৎসেরে দিয়া বর, অস্ত্রধান শটেশ্বর,
গেল শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে ।

ভবান্নবে ভয় রাশি, বন্দনা করিল কাশী,
বনপর্কে শ্রীবৎস রাজনে ॥

দুই ভাণ্ডার সহিত শ্রীবৎস রাজার
স্বরাজ্যে গমন ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন গদাধর ।

বরদাতা হয়ে শনি গেল অতঃপর ॥

বাহু রাজা কি করিল শ্রীবৎস নৃপতি ।

বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি ॥

যাদব কহেন রাজা কর অবধান ।

বর দিয়া শনি যদি গেল নিজ স্থান ॥

আনন্দিত বাহু রাজা পুত্রের সহিত ।

নট নটী আনাইয়া গা(ও)য়াইল গীত ॥

নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে ।

হাস্য পরিহাসে কেহ পাশকীড়া করে ॥

অস্ত্র লোকালুকি করে ধানুকী তবকী ।

কেহ ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া কাঁকি ॥

বাদ্য অশ্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে ।

কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে ॥

রোপাইল সারি সারি গুবাক কদলী ।

চন্দনের ছড়া দিয়া মারিলেক ধূলি ॥

দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশ-ভূষা করে ।

অগুরুচন্দন চুয়া পুষ্পমালা পরে ॥

যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন ।

কোন নারী ভরা করি করিল রঞ্জন ॥

চর্ক্য চুষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন ।

কোন কোন স্থানে হয় ভ্রাঙ্কণ ভোজন ॥

নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণা ।
 মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন ॥
 ধন্য বাহুরাজ-ঘরে ভদ্রা জন্মেছিল ।
 যাহা হতে বাহুরাজা শ্রীবৎস পাইল ॥
 এইরূপে মহানন্দে রহে সর্বজন ।
 কত দিন বঞ্চে তথা শ্রীবৎস রাজন ॥
 একদিন প্রভাতে করিয়া স্নান দান ।
 যান রাজা সানন্দে শ্বশুর সন্নিধান ॥
 করযোড় করি কহে শ্রীবৎস রাজন ।
 অবধান কর রায় মোর নিবেদন ॥
 আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন ।
 বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥
 বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা कहিলে ।
 পূর্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
 এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি ।
 কি কারণে হেন কথা কহ বাপু তুমি ॥
 রাজা কহে যত কহ স্নেহের কারণ ।
 অদ্য আমি নিজরাজ্যে করিব গমন ॥
 নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর ।
 সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্তর ॥
 আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি ।
 রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
 রাজা বলে সৈন্যগণ সাজ সর্বজন ।
 শ্রীবৎস कहিল রায় নাহি প্রয়োজন ॥
 দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি ।
 সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী ॥
 রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা ।
 শ্রীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা ॥
 তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ ।
 স্মরণমাত্রেরে তারা আসে দুই জন ॥
 হাসিয়া कहিল দৌহে কি আজ্ঞা করহ ।
 শ্রীবৎস कहিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ ॥
 শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে ।
 চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্তরে ॥
 জনক জননী পদে বিদায় মাগিল ।
 চিন্তা ভদ্রা দৌহে আসি রথে আরোহিল

চুড়ায় বসিল তাল যেতাল সারথি ।
 বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি ॥
 নিমেষে উত্তরে দশ হাজার যোজন ।
 রাজা কহে কহ তাল এই স্থান কোন ॥
 তাল কহে ঐ দেখ সুরভি-আশ্রম ।
 कहিতে कहিতে পায় কাঠুরে ভবন ॥
 তাল কহে মহারাজ কর অবধান ।
 পোড়া মৎস্ত জলে গেল দেখ সেই স্থান ॥
 ভদ্রা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল ।
 নিমেষেতে সেই স্থান পশ্চাত হইল ॥
 ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন ।
 তাল কহে নিজ রাজ্যে আইলা রাজন ॥
 রথ হতে রাজা রাণী নামি তিন জন ।
 পদব্রজে ধীরে ধীরে করেন গমন ॥
 শুনিল নগরলোক আইল রাজন ।
 মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন ॥
 বাম পাশে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা ।
 পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা ॥
 পূর্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল ।
 ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল ॥
 বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ ।
 পূর্বমত রাজা রাজ্যে করেন শাসন ॥
 চিন্তা ভদ্রা দুই রাণী পরম সুশীলা ।
 ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দৌহে প্রসবিলা ॥
 দুই রাণী-গর্ভে জন্মে দুই কন্যা ধন ।
 অমৃততে অভিষিক্ত হইল রাজন ॥
 বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন ।
 ধর্ম কর্ম করে যত না যায় বর্ণন ॥
 রাজসূয় অশ্বমেধ করে বারবার ।
 দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর ॥
 দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে ।
 অন্তকালে রাণী সহ গেল বিকুলোকে ॥
 অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন ।
 দৈবাধীন কস্মৈ শোক করা অকারণ ॥
 শ্রীবৎস-চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য ।
 যেবা শুনে যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র ॥

কদাচ শনির বাধা তাহার না হয় ।
শাস্ত্রেয় বচন এই নাহিক সংশয় ॥

—
ত্রিক্ষের দ্বারকার প্রধান ।

এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি ।
সবারে সম্ভাষা করিলেন চক্রপাণি ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র দৌহে সঙ্কেতে করিয়া ।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া ॥
ধূম্রচ্ছায় লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন ।
সসৈন্য পাঞ্চাল দেশে করিল গমন ॥
আর যেই দুই ভাৰ্য্যা পাণ্ডবের ছিল ।
নিজ নিজ ভ্রাতৃসহ ভ্রাতৃদেশে গেল ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান ॥

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয়
মুনির আগমন ।

দ্বারকা নগরে চলিলেন যত্নপতি ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি ॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে ।
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চিতমনে ॥
বহু যুগ পক্ষী থাকে কল পুষ্পরাশি ।
সজল সুস্থল যথা আছে সিদ্ধ ঋষি ॥
অৰ্জুন বলেন সব তোমাতে গোচর ।
মুনিগণ হতে তুমি জ্ঞাত চরাচর ॥
দ্বৈত নামে মহাবন অতি মনোরম ।
সাধু সিদ্ধ ঋষি আদি মুনির আশ্রম ॥
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন ।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্মের নন্দন ॥
নিজ নিজ যানারোহে চলেন পাণ্ডব ।
সঙ্কেতে চলিল সবে যত মুনি সব ॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণনা ।
গন্ধর্ব চারণ থাকে মুনি অগণনা ॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল ।
অৰ্জুন খর্জুর জম্বু আশ্রু তুরঙ্গাল ॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক ।
নানা জাতি পশু হস্তীগণ মরুবক ॥

ময়ূর কোকিল আদি পক্ষী সদা জমে ।
ষড়ঋতুযুক্ত বন লোক মনোরমে ॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন ।
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ ।
যুধিষ্ঠিরে আসি সবে করে সম্ভাষণ ॥
হেনকালে আলে মার্কণ্ডেয় মুনিবর ।
অলদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাধর ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন ।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি ।
কি হেতু হাসিলা কহ মুনি মহামতি ॥
সব ঋষিগণ ছুঃখী দেখিয়া আমারে ।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে ॥
মন্দ হাশ্য করি মুনি বলেন তখন ।
যে হেতু হইল হাশ্য শুনহ রাজন ॥
তুমি যেন মহারাজ ভাৰ্য্যার সংহতি ।
সর্বভোগ ত্যজি বনে করিলে বসতি ॥
এইরূপে পূর্বে রাম রঘুর নন্দন ।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃসত্য পালিবারে করি বনবাস ।
অবহেলে দশকন্ধে করিলেন নাশ ॥
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন ॥
তিন পুর জিনিবারে ইচ্ছিতেতে পারে ।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে ॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী ।
মহাবল ধর্মবন্ত সর্বগুণনিধি ॥
তথাপি বনেতে ছুঃখ সত্যের কারণ ।
বিধির নিযুক্ত নাহি খণ্ডে মহাজন ॥
যখন যে খাতা আনি করয়ে সংযোগ ।
ধর্ম বুঝি সাধু জন তাহা করে ভোগ ॥
বলে শক্ত হলে সত্য নাহিক ত্যজিবে ।
বিধির নির্বন্ধ কর্তব্য কভু না লঙ্ঘিবে ॥
বড় বড় মত্ত হস্তী পর্বত আকার ।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার ॥

তথাপিহ পশু হয়ে বিধিবশ থাকে ।
 কিমতে ঋণিতে পারে তোমা হেন লোকে
 ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন ।
 তোমার গুণেতে পূর্ণ হল ত্রিভুবন ॥
 এত বলি মুনিরাজ আশীষ করিয়া ।
 আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া ॥(২)
 মহাতারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

—
 দ্রৌপদীর পরিতাপ বাক্য ।

দ্বৈত বনমধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
 ফল মূলাহার জটা বাকল ভুষণ ॥
 এক দিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে ।
 কহিতে লাগিল দুঃখ সৰুগণ ভাষে ॥
 এ হেন নির্দয় চুরাচার দুৰ্য্যোধন ।
 কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
 কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে ।
 এ হেন দুরূপ কৰ্ম্ম করিল কেমনে ॥
 কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল ।
 তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ॥
 তোমার এ গতি কেন হল নরপতি ।
 সহনে না যায় মোর সম্ভাপিত মতি ॥
 রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে ।
 এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
 কন্তু দ্রৌ চন্দনেতে লেপিত কলেবর ।
 এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর ॥
 মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে ।
 তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে ॥
 লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে ।
 এবে কলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে ॥
 এই সব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান ।
 ইহা সব প্রতি নাহি কর অবধান ॥
 মলিন বদন ক্রিষ্ট দুঃখেতে দুর্বল ।
 হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল ॥
 ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ ।
 সহনে না যায় মম কাটিতেছে বুক ॥

ভীম মম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে ।
 ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে ॥
 সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ ।
 কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন ॥
 এই যে অর্জুন কার্তবীর্য্যের সমান
 যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান ॥
 পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর ।
 রাজন্বয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর ॥
 দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে ।
 ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে ॥
 মুকুমার মাজীমুত দুঃখী অধোমুখ ।
 ইহা দেখি তব রাজা নাহি জন্মে দুঃখ ॥
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী ।
 তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী ॥
 মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্ময় ।
 ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥
 ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন ।
 তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয়-লক্ষণ ॥
 সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে ।
 হীন জন বলে রাজা তাহারে প্রহারে ॥
 এই অর্থে পূর্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ ।
 বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ ॥
 করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে ।
 ক্রমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে ॥
 সর্ব্বধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি ।
 কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি ॥
 সদা ক্রমী না হইবে সদা তেজোবন্ত ।
 সদা ক্রমা করে তার দুঃখে নাহি অন্ত ॥
 শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানেন ।
 অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে ॥
 কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয় ।
 যথাস্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয় ॥
 বলে অন্তে হরি লয় তার ভার্য্যাগণ ।
 অতি ক্রমাশীল দেখি করয়ে হেলন ॥
 অতি ক্রমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানেন ।
 সে কারণে সদা ক্রমা ত্যজে বুধগণে ॥

দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে ।
 মহাক্রেশ পায়ে যেই সদা ক্ষমা করে ॥
 ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি ।
 একবার করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি ॥
 নির্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার ।
 দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার ॥
 দুইবারে ক্ষমা কেহ না করে রাজন ।
 কত দোষ তোমার না কৈল ছর্যোধন ॥
 সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে ।
 তেজকালে কর তেজ ক্ষমা কৈল দূরে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীদাস কহে ইহা বিনা নাহি আন ॥

যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী সখ্যাদ ।

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম নরপতি ।
 করেন উত্তর তার ধর্মশাস্ত্র নীতি ॥
 ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে ।
 প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥
 গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে ।
 অবস্তব্য কথা লোক ক্রোধ হলে বলে ॥
 আছুক অন্যের কার্য আত্মা হয় বৈরী ।
 বিষ খায় ভুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥
 সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে ।
 অক্রোধ যে লোক তাকে সর্বলোকেপূজে ।
 ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয় ।
 ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥
 জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ ।
 রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল স্বজন ॥
 হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে ।
 ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে ॥
 সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত ।
 ক্রোধে মহাপাপ না করিবে কদাচিত ॥
 ক্ষমা সম ধর্ম দেবি অন্য ধর্ম নয় ।
 পূর্বেতে কণ্ঠপ মুনি করিল নির্ণয় ॥
 অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গমন্ত্র মহাদান ধ্যান ।
 ক্ষমাময় জনের সর্বদা দীপ্যমান ॥

পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে ।
 আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে ॥
 সে হেতু দ্রৌপদী সদা ত্যজ ক্রোধ মন ।
 শত অশ্বমেধ কল অক্রোধী যে জন ॥
 ছর্যোধন না ক্ষমিল আমি না ক্ষমিব ।
 এইক্ষেণে কুরুবংশ সকল মজাব ॥
 কুরুবংশ দেখ দেবী মম পুণ্যভার ।
 মম ক্রোধ হলে বংশ হইবে সংহার ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ বিছুরাদি বুঝাইবে সবে ।
 সবাকার ছর্যোধন নহিবেক যবে ॥
 আপনার দোষে তারা হইবে সংহার ।
 পূর্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার ॥
 কৃষ্ণ বলে সেই বিধাতারে নমস্কার ।
 যেই জন হেন রূপ করিল সংসার ॥
 সেই জন যাহা করে সেই মত হয় ।
 মনুষ্যের শক্তিবলে কিছু সাধ্য নয় ॥
 যজ্ঞ দান তপ ত্রুত বহু আচরিলে ।
 দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিলে ॥
 ধিক্ ধিক্ বিধি তার কৈল হেন গতি ।
 ধর্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলে দুর্গতি ॥
 ধর্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে ।
 চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে ॥
 তথাপিহ ধর্ম নাহি ত্যজিবে রাজন ।
 কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন ॥
 যেই জন ধর্ম রাখে তারে ধর্ম রাখে ।
 নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসমুখে ॥
 তোমারে না রাখে ধর্ম কিসের কারণে ।
 এইত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে ॥
 তোমার যতেক ধর্ম বিখ্যাত সংসার ।
 সর্ব-ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ॥
 শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান ।
 সহাস্রবদনে সদা কর নানা দান ॥
 লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ স্বর্ণপাত্রে ভূঞ্জে ।
 আমি করি পরিচর্যা সেবা হেতু দ্বিজে ॥
 দিতাম সুবর্ণপাত্র দ্বিজে আজ্ঞামাত্র ।
 এখন বনের কল ভূঞ্জ বনপত্রে ॥

রাজস্বয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব ।
 আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব ॥
 সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায় ।
 সর্বস্ব হারিলে রাজা কপট পাশায় ॥
 যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে ।
 তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥
 এখন সে ধর্ম তুমি করিবে কেমনে ।
 রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কারণে ॥
 ধিক বিধাতারে এই করে হেন কর্ম ।
 দুষ্কাচার দুর্যোগ্যধন করিল আজন্ম ॥
 তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ ।
 তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ ॥
 যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণা উত্তম কহিলে ।
 কেবল কহিলে দোষ ধর্মেরে নিন্দিলে ॥
 আমি যত কর্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই ।
 যাহা করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাই ॥
 কর্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয় ।
 বদিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥
 ফললোভে ধর্ম করে লুক্ক বলি তারে ।
 লোভে পুনঃপুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে ॥
 এই ত সংসারসিন্ধু উর্মি কত তায় ।
 হেলে তরে সাধু-জন ধর্মের নোকায় ॥
 ধর্ম কর্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে ।
 ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে ॥
 ধর্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম গর্ব করে ।
 ধর্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম আচরে ॥
 এই সব জনগণ পশু মধ্যে গণি ।
 রথা জন্ম যায় তার পায় পশুযোনি ॥
 ধর্মশাস্ত্র বেদনিন্দা করে যেইজন ।
 তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন ॥
 পুনঃপুনঃ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয় ।
 নরক হইতে তার কভু পার নয় ॥
 শিশু হয়ে ধর্মচর্যা করে যেই জন ।
 রন্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন ॥
 প্রত্যক্ষে দেখে কৃষ্ণা ধর্ম যাহা কৈল ।
 সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডেয় ছিল ॥

ধর্মবলে সপ্ত কপ্পা জীয়ে মুনিরাজ ।
 আর যত দেখে মুনি ঋষির সমাজ ॥
 মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইক্ষণে ।
 ধর্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্রাদি যত স্বর্গবাসী ।
 ধর্ম আচরিয়া সবে স্বর্গমধ্যে বসি ॥
 তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার ।
 বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার ॥
 আমারে বলিলে তুমি সদা কর ধর্ম ।
 আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম ॥
 পূর্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে ।
 মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥
 তুমি বল বনে ধর্ম করিবে কেমনে ।
 যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে ॥
 অশ্রু পথ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার ।
 ধর্ম নিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর ॥
 হর্তা কর্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর ।
 যাহার স্বজন এই যত চরাচর ॥
 আমি কোন কীট তাঁরে অমান্য করিতে ।
 ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে ॥
 মহাভারতের কথা সুধার সাগর ।
 কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রোপদীর উক্তি ।

দ্রোপদী বলেন রাজা কর অবধান ।
 আর কিছু নিবেদন আছে তব স্থান ॥
 পূর্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে ।
 দ্বিজ এক কৈল ইন্দ্র গুরু যাহা কহে ॥
 সংসারেতে যত দেখে কর্মভোগ করে ।
 কর্ম অনুসারে ধাতা ফল দেয় তারে ॥
 সে কারণে কর্ম রাজা অবশ্য কর্তব্য ।
 কর্ম না করিলে কোথা হতে হয় লভ্য ॥
 কর্ম নাহি করিলে স্থাবর মধ্যে গণি ।
 স্থাবরের শক্তি কর্ম নহে নৃপমণি ॥
 পশু পক্ষী আদি যত কৃতকর্ম ভুঞ্জে ।
 সবে কর্ম অনুগত দেখে মহারাজে ॥

মাতৃ স্তনপান হতে কৰ্ম্মেতে প্রবেশে ।
 ফলে বা না ফলে কৰ্ম্ম করে ফল আশে ॥
 কৰ্ম্ম নাহি করে আর গৃহে বসি খায় ।
 সমুদ্র প্রমাণ দ্রব্য থাকিলে যে যায় ॥
 কোটি কোটি জনে দ্রব্য পায় আচম্বিতে ।
 বিনা কৰ্ম্মে নহে সেই পূৰ্ণ কৰ্ম্মার্জ্জিতে ॥
 যে জন যেমতে করে শুভাশুভ কৰ্ম্ম ।
 বিধাতা তাহারে ফল দেন জন্ম জন্ম ॥
 বান্ধিয়া ভুঞ্জায় ধাতা কৰ্ম্মেতে থাকিলে ।
 কাষ্ঠ হতে অগ্নি যেন তৈল হয় তিলে ॥
 ত্রিবিধ প্রকার কৰ্ম্ম করয়ে সংসারে ।
 কৰ্ম্ম অনুসারে ফল না হয় তাহারে ॥
 পূৰ্বে লোক যে করিল অবস্থ করিবে ।
 তক্ষ্য পান শয়নাদি আলস্য ত্যজিবে ॥
 এত যে নৃপতি কৰ্ম্ম করিলে এখন ।
 ইথে কোন ফলসিদ্ধি করিবে রাজন ॥
 এই চারি ভাই তব কৰ্ম্ম ন্যূন নয় ।
 এই সবাকার কৰ্ম্ম করিলে কি হয় ॥
 তোমার কৰ্ম্মেতে চারি ভাই অনুগত ।
 এ সব কৃধক তুমি জলধর মত ॥
 চৰিয়া ক্লমক যেন বীজ তায় ফেলে ।
 কহ শুনি মহারাজ কি কৰ্ম্ম করিলে ॥
 বিধির সৃজন আর কহে মুনিগণ ।
 যার যেবা ধৰ্ম্মনীতি করি আচরণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—
 বুদ্ধিষ্টির প্রতি ভীষের বাক্য ।

ভ্রৌপদীর বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর ।
 -করেন ধৰ্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর ॥
 শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন ।
 বীর পুরুষের ধৰ্ম্ম ত্যজ কি কারণ ॥
 ক্ষত্রিয় প্রধান ধৰ্ম্ম তেজ দেখাইবে ।
 ভুক্তবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে ॥
 পররাজ্যে আছ তুমি নিজ রাজ্য ত্যজি
 কি কৰ্ম্ম করিবে বনে তরুগণ তজ্জি ॥

তুমি ত করিলে রাজ্য লইল সে জিনি ।
 কোন ধৰ্ম্মবলে নিল কহ দেখি শুনি ॥
 বড়পণে নিল কিবা বলিষ্ঠ তোমায় ।
 অধৰ্ম্মে নিলেক রাজ্য কপট পাশায় ॥
 লেশমাত্র ধৰ্ম্মে তব ছন্ন হল জ্ঞান ।
 শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মে নৃপতি না কর অবধান ॥
 আমি জীতে তোমার বিভব অন্যে লয় ।
 সিংহ-ভক্ষ্য মাংস যেন শৃগালেতে খায় ॥
 মম দ্রব্য লয়ে কেবা বাঁচয়ে মানুষে ।
 দিকপাল সহায় করিয়া যদি আইসে ॥
 কহ দেখি কোন রাজা করিছে সম্মাস ।
 কেবা হীন কৰ্ম্ম এই করে বনবাস ॥
 তুমি যে করিলে ক্ষমা সেই দুষ্টি জনে ।
 তব মনে হীন শক্তি তেঁই এলে বনে ॥
 ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শতগুণে ।
 শত্রুগণ হাসে রাজা নাহি সহে প্রাণে ॥
 ধৰ্ম্ম হেন বুঝ রাজা তব আচরণ ।
 ধৰ্ম্ম নহে ইহা বড় অধৰ্ম্ম গণন ॥
 ভ্রাতৃ বন্ধু অনুগত যাহে দুঃখী হয় ।
 হেন কৰ্ম্ম আচরণ কভু ভাল নয় ॥
 কুটুম্ব পালিত জন কে করে পালন ।
 অনুব্রত কৰ্ম্ম করে সংসারী যেমন ॥
 পিতৃগণ নিন্দা করি পায় বহু তাপ ।
 সেই দোষে হয় তার ব্রহ্মহত্যা পাপ ॥
 প্রথমে কামনা ধন দ্বিতীয়ে অৰ্জ্জন ।
 তৃতীয়ে সঞ্চয় ধন কহে মুনিগণ ॥
 ধন হতে ধৰ্ম্ম হয় যজ্ঞ দান পূজা ।
 তীর্থ সেবি ভিক্ষায় কি কৰ্ম্ম হবে রাজা ॥
 কহ রাজা এই কৰ্ম্ম সম্মত কাহার ।
 গোবিন্দের মত কিবা ভ্রুপদরাজার ॥
 অৰ্জ্জুন সম্মতি কিবা করিল নৃপতি ।
 আমা আদি করি ইথে কাহার পীরিতি ॥
 ক্ষত্রধৰ্ম্ম নহে এই দ্বিজ আচরণ ।
 ক্ষত্রধৰ্ম্মে যুদ্ধে আর করিবে নিধন ॥
 দুষ্টিকৰ্ম্মা দুষ্টিবুদ্ধি রাজা দুৰ্য্যোধন ।
 তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন ॥

তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয় ।
 যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডাব মহাশয় ॥
 আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া ।
 এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া ॥
 পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
 কাশী কহে সুখ নাহি ইহার সমান ॥

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ-বাক্য ।

যুধিষ্ঠির বলে ভীম কহিলে প্রমাণ ।
 পীড়িলে আমারে তুমি দিয়া বাক্যবাণ ॥
 আমা হতে ছুঃখেতে পড়িলে তোমা সব ।
 আমা হেতু সহিলে শত্রুর পরাভব ॥
 ক্রোধের সমান শত্রু নাহিক সংসারে ।
 ক্রোধ হলে ভাল মন্দ বিচার না করে ॥
 মায়াবী শকুনি সহ খেলিনু যখন ।
 যত হারি ক্রোধ করি তত করি পণ ॥
 না হল আমার শক্তি নিরস্ত হইতে ।
 আশু পাছু বিচার না করিলাম চিতে ॥
 এত অপকর্ম করিবেক দুর্ব্যোধান ।
 আমার এতেক জ্ঞান না হল তখন ॥
 যত অপমান কৈল সাক্ষাতে দেখিলে ।
 মম হেতু স্থির হৈয়া সকল সহিলে ॥
 দ্বাদশ বৎসর বনবাস করি পণ ।
 অজ্ঞাত বৎসর এক জানু ভ্রাতৃগণ ॥
 হারিয়া কাননে আমি করিনু প্রবেশ ।
 কোন মুখে পুনর্বার যাব আমি দেশ ॥
 কুরুসভা মধ্যে যাহা করেছি নির্ণয় ।
 অন্তথা করিতে তাহা মম শক্তি নয় ॥
 মম বাক্যে সবে যদি আছ অবস্থিত ।
 তবে হেন করিবারে না হয় উচিত ॥
 বনে ক্রোধ করিবারে যদি ছিল মন ।
 সেই কালে না করিলে কিসের কারণ ॥
 পাশার সময় যবে পরীক্ষা লইলে ।
 তাহে পরাভব হয়ে কি হেতু কমিলে ॥
 পুনঃ বনবাস পুনঃ খেলিবার কালে ।
 তখন আমারে কেন কাস্ত না করিলে ॥

সময়ে না করি কর্ম অসময়ে চাহ ।
 অকারণে বাক্যবাণে আমারে পোড়াই ॥
 এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি ।
 তথাপিহ সত্য আমি ত্যজিবারে নারি ॥
 রাজ্যলোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন ।
 অপযশ অধর্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন ॥
 রাজ্য ধন পুত্র আদি বল যজ্ঞ দান ।
 সত্যের কলায় নহে শতাংশ সমান ॥
 পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয় ।
 ইহ লোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয় ॥
 অন্তকালে হয় তার নরকেতে গতি ।
 ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি ॥
 কাল কাটি পুনরপি লব রাজ্যভার ।
 কষ্টেতে স্তুজন ভ্রম নহে সত্যোচার ॥
 নৃপতির বাক্য শুনি বলে বৃকোদর ।
 হেন নীতি করে রাজা দীর্ঘজীবী নয় ॥
 নির্ণয় করিয়া যেন নিজ অঙ্গু জানে ।
 সে জন কদাচ বর্জে এই আচরণে ॥
 নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর ।
 জলবিষ্ম সম দেখি নর-কলেবর ॥
 বৎসরের প্রায় এক দিবস কাটিয়া ।
 দ্বাদশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া ॥
 বৎসরের অজ্ঞাত থাকিব কোন মতে ।
 মহেন্দ্র পর্বত চাহ তুণে লুকাইতে ॥
 আমারে কে নাহি জানে পৃথিবী ভিতর ।
 বাল বৃদ্ধ যুবা মধ্যে খ্যাত বৃকোদর ॥
 অর্জুনেরে কিরূপে লুকাবে নৃপবর ।
 হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহ দিনকর ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কিরূপে লুকাবে ।
 কদাচিত ইহা হতে যদি পার পাবে ॥
 সাম্যেতে কদাচ রাজ্য না দিবে ছরস্তু ।
 আমি হই হীনবল সে যে বলবন্ত ॥
 তখন উপায় রাজা কি করিবে তার ।
 শত্রু বৃদ্ধি হেতু রাজা বিচার তোমার ॥
 হীনবল হলে শত্রু তারে নাহি কমে ।
 উপায় করয়ে সদা নিজ পরাক্রমে ॥

শক্তিমন্ত্ৰ হয়ে যদি না করে উপায় ।
 লোকে কাপুরুষ বলে রথা জন্ম যায় ॥
 সত্যহেতু মনে যদি করহ নিশ্চয় ।
 আছয়ে উপায় তার শাস্ত্রে হেন কয় ॥
 সোমপুতিকার মত কহে মুনিগণ ।
 এক মাসে বৎসরেক করিবে গণন ॥
 ত্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে ।
 উপায় করহ রাজা শত্রু মারিবারে ॥
 ভীমের বচন শুনি ধর্ম্য নরপতি ।
 স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল চিন্তে মহামতি ॥
 রাজা বলে ভীম যাহা করিলে বিচার ।
 কপট এ ধর্ম্য চিন্তে না লয় আমার ॥
 মেরুসম ধর্ম্য আমি লজ্জিব কেমনে ।
 কভু নহে বৈরিজয় পাপ আচরণে ॥
 অন্ত অরি নহে যারে যম করে ভয় ।
 তিন লোক বিজয়ী যে আছয়ে দুর্জয় ॥
 মদগর্বে অহঙ্কারী ক্রোধ সদাকাল ।
 হেন জনে বিধাতা করিল মহীপাল ॥
 ভুবন ভিতরে যত জন ধরে ধনু ।
 অভেদ্য কবচে যার আরোপিল তনু ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য এই তিন জন ।
 তাহারে যেমন ভাবে আমারে তেমন ॥
 তথাপি সবাই বশ হল দুর্ব্যোধনে ।
 বহু মান্য পূজা সদা নিকটে সেবনে ॥
 আর যত মহারাজ আছে বলবান্ ।
 মম স্থান হতে প্রীতি পায় তার স্থান ॥
 সবে প্রাণ দিবে দুর্ব্যোধনের কারণে ।
 কেমনে মারিবে তুমি হেন দুর্ব্যোধনে ॥
 এই চিন্তা সদা মম হয় রাত্রি দিনে ।
 কিমতে লইব রাজ্য ভাষিতেছি মনে ॥
 এই সে কারণে মম ভাবনা হৃদয় ।
 বিনা সখা দুর্ব্যোধন না হয় বিজয় ॥
 ধর্ম্য সখা বিনা নহে সমরে বিজয় ।
 বেদের লিখন যথা ধর্ম্য তথা জয় ॥
 হেন ধর্ম্য ত্যজিয়া অধর্ম্য আচরিলে ।
 কহ ভীম শত্রু জন্মাইবে কি ভালে ॥

ভুজগর্ষ বলে তুমি কর অহঙ্কার ।
 সাহসিক কর্ম্ম সেই নহে সুবিচার ॥
 সুমন্ত্রণা সুবিক্রম গুণে রাখে মনে ।
 দেবতা প্রসন্ন হলে তবে শত্রু জিনে ॥
 এত শুনি রুকোদর হইল বিমন ।
 ক্রোধেতে নিশ্বাস বহে প্রলয় পবন ।
 যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময় ।
 আইলেন তথা সত্যবতীর তনয় ॥
 মহাতারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ ।
 শ্রবণে অধর্ম্য হরে কহে কাশীদাস ॥

অর্জুনের শিব আরাধনার্থ হিমালয়ে গমন ।
 ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণে ।
 আশীর্বাদ করি মুনি বসেন আসনে ॥
 যুধিষ্ঠির প্রতি তবে কহে মুনিবর ।
 শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর ॥
 তোমার হৃদয়তত্ত্ব জানিলাম আমি ।
 সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী ॥
 শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর ।
 আমি যাহা বলি তাহা করহ সত্ত্বর ॥
 অশুভ সময় গেল হইল সুকাল ।
 এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল ॥
 এই বিদ্যা হতে হবে শিব দরশন ।
 তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন ॥
 নরঋষি মূর্তি তব তাই ধনঞ্জয় ।
 এই মন্ত্র বলে ক্ষিতি করিবে বিজয় ॥
 এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্য বন ।
 এক স্থানে বহু বধ হয় যুগগণ ॥
 বনে এক ঠাই বসি কোন কর্ম্ম নাই ।
 তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাই ঠাই ॥
 এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি ।
 যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিশ্রুতি ॥
 মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান ।
 মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান ॥
 ব্যাস অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন ।
 দ্বৈতবন ত্যজিয়া চলেন সেইক্ষণ ॥

উত্তর মুখেতে সরস্বতী ভীরে ভীরে ।
 গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে ॥
 কাম্যক বনের মধ্যে করেন আশ্রয় ।
 বড়ই নিগম বন নাহি কোন ভয় ॥
 মুগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ ।
 পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চন করে অনুক্ষণ ॥
 কত দিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ ।
 নিকটে ডাকিয়া পার্শ্বে বলেন বচন ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ ভুরিশ্রবা রূপ কর্ণ দ্রোণি ।
 সর্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি ॥
 সবাই হইল ভাই ছুর্যোধন ভিতে ।
 ইত্যাদি করিয়া যত রাজা পৃথিবীতে ॥
 আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা ।
 ছুঃখে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা ॥
 সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ ।
 উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ ॥
 যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ ।
 ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ ॥
 ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন ।
 তাঁসবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ ॥
 পূর্বে রত্নাসুর হেতু যত দেবগণ ।
 আপনার অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্বজন ॥
 সর্ব অস্ত্র পাবে ইন্দ্রে তুষ্ট করাইলে ।
 সর্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে ॥
 হিমালয় গিরি আজি করহ গমন ।
 নিকটে তথায় দেখা পাবে ত্রিলোচন ॥
 এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ ।
 আশীষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন ॥
 আজ্ঞা পেয়ে বাহির হৈলেন ধনঞ্জয় ।
 গাণ্ডীব নিলেন তুণ যুগল অক্ষয় ॥
 চতুর্দিকে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল ।
 বাহির হবার কালে দ্রৌপদী বলিল ॥
 জন্মকালে যে বলিল যত দেবগণ ।
 সে সকল প্রাপ্তি হক সেবি ত্রিলোচন ॥
 যত কটু ভাষায় বলিল ছুর্যোধন ।
 সেই অগ্নি তাপে অঙ্গ হয়েছে দাহন ॥

উপায় করহ তার সমুচিত কলে ।
 নির্ঝিন্স হইয়া পুনঃ আইস মঙ্গলে ॥
 এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায় ।
 অর্জুন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায় ॥
 দেব দ্বিজ গুরুজনে বন্দিয়া তখন ।
 বাহির হৈলেন পার্থ হরষিত মন ॥
 চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে ।
 অগ্নি দিনে উত্তরেন সে হিম পর্বতে ॥
 হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর ।
 ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর ॥
 বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয় ।
 শূন্যবাণী হৈল ইথে করহ আশ্রয় ॥
 আগে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে ।
 শুনি পার্থ মহাবীর রহেন তাহাতে ॥
 হেনকালে দেখি এক জটিল তপস্বী ।
 ডাকিয়া অর্জুনে বলে নিকটেতে আসি ॥
 কে তুমি কবচ খজ্ঞা ধনু অস্ত্র ধরি ।
 কি হেতু আইলে তুমি পর্বত উপরি ॥
 অস্ত্রধারী হয়ে তুমি এলে কি কারণ ।
 এ পর্বতে নিবসে নিক্কামী যত জন ॥
 ধনু অস্ত্র ফেলহ কেলহ শর তুণ ।
 দিব্য গতি পাইলে অস্ত্রে কোন প্রয়োজন ॥
 বড় তেজোবন্ত তুমি আইলে সেকারণ ।
 শুনিয়া নিঃশব্দ হয়ে রহেন অর্জুন ॥
 উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাদর ।
 বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর ॥
 করযোড়ে অর্জুন মাগেন বর দান ।
 রূপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্কাণ ॥
 ইন্দ্র বলে হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে ।
 দেবদ্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে ॥
 পার্থ বলে যদি হেথা ইন্দ্রপদ পাই ।
 তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই ॥
 দুর্গম অরণ্যে রাখি আসি ভ্রাতৃগণে ।
 অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে ॥
 সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে ।
 সত্য করিবে চিন্তা আমার কারণে ॥

অস্ত্র দেহ পুরন্দর রূপা করি মনে ।
 ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে ॥
 তাঁর অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কাজ ।
 এত বলি অন্তর্হিত হল দেবরাজ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কিরাতার্জুনের বৃদ্ধ ও অর্জুনের
 পাণ্ডপত অঙ্গলাভ ।

হিমালয় গিরিবরে ইন্দের নন্দন ।
 করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন ॥
 গলিত বৃক্ষের পত্র তক্ষ্য পক্ষান্তরে ।
 কত দিন মাসেকিতে খান একবারে ॥
 কত দিন দুই চারি মাস এক দিনে ।
 কত দিন অর্জুন থাকেন বায়ুপানে ॥
 এক পদাঙ্গুলিতরে রহেন দাঁড়িয়ে ।
 উর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালস্য হয়ে ॥
 তাঁর তপে সম্ভাপিত হল গিরিবাসী ।
 গজ্জর্ব চারণ সিদ্ধ যত মহা ঋষি ॥
 হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব ।
 হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব ॥
 পর্বত তাপিত দেব অর্জুনের তাপে ।
 আজ্ঞা কর মোরা সবে থাকি কোন রূপে ।
 গিরীশ বলেন সব যাহ নিজ্ঞায়ে ।
 আমি বর দিয়া শাস্ত করি ধনঞ্জয়ে ॥
 এত বলি মেলানি দিলেন সর্বজনে ।
 মায়ায় কিরাতরূপ ধরে ততক্ষণে ॥
 কিরাতগৃহিণীকৃপা নগেন্দ্রনন্দিনী ।
 সেকূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী ॥
 শ্রীমন্ত পিনাক ধনু পৃষ্ঠে শরাসন ।
 অর্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন ॥
 হেনকালে এক মহাবরাহ আইল । (৩)
 গর্জিয়া অর্জুন পানে ত্বরিত ধাইল ॥
 বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া ।
 সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ॥
 বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান ।
 বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ ॥

দূর হতে ডাকিয়া আনিলাম বরাহ ।
 তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥
 না শুনিয়া পার্থ তাহা করে অনাদর ।
 বরাহের উপরে মারেন তীক্ষ্ণশর ॥
 কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে ।
 দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্বত বিদরে ॥
 গিরিশৃঙ্গ মূর্তি যেন দেখি তয়স্কর ।
 মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর ॥
 পার্থ বলে কে তুমি যুবতীরন্দ সঙ্গ ।
 আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রভঙ্গ ॥
 বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আশুয়ান ।
 তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥
 এই দোষে তোর আমি লইব পরাণ ।
 হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান ॥
 কোথা হতে কে তুমি আইলে তপাচারী ।
 এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী ॥
 মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর ।
 তুমি অস্ত্র কেন মার শূকর উপর ॥
 পাষণে সরিষা যেন পড়িল ঠিকরে ।
 তিলমাত্র মোহ না হইল কলেবরে ॥
 অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে ।
 যত শক্তি আছে তোর দেখাও আমারে ॥
 ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার ।
 ডাকিয়া কিরাত বলে আমি আছি মার ॥
 পুনঃপুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর ।
 জলদ বরিষে যেন পর্বত উপর ॥
 বায়ব্য অনিল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে ।
 সব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে ॥
 আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই সে অর্জুন ।
 ইহার রত্নান্ত কিছু না জানি কারণ ॥
 কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাথ ।
 অন্য কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত ॥
 যে হউক আজি আমি করিব সংহার ।
 ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
 শিবের মস্তকে বাজি হইল দুই খণ্ড ।
 পাষণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥

অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর ।
 গাণ্ডীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার ॥
 হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন ।
 ক্রোধে পার্থ শিলাস্ফিট করে বরিষণ ॥
 পার্শ্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয় ।
 ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
 করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূৰ্জ্জটি ।
 মুষ্ঠ্যাঘাতে শব্দ যেন হল চটচটি ॥
 ভুজে ভুজে উরু উরু চরণে চরণে ।
 মল্লযুদ্ধ ক্ষণকাল হল দুই জনে ॥
 দুই অঙ্গ ঘরিষণে অগ্নি বাহিরায় ।
 অতিক্রোধে ধূৰ্জ্জটি প্রহারিলেন তায় ॥
 মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে ।
 ক্ষণেকে চেতন পেয়ে থাক থাক বলে ।
 যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন ।
 এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
 পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা ।
 সেই মালা বিভূষিত কিরাতে রগলা ॥
 দেখিয়া অৰ্জ্জুন হইলেন সবিস্ময় ।
 নিশ্চয় জানিলেন যে এই মৃত্যুঞ্জয় ॥
 বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত ।
 করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
 শিব বলে যে কর্ম করিলে ধনঞ্জয় ।
 দেবাসুর মানুষে কাহার শক্তি নয় ॥
 আমার সহিত সম করিলে সমর ।
 তুমি আমি সমশক্তি নাহিক অন্তর ॥
 দিব্যচক্ষু দিব লহ দৃষ্ট হবে সবে ।
 এত বলি দিব্য চক্ষু দেন দেবদেবে ॥
 দিব্য চক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয় ।
 উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
 অৰ্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর ।
 জয় প্রভু জয় শিব জয় ভুতেশ্বর ॥
 ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ ।
 ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরনিপাত ॥
 হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ ।
 ইন্দ্ৰিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু কালপাশ ।

নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্গদাতা ॥
 অজ্ঞাতে করিনু প্রভু অবিহিত কাজ ।
 চরণে শরণ লৈনু ক্ষম দেবরাজ ॥
 হাসিয়া অৰ্জ্জুনে দেব দেন আলিঙ্গন ।
 বারিলেন অজ্ঞাতের প্রহার পীড়ন ॥
 শিব বলে আপনারে নাহি জান তুমি ।
 পূর্বকথা কহি শুন যাহা আমি জানি ॥
 নারায়ণ সহ তুমি নর ঋষিক্রপে ।
 সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে ॥
 এই যে গাণ্ডীব ধনু আছেয়ে তোমার ।
 তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
 তোমা হতে কাড়িয়া লইনু মায়াবলে ।
 মায়ায় হরিনু আমি এ তৃণ যুগলে ॥
 পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হোক তৃণ ।
 নিজ ধনু তৃণ তুমি ধরহ অৰ্জ্জুন ॥
 প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর ।
 শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
 যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাত্রিত ।
 আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
 শঙ্কর বলেন তাহা লহ ধনঞ্জয় ।
 অস্ত্র জন নহে শক্তি পাশুপত লয় ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে ।
 পৃথিবী সংহার হেতু আছে মম স্থানে ॥
 যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয় ।
 শক্তি শেল কোটি কোটি গদার বিষয় ॥
 প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি ।
 ধরিবার যোগ্য হও অস্ত্র লহ তুমি ॥
 বিধাতার বাক্যে লহ নরলোকে জন্ম ।
 এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেবকর্ম ॥
 এত বলি মস্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন ।
 মূর্ত্তিমস্ত্র হয়ে অস্ত্র আইল তখন ॥
 অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্বার ।
 'এই অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার ॥
 'এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ।
 স্বযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিহ কেপে

অৰ্জুন বলেন দেব করি নিবেদন ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন ॥
শিব কন সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি ।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি ॥
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন ।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন
এত বলি হর হইলেন অন্তর্দান ।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ বিধান ॥
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয় ।
এত রূপা কৈল হর শত্রুকে কি ভয় ।
মহাভারতের কথা সুখার সাগর ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

—
অৰ্জুনের ইচ্ছালায়ে গমন ।

হেনকালে তথা আসি যত দেবগণ ।
অৰ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি ।
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি ॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণ ।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু-নিবারণ ॥
দেব দৈত্য অনুর যতেক পৃথিবীতে ।
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রোত্তে ॥
তব শত্রু আছে যেই কর্ণ ধনুর্ধর ।
তব হস্তে হত সেই হবে বীরবর ॥
হের লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে ।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ড নাম ধরে ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিল মহামতি ।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি ॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে ।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে ॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অৰ্জুন ।
ইহা হতে কর সদা বিপক্ষ দলন ॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল ।
তোমারে অৰ্জুন ছুই জনে অস্ত্র দিল ॥
অন্তর্দান অস্ত্র এই লহ বীরবর ।
এই অস্ত্রে ত্রিপুরে বধিল মহেশ্বর

মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি ।
ডাকি বলে সুরপতি অৰ্জুনের প্রতি ॥
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন ।
অমুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে ।
স্বর্গেতে আসিবে তুমি মাতলি সহিতে ॥
এথা এলে পূর্ণ তব হবে প্রয়োজন ।
এত বলি চলি গেল সব দেবগণ ॥
কতক্ষণে রথ লয়ে আইল মাতলি ।
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্তম্ভিত বিজলী ॥
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয় ।
নিশাকালে হল যেন রবির উদয় ॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অৰ্জুনের প্রতি ।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি ॥
তোমা দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ ।
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ ।
মাতলি চালায় রথ পবনগমন ॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেব ঋষিগণ ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন ॥
গন্ধর্ব্ব অক্ষর যত আনন্দে বিহরে ।
কতক পড়িছে তারা দেখে বীরবরে ॥
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অৰ্জুন ।
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন জন ॥
মাতলি বলিল এই পুণ্যবানগণ ।
পৃথিবীতে মুকর্ম্ম করিল যেই জন ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল ।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহু দান দিল ।
দেবপূজা উগ্র তপ তীর্থস্নান কৈল ॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে ।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেতে ।
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষণে মানুষে ॥
পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেল হের দেখ খসে ॥
সুরা পীয়ে মাংস খায় গুরুদারা হরে ।
কদাচিত সে জন না আসে স্বর্গপুরে ॥

আনন্দে অর্জুন সব করেন দর্শন ।
 কোটি কোটি বিমানেতে ভ্রমে পুণ্যজন ॥
 শত শত বারাক্ষণ সেবয়ে তাঁহারে ।
 সুগন্ধ সহিত বায়ু সদা মনোহরে ॥
 সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল ।
 সপ্ত বসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল ॥
 দিলীপ নল্লব আদি যত মহামতি ।
 দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি ॥
 অর্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্বজন ।
 কহ ত মাতলি এই কাহার নন্দন ॥
 পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল ।
 বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হল ॥
 ইন্দ্রালয়ে যান তবে ইন্দ্রের নন্দন ।
 সভাস্থ সকল দেবে করেন বন্দন ॥
 ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণন না যায় ।
 শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয় ॥
 রথ হতে অবতরি যান নরবর ।
 দুই হাত ধরি তাঁরে তুলে পুরন্দর ॥
 আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর ।
 আসনেতে বসাইল সভার ভিতর ॥
 ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্য জন ।
 দেব ঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন ॥
 এমন আসনে ইন্দ্র বসালেন কোলে ।
 মুহুমুহু সহস্রেক নয়নে নেহালে ॥
 আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা ।
 মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা ॥
 পুণ্যকথা ভারতের আনন্দলহরী ।
 শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইন্দ্রসভায় উর্কশী ইত্যাদির নৃত্যগীত ।

হেনকালে শতক্রতু, অর্জুনের প্রীতি হেতু,
 আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ ।
 বিশ্বাবস্তু হাহা ছুহু, ইত্যাদি গন্ধর্ক বহু,
 চিত্রসেন ভুঙ্কু গায়ন ॥

নানা ছন্দে বাতা বায়, মধুর সুস্বর গায়,
 নৃত্য করে যতেক অঙ্গর ।
 উর্কশী ঘৃতাচীগৌরী, মিশ্রকেশী বিভাবরী,
 সহজন্যা মধুর সুস্বর ॥
 অলম্বুবা ধন্যা অম্বা, গোপালী কদম্ব রস্তা,
 বিপ্রচিন্তি সুধা সুধাপ্রভা ।
 চিত্রসেনা চিত্ররেখা, অঙ্গরী মৃদঙ্গমুখা,
 বুদ্ধদা রোহিণী সুরলোভা ॥
 নৃত্যগীতে সপ্রতিভা, পূর্ণচন্দ্র মুখপ্রভা,
 অঙ্গ ঢাকি অঙ্গান অঙ্গরে ।
 ঈশ্বর নয়ন কোণে, নিরীখে যেই জনে,
 অন্য থাক মুনি মন হরে ॥
 জঘন কুঞ্জরকর, ক্ষীণ মাজা মৃগবর,
 নিতম্ব ভূধর পয়োধর ।
 বিনাশে মুনির তপ, বর্ণন না যায় কপ,
 দিতে নাহি অন্য পাঠাস্তর ॥
 নৃত্যগীতবাদ্যে সবে, মোহিত যতেক দেবে,
 আনন্দিত হল সুরগণ ।
 অর্জুনের স্নানমুখ, ভাবিয়া পূর্বের ছুঃখ,
 ভ্রাতৃ মাতৃ করিয়া স্মরণ ॥
 ক্ষণেক নয়নকোণে, চাহিলা উর্কশীপানে,
 জানিলেন সহস্রলোচন ।
 নৃত্য গীত নিবারিল, সবারে বিদায় দিল,
 নিজধামে গেল দেবগণ ॥
 দিব্য সুধারস কথা, আরণ্যপর্ব্বের গাঁথা,
 শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
 কমলাকান্তের সূত, হেতু সুজনের প্রীত,
 বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

অর্জুনের প্রতি উর্কশীর অভিলাষ ।

চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর ।
 পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর ॥
 উর্কশীরে পাঠাইবে অর্জুনের স্থানে ।
 স্ত্রীকীড়া আদি যত করাহ অর্জুনে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল ।
 দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল ॥

বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন ।
 পরিচর্যা হেতু নিযোজিল বহুজন ॥
 তবে চিত্রসেন গেল উর্কশীর স্থান ।
 অর্জুনের গুণ কহে করিয়া বাধান ॥
 কাণে গুণে বুদ্ধি বলে কর্মে তপে জপে ।
 অর্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোন কাপে ॥
 তার তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর ।
 আজি নিশি উর্কশী তাহার সেবা কর ॥
 উর্কশী বলেন আমি ভালমতে জানি ।
 কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি ॥
 আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয় ।
 এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয় ॥
 এত বলি স্নান করি পরে দিব্য বাস ।
 পারিজাত মাল্যে বান্ধে দিব্য কেশপাশ ॥
 চন্দন কল্কুরী অঙ্গে করিল লেপন ।
 রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
 সহজ কাপেতে মুনিজন-মন মোহে ।
 মন সঞ্চে হরে প্রাণ যার পানে চাহে ॥
 সুবেশা সুকেশা প্রায় কাল অর্জু নিশি ।
 অর্জুনের আলয়ে চলিলেক উর্কশী ॥
 দ্বারপাল জানাইল অর্জুন গোচরে ।
 উর্কশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥
 ভীত হইলেন শুনি কুম্ভীর নন্দন ।
 নিশাকালে উর্কশী আইল কি কারণে ॥
 উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার ।
 উর্কশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার ॥
 কি করিব আজ্ঞা তুমি করহ আমায় ।
 এত রাত্রে কি কারণে আসিলে এথায় ॥
 বিস্ময় মানিয়া মনে উর্কশী চাহিল ।
 কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিল ॥
 চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র-অমুমতি ।
 একে একে সব কথা কহে পার্শ্ব প্রতি ॥
 ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইলু এথায় ।
 আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায় ॥
 যখন করিল নৃত্য বিদ্যাদরীগণ ।
 সবে এড়ি মোরে তুমি করিলে দর্শন ॥

জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর ।
 আজ্ঞা কৈল সাধিবারে কার্য্য প্রীতিকর ॥
 শুনিয়া অর্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া ।
 হেঁটমাথে স্নানমুখে কহে শিহরিয়া ॥
 শুনিবার স্লেচ্ছ্য নহে তোমার এ বাণী ।
 কেন হেন চুপ্ত কথা কহ ঠাকুরাণী ॥
 বারাক্ষণ হও তুমি না হও প্রমাণ ।
 উর্কশী আমার পক্ষে জননী সমান ॥
 কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায় ।
 যে হেতু চাহিলু আমি কহিব তোমায় ॥ ,
 পূর্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল ।
 তোমার উদরে পরুবংশ রুদ্ধি হল ॥
 পুরু আদি করি তার যতেক পুরুষে ।
 ক্ষয় হল তুমি আছ নবীন বয়সে ॥
 এ হেতু বিস্ময় বড় মানিলাম মনে ।
 পুনঃপুনঃ চাহিলাম তাহারি কারণে ॥
 পূর্বে পিতামহী তুমি মোর গুরুজন ।
 হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণে ॥
 উর্কশী বলিল আমি নহি যে কাহার ।
 স্বইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার ॥
 অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ ।
 রমহ আমার সঞ্চে দূর কর হৃদ ॥
 যত সব মহারাজ হল পরুবংশে ।
 তপ পুণ্য ফলে সবে স্বর্গেতে আইসে ॥
 ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার ।
 এ সব বচন কেহ না করে বিচার ॥
 তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয় ।
 করহ আমার প্রীতি খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
 অর্জুন কহেন তুমি মোর ঠাকুরাণী ।
 গুরুবৎ পরমগুরু কুলের জননী ॥
 যথা কুম্ভী যথা মাদ্রী যথা শটীন্দ্রাণী ।
 ইহা সবা হতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
 নিজ গৃহে যাহ মাতা করি যে প্রণাম ।
 পূজবৎ জ্ঞান মোরে কর অধিগ্রাম ॥
 শুনি উর্কশীর হৃদে হল মহাতাপ ।
 ক্রোধমুখে অর্জুনের প্রতি দিল শাপ ॥

তব পিতৃ আদেশেতে আসি তব গৃহে ।
 নিষ্ফলা কিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহৈ ॥
 না করিলে কাম পূর্ণ পুরুষের কাজ ।
 এই দোষে নপুংসক হয়ে স্ত্রীর মাঝ ॥
 নর্তক কাপেতে রবে মোর এই শাপ ।
 এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ ॥
 শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর ।
 শোকে দুঃখে সে রজনী বঞ্চে উজ্জাগর ॥
 প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি ।
 করযোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি ॥
 নিশার রত্নান্ত যত কহেন অৰ্জুন ।
 শুনিয়া বিস্ময়ে কহে সহস্রলোচন ॥
 ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল ।
 তোমা হতে কুরুবংশ পবিত্র হইল ॥
 যোগীন্দ্র তপস্বী ঋষি জিনিলে সবারে ।
 তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে ॥
 শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অৰ্জুন ।
 শাপ নহে তব পক্ষে হল বল্লভ ॥
 অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে ।
 সেইকালে নপুংসক নর্তক হইবে ॥
 বৎসরের পূর্ণ হলে শাপ হবে ক্ষয় ।
 শুনিয়া অৰ্জুন অতি সানন্দ হৃদয় ॥
 অৰ্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায় ।
 কদাচিত্ তার চিত্ত পাপে নাহি যায় ॥
 পূর্বার্জিত যত পাপ ভস্ম হয়ে যায় ।
 আরণ্যকপর্ব গীত কাশীদাস গায় ॥

ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমন ।

ইন্দ্রের নগরে পার্শ্ব ইন্দ্রের সমান ।
 নানা অস্ত্র শিক্ষা করিলেন ইন্দ্রস্থান ॥
 নৃত্য গীত রাদ্য শিখে চিত্রসেন স্থানে ।
 মাতৃ ভ্রাতৃ না দেখিয়া দুঃখ বড় মনে ॥
 এক দিন তথায় লোমশ মহাশয় ।
 ইন্দ্র দরশন হেতু আসে সুরালয় ॥
 করযোড়ে প্রণামিল দেব পুরন্দরে ।
 ইন্দ্রদত্ত দিব্যাসনে বসে মুনিবরে ॥

ইন্দ্রের আসনে পার্শ্বে দেখি মুনিবর ।
 বিস্ময় মানিয়া মুনি ভাবে যে অন্তর ॥
 যে আসনে বসিতে না পান দেব মুনি ।
 কোন কস্মে ক্ষত্র হয়ে বসিল ফাল্গুনি ॥
 ঋষির বিচার জ্ঞাত হয়ে পুরন্দর ।
 বলিলেন ব্রহ্মঋষি কি ভাব অন্তর ॥
 মনুষ্য দেখিয়া পার্শ্বে ভ্রম হল মনে ।
 তুমি কি না জান মুনি পাসরহ কেনে ॥
 নরনারায়ণ যেই ঋষি পুরাতন ।
 ভার নিবারণে জন্ম নিলেন দু-জন ॥
 বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু ।
 নর ঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হল জিষ্ণু ॥
 কুন্তীগর্ভে জন্ম হল আমার অংশেতে ।
 কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে ॥
 এথায় আইল অস্ত্র শিক্ষার কারণ ।
 দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন ॥
 নিবাতকবচ দৈত্য নিবসে পাতালে ।
 তার সম যোদ্ধা নাহি পৃথিবীমণ্ডলে ॥
 সুরাসুর যত লোক জিনিলেক বলে ।
 বল্লকাল নিবসতি করে রসাতলে ॥
 তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয় ।
 পার্শ্ব বিনা কার শক্তি তার অগ্রে হয় ॥
 এ হেতু এথায় পার্শ্ব থাকি কত দিনে ।
 করিবে গমন পুনঃ মনুষ্যভুবনে ॥
 আমার আরতি এক শুন তপোধন ।
 কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন ॥
 আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে ।
 অৰ্জুনের কারণ উৎকণ্ঠা না হইবে ॥
 পৃথিবীতে তীর্থ যত আছে স্থানে স্থান ।
 যত্নপূর্ব্বকৈতে তথা কর স্নান দান ॥
 তীর্থ দ্রোণ ছুই যদি জিনিবারে মন ।
 তীর্থ স্নান করি ধর্ম কর উপার্জন ॥
 বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ ।
 আপনি থাকিবা সঙ্কে রক্ষার কারণ ॥
 স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন ।
 ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অৰ্জুন ॥

চলিলে কাম্যক বনে শুন তপোধন ।
 ভ্রাতৃস্থানে কহিবেন মোর বিবরণ ॥
 আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তীর্থে লবে ।
 যথা যে বিহিত স্নান দান করাইবে ॥
 রাক্ষস দানবগণ থাকে তীর্থস্থানে ।
 সঙ্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে ॥
 মহাতারতের কথা অমৃতের ধার ।
 কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর ॥

পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ।

মুনিরে জনমেজয় জিজ্ঞাসে তখন ।
 ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ ॥
 মুনি বলে মহারাজ কর অবধান ।
 অর্জুনের চরিত্র শুনিল বহু স্থান ॥
 লোকেতে অদ্ভুত রাজা অর্জুন কাহিনী ।
 ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি ॥
 আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল ।
 ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল ॥
 শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জুন-কথন ।
 শুনেছ কি সঞ্জয় সে সব বিবরণ ॥
 সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি ।
 অর্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী ॥
 হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল ।
 পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল ॥
 কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর ।
 নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর ॥
 ইন্দ্র-অর্জুনসনেতে বসিল সুরমাঝে ।
 আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল মাঝে ॥
 মনুষ্য কি ছার যারে দেবগণ পূজে ।
 মুনিগণ সন্তাপিত যার তপ তেজে ॥
 বীরমধ্যে শিব সম যাহার গণন ।
 তাহার বৈরিতা ভাবে জীবে কোন জন ॥
 দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায় ।
 কত দিনে দৈত্য মারি আসিবে এখায় ॥
 এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃপমণি
 আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থকথা শুনি ॥

দুষ্ট দুর্ব্বোধন কাল হইল আমার ।
 শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িলু পাকে তার ॥
 অর্জুনের অগ্রেতে রহিবে কোন জন ।
 দ্রৌণি কর্ণ রূপাচার্য্য রদ্ধ গুরু দ্রোণ ॥
 দৃঢ়মুষ্টি দিব্য মস্ত্রে নির্দয় অর্জুন ।
 বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ ॥
 দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে ।
 অবশ্য হইবে দক্ষ নিবারণ নহে
 সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলে তুমি
 শুন কহি সেই বার্তা পাইলাম আমি ॥
 যুধিষ্ঠির বনে গেল শূনি নারায়ণ ।
 সেইক্ষণে যত্নবলে করিল গমন ॥
 ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেশু কেবল নৃপতি ।
 শ্রমমাত্রে বন মাঝে গেল শীঘ্রগতি ॥
 যুধিষ্ঠির বিভ্রাণ দেখি জটাটীর ।
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন ক্রোধে কম্পিত শরীর ॥
 যেই জন হেন গতি করিল তোমার ।
 রাজ্য ধন নিল আর অঙ্গ-অলঙ্কার ॥
 সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন ।
 আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন ॥
 দ্রৌপদীর কেশ ধরি শুনিলু অবণে ।
 সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে ॥
 শৃগাল কুকুর মাংস আহারী সকল ।
 কুরুকুল মাংস ভঞ্জে হবে কুতূহল ॥
 যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণ-কষ্ট দেখি ।
 তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার খুলিব ছুই আঁখি ॥
 কৃষ্ণ ভীমার্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত ।
 একে একে সবাই কহিল এইমত ॥
 যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রাজা কহেন না যায় ।
 কত দিন রক্ষা পেলেন তাহার রূপায় ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাণ ।
 ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান ॥
 কুরুসভা মধ্যে আমি করিলু নির্ণয় ।
 আমার শক্তি তাহা খণ্ডান না যায় ॥
 এত শুনি নির্ণয় করিল সর্ব্বজন ।
 প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন

নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেলে সবে ।
 কেমনে নৃপতি শাস্ত করিবে পাণ্ডবে ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য कहिलে সঞ্জয় ।
 কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শাস্ত আর নয় ॥
 যখন ধরিল দুই দ্রৌপদীর কেশে ।
 তখনি জানিহু বংশ মজিল বিশেষে ॥
 বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন ।
 সে কারণে আমারে না মানে দুৰ্য্যোধন ॥
 দুৰ্য্যোধন দুঃশাসন দৌহে চুরাচার ।
 আর দুই দুই দেয় আজ্ঞা কুবিচার ॥
 আর আমি দৈবগতি পুণ্ড্রবংশ হৈনু ।
 সাধু জন বচন শুনিয়া না শুনিহু ॥
 পশ্চাতে এ সব কথা করিব স্মরণ ।
 এইরূপ অনুশোচে অগ্নিকানন্দন ॥
 মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে কয় কাশীরাম দাস ॥

অৰ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ ।

এথায় কাম্যক বনে ধর্মের নন্দন ।
 মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ ॥
 পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠির যাম্যে বৃকোদর ।
 উত্তর পশ্চিমে দুই মাদীর কোণ্ডর ॥
 মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণ স্থানে ।
 দ্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে ॥
 সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায় ।
 স্বামিগণে ভুঞ্জাইয়া পাছু কৃষ্ণ খায় ॥
 হেনমতে সেই বনে অৰ্জুন বিহনে ।
 পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণ সহ ভাই চারি জনে ॥
 একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব জনে ।
 শোকেতে আকুল হল স্মরিয়া অৰ্জুনে ॥
 চারি ভাই কৃষ্ণ সহ কান্দেন সঘনে ।
 জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে ॥
 রোদন সম্বর ভীম রাজা প্রতি কয় ।
 পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয় ॥
 পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে ।
 বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে ॥

তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর ।
 না জানি যে কোন বনে গেল সে সত্তর ॥
 শোক দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল ।
 বহু দিন তাহার না জানি হে কুশল ॥
 বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয় ।
 শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
 কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেক আর যত্নগণ ।
 পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চালনন্দন ॥
 সবে প্রাণ দিবে রাজা অৰ্জুন বিহনে ।
 পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে ॥
 যত কর্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ।
 অন্য জন হলে প্রাণ ত্যজি ততক্ষণ ॥
 ক্ষণেকে মরিতে পারি যুগ্মতে না মরি ।
 যে ভায়ের তেজে রাজা হেন মনে করি ॥
 ইন্দ্র আদি নাহি গনি যে ভায়ের তেজে
 ভূতাপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে ॥
 তব পাশা ক্রৌড়া হেতু শুন মহারাজ ।
 ভাই ভাই ঠাই ঠাই হ'নু বনমাঝ ॥
 অধর্ম করিলে রাজা ধর্ম না বুঝিলে ।
 ক্ষত্রধর্ম রাজ্য রক্ষা তাহা তেয়গিলে ॥
 এখনো সদয় হয়ে ক্ষমিছ কৌরবে ।
 ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে ॥
 তবে কেন দুইজনে এবে ক্ষমা করি ।
 বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মরি ॥
 যদি কদাচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয় ।
 যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডিব মহাশয় ॥
 নতুবা এ বনবাস করিব তখন ।
 আগে সব শত্রুগণে করিব নিধন ॥
 কপটে কপটী মারি পাপ নাহি তায় ।
 আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যত্নরায় ॥
 জগন্নাথে সাথে করি মারি কুরুকুল ।
 যথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অপ্রতুল ॥
 এত শুনি ভীমসেনে করিল চুপন ।
 শাস্ত করি কহে রাজা মধুর বচন ॥
 যে कहিলে বৃকোদর সকল প্রমাণ ।
 কিসের আপদ যার সখা ভগবান

কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয় ।
 যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম তথায় বিজয় ॥
 অধর্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয় ।
 তাই বন্ধু বহু তার কেহ কিছু নয় ॥
 হেন ধর্ম না আচরি অধর্ম করিলে ।
 নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে
 অবশ্য মারিবে তুমি কোরব ছুরিতে ।
 এক্ষণে নহেক ত্রয়োদশ বৎসরাস্তে ॥
 যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাবারে নারি ।
 নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সব অরি ॥
 হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন ।
 হেনকালে আসে রুহদশ্ব তপোধন ॥
 যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন ।
 বসিবারে দেন আনি কুশের আসন ॥
 শ্রান্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন ।
 যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—
 নল রাজার উপাখ্যান ।

যুধিষ্ঠির বলেন মুনি কর অবধান ।
 আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ ॥
 কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন ।
 জটাচার পরাইয়া পাঠাইল বন ॥
 যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চিত যে এখায় ।
 রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায় ॥
 রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর ।
 কতক্ষণে রুহদশ্ব করিল উত্তর ॥
 কি দুঃখ তোমার রাজ্য অরণ্যভিতর ।
 ইন্দ্র চন্দ্র সম তোমা সঙ্গে সহোদর ॥
 ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত ।
 দাস দাসী আর যত তব অনুগত ॥
 এই হেতু দুঃখ নাহি দেখি যে তোমার ।
 তোমা হতে নল দুঃখ পাইল অপার ॥
 এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্মের নন্দন ।
 কহ শুনি মুনি সেই নল বিবরণ ॥

রাজপুত্র হয়ে আমি সমান দুঃখিত ।
 অবশ্য শুনিতে হয় তাঁহার চরিত ॥
 কহ শুনি মুনিরাজ তাঁহার কথন ।
 কোন দেশে ঘর তাঁর কাহার নন্দন ॥
 রুহদশ্ব বলে শুন ধর্মের নন্দন ।
 তোমা হতে বড় দুঃখী নিষধ-রাজন ॥
 নল নামে নরপতি বীরসেনসুত ।
 ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাশূন্যুত ॥
 ঋপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয় ।
 যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয় ॥
 নিষধ রাজ্যেতে নল মহাশূন্যবান ।
 বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান ॥
 বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন ।
 কত দিনে আসে তথা মহর্ষি দমন ॥
 পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাঁহারে পূজিল ।
 হৃষ্ট হয়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল ॥
 ঋপেতে সংসারে নারী করিবে দমন ।
 দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ ॥
 দমনের বরে কন্যা হল দময়ন্তী ।
 যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি যে কান্দি ॥
 নাহিক সমান ঋপে গুণে লক্ষ্মী সমা ।
 নলের কারণে হল অতি নিকৃপমা ॥
 সমান বয়স্ক সঙ্গে শত সখীগণ ।
 দময়ন্তী পাশে তারা থাকে অনুক্ষণ ॥
 দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ ।
 নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ ॥
 নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী ।
 কাম-দাবানলে দন্ধা যেমন হরিণী ॥
 দময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোকমুখে ।
 সদাই অস্তির রাজা শর বাজে বৃকে ॥
 দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন ।
 কত দিনে দেখ তার দৈবের ঘটন ॥
 অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি ।
 জলতটে হংস এক দেখে নরপতি ॥
 নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন ।
 রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন

ছাড়ুহ আমারে রাজা না কর নিধন ।
 করিব তোমার প্রীতি চিন্তা যে কারণ ॥
 তব অনুকূপকৃপা ভীমের নন্দিনী ।
 তার সহ মিলন করাব নৃপমণি ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল ।
 অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল ॥
 অন্তঃপুর-মধ্যে যথা সরোবর ছিল ।
 সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল ॥
 এইকালে দময়ন্তী সহচরী সনে ।
 পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে ॥
 সরোবর-মধ্যে হংস দেখি কূপবতী ।
 ধরিবার আসে যান মন্দ মন্দ গতি ॥
 চতুর্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে ।
 বিদর্ভীয়ে হংস কহে মনুষ্য বচনে ॥
 নিষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি ।
 অশ্বিনীকুমার কপে নিন্দে রতিপতি ॥
 নরলোকে তার সম নাহি কপে গুণে ।
 করাইব মিলন তোমার তার সনে ॥
 যদি ভাগ্যে থাকে তব ভর্তা হবে নল ।
 তোমার যৌবন কূপ হইবে সফল ॥
 সার্থক হউক কূপ শুনহ বচন ।
 নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ ॥
 শুনিয়া ভৈরবীর মন অমঞ্জে পীড়িল ।
 বিপাতা আমার হেতু নলেরে সজিল ॥
 নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ ।
 এত বলি হংসে পাঠাইল সেইক্ষণ ॥
 কহিল সকল কথা নলের গোচর ।
 শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নৃপবর ॥
 যে হইতে হংসভাষা বৈদর্ভী শুনিল ।
 নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল ॥
 বিবর্ণ বদন ভূরি সঘনে নিশ্বাস ।
 ত্যজিল আহার আর সদা হাহা ভাষ ॥
 দময়ন্তী-ছুঃখ দেখি সব সখীগণ ।
 ভীম নরপতি পাশে করে নিবেদন ॥
 শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত ।
 কোন হেতু দময়ন্তী-হইল ছঃখিত ॥

মহাদেবী বলে কিবা চিন্তা নৃপবর ।
 যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর ॥
 শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্বেগী হইল ।
 রাজ্যে রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল ॥
 দেশে দেশে বার্তা পেয়ে যত রাজগণ ।
 বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন ॥
 হয় হস্তীপদাতিকে পুরিল মেদিনী ।
 বার্তা পেয়ে আসিলেন যত নৃপমণি ॥
 বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর ।
 যথাযোগ্য স্থানে সব বসে নৃপবর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর শুনিয়া সময় ।
 পুরাতন ঋষি আসে অমর আশয় ॥ (৪)
 যথাবিধি তাঁরে পূজি দেব সুরেশ্বর ।
 জিজ্ঞাসিল কোথা ছিলে ওহে মুনিবর ॥
 ঋষি বলে গিয়াছিলাম পৃথিবীমণ্ডল ।
 আশ্চর্য্য দেখিলাম তথা শুন আশঙ্কল ॥
 বিদর্ভরাজার কন্যা দময়ন্তী নামা ।
 দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা ॥
 তার কপে সুশোভিত হল ভূমণ্ডল ।
 চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন কমল ॥
 ভীমরাজা করিল কণ্ঠার স্বয়ম্বর ।
 নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যত নৃপবর ॥
 দময়ন্তী কূপ গুণ শুনিয়া অবণে ।
 দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
 নারদের এই বাক্য শুনি দেবগণ ।
 দময়ন্তী কপে মগ্ন হল সর্বজন ॥
 দময়ন্তী প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ ।
 স্বয়ম্বর-স্থানে সবে করিল গমন ॥
 পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর ।
 অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভনগর ॥
 সসৈন্যে চলিল নল পেয়ে নিমন্ত্রণ ।
 পথে নল সহ ভেট হল দেবগণ ॥

দেখিলা নলের রূপ বিষয় অন্তর ।
 দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর ॥
 ইহা দেখি অন্তে না বরিবে কদাচন ।
 এত চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ ॥
 সাধু সর্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ ।
 সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ ॥
 কৃতাজ্জলি করি বলে নিবধনন্দন ।
 কে তোমরা আমি হতে কিবা প্রয়োজন ॥
 ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর ।
 শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর ॥
 সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে ।
 সবাঁকার দূত হয়ে যাই তথাকারে ॥
 কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বরে ।
 নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে ॥
 রাজা বলে দ্রুতগতি যাইতেছি আমি ।
 কেমনে ভোটব কল্যাণ অগম্য সে ভূমি ॥
 রক্ষকেরা পুররক্ষা করিছে যতনে ।
 এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে ॥
 দেবগণ বলে আমি সবার প্রভাবে ।
 না হবে বারণ তুমি অলঙ্ঘ্যেতে যাবে ॥
 দেবগণ-বাক্য নল করিয়া স্বীকার ।
 চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার ॥
 সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল ।
 দেখিয়া তাঁহার রূপ অজ্ঞান হইল ॥
 অতি সুকুমাররূপা অনঙ্গমোহিনী ।
 ক্লেশোদরা মনোহরা বিশাললোচনী ॥
 পূর্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল ।
 সত্য-সত্য বলি রাজা সকল মানিল ॥
 নল দেখি দময়ন্তী হল চমকিত ।
 কেবা এ পুরুষবর এথা উপনীত ॥
 ইন্দ্র কিম্বা কামদেব অশ্বিনীকুমার ।
 ধাতা ধাতা হেন রূপ সজ্জিল ইহার ॥
 বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে ।
 সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারি ॥
 কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাবে ।
 কে তুমি পোড়াই মোরে কন্দর্প-ছতাবে

কেমনে আসিলে এথা কেহ না দেখিল ।
 লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল ॥
 পবনাদি দেবে মোর পিতা দণ্ড করে ।
 এত দুর্গ পার হয়ে এলে কি প্রকারে ॥
 রাজা বলে আমি নল জান বরাননে ।
 এথা আইলাম দেবতার দূতপণে ॥
 ইন্দ্রাग्नि বরুণ যম পাঠান আমারে ।
 সবাঁকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে ॥
 এ চারি জনের মধ্যে যারে হয় মন ।
 জাজ্ঞা কর তারে গিয়া করি নিবেদন ॥
 এই হেতু তব পুরে করি আগমন ।
 দেবের প্রভাবে না দেখিল কোন জন ॥
 কল্যাণ বলে দেবগণ বন্দিত সবার ।
 সে কারণে তাঁসবায় মম নমস্কার ॥
 নিষ্ফল এখায় আসিছেন দেবগণ ।
 পূর্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ ॥
 হংসমুখে পূর্বে আমি ববেছি তোমায় ।
 কেমনে আমারে ত্যাগ কর নরায় ॥
 কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি ।
 তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলেমোর গতি ॥
 নল বলে যেই দেবে পূজে সর্বজন ।
 তপস্বী করিয়া বাঞ্ছা যার দরশন ॥
 মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে ।
 হেন জন বাঞ্ছা তোমা ত্যজ কেন তাঁরে ॥
 ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দন ।
 ত্রৈলোক্যের উপরে যাঁহার প্রভুপণ ॥
 শচীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে ।
 হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে ॥
 দিব্যপাল বৈশ্বানর সবাঁকার গতি ।
 যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি ॥
 বরুণ যে জলেশ্বর নর-অন্তকারী ।
 কেমনে বরিবে অন্যে তাঁকে পরিহারি ॥
 কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন ।
 তুমি ভর্তা তুমি কর্তা করিছ বরণ ॥
 শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি ।
 গলে মালা দিতে রাজা দেহ অনুমতি ॥

নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্ম ।
 দূত হয়ে কেমনে করিব হেন কর্ম ॥
 এত শুনি বৈদভীর বিষণ্ণ বদন ।
 দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ কবেন রোদন ॥
 পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায় ।
 বরিব তোমাংবে দোষ না হবে তাহায় ॥
 দেবগণ সহ তুমি এস স্বয়ম্বরে ।
 তাঁসবার মধ্যে আমি বরিব তোমাংরে ॥
 এত শুনি নল রাজা করেন গমন ।
 দেবগণ পাশে গিয়া করে নিবেদন ॥
 কেহ না দেখিল মোরে তব অনুগ্রহে ।
 দেখিলাম সে কল্যানে অন্তঃপর-গৃহে ॥
 কহিলাম সবাংকার যে সব সন্দেশ ।
 প্রবন্ধেতে কপ গুণ বিভব বিশেষ ॥
 কাবোঁনা চাহিয়া কন্যা আমাংরে ইচ্ছিল ।
 আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল ॥
 দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর স্থানে ।
 তোমাংরে বরিব তাঁসবার বিদ্যমান ॥
 বৈদভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ ।
 নলের সমান বেশ ধরেন তখন ॥
 এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি ।
 স্বয়ম্বর স্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীব নল-বরণ ।

স্বয়ম্বরে উপনিত যত দেবগণ ।
 যথাযোগ্য আসনেতে বসে সর্বজন ॥
 কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার ।
 বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাংকার ॥
 সিংহগ্রীব গজকরুণ গমনে সিদ্ধুজ ।
 পঞ্চমুখ ভুজঙ্গ সদৃশ ধরে ভুজ ॥
 তবে বিদভের রাজা শুভকর্ণ দিনে ।
 দময়ন্তী আনাইল সভাবিদ্যামানে ॥
 দেখিয়া মোহিত হল সব রাজগণ ।
 দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাংকার মন ॥

যত যত মহারাজ আছিল সভায় ।
 চিত্তের পত্রলি প্রায় একদৃষ্টে চায় ॥
 নল বিনা বৈদভীর অন্যে নাহি মন ।
 কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ ॥
 এক স্থানে দেখে ভৈরবী সভার ভিতর ।
 নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর ॥
 বর্ণেতে নলের সহ নাহি কিছু ভেদ ।
 দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ ॥
 পঞ্চবিধ নল দেখি বরিব কাহারে ।
 হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমাংরে ॥
 দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয় ।
 দেবমায়া বলে কিছু সেই ব্যক্ত নয় ॥
 উপায় না দেখি ভৈরবী বিচারিল মনে ।
 করযোড়ে স্তুতিবাদ করে দেবগণে ॥
 তোমরা যে অন্তর্গামী জানহ সকল ।
 পূর্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল ॥
 প্রসন্ন হইয়া সবে মোরে দেহ বর ।
 জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর ॥
 সত্যোতে সংসারবার্ত্তে আমি যদি সত্যী ।
 তোমা সবাংমধ্যে যেন চিনি নিজ পতি ॥
 বৈদভীর মনোভাব জানি দেবগণ ।
 আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন ॥
 অনিমেষ নয়ন স্বেদামুহীনকায়া ।
 অগ্নান কুমুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া ॥
 বৈদভী জানিল তবে এ চারি অমর ।
 নল পরপতি দেখে ভূমির উপর ॥
 হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে সাধু সাধু বলে ॥
 তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া ।
 দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া ॥
 যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ ।
 তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান ॥
 নলেরে বৈদভী তবে করিল বরণ ।
 দেখিয়া সন্তুষ্ট হল যত দেবগণ ॥
 তুষ্ট হয়ে ইষ্টবর দিল চারি জন ।
 অলঙ্কিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন ॥

অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর ।
 যথায় চাহিবে জল পাবে নরবর ॥
 অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন ।
 বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে তত্তক্ষণ ॥
 প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন ।
 অস্ত্র তুণ ধনু দিয়া করিল গমন ॥
 নিবর্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর ।
 দময়ন্তী লয়ে গেল নল নৃপবর ॥
 দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি ।
 কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি ॥
 বহু যজ্ঞ সমাধিল কৈল বহু দান ।
 পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান ॥
 মহাতারতের কথা পরম পবিত্র ।
 আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র ॥

—
 নল পুস্করের দ্যুত ক্রীড়া ।

স্বয়ম্বর নিবর্তিয়া যায় দেবগণ ।
 পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন ॥
 জিজ্ঞাসিল দুই জনে যাহ কোথাকারে ।
 কলি বলে যাই বৈদভীর স্বয়ম্বরে ॥
 সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে ।
 প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুই জনে ॥
 হাসি ইন্দ্র বলে সাজ্জ হল স্বয়ম্বর ।
 নলেরে বরিল ভৈরবী সভার ভিতর ॥
 এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার ।
 দেব স্বামী ত্যজি ছুটা বরে নর ছার ॥
 এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে ।
 প্রতিজ্ঞা করিলু আমি তোমার গোচরে ॥
 দেবগণ বলে তার দোষ নাহি তিলে ।
 আমি সবার্কার বাক্যে বরিলেক নলে ॥
 নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায় ।
 সংসারের যত গুণ বঞ্চে নলাশ্রয় ॥
 সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু ।
 পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্র ছিল চারু ॥
 সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয় ।
 যজ্ঞ সভা তুণ দেব যাহার আশ্রয় ॥

সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃশৌচ দানী ।
 আমি সবার্কার মাঝে নলেরে বাখানি ॥
 হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন ।
 বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেই জন ॥
 এত বলি দেবগণ করিল গমন ।
 দ্বাপর কলিতে দৌহে চিন্তে মনে মন ॥
 নলের যতেক গুণ বলে সুরপতি !
 হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি ॥
 কলি বলে তুমি মোর হইবে সহায় ।
 যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায় ॥
 রাজ্যভ্রষ্ট করাব বিচ্ছেদ দুই জনে ।
 পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ রাজনে ॥
 অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার ।
 কলি-বাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥
 এতেক বিচারি দৌহে করিল গমন ।
 নলের সহিত কলি থাকে অনুরক্ত ॥
 নৃপতির পাপছিদ্র খুঁজে নিরন্তর ।
 হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর ॥
 একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে ।
 অল্পা শৌচ কৈল পদে ভ্রম হল মনে ॥
 ছিদ্র পেয়ে প্রবেশিল কলি তাঁর দেহে ।
 নিজ বুদ্ধি হীন হল রাজার হৃদয়ে ॥
 পুস্কর নামেতে ছিল রাজার সৌদর ।
 তাহার সদনে কলি চলিল সত্তর ॥
 কলি বলে অবধান করহ পুস্কর ।
 বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর ॥
 নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি ।
 সহায় হইয়া তোরে জিনাইব আমি ॥
 কলির আশ্বাস পেয়ে পুস্কর চলিল ।
 খেলিব দেবন বলি নলে আত্মনিল ॥
 এতেক শুনিয়া নল পুস্করের দস্ত ।
 অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব ॥
 পণ করি খেলিতে লাগিল দুই জন ।
 হিরণ্য বিবিধ আর রজত কাঞ্চন ॥
 পুস্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে ।
 নাহি হয় অশ্রুধা সে যাহা মাগে যবে ।

পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল ।
 মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াবল ॥
 সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌরজন ।
 কার শক্তি না হল করিতে নিবারণ ॥
 তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া ।
 দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
 মহাভূখ উৎপাত আনেন নৃপতি ।
 কর গিয়া আপনি নিবর্ত্ত তুমি সতী ॥
 এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণবদন ।
 অতিশীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন ॥
 রাজারে বলেন ভৈমী বিনয় বচন ।
 মন্ত্রিসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ ॥
 আজ্ঞা কর সবে আসি করুক দর্শন ।
 ত্যজহ দেবন পাশা রাজ্যে দেহ মন ॥
 কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি শুনে বাণী ।
 মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহে নৃপমণি ॥
 পুনঃপুনঃ কহে ভৈমী বারিতে নারিল ।
 জ্ঞানহত হল রাজা নিশ্চয় জানিল ॥
 নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন ।
 অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন ॥
 হেনমতে নল রাজা খেলে বহু দিন ।
 ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হল হীন ॥
 অক্ষ বিনা নৃপতির নাহি অন্যমন ।
 সকল তাজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ ॥
 দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল ।
 রহৎসেনা নামে ধাত্রী প্রতি সে বলিল ॥
 শীঘ্র আন বাষেয় সারথিকে ডাকিয়া ।
 আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া ॥
 সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ ।
 সারথি দেখিয়া ভৈমী বলেন বচন ॥
 সর্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন ।
 এ মহাবিপদে তুমি করহ তারণ ॥
 ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা ।
 মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি এস দুইজনা ॥
 বিলম্ব না কর রথ আন শীঘ্রগতি ।
 আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি ॥

রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী ।
 মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী ॥
 রথ অশ্ব সহিত থুইল রাজপুরে ।
 পুনঃ গেল বাষেয় সে নিষধ নগরে ॥
 পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
 কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান ॥

নল-দময়ন্তীর বন-গমন ও নলের
 দময়ন্তী তাগ ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলে রাজা নল ।
 একে একে রাজ্য ধন হারিল সকল ॥
 বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার ।
 সকল হারিল রাজা কিছু নাহি আর ॥
 হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন ।
 খেলিব কি আছে আর শীঘ্র কর পণ ॥
 অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর ।
 রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার ॥
 এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন ।
 নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণবদন ॥
 তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যা ছিল শরীরে ।
 বাহির করিয়া রায় দিলেন পুষ্করে ॥
 একবস্ত্র পরিধানে বাহির হইল ।
 অন্তঃপুরে থাকি তবে বৈদর্ভী শুনিল ॥
 অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া ।
 চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হৈয়া ॥
 আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে ।
 এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে ॥
 নল রাজা যাইবেক সম্মিলকটে যার ।
 নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার ॥
 আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর ।
 রাজাজ্ঞা শুনিয়া সবে ছদে পায় ডর ॥
 তিন দিন ছিল নল নগরভিতর ।
 রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর ॥
 কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে ॥
 তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান
 তার পরে বনমধ্যে করিল প্রয়াণ ॥

পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন ।
 অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল ছুই জন ॥
 বহু দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত ।
 বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত ॥
 পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন ।
 মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহু ধন ॥
 ধরিবার উপায় চিন্তিল মনে মন ।
 পক্ষীর উপর ফেলে পক্ষন বসন ॥
 বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম ।
 আকাশে উড়িয়া বলে আরে মতিভ্রম ॥
 সর্বনাশ কৈনু অঙ্গে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান ।
 আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান ॥
 আমি সবা এড়ি ভৈরবী বরিল তোমারে ।
 তাহার উচিত ফল দিলাম উহারে ॥
 এত শুনি নরপতি ভৈরবী প্রতি বলে ।
 যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে ॥
 অঙ্গে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল ।
 বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে জ্ঞান হত হল ॥
 এখন যে বলি শুন তাহার কারণে ।
 এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে ॥
 অবন্তী নগরে লোক যায় এই পথে ।
 এই যে দেখহ পথ কোশলা যাইতে ॥
 এই পথে যাহ প্রিয়ে বিদর্ভনগরে ।
 শুনিয়া হইল ভৈরবী কম্পিত অন্তরে ॥
 রোদন করিয়া ভৈরবী কহে রাজা প্রতি ।
 তব বাক্য শুনি মোর স্থির নহে মতি ॥
 রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলে ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ সাগরে ডুবিলে ॥
 সব পাসরিবে আমি থাকিলে সংহতি ।
 আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি ॥
 ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখলেশ ।
 আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্লেশ ॥
 নল বলে সত্য তুমি যতেক কহিলে ।
 ভার্য্যাসম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে ॥
 ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন ।
 তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন ॥

ভৈরবী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবে ।
 বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে ॥
 এই হেতু শঙ্কা মম হতেছে রাজন ।
 তোমা ছাড়ি গেলে মোর নিশ্চয় মরণ ॥
 এক বাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে ।
 বিদর্ভনগরে চল যাই ছুই জনে ॥
 তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত ।
 দেবতুল্য তোমারে পূজিবে নিত্য নিত্য ॥
 নল বলে নহে দেবি যাবার সময় ।
 এ বেশে কুটুম্ভগৃহে উচিত না হয় ॥
 আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে ।
 তব পিতৃগৃহে গেলু চতুরঙ্গ দলে ॥
 এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক ।
 বৈরীর হইবে হর্ষ সুহৃদের শোক ॥
 পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন ।
 শত্রুসম হইলেও হয় মাংসীন ॥
 অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে ।
 দুঃখী হয়ে বন্ধুগৃহে না যাব কখনে ॥
 তবে পুনঃপুনঃ ভৈরবী অনেক কহিল ।
 না শুনিল নল রাজা নিশ্চয় জানিল ॥
 যেই বস্ত্র ছিল ভৈরবী করিয়া পিছন ।
 সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল ছুই জন ॥
 ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে ।
 এক বস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণে ॥
 বেগেতে চলিতে নারে যায় ধীরে ধীরে ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভ্রমে দুর্কল শরীরে ॥
 দিব্য এক স্থান রাজা দেখিল কাননে ।
 পরিশ্রান্ত হইয়া শুইল ছুই জনে ॥
 আঁকাড়ি করিয়া ভৈরবী ধরিয়া রাজারে ।
 পাছে স্বামী যায় ছাড়ি সভয় অন্তরে ॥
 একে সুকুমারী বহু দিন নিরাহারা ।
 শোবামাত্র দময়ন্তী হল জ্ঞানহারা ॥
 দুঃখে সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি পায় ।
 মনে বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায় ॥
 এ ঘোর অরণ্যে ভৈরবী সঙ্গে যদি থাকে
 মম দুঃখ দেখি নিত্য মজিবেক শোকে ॥

আমাদের না দেখি কোন পথিক সংহতি ।
 ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি ॥
 এ দুঃখ সমুদ্র হতে হইবে মোচন ।
 আমিহ একক হলে যাব যথা মন ॥
 একাকী রাখিয়া যাব ঘোর বনস্থল ।
 সেহ ভয় নাহি কেহ করিবে না বল ॥
 তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে ।
 এরে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে ॥
 কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান ।
 দময়ন্তী-তাজিবারে করে অনুমান ॥
 একবস্ত্র আচ্ছাদন দৌহাকার কায় ।
 মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায় ॥
 পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন ।
 ভাবিত হইল বড় কি করি এখন ॥
 কেমনে তাজিব আগি একবস্ত্র পরা ।
 শরীরে আছিল কলি চুষ্ট খরতরা ॥
 জানিয়া রাজার মন কলি খজ্ঞরূপ ।
 সম্মুখে হেরিয়া খজ্ঞ হরষিত ভূপ ॥
 অস্ত্র লয়ে অর্জবাস ছেদন করিল ।
 মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল ॥
 ধীরে ধীরে তথা হতে গমন করিল ।
 কত দূর হতে তবে বাহুড়ি আইল ॥
 দেখিল বৈদভী নিদ্রা যায় অচেতন ।
 ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
 সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে ।
 কি গতি হইবে প্রিয়া আমার বিহনে ॥
 হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা ।
 তোমা সব রক্ষা কর আমার বনিতা ॥
 এত বলি নরপতি করিল গমন ।
 পুনঃ কত দূর হইতে ফিরিল রাজন ॥
 কলিতে আচ্ছন্ন রাজা ছুই দিকে মন ।
 ভার্য্যা-স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন ॥
 দময়ন্তী-দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে ।
 অনাথ করিয়া প্রিয়ে যাই হে তোমারে ॥
 পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন ।
 দেখিব তোমারে নহে এই দরশন ॥

এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয় ।
 পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হল ভয় ॥
 অতিবেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণে ।
 প্রবেশ করিল গিয়া নির্জন কানন ॥

দময়ন্তীকে সর্পগ্রাস ।

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে ।
 সজাগ হইয়া দেখে স্বামী নাহি পাশে ॥
 মুচ্ছিতা হইয়া ভৈরবী ভূমিতলে পড়ি ।
 ধলায় ধসর হয়ে যায় গড়াগড়ি ॥
 উঠিয়া সঘনে চতুর্দিকে ধায় রড়ে ।
 নাথ নাথ বলি উঠেঃস্বরে ডাক ছাড়ে ॥
 অনাথা ডাকয়ে কেন না দেহ উত্তর ।
 কোন দিকে গেলে প্রভু নিঃশঙ্কস্বর ॥
 কোন দোষে দুষী আমি নহি তব পায় ।
 তবে কেন আমাদের তাজিলা মহাশয় ॥
 ধার্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্বলোকে ।
 তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মোকে ॥
 লোকপাল মধ্যে পূর্ব্ব সত্য কৈলে প্রভু ।
 শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু ॥
 সত্যবাদী হয়ে সত্য ছাড়ি কি কারণ ।
 লুকায়িত আছ কোথা দেহ দরশন ॥
 দুঃখ-সিদ্ধিমধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ ।
 অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ ॥
 ক্ষুধার্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে ।
 তৃষ্ণার্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে ॥
 এত বলি বনে বনে ভৈরবী পর্য্যটিয়া ।
 ক্ষণে উঠেঃক্ষণে বসে ক্ষণে যায় ধাইয়া ॥
 ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল ।
 লক্ষ লক্ষ চতুর্দিকে তাহারা বেড়িল ॥
 স্বামী অশ্বেষিয়া ভৈরবী করে বনভ্রম ।
 অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গম ॥
 বিকট দশন আর বিকট গর্জ্জন ।
 ভৈরবীয়ে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন ॥
 বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে ।
 হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে ॥

আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন ।
 নিশ্চয় হইল অজগরের ভক্ষণ ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী বলিয়া হা নাথ ।
 দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ ॥
 শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজাগর ।
 ছুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণ শর ॥
 সর্প মারি মৃগজীবী কহে বৈদভীরে ।
 কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন ঘোরে ॥
 সকল রত্নান্ত তাহে বৈদভী কহিল ।
 বৈদভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল ॥
 সম্পূর্ণ চন্দ্রমামুখ পীন-পয়োধর ।
 বচন অমৃতে ব্যাধে বিক্ষেপ খরশর ॥
 কামাতুর হয়ে যায় ভৈরবী ধরিবারে ।
 ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈরবী কহিছে অন্তরে ।
 সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি ।
 নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি ॥
 এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আশ্রয় ।
 এখনি হউক ভস্মরাশি ছুরাশয় ॥
 এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হয়ে গেল ।
 স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদভী চলিল ॥

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও স্রবাহনগরে
 সৈবিক্তী বেশে স্থিতি ।

মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ ।
 নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ ॥
 সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খজ্জী কৃষ্ণসার ।
 মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জার ॥
 শল্লকী নকুল গাধা মুষিক বানর ।
 নানা জাতি নভোমার্গ স্পর্শে তরুর ॥
 শাল তাল পিয়াল যে অর্জুন চন্দন ।
 শিমূল খজ্জী র জাম কদম্ব কাঞ্চন ॥
 আত্মাতক বিভীতক ফল আমলকী ।
 পলাশ ডুম্বর ভল্লাতক হরীতকী ॥
 খদির পাণ্ডবী পিচুমর্দ কোবিদার ।
 শাকট কপিথ অশ্বথ বট যে আর ॥
 নোয়াড়ি বদরী বিষ্ণি বহেড়া পকটি ।
 অশোক চম্পক কেশু তিস্তিডীক ঝাটি

বাপী সর তড়াগ সিঙ্গুর সম নদী ।
 নানা প্লবু রম্য স্থান বহু রত্ন নিধি ॥
 যত যত দেখে ভৈরবী অন্যে নাহি মন ।
 স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন ॥
 যারে দৃষ্টি করে ভৈরবী জিজ্ঞাসে তাহারে ।
 দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে ॥
 সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাললোচন ।
 দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন ॥
 ওহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর ।
 বনের রত্নান্ত যত তোমার গোচর ॥
 সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন দিগে ।
 অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে ॥
 অনন্তরে এক মহা সরিৎ দেখিল ।
 প্রণাম করিয়া তাহে ভৈরবী জিজ্ঞাসিল ॥
 তরঙ্গিনী কহিয়া স্বামীর সমাচার ।
 শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার ॥
 ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর ।
 জলপানে আসিয়াছিলেন তব তীর ॥
 তথা হতে গেল ভৈরবী না পেয়ে উত্তর ।
 অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর ॥
 তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈরবী করিয়া রোদন ।
 অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন ॥
 বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর ।
 কহ মোরে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর ॥
 পঙ্কজ কেশর অঙ্গ কর স্পর্শে জানু ।
 কর্ণান্তে নয়ন মুখশোভা শীতভানু ॥
 বীরসেনসুত প্রভু নিবধ-ঈশ্বর ।
 দেখেছ কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর ॥
 এইমত গিরিপৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লিষ্টা বদন মলিন ॥
 যুগল নয়নে বহে জলধর প্রায় ।
 অর্দ্ধ ভাষা মুক্তকেশা ধূলি সর্বগায় ॥
 তথা হতে চলি যায় উত্তর মুখেতে ।
 মুনির আশ্রমে যায় তৃতীয় দিনেতে ॥
 অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গৌপ দাড়ি ।
 কর পদ সর্ববৎ নথ যেন বেড়ি ॥

দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
 প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া ॥
 ভৈরবীকে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে ।
 কে তুমি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে ॥
 দময়ন্তী বলে আমি পতিবিরহিণী ।
 এই বনে হারাইল মম পতিমণি ॥
 অন্বেষণ করি তাঁরে করি সেই ধ্যান ।
 হারাদন পাই যদি তবে রহে প্রাণ ॥
 আজ্ঞা কর মুনিরাজ কোন দেশে যাব ।
 নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব ॥
 এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল ।
 না কর রোদন তব ছুঃখ শেষ হল ॥
 পাইবে স্বামীকে পুনঃ পাবে রাজ্যভার ।
 পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চিতবে অপার ॥
 এত বলি ঋষিধর অন্তর্ধান হৈল ।
 বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদভী চলিল ॥
 নদ নদী কণ্টক পর্বত ঘোর বনে ।
 রাত্রি দিন চলি যায় নিরানন্দ মনে ॥
 যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে ।
 বহুদ্রব্য সঞ্চে লয়ে বহু লোক চলে ॥
 ভৈরবীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল ।
 বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল ॥
 কভু হাসে কভু নাচে চিত্রের পুতলী ।
 রাক্ষসী পিশাচী কিবা মানুষী বাতুলী ॥
 জিজ্ঞাসে দয়াদ হয়ে তবে কোন জন ।
 কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জজন কানন ॥
 বৈদভী বলিল নহি রাক্ষসী পিশাচী ।
 স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমি ত মানুষী ॥
 অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে ।
 সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে ॥
 এতক শুনিয়া বলে বণিকের গণ ।
 তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন ॥
 চেদি রাজ্য যাই মোরা বাণিজ্য কারণ ।
 আইস আমার সঙ্গে যদি লয় মন ॥
 আশ্বাস পাইয়া ভৈরবী চলিল সংহতি ।
 সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি ॥

হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে ।
 একটী যে সরোবর শোভিত কমলে ॥
 ভ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ ।
 সেই নিশি যথায় বঞ্চিত সর্বজন ॥
 নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে এল ।
 নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল ॥
 দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল ।
 বণিকগণের মধ্যে মহারোল হল ॥
 প্রাণভয়ে কোন দিকে যায় কোন জন ।
 দময়ন্তী করিলেন রক্ষা আরোহণ ॥
 রক্ষোপরি আরোহিয়া করেন রোদন ।
 হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ লিখন ॥
 জন্মকাল হতে আমি জানি নিজ মনে ।
 এমন দুষ্কৃতি আমি না করি কখনে ॥
 তবে কেন বিধি মোর কৈল হেন গতি ।
 অধিক সম্ভাপ মোর উপজিনিনিতি ॥
 মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ ।
 নিরাশ হইয়া ক্রোধ কৈল সর্বজন ॥
 সেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয় আর ।
 এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আমার ॥
 রজনী প্রভাত হলে যে যেখানে ছিল ।
 চারিদিক হতে আসি একত্র মিলিল ॥
 ভয় পেয়ে তথা হতে যায় শীঘ্রগতি ।
 কত দিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী ॥
 বিবর্ণবদন ক্রুশা অঙ্গে অর্দ্ধ বাস ।
 ধূলিতে ধূসর কায় ঘন বহে শ্বাস ॥
 বন হতে নগরেতে করিল প্রবেশ ।
 চতুর্দিকে ধায় লোক দেখি তাঁর বেশ ॥
 যুবা বৃদ্ধ নগরেতে যত নারীগণ ।
 চতুর্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্বজন ॥
 কেহ বা কর্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা ।
 বৈদভীকে বেড়িয়া হইল লোকমেলা ॥
 সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল ।
 দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীকে আজ্ঞা দিল ॥
 হের দেখ নারী এক নগরে আইসে ।
 মলিনা বিবর্ণকৃপা বোষ্ট্রিতা মানুষে ॥

শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে ।
 আজ্ঞামাত্র তৈমীকে আনিল সেইক্ষণে ॥
 তৈমীকে-দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা ।
 কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা ॥
 নিজরূপ আচ্ছাদন করেছ কি কারণ ।
 মেঘে ঢাকিয়াছে যেন রবির কিরণ ॥
 দময়ন্তী বলে শুন কহি রাজমাই ।
 জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্দ্ৰী বলাই ॥
 দূতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে ।
 অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে ॥
 সঙ্কেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে ।
 তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে ॥
 এত বলি দময়ন্তী করেন রোদন ।
 আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলেন বচন ॥
 না কান্দহ কণ্ঠে তুমি চিত্ত কর স্থির ।
 তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর ॥
 পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে ।
 লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে ॥
 তৈমী বলে এত যদি করুণা আমারে ।
 তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে ॥
 পুরুষ সহিত দেখা না হবে কখন ।
 পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন ॥
 না ছুঁইব উচ্ছ্রিষ্ট না পদে দিব হাত ।
 পূর্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাত ॥
 রুদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে ।
 এতক করিলে রহি তোমার সদনে ॥
 সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা ।
 ডাকিল সুন্দরা নামে আপন ছুহিতা ॥
 রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি ।
 সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি ॥

কর্কট নাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার ।

হোথা তৈমী ছাড়ি, পরি অর্জ সাড়ী,
 চলিল নৃপতি নল ।

বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চায়,
 অঙ্গে বহে শ্রমজল ॥

(নকালে শুনি, দাবানল ধ্বনি,
 রাখ রাখ নলরাজ ।
 হ পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মোকে,
 পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ ॥
 নি দয়াদয়, ডাকেন নির্ভয়,
 স্মরণ কে করে মোরে ।
 নি ফণিপতি, কহে নল প্রতি,
 নিবেদি দুঃখ তোমারে ॥
 আমি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ,
 কর্কট নামে ভুজঙ্গ ।
 আরদের শাপে, সদা পুড়ি তাপে,
 অচল হইল অঙ্গ ॥
 শয হইল দুঃখ, দেখি তব মুখ,
 শাপাস্ত করিল মুনি ।
 বলয় না কর, সম্বর উদ্ধার,
 দহে দারুণ আগুনি ॥
 শরীর আকার, শরীর আমার,
 দেখি পাছে কর ভয় ।
 তুমি পরশিতে, সম্বরির হাতে,
 না হইবে শ্রম তায় ॥
 শুনি নরপতি, দয়াময় অতি,
 আনিল অনল হতে ।
 পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
 সখ্য হল তব সাথে ॥
 তব শ্রম কাজ, শুন মহারাজ,
 কোলে করি মোরে লহ ।
 বিপুল শব্দে, গণি পদে পদে,
 কত দূর লয়ে যাহ ॥
 তার বাক্য শুনি, পদে পদে গণি,
 দশ চরণ চলিল ।
 দশ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণী,
 ছাড়িয়া অন্তর হল ॥
 নল বলে ভাল, সখ্য ধর্ম্য রৈল,
 সখারে দংশন কর ।
 নাহি দোষ তব, জাতির স্বভাব
 উপকারি জনে মার ॥

বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার ।
কুৎসিত মূরতি, হল নরপতি,
অঙ্গ দেখে আপনার ॥
দুঃখের সময়, কতু ভাল নয়,
ভূপতি-লক্ষণ রূপ ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
যে হেতু হল বিরূপ ॥
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবে ।
রাজা খতুর্ণ, পালে চতুর্কর্ণ,
তাহার সারথি হবে ॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া ।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজ্য হবে,
নিবধ-রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া, (৭)
অন্তর্ধান হয়ে গেল ।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরী চলিল ॥
ভারত কমল, অবণ মঙ্গল,
সাধু জন করে আশ ।
কুষ্মদাসামুজ, কুষ্মপদামুজ,
বন্দি কঁহে কাশীদাস ॥

ঋতুপর্ণালয়ে বাহক নামে নল রাজার
অবস্থিতি ।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে ।
অযোধ্যায় প্রবেশিল বহু পথক্লেশে ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি ।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব-শিক্ষাকৃতী ॥
বাছক আমার নাম শুন মহামতি ।
নিবধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি যে রাজন ।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রক্ষন ॥
এত শুনি কঁহে রাজা করিয়া আশ্বাস ।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ ॥

যত অশ্বপালোপরে হবে ভূমি পতি ।
যা বাঞ্ছিবে তাহা দিব থাকিবে সংহতি ॥
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায় ।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া ।
সদা ভাবে দময়ন্তী কোথা গেল প্রিয়া ॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে ।
নিরাহারে নীরাহারে আছে কোন স্থানে ॥
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া ।
কি কুরুষ্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া ॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জজন কাননে ।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিত কেমনে ॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত ।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত ॥
বনপর্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে ।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেই জনে ॥
পাপকর্ম্মে তার মন কতু নাহি যায় ।
মদ দম্ব রাগ দ্বৈষ তাহারে না পায় ॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয় ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

বিদর্ভ-ভূপতি ভীমের নল-দময়ন্তীর উদ্দেশ ও
চৈদি-রাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান প্রাপ্তি ।

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্যভিতর ।
দূতমুখে বার্তা পায় ভীম নৃপবর ॥
শুনিয়া শোকাক্ত বড় ভীম নরপতি ।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি শীঘ্রগতি ॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন ।
নল-দময়ন্তী দৌহে কর অন্বেষণ ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবে বার্তা আসি ।
সহস্র সহস্র গবী দিব রত্ন ভূষি ॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন ।
তুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন ॥
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল ।
সেইক্ষেণে দ্বিজগণ চতুর্দিকে গেল ॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানাদেশ ।
সুবাহু রাজার পুরে করিল প্রবেশ ॥

দৈবাৎ তৈমীরে তথা কৈল দরশন ।

সুনন্দা সহিত সতী করেন গমন ॥

চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ যুক্তকেশা ।

চারু পীনপয়োধবা সুনাসা সুবেশা ॥

পদ্ম যেন বিদলিত হস্তিদন্তাঘাতে ।

চন্দ্র যেন বিদলিত সৈংহিকৈয় দাঁতে ।

ক্ৰিতিমধ্যে নাহিক ইহার কৃপসীমা ।

এই সে সৈরিক্সী হবে বিদৰ্ভচন্দ্রিমা ॥

স্বামীর বিচ্ছেদে ক্রশা বিবর্ণবদনী ।

তৈমী পাশে গিয়া শেষে বলে দ্বিজমণি

মোর দিকে বরাননে কর অবধান ।

সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান ॥

তোমাতে চাহিয়া ভ্রমি দেশ-দেশান্তর ।

চারিদিকে গিয়াছেন দ্বিজ বহুতর ॥

কন্যা-পুত্র দুই তব আছে শুভ তরে ।

তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে ।

এত শুনি দময়ন্তী করেন রোদন ।

শুনিয়া আইল অন্তঃপুরনারীগণ ॥

ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিক্সী কান্দিল ।

বার্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল ॥

কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী ।

কি কারণে স্থানভ্রম্য হল প্রভাবিনী ॥

যদি তুমি জানহ জানাহ দ্বিজবর ।

শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর ॥

বিদৰ্ভ-ঈশ্বর ভীম তাঁহার দুহিতা ।

পুণ্যশ্লোক নলরাজা তাঁহার বনিতা ॥

নিজভর্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল ।

অরণ্যে পশিল গিয়া কেহ না দেখিল ॥

এই হেতু সহস্র সহস্র দ্বিজগণ ।

দেশ-দেশান্তরে গিয়া করে পর্যটন ॥

নম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে ।

জ-মধ্যেতে তিল দোখ চিনিবু ইহাঁরে ॥

বিশেষত ক্ৰিতিমধ্যে নাহিক উপমা ।

মুনিগণ বলে দৌহে কান্ত কান্তা সমা ॥

দময়ন্তীর পিতালয়ে আগমন ।

এত শুনি রাজমাতা আপনা পাশরে ।

দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে ॥

এত কাল গুপ্তভাবে আছি মম ঘরে ।

কি কারণে পরিচয় না দিলে আমারে ॥

তোমার জননী হয় মম সহোদরা ।

সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা ॥

বীরবাছু মম পতি ভীম তব পিতা ।

সে কারণে তুমি মোর ভগিনীদুহিতা ॥

এই রাজ্য ধন যে আপন করি জান ।

এত বলি বৈদৰ্ভীর করিল সম্মান ॥

শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল ।

বিনয় পূর্বক তাঁরে কহিতে লাগিল ॥

পিতৃ মাতৃ বিহীন যুগল শিশু আছে ।

জনক জননী মোর দুঃখ পাইতেছে ॥

আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন ।

শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ ।

দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ ॥

সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন ।

নানাদেশ ভ্রমি আসে পিতার ভবন ॥

শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া ।

উর্দ্ধমুখে ধায় রাণী যুক্তকেশা হৈয়া ॥

পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ ।

একে একে মিলিলেক যত বন্ধুজন ॥

ভোজন করিয়া তৈমী করিল শয়ন ।

একান্তে মায়েরে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥

জীয়ন্ত আছি যে আমি না করিহ মনে ।

কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে ॥

নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ ।

অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥

এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া ।

কন্যার ঘটক কথা কহিল কান্দিয়া ॥

শুন শুন নরপতি মোর নিবেদন ।

চতুর্দিকে পুনর্ব্বার যাক দ্বিজগণ ॥

নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে ।
 কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে ॥
 এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে ।
 চতুর্দিকে পাঠাইল নল অশ্বেষণে ॥
 সব দ্বিজগণে তবে বৈদভী ডাকিল ।
 সবাকারে এইরূপে বচন বলিল ॥
 একাকী নির্জনে চিরি লয়ে অর্জ সাড়ী ।
 কোন দোষে ছাড়ি গেল অনুরক্তা নারী ॥
 যেই দেশে যেই গ্রামে করিবে প্রয়াণ ।
 এই কথা জিজ্ঞাসিহ সবে সেই স্থান ॥
 ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন ।
 শীঘ্র আসি মম পাশে কহিবে তখন ॥
 ইহার সম্বাদ মোরে যেই আসি দিবে ।
 নিশ্চয় জানিহ সেই ভৈরবীকে কিনিবে ॥
 এত শুনি চলিলেন যত দ্বিজগণ ।
 রাজ্যপুর গ্রামপুর পথি লোষ্ট্র বন ॥
 মহাতারতের কথা অমৃত সমান ।
 শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণের বিদর্ভে-
 যাত্রা ও নলের দেহ হইতে কলি-তাগ ।

তবে বহু দিনেতে পর্ণাদ নামধর ।
 দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
 ভ্রমিলাম বহু-রাজ্য কত লব নাম ।
 ঋতুপর্ণ নামে রাজ্য অযোধ্যায় ধাম ॥
 যেমন বলিলে তুমি শুনাইনু তায় ।
 না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায় ॥
 সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ ।
 জানিয়া না কৈল কিছু রাজমন্ত্রিগণ ॥
 বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি ।
 বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃতি আকৃতি ॥
 শুনিয়া সে মুহুর্ভু করিল কল্পণ ।
 কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃপুনঃ ॥
 পশ্চাৎ আমারে সেই করিল উত্তর ।
 কুলস্বরী ধর্ম এই শুন দ্বিজবর ॥
 সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে
 কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে ॥

মূর্থ কিম্বা ধনহীন হয় যদি পতি ।
 অধর্ম অসৎ কর্ম করে নিক্তি নিক্তি ॥
 সতী নারী পতিদোষ কখন না ধরে ।
 সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করে ॥
 তার ধর্ম হয় অতি এই সে বিধান ।
 স্বামী হতে অতিক্রম নারী যদি পান ॥
 তথাপি স্বামীর নিন্দা কদাচ না করে ।
 নিজকর্ম নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে ॥
 শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি ।
 করহ উপায় যেই মনে লয় সতি ॥
 এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী ।
 কহিল সকল কথা জননীকে ডাকি ॥
 শুন গো জননি মোর যদি হিত চাও ।
 সুদেব ব্রাহ্মণে শীঘ্র অযোধ্যা পাঠাও ॥
 পর্ণাদেবের কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম ।
 নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিপ্রাম ॥
 যে করিলে তুমি তাহা কেহ নাহি করে ।
 নল এলে বাঞ্ছা যাহা দিব তা তোমারে ॥
 প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল ।
 সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদভী বলিল ॥
 অযোধ্যানগরে বিপ্র যাহ একবার ।
 অসময়ে তুমি মম কর উপকার ॥
 এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি ।
 বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি ॥
 দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ।
 যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভনগর ॥
 বহু দিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ ।
 যদি চাহ যাহ শীঘ্র না কর বিলম্ব ॥
 যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল ।
 ইহা তবে কহিবে না জানি কোথা গেল ॥
 জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্তা ।
 সে কারণে বৈদভী ইচ্ছিল অজ্ঞ ভর্তা ॥
 আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর ।
 পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর ॥
 নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ ।
 নিমেষেতে যায় শত যোজনের পথ ॥

নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল স্থিত ।
 তবে শীঘ্র বার্তা পেলে আসিবে স্থিরিত ॥
 এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর ।
 কত দিনে উপনীত অযোধ্যানগর ॥
 কহিয়া তৈমরী কথা পত্রখানি দিল ।
 পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল ॥
 অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্বলোকে জানে ।
 বিদর্ভ যাইতে কি পারিবে রাত্রি দিনে ॥
 আজি নিশা প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে ।
 ভীমপুত্রী তৈমরী বরিবেক অন্য কান্তে ॥
 এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত ।
 দময়ন্তী করে হেন কস্মি কদাচিত ॥
 মুহূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা ।
 নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥
 কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে ।
 তনয় তনয়া ছুই আছয়ে বিশেষে ॥
 সতী সাধ্বী দময়ন্তী তত্ত্বা যে আমায় ।
 আমার কারণ হেন করিছে উপায় ॥
 অসৎকর্ম্ম দ্বাতে আমি পশিলাম বনে ।
 তেঁই আমি মন্দ ভাষা শুনিছ প্রবণে ॥
 মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে ।
 সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে ॥
 এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর ।
 নিশাকালে লব রথ বিদর্ভনগর ॥
 এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস ।
 প্রসাদ যে চাহ তুমি লহ মম পাশ ॥
 নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার ।
 তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার ॥
 এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল ।
 একে একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল ॥
 দেখিতে শরীর ক্লশ সিদ্ধুদেশী ঘোড়া ।
 বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ ঘোড়া ॥
 ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন ।
 বাহকের প্রতি বলে কঠিন বচন ॥
 সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ ।
 পার্শ্বভীষ ঘোড়া সব পবনগমন ॥

তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বল আনিলে ।
 কেমনে বহিবে রথ কিমত বুঝিলে ॥
 পরিহাস কর মোরে বুঝি অনুমানে ।
 পুনঃপুনঃ কহে রাজা কঠিন বচনে ॥
 বাহুক বলিল যদি যাইবে রাজন ।
 আমার বচনে কর রথ আরোহণ ॥
 ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে ।
 এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে ॥
 চতুরঙ্গে সাজে তবে যত সৈন্যগণ ।
 ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথ আরোহণ ॥
 চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি ।
 শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুবেগগতি ॥
 কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ ।
 বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনেমন ॥
 এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহৃত ।
 অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত ॥
 হেন শক্তি নাহি কারো পৃথিবীমণ্ডলে ।
 মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে ॥
 নলরাজা বিনা আর নহিবেক আন ।
 বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান ॥
 কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার ।
 ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার ॥
 এত মনে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার ।
 বন সর গিরি আদি কত হল পার ॥
 হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী ।
 বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি ॥
 উত্তরী লইতে রাজা পাছু পানে চায় ।
 বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায় ॥
 পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল ।
 শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল ॥
 রাজা বলে বাহুক শুনহ মোর বাণী ।
 আমি এক দ্রব্যসংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি ॥
 গণিতে সর্বজ্ঞ নাহি আমার সমান ।
 এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ ॥ (৬)
 পঞ্চ কোটি পত্র আছে ছুই কোটি ফল ।
 এত শুনি বলে তবে মহারাজা নল ॥

হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি ।
 পরীক্ষিব তব বিদ্যা কল পত্র গণি ॥
 রাজা বলে চল শীত্র বিলম্ব না সয় ।
 নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময় ॥
 স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্তিয়া ।
 তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া ॥
 বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অঙ্গ পথ ।
 না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ ॥
 মুহূর্তেক রথ অশ্ব ধর নৃপবর ।
 কল পত্র গণি আমি আসিব সত্ত্বর ॥
 এতেক বলিয়া গেল অশ্বখের তল ।
 গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র কল ॥
 বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি ।
 এই বিদ্যা আমারে বিত্তর মহামতি ॥
 এমত শুনিয়া রাজা বাহুক-বচন ।
 ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন ॥
 অশ্ববিদ্যা-মন্ত্র যদি শিখাও আমারে ।
 আমি এ গণনাবিদ্যা শিখাব তোমারে ॥
 স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা ।
 তবে ঋতুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্রদীক্ষা ॥
 মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেন নল ।
 শরীরে আছিল কলি হইল বিকল ॥
 একে কর্কটের বিষ জর জর দহে ।
 অধিক রাজার মস্ত্রে কলি স্থির নহে ॥
 সেইক্ষণে অঙ্গ হতে হইল বাহির ।
 মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর ॥
 কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায় ।
 হাতে খড়্গ করি রাজা কাটিবারে যায় ॥
 ক্লুতাঙ্গলি করি কলি বলে সবিনয় ।
 মোরে না করিহ নাশ শুন মহাশয় ॥
 দময়ন্তীশাপে মোর সদা পোড়ে অঙ্গ ।
 বিশেষ দহিল দংশি কর্কট ভুজঙ্গ ॥
 তোমা হতে ছুঃখ রাজা বিশেষ আমার
 বুঝি ক্রোধ কর ক্ষমা না কর সংহার ॥
 আমারে না মার তব হইবেক কাজ ।
 এক কীর্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ ॥

যেই জন তব কীর্তি করিবে ঘোষণ ।
 তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন ॥
 আর এক কথা বলি শুন নরবর ।
 কহিতে তোমার কীর্তি নাহি অবসর ॥
 কর্কটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল ।
 নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল ॥
 এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর ।
 রথে চড়ি গেল দৌহে বিদর্ভনগর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃতলহরী ।
 শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ ভবসিন্ধু তরি ॥
 কাশীরাম দাসে প্রভু নীল শৈলাকৃৎ ।
 দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড় ॥

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ-
 নগরে প্রবেশ ।

রথ চালাইয়া দিল নিষধ ঈশ্বর ।
 নিমেষেক পাইল সে বিদর্ভনগর ॥
 আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জনে ।
 মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে ॥
 তৃষাণতে চাতক সব করে কলরব ।
 উর্দ্ধমুখ করি চাহে জলাকাঙ্ক্ষী সব ॥
 বিদর্ভের লোক সব একদৃষ্টে চায় ।
 রথশব্দ শুনি তৈমী উল্লাস হৃদয় ॥
 রথ চালাইয়া এই জন্মায় বিস্ময় ।
 নল বিনা হেন শক্তি অন্যের কি হয় ॥
 আজি যদি আমি নল প্রভু না পাইব ।
 জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব ॥
 পরনিন্দা পরদেষ কটুবাক্য লোকে ।
 কখনহ যদি মোর ভাষে নাহি মুখে ॥
 কভু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর ।
 তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর ॥
 এত বলি দময়ন্তী প্রাসাদে চড়িয়া ।
 গবাক্ষদ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া ॥
 রথ হতে নামে তবে ইক্ষ্বাকুনন্দন ।
 যথা ভীম নরপতি করিল গমন ॥
 না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া ।
 কহে হান্ন কি করিমু হেথায় আসিয়া ॥

ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি ।
 বসিতে আসন তাঁরে দিল মহামতি ॥
 ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ ।
 হেথা আগমন কেন হল অকস্মাৎ ॥
 শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময় ।
 মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয় ॥
 স্বয়ম্বর হইলে আসিত রাজগণ ।
 ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন ॥
 আসিয়াছিলাম অণু আছিল কারণ ।
 আসিলাম করিবারে তোমা সন্তান ॥
 ভীম রাজা বলিলেন কি ভাগ্য আমার ।
 সেকারণে তোমার হেথায় আগুসার ॥
 অমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস ।
 এত বলি দিল এক অপূর্ব আবাস ॥
 আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি ।
 অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি ॥
 অশ্বগণে পরিচর্যা করিয়া বাহুল ।
 প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল ॥
 ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাহার ।
 নল রাজা না দেখি যে কেমন বিচার ॥
 এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে ।
 যাহ শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে ॥
 দেখিয়া উহার মুখ হৃষ্ট মম মন ।
 শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ ॥
 এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি ।
 মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি ॥
 রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা ।
 কে তুমি কি হেতু এলে জিজ্ঞাসিতে কথা ॥
 বাহুক বলিল মোর অযোধ্যায় স্থিতি ।
 ঋতুপর্ণ নৃপতির হই যে সারথি ॥
 এথা হতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর ।
 শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
 রজনী প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামী ।
 এই হেতু ঋতুপর্ণ আসে শীঘ্রগামী ॥
 শতেক যোজন হতে আসিল নৃপতি ।
 বাহুক আমার নাম তাহার সারথি ॥

পুণ্যলোক নল বীরসেনের কুমার ।
 পূর্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার ॥
 তাঁর ভার্য্যা ভৈমীর তাদৃশ আচরণ ।
 শুনিয়া উদ্বিগ্ন বড় হল মম মন ॥
 দ্বিতীয় বয়সে এই তৃতীয়ে কি হবে ।
 দৈবে যাহা করে তাহা কে অন্য করিবে ॥
 এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয় ।
 তুমি যদি সারথি নৃপতি কোথা রয় ॥
 অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে ।
 অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে ॥
 সেই বস্ত্র পরিধিয়া আছয়ে অদ্যাপি ।
 নাহি রুচে অন্ন জল পুণ্যলোকে জপি ॥
 এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল ।
 বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল ॥
 রাজা বলে যেই হয় কুলবতী নারী ।
 স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি ॥
 আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ ।
 তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন ॥
 বিবস্ত্র হইয়া যেই পশিল কানন ।
 অম্প ভাগ্য নহে তার পাইল জীবন ॥
 হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয় ।
 রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয় ॥
 এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি ।
 কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি ॥
 ভৈমী বলে নল এই নহে অন্য জন ।
 পুনরপি যাহ তুমি বুঝ লক্ষণ ॥
 কি আচার কি বিচার কোন কর্ম করে ।
 বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্তরে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন ।
 দেখিয়া সকল কর্ম আইল তখন ॥
 কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী ।
 বাহকের যত কর্ম দেবমধ্যে গণি ॥
 রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে ।
 মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে ॥
 সে সব সামগ্রী দিল বাহকের স্থান ।
 দেখিয়া তাহার কর্ম হয়েছি অজান ॥

শূন্যকুন্তে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত ।
 পূর্ণকুন্ত তখনি হইল অকস্মাৎ ॥
 সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রকালিল ।
 তৃণকাক্ত ছিল কিন্তু অনল না ছিল ॥
 তৃণ ! হস্তে করি কার্ত্তমধ্যে দিল ।
 'মাত্রে তৃণকাক্ত আপনি অনিল ॥
 ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন ।
 ভৈরবী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ ॥
 কেশিনী এখনি তুমি যাহ আরবার ।
 ব্যঞ্জন আনহ তুমি রন্ধন তাহার ॥
 কেশিনী মাগিল গিয়া বাজকে ব্যঞ্জন ।
 দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
 খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈরবী হরষিত মন ।
 নিশ্চয় জানিহু এই নলের রন্ধন ॥
 তবে কন্যা পুত্র দিলে কেশিনী সংহতি ।(৭)
 কি বলে বুঝিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি ॥
 কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন নন্দিনী ।
 শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥
 দৌহা-মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 পুনঃপুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে ॥
 কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন ।
 দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন ॥
 এইমত কন্যা-পুত্র আছে যে আমার ।
 বহুদিন দেখা নাই সঙ্গে দৌহাকার ॥
 সেই অনুতাপ চিন্তে হইল রোদন ।
 অপত্য-বিচ্ছেদ-তাপ নহে সম্বরণ ॥
 পাঁছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা ।
 লয়ে যাহ দুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা ॥
 এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল ।
 যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈরবীরে কহিল ॥
 শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্রা হইল দর্শনে ।
 শীঘ্র গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥
 আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে ।
 শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে ॥
 তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী ।
 পতি দরশনে যার মরালগামিনী ॥

আরণ্যকে উত্তম নলের উপাখ্যান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নলের দহিত দময়ন্তী মিলন ।

অশ্বশালেগিয়া ভৈরবী, নিকটে দেখিল স্বামী
 জটিল মলিন জীর্ণ বাস ।
 দুঃখানলে, অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে,
 সঙ্করুণে কহে মৃত্তাষ ॥
 হেদে হে বাজকনাম, এবা দেখি কোনঠাম,
 ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ এক জনে ।
 ক্ষুধাতৃষ্ণাপরিশ্রমে, স্ত্রীকোলে আছিল ঘুমে
 একা ছাড়ি পলাইল বনে ॥
 বিনা নল পুণ্যলোক, পৃথিবীর অন্যলোক,
 কে করিল কহ নাম ধরি ।
 সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুত্রের মাতা,
 কোন দোষে নহে দোষকারী ॥
 যমায়ি বক্ষণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবন্দ,
 করিল বরণ যেই জনে ।
 সদা বাঞ্ছা অনুবর্তী, কি হেতু এমন ব্রতি,
 ত্যাগ করি নির্জন্ম কাননে ॥
 সভায় করিল সত্য, রাখিব তোমারে নিত্য,
 করিয়া প্রাণের সমশর ।
 নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
 আর কি করিবে অন্য নর ॥
 দময়ন্তী-বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি,
 পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা ।
 রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্টি,
 বিচ্ছেদ করায় ভোমা আমা ॥
 তোমাকে ছাড়িয়া বনে, হের দেখবরাননে,
 অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে ।
 ইহানাতাবিয়া চিতে, দেখিলাম আমারে জীতে,
 না বুঝিয়া মম অনুযোগে ॥
 কলিছাড়ি গেল আমা, তেঁই দেখিলাম তোমা
 ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখি ।
 যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামীর কথা,
 স্বামী-দোষ নয়নে না দেখি ॥

আর শুনিলামবার্তা, বরিবা কি অন্য ভর্তা,
 কহিল তোমার দ্বিজবর ।
 রাজ্যোজ্যোদ্যুতগেল, সর্বলোকে বার্তাদিল
 ভৈরবীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
 কোশলে শুনিয়া কথা, তেঁই আইলাম হেথা,
 কারে বর দেখিব নয়নে ।
 এমত কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে লয়ে জন্ম,
 কহ করিয়াছে কোন জনে ॥
 শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগলপানি,
 নিতম্বিনী কহে সবিনয় ।
 তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
 ত্যজিলাম গুরুজনভয় ॥
 পূর্বে তব অশ্রেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
 পর্ণাদ কহিল সমাচার ।
 তেঁই এ উপায় করি, পাঠাই অযোধ্যাপুরী,
 কোন স্থানে নাহি যাই আর ॥
 কর্তব্য বচন মনে, তোমা বিনা অন্য জনে,
 নাহি চাহি নয়নের কোণে ।
 যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
 বাহির হউক এইক্ষণে ॥
 চন্দ্রসূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
 যদি আমি হই পতিব্রতা ।
 ভৈরবী বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পরষ্টি দেবকরে
 ডাকি বলে পবন দেবতা ॥
 ত্যজ রাজ্য মনস্তাপ, বৈদভীর নাহি পাপ,
 স্বধর্ম্মেতে হয়েছি রক্ষিতা ।
 যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
 তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা ॥
 অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিল ছন্দুভিধ্বনি,
 গগনে হইল আচম্বিত ।
 দেখি মনে হৈলশান্তি, খণ্ডিল নলের ভ্রাস্তি,
 ভৈরবীর বুঝিয়া ধর্ম্মমন ॥
 ধরিয়া যুগল করে, বসাইল উরুপরে,
 আশ্বাস করিল মৃদুভাবে ।
 কমলাকাস্তুর সূত, হেতু সূজনের প্রীতি,
 বিরচিল কাশীরাম দাসে ॥

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন ও
 নলের পুনর্বার রাজ্য-প্রাপ্তি ।

পরে কর্কটক দন্ত বসন পরিয়া ।
 নিজ পূর্বরূপ নাগে লভিল স্মরিয়া ॥
 দেখা চারি বৎসরে হইল দৌহাকার ।
 পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন পুনঃ শিফাচার ॥
 দৌহে দৌহাকার দুঃখ কহিল শুনিল ।
 প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল ॥
 জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার ।
 আলিঙ্গন দিয়া বলে সকলি তোমার ॥
 ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার ।
 জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার ॥
 দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নৃপবর ।
 শীঘ্রগতি গেল যথা নিষধ-ঈশ্বর ॥
 ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার ।
 তেঁই সে হইল এ মিলন দৌহাকার ॥
 অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবে আমারে ।
 শুনিয়া নিষধরাজ বলিল তাঁহারে ॥
 কখনহ দোষী তুমি নহ মম স্থানে ।
 কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে ॥
 ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে ।
 ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হয়ে ।
 তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময় ।
 সুখেতে ছিলাম যে আপন আলয় ॥
 বিপদ সময়ে রাজা যারে যেই রাখে ॥
 ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে ।
 অতএব শুন রায় করি নিবেদন ।
 এমত বিপদে স্থান দেয় কোন জন ॥
 হইলে পরম সখা আর কি বলিব ।
 গাইব তোমার গুণ যত কাল জীব ॥
 যাহ সখা নিজরাজ্যে করহ গমন ।
 এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন ॥
 সারথি করিয়া আর কোশলের রায় ।
 আপনার রাজ্যে গেল লইয়া বিদায় ॥
 তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া ।
 নিষধরাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া ॥

এক রথ ষোল হাতী পঞ্চাশ তুরঙ্গ ।
 দুই শত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ ॥
 নিজরাজ্যে আসিলেন নল নরপতি ।
 পুঙ্কর সমীপে যান অতি শীঘ্রগতি ॥
 পুঙ্করে বলিল তো'রে সর্বরাজ্য দিয়া ।
 অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া ॥
 পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার ।
 আপনার আত্মা পণ করিব এবার ॥
 জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার ।
 হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার ॥
 দ্যুতক্রীড়া করিব আনন্ড পাশাসারি ।
 নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি ॥
 নলের বচন শুনি পুঙ্কর হাসিয়া ।
 বলে বড়ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া ॥
 দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে ।
 এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে ॥
 দময়ন্তী দেবনে না কৈলে রাজা পণ ।
 আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন ॥
 এত বলি পুঙ্কর আনিল পাশাসারি ।
 দুই জনে বসে তবে আত্মা পণ করি ॥
 দেখহ ধর্মের কর্ম দেখ সর্বজন ।
 দুন্ট কলি ছাপর তব নাহিক এখন ॥
 এত বলি দেবন ফেলিল নলরায় ।
 অবশ্য করেন পার ধর্মের নৌকায় ॥
 জিনিল নৃপতি নল হারিল পুঙ্কর ।
 পুঙ্কর ভাবিল মনে জীবন দুঙ্কর ॥
 হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন ।
 পুঙ্কর কম্পিততনু সজল নয়ন ॥
 ধার্মিক অধর্মভীরু দয়ার সাগর ।
 অনুজ্ঞে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
 না ডরিহ পুঙ্কর নাহিক তব দোষ ।
 যতেক করিলে তাতে নাহি করি রোষ ॥
 কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন ।
 পূর্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন ॥
 তব প্রতি প্রীতি মোর যেইরূপ ছিল ।
 সন্দেহ নাহিক তার সেকূপ রহিল ॥

এত শুনি করপুটে বলিছে পুঙ্কর ।
 তব কীর্ত্তি যুগিবেক দেব দৈত্য নর ॥
 বহুদোষে দোষী আমি ক্ষমিলে আমারে
 তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে ॥
 এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী ।
 আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি ॥
 পাত্র-মিত্রগণ আর নগরের প্রজা ।
 সর্বলোক আনন্দিত নল হবে রাজা ॥
 দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল ।
 দীর্ঘকাল মহানুখে রাজত্ব করিল ॥
 কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন ।
 ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ ॥
 নিজপুত্রের করি রাজা নল নরপতি ।
 স্বর্গলোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি ॥
 রহদশ্ব বলে রাজা শুনিলে সকল ।
 তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল ॥
 সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির ।
 ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর ॥
 আসিতে না হয় সুখ যাইতে না দুঃখ ।
 সদাকাল সমান ভুক্তিবা দুঃখ সুখ ॥
 পরমার্থ-চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ ।
 দুঃখ সুখ হয় সব কর্ম নিবন্ধন ॥
 নলের চরিত্র আর কলির শাসন ।
 একমন হয়ে যদি শুনে কোন জন ॥
 খণ্ডয়ে বিপদভয় স্ববাঞ্ছিত পায় ।
 বংশরন্ধি হয় তার সুখে কাল যায় ॥
 কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে ।
 যতেক সঙ্কট ভয় তাহা হতে তরে ॥
 তব দুঃখ নরপতি যাবে অম্পাদিনে ।
 এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে ॥
 সব সন্তাণিয়া মুনি করিল গমন ।
 প্রণাম করেন তাঁরে ধর্মের নন্দন ॥
 কাম্যবনে ধর্মপুত্র চারি সহোদর ।
 অর্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর ॥
 পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
 পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান ॥

হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন ।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন ॥

জনমেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যক-বনস্থ
পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ।

বলেন জনমেজয় কহ মুনিরাজ ।
পার্থ বিনা কাম্যবনে পাণ্ডব-সমাজ ॥
কি করিল কিমতে বঞ্চিল দুঃখ শোকে ।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবে আমাকে ॥
মুনি বলে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বিহনে ।
অনুশোচে পক্ষী যেন পক্ষের কারণে ॥
বিষ্ণু বিনা যথা নাহি শোভে সুরগণ ।
কুবের বিহনে যথা চৈত্ররথ বন ॥
কান্দিয়া দ্রৌপদী বলে রাজার গোচর ।
পার্শ্বে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর ॥
যে অর্জুন বহুবাহু কান্তবীর্য্য সম ।
বলবান রণে মত্ত গজেন্দ্রবিক্রম ॥
তাহা বিনা সকলি দেখি যে শূন্যময় ।
ঈশমাত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ-হৃদয় ॥
অগ্রসর হয়ে তবে বলে বৃকোদর ।
শোকানলে নিরস্তুর দহিছে অন্তর ॥
যতদিন নাহি দেখি অর্জুনের মুখ ।
মুহূর্তেক নরপতি নাহি মম সুখ ॥
সর্ব শূন্য দেখি আমি অর্জুন বিহনে ।
দশদিক অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে ॥
যার ভুজাশ্রিত কুরু পাঞ্চাল পাণ্ডব ।
দৈত্য মারি দেবে যেন পাইল বাসব ॥
রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বুলি করিয়া সন্ন্যাস ।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার করি আশ ॥
যার ভুজে দক্ষ হবে যত কুরুবর ।
সে অর্জুন বিনা মম দহিছে অন্তর ॥
অনন্তরে নকুল বলেন সঙ্কল্প ।
দেবাসুরে নাহি তুল্য অর্জুনের গুণ ॥
জান ত তাহার গুণ রাজসুয়কালে ।
ভূত্যবৎ খাটাইল নৃপতি সকলে ॥
কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তাঁহায়
আহার শয়ন আদি লাগে কটুপ্রায় ॥

সহদেব কান্দিয়া বলিছে নৃপ-আগে ।
যতদিন নাহি দেখি পার্থ মহাভাগে ॥
নিমেষে না হয় সুস্থ আমার শরীর ।
গরলে ব্যাপিত যেন অঙ্গ নহে স্থির ॥
যাদব নিকরে বীর পরাজয় করি ।
হরিয়া আনিল বলে সুভদ্রা সুন্দরী ॥
আজি গৃহ শূন্য দেখি তাহার বিহনে ।
কোনমতে শান্তি নাহি হয় মম মনে ॥

মহর্ষি নারদের যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন ও
তীর্থ-স্নানের ফল বর্ণন ।

এইমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন ॥
হেনকালে নারদ করেন আগমন ।
আশীর্বাদ করি বৈসে লম্বা তপোধন ॥
নারদের যুধিষ্ঠির করেন বিনয় ।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিষয় ॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে ।
কোন ফল লভে নর তা কহ আমারে ॥
নারদ কহেন পূর্বে ভীষ্ম সত্যব্রত ।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত ॥
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে ।
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে ॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিস্কৃত
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্বদা সানন্দ ।
অহঙ্কার নাহি যার নহে ক্রোধে অঙ্গ ॥
অপাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার ।
আঅতুল্য সর্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার ॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায় ।
পদে পদে যজ্ঞফল তাজি তীর্থে যায় ॥
দরিদ্রের শস্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম ।
যজ্ঞের বিশেষ তীর্থস্নানে পায় ধর্ম্ম ॥
দৃঢ়ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে ।
সর্ব-যজ্ঞফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে ॥
পুঙ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান । (৮)
সর্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান ॥

একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে ।
 অমর কিম্বদন্তি সেই তীর্থে সেবে ॥
 দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর ।
 নৈমিষ কানন পর চম্পানদীবর ॥
 তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন ।
 দশকোটি যজ্ঞফল পায় সেইক্ষণ ॥
 তদন্তরে যায় সিদ্ধি সাগরসঙ্গম ।
 তাহে স্নানে কোন কালে নাহি দণ্ডে যম
 শঙ্কু কর্ণেশ্বর দেবে করি দরশন ।
 দশ অশ্বমেধ ফল পাই সেইক্ষণ ॥
 কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান
 সিদ্ধিপদ পায় আর জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
 তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেই জন ।
 যাহার নামেতে সর্বপাপ বিমোচন ॥
 বায়ুতে ক্ষেত্রের ধূলি যদি লাগে গায় ।
 সর্বপাপে মুক্ত হয়ে সুরপুরে যায় ॥
 স্নানে ব্রহ্মলোকে যায় নাহিক সংশয় ।
 সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয় ॥
 গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ ।
 সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 বাচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ ।
 স্নান কৈলে মুক্ত হয় পাপশূন্য দেহ ॥
 রামজুড় নামে মহাতীর্থ গুণধর ।
 যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর ॥
 পূর্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ ।
 ক্ষত্রিয় রক্তেতে সেই করিল তর্পণ ॥
 তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ নাচে নিরন্তর ।
 পুণ্যতীর্থ হোক যে বলিল ভৃগুবর ॥
 ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ ।
 ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ ॥
 কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর ।
 সরযু স্নানে সূর্যালোক যায় নর ॥
 স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার ।
 সপ্তঋষ্যাশ্রম মহাসরযু কেদার ॥
 গোদাবরী বৈতরণী নন্দাদি কাবেরী ।
 জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্বদাতা বারি ॥

অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় আদি ।
 যত যত যজ্ঞ বেদ করিয়াছে বিধি ॥
 সর্বযজ্ঞফল লভে তীর্থগণ স্নানে ।
 সর্বপাপ ধোত হয় বৈসে দেবাসনে ॥
 এত বলি চলিল নারদ তপোধন ।
 তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 কাহার শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
 কহে কাশীদাস প্রভু নীলশৈলাকূট ।
 দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড় ॥

—
ক্ষেত্রতীর্থ-মাহাত্ম্য । (৯)

বামে সিদ্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন ।
 জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন ॥
 বদন নয়ন শোভা জগমনকান্দ ।
 নির্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণচাঁদ ॥
 যে মুখ দেখিলামাত্র আঁখির নিমেঘে ।
 সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে ॥
 জন্মে জন্মে তপত্রিতে ক্লেশ করে কায় ।
 ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে সর্বতীর্থে যায় ॥
 যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে ।
 নিমেঘেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে ॥
 ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ ।
 নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ ॥
 তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া
 বেত্রের প্রহারে লোক জর্জর হইয়া ॥
 যার অংশে অবতার হয় পৃথিবীতে ।
 যুগে যুগে দুই নাশে শিষ্টেরে পালিতে ॥
 অজ ভব অগোচর যাহার মহিমা ।
 দেবগণ পুরাণে না পায় যার সীমা ॥
 ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে ।
 সপ্ত কম্পজীবী মুনি ভাসি সিদ্ধুজলে ॥
 বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে ।
 সেই হতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে ॥
 কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মগুণ ।
 যার জলে স্নানে ভুমে জন্ম নহে পুনঃ ॥

দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে ।
 যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে ॥
 রোহিণীকুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
 তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পীয়ে যার বারি ॥
 গরুড় অরুণ কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল ।
 সেই হতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল ॥
 কোটি কোটি তীর্থ লয়ে যথা মহা নদী ।
 নানানন্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি ॥
 যার বায়ে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে ।
 যার নাদ শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে ॥
 সর্বপাপ যায় ফল হয় দরশনে ।
 সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে ॥
 সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে ।
 চতুর্ভুজ হয়ে রহে ইন্দ্রের সমুখে ॥
 ইন্দ্রদ্রুম সরোবরে যদি করে স্নান ।
 পুনর্জন্ম নহে তার দেবতা সমান ॥
 অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি ।
 কোটি কোটি ধেনুখুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী ॥
 গোমূত্র ফেণায় ইন্দ্রদ্রুম সরোজম্ব ।
 যাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম ॥
 এই পঞ্চ তীর্থ নীলশৈল মধ্যে বৈসে ।
 পাপলেশ নাহি থাকে তাহার পরশে ॥
 ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান ।
 কাশীদাস তার পদে করয়ে প্রণাম ॥

• ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যকবনে
 আগমন ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর ।
 কাম্যকবনে নিবসয়ে চারি সহোদর ॥
 হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর ।
 দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর ॥
 মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ ।
 দিলেন প্রণাম করি বসিতে আসন ॥
 জিজ্ঞাসেন কিহেতু আইলা মুনিবর ।
 আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর ॥
 ইচ্ছা অনুসারে আমি করি পর্যাটন ।
 এক দিন সুরপুরে করিমু গমন ॥

দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে ।
 ইন্দ্র সহ ধনঞ্জয় বসে একাসনে ॥
 আমারে কহিল তবে সহস্রলোচন ।
 যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন ॥
 কহিবে সম্বাদ এই তাঁহার গোচরে ।
 কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে ॥
 দেবকার্য্য সাধি অস্ত্র-পারগ হইলে ।
 আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে ॥
 ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান ।
 তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান ॥
 তপের উপরে আর অন্য কর্ম্ম নাই ।
 যাহা ইচ্ছা হয় তাহা তপোবলে পাই ॥
 কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি ।
 অর্জ্জুনের বোল অংশে তারে নাহি গনি ॥
 তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায় ।
 তাহা ত্যজ ধর্ম্ম তার করিবে উপায় ॥
 তব ভ্রাতৃ পার্থ যে কহিল সমাচার ।
 নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥
 হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন ।
 সুরাসুরে অগোচর পাইয়াছে ধন ॥
 সমুদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল ।
 মন্ত্র সহ পাশুপত পাশুপতি দিল ॥
 যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য অজিত ।
 হেন অস্ত্র দিল যম হয়ে হরষিত ॥
 কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ ।
 সম্প্রীতে আছে যে সুখে ইন্দ্রের ভবন ॥
 নৃত্য গীত বিশ্বাবসুতনয়া শিখায় ।
 তার হেতু তাপ নাহি ভাব সর্বদায় ॥
 আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন ।
 আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবে ভ্রমণ ॥
 তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জয়ন ।
 তুমি রক্ষা করিবে গো মোর ভ্রাতৃগণ ॥
 রাখিল দধীচি যথা দেব প্ররন্দরে ।
 অঙ্গির্য রাখিল যথা দেব দিবাকরে ॥
 ইন্দ্রের বচনে তব অনুরক্ত সম্মতি ।
 তীর্থস্নানে নরপতি চল শীঘ্রগতি ॥

দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা ।
 তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা ॥
 বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ ।
 বিনা সবাসাচী যেতে নারে অন্য জন ।
 তুমিহ যাইতে পার রাজধর্মবলে ।
 পরাক্রম বিশেষে অনুজগণ মিলে ॥
 হইবে বিপুল ধর্ম অধর্মের ক্ষয় ।
 নিজরাজ্য পাবে শেষে হবে শত্রু জয় ॥
 লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির ।
 আনন্দেতে পলকিত হইল শরীর ॥
 বিনয়পূর্বক করিলেন সছুত্তর ।
 কথা নহে সুধারূপি কৈলা মুনিবর ॥
 কি বলিব প্রত্যুত্তর মুখে না আইসে ।
 বাঞ্ছা পূর্ণ হল মম তব কৃপাবশে ॥
 যে অর্জুন লাগি মোর ক্ষণ নাহি সুখ ।
 চক্ষু মেলি নাহি চাহি ভ্রাতৃগণ-মুখ ॥
 পাইলাম তাহার কুশল সমাচার ।
 ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার ।
 সবার ঈশ্বর যেই ইন্দ্র দেবরাজ ।
 আপনি করেন বাঞ্ছা অর্জুনের কাজ ॥
 যে আজ্ঞা করিলে মুনি তীর্থের কারণ
 পূর্ব হতে আমি এই করিয়াছি পণ
 বিশেষ আমার সঙ্কে যাবেন আপনি
 তীর্থযাত্রা মোর পক্ষে বহু লাভ গণি
 লোমশ বলেন রাজা যাইবে কিমতে
 এই দ্বিজগণ আছে তোমার সঙ্কেতে
 বিষম দুর্গম পথ পর্বত কানন ।
 ফল মূল নাহি মিলে দুর্ঘট জন্তুগণ ॥
 যাইতে নারিবে সবে থাকিতে সংহি
 ইহা সবে বিদায় করহ নরপতি ॥
 যুধিষ্ঠির কহে তবে শুন দ্বিজগণ ।
 হস্তিনানগরে সবে করহ গমন ॥
 যেই যাহা বাঞ্ছা ধৃতরাষ্ট্রেরে মাগিবে
 নিজ নিজ বৃত্তি যদি তথা না পাইবে
 পাঞ্চাল দেশেতে সবে করিবে গমন
 যথোচিত পূজা কৈল অন্ধরাজ তায় ॥

এত বলি সবারে পাঠান হস্তিনায় ।
 যথোচিত পূজা কৈল অন্ধরাজ তায় ॥
 অঙ্গ দ্বিজ সঙ্কে নিয়া ধর্ম নরপতি ।
 তিন রাত্রি কাম্যবনে লোমশ সংহতি ॥
 চারি ভাই কৃষ্ণ সহ ধোম্য পুরোহিত ।
 তীর্থ করিবারে যাত্রা করেন দ্বরিত ॥
 হেনকালে উপনীত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ।
 নারদ পর্বত আর বহু মুনিগণ ॥
 যথোচিত পূজিলেন ধর্মের নন্দন ।
 আশীষ করিয়া কহিছেন মুনিগণ ॥
 তীর্থযাত্রা করিবারে যদি আছে মন ।
 মন শুদ্ধ কর রাজা করিয়া যতন ॥
 নিয়মী সুবুদ্ধি হলে তীর্থফল পায় ।
 মন শুদ্ধ নহিলে ভ্রমণ মিথ্যা হয় ॥
 চারি ভাই কৃষ্ণ সহ করিয়া স্বীকার ।
 মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার ॥
 অভেদ্য কবচ সবে অঙ্কেতে পরিল ।
 দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল ॥
 পুরোহিত আদি আর যত ভ্রাতৃগণ ।
 চতুর্দশ রথ আরোহিল সর্বজন ॥
 মার্গশীর্ষ মাস শেষ পূর্বমুখে গতি ।
 তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুরুতী ॥

যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা ও
 অগস্ত্যপাখ্যান ।

চলিলেন ধর্মরাজ সহ মুনিগণে ।
 কত দিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ।
 গোমতীতে স্নান করি করি বহু দান ।
 তথা হতে পরতীর্থে করেন পয়াণ ॥ (১)
 যেখানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনাঙ্গম ।
 কত দিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রম ॥
 লোমশ কহিল তবে পূর্ব বিবরণ ।
 দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন ॥
 স্বচ্ছন্দে সকল পৃথ্বী করিল ভ্রমণ ।
 এক দিন শুন রাজা তার বিবরণ ॥
 এক দিন এক গর্ভে দেখে মুনিরাজ ।
 পিতৃগণ অধোমুখ আছে তার মাঝ ॥

দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে ।
 কি হেতু পড়িলে সবে গর্ভের ভিতরে ॥
 সবে বলে না করিলে বংশের উৎপত্তি ।
 তেঁই আমা সবাঁকার হল হেন গতি ॥
 যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সবাঁকার ।
 বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার ॥
 পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ ।
 বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদি মাঝ ॥
 বিদভরাজার কন্যা অতি অনুপমা ।
 কাপে গুণে মনোহরা লোপামুদ্রা নামা ॥
 যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন ।
 কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনেমন ॥
 হেনকালে উপনীত মহা-তপোধন ।
 যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন ॥
 কি হেতু আসিলে আজ্ঞা কর মুনিবর ।
 শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর ॥
 পিতৃগণ আদেশেতে জন্মাব সন্ততি ।
 তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি ॥
 এত শুনি নরপতি হল অচেতন ।
 প্রত্যুত্তর দিতে মুখ না আসে বচন ॥
 উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থানে ।
 রাণীকে কহেন রাজা করুণবচনে ॥
 মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্য মহাঋষি ।
 নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি ॥
 এত বিচারিয়া সবে সন্তাপিত শোকে ।
 শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী-জনকে ॥
 মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয় ।
 আমারে অগস্ত্য দিয়া খণ্ডাহ এ ভয় ॥
 কন্যার বুকিয়া দৃঢ় নৃপতি সত্ত্বর ।
 বিধিমতে মুনি করে দেন নৃপবর ॥
 লোপামুদ্রা প্রতি তবে কহে তপোধন ।
 মম ভার্য্যা হলে কর মম আচরণ ॥
 দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল ।
 শিরেতে ধরহ জটা পিঙ্গব বাকল ॥
 মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকল ত্যজিল ।
 জটাচীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিল ॥

তবে ত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া ।
 গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া ॥
 নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন ।
 তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ ॥
 হেনমতে তথা থাকি বহু দিন গেল ।
 এক দিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল ॥
 পূজ্যহেতু তোমারে করিয়াছি গ্রহণ ।
 বংশ না হইলে তোমা কিসের কারণ ॥
 এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি ছুই কর ।
 বিনয়পূর্ব্বক কহে মুনির গোচর ॥
 কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ ।
 বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন ॥
 জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর ।
 ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর ॥
 আপনি না জান এই মুনি বংশকাজ ।
 বংশ হেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ ॥
 পূর্ব্ব যথা ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার ।
 দিব্য গৃহ দাসগণ ত্যজ উপহার ॥
 সে সকল বস্ত্র যদি পাই পুনর্বার ।
 তবে ত জন্মিবে পূজ্য উদরে আমার ॥
 এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হল মনে ।
 উপায় চিন্তিল পুনঃ কন্ধ্যার বচনে ॥
 শ্রুতকী মাংমেতে রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন ।
 ভার্য্যাসহ তথাক্ষারে গেল তপোধন ॥
 দেখিয়া শ্রুতকী রাজা পূজে বহুতর ।
 জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলা মুনিবর ॥
 মুনি বলে রত্নিহেতু আসিলাম আমি ।
 রত্নি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি ॥
 যে কিছু মাগিল মুনি সব দিল রাজা ।
 পাত্র মিত্র সহিত করিল বহু পূজা ॥
 দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ ।
 বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন ॥
 তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি ।
 অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি ॥
 ইন্দ্র নামেতে দৈত্য মায়ায় সাগর । (১১)
 বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর ॥

মায়াবলে ধরে ছুষ্ঠি গাড়ুর মুরতি ।
 কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি ॥
 কতক্ষণে ইল্লল বাতাপি বলি ডাকে ।
 পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে ॥
 এইমতে মারে ছুষ্ঠি বহু দ্বিজগণ ।
 অত্যাধি হিংসা করে পাপিষ্ঠ ছুষ্ঠজন ॥
 ইল্ললের ভয়েতে তাপিত এ নগর ।
 শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিস্তিত অন্তর ॥
 আশ্বাসিয়া সবাংকারে করিল নির্ভয় ।
 একাকী চলিল মুনি ইল্লল-আলয় ॥
 মুনি দেখি ইল্লল পূজিল বহুতর ।
 জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর ॥
 কি হেতু আসিলে আজ্ঞা কর তপোধন
 শুনিয়া উত্তর কৈল কুম্ভকনন্দন ॥
 বহু পরিশ্রমে আসিলাম তব পুর ।
 বহু দিন উপবাস ভুঞ্জাও প্রচুর ॥
 সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন ।
 হাসিয়া ইল্লল বলে বৈস তপোধন ॥
 কাটিয়া মায়াবী মেঘ করিয়া রন্ধন ।
 অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন ॥
 মুনি বলে এই মাংসে কি হবে আমার
 সকল আনিয়া দেহ যত আছে আর ॥
 শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেঘ ।
 তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ ॥
 মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্লল আনি দিল ।
 অস্থিসহ মুনিবর সকল খাইল ॥
 কতক্ষণে ইল্লল ডাকিল সহোদরে ।
 বাহিরেও বাতাপি বলিল বারে বারে ॥
 হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাণ্ডী ।
 অগস্ত্যের ঠাই কোথা পাইবে বাতাপি
 বাতাপি পাইবে আর না করিহ আশ ॥
 এত দিনে মরিলেক করি প্রাণিনাশ ।
 এত শূনি ইল্লল বুড়িয়া ছুই কর ।
 স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর ॥
 কি করিব শ্রিয় তব কহ মুনিবর ।
 মুনি বলে প্রাণিহিংসা করিলে বিস্তর ॥

যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায় ।
 সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায় ॥
 সেইক্ষণে ছুষ্ঠি দৈত্য আনি সব দিল ।
 দ্রব্য লয়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল ॥
 বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার ।
 দেখি লোপামুদ্রা হল সানন্দ অপার ॥
 সন্তুষ্টা হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন ।
 বংশ হেতু মুনিবরে করে নিবেদন ॥
 মুনি বলে পুত্র বাঞ্ছা কতেক তোমার ।
 লোপামুদ্রা বলে হোক একটা কুমার ॥
 এক পুত্র গুণবান হোক তপোধন ।
 অকৃতী সহস্র পুত্রে নাহি প্রয়োজন ॥
 তবে প্রীত হয়ে কাম বাড়িল দৌহার ।
 মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার ॥ (১২)
 তাঁহা হতে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত ।
 শুনিলে পূর্বের কথা অগস্ত্য-চরিত ॥
 অগস্ত্য মুনির কথা অদ্বুত মানুষে ।
 হেলায় সমুদ্র পান করিল গগুণে ॥
 গ্রহ পথ রুদ্ধ করিলেক বিদ্যাচল ।
 অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবীমণ্ডল ॥
 অগস্ত্য-প্রভাবে লোকে সে ভয় ঘুটিল ।
 অন্ধকার দূর হল সূর্য্যপথ পাইল ॥
 এত শূনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
 কহ মুনিরাজ সে অগস্ত্য বিবরণ ॥
 কি কারণে মুনিরাজ সমুদ্র শুষিল ।
 কোন হেতু অন্ধকার কিরূপে খণ্ডিল ॥

অগস্ত্যযাত্রার বিবরণ ও বিদ্যাপর্কতের
 দর্প চূর্ণ ।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার ।
 যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার ॥
 গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিবর ।
 প্রদক্ষিণ করি তারে ভ্রমে দিনকর ॥
 তাহা দেখি বিদ্যাগিরি সঙ্কোচ হইয়া ।
 দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া ॥
 যেমত আবর্ত কর সুমেরুশিখরে ।
 সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে ॥

সূর্য্য বলে রথে বসি আবর্তন করি ।
 সৃষ্টি সৃজিলেক যেই সৃষ্টি-অধিকারী ॥
 তাঁর নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ ।
 শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন ॥
 এত শুনি বিস্ময় বলে সক্রোধ বচনে ।
 দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে ॥
 বাড়িল বিষম বিস্ময় করিয়া আক্রোশ ।
 না হয় রবির গতি না হয় দিবস ॥
 ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ ।
 ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিহঙ্গ ॥
 ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হল অন্ধকার ।
 প্রলয় হইল হেন মানিল সংসার ॥
 দেবগণ মিলি সবে করে নিবেদন ।
 না শুনিল বিস্ময়গিরি কাহার বচন ॥
 তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া ।
 অগস্ত্য মুনির আগে নিবেদিল গিয়া ॥
 চন্দ্র-সূর্য্য-পথ রুদ্ধ বিস্ময়গিরি করে ।
 তোমা বিনা নাহি দেখি তাহাকে নিবারে
 রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হল নাশ ।
 শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥
 বিস্ময়গিরি-পাশে তবে যায় তপোধন ।
 মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্বজন ॥
 নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম ।
 অগস্ত্য মুনির তেজে কেহ নহে সম ॥
 মুনি দেখি বিস্ময়গিরি প্রণাম করিল ।
 ঐশ্বদ্ হাসিয়া মুনি আশীর্বাদ দিল ॥
 যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে ।
 তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে ॥
 এত বলি মুনিরাজ করিল গমন ।
 পুনঃ সে উত্তরে নাহি গেল কদাচন ॥
 তাঁর আজ্ঞা লজ্জি গিরি কভু নাহি উঠে
 সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে ॥
 পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 কিরূপে শুল্ক মুনি সাগর গভীর ॥
 লোমশ বলেন পূর্বে দৈত্য রত্নানুর ।
 পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিন-পুর ॥

কালকেয় আদি যত দ্বিতীয় দানব ।
 রত্নানুর সহিত থাকয়ে চুষ্ট সব ॥
 দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল ।
 ইন্দ্র আগে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥
 ব্রহ্মা কন যেই হেতু এলে দেবগণ ।
 পূর্বে চিস্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥
 লৌহ দারু মেরু যত আছে অস্ত্রসার ।
 কোন মতে নহে রত্নানুরের সংহার ॥
 দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন ।
 সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ ॥
 প্রসন্ন হইলে যে মাগিবে এইদান ।
 নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥
 শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ ।
 তাঁর অস্থি লয়ে কর বজ্রের সৃজন ॥
 বজ্র অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার ।
 বজ্রাঘাতে রত্নানুর হইবে সংহার ॥
 এত শুনি দেবগণ করিল গমন ।
 সরস্বতী নদীতীরে আইল তখন ॥
 মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখে দধীচির ।
 চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর ॥
 মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥
 দেবতাসমূহ সব দিক্‌পালগণে ।
 দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবে মনে মনে ॥
 জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর ।
 কি হেতু আসিলে আজি সকল অমর ॥
 সবাংকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর ।
 অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে ত্যজি ॥
 হয় হোক ইহাতে লোকের উপকার ।
 উপকার-হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার ॥
 পূর্ব্বভাগ্যে লোককার্য্যে লাগিল শরীর ।
 এত বলি তনু ত্যাগ হল দধীচির ॥
 হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ ।
 পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ ॥
 দধীচি মুনির গুণ বর্ণনা না যায় ।
 হেন উপকার বল কে করে কোথায় ॥

মুখিতির কন প্রভু বল অতঃপর ।
অস্থি নিয়া কি কৰ্ম করিল পুরন্দর

রক্তাসুরের সন্তি দেবগণের যুদ্ধ ।

লোমশ বলেন রাজা কর অবধান ।
রক্তাসুরে যেইরূপে মারে মরুতান ॥
অস্থি লয়ে দেবগণ করিল গমন ।
দেবশিল্পী স্থানে দিল করিতে রচন ॥
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্মাণ ।
শাস্ত্রগতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান ॥
বজ্র নিয়া জাগি থাকে দেব পুরন্দর ।
হেনকালে এল রক্তাসুর দৈত্যেশ্বর ॥
প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া ।
সুমেধ-শিখর যেন পূরিত বেড়িয়া ॥
মার মার শব্দে করি মহা-কলরব ।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ধব ॥
পূরিত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ ।
নানা অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লয়ে হাতে ।
দেবগণ সহ যায় রক্তরে মারিতে ॥
ইন্দ্রে দেখি ঘোর নাদে গর্জে দৈত্যেশ্বর
ভয়ঙ্কর নাদে কাঁপে যত চরাচর ॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায় ।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায় ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র যায় রড়ারড়ি ।
পাছু পাছু দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি ॥
কোথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান ।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখে নিজপ্রাণ ॥
ভয়ার্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ ।
উপায় চিন্তেন দৈত্যনিধন কারণ ॥
দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে ।
বিষ্ণু-তেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে ॥
অন্য দেবগণে তেজ দিল খয়িগণ ।
পুনঃ দেবাসুরে হয় ঘোরতর রণ ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায় ।
রক্তাসুরে বজ্র প্রহারিল দেবরায় ॥

বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জন ।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হল অচেতন ॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হল চূর্ণ ।
আর যত ছিল সবে পলাইল তূর্ণ ॥
যতক দানব দৈত্য কালকেয়গণ ।
সমুদ্রভিতরে প্রবেশিল সর্কজন ॥

অগস্ত্যমুনিব সমুদ্রপান এতঃ দেবগণের
যুদ্ধে অসুবিধের নিধন ।

লোমশ বলেন শুন ধর্মের নন্দন ।
সমুদ্র আশ্রয় নিল কালকেয়গণ ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর ।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুখির ॥
বশিষ্ঠ আশ্রমে খাইল সপ্ত শত ঋষি ।
তিন শত খায় চব্যশ্রমেতে বসি ॥
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে বিংশ মুনি ছিল ।
রক্তনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল ॥
হেনমতে খায় তারা বহু মুনিগণ ।
অনাহারী বাতাহারী মহাতপোধন ॥
ভয় তাজি ছিল সবে গেল পলাইয়া ।
পূরিত গহ্বরে রহে কোটরে বসিয়া ॥
ভাজিল মুনির মেলা কেহ নাহি আর ।
যাগ-যজ্ঞহীন হল সকল সংসার ॥
উপায় করিল বহু তার দেবগণ ।
লঙ্কিতে না পারে তারা আইসে কখন ॥
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া ।
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
সৃষ্টিকর্তা হস্তা তুমি তুমি শ্রীনিবাস ।
তুমি উদ্ধারিবা মোরা করিয়াছি আশ ॥
রক্তাসুর মল কিন্তু কালকেয়গণ ।
লঙ্কিতে না পারি তারা আইসে কখন ॥
করিল দ্বিজের নাশ না দেখি নিস্তার ।
আমরা উপায় বহু করিছু তাহার ॥
না পারিয়া তব পায় করি নিবেদন ।
তোমা বিনা সৃষ্টি রাখে নাহি হেন জন ॥
এত শুনি ষোড়শতরে কহে পীতাম্বর ।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর ॥

বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুর্ভাগ।
 সিদ্ধু শুকাইতে সবে করহ যতন ॥
 পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
 ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য-সদন ॥
 কর যুড়ি দেবগণ তাঁরে স্তুতি করে।
 সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারেবারে ॥
 নল্লহের ভয়ে পূর্বে করিলা নিস্তার।
 বিদ্যভয়ে বন্ধুধার খণ্ডিলে আঁধার ॥
 রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
 এবার করহ রক্ষা হইয়া সদয় ॥
 মুনি বলে কোন কার্য্য করিব সবার।
 যাহা বল করি তাহা এই অঙ্গীকার ॥
 এত বলি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
 সঙ্কটেতে চলিল সব অমর কিন্নর ॥
 অগস্ত্য সমুদ্র পীবে অদ্রুত কখন।
 দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন ॥
 সমুদ্র নিকটে গিয়া বলে তপোধন।
 তোমারে শুষি আমি লোকের কারণ ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কোতুকে।
 নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে ॥
 তবে ত অগস্ত্য মুনি একই গণ্ডুষে।
 ক্ষণমাত্রে সিদ্ধুজল পান করি শোষে ॥
 কোথায় লহরী গেল শব্দ ছড়াছড়ি।
 জলজন্তু ছটকটি শুষ্কস্থলে পড়ি ॥
 বিস্ময় মানিল তবে ত্রৈলোক্যের জন।
 অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন ॥
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরা অপ্সরী।
 মুনির সম্মুখে তারা দেখয়ে মাধুরী ॥
 করিল কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
 সাধু সাধু বলি শব্দ হল দিগন্তুরে ॥
 জলহীন সিদ্ধু দেখি যত দেবগণ।
 যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন ॥
 যতেক অনুরগণে বেড়িয়া মারিল।
 কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল ॥
 হত দৈত্য নিরখিয়া ক্ষান্ত দেবগণ।
 পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন ॥

তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
 লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার ॥
 সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
 পুনরপি সেই জলে পূর রত্নাকর ॥
 মুনি বলে তোমরা উপায় কর সবে।
 জলপান করিলাম আর কোথা পাবে ॥
 এত শুনি দেবগণ বিংগবদন।
 শীঘ্রগতি গেল সবে ব্রহ্মার সদন ॥
 দৈত্যনাশ হেতু সিদ্ধু শুষিল বারুণি।
 কিমতে পূরিবে সিদ্ধু কহ পদ্মধোনি ॥
 ব্রহ্মা বলে নিজালয়ে যাহ সর্ব্বজন।
 উপায় নাহিক সিদ্ধু পূরিতে এখন ॥
 শুষ্ক সিদ্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যবে।
 জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে ॥
 ভগীরথ হতে পূর্ণ হবে জলনিধি।
 শুষ্ক রহিবেক সিদ্ধু তাবৎ অবধি ॥
 ব্রহ্মার বচনে সবে গেল নিজালয়।
 এই শুন পূর্ব্বকথা ধর্ম্মের তনয় ॥

সগরবংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে
 সগরসন্তান ভস্ম।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
 কহ শুনি মুনি সিদ্ধুপূরণ-কখন ॥
 কেবা ভগীরথ-জ্ঞাতি কারণ কি হয়।
 বিস্তারিয়া মুনিরাজ কহ মহাশয় ॥
 লোমশ বলেন শুন ধার্ম্মিক রাজন।
 সগর নামেতে রাজা বাহুর নন্দন ॥
 তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
 পৃথিবী-পালন করে দুর্ভ জনে মারি ॥
 পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
 তপস্বী করিতে গেল ভার্য্যার সহিত ॥
 শৈব্যা আর বৈদভী যুগল ভার্য্যা তাঁর।
 কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুবার ॥
 তাঁর তপে আবির্ভূত হয়ে মহেশ্বর।
 বলিলেন সগরেরে মাগি লহ বর ॥
 বংশ হেতু এই বর মাগিল রাজন।
 দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন ॥

হর বলিলেন বর মাগিলে রাজন ।
 হইবে তোমার ষাটি সহস্র নন্দন ॥
 সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয় ।
 বংশ রক্ষা করিবেক একই তনয় ॥
 শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে ।
 তাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশ উন্নতি পাইবে ॥
 এত বলি অন্তর্দ্বান হইলেন হর ।
 সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর ॥
 দুই ভাৰ্য্যা সহ বাস করে মতিমান ।
 কতদিনে দৌহাকার হল গর্ত্তাধান ॥
 সময়ে প্রসব হল রাণী দুই জন ।
 শৈব্য প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন ॥
 বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল ।
 দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আঁজা দিল ॥
 হেনকালে ঘোরনাদে হল শূন্যবাণী ।
 কি কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপমণি ॥
 যত বীচি আছে এই অলাবু ভিতর ।
 যুতপূর্ণ হাঁড়ি মধ্যে রাখ নৃপবর ॥
 ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন ।
 এত শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ ॥
 যুতহাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল ।
 ষাইট-সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
 তেজোরীর্গ্যে রূপে সবে সগর সমান ।
 নদগর্ভে সবাকারে করে অঙ্গ জ্ঞান ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ নরগণ ।
 সবারে করিল পীড়া সগর-নন্দন ॥
 দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে ।
 সৃষ্টিনাশ কৈল প্রভু সগরকুমারে ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন না চিন্তহ দেবগণে ।
 কর্মদোষে সকলে মরিবে অঙ্গ দিনে ॥
 এত শুনি চলি গেল যতেক অমর ।
 কত দিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর ॥
 হয়মেধ আরন্তিল বাছুর নন্দন ।
 ঘোড়া রক্ষিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ ॥
 সসৈন্য তাহার ষাটি সহস্র নন্দন ।
 ঘোড়া রক্ষিবারে গেল পর্ব্বত কানন ॥

জলহীন সিন্ধুমধ্যে করয়ে ভ্রমণ ।
 ঘোড়ার রক্ষণে তবে থাকে সর্ব্বজন ॥
 ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায় ।
 শত যজ্ঞ সাক্ষ হলে কি হবে উপায় ॥
 যজ্ঞ-বিস্ম না করিলে রাজ্য ইন্দ্র হয় ।
 মন্ত্ৰণা করিল ইন্দ্র চুরি করি হয় ॥
 স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী ।
 আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি ॥
 চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে ।
 যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে ॥
 সেখানে রাখিয়া ঘোড়া শত্রু পলাইল ।
 প্রাতঃকালে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল ॥
 সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিত ।
 কেহ না জানিল ঘোড়া গেল কোন ভিত ॥
 সকল সমুদ্রে ঘোড়া করে অন্বেষণ ।
 নদ নদী গিরি গুহা নগর কানন ॥
 কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া ।
 সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
 শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর ।
 ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর ॥
 খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবী ভিতর ।
 তবে সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর ॥
 যত্ন করি সেই স্থল খুঁজ গিয়া সবে ।
 ঘোড়া না আনিয়া গৃহে ফিরি না আসিবে ॥
 পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন ।
 কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন ॥
 জলহীন জন্তুগণ মৃত্তিকাতে ছিল ।
 কোদালির প্রহারেতে অনেক মরিল ॥
 ক্ষমা শির হস্ত কার কাটা গেল পাদ ।
 প্রহারে সকল জন্তু করে ঘোর নাদ ॥
 পর্ব্বত-প্রমাণ যত জন্তুগণ মৈল ।
 পুঞ্জ করি অস্থি সব স্থানে স্থানে থু(ই)ল ॥
 এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে ।
 অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে ॥
 তথায় খনিয়া ক্ষিতি বিদার করিল ।
 পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥

তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি ।
 দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত আগুণি ॥
 তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর ।
 হৃষ্ট হয়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্তর ॥
 অহঙ্কারে মুনিবরে করে অনাদর ।
 দেখিয়া কপিল মুনি কপিল অন্তর ॥
 বাহিরায় ছুই চক্ষু হইতে অনল ।
 ভস্মরাশি করিলেক কুমার সকল ॥
 নারদের মুখে বার্তা পাইল সগর ।
 শোকাকুল হয় রাজা বিরস অন্তর ॥
 স্তব্ধ হয়ে শোকাকুল চিন্তে নরপতি ।
 শিববাক্য স্মরি শেষে স্থির করে মতি ॥
 অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন ।
 তাহারে ডাকিয়া রাজা বলেন বচন ॥
 কপিলের ক্রোধে ভস্ম হল পুত্রগণ ।
 যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের বিহন ॥
 পূর্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায় ।
 তোমা বিনা অন্য নাহি যজ্ঞের উপায় ॥
 যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর ।
 কি হেতু অভ্যজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর ॥
 মুনি বলে অসমঞ্জা শৈব্যাগর্তে জন্ম ।
 যৌবন সময়ে বড় করিল কুকর্ম্ম ॥
 দুষ্কর্ম্মে শিশুগণ ধরে হস্তে গলে ।
 উপরে তুলিয়ে ভুমে আছাড়িয়া ফেলে ॥
 একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ ।
 সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥
 তাতরূপে আমা সবে করহ পালন ।
 দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ ॥
 অসমঞ্জা ভয় হতে কর রাজা পার ।
 প্রজাদুঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার ॥
 ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে ।
 গ্রাম হতে বাহির করহ এইক্ষণে ॥
 এইমতে নিজপুত্রে ত্যজিল সগর ।
 পৌত্রে যে কহিল রাজা শুন নরবর ॥
 তোমা বিনা কুলাঙ্গুর কেহ নাহি আর ।
 যজ্ঞ-বিঘ্ন নরক হইতে কর পার ॥

পিতামহ-বচন শুনিয়া অংশুমান ।
 যথায় কপিল মুনি গেল তাঁর স্থান ॥
 প্রণাম করিয়া বল করিল স্তবন ।
 তুষ্ট হয়ে বলে ইষ্ট মাগহ রাজন ॥
 এত শুনি অংশুমান বলে ঘোড়করে ।
 ক্রুপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে ॥
 দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সন্মতি ।
 বাঞ্ছাপূর্ণ হক বলি বলে মহামতি ॥
 সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান ।
 তব পিতা হইতে সগর পুত্রবান্ ॥
 মম ক্রোধে দক্ষ যত সগরকুমার ।
 তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার ॥
 শিবে তুষ্ট করিবে আমিবে সুরধুনী ।
 যজ্ঞ সাক্ষ কর অশ্ব নইয়া এখনি ॥
 মুনিরে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর ।
 অংশুমান দিল পিতামহের গোচর ॥
 আলিঙ্গন দিয়া বল করিল সম্মান ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান ॥
 পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন
 অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন ॥
 হইল দিলীপ নামে তাঁহার নন্দন ।
 দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন ॥
 বহুদিন রাজ্য করি অংশুমান ধীর ।
 পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হইল বাহির ॥
 দিলীপ পাইল নিজ পিতৃসিংহাসন ।
 শুনিল কপিল-কোপে দক্ষ পিতৃগণ ॥
 গঙ্গাহেতু তপস্বী করিল বহুকাল ।
 তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল ॥
 তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ ।
 যার যশকপূরে পুরিল ত্রিজগত ॥
 কপিলের কোপানলে দক্ষ পিতৃগণ ।
 লোকমুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন ॥
 মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ ।
 গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপনন্দন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভগীরথের ভূতলে গঙ্গা আনয়ন ও
সগরবংশের উদ্ধার ।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরঞ্জিল ।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল ॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার ।
অনাহারে কৈল তনু অস্থি-চর্ম্ম সার ॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর ।
তপে তুষ্টা গঙ্গা দিতে আইলেন বর ॥
গঙ্গা বলিলেন রাজা তপ কেন কর ।
প্রীত হইলাম আমি মাগ ইচ্ছ বর ॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হয়ে হৃষ্ট মন ।
করযোড় করি মাগে দিলীপনন্দন ॥
কপিলের কোপানলে পড়ে পিতৃগণ ।
তা সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন ॥
যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন ।
তাবৎ সক্ষাতি নাহি পাবে পিতৃগণ ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন ।
উদ্ধার কর গো মাতা মম পিতৃগণ ॥
যদি রূপা করিলা গো মাগি তব পায় ।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায় ॥
গঙ্গা বলে তব প্রীতে যাইব তথায় ।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায় ॥
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন ।
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্য জন ॥
বিনা নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে
তপস্থায় বশ করি আনহ ত্রাসকে ॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন ।
কৈলাসশিখরে শিবে করেন ভজন ॥
তপস্থায় তুষ্ট হইলেন দিগম্বর ।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর ॥
নিজ ইচ্ছ জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর ।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর ॥ *
হিমালয় পর্বতে কহেন উমাপতি ।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী ॥
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে ।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তাহা জানিল অন্তরে ॥

আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি ।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি ॥
মকর কুন্তীর মীন পূর্ণ মহাজলে ।
মুক্তমালা শোভে যেন চন্দ্রচূড়গলে ॥
শিবশির হতে গঙ্গা হলেন ত্রিধারা ।
এক ধারা আসিয়া পড়িল বনুন্ধরা ॥
স্বর্গেতে ফে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি ।
মর্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী ॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী ।
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষিতি ॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন দিগে ।
কোন পথে যাইব চলহ মম আগে ॥
আজ্ঞামাত্র আগে চলে দিলীপনন্দন ।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন ॥
হিমালয় পর্বতে হইল উপনীত ।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইল ভাবিত ॥
অতঃপর ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান ।
নতুবা কেমনে বল হইবে পয়াণ ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি ।
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট আসে গজপতি ॥
রাজা বলে মহাশয় নিস্তার এ দায় ।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায় ॥
শুনি করী দুষ্টিমতি বলিল রাজারে ।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে ॥
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্ত্বর ।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর ॥
যাহ বাছা ভগীরথ কহিবে করীরে ।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব তাহারে ॥
দেখিবে দুর্গতি তার কিবা দশা ঘটে ।
শীঘ্রগতি আন তারে জিনিয়া কপটে ॥
মাতঙ্গ-নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ ॥
গিরি খণ্ড করি দস্তে টানিয়া ফেলিল ।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল ॥
সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল ।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল ॥

স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ।
 বলে মাগো পশু আমি কি চিনি তোমাকে
 দয়াময়ি দয়া করি রাখিলা জীবন ।
 প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন ॥
 বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিতমনে ।
 উপনীতা হল জহ্নু মুনির আশ্রমে ॥
 দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান ।
 গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হল হতজ্ঞান ॥
 মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে ।
 তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে ॥
 কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়াণ ।
 কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ ॥
 তাহা দেখি হর্ষান্বিত দিলীপনন্দন ।
 বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল-আশ্রম ॥
 যথায় আছিল ভস্ম সগরসন্তান ।
 পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে পয়াণ ॥
 চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গরথে আরোহিল ।
 উল্লবালু করি সবে আশীর্বাদ কৈল ॥
 পিতৃগণে মুক্ত দেখি আনন্দ অপার ।
 প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপকুমার ॥
 ভগীরথ হতে সমুদ্রে হইল জল ।
 যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিলু সকল ॥
 শুনিলে পৃথিবীপাল সগরোপাখ্যান ॥
 ভগীরথ তুল্য আর নাহি পুণ্যবান ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীদাস বিরচিত সগর আখ্যান ॥

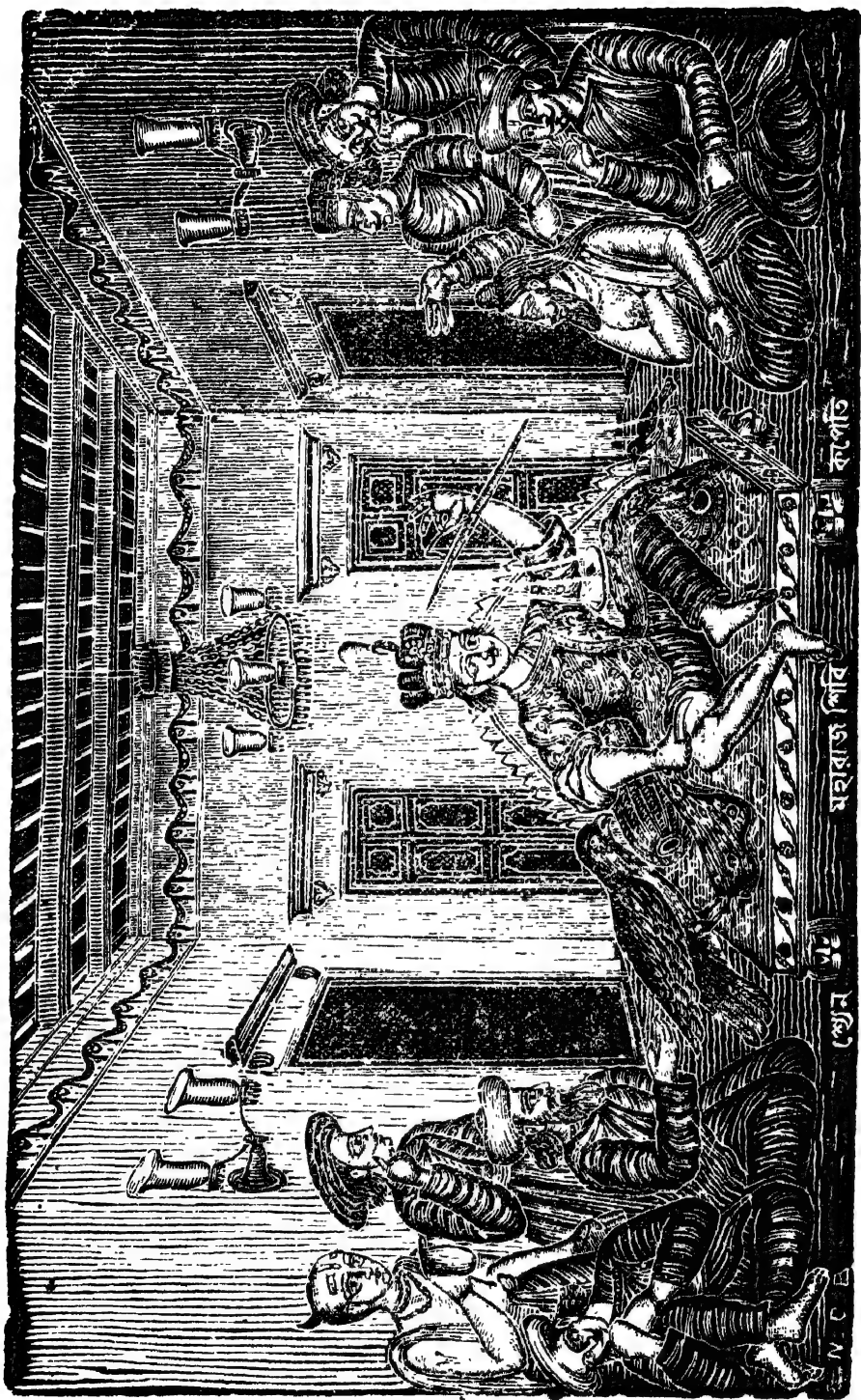
—
 পরশুরামের দর্প-চূর্ণ । (১৩)

লোমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান ।
 পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
 পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম ।
 যেই স্থানে হতবীর্য হইলেন রাম ॥
 যুদ্ধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন ।
 হতবীর্য রাম হইলেন কি কারণ ॥
 লোমশ বলিল পূর্বে রাম দাশরথি ।
 বিষ্ণু অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি ॥

লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনকনন্দিনী ।
 তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি ॥
 ধূর্জটীর ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে ।
 তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে
 দেশে দেশে বার্তা দিল জনক রাজন ।
 বিশ্বামিত্র-স্থানে রাম করেন শ্রবণ ॥
 যজ্ঞরক্ষা করিলেন রাক্ষসে মারিয়া ।
 সীতা লভিলেন রাম ধনুক তাস্মিয়া ॥
 সীতা লয়ে যান রাম অযোধ্যানগর ।
 পথেতে ভেটিল কুলাস্তক ভৃগুবর ॥
 ছুর্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার ।
 পৃষ্ঠে শর ভূণ তাঁর শিরে জটাতার ॥
 দুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর ।
 কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর ॥
 জীর্ণ ধনু তাস্মি তোর এত অহঙ্কার ।
 সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার
 না জানিস ভৃগুরাম ক্ষত্রিয়কুমার ।
 ক্ষণেক তিষ্ঠহ বৃথা পরাক্রম তোর ॥
 এত বলি ছুর্জয় ধনুক দিল ফেলি ।
 দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী ॥
 রাম বলিলেন জামদগ্নির নন্দন ।
 ধনুকেতে গুণ দিনু কি করি এখন ॥
 ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর ।
 শর সহ বিষ্ণুতেজ নিল রঘুবর ॥
 আকর্ণ পুরিয়া ধনু কহে দাশরথি ।
 কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভৃগুপতি ॥
 ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহ ।
 অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথা মারি কহ ॥
 স্তুতি করি কহে তবে ভৃগুর কুমার ।
 অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার ॥
 এক বাণে স্বর্গরোধ করেন তাঁহার ।
 পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার ॥
 মুনি বলে কহিলাম রামের আখ্যান ।
 কাশীদাস বিরচিত শুনে পুণ্যবান ॥

লোমশ বলেন ডাকি ধর্মের নন্দনে ।
 শ্বেন কপোতের কথা করহ শ্রবণে ॥
 এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে ।
 সারস সারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে ॥
 জলা উপজলা ছুই যমুনার পাশ ।
 মুনিগণ এই তটে করে অধিবাস ॥
 উশীনর নামে নৃপ আছিল তথায় ।
 যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায় ॥
 যজ্ঞের প্রভাবে ধরা কাঁপে থর থর ।
 সুবাসুর যক্ষ রক্ষ ভাবিয়া কাতর ॥
 সুরপতি চিন্তাকুল কনক আসনে ।
 ইন্দ্র বা লয় বুঝি ভাবে মনে মনে ॥
 হেনকালে ছত্ৰাশন হন উপনীত ।
 উশীনর-যজ্ঞ-কথা করিল বিদিত ॥
 উভয়েতে যুক্তি করি অতি সঙ্কোপনে ।
 বিহগ-বেশেতে যান ছলিতে রাজনে ॥
 ধরিল কপোতরূপ দেব ছত্ৰাশন ।
 দেবরাজ শ্বেনরূপ করেন ধারণ ॥
 সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন ।
 শ্বেনভয়ে কপোতক লইল শরণ ॥
 উশীনর-উরুদেশে লুকাল ভয়েতে ।
 আক্রমণ করি শ্বেন আইল পশ্চাতে ॥
 ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায় ।
 লইলু শরণ প্রভু রাখ ঘোরদায় ॥
 কপোতের অরি শ্বেন নিরদয় হয়ে ।
 নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধয়ে ॥
 কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর ।
 তোমারে রক্ষিতে প্রাণ দিব কলেবর ॥
 আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ
 তথাপি এ পণ কভু নাহি হবে আন ॥
 শ্বেন কহে মহারাজ একি আচরণ ।
 মোর ভক্ষ্য রক্ষ তুমি কিসের কারণ ॥
 সবে কহে ধর্মনিষ্ঠ রাজা উশীনর ।
 ধর্মহীন কর্ম্ম কেন কর নৃপবর ॥

মহাপাপ খাচ্ছে বাধা ক্ষুধার সময় ।
 ভক্ষ্য ছাড়ি দেহ মোর হয়ে সদাশয় ॥
 রাজা বলে পক্ষিরাজ কি করিব আমি ।
 অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি ॥
 কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ ।
 কেমনে কালেরে তারে করিব অর্পণ ॥
 পরিত্যাগ করে যেবা শরণ-আগতে ।
 গো-ব্রাহ্মণ-বধ সম ভুক্তিবে পাপেতে ॥
 শ্বেন বলে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
 আহার বিহনে নাহি বাঁচে জীবগণ ॥
 ধন জন ছাড়ি বাঁচে যাবত জীবন ।
 আহার ছাড়িলে জীব না বাঁচে কখন ॥
 ক্ষুধায় আকুল আমি না সরে বচন ।
 ক্ষণেক বিলম্ব হলে যাইবে জীবন ॥
 আমি যদি মরি তবে আমার বিহনে ।
 দারী পুত্র আদি মম মরিবে জীবনে ॥
 এক প্রাণী দিলে যদি বাঁচে বহু প্রাণী ।
 অধর্ম না হয় তাহে সত্য ধর্ম গণি ॥
 সামান্য লাভেরে ত্যজি বহু লাভ যাহে ।
 লইবে আশ্রয় তার শাস্ত্রমতে কহে ॥
 রাজা বলে যদি তবে খাচ্ছে প্রয়োজন ।
 অন্ন খাচ্ছ খাও তুমি রহিবে জীবন ॥
 রুষ মৃগ ছাগ মেঘ মহিষ বরাহ ।
 এখনি আনিয়া দিব যেই মাংস চাহ ॥
 শ্বেন বলে অন্ন মাংস মোরা নাহি খাই ।
 কপোত মোদের খাচ্ছ দেহ মোরে ভাই ॥
 কপোতের মাংস দেহ করিব ভোজন ।
 এত শুনি সকাতরে কহেন রাজন ॥
 শিবিরাজ্য চাহ কিহ্না যাহা মোর আছে
 এখনি দানিব তোমা না ডরিব পাছে ॥
 যা বলিবে করিব তা যাহে তুষ্ট তুমি ।
 আশ্রিত কপোতে কিন্তু না ত্যজিব আমি ॥
 এত শুনি কহে শ্বেন শুনহ রাজন ।
 কপোত যত্নপি তব স্নেহে ভোজন ॥
 নিজমাংস খণ্ড করি কপোত সমান ।
 দেহ মোরে তুলা দ্বারা করি পরিমাণ ॥



রাজা উশীনর শেখকপী ইন্দ্রকে আত্মাংস কর্তন পূর্বক তুলা দ্বারা কপোতের
(ছতশনের) সহিত পরিমাণ করিয়া দিতেছেন ।

তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয় ।
 সেই মাংসে তৃপ্ত হব শুন মহাশয় ॥
 ছদ্মবেশে বহি ইন্দ্র ছিলেন রাজনে ।
 উশীনর মুগ্ধ হল দৌহার ছলনে ॥
 উশীনর নৃপমণি, শ্যেণের বচন শুনি,
 ভাসিলেন আহ্লাদ সাগরে ।
 আশ্রিতের ক্ষিণুজানি, আপনারে বন্যমানি
 তুলা যন্ত্র আনিয়া সত্ত্বরে ॥
 নিজহস্তে তুলা ধরি, নিজমাংস খণ্ড করি,
 কপোতের তুল্য করিবারে ।
 নিজমাংস যত দেয়, তবু নাহি তুল্য হয়,
 ছতাশন কপোতের ভারে ॥
 মাংস দেয় রাশিরাশি, তবু ভার হয় বেশী,
 কি করিব ভাবেন রাজন ।
 মাংস কাটি দিনু যত, না হয় কপোত মত,
 অসম্ভব না হেরি এমন ॥
 ক্ষণকাল চিন্তাকরি, ভক্তিভাবে হরি স্মরি,
 তুলে বসে নিজে উশীনর ।
 হেরিয়া নৃপের মতি, শ্যোনকপী সুরপতি,
 কহিলেন শুন নৃপবর ॥
 সুরপতি মম নাম, রাজ্য করি সুরধাম,
 কপোত-বেশেতে ছতাশন ।
 ধার্মিকতাদেখিবারে, মোরা দৌহে ছল করে
 আনিয়াছি তোমার সদন ॥
 হেরি তোমা ধর্মনিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
 বদ্ধ হৈনু তব ধর্ম ফলে ।
 তোমার মহিমা ভবে, যাবত ধরণী রবে,
 ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে ॥
 নরজালা হল নাশ, সশরীরে স্বর্গবাস,
 হল তব শুন নরপতি ।
 ত্যজিয়া সংসার মায়া, ধরিয়া দেবের কায়া,
 চল চল মোদের সংহতি ॥•
 শূন্য হতে রথ আসে, চলিল অমরবাসে,
 যজ্ঞের প্রভাবে উশীনর ।
 অমরী যোগিনী কত, দেবানী কিন্নরী যত,
 পুষ্পবৃষ্টি করেন অমর ॥

ভীমের পদ্মাবেষণে গমন ও হনুমানের
 সহিত সাক্ষাৎ । (১৫)

জন্মে জয় জিজ্ঞাসিল ওহে মুনিবর ।
 চারি ভাই কি করিল, কহ অতঃপর ॥
 স্বর্গেতে রহিয়া কিবা করে ধনঞ্জয় ।
 কত দিনে ভ্রাতৃসহ সমবেত হয় ॥
 আমাদের বিশেষ করি কহ মুনিরাজ ।
 শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ ॥
 বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর ।
 ক্লষণ সহ কাম্যবনে চারি সহোদর ॥
 যত দ্বিজবর ধোম্য লোমশ সংহতি ।
 ছয় রাত্রি তথা বাস করে ধর্মমতি ॥
 এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটন ।
 বহিল উত্তর দিকে মন্দ সমীরণ ॥
 সুগন্ধি সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল ।
 পদ্মগন্ধে প্রপূরিল সব বনস্থল ॥
 আমোদে করিল মুগ্ধ সবার মন ।
 পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিল সর্বজন ॥
 উত্তর মুখেতে সবে করে অনুমান ।
 যোগের সাধনে যেন যোগীর ধ্যান ॥
 কেহ কহে স্বর্গ হতে আসিতেছে গন্ধ ।
 কেহ কহে পৃথিবীতে কে করে আনন্দ ॥
 কোন মতে কেহ না জানিল নিকপণ ।
 লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্মের নন্দন ॥
 জানহ ব্রতাস্ত যদি কহ মুনিবর ।
 কোথা হতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥
 কোন মত পুষ্প সেই কার উপবন ।
 চেষ্টায় পাইব কিম্বা অসাধ্য সাধন ॥
 মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্বতে ।
 সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে ॥
 কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর ।
 রক্ষক আছে লক্ষ যক্ষ অনুচর ॥
 সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি ।
 চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি ॥
 এতেক ব্রতাস্ত যদি কহিলেন মুনি ।
 ব্যগ্র হয়ে ব্রকোদরে কহে যাজ্ঞসেনী ॥

আমা প্রতি প্রীতি যদি তোমার আছয় ।
 অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয় ॥
 পূজিব ঈশ্বরপদ করেছি বাসনা ।
 তোমার রূপায় যদি পূরে সে কামনা ॥
 তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে ।
 মনোযোগ কর তুমি মোর নিবেদনে ॥
 রূষারে ব্যাকুল। দেখি বীর রুকোদর ।
 অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
 বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
 ধর্ম্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাজ্ঞলি ॥
 যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আশ্রয় ।
 কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় ॥
 যাহ শীঘ্র ত্বর করি এস ভ্রাতৃবর ।
 শুনিয়া উত্তরে যান বীর রুকোদর ॥
 দেখিল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল ।
 দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল ॥
 মধুর সুস্বাদু ফল নানাবিধ ফুল ।
 মকরন্দ লোভে উড়ি ভ্রমর আকুল ॥
 কোন স্থানে শোভিত গুবাক নারিকেল
 পলাশ রসাল তাল পূর্ণ বনফলে ॥
 বিবিধ কুসুমেরে দেখে বিচিত্র উদ্যান ।
 দেবের আশ্রম হেন করে অনুমান ॥
 কোকিলের কলরব বিনা নাহি আর ।
 মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
 সর্বদা বসন্তঋতু নিবসে সে বনে ।
 বিহার করয়ে তাহে আনন্দিতমনে ॥
 পাসরে পুষ্পের কথা দেখি বনস্থল ।
 প্রাণভয়ে পশু-পক্ষী সকল পলায় ॥
 রক্ষাঘাতে মারিলেক মৃগ রাশি রাশি ।
 প্রমাদ গণিল যত কানননিবাসী ॥
 বারণে বারণ মারে মৃগেন্দ্রে মৃগেন্দ্র ।
 হরিণে হরিণ মারে সবে নিরানন্দ ॥
 সিংহনাদ ছাড়ি করে ভুল্কার ধ্বনি ।
 গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
 মহাশব্দে প্রপূরিল সব বনস্থল ।
 প্রাণভয়ে পশু-পক্ষী পলায় সকল ॥

ক্ষুদ্র মৃগ বরাহ ব্যাঘ্রাদি বনচরে ।
 পলায় মহিষ ব্যাঘ্র গজেন্দ্রের ডরে ॥
 গজেন্দ্র পলায় দূরে মৃগেন্দ্রের ভয় ।
 মৃগেন্দ্র পলায় বনে মানিয়া সংশয় ॥
 একেরে অন্যের ভয় যত মৃগ পশু ।
 বিকল হইয়া ধায় যুবা রুদ্ধ শিশু ॥
 পবননন্দন ভীম ভীমপরাক্রম ।
 বিহার করেন তথা নাহি মনভ্রম ॥
 হেনমতে কতদিন পরম কৌতুকে ।
 স্বচ্ছন্দগমনে বীর ভ্রমে মনস্থখে ॥
 চলিতে উত্তর পথে পবননন্দন ।
 কত দূরে দেখে বীর কদলীর বন ॥
 পরম সুন্দর বন দূরেতে আছয় ।
 যেমন মেঘের ঘটা গগনে উদয় ॥
 দেখি আনন্দিত হল ভীম মহাবল ।
 ত্বরান্বিত হয়ে বীর আইল সে স্থল ॥
 নানাপুষ্পে আলিঙ্গন পীয়ে মকরন্দ ।
 শীতল মোরভে অতি বাড়িল আনন্দ ॥
 প্রবেশিয়া দেখে বনে সুপক কদলী ।
 করিল উদর পূর্ণ ভীম মহাবলী ॥
 গতায়াতে ভাঙ্গে যত কদলীর বন ।
 মড়মড়ি শব্দেতে চমকে সর্বজন ॥
 মারিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত ।
 সেই বনে আছিল ছুরন্ত হনুমন্ত ॥
 ভাঙ্গিল কদলীবন করি অনুমান ।
 ক্রোধভরে শীঘ্রগতি করিল পয়াণ ॥
 কুবুদ্ধি পাইল আজি কোন দেবতায়
 আপনারে না জানিয়া আমারে ॥
 এতেক বলিয়া বীর যাইতে সত্বরে ।
 আসিতেছে রুকোদর দেখে কত দূরে ॥
 দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর ।
 নতবা এমন দর্প করে কোন নর ॥
 জানি ছদ্ম করিল পবন অঙ্গজন্ম ।
 হইলা সত্ত্বর জীর্ণ অতিক্ষীণ তনু ॥
 ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থিমাত্র সার ।
 পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার ॥

ছুদিকে কণ্টকবন নাহি পরিমাণ ।
 মধ্য পথ যুড়ি রহে বীর হনুমান ॥
 হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল ।
 দেখে পড়িয়াছে পথে বানর দুর্বল ॥
 ভীম বলে পথ ছাড়ি দেহ রে বানর ।
 আবশ্যক কার্য আছে যাইব সত্ত্বর ॥
 ভীমের শুনিয়া বীর এতেক বচন ।
 মায়া করি অতিক্রমে মেলিল নয়ন ॥
 ধীরে ধীরে কহে তবে বিনয় আচরি ।
 জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী ॥
 কে তুমি কোথার যাবে কহ মহাবল ।
 জরায়ুক্ত অঙ্গ মোর ব্যথায় বিকল ॥
 নড়িতে নাহিক শক্তি অবশ শরীর ।
 লঞ্জিয়া গমন কর সুখে মহাবীর ॥
 এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মন ।
 সকল শরীর আত্মরূপী নারায়ণ ॥
 ইহারে লঞ্জিয়া আমি যাইব কেমনে ।
 এতেক বিচারি তবে কহে হনুমানে ॥
 ধার্মিক বানর তুমি বুদ্ধ পুরাতন ।
 অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি কারণ ॥
 শুনি যে শাস্ত্রেতে হেন আছে বিবরণ ।
 যত্র জীব তত্র শিব রূপে নারায়ণ ॥
 দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি ।
 লঞ্জিয়া যাইতে বল নাহি ধর্ম্মে মতি ॥
 হনুমান বলে আমি জাতিতে বানর ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ॥
 ব্যথায় কাতর অঙ্গ দেখ মহাশয় ।
 কহিলাম বাক্যমাত্র মনে যাহা লয় ॥
 তুমি ধর্ম্মবান বড় হও সত্যবাদী ।
 পরম সৃজন অতি দয়াগুণনিধি ॥
 অতিপ্রায়ে বুঝিলাম বড় বংশে জন্ম ।
 পথ ছাড়াইয়া রাখ বাড়িবেক ধর্ম্ম ॥
 তবে ভীম হেলা করি নিজ বাম হাতে ।
 ধরিয়া তুলিতে যায় নারিল নাড়িতে ॥
 বিস্ময় মানিয়া তবে বীর ব্রহ্মোদর ।
 শত্রু করি ধরিলেন দিয়া ছুই কর ॥

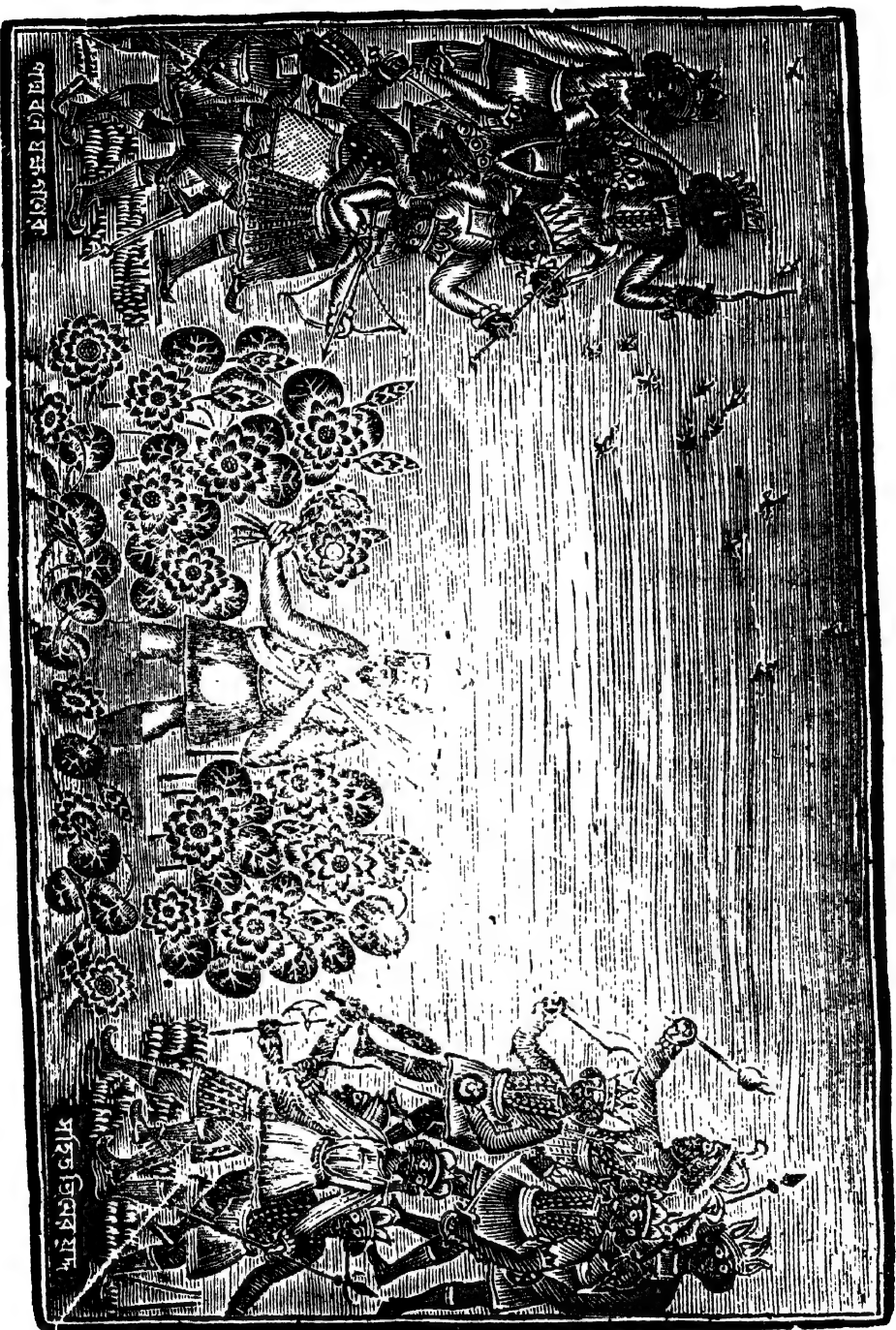
যতেক আপন শক্তি কৈল প্রাণপণ ।
 মহাশ্রমে নাড়িবারে নারে কদাচন ॥
 বহিল অক্রেতে ঘাম হইল কাঁকর ।
 বিনয়পূর্ব্বক কহে যুড়ি ছুই কর ॥
 কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 রাক্ষস মানুষ কিবা নাগের ঈশ্বর ॥
 জানিলাম মোর দর্প নাশিতে বিশেষে ।
 ছলিতে আইলে বুদ্ধ বানরের বেশে ॥
 অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয় ।
 অবধানে শুন এবে মম পরিচয় ॥
 চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি ।
 তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মোর পবনসমুত্তি ॥
 ভীমসেন নাম মম জ্ঞান মহাশয় ।
 মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
 রাজ্য ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে ।
 তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে ॥
 কহিলাম নিজকথা তোমার অগ্রেতে ।
 সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে ॥
 আনিব সুবর্ণ-পদ্ম ঈশ্বরের হেতু ।
 আমারে পাঠাইলেন ভাই ধর্ম্মসেতু ॥
 যে কিছু ব্রতান্ত কহিলাম মহাশয় ।
 রূপা করি দেহ মোরে নিজ পরিচয় ॥
 এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি ।
 প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন মারুতি ॥
 জিজ্ঞাসিলে শুন তবে মম বিবরণ ।
 কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবননন্দন ॥
 রামকার্য্য হেতু মোরে সজিল বিধাতা
 হনুমান নাম মোর রাখিলেন পিতা ॥
 রাবণ রামের সীতা হরিল যখন ।
 প্রাণপণে সাধিলাম রাম-প্রয়োজন ॥
 সাগর লঞ্জিয়া কৈনু সীতার উদ্দেশ ।
 তবে রাম করিলেন সৈন্য সমাবেশ ॥
 সমুদ্রে বাঙ্কিয়া সেতু সৈন্য হল পার ।
 হইল রাবণ রাজা সবংশে সংহার ॥
 সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজবাস ।
 আমারে করিয়া রূপা করিলেন দাস ॥

তুফা হয়ে সীতাদেবী মোরে দিল বর ।
 এই হেতু চারি যুগ হইল অমর ॥
 এই কদলীর খণ্ড মোরে দিল দান ।
 রামের সেবক আমি নাম হনুমান ॥(১৬)
 এতক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল ।
 সাক্ষাৎ প্রণাম করে পড়ি ভূমিতল ॥
 ভীম বলে অপরাধ ক্ষমহ গোসাই ।
 যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
 হনুমান বলে ভাই কেন হেন কহ ।
 প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ ॥
 পূর্বে দেখিয়াছি আমি জেনেছি কারণ
 করিলাম এত ছল জানিবারে মন ॥
 ভীমসেন বলে যদি রূপা হল মোরে ।
 এক নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
 নিজমূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ ।
 পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ ॥
 শুনিয়া হাসিল তবে হনুমান বীর ।
 দেখিতে দেখিতে হল পূর্বের শরীর ॥
 অতিতপ্ত স্বর্ণ জিনি কিবা অঙ্গশোভা ।
 বালমূর্য্য সম যেন চমৎকার প্রভা ॥
 মনের আবেশে বাড়ে বীর হনুমন্ত ।
 কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত ॥
 চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি ।
 অম্পন্দ হইল অঙ্গ আর নাহি চাহি ॥
 মুচ্ছাগত হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে ।
 তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতূহলে ॥
 উর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ ।
 ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক ॥
 বিশেষে দেখিয়া ছুঃখী বীর রুকোদর ।
 পূর্ব্বমত দেহ পুনঃ ধরে মায়াধর ॥
 আশ্বাসিয়া রুকোদরে করে সচেতন ।
 মৃত দেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন ॥
 রুকোদর কহে দাওইয়া যোড়করে ।
 বিস্তর বিনয় করি বানর-ঈশ্বরে ॥
 ভাগ্যেতে দেখিলু তোমা পূর্ব্বপুণ্যফলে ।
 মনের বাসনা পূর্ণ হল এত কালে ॥

তোমার চরণে মম এই নিবেদন ।
 আমার পরম শত্রু আছে দুর্ব্বোধন ॥
 বনবাস উপরমে যদি যুদ্ধ হয় ।
 সেই কালে সাহায্য করিবে মহাশয় ॥
 হাসিয়া কহিল তবে পবনসন্তান ।
 কাল দেশ পাত্র বুঝি করিব বিধান ॥
 যখন যাহার সঙ্কে করিবে বিবাদ ।
 তোমার সম্মুখে বীর হবে সিংহনাদ ॥
 অর্জুনের কপিধ্বজে হয়ে অধিষ্ঠান ।
 দুই স্থানে নিজশক্তি করিব বিধান ॥
 দুই শব্দে যেমন একত্র বজ্রাঘাত ।
 শুনিয়া অনেক সৈন্য হইবে নিপাত ॥
 যাহ গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা ।
 কার সঙ্কে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা ॥
 কুবেরের পুষ্প সেই রাখয়ে রক্ষক ।
 সাধিবে আপন কার্য্য বিনয় পূর্ব্বক ॥
 সবার বন্দিত দেব বেদে হেন কয় ।
 অনাদর করিলে যে পাপরুদ্ধি হয় ॥
 এতক কহিয়া বীর মধুর বচন ।
 বিদায় করিল ভীমে দিয়া আলিঙ্গন ॥
 কত দূর আগুসরি পথ দেখাইল ।
 ভূমেতে পড়িয়া ভীম প্রণাম করিল ॥
 পরম কৌতুকে তবে রুকোদর বীর ।
 চলিল উত্তর মুখে নির্ভয় শরীর ॥
 ভারত-পঞ্চজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস ॥

যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সৌগন্ধিক
 পুষ্পাহরণ ।

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম,
 চলিল উত্তর পথে ।
 দুই ভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
 নানাবর্ণ রক্ষ তাতে ॥
 পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
 স্বচ্ছন্দ গমনে যায় ।
 মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
 কে বুঝিবে অভিপ্রায় ॥



পদ্মবন যক্ষগণের

সহিত ভিলের যাদ

পদ্মবন ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ

কত দিনান্তর, গন্ধ-গিরিবর,
 বন-উপবন শোভা ।
 উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা,
 নব-জলধর-আভা ॥
 সপ্ত শৃঙ্গ তথি, শোভা করে অতি,
 তাহে নানা তরুগণ ।
 পবননন্দন, আনন্দিত মন,
 সুখে কৈল আরোহণ ॥
 প্রতি শৃঙ্গে পক্ষ, যুগ লক্ষ লক্ষ,
 পশুগণ অগণিত ।
 নানা পুষ্প বনে, মধুকরগণে,
 মধুপানে আনন্দিত ॥
 কোকিল কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
 বিবিধ পক্ষীর রব ।
 দেখে নানা স্থানে, সকল সোপানে,
 দেবের আশ্রম সব ॥
 তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
 সুবর্ণ পঙ্কজ বন ।
 দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ,
 আমোদে মোহিত মন ॥
 গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে,
 পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি ।
 দেখি সরোবর, বীর রকোদর,
 জানিল কার্যের সিদ্ধি ॥
 সুবাসিত জলে, কনককমলে,
 মধুপান করে ভৃঙ্গ ।
 তথি লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
 বিহরে রমণী সঙ্গ ॥
 ডাছকী ডাছকে, ভ্রমে নানা সুখে,
 সারস সরস মতি ।
 পুষ্প মকরন্দ, সদা বহে গন্ধ,
 বায়ু বহে মন্দগতি ॥
 কারণবরন্দ, পরম আনন্দ,
 সদাই সানন্দ হয়ে ।
 মজি মনোভবে, কেলি করে সবে,
 নিজ পরিবার লয়ে ॥

তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ,
 আছয়ে রক্ষক লক্ষ ।
 মানিয়া বিশ্বয়, ভীমসেন কয়,
 - কখন এ নহে লক্ষ্য ॥
 নির্ভয় শরীর, রকোদর বীর,
 দেখিয়া নির্মল জল ।
 স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল হৃষ্ট,
 কৌতুকে তুলি কমল ॥
 দেখি পরম্পর, কহে অনুচর,
 কুবের-কিঙ্কর যত ।
 দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
 দেখি যে অজ্ঞানবত ॥
 কেহ বলে উঠ, না করিহ হঠ,
 কনক কমল ফুল ।
 অম্পাতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
 কি জানে ইহার মূল ॥
 কেহ সাধু জন, মধুর বচন,
 কহে ভীমসেন প্রতি ।
 কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
 কি হেতু হেথা আগতি ॥
 এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর,
 ঈশ্বর ইহার হয় ।
 দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ জান,
 তারে নাহি কর ভয় ॥
 ভীম বলে মোর, নাম রকোদর,
 পাণ্ডুর নন্দন আমি ।
 ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে,
 স্বচ্ছন্দে সর্বত্র ভ্রমি ॥
 ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
 যুধিষ্ঠির মহারাজা ।
 পুষ্প অনুসারে, পাঠাইল মোরে,
 করিবেন দেবপূজা ॥
 পুষ্প লয়ে আমি, যাব শীঘ্রগামী,
 করিতে ঈশ্বরসেবা ।
 অশ্রু কন্মু নয়, কি কারণে ভয়,
 এমত দুর্বল কেবা ॥

অনুচর কয়, যাহ মহাশয়,
 যক্ষরাজে গিয়া বল ।
 নহিলে বলহ, করিবে কলহ,
 তবে কি হইবে ভাল ॥
 হাসি বকোদর, কহে ওরে চর,
 কি হেতু যাইব তথা ।
 আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
 কহ গিয়া এই কথা ॥
 ভীম মহাবল, তোলায়ে কমল,
 না মানিল যদি মানা ।
 কুবের-কিন্ধর, হাতে ধনুঃশর,
 রুধিল সকল সেনা ॥
 ভীমের উপর, সব এড়ে শর,
 বত পড়ে গায় ।
 ক্রোধে বকোদর, উঠিয়া সত্তর,
 মারিল বক্ষের ঘায় ॥
 মারিল যতেক, কহিব কতেক,
 যে কিছু আছিল শেষ ।
 কান্দি উঠেঃস্বরে, কহিল কুবেরে,
 নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
 নর এক জন, বিকৃতি লক্ষণ,
 মারিয়া রক্ষককুল ।
 বরিলেক হত, সরোবরে যত,
 আছিল কমলফুল ॥
 কহে নাম মোর, বীর বকোদর,
 পাণ্ডুনৃপতির সূত ।
 শুন মহাশয়, কহিছু নিশ্চয়,
 যক্ষকুল হল হত ॥
 বহে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্ব নাহি কাজ,
 তনয় অধিক হয় ।
 আমার উত্তর, কহিয়া সত্তর,
 পুষ্প দেহ যত চায় ॥
 আসি চরগণে, মধুর বচনে,
 সান্ত্বাইল ভীমসেনে ।
 হেথা ধর্মসুত, ত্রিবিধ উৎপাত,
 দেখয়ে শর্বরী দিনে ॥

উচাটন মতি, মুনিগণ প্রতি,
 করিলেন নিবেদন ।
 কহ মুনিবর, ভাই বকোদর,
 না আইল কি কারণ ॥
 মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
 ভীমে কে হিংসিতে পারে ।
 কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির,
 যাবৎ না দেখি তারে ॥
 ভারতের কথা, অতি সুখদাতা,
 কহিলেন মুনি ব্যাস ।
 পাঁচালির ছন্দে, মনের আনন্দে,
 বিরচিল তাঁর দাস ॥

ভীমাশ্বষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা ।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান ।
 ভীমের বিলম্বে মম আকুল পরাণ ॥
 কেমন কুবুদ্ধি প্রভু হল মম মনে ।
 ভীমের পাঠানু আমি পুষ্পের কারণে ॥
 যখন বিপদকাল হয় উপস্থিত ।
 পাপযুক্ত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয় চিত্ত ॥
 কুকর্ম যতেক বুঝে সুকর্মের প্রায় ।
 নহে প্রবর্তিব কেন কপট পাশায় ॥
 আশ্চর্য্য দেখহ আর বিধির ঘটন ।
 পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ আইলাম বন ॥
 অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল ।
 মিছা কার্য্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল ॥
 ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দৌহাকার মুখ ।
 বিধি দেয় ছুঃখের উপরে আর ছুঃখ ॥
 এত বলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ ।
 স্মরণ করিবারাত্র ভীমের নন্দন ॥
 আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি ।
 আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন নরপতি ॥
 ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার ।
 মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার ।
 পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার ।
 চারিদিন না পাই তাহার সমাচার ॥

এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার ।
 ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
 প্রাণের অধিক মম রুকোদর ভাই ।
 শাস্ত্রগতি চল সবে তথাকারে যাই ॥
 আমারে লইবে আর ভাই দুই জন ।
 সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার ।
 সেকারণে লইবারে মোর অঙ্গীকার ॥
 ঘটোৎকচ বলে দেব তোমার আজ্ঞায় ।
 পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় ॥
 মোর পৃষ্ঠে আরোহণ কর সব জনে ।
 তোমার প্রসাদে তথা যাব এইক্ষণে ॥
 এত শুনি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
 প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
 আরোহণ কৈল আগে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
 কৃষ্ণা সহ তিন ভাই বসে কুতূহলী ॥
 চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম ।
 অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥
 দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত সবে ।
 কুসুমিত কাননে কোকিল কলরবে ॥
 মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর বঙ্কার ।
 অনঙ্গ মোহিত অঙ্গ রঞ্জে সবাংকার ॥
 পশু পক্ষী মৃগেতে পূরিত বনস্থল ।
 দিব্য সরোবর তাহে শোভিত কমল ॥
 বিহরে কোতুকে রাজহংস চক্রবাক ।
 নামাবর্ণে কচ্ছপ বিহরে লাখে লাখ ॥
 বিবিধ তড়াগ কূপ বহু নদ নদী ।
 স্থাবর জঙ্গম যত কে করে অবধি ॥
 প্রতি ডালে নানাপক্ষী করে কলরব ।
 কোতুক দেখিছে যেন মহামহোৎসব ॥
 লঙ্ঘিয়া উদ্যান সব উপবন যত ।
 উদ্দেশ্য পাইল গন্ধমাদন পর্বত ॥
 নানা কথা কহিতে লাগিল মুনিগণ ।
 শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্মের নন্দন ॥
 এই মত অম্পাদনে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 উপনীত যথা আছে রুকোদর বীর ॥

দেখিল অনেক সৈন্য কুবের-কিঙ্কর ।
 যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর রুকোদর ॥
 দিব্য সরোবর দেখে অগাধ সলিল ।
 কমল কুমুদ রক্ত শ্বেত পীত নীল ॥
 জলজন্তু বিহঙ্গম অতি মনোহর ।
 কুসুম উদ্যান চারি তটের উপর ॥
 ক্রীড়ায় কোতুকী মন ভীম মহামতি ।
 হেনকালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি ॥
 লোমশ ধোম্যের কৈল চরণ বন্দন ।
 মাদ্রীপুত্র দুই জনে কৈল আলিঙ্গন ॥
 মধুর সম্ভাষণে তুষ্ট কৈল যাজ্ঞসেনী ।
 ভীমে সম্মোদিয়ে কহে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
 শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম ।
 দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
 হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা ।
 কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁট মাথা ॥
 বিদায় নিল যে তবে ঘটোৎকচ বীর ।
 দিন কত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির ॥
 সুবর্ণ পঙ্কজ পুষ্প তুলি সর্ব্বজনে ।
 ইষ্টের অর্চনা করে আনন্দিতমনে ॥
 ছায়া সুশীতল জল স্থল মনোরম ।
 সহজে সুখের স্থান দেবের আশ্রম ॥
 মৃগয়া করেন নিত্য ভীম মহাবল ।
 আনয়ে বনের ফল ব্রাহ্মণ সকল ॥
 ভক্তিভাবে দ্রুপদনন্দিনী সাবধানা ।
 ব্রাহ্মণ পালনে রতা জননী সমানা ॥
 এমনি কোতুকযুক্ত আছে সর্ব্বজন ।
 এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
 মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে ।
 ধোম্য পুরোহিত গেল সরোবরে স্নানে ॥
 লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন ।
 নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারি জন ॥
 হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব । (১৭)
 বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব ॥
 হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন ।
 ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥

না পারে লজ্জিতে ছুঁই ভীমে করি ভয় ।
বিশেষ রক্ষকমন্ত্র ত্রাণে পঠয় ॥
দৈবযোগে সেইদিন দেখি শূন্তালয় ।
শীঘ্রগতি আসে তথা ছুঁই ছুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্তি অতি গভীর গর্জনে ।
কহিতে লাগিল ছুঁই ধর্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি ছুঁই পাপিষ্ঠ পাণ্ডব ।
হিড়িম্বক আদি মোর বন্ধু ছিল সব ॥
সবাকৈ মারিল ছুঁই ভীম তোর ভাই ।
সেই অন্ততাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল আজি বিপাতা ঘটাল ।
সেকারণে চারি জন একান্তে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকৈ ।
ভীমার্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপাত হইল শত্রু কাল হল পূর্ণ ।
এতেক বলিয়া ছুঁই ধরিলেক তুর্ণ ॥
পূর্ণে আরোপিয়া সবে অতি শীঘ্রগতি ।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় ছুঁইমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পণ্যবান ॥

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের
বদনিকাশমে যাত্রা ।

যুধিষ্ঠির বলে পাপ রাক্ষস অধম ।
বুঝিলাম আজি তোরে স্মরিলেক যম ॥
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন ।
অপ্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস কুকর্ম ।
পাপেতে পড়িলি ছুঁই মজাইলি ধর্ম ॥
ধর্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ ।
সর্ব ধর্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস ॥
ফলিবে এখনি ছুঁই তোর ছুঁইচার ।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার ॥
ক্রপদনন্দিনী কৃষ্ণা এই সব দেখি ।
পরিব্রাহি ডাকে দেবী মুদি ছুঁই জাঁখি ॥
হা কৃষ্ণ কক্ৰুণাসিন্ধু রূপার নিধান
করহ কমলাকান্ত কক্ষে পরিব্রাণ ॥

তোমারে পাণ্ডববন্ধু লোকে বলি কয় ।
সেই কথা পালন করিতে ঘোণ্য হয় ॥
কোথা গেলে ভীমসেন করহ উদ্ধার ।
তোমা বিনা এতদন্তরে কে তারিবে আর ॥
কোথায় রহিলে গিয়া বীর ধনঞ্জয় ।
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিদ নিশ্চয় ॥
বিকলা হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায় ।
কত দূরে ভীমসেন শুনিবারে পায় ॥
বুঝিল অমনি বীর কান্দে যাক্সেননী ।
ব্যগ্র হয়ে বীরবর ধাইল অমনি ॥
দেখিল পলায় ছুঁই হরি চারি জনে ।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাসবচনে ॥
তিলার্জ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে ।
এখনি মারিব ছুঁই চক্ষুর নিমিষে ॥
এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর ।
ডাকি বলে রহরে পাপিষ্ঠ ছুরাচার ॥
ভীমের পাইয়া শব্দ বেগে ধায় জটা ।
গগনমণ্ডলে যেন নবমেঘ ছটা ॥
অমুরের কর্ম দেখি বেগে বীর ধায় ।
ঘূষায়ে রক্ষের বাড়ি মারিল মাধায় ॥
রক্ষাঘাতে ব্যথা পেয়ে অতি ক্রোধমনে ।
ভীমেরে ধরিল ছুঁই ছাড়ি চারি জনে ॥
ধাইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান ।
চলিতে নারিল ভীম পায় অপমান ॥
ক্রোধে কম্পমান তনু বৃক্ষ লয়ে হাতে ।
প্রহার করিল ছুঁই মারুতির মাথে ॥
পরশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চূর ।
বক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অমুর ॥
করাঘাতে কম্পমান বুকোদর বীর ।
অঙ্গে বহে শ্রমজল হইল অস্থির ॥
মারিল জটীর বৃকে দৃঢ় মুষ্ঠাঘাত ।
পার্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
ভীমের ভৈরব নাদ অমুরের শব্দ ।
কানননিবাসী যত শুনি হল স্তব্ধ ॥
রক্ষাঘাতে করাঘাতে পদাঘাতে ঘাতে ।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ হল হেনমতে ॥

মল্লযুদ্ধে বিশারদ দৌঁহে মহাবল ।
 সিংহনাদে প্রপূরিল সর্ব বনস্থল ॥
 ধরাধরি করি দৌঁহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি ।
 যুগল হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥
 ক্ষণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষস ।
 সমান শক্তি দৌঁহে সমান সাহস ॥
 তবে বীর রকোদর পেয়ে অবসর ।
 সারিয়া উঠিল জটাসুরের উপর ॥
 বুকের উপরে বসি পদে চাপে কর ।
 বাম হাতে গলা চাপি ধরিল সত্তর ॥
 তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ঠাঘাত মারি ।
 ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি ॥
 পদাঘাতে শিরোদেশ করিলেন চূর ।
 তাজিল পরাণ পাণ দুহন্ত অসুর ॥
 দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্মের নন্দন ।
 শিরোস্ত্রাণ করি ভীমে দেন আলিঙ্গন ॥
 কোতুকে লোমশ ধোম্য করে আশীর্বাদ
 মরিল অসুর ছুট যুটিল বিবাদ ॥
 আদিয়া আশ্রমে সবে হরিষ বিধানে ।
 নিত্য নিয়মিত করিলেন জনে জনে ॥
 পরদিন প্রাতঃকালে ধর্ম অধিকারী ।
 কহেন লোমশ প্রতি করযোড় করি ॥
 মম এক নিবেদন শুন মহাশয় ।
 অতঃপর এইস্থানে থাকা যোগ্য নয় ॥
 দেখ ছুট জটাসুর মরিল পরাণে ।
 শুনিয়া ক্লষিবে আসি তার বন্ধুজনে ॥
 সেকারণে এইস্থানে বাস যোগ্য নয় ।
 বুঝিয়া করহ কর্ম উচিত যা হয় ॥
 লোমশ বলেন সত্য কহিলে স্মৃতি ।
 এই যুক্তি সবার বলি লয় মম মতি ॥
 ব্যাসের আশ্রম বদরিকা পুণ্যস্থানে ।
 তথায় চলহ সবে থাকি প্রীতমনে ॥
 এতেক শুনিয়া সবে লোমশের স্থানে ।
 প্রশংসা করিয়া তথা যায় সর্বজনে ॥
 পূর্বত উপরে বৃক্ষ ছায়া সুশীতল ।
 কমলে শোভিত রম্য সরোবরজল ॥

দেখেন অনেকবিধ কোতুক বিহিত ।
 বদরিকা পুণ্যশ্রমে সবে উপনীত ॥
 আনন্দে রহেন তথা চারি সহোদর ।
 অর্জুন বিচ্ছেদে সবে কাতর-অন্তর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদন
 পূর্বতে গমন ।

কহেন জনমেজয় কহ তপোধন ।
 বদরিকাশ্রমে যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
 কেমনে রহেন তথা অর্জুন বিহনে ।
 বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব শ্রবণে ॥
 মুনি বলে অবধান কর নৃপবর ।
 বনবাসে গত হয় চতুর্থ বৎসর ॥
 পঞ্চ বর্ষ প্রবেশিয়া সপ্ত মাস গেল ।
 এক দিন পঞ্চ জন একান্তে বসিল ॥
 অর্জুন বিহনে সবে নিরানন্দ-মন ।
 কহিতে লাগিল কৃষ্ণা করিয়া রোদন ॥
 দেখ মহারাজ এই দৈবের কারণ ।
 সর্বসুখ-বিলাসে বঞ্চিত এই জন ॥
 যে হেতু অর্জুন গেল অস্ত্র শিখিবারে ।
 হইল বৎসর পঞ্চ না দেখি তাহারে ॥
 প্রাণের বিহনে যেন শরীর ধারণ ।
 অর্জুন বিচ্ছেদে আমি আছি হে তেমন ॥
 তোমা সবার্কার মনে না জানি কি লয় ।
 পার্থের বিহনে মম প্রাণ স্থির নয় ॥
 ভীম বলে যা কহিলে দ্রুপদনন্দিনী ।
 শীর্ণ মম কলেবর এই সব গণি ॥
 সূর্য্যের সমান সেই সর্ব-গুণাধার ।
 শাসিলাম মহী বাজুবলেতে যাহার ॥
 যাহার তেজেতে হল সুরাসুর বশ ।
 এ তিন ভুবনে যার প্রকাশিল যশ ॥
 তাহার বিহনে প্রাণ ধারণ কি হয় ।
 হেনকালে কহে দৌঁহে মাদ্রীর তনয় ॥
 যতদিন নাহি দেখি পার্শ্ব মহাবীর ।
 আহারে অক্লিষ্ট চিত্ত সদাই অস্থির ॥

কোথা দিব তুলনা সে অর্জুনের গুণ ।
 পাণ্ডবকুলের চক্ষু কেবল অর্জুন ॥
 তবে যদি পার্থ সহ নহে দরশন ।
 আমরা ত্যজিব প্রাণ এই নিকৃপণ ॥
 এত শুনি কহিলেন ধর্ম্য নৃপমণি ।
 কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি ॥
 অসাধ্য সাধন হেতু যেই ভাই মূল ।
 তাহার বিচ্ছেদে মম পরাণ আকুল ॥
 কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন ।
 অর্জুন অজেয় হেন কহে সর্বজন ॥
 চিন্তা না করিহ কিছু তাহার কারণে ।
 পূর্বকথা স্মরণ হইল এত দিনে ॥
 কহিল আমারে পার্থ গমনের কালে ।
 আশীর্বাদ করিহ যে আসি ভালে ভালে
 চিন্তা না কবিহ কিছু আমার কারণে ।
 পঞ্চবর্ষে আসি পুনঃ নমিম চরণে ॥
 গঙ্গামাদনেতে সবে করিবে গমন ।
 সেইখানে আসি আমি মিলিব তখন ॥
 চল তথায় শীঘ্র যাই সর্বজন ।
 অবশ্য অর্জুন সঙ্গে হবে দরশন ॥
 এত বলি মন্ত্র ভাষে ধর্মের নন্দন ।
 লোমশ মুনির করিলেন নিবেদন ॥
 মুনি আশ্বাসিয়া কহিলেন এই কথা ।
 চল শীঘ্র অবশ্য যাইব সবে তথা ॥
 চলিল লোমশ আগে ধোম্যের সহিত ।
 কৃষ্ণ সহ চারি ভাই যান হরষিত ॥
 দুর্গম কানন-পথ লঙ্ঘি শত শত ।
 উদ্দেশিয়া যান গঙ্গামাদন পর্বত ॥
 নানাবিধ গিরি বন বহু নদ নদী ।
 পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কে করে অবধি ॥
 নানা মিষ্ট আলাপনে হর্ষযুক্ত মন ।
 ছাড়ি মৈনাকাদি করিলেন গমন ॥
 উত্তরেতে হিমালয় পর্বতের প্রান্ত ।
 কত দূরে গঙ্গামাদন হৈল দৃষ্ট ॥
 পরম সুন্দর শুক্ল স্ফটিক সঙ্কাশ ।
 দেখিয়া সবার হল পরম উল্লাস ॥

যত্নে উঠিলেন সবে অতি উচ্চ গিরি ।
 তথা থাকি দেখিলেন কুবেরের পুরী ॥
 দূরেতে নগরবর অতিশোভা ধরে ।
 হইল অমরাবতী ভ্রম সবাকারে ॥
 বিবিধ প্রশংসা তাঁর করি সর্বজন ।
 কৌতুকে দেখয়ে সবে পর্বতোপবন ॥
 কুবের-শাসন সেই হয় গিরিবর ।
 রক্ষা হেতু আছে লক্ষ যক্ষ অনুচর ॥
 একদিন প্রাতঃকালে উঠি যুধিষ্ঠির ।
 কৃষ্ণ সহ চারি ভাই হলেন বাহির ॥
 সহিতে লোমশ ধোম্য আদি মুনিগণ ।
 পরম কৌতুকে প্রবেশেন পুষ্পবন ॥
 শীতল সৌরভ বহে মন্দ সমীরণ ।
 প্রফুল্ল হইল গন্ধে সবাচার মন ॥
 নানা পুষ্পে মধুপান করিছে ভ্রমর ।
 কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্ত-কিঙ্কর ॥
 দেখিয়া প্রশংসা করি সাধু সাধু বলি ।
 মনের মানসে সবে নানা পুষ্প তুলি ॥
 গতায়তে ভয় হল বহু পুষ্পবন ।
 দেখিয়া কুপিল যত অনুচরগণ ॥
 ডাকিয়া বলিল শুন মনুষ্য অধম ।
 এত দিনে সবাচারে স্মরণ কৈল যম ॥
 আরে মন্দমতি এই দেবের আশ্রয় ।
 ঈদৃশ করিলি কাজ মনে নাহি ভয় ॥
 ইহার উচিত ফল এইক্ষণে দিব ।
 মুহূর্ত্তেকে যমালয়ে সবারে পাঠাব ॥
 এত বলি চতুর্দিকে বেড়ে সর্বজনে ।
 অন্ধকার করিলেক অস্ত্র বরিষণে ॥
 দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাবল ।
 মুহূর্ত্তেকে নিবারিল রক্ষক সকল ॥
 মারিল সকল তাহা কে করে গণনা ।
 প্রাণভয়ে পলাইল শেষ যত জনা ॥
 অতিব্রাসে উর্দ্ধ্বাসে ধায় অতিবেগে ।
 কান্দিয়া কহিল গিয়া কুবেরের আগে ।
 অবধান মহারাজ করি নিবেদন ।
 পুষ্পবনে আসিয়াছে নর এক জন ॥

ভাঙ্গিয়া পুষ্পের বন মারিল রাক্ষসে ।
 কাহারে না করে ভয় অসম সাহসে ॥
 বলেতে সমান তার নহে কোন জন ।
 বিনয় করিলে তবু না শুনে বচন ॥
 যতেক রক্ষকগণ মারিল সকল ।
 তাহে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল ॥
 বিরোধ তাহার সাথে বড়ই সংশয় ।
 বুঝিয়া করহ কৰ্ম্ম উচিত যে হয় ॥
 শুনিয়া চরের মুখে এতেক ভারতী ।
 জ্বলন্ত অনল তুল্য কোপে যক্ষপতি ॥
 সাজিল অনেক সৈন্য চতুরঙ্গ সেনা ।
 যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধৰ্ব্ব অগণনা ॥
 যথায় ধর্ম্মের স্তূত কুসুমকাননে ।
 উত্তরিল যক্ষপতি অতি ক্রোধমনে ॥
 দেখিয়া জানিল এই রাজা যুধিষ্ঠির ।
 মাদ্রীপুত্র ছুই সহ রুকোদর বীর ॥
 নিকট হইল যবে ধর্ম্ম নরবর ।
 কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহক ঈশ্বর ॥
 বড়বংশে জন্ম রাজা নহ ত অজ্ঞান ।
 কি কারণে কর কৰ্ম্ম নীচের সমান ॥
 দেবতা ব্রাহ্মণ হেতু ক্ষত্রিয়ের জন্ম ।
 পুনঃপুনঃ হিংসা কর ত্যজিয়া স্বধর্ম্ম ॥
 ক্ষমায় না কহি কিছু ধর্ম্ম ভয় বাসি ।
 পুনঃপুনঃ ক্ষিপ্ত মত কৰ্ম্ম কর আসি ॥
 নহি আমি হীনশক্তি না হই দুর্বল ।
 মুহূর্ত্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল ॥
 এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয় ।
 করযোড় করিয়া কহেন সবিনয় ॥
 রূপার সাগর তুমি দয়ার নিধান ।
 বিশেষ বালক হয় কিবা তার জ্ঞান ॥
 জনক না লয় যথা বালকের দোষ ।
 রূপা করি দূর কর মনের আক্রোশ ॥
 ইত্যাদি অনেক মতে করিয়া স্তবন ।
 যক্ষরাজে তুষিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥ (১৮)
 তুষ্ট হয়ে বর দিয়া মধুর সম্ভাষে ।
 মনুষ্য-বাহনে গেল আপন নিবাসে ॥

পরম কৌতুক মনে ধর্ম্ম নরপতি ।
 মনোরম্য দেখি তথা করেন বসতি ॥
 নানাসুখে মহানন্দে রহে সর্বজন ।
 অনুক্ষণ ধ্যান অর্জুনের আগমন ॥
 ভারত-পক্ষজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

ইন্দ্রালয়ে অর্জুনের সপ্ত স্বর্গ
 দর্শনার্থ যাত্রা ।

এদিকে ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয় ।
 ইন্দ্রের আদরে পান সর্বত্র বিজয় ॥
 নানাবিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ ।
 রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ॥
 দেবতা গন্ধৰ্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ।
 আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাংপর ॥
 শিক্ষাইল অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া ।
 ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া ॥
 নৃত্য-গীতে বিশারদ ক্ষমী নৃত্র ধীর ।
 শাস্তি শক্তি সদা সর্বগুণেতে গভীর ॥
 হেনমতে মহাসুখে আছে কুন্তীসুত ।
 দেখিয়া আনন্দদ্রুত দেব পুরুষুত ॥
 তবে ইন্দ্র জানিল অর্জুন-পরাক্রম ।
 সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম ॥
 নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি ।
 অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী ॥
 বিনা পার্থ নাশিবারে নাহি অন্য জন ।
 আনিলাম অর্জুনের এই সে কারণ ॥
 প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয় ।
 হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় ॥
 নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন ।
 সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা করে বিবেচন ॥
 এমত উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি ।
 ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি ॥
 একে একে কহিল যতেক সমাচার ।
 পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার ॥
 না কহিয়া ধনঞ্জয়ে এই বিবরণ ।
 ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ ॥

সহিত যাইবে তুমি জানাবে সকল ।
 প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল ॥
 সপ্ত স্বর্গে বাস করে যত যত জন ।
 দেবতা গুহক সিদ্ধ গন্ধর্ব চারণ ॥
 ক্রমে ক্রমে দেখাইবে সবার আলয় ।
 প্রকুল দেখিবে যবে বীর ধনঞ্জয় ॥
 আমার পরম শত্রু কহিবে অনুর ।
 গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর ॥
 জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে ।
 অর্জুনের বাণে ভূষ্ট সংহার হইবে ॥
 এমত হইলে তবে যুচিবে অনর্থ ।
 এইকপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ ॥
 শুনিয়া মাতলি কহে যে আজ্ঞা তোমার ।
 একপ হইলে হবে অনুর সংহার ॥
 মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি ।
 কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনী ॥
 উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন ।
 নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥
 বসিয়া সবার মাঝে সহস্রলোচন ।
 মাতলি আসিয়া আগে করে নিবেদন ॥
 হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্ধর ।
 নিজপাশ্বে বসাইল শচীর ঈশ্বর ॥
 প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত ।
 কহিল পার্থের প্রতি বিবুধের নাথ ॥
 স্বকারণ্য সাধিলা প্রভ আপনার গুণে ।
 অনেক বিলম্ব হল সেই সে কারণে ॥
 না দোখ তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয় ।
 চিন্তায়ুক্ত থাকিবেন মম মনে লয় ॥
 এখন বিলম্বে আর নাহি কিছু কাজ ।
 ভেটিতে উচিত হয় শীঘ্র ধর্ম্মরাজ ॥
 রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি ।
 স্বর্গের বিভব দেখি এস শীঘ্রগতি ॥
 আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্তর ।
 ইন্দ্রে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্ধর ॥
 সমজ্ঞ হইয়া ধনুর্ধর লয়ে হাতে ।
 গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥

মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ ।
 প্রবন অধিক বেগ রথের গমন ॥
 ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয় ।
 নন্দনকাননে যান বীর ধনঞ্জয় ॥
 অতি সে সুন্দর বন মুনি-মনোলোভা ।
 প্রকুলিত পুষ্পবন মনোহর শোভা ॥
 নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু ।
 মত্ত হয়ে বিহার করয়ে মৎস্তকেতু ॥
 মধুপানে মদমত্ত ভ্রমর কাক্ষার ।
 কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর ॥
 প্রতিভালে কলরব করে নানা পক্ষ ।
 মৃগ মৃগী মৃগেন্দ্রাদি চরে লক্ষ লক্ষ ॥
 নানা পক্ষী সুশোভিত রম্য কুল ফল ।
 মন্দ মন্দ সদাগতি বায়ু সুশীতল ॥
 দেখিয়া বনের শোভা পরম কোতুকে ।
 দিন কত সেইস্থানে রহে হেন সুখে ॥
 তথা হতে গেল পার্থ গন্ধর্বের পুরী ।
 দেখিল নিবসে যত কোতুকে বিহারি ॥
 নৃত্যগীতে আনন্দিত সবার মন ।
 সমান বয়স বেশ বসে যত জন ॥
 হেনকালে অঙ্গুর কিন্নর আদি যত ।
 ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইয়া রথ ॥
 যথাক্রমে সপ্ত স্বর্গ দেখিয়া সকল ।
 আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল ॥
 আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে ।
 ধন্য আমি এত সব দেখিছু নয়নে ॥
 তবে ত মাতলি গেল যমের ভবন ।
 নানা কাব্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন ॥
 দেখেন ধর্ম্মের সভা কর্ম্মের বিচার ।
 পুণ্যবন্ত সুখে আছে দুঃখে পাপাচার ॥
 পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে ।
 করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধান ॥
 পাপীর কষ্টের কথা কহেন না যায় ।
 প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
 মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে ।
 ক্রমির ক্রমড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥

ঘোর অন্ধকার কুপে পাণী মায়া যায় ।
 গোময় পোকা য তার মাথা খুলি খায় ॥
 দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন ।
 মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
 চোরের নিদ্রায় যথা নাহি প্রয়োজন ।
 ইন্দ্রকার্য জাগে যথা মাতলির মন ॥
 সপ্ত স্বর্গে ছিল যত কোতুক অশেষ ।
 অন্ধনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণদেশ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—
 নিবাতকবচ বধ ।

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সারথি ।
 দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥
 যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে ।
 শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে ॥
 কালকেয় নিবাতকবচ সেই দেশে ।
 মাতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমেঘে ॥
 জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্মাণ ।
 বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
 দেবের বসতি নহে মম অগোচর ।
 ভুবন তিনের সার কাহার নগর ॥
 মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয় ।
 কহ সত্য জান যদি কাহার আলয় ॥
 সর্বলোক সুখী আছে নানা পরিচ্ছদ ।
 ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
 মাতলি কহেন পার্থ কর অবধান ।
 নিবাতকবচ নাম দৈত্যের প্রধান ॥
 দেবের অবধ্য হয় তপস্কার বলে ।
 নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ॥
 ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ।
 ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম ॥
 মহাবলবন্ত সব নিবাতের দেশে ।
 ইন্দ্র লইতে পারে চক্ষুর নিমেঘে ॥
 এই ছুট দেবেশ্বরের মহা শত্রু হয় ।
 নিদ্রা নাহি শচীমাথে এই দৈত্যভয় ॥

তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ ।
 আনিবু তোমারে পার্থ শুন এই দেশ ॥
 মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী ।
 কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি ॥
 পিতার পরম শত্রু এই ছুরাচার ।
 কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার ॥
 নিশ্চয় পূর্য আজি পিতৃ-মনোরথ ।
 নির্ভয় হইয়াচালাইয়া দেহ রথ ॥
 মাতলি কহিল রথ চালাইতে নারি ।
 রথী মাত্র একা তুমি এ কারণে ডরি ॥
 লক্ষ লক্ষ সেনা আছে বহু যোদ্ধাবর ।
 একা তুমি কি প্রকারে করিবে সমর ॥
 চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে ।
 অনুমতি দিলে কত সৈন্য লয়ে সাথে ॥
 পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া হেথায় ।
 যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয় ॥
 এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি ।
 ক্রোধভরে গর্জি উঠি কহে মহাবলী ॥
 একা মোরে দেখি বুঝি ঘৃণা কর মনে ।
 বিরোধ করিবে কেবা বল মম সনে ॥
 সুরাসুর একত্রেতে আসে যদি বাদে ।
 চক্ষুর নিমেঘে নিবারিব অপ্রনাদে ।
 এখনি মারিব যত অমরের বৈয়ী ।
 না মারিলে রথা আমি পার্থ নাম ধরি ॥
 ধনু টঙ্কারিয়া শত্রু বাজায় সঘন ।
 পুনঃপুনঃ গাণ্ডীবতে পার্থ দেন গুণ ॥
 মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল ।
 দেখি কম্পমান হল ত্রৈলোক্যমণ্ডল ॥
 শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ ।
 শুনিয়া দৈত্যের পতি হল মহাস্তব্ধ ॥
 কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি ।
 ক্রোধভরে যায় যত অমরবিবাদী ॥
 সসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র লয়ে হাতে ।
 আরোহণ করি সবে অশ্ব গজ রথে ॥
 বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহলে ।
 ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবলে ॥

মাতলি সারথি'রখে ইন্দ্রতুল্য ক্রম ।
 দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ ॥
 চতুর্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি ।
 প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
 না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস ।
 শরজাল করিয়া পূরিল দিশপাশ ॥
 দিবা দ্বিপ্রহরে হল ঘোর অন্ধকার ।
 অশ্বের থাকুক নাহি পবনসঞ্চার ॥
 অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল ।
 মুহূর্ত্তেকে শরজাল পড়িল সকল ॥
 মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল মিহির ।
 প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর ॥
 মেঘ অস্ত্র পার্থ করিলেন বরিষণ ।
 বায়ু অস্ত্রে দৈত্যবর করে নিবারণ ॥
 এড়িল পর্কত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর ।
 অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্ধর ॥
 তবে দৈত্য ধনঞ্জয়ে মারে দশ বাণ ।
 বাজিল পার্থের বৃকে বজ্রের সমান ॥
 ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হয়ে মুচ্ছাগত ।
 মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জি সিংহমত ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে ।
 সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে ॥
 গর্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ।
 প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে ॥
 সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর ।
 ঐধিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর ॥
 বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ ছুপথিত অস্ত্রে ।
 দিব্য অস্ত্র মারিলেন দৈত্যের উপরে ॥
 বাণাঘাতে মুচ্ছাগত হল দৈত্যপতি ।
 রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি ॥
 পরে দৈত্যপতি জ্ঞান পায় কতক্ষণে ।
 কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জুনে ॥
 মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর ।
 প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর ॥
 মানুষী রাক্ষসী দেবী গান্ধারী পিশাচী
 দ্রোণ স্থানে যত অস্ত্র পায় সবাসাচী ॥

প্রহর পর্য্যন্ত যুঝি পার্থ মহাবল ।
 রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্ম কল ॥
 দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর ।
 উপায় না দেখি পার্থ হলেন কঁাকর ॥
 মনে ভাবে পরম সঙ্কট আজি হৈল ।
 মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল ॥
 নিশ্চয় জানি'নু পার্থ হলে জ্ঞানহত ।
 প্রাণপণে দেখাইলে নিজ শক্তি যত ॥
 তথাপি দুরন্ত দৈত্য না হল সংহার ।
 বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে ইথে নাহি প্রতীকার ॥
 পাশুপত অস্ত্র আছে পাশুপতি দান ।
 এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান ॥
 সে হেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি ।
 এমত সংযোগে তারে নিযোজিত বিধি ॥
 এই সে অশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে ।
 এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে ॥
 শুনি পাশুপত বীর নিলেন তৎক্ষণে ।
 মস্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে ॥
 কোটিনূর্য্য জিনি অস্ত্র হল তেজোময় ।
 থাকুক অশ্বের কার্য্য অর্জুন সতয় ॥
 অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত ।
 নির্ঘাত উলকা সদা বহে তপ্ত বাত ॥
 প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী ।
 রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী ॥
 অস্ত্রমুখে যেই হল ছুতাশনবৃষ্টি ।
 দহন করিল তাতে অশুরের সৃষ্টি ॥
 জলন্ত অনলে যেন শিমুলের তুলা ।
 তাদৃশ হইল ভস্ম ছুর্ষ দৈত্যগুলা ॥
 অস্ত্র জাত অনলের প্রচণ্ড বাতাসে ।
 জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে ॥
 হেনকালে শূন্তবাণী শুনি এই রব ।
 সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব ॥
 ভাল হল ছুর্ষ দৈত্য হইল নিধন ।
 মনুষ্যেরে ত্যাগ ইহা না করো কখন ॥
 সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির স্বজন ।
 বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন ॥

যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুণে ।
 মস্তবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তুণে ॥
 পুনঃপুনঃ এইমত হল শূণ্য বাণী ।
 আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি ॥
 মস্তবলে অস্ত্র সম্বরেন বীরবর ।
 আশীর্বাদ করি সবে গেল নিজঘর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্রুশিখা কবিশ্য অৰ্জুনের পুনর্মতা-
 লোকে আগমন ।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি ।
 বায়ুবেগে রথ চলাইল মহাবলী ॥
 নানা কাব্য কথায় হরিণ ছুইজন ।
 মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন ॥
 অৰ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ ।
 সঙ্কেতে করিয়া যত দেবতার বৃন্দ ॥
 আগুসরি নিজে ইন্দ্র যান কত পথ ।
 হেনকালে উত্তরিল অৰ্জুনের রথ ॥
 নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে ।
 'রথ হতে ভূমিতলে নামিয়া সম্বরে ॥
 প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে ।
 সম্ভাষা করেন সবে যত দেবগণে ॥
 দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিভোল ।
 প্রেমাবেশে কহিলেন পার্থে দিয়া কোল
 ধন্য ধন্য পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা ।
 ধন্য তারে যেই জন তোমা দিল দীক্ষা ॥
 জানিনু তোমাতে ধন্যা ভোজরাজসুতা ।
 তোমা হেন পুত্র হেতু আমি ধন্য পিতা ॥
 তোমা হতে দূর হল আমার অরিফ ।
 এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট ॥
 এত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর ।
 দিলেন যুগল তুণ তাঁরে দিব্য শর ॥
 মস্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল ।
 দশ নাম নিকূপণ করে আখণ্ডল ॥
 আছিল অৰ্জুন নাম দ্বিতীয় কান্তুনি ।
 নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জমনী ॥

খাণ্ডব দহিল যবে আমি সবে জিনি ।
 সেইকালে জিহু নাম দিয়াছি আপনি ॥
 আমি হতে কিরীট পাইলে সুশোভন ।
 এই হেতু কিরীটী কহিবে সর্বজন ॥
 করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয় ।
 লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয় ॥
 দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি ।
 যথা যাহ তথা এস তুমি যুদ্ধ জিনি ॥
 এই হেতু তব নাম হইল বিজয় ।
 বর্ণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয় ॥
 উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান ।
 সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান ॥
 ধনঞ্জয় নাম পেলেন ধনপতি জিনি ।
 যোগের সাধন এই সর্বলোকে জানি ॥
 কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে ।
 অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব পাপে ॥
 হেনমতে আনন্দে রহিল সর্বজন ।
 প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন ॥
 মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি ।
 সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি ॥
 আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ ।
 বিচিত্র সাজন গতি নর্ত্তক খণ্ডন ॥
 অমর ঈশ্বর তবে অৰ্জুনে ডাকিল ।
 মধুর সম্ভাষা করি কহিতে লাগিল ॥
 শুন পুত্র বিলম্বিতে নাহি প্রয়োজন ।
 শীঘ্রগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন ॥
 নানা জাতি বিভূষণে করি প্ররন্ধার ।
 কোলে করি চুমিলেন পার্থে বারেবার ॥
 অৰ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে ।
 প্রণাম করিয়া দাগুহিল বিদ্যমানে ।
 করযোড়ে কহে পার্থ সঙ্কল্প ভাবে ।
 তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে ॥
 তোমার চরণে মম এই নিবেদন ।
 আপনি জানহ যত কৈল ছুফগণ ॥
 তাসবারে দিব আমি সমুচিত কল ।
 রূপা করি তুমি পিত রবে অনুবল ॥

ইন্দ্র বলে যা বলিলে ওহে ধনঞ্জয় ।
 যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
 মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তোমার ।
 ধর্মপুঞ্জ যুধিষ্ঠির ধর্ম অবতার ॥
 বসুমতীপতি যোগ্য সেই সু ভাজন ।
 কালেতে উচিত ফল পাবে দুর্গোদধন ॥
 এতক শুনিয়া পার্থ হরষিতমন ।
 অমরাবতীতে বাস করে যত জন ॥
 বিদায় সবার কাছে করিয়া গ্রহণ ।
 রথে আরোহিয়া যান পলকিত মন ॥
 পথেতে কৌতুক নানা কথার আবেশে ।
 কতক্ষণে উপনীত ভারত প্রদেশে ॥
 এইমতে যাইতে মাতলি ধনঞ্জয় ।
 দেখিলেন কত দূরে গিরি হিমালয় ॥
 পরে যথা ধর্ম গন্ধমাদন পর্বত ।
 মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জুনের রথ ॥
 চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির ।
 অর্জুনে দেখিয়া হন প্রফুল্ল-শরীর ॥
 ভূমি নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ ।
 যুধিষ্ঠির-চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ ॥
 অর্জুনে করিয়া কোলে ধর্মের নন্দন ।
 চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন ॥
 পূর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষে জবনিধি ।
 দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
 ধর্মের আনন্দ-জলে পার্থ করি স্নান ।
 ভীমের চরণে নতি করেন বিধান ॥
 আলিঙ্গন করি ছুই মাদ্রীর নন্দনে ।
 দ্রৌপদীরে তুলিলেন মধুর বচনে ॥
 শুনিয়া লোমশ মুনি ধোম্য পুরোহিত ।
 শীঘ্রগতি তথা আসি হন উপনীত ॥
 সমুদ্রে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে ।
 প্রশংসিয়া আশীর্বাদ কৈল ছুই জনে ।
 হেনমতে মহানন্দে বসে সর্বজন ।
 কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন ॥
 ভারতপঞ্চজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের অনুরোধ
 বৃত্তান্ত কথন

মধুর সম্ভাষণে তবে ধর্ম নরপতি ।
 সবিনয়ে কহিলেন মাতলির প্রতি ॥
 তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জন ।
 দেবেন্দ্রে কহিবে মম তুমি নিবেদন ॥
 রাজপুত্র হয়ে মম সমান ছুৎথেতে ।
 আমার না মনে লয় আছে পৃথিবীতে ॥
 সহায় সম্পদ মাত্র তাঁহার চরণ ।
 আপনি কহিবে ভাই এই নিবেদন ॥
 বিদায় হইয়া শক্রসারথি চলিল ।
 ধর্ম কহিছেন পার্থে বাহা মনে ছিল ॥
 কহ ভাই এবে নিজ শুভ সমাচার ।
 যে কর্ম করিলে তাহা লোকে চমৎকার
 শুনিতে উৎসুক বড় আছে মম মন ।
 ক্রমে ক্রমে কহ ভাই সব বিবরণ ॥
 শুনিয়া লোমশ ধোম্য দেন অনুমতি ।
 কহিতে লাগিল পার্থ সবাংকার প্রতি ॥
 বিদায় হইয়া গিয়া সবার চরণে ।
 চলিতে উত্তরমুখে প্রবেশিয়া বনে ॥
 তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল ।
 হিমালয়ে দেখিলাম অতিরম্য স্থল ॥
 দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ ।
 দিলেন জটিলবেশে ইন্দ্র দরশন ॥
 ছল করি কহিলেন যত ছল কথা ।
 কদাচিত্ত ভাবিত না হইবে সর্বথা ॥
 দিলেন প্রকাশ্যরূপে পাছে পরিচয় ।
 আমি ইন্দ্র বর মাগ বীর ধনঞ্জয় ॥
 শুনি কহিলাম মম এই নিবেদন ।
 প্রসন্ন হইলে যদি দেহ অস্ত্রগণ ॥
 ইন্দ্র বলিলেন অস্ত্র পাইবে পশ্চাৎ ।
 তপস্যায় আগে তুষ্ট কর বিশ্বনাথ ॥
 শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হরিষ-মানসে ।
 আরম্ভ করিহু তপ হরের উদ্দেশে ॥
 পর্ণাহার ফলাহার আহার ত্যজিয়া ।
 উরূপদে অধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া ॥

হেনমতে তুষ্ট করিলাম আশুতোষে ।
 আসিলেন শিব মায়া করিতে বিশেষে ॥
 শিকার শূকর এক ধায়ে যায় আগে ।
 পশ্চাৎ কিরাত বীর আসিতেছে বেগে ॥
 অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত-কলেবর ।
 দয়া করি অস্ত্র মারি বধিনু শূকর ॥
 দেখিয়া কিরাত হন ক্রোধ পরায়ণ ।
 ছলেতে নিদ্দিয়া বহু মাগিলেন রণ ॥
 ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার ।
 গিলিল ধনুক সহ সে অস্ত্র আমার ॥
 তবে মল্লযুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে ।
 তুষ্ট হয়ে পরিচয় দিলেন সে ক্ষণে ॥
 মন্ত্রসহ দিলেন সে অস্ত্র পাশুপত ।
 এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ত্ব ॥
 বর দিয়া সদানন্দ করিয়া গমন ।
 ইন্দ্রে জানালেন এই সব বিবরণ ॥
 শুনি রথ পাঠাইল শচীর ঈশ্বর ।
 আমারে নিলেন স্বর্গে করিয়া আদর ॥
 নানা নৃত্য গীত বাদ্যে হর্ষ কুতূহলে ।
 সভায় বসিয়া দেখি অমর সকলে ॥
 দেখি নৃত্য করিতেছে কোতূকে অঙ্গরী ।
 আছিল তাহার মাঝে উর্কশী সুন্দরী ॥
 তারে দেখি পূর্বকথা হইল স্মরণ ।
 ঈশ্বদ্ হাসিয়া আমি করি নিরীক্ষণ ॥
 তাহাতে সজ্জিত বুঝি আনন্দ বিশেষে ।
 ইন্দ্রের আদেশে সেই আসে মম পাশে ॥
 দেখিয়া অন্তরে বড় হইল বিস্ময় ।
 পূর্বপিতামহ মাতা এই নারী হয় ॥
 প্রণাম করিয়া তবে করি নিবেদন ।
 কহ গো জননী নিশাগমন কারণ ॥
 অন্যভাবে সেই নারী কহে বিপরীত ।
 কহিতে লাগিল তবে হইয়া দুঃখিত ॥
 যতক্ষণ দেখিয়াছি তোমার বদন ।
 হৃদয়ে পশিল মম নির্ভয়ে মদন ॥
 সে কারণে আসিলাম ঘোর নিশাকালে ॥
 এ হেন কুংসিত ভাষা কি হেতু কহিলে

না করিলে আশা পূর্ণ পুরুষের কাজ ।
 ক্লীব হয়ে থাক তুমি স্ত্রীগণের মাঝ ॥
 এত বলি নিজঘরে চলিল দুঃখিত ।
 পুরন্দর শুনি পাছে হলেন লজ্জিত ॥
 উর্কশীরে আজ্ঞা দিল সহস্রলোচন ।
 করহ অর্জুনে শীঘ্র শাপ-বিমোচন ॥
 উর্কশী কহিল শাপ খণ্ডন না যায় ।
 ক্লীব হবে বৎসরেক অজ্ঞাত সময় ॥
 উপকার হইবে অজ্ঞাতবাস যবে ।
 স্বস্তি স্বস্তি উচ্চারণ করে ইন্দ্র তবে ॥
 তার পর দেব তবে কত দিনান্তর ।
 তব স্থানে পাঠান লোমশ মুনিবর ॥
 তবে ইন্দ্র করিলেন অস্ত্র সমর্পণ ।
 সেমত দিলেন আর যত দেবগণ ॥
 যক্ষ রক্ষ গন্ধর্বাদি সবে করি দয়া ।
 অস্ত্র সহ শিক্ষাইল সবে নিজ মায়া ॥
 হেনমতে নিজকার্য্য করিনু সাধন ।
 দেখিয়া বিস্মিত হন সহস্রলোচন ॥
 আছিল ছুরন্ত দৈত্য অমরবিবাদী ।
 কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্য আদি ॥
 স্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কহিল ।
 নগর ভ্রমণ হেতু ছলে পাঠাইল ॥
 একে একে দেখিলাম অমর-নিলয় ।
 সঞ্জীবনীপুর যথা ব্রহ্মার আশ্রয় ॥
 দেখিয়া তাঁহার পুরী বসিতে গমন ।
 মাতলি আনিল রথ যথা দৈত্যগণ ॥
 নগর প্রাচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান ।
 জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্মাণ ॥
 দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল আমার ।
 পূর্বে না দেখিয়াছিহু হেন চমৎকার ॥
 মাতলি সারথি ছিল অতি বিচক্ষণ ।
 জিজ্ঞাসিলে কহিলেক সব বিবরণ ॥
 পিতৃবৈরী জানি হৃদে করিনু বিরোধ ॥
 ধাইল দানব তুষ্ট করি মহাক্রোধ ॥
 অপ্রমেয় বল ধরে অপ্রমেয় ধন ।
 সমুদ্র সদৃশ তাহা কে করে গণন ॥

নানা অস্ত্র ধরি দৈত্য ভেটে সর্বজনে ।
 দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ করি প্রাণপণে ॥
 সন্ধান করিলু পাছে অস্ত্র পাশুপত ।
 ভস্ম হয়ে উড়ি যায় ছুষ্ট দৈত্য যত ॥
 কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে প্রফুল্ল হৃদয় ।
 আইলাম পুনঃ সুখে ইন্দ্রের আশ্রয় ॥
 শুনিয়া আনন্দমতি অমরপ্রধান ।
 অগ্রসর হয়ে বহু করিল সন্মান ॥
 দিল দিব্য কিরীট কুণ্ডল মনোহর ।
 অক্ষয় যুগল তৃণ পূর্ণ দিব্য শর ॥
 আশ্বাস করিয়া কহিলেন এই কথা ।
 যেই আমি সেই তুমি জানিহ সর্বথা ॥
 যেমন আমার শত্রু করিলে নিধন ।
 এমত মারিব আমি তব শত্রুগণ ॥
 আমা হতে তব কার্য্য হইবেক যেই ।
 শুনিলে করিব মম অঙ্গীকার এই ॥
 মাতলি সহিত তবে পাঠাইয়া দিল ।
 পূর্বের রত্নাস্ত্র শুন যথা যে হইল ॥
 কেবল ভরসামাত্র তোমার চরণ ।
 মুহূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারি ত্রিভুবন ॥
 শত কর্ণ আসে যদি দুর্ব্বোধন শত ।
 সপক্ষ করিয়া সাথে দিকপাল যত ॥
 কেবল তোমার মাত্র চরণপ্রসাদে ।
 ক্ষুদ্র জন্তু সম জ্ঞানে বধিব নির্ঝাদে ॥
 অর্জুনের মুখে শুনি এতেক বচন ।
 যুধিষ্ঠির কহিলেন করি আলিঙ্গন ॥
 এ তিন ভুবনে তব অন্তত চরিত্র ।
 আমার ভারতবংশ করিলে পবিত্র ॥
 শত্রুরূপ গভীর সাগর হতে পার ।
 সহায় সম্পদ মম তুমি কর্ণধার ॥
 এই সব রহস্তে হরিষ মনোরথে ।
 রহিলেন পঞ্চ ভাই গন্ধমাদনেতে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকটে ইচ্ছাদি দেবের
 আগমন । (১৯)

তথায় অমরাবতী দেব পুরন্দর ।
 মাতলির মুখে শুনি ধর্ম্মের উত্তর ॥
 মনেতে মানিয়া সুখ হরিষ বিধানে ।
 শীঘ্রগতি ডাকিলেন যত দেবগণে ॥
 কহিল যে কথা সব দিল তাহে মতি ।
 কহিতে লাগিল ইন্দ্র সবাচার প্রতি ॥
 পরম বান্ধব তুল্য রাজা যুধিষ্ঠির ।
 বিক্রমে বিশাল যাঁর ভাই পার্থ বীর ॥
 নিঃশঙ্ক করিল দেবে একাকী অর্জুন ।
 কোটিকোপে পরিশোধ না হয় কখন ॥
 হেন জনে উপরোধ করিতে উচিত ।
 কি যুক্তি সবার এই মম সমীহিত ॥
 গন্ধমাদনেতে আছে ভাই পঞ্চজন ।
 চল সবে ধর্ম্মে গিয়া করি দরশন ॥
 শুনি অনুমতি দিল যত দেবগণ ।
 মাতলিরে কহে রথ করিতে সাজন ॥
 পাঠিয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি ।
 দ্রুতগতি রথসজ্জা করে মহামতি ॥
 আহ্বান করিয়া নিল যতেক অমর ।
 কোতুকে বসিল রথোপরি পুরন্দর ॥
 শীঘ্র করি সারথি সে চালাইল রথ ।
 মুহূর্ত্তে উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
 কানননিবাসী যথা পঞ্চ সহোদর ।
 উপনীত হন তথা দেব পুরন্দর ॥
 ইন্দ্রে দেখি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি ।
 চরণে ধরিয়া বহু করেন প্রণতি ॥
 সহিত আছিল যত আর দেবগণ ।
 একে একে সবাচারে করেন বন্দন ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিয়া বিধিমতে ।
 করযোড়ে কহিলেন দেব শচীন্যে ॥
 পূর্ব্বপিতামহ তপ করিল দুর্লভ ।
 সে কারণে আজি মম এতেক বিভব ॥
 এখন জানিলু আমি নহি হীনতপা ।
 তুমি হেন জন আসি যারে কৈলে কৃপা ॥

যজ্ঞ তপ জপ আর ব্রত আচরণ ।
 এ সব করিয়া নাহি পায় দরশন ॥
 আমার ভাগ্যের আজি নাহিক অবধি ।
 পাইলাম গৃহে বসি হেন রত্ন মিথি ॥
 এত শুনি কহে তবে দেব পুরন্দর ।
 কহিলে যে কিছু সত্য ধর্ম নৃপবর ॥
 আপনাকে নাহি জান তুমি দ্বয়ং ধর্ম ।
 পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ম ॥
 তুমি রাজা হলে ধন্য অবনিমণ্ডল ।
 অনুগত আর যত অনুজ সকল ॥
 তোমা সবাংকার গুণ করিয়া গণন ।
 অশেষ পাপেতে মুক্ত হয় পাপিগণ ॥
 তবে যে কহিলে কষ্ট পাইলে কাননে ।
 বিধির নিযুক্ত নাহি লজ্জা সাধুজনে ॥
 ধর্ম অবতার তুমি ধর্ম আচরণ ।
 কিন্তু না করিহ রাজা ধর্ম্মেতে হেলন ॥
 ভীমার্জুন দেখ এই অনুজ তোমার ।
 অনার্যাসে ঋণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার ॥
 আমা আদি তোমার আত্মীয় সমুদয় ।
 একা পার্শ্ব সবাংকারে করিল নির্ভয় ॥
 শত্রুভয় তুমি কিছু না করিহ মনে ।
 ভীমার্জুন বধিবেক কর্ণ দুর্গোধনে ॥
 ইত্যাদি অনেক কথা কহি পুরন্দর ।
 যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মাংগ ইষ্ট বর ॥
 ধর্মপুত্র বলে মম এই নিবেদন ।
 ধর্ম্মে বিচলিত যেন নহে মম মন ॥
 সদাই সদয় থাকে তোমা হেন জন ।
 শুনিয়া হাসিয়া কহে সহস্রলোচন ॥
 হেনমতে শাস্ত করি রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
 দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনার পুরে ॥

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ-সহ কাম্যক-
 বনে যাত্রা । (২০)

স্বর্গে গেল সুরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
 যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর ।
 আপনার ভাগ্য জানি, সকল করিয়া মানি,
 আনন্দে বিধানে পরম্পর ॥

তবে ধর্ম নরপতি, লোমশধোম্যের প্রতি,
 কহিলেন করি যোড়করে ।
 আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম করিতে হয়,
 তাহা কহ করি অতঃপরে ॥
 বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা শিরোধরি,
 তথাকারে করিব গমন ।
 কহিল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
 সার যুক্তি লয় মম মন ॥
 ধোম্য বলে কহ যত, সকলি মনের মত,
 যুধিষ্ঠির মানেন সকল ।
 শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
 ঘটোৎকচে স্মরণ করিল ॥
 সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়িঘানন্দন জানি,
 শীঘ্রগতি হল উপনীত ।
 সবারে প্রণাম করে, দাঁড়াইল যোড়করে,
 দেখি রাজা আনন্দে পূরিত ॥
 তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
 কি কারণে করিলা স্মরণ ।
 ধর্ম কন শুন কথা, কাম্যক কানন যথা,
 নিয়া চল করিব গমন ॥
 শুনি ভীম-অঙ্গজন, বাড়াইল নিজ তনু,
 করিলেক বিস্তার যোজন ।
 তবে ধর্ম নরপতি, সবারূপে শীঘ্রগতি,
 করিলেন তাহে আরোহণ ॥
 ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,
 অনার্যাসে করিল গমন ।
 নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক নাহিক ভ্রম,
 উত্তরিল কাম্যক কানন ॥
 মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
 রক্ষণ শোভে কলকূলে ।
 কোতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
 পূণ্য তীর্থ প্রভাসেন কূলে ॥
 সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জুন,
 মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি ।
 কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
 রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী ॥

এমন সানন্দমনে, বসতি করেন বনে,
 কৃষ্ণসহ পঞ্চ সহোদর ।
 একদিন নিশাশেষে, আসিয়া ধর্মের পাশে,
 কহিছে লোমশ মুনিবর ॥
 শুন ধর্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
 তুষ্ট হয়ে করহ বিদায় ।
 শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরসমনে,
 পড়িল প্রণাম করি পায় ॥
 লোচনসলিলে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
 বহু স্তুতি করিলেন শেষে ।
 কহিয়া সবার স্থানে, পরম সন্তোষ মনে,
 মহামুনি গেল স্বর্গবাসে ॥
 ধর্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
 ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন ।
 ধর্মোতে ধর্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
 হস্তিনা হইল কাম্যবন ॥
 বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
 গেলেন ধর্মের অন্তেষণে ।
 যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
 উপনীত রম্য কাম্যবনে ॥
 কৃষ্ণ-আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
 অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর ।
 আনন্দ মন্দির পর, আগুসরি কত দূর,
 সবাঙ্কবে পঞ্চ সহোদর ॥
 চিরদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
 আশীর্বাদ স্নান করি ধনি ।
 বসেন কৌতুকমতি, রামকৃষ্ণ ধর্মপতি,
 সবাঙ্কবে আর যত মুনি ॥
 বলরাম নারায়ণ, সন্মোখিয়া পঞ্চ জন,
 জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা ।
 শুনিয়া কহেন ধর্ম, হইল যতেক কর্ম,
 পূর্বের রত্নাস্ত সব কথা ॥
 শুনি রাম যদুপতি, আনন্দ-প্রসঙ্গ-মতি,
 প্রশংসা করেন পার্থবীরে ।
 তবে তার কতক্ষণে, চলিলেন সর্বজনে,
 স্থান হেতু প্রভাসের তীরে ॥

জলক্রীড়া করিসবে, আসিয়া আশ্রমেতবে,
 ভোজন করেন পরিতোষে ।
 যথাক্রমে আচমন, করি শেষে সর্বজন,
 বসিলেন হরিষ মানসে ॥
 হেনকালে যদুবীর, সন্মোখিয়া যুধিষ্ঠির,
 কহিলেন স্নানধর বাণী ।
 তোমার ভাগ্যর কথা, এমনি করিল খাতা,
 বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি ॥
 যতেক দেখহ কর্ম, সকলের সার ধর্ম,
 ধর্ম বলে ধর্মী বলবন্ত ।
 অধর্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
 অস্পাদিনে অধর্মীর অন্ত ॥
 ইহা জানি ধর্মরাজ, সাধিবে আপন কাজ,
 সত্যে নাহি হবে বিচলিত ।
 পূর্বে মহাজন যত, সবাংকার এক পথ,
 কেহ নাহি করিল অন্যত ॥
 সত্য জান মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
 বহু দুঃখে দুঃখী দুঃখোধন ।
 বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
 অস্পাদিনে হইবে নিধন ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি,
 কহিল ধর্মের সন্নিধানে ।
 নিশ্চয় জানিহ তুমি, ভবিষ্য কহিলু আমি,
 অস্পাদিনে কয় দুঃখোধনে ॥
 আশীর্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেলসবে,
 বন্ধুগণ হইয়া বিদায় ।
 আশ্বাসিয়া সর্বজনে, গেল সবে নিজস্থানে,
 দুঃখিত অন্তর ধর্মরায় ॥
 তবে রাম নারায়ণ, সন্মোখিয়া পঞ্চ জন,
 চাহিলেন বিদায় বিনয়ে ।
 আজ্ঞা কর ধর্মপতি, যাব তবে দ্বারবতী,
 কহ যদি প্রসঙ্গ হৃদয়ে ॥
 ধর্ম কন মৃদুভাবে, অবশ্য যাইবে দেশে,
 রাখিবে আমার প্রতি মন ।
 কি আর কহিব আমি, সকলি জানহ তুমি,
 ছই চকু রাম নারায়ণ ॥

হেন করি সন্নিধান, বিদায় হইয়া যান,
রেবতীশ সত্যভামাপতি ।

রথেচড়ি সৰাক্ষবে, নানা কাব্যমহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী ॥

সবে গেল নিজঘর, আছে পঞ্চ সহোদর,
কাম্যবন করিয়া আশ্রয় ।

জপ যজ্ঞ দান ব্রত, নানা ধর্ম অবিরত,
করি নিত্য আনন্দ-হৃদয় ॥

বনেতে বিচিত্র কথা, ব্যাসের চরিত্র গাথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি ।

গীতিছন্দে অভিলষ, ভণে দ্বৈপায়নদাস,
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি ॥

দুর্যোধনের সপরিবারে প্রভাস-
তীর্থে যাত্রা ।

জনমেজয় বলে মুনি কর অবধান ।

শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান ॥

সর্বজন গেল যদি হইয়া বিদায় ।

কি কর্ম করিল সবে রহিয়া কোথায় ॥

মুনি বলে অবধান কর কুরুবর ।

কৃষ্ণ সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর ॥

প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন ।

ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ পশুগণ ॥

মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয় ।

রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ হৃদয় ॥

তীর্থ করি আইলেন ধর্মের নন্দন ।

শ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্বের ব্রাহ্মণ ॥

পূর্বমত ভোজনাদি করে রন্দ রন্দ ।

লক্ষ্মীকৃপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ ॥

এইমত পঞ্চ তাই কাননে নিবসে ।

হোথা দুর্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে ।

বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায় ।

অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহনে না যায় ॥

নিজরাজ্য ধর্মরাজ্য একত্র মিলিত ।

বিশেষ যে রাজ্য পূর্বে অর্জুন-শাসিত ॥

সে সকল রাজ্য হল তাহে অমুগত ।

কর দিয়া সবে তারা থাকে শত শত ॥

অশ্ব গজ পাতি যত কে করে গণনা ।

সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা ॥

ইন্দ্র দেবরাজ যথা অম্বর সমাজে ।

দুর্যোধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে ॥

এক দিন সভাতলে বসি কুরুপতি ।

শকুনি বলিছে তারে শুন পৃথ্বীপতি ॥

উজ্জ্বল ভারতবংশ হৈল তোমা হতে ।

তুমি মহারাজ হলে ভুবন-মাঝেতে ॥

তোমার সমান রূপ না দেখি বিপক্ষ ।

কর দিয়া সেবে তোমা রাজা লক্ষ লক্ষ ॥

হয় হস্তী রথ পতি চতুরঙ্গ দল ।

কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল ॥

বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান ।

কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান ॥

যে পুষ্প না হইল ঈশ্বরের পর্যাণ্ড ।

যে ধনে নাহিক হয় ব্রাহ্মণ স্তুতগুণ ॥

যে সম্পদ ভুঞ্জি নাহি বন্ধুগণ তুষ্ট ।

যে সম্পদ শত্রুগণ না করিল দুষ্ট ॥

সে সকল ব্যর্থ করি পূর্বাপর কয় ।

এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয় ॥

সদা তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু ।

পৃথিবী পুরিল তোমা শুদ্ধ যশ-ইন্দ্র ॥

এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল ।

সবে মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল ॥

পূর্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব ।

দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব ॥

নগরের অস্ত্রে যদি অর্পিতাম স্থল ।

নিত্য নিত্য দেখাতাম বিভূতি সকল ॥

দৃষ্টানলে দগ্ধ সদা হত পঞ্চজন ।

অসহ বজ্রের সম বাজিত সঘন ॥

কোথায় রহিল গিয়া নির্জন কাননে ।

তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে ॥

কর্ণ বলে যা কহিলে গান্ধারীধিকারী ।

ইহা অমুশোচি আমিদিবস শরীরী ॥

নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে ।

বল তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে ॥

বিভব হয় যে নষ্ট বৈরীরে রাখিলে ।
 বিধির নিয়ম ইহা জানি আশি ভালে ॥
 যত দিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব ।
 লাগয়ে আমার মনে বিকল এ সব ॥
 কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয় ।
 বুঝিয়া করহ কার্য উচিত যে হয় ॥
 প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে ।
 বাস করে শত্রুগণ তথা নানাক্রুশে ॥
 চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে ।
 হইবে অনন্ত পণ্য স্নানে তীর্থনীরে ॥
 হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গদল ।
 সবাংকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল ॥
 ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বিভব ।
 দেখিয়া দ্বিগুণ দক্ষ হইবে পাণ্ডব ॥
 ঘোষযাত্রা করি সর্বলোকেকে কহিবে ।
 কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কেহ না জানিবে ॥
 ইহার বিধান এই মম মনে আসে ।
 এক যাত্রা দুই কার্য হইবে বিশেষে ॥
 কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ ।
 সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্য়োধন ॥
 দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ভ প্রভৃতি ।
 সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্মান্তি ॥
 কর্ণ বলে বিলম্ব না কর কুরুপতি ।
 সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি ॥
 আঞ্জামাত্র দুর্য়োধন হইল বাহির ।
 ডাকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধাবীর ॥
 যত বন্ধু বাহুব সহিত পরিবার ।
 রাণীগণ শুনি হল আনন্দ অপার ॥
 দ্রোপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব ।
 তীর্থস্থান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব ॥
 বিশেষ সন্তুষ্ট নারী যাত্রা মহোৎসবে ।
 সর্বকাল বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে ॥
 নৃযান গোযান আর অশ্বযান সাজে ।
 রথে রথী চাড়িল পদাতি পদব্রজে ॥
 বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা ।
 সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণনা ॥

সাজাইয়া সর্বসৈন্য দুঃশাসন বেগে ।
 করযোড়ে দাণ্ডাইল নৃপতির আগে ॥
 শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সজ্জমে ।
 বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে ॥
 সমুদ্রলহরী যেন রথের পতাকা ।
 মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখা ॥
 মনোযব মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম ।
 পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম ॥
 সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর ।
 শমন সভয় হয় কিবা ছার নর ॥
 কর্ণ বলে বিলম্ব আর নাহি প্রয়োজন ।
 ভীষ্মদেব শুনে যদি করিবে বারণ ॥
 এই হেতু তিলেক না বিলম্ব ঘুয়ায় ।
 শীঘ্রগতি চল সখা এই অভিপ্রায় ॥
 শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল ।
 গমন সময় সব বিচুর জানিল ॥
 যথা রাজা সৈন্য মাঝে যায় শীঘ্রগতি ।
 মধুর সম্ভাবে কহে দুর্য়োধন প্রতি ॥
 শুনি তাত যাবে নাকি প্রভাসের স্নানে ।
 পুণ্যকার্যে বাধা নাহি কহি সে কারণে ॥
 কুরুবংশশ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্তী ।
 পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীৰ্ত্তি ॥
 এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ ।
 ভূষিত বিভব হবে দ্বিগুণ শোভন ॥
 সবাংকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে ।
 নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে ॥
 নানা চিত্র বিচিত্র সুন্দর বনস্থল ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল ॥
 বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা ।
 কার মনে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্বথা ॥
 দুর্য়োধন বলে তাত যে আজ্ঞা তোমার ।
 যদি দ্বন্দ্ব করি তবে কি তয় আমার ॥
 মম সৈন্য দেখে তাত তোমার প্রসাদে ।
 ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে ॥
 তথাচ বিরোধে মম কোন প্রয়োজন ।
 শীঘ্র তুমি নিজ গৃহে করহ গমন ॥

বিছুরে মেলানি করি কৌরবের পতি ।
 না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি ॥
 বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কৃপাচার্য্য বীর ।
 সর্ব সৈন্য দুৰ্য্যোধন হইল বাহির ॥
 চলিতে চরণভরে কম্পিতা ধরণী ।
 ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি ॥
 সৈন্য-কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন ।
 প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ ॥
 নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ ।
 মহাকলরব শব্দে পূরিল বিশেষ ॥
 মেঘের সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে ।
 বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গি সবে চলে বহু স্থলে ॥
 ভারত-পঞ্চজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

দুৰ্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের
 রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সাস্থনা ।

এখানে প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চজন ।
 নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন ॥
 স্নান হেতু যান সবে সহ দ্বিজগণ ।
 কল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশেন বন ॥
 মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয় ।
 রাজার নিকটে রহে মাদ্রীর তনয় ॥
 মহাবনে প্রবেশিল ক্রমে দুই ভাই ।
 রাশি রাশি মৃগ মারিলেন ঠাঁই ঠাঁই ॥
 বনের ভ্রমণে দৌঁছে শ্রান্ত কলেবর ।
 বিশ্রাম করেন বসি দুই সহোদর ॥
 শুনিলেন হেনকালে সৈন্য-কোলাহল ।
 প্রলয় গর্জ্জন যেন সাগরের জল ॥
 কটকের পদধূলি ঢাকিল গগন ।
 মেঘে আচ্ছাদিল যেন সূর্য্যের কিরণ ॥
 বলেন অর্জ্জুন প্রতি পবননন্দন ।
 চল শীঘ্র মৃগয়াতে নাহি প্রয়োজন ॥
 শুন ভাই হইতেছে সৈন্য-কোলাহল ।
 পদধূলি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল ॥
 কৃষ্ণ সহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ ।
 বিশেষ বালক মাদ্রীপুত্র দুই সাথ ॥

কি কর্ম করিছু ভাই আসি দুই জনে ।
 কেবা আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দনে ॥
 এতেক বিচারি শীঘ্র যান দুই জন ।
 এথায় মাদ্রীর পুত্র ধর্ম্মের নন্দন ॥
 সহদেবে আজ্ঞা দেম ধর্ম্ম নৃপমণি ।
 দেখ ভাই বনে আসে কাহার বাহিনী ॥
 মৃগয়া করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয় ।
 বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয় ॥
 এই বনে বাস করে গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 বিরোধে আসক্ত সদা বীর রুকোদর ॥
 কি জানি কাহার সাথে হইল বিরোধ ।
 বনে কিবা এসেছিল কোন মহাযোধ ॥
 আর এক মম মনে লাগে অভিপ্রায় ।
 ক্লেশী ক্লেশ শক্তিহীন দেখিয়া আমায় ॥
 বনমাঝে থাকি আমি তপস্বীর বেশ ।
 সহায় সম্পদহীন হীন-রাজ্য-দেশ ॥
 দুষ্কবুদ্ধি কর্ণ শকুনির মন্ত্রণায় ।
 মন্দমতি দুৰ্য্যোধন আসিছে হেথায় ॥
 শীঘ্র কহ সহদেব করিয়া নির্ণয় ।
 হেনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয় ॥
 দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ।
 আলিঙ্গন দিয়া কন কহ বিবরণ ॥
 অর্জ্জুন বলেন দেব নির্ণয় না জানি ।
 ঘোরশব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী ॥
 শুনিয়া বিস্ময় বড় জন্মিল হৃদয় ।
 বিশেষ রাখিয়া একা গেলাম তোমায় ॥
 ব্যগ্র হয়ে শীঘ্র আসিলাম সে কারণে ।
 ধর্ম্ম বলিলেন ইহা হয়েছিল মনে ॥
 তোমা দুই জনে দ্বন্দ্ব হইল কার সনে ।
 করিতেছিলাম চিন্তা আমি সে কারণে ॥
 তোমা দৌঁহা দেখি গেল সন্দেহ সকল ॥
 কিন্তু ভাই কাছে ক্রমে সৈন্য-কোলাহল ॥
 বিপক্ষ সপক্ষ পরপক্ষ এস জানি ।
 অনুমানে জানি ভাই অনেক বাহিনী ॥
 আজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ ।
 কপিধ্বজ যুক্ত রথ দিল দরশন ॥

ধর্ম্মে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে ।
 চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষপথে ॥
 শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান ।
 দেখেন কৌরবসেনা সমুদ্র প্রমাণ ॥
 ধ্বজ ছত্র রথ রথী পদাতি কুঞ্জর ।
 দেখি জানিলেন পার্থ কোঁবব পামর ॥
 তবে পুনঃ ফিরি আসে অতি শীঘ্রগতি ।
 মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা ধর্ম্মপতি ॥
 পার্থ দেখি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
 জিজ্ঞাসেন কার সৈন্য কহ বিবরণ ॥
 অর্জুন কহেন দেব কি জিজ্ঞাস আর ।
 দেখিলাম সৈন্য সহ কুরু-কুলাক্ষার ॥
 আমা সব হিংসিবারে আসিল এখানে ।
 নহে এই বনস্থলে কোন প্রয়োজনে ॥
 এত শুনি মহাক্রোধে বীর রুকোদর ।
 আক্ষালন করি ভুজে উঠিল সত্বর ॥
 করঘোড় করি বলে সম্মোদিয়া ধর্ম্ম ।
 দেখ মহারাজ দুষ্ট দুর্গোপধন-কর্ম্ম ॥
 কপটে কপটী সব রাজ্য ধন নিল ।
 জটা বন্ধ পরাইয়া কাননে পাঠাল ॥
 দেশ হতে রত্ন ধন কিছু নাহি আনি ।
 কোনমতে তার বাঞ্ছা নাহি কৈলু হানি ॥
 সময় নির্ণয় আমি না করি লজ্জান ।
 তথাচ আসিল দুষ্ট কবিত্তে হিংসন ॥
 ধর্ম্ম হেতু এত কষ্ট আমা পঞ্চ জনে ।
 সে ধর্ম্ম ফলিল আজি দুষ্ট দুর্গোপধনে ॥
 এতেক যে সৈন্য সাজি আসিছে হেথায় ।
 তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায় ॥
 প্রসন্ন হইয়া রাজা আজ্ঞা কর মোরে ।
 মুহূর্ত্তেকে সংহারিব শতেক সোদরে ॥
 উঠ শীঘ্র ধনঞ্জয় বিলম্বে কি কাজ ।
 এত অপমানে কি তিলেক নাহি লাজ ॥
 নিয়ম পূরিতে দিন যে কিছু আছয় ।
 আমি না লজ্জিলু সেই পাপিষ্ঠ লজ্জয় ॥
 হে নকুল সহদেব বীরের প্রধান ।
 স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধ কেন না কর বিধান ॥

এতেক কহিল যদি রুকোদর বীর ।
 ক্রোধেতে অবশ হল পার্থের শরীর ॥
 অলস্তু অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ।
 মাদ্রীপুত্র দুই জন গর্জিয়া উঠিল ॥
 সুসজ্জ করিল সবে যার যে বাহন ।
 তৃণ হতে লন তুলি দিব্য-অস্ত্রগণ ॥
 আড়া ভাঙ্গি তৃণ মধ্যে রাখে পুনর্বার ।
 ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার ॥
 কবচে আরত তনু নানা অস্ত্র পেঁচি ।
 দেবদত্ত শঙ্খনাদ কৈল সবাসাচী ॥
 পুনঃপুনঃ গদা লোকে পবননন্দন ।
 তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর বচন ॥
 শুন ভাই কোন কর্ম্ম তোমার অসাধ্য ।
 সহজে অর্জুন এই দেবের অবধ্য ॥
 বাল্য সূর্য্যসম দুই মাদ্রীর তনয় ।
 ইন্দ্র যম আসে যদি কি তাহে বিস্ময় ॥
 কিন্তু আগে কারণ করহ নিকূপণ ।
 কোন কার্য্য হেতু এথা আসে দুর্গোপধন ॥
 বনের ভ্রমণ কিবা তীর্থে হেতু স্নান ।
 মৃগয়া করিতে কিবা করিল বিধান ॥
 নির্ণয় না জানি আগে যদি কর যুদ্ধ ।
 নিশ্চয় হইবে তবে ধর্ম্মপথ রুদ্ধ ॥
 যদি আগে তারা হিংসা করিবে আমার ।
 আমিহ মারিব তারে নাহিক বিচার ॥
 নির্বলের বল ধর্ম্ম তাহে করি হেলা ।
 দুস্তর সাগরে আর আছে কোন ভেলা ॥
 ধর্ম্মপুত্র-মুখে শুনি এতেক বচন ।
 বিরসবদনে নিবর্ত্তিল চারি জন ॥
 কূলে নিবারিল যেন সমুদ্র লহরী ।
 সুসজ্জ বসিল সবে ধর্ম্ম বরাবরি ॥
 সম্মুখে বসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল ।
 অমর-বেষ্টিত যেন দেব আশুগুণ ॥
 মৃগচর্ম্ম কুশাসনে তপস্বীর বেশ ।
 বন্ধ পরিধান শিরে জটাভার কেশ ॥
 কথোপকথনে অতি সবার আনন্দ ।
 হেনকালে আসে দুর্গোপধন মতিমন্দ ॥

ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী আর তাই পঞ্চ জনা ।
 দক্ষিণ করিয়া চলে নৃপতির সেনা ॥
 আগে চলে অগণিত পদাতিক ঢালি ।
 মনোরম তুরঙ্গমে সব মহাবলী ॥
 অৰ্দ্ধ দ অৰ্দ্ধ দ তবে মেঘবর্ণ হাতী ।
 অসংখ্য বিচিত্র চিত্র কত শত রথী ॥
 হেনকালে কোরবের যত নারীগণ ।
 যুচাল রথের যত বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
 অঙ্গুলীতে দেখাইয়া কহে এই বাণী ।
 হের দেখ কুটীরেতে ঋপদনন্দিনী ॥
 বড় ভাগ্যে দেখিলাম কহে সৰ্বজন ।
 পাছে পাছে চলে সৈন্য কে করে গণনা ॥
 শকট বলদ উষ্ট্রে নানা দ্রব্য সারি ।
 শত মুদিখানা সঙ্গে দোকানি পসারি ॥
 যে কিছু বিভব বিস্ত্র রাজার আছিল ।
 সংহতি সুহৃদ বন্ধু সকলি আনিল ॥
 উপনার যোগ্য হেন নহে সুরপতি ।
 বর্ণনা করিতে তাহা কাহার শকতি ॥
 এইরূপে যায় রাজা কোরবের পতি ।
 প্রলয় কালের যেন কলরব অতি ॥
 সম্ভাষা করিতে এল সঞ্জয়নন্দন ।
 সমুদ্রে সবার করে চরণ বন্দন ॥
 যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার ।
 কোন কর্মে দুর্ঘোষন করে আগুসার ॥
 সঞ্জয়নন্দন বলে কর অবধান ।
 করিবেন ঘোষণাত্মা প্রভাসেতে স্নান ॥
 রাজা বলে এক্ষণে আমার অভিপ্রায় ।
 আর মোর আশীর্বাদ কহিবে রাজায় ॥
 এ তীর্থে অনেক সিদ্ধ ঋষির আলয় ।
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ সম্প্রদায় ॥
 দেখ তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি ।
 বিরোধ না হয় যেন কাহার সংহতি ॥
 তথা হতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল ।
 ধর্মের যতেক কথা রাজারে কহিল ॥
 শুনি অহঙ্কারে মূঢ় অবজ্ঞা করিল ।
 অবজ্ঞায় দুষ্ট কর্ণ শকুনি হাসিল ॥

সহজে তপস্বী লোকে দেবতার ভয় ।
 কার শক্তি ক্ষত্রিয়ের কাছে অগ্র হয় ॥
 এত বলি মৌনভাবে রহে সৰ্বজনে ।
 পুণ্য তীর্থ প্রভাসেতে যায় কতক্ষণে ॥
 নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর ।
 প্রফুল্ল কমলবনে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
 কোকিল কুহরে নিত্য নিজমত্ততায় ।
 মুনির মানস হরে বসন্তের রায় ॥
 বিবিধ বনের শোভা কে করে বর্ণন ।
 দেখিয়া আনন্দচিত্ত রাজা দুর্ঘোষন ॥
 দুঃশাসন কর্ণ আদি হরিষ বিধান ।
 রহিল সকল সৈন্য যথাযোগ্য স্থান ॥
 সারি সারি বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ ।
 পর্কত সমান যেন পর্কতের ভঙ্গ ॥
 বেড়িল বসনে যথা প্রভাসের বারি ।
 কোতুক বিধানে স্নান করে যত নারী ॥
 তবে দুর্ঘোষন রাজা সহোদর শত ।
 ত্রিগর্ত শকুনি কর্ণ অমাত্য আরত ॥
 স্নান করি কুতূহলে করে নানা দান ।
 হয় হস্তী গবীগণ নাহি পরিমাণ ॥
 পরম কোতুকে সবে স্নান দান করি ।
 বিচিত্র বসন নানা অলঙ্কার পরি ॥
 জলপান করি তবে বসে সৰ্বজন ।
 কোতুকে বসিয়া করে তামূল ভক্ষণ ॥
 আলস্য তাজিয়া কেহ করিল শয়ন ।
 কেহ পাশা খেলে কেহ করয়ে রন্ধন ॥
 ভারতপঞ্চজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

দুর্ঘোষনের সৈন্যসহ চিত্রসেন
 গন্ধর্বের যুদ্ধ ।

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল ।
 গভায়াতে লগুতশু উত্থান সকল ॥
 হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে ।
 গন্ধর্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে ॥
 চিত্রসেন নাম তাঁর গন্ধর্বপ্রধান ।
 যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান ॥

তাঁহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক ।
 দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটকট ।
 বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ ।
 দুর্যোগ্যধন অগ্রে গিয়া কহিছে সক্রোধ ॥
 শুন রাজা মোর বাক্যে কর অবগতি ।
 প্রভু মোর চিত্রসেন গন্ধারের পতি ॥
 কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল ।
 প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল ॥
 বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাঁহার ।
 না করিলে ভাল কর্ম কি কহিব আর ॥
 এই কথা মোর মুখে পাইবে সমাদ ।
 আদিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ ॥
 এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ ।
 বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
 ওরে দুষ্টি এত কর কার অহঙ্কার ।
 কি ছার গন্ধর্ব তোর কিবা গর্ব তার ॥
 যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে ।
 এতক্ষণ জীয়ে রহে হেন কেবা আছে ॥
 সহজে অত্যাশ্রয়বুদ্ধি দ্বিতীয় নফর ।
 যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর ॥
 বলাবল বুঝি লব সংগ্রামের কালে ।
 কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে ॥
 এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল ।
 মহাভ্রুংখমনে বক্ষী কান্দিয়া চলিল ॥
 বসি আছে চিত্রসেন আপন আবাসে ।
 হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে ॥
 রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলে উদ্যানে ।
 দুর্যোগ্যধন রাজা আসি প্রভাসের স্নানে ॥
 তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড ।
 রাজারে কহিলু গিয়া তার এই দণ্ড ॥
 কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে ।
 দুর্যোগ্যধন-সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে ॥
 মনুষ্য হইয়া কবে এত অহঙ্কার ।
 দোষমত দণ্ড যদি না দিবা তাহার ॥
 এইমত ছুঁটাচার করিবেক সবে ।
 শয্য গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে ॥

এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব
 কি ছার মনুষ্য আজি নাশিব যে সর্ব ॥
 মরণকালেতে পিপীলিকা-পাখা উঠে ।
 যাইতে করিল বাজ্ঞা শমন নিকটে ॥
 ক্রোধভরে রথারোহে চলে শীঘ্রগতি ।
 ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান স্থিতি ॥
 দিব্য নুশাণিত শরে পূরি যুগ্ম তুণ ।
 ক্রোধভরে আসিতেছে অলস্তু আগুণ ॥
 কত দূরে দেখে সবে রথের পতাকা ।
 শূন্যপথে আসে যেন অলস্তু উলকা ॥
 কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ ।
 কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জন ॥
 আরে দুষ্টি ত্যজ আজি জীবনের সাধ ।
 মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্বের বিবাদ ॥
 এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার ॥
 শুনিয়া গন্ধর্ব-গর্ব কর্ণে হল ক্রোধ ।
 টঙ্কারিয়া ধনুগুণ ধায় মহাযোধ ॥
 সূর্য্য-অস্ত্র এড়িলেক সূর্য্যের নন্দন ।
 কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ ॥
 তবে ত গন্ধর্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ ।
 অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হল দশধান ॥
 গন্ধর্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেক কর্ণ ।
 ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
 সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে ।
 অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় বলকে বলকে ॥
 মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব সন্ধানে ।
 কাটিল গন্ধর্ব-অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ॥
 সর্পবাণ যুড়িল যে গন্ধর্ব তখন ।
 যুড়িল গরুড়বাণ সূর্য্যের নন্দন ॥
 তবে কর্ণ দিব্য ভল্ল মস্ত্রে অভিষেকি ।
 কহিল গন্ধর্ব আগে কর্ণ বীর ডাকি ॥
 আরে দুষ্টি অহঙ্কারে না দেখ নরনে ।
 গর্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মোর বাণে ॥
 আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জন ।
 উঠিয়া আকাশপথে করিল গর্জন ॥

অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হয়ে গন্ধৰ্ব ঈশ্বর ।
 শীঘ্রহস্তে এড়ে বীর চোক চোক শর ॥
 ছুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অস্থিরে ।
 কাটিল দৌহার অস্ত্র দৌহার শরে ॥
 অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অস্থির ।
 চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর ॥
 বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধৰ্বের পতি ।
 ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি ॥
 ধন্য তোর বীরপণ্য ধন্য তোর শিক্ষা ।
 এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা ॥
 এতেক বলিয়া প্রহারিল দশবাণ ।
 ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান ॥
 কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবল ।
 বেড়িল গন্ধৰ্ব আসি কৌরব সকল ॥
 শতপুর করিয়া বেড়িল সর্বসেনা ।
 ধনুক টঙ্কার যেন সঘন বান্ধনা ॥
 দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার ।
 গন্ধৰ্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার ॥
 প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর ।
 সবে নিবারণ করে গন্ধৰ্ব ঈশ্বর ॥
 পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর ।
 অচল পর্বত প্রায় যুদ্ধে রহে স্থির ॥
 রাখিয়া আপন সেনা আপন বিক্রমে ।
 প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল মহাশ্রমে ॥
 তবে ত গন্ধৰ্ব মনে করিল বিচার ।
 জানিল কৌরবসেনা রণে অনিবার ॥
 মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে ।
 মায়ার পুতুলী এই বিচারিল চিত্তে ॥
 রথ লুকাইল তবে না দেখি যে আর ।
 অন্তর্জান হইয়া করিল অন্ধকার ॥
 অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্বজনে ।
 অচ্ছিন্দ্রে বরিষে যেন ধারার আবেণে ॥
 কোথায় গন্ধৰ্ব আছে কেহ নাহি দেখে ।
 রত্নবত অস্ত্র সব পড়ে লাখে লাখে ॥
 মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাচার ।
 সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥

পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী ।
 হয় হাতী রথ রথী কে করে অবধি ॥
 কতক্ষণ রণ মহি ছিল কর্ণ বীর ।
 তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির ॥
 শূন্য ভূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলজ্রম ।
 বিষণ্ণবদন সবে হয় মনোভ্রম ॥
 সহিতে না পরি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর ।
 পলায় কৌরবসেনা ভয়েতে অস্থির ॥
 অস্থির নাহিক কার নাহি বান্ধে কেশ ।
 পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥
 বেগে ধায় পশ্চাৎ না চায় কোন জন ।
 স্ত্রীগণ রক্ষকমাত্র রাজা দুর্যোধন ॥
 কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্র তায় ।
 হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায় ॥
 দুর্যোধনে ডাকি বলে পরিহাসবাণী ।
 গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
 আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্যোধন ।
 মনুষ্য হইয়া কর গন্ধৰ্ব চালন ॥
 কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত ।
 একেলা ছাড়িল নারীগণের সহিত ॥
 এই অহঙ্কারে তুমি না দেখ নয়নে ।
 আজিকার রণে যাবি শমন সদনে ॥

যুদ্ধে চিত্রসেন গন্ধৰ্বের জয় এবং নারীগণের
 সহিত দুর্যোধনের বন্ধন ।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধৰ্ব-বাণে,
 পলায় সকল সেনাপতি ।
 পলায় ত্রিগর্তনাথ, সৌবল শকুনি সাথ,
 কর্ণ দুর্যোধন বিবিশতি ॥
 যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির,
 প্রমাদ গণিয়া সর্বজন ।
 কেকরে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা,
 নারীসুন্দ সহ দুর্যোধন ॥
 মহা ব্রহ্ম হয়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়,
 রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি ।
 অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পথেতে পদাতিপড়ে,
 উঠে হেন নাহিক শক্তি ॥

হেম্মতে সৈন্য সব, করি মহাকলরব,
 প্রাণ লয়ে পলায় তরাসে ।
 প্রতিশব্দে কোলাহল, পূর্ণ হল বনস্থল,
 দেখিয়া গন্ধৰ্বপতি হাসে ॥
 তবে দুৰ্য্যোধনে কয়, ছুটবুদ্ধি পাপাশয়,
 না জানিস গন্ধৰ্ব কেমন ।
 জ্বারে মন্দমতিমান, ভালমন্দ নাহিজ্ঞান,
 অহঙ্কারে করিস হেলন ॥
 না জানিস নিজ বল, এখন উচিত ফল,
 মোর হাতে অবশ্য পাইবে ।
 লইব তোমার প্রাণ, ইহাতে নাহিক আন,
 মনের মানস পূর্ণ হবে ॥
 এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেন লঘুহস্ত,
 গন্ধৰ্ব ঈশ্বর ক্রোধমনে ।
 অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে করিলবন্দী,
 ধরিলেক রাজা দুৰ্য্যোধনে ॥
 বন্দী হল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
 দোসর নাহিক আর সাথে ।
 স্ত্রীরন্দ্র সহিত রাজা, রথে তুলি মহাতেজা,
 শীঘ্রগতি যায় স্বর্গপথে ॥
 ঘোর আর্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
 হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
 কপালে কঙ্কণঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
 পার কর বিপত্তি-সাগরে ॥
 আমি সর্বধর্মহীন, পাপকর্ম প্রতিদিন,
 তব ভক্তিলেশ নাহি মনে ।
 সত্য মোরা হীনতপা, কেবল করহ রূপা,
 দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
 ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী,
 কেহ নিন্দা করে নিজপতি ।
 ছুটবুদ্ধি স্বামীগণ, ধর্ম হিংসা অনুক্ষণ,
 সে কারণে হল হেন গতি ॥
 কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
 অনুগত ভাই চারিজন ।
 কেবল ধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু,
 তাঁরে ছুঃখ দিল দুৰ্য্যোধন ॥

সতী সাধী পতিব্রতা, দেব দ্বিজ অনুগতা,
 সতত ধর্ম্মেতে যাঁর মতি ।
 লক্ষ্মীঅংশযাজ্ঞসেনী, সতামধ্যোতারে জানি
 চুলে ধরি করিল ছুর্গতি ॥
 সে ধর্ম্ম ফলিল আজি, বিপদসাগরে মজি,
 সবাই হারানু জাতি কুল ।
 বার্তাপাইলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
 কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
 তবে দুৰ্য্যোধননারী, এই যুক্তি মনেকরি,
 অনুচরে কহে শীঘ্রগতি ।
 বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
 কহ গিয়া সকল ছুর্গতি ॥
 কহিবে বিনয় করি, মো সবার নাম ধরি,
 নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ ।
 মো সবার কর্ম্মফলে, এ কুৎসা কলঙ্ককূলে,
 চিত্রসেন হাতে জাতিধ্বংস ॥
 অনুচর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
 পাসরিলা পূর্ব কথা সব ।
 যে কর্ম্ম করিয়া তাঁরে, পাঠাইলা বনাস্তরে,
 তাঁহা ভিন্ন কে আছে বান্ধব ॥
 যেআজ্ঞা তোমারমাতা, এখনি যাইবতথা,
 কহিব সকল সমাচার ।
 ধর্ম্মরাজ মহাশয়, ধীর বটে ধনঞ্জয়,
 ভীমহস্তে নাহিক নিস্তার ॥
 রাণী বলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
 আমা সবার আপদ ভঞ্জন ।
 না করিবেতেদমতি, পরদুঃখে দুঃখীঅতি,
 উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জুনে ॥
 স্বামী মোর অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
 করিয়া উদ্ধার না করিবে ।
 মিলিয়া সকল নারী, বিষ আশ্রয় ভর করি,
 কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
 এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মদূত,
 মাদ্রীর তনয় ভীমার্জুন ।
 বেষ্টিত ব্রাহ্মণতাগে, করযোড় করি আগে,
 কহিতে লাগিল সঙ্কল্প ॥

অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
 রাজা এল প্রভাসের স্নানে ।
 বিধির নির্বন্ধ কৰ্ম, খণ্ডন না যায় ধৰ্ম,
 বন্দী হল চিত্রসেন-বাণে ॥
 গন্ধার্কের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
 প্রাণেতে কাতর যত সেনা ।
 কর্ণ শালু দুঃশাসন, যত মহাযোধগণ,
 প্রাণ লয়ে যায় সর্বজন ॥
 একা ছিল দুর্গোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
 প্রাণপণে যুঝিল রাজন ।
 যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
 লয়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
 প্রতিকারে নহে শক্য, পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিলপক্ষ,
 শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ ।
 আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃবধুগণে,
 পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
 আরোবাকিকবআমি, আজন্ম আমার স্বামী,
 তোমার চরণে ।
 কুলের কলঙ্কোদয়, ভয়াব্ধ জনের ভয়,
 দূর কর আপনার গুণে ॥
 ইহা সবাংকারদোষে, যদি এই অভিযোগে,
 উদ্ধার না কর ধৰ্মপতি ।
 হইবে বধের ভাগী, জীব বা কিসের লাগি,
 অনল গরল জলে গতি ॥
 তোমার কুলের, নারী, গন্ধার্ক লইয়া হরি,
 যাবত না যায় অতিদূর ।
 দেখিয়া উচিত কৰ্ম, করহ কুলের ধৰ্ম,
 রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥
 শুনিয়া চরের কথা, মর্মে পাইলেন ব্যথা,
 ধৰ্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ।
 কুলের কলঙ্ক আর, ভয়াব্ধ অবলার,
 রক্ষা হেতু হলেন অস্থির ॥
 বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধৰ্মমণি,
 অর্জুনেরে কহেন বিশেষ ।
 শীঘ্র আন দুর্গোধনে, কহি চিত্রসেনস্থানে,
 যাবৎ না যায় নিজদেশ ॥

বিনয় পূর্বক তথা, কহিবা মধুর কথা,
 বহুবিধ আমার বিনয় ।
 যদি তাহে সাধ্য নহে, দ্বৈপায়নদাস কহে,
 দণ্ড দিবা উচিত যে হয় ॥

ধর্মাজায় ভীমার্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারী-
 গণের সহিত দুর্গোধনের যুদ্ধ ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাহ শীঘ্রগতি ।
 গন্ধার্ক না যায় যেন আপন বসতি ॥
 ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কোরবে ।
 প্রণয়পূর্বক হলে দ্বন্দ্ব না করিবে ॥
 এত যদি কহিলেন ধর্ম নরপতি ।
 গর্জিয়া উঠিল ভীম অর্জুন স্তমতি ॥
 ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম অবতার ।
 এখনো ঐদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার ॥
 আমা সবাংকারে ছুট যতেক করিল ।
 কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল ॥
 অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট ।
 গন্ধার্ক করিল তাহা যুচিল অরিষ্ট ॥
 অধর্ম্যে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মীর সুখ ।
 তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুক ॥
 ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয় ।
 যথাকালে মূল সহ বিনাশিত হয় ॥
 যত গর্ব করিল কোরব দুঃশয় ।
 নিঃশত্রু হইল রাজ্য চল নিজালয় ॥
 এতেক বলেন যদি ভাই তুমি জন ।
 মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
 বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়
 তবে ধর্ম্ম কহিলেন ডাকি ধনঞ্জয় ॥
 কহিলে যতেক পার্থ অস্ত্রা না করি ।
 সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী ॥
 আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন ।
 তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চ জন ॥
 সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত ।
 তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥
 সে কারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার ।
 পূর্বাপর আছে ভাই নীতি বিধাতার ॥

আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে ।
 যদি না আনিবে তুমি রাজ্য দুৰ্য্যোধনে ॥
 দুষ্কবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে ।
 পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে ॥
 লইবেক দুৰ্য্যোধনে সহ নারীরন্দ ।
 অমরমণ্ডলী তথা আছেন সুরেন্দ্র ॥
 সুবাকার আগে কহিবেক সমাচার ।
 জিনিহু কৌরবসেনা রণে অনিবার ॥
 যুধিষ্ঠির পঞ্চ জন তথায় আছিল ।
 যত মোর পরাক্রম বসিয়া দেখিল ॥
 তাহার কুলের বধু সহ দুৰ্য্যোধনে ।
 বান্ধিয়া আনিহু দেখিলেক সর্বজনে ॥
 বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার ।
 কহিবে ইন্দ্ৰের আছে এই সমাচার ॥
 শুনিয়া হাসিবে যত অমর-সমাজ ।
 অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ ॥
 তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ ।
 দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য ॥
 আনিতে বলিহু আমি ইহা মনে করি ।
 নহে দুৰ্য্যোধন মম কোন উপকারী ॥
 শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয় ।
 এমত কহিবে দুষ্কবুদ্ধি পাশাশয় ॥
 এই দেখ মহাশয় তোমার প্রমাদে ।
 না জাঁবে গন্ধৰ্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে ॥
 এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জুন ।
 গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্ম তুণ ॥
 যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করি ক্রুতাজ্ঞানি ।
 রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি ॥
 পবনগমন জিনি চলে স্বর্গপথ ।
 কণে উত্তরিল যথা চিত্রসেনরথ ॥
 পাছে যান ধনঞ্জয় কিরিয়া নেহালি ।
 শীঘ্রগতি রথ চালাইল মহাবলী ॥
 তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার ।
 পলায় গন্ধৰ্ব্ব ভয়ে আই কুলাক্ষার ॥
 অতিবেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে ।
 বিদিত হইবে তবে দেবতা-সমাজে ॥

ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ ।
 কাঁকর গন্ধৰ্ব্বপতি না চলিল রথ ॥
 চতুর্দিকে কিরি দেখে যেতে নাহি শক্য ।
 পিঙ্গরের মধ্যে যেন রহে পোষা পক্ষ ॥
 সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয় ।
 দেখিয়া গন্ধৰ্ব্বপতি কহে সবিনয় ॥
 কহ পার্থ কেমন হেতু আসিলে হেথায় ।
 দুৰ্য্যোধন উপকারে আসিতেছ প্রায় ॥
 এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মোর মনে ।
 আজন্ম হিংসিল দেখ তোমা পঞ্চ জনে ॥
 কহিতে না পারি পূর্বে আর যত ক্লেশ ।
 সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ ॥
 তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে ।
 পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজবাসে ॥
 পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায় ।
 কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায় ॥
 আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে ।
 আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥
 ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান ।
 আমি সবে ভিন্ন ভাব করেছি স জ্ঞান ॥
 যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুৰ্য্যোধন ।
 তাহারে লইয়া যাস করিয়া বন্ধন ॥
 এই কুলবধুগণে তুমি লয়ে যাবে ।
 লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রটিবে ॥
 কুলের কুৎসায় সুখী কুলাক্ষার জন ।
 কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন ॥
 এই হেতু শীঘ্রগতি আইহু হেথায় ।
 ছাড় দুৰ্য্যোধনে নহে যাবে যমালয় ॥
 করহ সকল মুক্ত নহে ফল দিব ।
 মুহূর্ত্তে শমন গৃহে তোমারে পাঠাব ॥
 চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি ।
 বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি ॥
 মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয় ।
 তুই ভাই এক সঙ্গে যাবি যমালয় ॥
 এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার ।
 দশদিক শরজালে হল অন্ধকার ॥

দেখি পার্থ হইলেন অলস অনল ।
 নিমেষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল ॥
 দৌহার বিচিত্র শিক্ষা দৌহে লঘুহস্ত ।
 রুষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র ॥
 কাটিল দৌহার অস্ত্র দৌহাকার শরে ।
 অলস উলকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে ॥
 হইল দৌহার অঙ্গ শরেতে জর্জর ।
 জভঙ্গ তিলেক নাহি দৌহে ধনুর্ধর ॥
 গন্ধর্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ ।
 সন্ধান পুরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ ॥
 দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ ।
 দশ অস্ত্র অঙ্গে তার কবেন ঘাতন ॥
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসিক দীক্ষা ।
 নরেতে নাহিক তুল্য অর্জুনের শিক্ষা ॥
 যে বাণে গন্ধর্ব বান্ধে রাজা দুর্যোধনে ।
 সেই বাণ ধনঞ্জয় বুড়ে ধনুর্গুণে ॥
 বান্ধি গন্ধর্বের গলা ভুজের সহিত ।
 নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত ॥
 দুর্যোধন নারী সহ গন্ধর্বের পতি ।
 মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি ॥
 সমর্পিয়া সকলেরে করে নিবেদন ।
 যেকপে গন্ধর্ব-পতি করিলেক রণ ॥
 যুধিষ্ঠির খুলিলেন দৌহার বন্ধন ।
 পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥
 এই চিত্রসেন জান গন্ধর্বের পতি ।
 ইহা কৈ উচিত নহে এতেক দুর্গতি ॥
 চিত্রসেনে কহিলেন তুমি মতিমন্ত ।
 চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত ॥
 বালক অর্জুন করিলেক অপরাধ ।
 চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
 না কহিবে ইক্ষুকে এ সব অপমান ।
 যাহ শীঘ্র নিজালয়ে করহ প্রাণ ॥
 শুনিয়া গন্ধর্বপতি আনন্দিতমনে ।
 আশীর্বাদ করি তবে চলে সেইক্ষণে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্যোধনের সপরিবারে স্বদেশে
 প্রস্থান ।

গন্ধর্ব বিদায় হয়ে গেল নিজস্থান ।
 দুর্যোধন আসি ধর্ম্ম করিল প্রণাম ॥
 বসিল মলিনমুখে হয়ে নতশির ।
 মধুর বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥
 শুন তাই হেন কন্ম না করিহ আর ।
 পৌরুষ নাহিক ইথে আমা সবাকার ॥
 বিশেষে বৈভবকালে ধর্ম্ম আচরণ ।
 ধন হলে নাহি করে ধর্ম্মকে হেলন ॥
 কহিলেন এই মত বহু নীতিবানী ।
 অগ্রসরি নারীগণে আনে যাজ্ঞসেনী ॥
 দ্রৌপদীরে প্রণামিল যত নারীগণ ।
 যতেক দুঃখের কথা কৈল নিবেদন ॥
 দুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল তরণী ।
 নিজগুণে উদ্ধারিল ধর্ম্মনুপমণি ॥
 বুঝিলাম কুরুবংশ রক্ষার কারণে ।
 নিবসতি তোমা সবে কৈলে এই বনে ॥
 তবে কৃষ্ণা সবাকারে করিল সম্মান ।
 ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দিল দিব্য অন্নপান ॥
 একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ ।
 পরম কৌতুকে সবে করিল ভোজন ॥
 রাজা আদি করিয়া ভুঞ্জিল ক্রমে ক্রমে
 নারীরন্দ আকুল হইল সবে ঘুমে ॥
 ভয়ে কেহ নাহি শোয় যাজ্ঞার কারণে ।
 দ্রৌপদী সহিত আছে কথোপকথনে ॥
 তবে মানী দুর্যোধন মলিনবদনে ।
 বিদায় হইয়া চলে ধর্ম্মের চরণে ॥
 মধুর সম্ভাষে রাজা করিয়া বিদায় ।
 অগ্রসরি কত দূর যান ধর্ম্মরায় ॥
 শীঘ্রগামী চলে সবে যত সৈন্যগণ ।
 বিরস-বদনে যায় রাজা দুর্যোধন ॥
 নগরে যাইবামাত্র আছে কত পথ ।
 সেইখানে দুর্যোধন রহাইল রথ ॥
 মাতুল শকুনি আর বর্গ দুঃশাসনে ।
 সম্বোধি কহিতে লাগে দুঃখিতমনে ॥

স্বসৈন্য সহিত দেশে যাহ সর্বজন ।
 নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব জীবন ॥
 পূর্বে না বুঝিনু আমি আপনার বল ।
 সমুচিত বিধি তার দিয়াছেন ফল ॥
 পূর্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে ।
 যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে ॥
 ভীমার্জুন হতে মোরে স্নেহ তাঁর অতি
 স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম নরপতি ॥
 ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস ।
 আমি মন্দমতি তাহে করিনু বিশ্বাস ॥
 অনুক্ষণ কহ সবে মারিব পাণ্ডব ।
 চক্ষু কর্ণে বিবাদ যুছিল আজি সব ॥
 পলাইলে সবে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে ।
 বান্ধিয়া লইতেছিল গন্ধর্ব আশ্রমে ॥
 আর দেখ অপকৃপ রহস্য বিধির ।
 আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 উদ্ধার করিল সেই আমা হেন জনে ।
 মরণ অধিক লাজ মস্তক মুণ্ডনে ॥
 চিত্রসেন-হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে ।
 অযশ উদ্ধার মোর করিল অর্জুনে ॥
 কোন লাজে লোকমাঝে দেখাব বদন ।
 নিশ্চয় না যাব দেশে এই নিকৃপণ ॥
 তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য ।
 কহিতে লাগিল কথা রাজ-হিত পক্ষ ॥
 শুন রাজা কি কারণে চিন্ত অকারণ ।
 জয় পরাজয় যত দৈবের ঘটন ॥
 ইন্দ্র দেবরাজ হন অমর ঈশ্বর ।
 সদাকাল দেখ তাঁর দানবের ডর ॥
 কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তাঁরে ।
 পুনর্বার পায় রাজ্য উপায় প্রকারে ॥
 পূর্বাপর হেন নীতি বিধির আছয় ।
 কখন বা জয় যুদ্ধে কভু পরাজয় ॥
 কহিলে যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার-কারণ ।
 আপনার স্বীয় ধর্ম কৈল প্রবর্তন ॥
 ধর্মপুঞ্জ যুধিষ্ঠির অধর্মের ভয়ে ।
 সে কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে ॥

সৈন্য হেতু সেনাপতি জন্ম করে রন ।
 পূর্বাপর এইমত বিধির ঘটন ॥
 শুন ওহে মহারাজ আমার বচন ।
 আজি আমি কহি কথা করিব যেমন ॥
 প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাংকার আগে ।
 মহাবীর ধনঞ্জয় থাক্ মোর ভাগে ॥
 তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান ।
 আর জনে সংহারিব পতঙ্গ সমান ॥
 পরাজয় হেতু রাজা কর অভিমান ।
 শাস্ত্রমত কহি শুন তাহার বিধান ॥
 বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে ।
 অপত্য সমান স্নেহ নাহি অন্ত জনে ॥
 শত্রু কেহ নহে রাজা ব্যাধির সমান ।
 সবারে অধিক দেখ দৈব বলবান ॥
 দৈবারণ বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে ।
 মনুষ্য হইলে বলি অপমান-তবে ॥
 এতেক বলিল যদি সূর্য্যের নন্দন ।
 তথাপিহ মৌনভাবে আছে দুর্ব্যোধন ॥
 হেনকালে মিলি দৈত্য দানব সকল ।
 দুর্ব্যোধন-দুঃখে কহে হইয়া বিকল ॥
 আমার বংশেতে জন্ম হইল ইহার ।
 তেঁই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সবাংকার ॥
 আশ্বাস করিয়া সবে বলে শূন্যবাণী ।
 ঘরে যাহ ওহে রাজা কর্ণকথা শুনি ॥
 যাহ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা আপন আশ্রয় ।
 কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাজা কভু মিথ্যা নয় ॥
 যুদ্ধে পরাজয় হেতু না করিহ মনে ।
 দেবতা মনুষ্যে যুদ্ধ ভঙ্গ সে কারণে ॥
 এত শুনি উঠিলেন কোরবের পতি । (২১)
 সসৈন্যেতে নিজালয়ে যায় শীঘ্রগতি ॥
 পাইয়া এ সব বার্তা ভীষ্ম মহাবল ।
 ধৃতরাষ্ট্র-অগ্রে গিয়া কহিল সকল ॥
 তোমার পুত্রের কথা করহ শ্রবণ ।
 যে হেতু বিলম্ব তার হল এতক্ষণ ॥
 যথায় কাম্যকবন প্রভাসের তীর ।
 পঞ্চ সহোদর যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥

দুর্ভবুদ্ধি কর্ণ শকুনির দুর্ভপণে ।
 দেখাতে বৈভব গেল লয়ে সর্বজনে ॥
 গন্ধর্ব্ব অধিপ সহ সংগ্রাম হইল ।
 সসৈন্তে শকুনি কর্ণ দুরে পলাইল ॥
 নারীবৃন্দ-সহ পরে ধরি দুর্ব্বোধনে ।
 গন্ধর্ব্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধনে ॥
 দয়ার সাগর অতি ধর্ম্মের তলয় ।
 উদ্ধারিতে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয় ॥
 এখন একপ যার ধর্ম্ম আচরণ ।
 ইহার সর্ব্বত্র জয় জানিহঁ রাজন ॥
 শুনিয়া অন্ধের হল বিকলিত মন ।
 বহুমতে নিন্দা করে নিজ পুত্রগণ ॥

চলিতায় শশিষ্য তুর্কাসার আগমন ।

জনমেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ ।
 সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্ব্বোধন ॥
 আজন্ম হিংসিল দুর্ভ নানা দুরাচারে ।
 ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম-অবতারে ॥
 তথাপিহ করি স্নেহ তারেন সঙ্কটে ।
 হেন জনে দুঃখ দুর্ভ দিলেক কপটে ॥
 মৃত্যু হতে উদ্ধারিল যেই মহাজন ।
 পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ ॥
 অহিংসা পরম ধর্ম্ম না করে গণন ।
 সে হেতু সবংশে মজে রাজা দুর্ব্বোধন ॥
 শুনিলাম মিষ্টকথা তোমার বদনে ।
 অতঃপর কি করিল দুর্ভবুদ্ধিগণে ॥
 শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ।
 পিতামহগণ তবে গেল কোন স্থান ॥
 শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে ।
 মুনিবর বিবরিয়া বলহ আমারে ॥
 বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর ।
 কাম্যক কান্ধনে আছে পঞ্চ সহোদর ॥
 যজ্ঞ জপ ত্রুত তপ ধর্ম্ম আচরণ ।
 পূর্ব্ববত শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 এখায় আসিয়া তবে কৌরবপ্রধান ।
 গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান ॥

আহারে অরুচি হল অভিমান মনে ।
 একান্তে বসিয়া কহে যত দুর্ভগণে ॥
 হে কর্ণ প্রাণের সখা মাতুল ঠাকুর ।
 কিমত প্রকারে মোর দুঃখ হবে দূর ॥
 করিলে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা ।
 বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা ॥
 সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঙ্গন ।
 বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন ॥
 গর্ভ্বন্ধ করিল যত মম অপমান ।
 ততোধিক শত্রুহস্তে হয়ে পরিত্রাণ ॥
 ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে ।
 এতেক দুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে ॥
 আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ ।
 স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্য-নিবাস ॥
 ইন্দ্রের সমান সজী চারি সহোদর ।
 সূর্য্যতুল্য শত শত কত দ্বিজবর ॥
 মনের মানসে সবে করে নানাভোগ ।
 দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ ॥
 জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান ।
 মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান ॥
 সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত ।
 ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত ॥
 অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে ।
 সুরাসুর নর আদি আছে যত জনে ॥
 মাতুল ত্রিগুণ্ত তুমি আমি দুঃশাসন ।
 বহুশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
 বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয় ।
 ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয় ॥
 প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ ।
 আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ ॥
 এতেক কহিল যদি রাজা দুর্ব্বোধন ।
 কহিতে লাগিল তবে দুর্ভ মন্ত্রীগণ ॥
 কি কারণে তুমি কর পাণ্ডবের ভয় ।
 নিজ-পরাক্রম নাহি জান মহাশয় ॥
 বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে ।
 তাহাতে নিস্তার পাবে যদি তারা বাঁচে

অস্ত্রের অনলে দহ করিব পাওবে ।
 সামান্য কর্ম্মেতে কেন চিন্ত এত সবে ।
 দুই মস্তিগণ যত कहিলেক ভাষা ।
 তার কত দিনান্তরে আসিল দুর্ব্বাসা ॥
 সঙ্কেতে সহস্র দশ শিষ্য মহাখিবি ।
 মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি ॥
 দুর্ঘ্যোধন শুনে যবে খিবি-আগমন ।
 আগুসরি কত দূরে গেল সর্ব্বজন ॥
 যতেক অমাত্য আর সহোদর শত ।
 মুনির চরণে সবে হল দণ্ডবত ॥
 প্রণাম করিল শিষ্যগণে সর্ব্বজনে ।
 বসাইল মুনিরাজে রত্নসিংহাসনে ॥
 সুশীতল আনি জল রাজা দুর্ঘ্যোধন ।
 আপান করিল ধৌত মুনির চরণ ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে মুনিরাজে ।
 সেই মতে পূজিলেক শিষ্যের সমাজে ।
 করযোড় করি তবে রাজা দুর্ঘ্যোধন ।
 कहিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন ॥
 নিবেদন আছে কিছু কিন্তু ভয় হয় ।
 আমার ভাগ্যের কথা कहেন না যায় ॥
 আজি মোরে সুপ্রসন্ন হল দেবগণ ।
 সে কারণে দেখিলাম তোমার চরণ ॥
 মুনি বসে শুনিয়াছি তব ভাগ্য কথা ।
 সে হেতু আসিতে বাঞ্ছা বহুদিন এথা ।
 তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে ।
 দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুকে ॥
 রাজা বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ ।
 জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব-দ্বিজগণ ॥
 পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল ।
 নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সকল ॥
 জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি
 নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি ॥
 বহুবিধ স্তব কৈল কোরবসমাজ ।
 বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ ।
 মুনি বসে ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে ।
 নহিবে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুণ্ডে ॥

মহাবংশ-জাত তুমি খ্যাত চরাচর ।
 তব পুত্র পিতামহ যত পূর্বাপর ॥
 মহাকীর্ত্তিমন্ত যত সবে মহাতেজা ।
 সে মত হইলে তুমি নিজে মহারাজা ॥
 কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম ।
 সেইমত প্রাণপণে পাল কুলধর্ম্ম ॥
 যজ্ঞ তপ ব্রহ্ম আর ব্রাহ্মণ ভোজন ।
 সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন ॥
 দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে উচিত যে হবে ।
 বিক্রয় করিতে উপাধিক না লইবে ॥
 পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমানে ।
 দোষমত শাস্তি দিবে দুইবুদ্ধি জনে ॥
 মান্যজনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান ।
 যে কিছু कहিবে কথা বিনয়-প্রধান ॥
 সতত না হয় শাস্তি সদা নহে দোষ ।
 কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ ॥
 দুই বুদ্ধিদাতা কর্ম্ম দুই চরাচর ।
 সে সকলের সহ নাহি করিবে ব্যভার ॥
 সদত শাসনে যেন থাকে সর্ব্ব ক্ষিতি ।
 অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি ॥
 পরপক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস ।
 রাখিবে অন্তর জানি যত দাসী দাস ॥
 বিক্রপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে ।
 পালিবে এ সব কথা পরম যতনে ॥
 নহু যযাতি আদি পূর্ব্ববংশ যত ।
 পৃথিবী পালিত সবে করি এইমত ॥
 সে সব হইতে তব বিপুল বিভব ।
 দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ সব ॥
 এত শুনি সবিনয়ে বলে কুরুপতি ।
 যাহা করিয়াছি আমি আপন শক্তি ॥
 অতঃপর যাহা হয় তব উপদেশ ।
 আপনি করিয়া রূপা कहিলে বিশেষ ॥
 পালন করিব যত্নে তব এই কথা ।
 আপনি হইলে মম জ্ঞান-চক্ষুদাতা ॥
 পূর্ব্বপিতামহগণ ছিল উগ্রতপা ।
 সে কারণে কর প্রভ এত দ্রব রূপা ॥

এখন হইল প্রভু সফল জীবন ।
 বিবিধ অনেক স্তুতি কৈল দুর্ঘোষন ॥
 হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ ।
 করিল আনন্দমতি কৌরবসমাজ ॥
 নানা বাক্য কথায় কৌতুক মনস্থখে ।
 মুনিরে করিল বশ যত সভ্যলোকে ॥
 একদা একান্তে বসি রাজা দুর্ঘোষন ।
 ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন ॥
 কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব-প্রধান ।
 আমার বচনে সখা কর অবধান ॥
 বিচার করিহু এক আমি মনে মনে ।
 পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা রহে কাম্যবনে ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান ।
 তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ ॥
 সূর্য্যের রূপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে ।
 পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জি লক্ষ জনে ॥
 যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায় ।
 যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায় ॥
 অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্বিধ ভোগ ।
 অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন ।
 কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোন জন ॥
 প্রতিদিন হেন মতে ভুঞ্জায় সবায় ।
 দশ দণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায় ॥
 সেই কালে সেইস্থানে যাবে মুনিরাজ ।
 সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
 দ্রোপদীর ভোজনান্তে যাবে সেই স্থানে ।
 সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চ জনে ॥
 দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ ।
 মরিবে পাণ্ডববংশ যুচিবে সন্তাপ ॥
 তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয় ।
 ঋষিরে কহিব বুঝি যদি যোগ্য হয় ॥
 এতেক বলিল যদি রাজা দুর্ঘোষন ।
 সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্বজন ॥
 সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার ।
 করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥

এমনি কৌতুকমতি আছে সর্বজন ।
 ভক্তিভাবে করে নিত্য মুনির সেবন ॥
 একদা দিনান্তে বসি হর্ষে মুনিরাজ ।
 নিকটে ডাকিয়া যত কৌরবসমাজ ॥
 হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর ।
 দুর্ঘোষনে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর ॥
 শুন রাজা ত্রিভুবনে পূরে তব যশ ।
 তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ ॥
 ইন্ট বর মাগি লহ মম বিদ্যমান ।
 বিদ্যায় করহ শীঘ্র যাই যথাস্থান ॥
 মুনির বচন শুনি রাজা দুর্ঘোষন ।
 গদগদভাবে কহে বিনয় বচন ॥
 ধন ধর্ম্ম ধরা পূজা বিতব বিপুল ।
 কেবল তোমার মাত্র আশীর্বাদ মূল ॥
 পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার ।
 কেবল রত্নক ভক্তি চরণে তোমার ॥
 আর এক নিবেদন শুন মহাশয় ।
 কহিতে সঙ্কোচ করি রূপা যদি হয় ॥
 যথায় কাম্যকবনে পাণ্ডুর তনয় ।
 সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয় ॥
 উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশি ।
 সেকালে অতিথি হবে ওহে মহাঋষি ॥
 ভক্তিভাবে বুঝিয়া জানিবা তার মন ।
 সবে বলে ধর্ম্মবস্ত পাণ্ডুর নন্দন ॥
 পূজা করে দেব-দ্বিজে ভক্তি অতিশয় ।
 সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয় ॥
 সেকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত ।
 রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত ॥
 ভোজন করয়ে যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ।
 তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন ॥
 নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময় ।
 অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায় ॥
 অভক্তি ভক্তির ভাব না হয় বিদিত ।
 সেকারণে কালাতীতে যাইতে উচিত ॥
 দশদণ্ড নিশা যবে উত্তীর্ণ হইবে ।
 পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে ॥

শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্বজন ।
 সেই কালে শিষ্যসহ যাবে তপোধন ॥
 তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে ।
 যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে ॥
 সন্দেহ ভাজিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই
 অবশ্য যাইতে তথা দেখিবে গৌসাই ॥
 তুর্যোধন নৃপতির নত্ব কথা শুনি ।
 রূপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি ॥
 কোন তার দিলে রাজা এই কোন কথা ।
 তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্বথা ॥
 জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
 দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে ॥
 তৃতীয় তোমার বাক্যে করিব এ কাজ ।
 শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ ॥
 শুনিয়া আনন্দমতি রাজা তুর্যোধন ।
 সবাক্ষবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন ॥
 বহুবিধ বিনয় করিল সর্বজনে ।
 সেই মতে সাদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে ॥
 বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন ।
 রহিল আনন্দমনে রাজা তুর্যোধন ॥

কাম্যাবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট তুর্য্যাসার
 আগমন ।

বিদায় হইয়া মুনি তুর্য্যোধন-স্থানে ।
 বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিতমনে ॥
 যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে ।
 কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে ॥
 চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর ।
 কাম্যাবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 বহুদিন পরে তারে করিব দর্শন ।
 পরম ধর্ম্মাত্মা তারা ভাই পঞ্চজন ॥
 প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সম্ভাষ ।
 তুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ ॥
 অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে ।
 এতেক বলিয়া মুনি পূর্বদিকে চলে ॥
 জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন ।
 হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্তন ॥

পূর্বদিক সুপ্রসন্ন কৈল কৈলানিধি ।
 কুমুদিনী বিকসিতা দেখিয়া কৌমুদী ॥
 মাধব মাসেতে সিতপক্ষ চতুর্দশী ।
 সেই দিন যাত্রা করে তুর্য্যাসা মহর্ষি ॥
 কৌতুকে পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ ।
 বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া সানন্দ ॥
 অতিক্রান্ত হল ক্রমে যবে অর্দ্ধ নিশি ।
 অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি ॥
 যথায় ধর্ম্মের পুঞ্জ রাজা যুধিষ্ঠির ।
 উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর ॥
 যুধিষ্ঠির শুন তবে মুনি-আগমন ।
 আগুসরি কত দূর যান পঞ্চজন ॥
 তুর্য্যাসা দেখিয়া সবে আনন্দিতমন ।
 সেই মত চলিল যতেক দ্বিজগণ ॥
 চিন্তায়ুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার ।
 এ রাত্রে কি হেতু মুনি করে আগুসার ॥
 বিশেষে তুর্য্যাসা মুনি আর কেহ নয় ।
 অস্পাদোধে মহারোধে করিবে প্রলয় ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা ।
 অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
 দেখিতে দেখিতে তথা আসে মুনিরাজ ।
 সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ ॥
 সমুদ্রে চরণে পড়িলেন দণ্ডবৎ ।
 আদর করেন যেন দেবের সম্মত ॥
 মুনিরে প্রণাম করি ভাই পঞ্চজনে ।
 সেইমত সম্ভাষেন যত শিষ্যগণে ॥
 আছিল রাজার সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ ।
 মুনিরাজে সম্ভাষণ করে সর্বজন ॥
 বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল ।
 জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠেরে আশীর্বাদ দিল ॥
 সমান সমান জনে ধরি দেয় কোল ।
 নমস্কারে আশীর্বাদে হল মহাগোল ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুড়ি দুই কর ।
 বিনয় করেন মুনিরাজ বরাবর ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন ।
 শুনিলারে ইচ্ছা আগমনের কারণ

কোন দেশ হতে আজি হল আগমন ।
 কোন দেশ করিবেন মঙ্গল-ভাজন ॥
 তীর্থ অনুসারে কিম্বা মম ভাগ্যোদয় ।
 বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয় ॥
 মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি ।
 সশিষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়াছিলু আমি ॥
 অনেক করিল সেবা ভাই শত জনে ।
 তোমাতে দেখিতে বড় ইচ্ছা হল মনে ॥
 এ হেতু এখায় এবে করি আগমন ।
 যেমন পাণ্ডব কুরু আমার তেমন ॥
 আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
 পথশ্রমে ক্ষুধার আছি সর্বজন ॥
 রন্ধন করিতে কহ যাহ শীঘ্রগামী ।
 তাবত প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি ॥
 শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয় ।
 মনেতে চিন্তেন আজি না জানি কি হয় ।
 অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ ।
 অনুমতি দিলেন মুনির উপরোধ ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয় ।
 সে কারণে আগমন আমার আশয় ॥
 সন্ধ্যা হেতু গতি এবে কর মহাশয় ।
 করিব যে কিছু মম ভাগ্যোদয়ে হয় ॥
 তবে মুনি চলিলেন সহ শিষ্যগণে ।
 প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে ॥
 চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে ।
 দ্রোপদীকে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে ॥
 ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রোপদী শুনিল ।
 উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল ॥
 কৃষ্ণ বলে যেই কথা কৈলে মহাশয় ।
 হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয় ॥
 সশিষ্য অতিথি হল উগ্রতপা ঋষি ।
 আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি ॥
 রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে ।
 দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলে ।
 মুনি-ক্রোধানলে আজি সবে দগ্ধ হইলে ॥

কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে ।
 দুর্ক্সসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে ॥
 দ্রোপদী কহিল এ কি দৈবের সংযোগ ।
 আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ ॥
 সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হত মহারাজ ।
 দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ ॥
 আমা সবা হতে কিছু নহে প্রতীকার ।
 কেবল কারণ কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার ॥
 তবে ত দ্রোপদী দেবী ভাবে মনোমন ।
 কৃষ্ণ বিনা এ সময়ে রাখে কোন জন ॥
 হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু জগতের পতি ।
 রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডব-সারথি ॥
 তুমি যদি এইবার করহ রক্ষণ ।
 নতুবা পাণ্ডব-বংশ হইল নিধন ॥
 এমত দ্রোপদী দেবী অলক্ষণ ভাবে ।
 যুধিষ্ঠিরে কহে দেবী কহ কিবা হবে ॥
 বড়ই অনর্থ হল দুর্ক্সসাগরমণে ।
 বুঝিলাম রক্ষা নাহি শুনহ রাজনে ॥
 দ্রোপদীর মুখে রাজা শুনিয়া বচন ।
 জ্ঞানহত যুধিষ্ঠির হইল তখন ॥
 হেঁটমুখে বসি রাজা ভারিতে লাগিল ।
 দুর্ক্সসার ক্রোধে বুঝি সকলি মজিল ॥
 এ সময় কৃষ্ণ বিনা কে করে তাঁরণ ।
 ভকতের নাথ কৃষ্ণ পতিত-পাবন ॥
 কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
 পার কর জগন্নাথ বিপদসাগরে ॥
 পার কর শ্রীগোবিন্দ মোরে মহাশয় ।
 রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয় ॥
 তোমা হেন আছে যার মহারত্ননিধি ।
 এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি ॥
 তোমাতে পাণ্ডববন্ধু বলি লোকে কয় ।
 সে কথা পালন কর ওহে দয়াময় ॥
 কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া ।
 ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া
 তথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে ।
 শয়ন করিয়াছেন কৃষ্ণগীর ঘরে ॥

ব্যগ্র হয়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ ।
 বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত ॥
 রহিতে নাহিক শক্তি ভক্তদুঃখ জানি ।
 ব্যস্ত হয়ে উঠিলেন দেব চক্রপাণি ॥
 চিন্তাশ্রিত অত্যন্ত করেন ছটফট ।
 রুগ্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট ॥
 চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ ।
 হেন বুঝি কোথা যাবে হইয়াছে মন ॥
 অরণ্যে দ্রোপদী সখী আছয়ে যথায় ।
 অকস্মাৎ মনে হল বুঝি অভিপ্রায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণপ্রিয়তমা ।
 অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা ॥
 ভক্তাধীন কারি মোরে সৃজিল বিধাতা ।
 আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা ॥
 মম ভক্তজন যথা তথা থাকে সুখে ।
 আমিহ তথায় থাকি পরম কোতুকে ॥
 মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায় ।
 সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
 সে কারণে ভক্তদুঃখ খণ্ডাই সকল ।
 নহিলে কি হেতু নাম ভকতবৎসল ॥
 আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির ।
 বিপদসাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির ॥
 দুঃখ পেয়ে বলি ডাকে কোথা জগন্নাথ ।
 বাজিল অন্তরে সেই করাতের ঘাত ॥
 যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন ।
 ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন ॥
 এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি ।
 এত শুনি কহেন রুগ্মিণী ঠাকুরাণী ॥
 তোমায় একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে ।
 সর্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥
 বিশেষ করিল বশ দ্রুপদের সুতা ।
 তোমার বাসনা সর্বকাল থাক তথা ॥
 এখন রজনীকালে উচিত না হয় ।
 সে কারণে নিবেদন করি মহাশয় ॥
 যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয় ।
 যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময় ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন সত্য কহিলে যে তুমি ।
 ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি ॥
 সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
 আমার গমন তবে কোন প্রয়োজন ॥
 এত বলি করিলেন গরুড়ের স্মরণ ।
 আইল স্মরণমাত্রে বিনতানন্দন ॥
 বসিল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ ।
 সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড়হাত ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্যাকবনে
 আগমন ।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ ।
 কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলে স্মরণ ॥
 কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন ।
 শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখা পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 বসতি করেন যথা করিব গমন ॥
 এত বলি খগোপরে করি আরোহণ ।
 নিমিষেকে উপনীত যথা কাম্যবন ॥
 এথায় ভাবিতচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ।
 হেনকালে আসিলেন হরি খগাসন ॥
 যুধিষ্ঠির শুনি তবে কৃষ্ণ আগমন ।
 পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন ॥
 ব্যগ্র হয়ে কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে ।
 নিকটেতে পাইলেন দৈবকীনন্দনে ॥
 আনন্দ বাড়িল তার নাহিক অবধি ।
 দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন-নিধি ॥
 চিরদিন-সমাগমে দেন আশীর্জন ।
 আনন্দসলিলে পূর্ণ হইল লোচন ॥
 পূর্ণ করি মানিলেন মন অভিলাষ ।
 অশ্রু অন্য সর্বজনে করিল সন্তাষ ॥
 গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার ।
 যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণ কি কহিব আর ॥
 কহিতে বদনে মম নাহি ক্ষুরে ভাং ।
 এত রাত্রে শিষ্য সহ অতিথি কুর্কাসা ॥

প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ ।
 উপায় করিতে শক্ত নহে কোন জন ॥
 সবংশে মজিনু আমি বুঝি অভিপ্রায় ।
 কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায় ॥
 তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই ।
 আত্ম-নিবেদন এই কহিলাম ভাই ॥
 রাখিবে রাখহ নহে যাহা মনে লয় ।
 বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥
 যুধিষ্ঠির এত যদি কহে নারায়ণে ।
 গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে ॥
 শিষ্যগণ সহ মুনি আশ্রুক হেথায় ।
 সবাঞ্চারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥
 এত বলি আনন্দিত করিয়া ধর্ম্মমণি ।
 ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী ॥
 কৃষ্ণে দেখি দ্রোপদীর পূরে অভিলাষ ।
 বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ ॥
 ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী ।
 দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি ॥
 কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান
 দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
 শিষ্য দুর্কাসা মুনি অতিথি আপনি ।
 উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছু ।
 ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাঁই দেহ কিছু ॥
 বিলম্ব না সহে মোরে অন্ন দেহ আনি ।
 পশ্চাৎ করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
 কৃষ্ণ বলে জানি নিজে সব সমাচার ।
 আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আমার ॥
 অন্ন দিতে আমি যদি হতম ভাজন ।
 ঘোর অঙ্ককারে নাহি হত আগমন ॥
 হল করি কহ কথা জানিয়া সকল ।
 বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্মফল ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তলু দয় ।
 পাইলে উত্তম পরিহাসের সময় ॥
 কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন ।
 উঠ উঠ বিলম্বিতে নাহি প্রয়োজন ॥

এত শুনি কহে তবে রূপদত্তনয়া ।
 বুঝিতে না পারি দেব কর কোন মায়া ॥
 যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশি ।
 ভুঞ্জিলেন সেইকালে যত দেব ঋষি ॥
 অবশেষে ছিল কিছু করিনু ভোজন ।
 শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ ॥
 দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হল নিশি ।
 কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্যনিবাসী ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনী শুন বলি ।
 অবশ্য আছে কিছু দেখ পাকস্থলী ॥
 রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছেয় ।
 অন্পেতে হইব তৃপ্ত কিছু হলে হয় ॥
 আলস্য ত্যজিয়া উঠ করহ তল্লাস ।
 বিলম্ব না সহে আর ছাড় উপহাস ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী ।
 দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি ॥
 আনিয়া দ্রোপদী কহে দেখ জগন্নাথ ।
 দেখিয়া কোতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥
 শাকের সহিত এক অন্নমাত্র ছিল ।
 ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল ॥
 ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর ।
 জলপান করিলেন ভরিল উদর ॥
 কোতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ ।
 উদ্যার করিয়া দেন উদরেতে হাত ॥
 দ্রোপদীকে কহিলেন মোর ক্ষুধা গেল ।
 আজিকার ভোজনেতে মহাতৃপ্তি হল ॥
 ইহা বলি পুনঃপুনঃ তুলেন উদ্যার ।
 ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার ॥
 সর্বভূতে আত্মরূপে যেই নারায়ণ ।
 তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥
 হেথায় দুর্কাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ ।
 বুঝিতে না পারে কিছু ইহার কারণ ॥
 উদর পূরিল মন্দানলে সবাঞ্চার ।
 সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্যার ॥
 বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ ।
 নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ ॥

মুনি বলে শুন শুন সব শিষ্যগণ ।
 বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
 অকস্মাৎ হল দেখ উদর আধ্যান ।
 পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ ॥
 অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে ।
 পথশ্রমে এমন কি পারিবে হইতে ॥
 শিষ্যগণ বলে যাহা কৈলে মহাশয় ।
 আমা সবাংকার মনে হইল বিস্ময় ॥
 সন্ধ্যা হেতু যায় মুনি প্রভাসের জলে ।
 শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে ॥
 অকস্মাৎ এই মত হল সবাংকার ।
 উদর পূরণে ঘন উঠে ধূমোদ্ধার ॥
 অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন ।
 কেহ না কহিল কারে লজ্জার কারণ ॥
 মুনি বলে মহাশ্রম্যে ডুবে মম মন ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ ॥
 যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে ।
 রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে ॥
 সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ ।
 কোন লাঞ্জে তারে গিয়া দেখাব বদন ॥
 বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার ।
 শিষ্যগণ বলে প্রভু কি কহিব আর ॥
 আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ
 উঠিতে শক্তি নাহি কে করে ভোজন ॥
 ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া প্রত্যাষে ।
 অতিথি হইয়া যাব পাণ্ডব সকাশে ॥
 ইহার উপায় আর নাহি মহাশয় ।
 মুনি বলে এই কথা মম মনে লয় ॥
 বঞ্চিত রজনী আজি প্রভাসের কূলে ।
 যে কিছু কর্তব্য কালি উঠিয়া সকালে ॥
 এত বলি সবে তবে করিল শয়ন ।
 জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকীনন্দন ॥
 কৃষ্ণ সহ যান কৃষ্ণ যথা যুধিষ্ঠির ।
 সবার সম্মুখে কহে দেব যজুবীর ॥
 শুন শুন ধর্মরাজ করি নিবেদন ।
 দ্রোপদী প্রস্তুত কৈল করিয়া রন্ধন ॥

সকল সম্পূর্ণ হইল বিলম্ব কি আর ।
 ভীমেরে করহ আজ্ঞা মুনি ডাকিবার ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পাণ্ডব নন্দন ।
 আশ্চর্য্য তখন রাজা ভাবে মনে মন ॥
 প্রস্তুত হইল সব কারণ জানিল ।
 মুনিরে ডাকিতে রাজা ভীমে আজ্ঞা দিল ॥
 কতদূরে গিয়া ডাকে পবন নন্দন ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন ভীমের গর্জন ॥
 শীঘ্র এস মুনিগণ বিলম্বে কি কাজ ।
 প্রস্তুত হয়েছে সব ডাকে ধর্মরাজ ॥
 ভীমের পাইয়া শব্দ যত মুনিগণ ।
 শীঘ্রগতি মিলি সবে তুর্কাসারে কন ॥
 শুন শুন ডাকে অই পবননন্দন ।
 ইহার উপায় মুনি কি হবে এখন ॥
 এই রাত্রে যদি সবে করিব ভোজন ।
 চলিতে নহিবে শক্তি হইবে মরণ ॥
 নাহি গেলে মহাবীর আসিবে হেথায় ।
 মনেতে ভাবিয়া মুনি করহ উপায় ॥
 তুমি না করিলে ত্রাণ কে করিবে আর ।
 পলাইতে শক্তি নাই তুমি কর পার ॥
 সকলে পাইল ভয় যত ঋষি মুনি ।
 অন্তরে জপেন নাম রাখ চক্রপাদী ॥
 উদর হয়েছে ভারি উঠিছে উদ্ধার ।
 এসময়ে যজুনাথ সবে কর পার ॥
 এইমত বলু স্তব কৈল সর্বজন ।
 ভীমেরে ডাকেন কৃষ্ণ শুনহ বচন ॥
 পথশ্রমে নিদ্রায় আছেন মুনিগণ ।
 নিদ্রাভঙ্গ নাহি কর পবননন্দন ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা পবননন্দন ।
 তথা হতে ধর্ম কাছে আসে ততক্ষণ ॥
 অনন্তর মিষ্টবাক্যে কহে জগন্নাথ ।
 আনন্দেতে যাহা নিদ্রা পাণ্ডবের নাথ ॥
 মুনির কারণে মনে না করিহ ভয় ।
 আজি না আসিবে মুনি জানিহ নিশ্চয় ॥
 স্নান দান করি কালি প্রভাসের কূলে ।
 ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে ॥

শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন ।
 ধর্ম বলেন বিলম্ব তাই এতক্ষণ ॥
 তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন কর্ম ।
 পাণ্ডবকুলের আজি হল পুনর্জন্ম ॥
 বিস্তর कहিয়া আর নাহি প্রয়োজন ।
 সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ ॥
 না জানি পূর্বেতে কত করিলু কুকর্ম ।
 সে কারণে দুঃখে দুঃখে গেল মম জন্ম ॥
 প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক ।
 অল্পকালে পিতা মম গেল পরলোক ॥
 গোঁয়াইলু সেই কাল পরের আলয় ।
 দুঃখ না জানিলু অতি অজ্ঞান সময় ॥
 তদন্তরে দুষ্কবুদ্ধি দিলেক যত্নণা ।
 জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদূর-মন্ত্রণা ॥
 বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে ।
 আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে ॥
 এ সব সঙ্কট হতে তুমি মাত্র ত্রাতা ।
 এমন সংযোগ আনি করিল বিপাতা ॥
 রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্বধর্মো ।
 বিধির নিমুক্ত এই পূর্বমত কর্মো ॥
 সবে মাত্র পূর্ববংশে ছিল উগ্রতপা ।
 কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা ॥
 এতেক কহেন যদি ধর্মের নন্দন ।
 অনন্তরে कहিলেন দেব নারায়ণ ॥
 শুন ধর্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 कहিলে যতেক কথা সব আমি জানি ॥
 পাইলে যতেক দুঃখ অন্যথা না হয় ।
 কিন্তু তুমি ধর্ম নাহি ত্যজ মহাশয় ॥
 তুমি যে कहিলে আমি হীন সর্বধর্মো ।
 পৃথিবী পবিত্র হল তোমার সুকর্মো ॥
 দান ধর্মো রাজনীতে এ তিন ভুবনে ।
 আছেয়ে তোমার তুল্য নাহি লয় মনে ॥
 দুর্বলের বল ধর্ম আমি জানি ভালে ।
 এই দুঃখ তোমার খণ্ডবে অল্পকালে ॥
 অধর্মী আমার সুখ কভু সিদ্ধ নয় ।
 জোয়ারের জল প্রায় সৎকাল রয় ॥

মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন ।
 মহাক্ষে মোরে নাহি ছেড়ো কদাচন ॥
 এত বলি জনার্দন লইয়া বিদায় ।
 গরুড় উপরে চড়ি যান দ্বারকায় ॥
 কৃষ্ণেরে বিদায় করি তাই পঞ্চ জন ।
 হৃষ্টমনে সবে তবে করেন শয়ন ॥

দুর্কাসার পারণ । (২২)

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্মের নন্দন ।
 নিত্য কৈল নিয়মিত কর্ম সমাপন ॥
 দুর্কাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন ।
 নানা কার্যে নানা স্থানে ধায় সর্বজন ॥
 ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে ।
 ভীমার্জুন দৌহে যান মৃগয়া কারণে ॥
 মান করি আসিলেন দ্রুপদনন্দিনী ।
 আনন্দ বিধানে পূজে দেব দিনমণি ॥
 নানা দ্রব্য কৌতুকে আনিল সর্বজন ।
 দ্রুপদনন্দিনী গেল করিতে রন্ধন ॥
 যথায় রন্ধন করে দ্রুপদনন্দিনী ।
 সত্বর তথায় আসিলেন ধর্মমণি ॥
 কহেন মধুরবাক্যে ধর্মের নন্দন ।
 শীঘ্রগতি গুণবতি করহ রন্ধন ॥
 আজিকার দিন যদি যায় ভাল মতে ।
 তবে জানি কিছুকাল বাঁচিব জগতে ॥
 মহোত্র দুর্কাসা থাকি সর্ব লোকে বলে ।
 সংসার দহিতে পারে কোপের অনলে ॥
 মান করি অবিলম্বে আসিবে সেজন ।
 সংহতি করিয়া যত শিষ্য তপোধন ॥ *
 স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন-পান ।
 তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ ॥
 এই হেতু চিন্তা বড় হয় মোর মনে ।
 যা করিতে পার কৃষ্ণ আপনার গুণে ॥
 তোমা হতে সঙ্কটেতে সবে সদা তরি ।
 তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী ॥
 তোমার যতেক গুণ না হয় বর্ণনা ।
 কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা পাণ্ডবের সন্তাননা ॥

আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ ছিল যত দায় ।
 এখন করহ তুমি উচিত যে হয় ॥
 কৃষ্ণ বলে মহারাজ করি নিবেদন ।
 অঙ্গ কার্যে এত চিন্তা কর কি কারণ ॥
 ধর্মপথ-মত যদি আমি হই সতী ।
 একান্ত আমার যদি ধর্ম থাকে মতি ॥
 সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে ।
 দশ লক্ষ হলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে ॥
 চিন্তা না করহ কিছু ইহার কারণ ।
 এই দেখ মহারাজ করি হে রন্ধন ॥
 যাহ শীঘ্র শিষ্য সহ আন মুনিবর ।
 শুনি রাজা যথিষ্ঠির হরিষ অন্তর ॥
 হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে ।
 করিল আফ্রিক জপ প্রভাসের জলে ॥
 সেই মত কৈল যত শিষ্যের সমাজ ।
 হেনকালে সবে ডাকি কহে মুনিরাজ ॥
 সবে জান কালি যেকুহিনু ধর্মরাজে ।
 অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি সেই কাজে ॥
 চল শীঘ্র সেইস্থানে যাব সর্বজন ।
 করিব ধর্মের প্রতি শাস্তি আচরণ ॥
 এত বলি শিষ্য সহ চলে মুনিরাজ ।
 শুনিয়া আনন্দমতি পাণ্ডব-সমাজ ॥
 আগুসরি কত দূর সর্বজন আসি ।
 সাদরে সশিষ্য চলিলেন মহাশ্রমি ॥
 অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চ জনে ।
 বসাইল মৃগচর্ম্ম কুশের আসনে ॥
 সুশীতল জল আনি ধর্মের নন্দন ।
 কোতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ ॥
 আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে ।
 সেই পাদোদক আনি পরম সাদরে ॥
 পান করি বন্দনা করেন সবে শিরে ।
 তবে ধর্ম নৃপবর কহে ধীরে ধীরে ॥
 নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি ।
 পাইলাম আজি যত্ব বিনা রত্ননিধি ॥
 সুপ্রভাত হল মোর আজিকার নিশি ।
 রূপা করি আসিলেন নিজে মহাশ্রমি ॥

পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান ।
 নহিল না হবে হেন করি অনুমান ॥
 তপস্যা করিল পূর্বে পিতামহগণ ।
 যে কিছু আমার আর পূর্ক উপার্জন ॥
 রূপা কর আমারে সে কলে সর্বজনে ।
 নহিলে অধম আমি তরি কোন গুণে ॥
 যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন ।
 তুষ্ট হয়ে বলে তবে মহা-তপোধন ॥
 শুন ধর্ম্মভূত যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 আপনারে না জানিয়া কহ কেন বাণী ॥
 তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান ।
 পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান ॥
 ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুধীর ।
 সমুদ্র সমান অতি গুণেতে গভীর ॥
 অসার সংসার এই সারমাত্র ধর্ম্ম ।
 তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম ॥
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা ।
 তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা ॥
 সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগ ধর্ম্ম ।
 সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম ॥
 তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান ।
 সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥
 সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য ।
 পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য ॥
 তোমার বংশেতে যত মহারাজ ছিল ।
 ধার্ম্মিক তোমার তুল্য নহিবে নহিল ॥
 কহিলাম সত্য এই লয় মম মন ।
 বসুমতীপতি-যোগ্য তুমি হে ভাজন ॥
 এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ ।
 তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ ॥
 কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ ।
 সম্প্রতি তোমার ঠাই পাইলাম লাজ ॥
 কহিয়া তোমাতে এথা করিতে রন্ধন ।
 সন্ধ্যা হেতু প্রভাসেতে গেহু সর্বজন ॥
 সায়ংসন্ধ্যা জপ আদি যে কিছু আছিল ।
 ক্রমে ক্রমে সর্বজন সমাপ্ত করিল ॥

পথশ্রমে উঠিবারে শক্তি কারো নাই ।
 জালশ্রুতে শয়ন করিল সেই ঠাই ॥
 আসিতে না পারে কেহ এই সে কারণ ।
 তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন ॥
 ক্ষুধার্ত আছয়ে সবে করিবে ভোজন ।
 স্নান করি গিয়া যদি হইল রক্ষন ॥
 ধর্ম বলে কালি মম দূরদৃষ্টি ছিল ।
 সে কারণে সবাকারে আদ্য হইল ॥
 হইল আমার যদি সুকর্মের লেশ ।
 তবে মহামুনি আসি করিলে প্রবেশ ॥
 দেবের দুর্লভ হয় তব আগমন ।
 অঙ্গ ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন ॥
 মম শক্তি অনুকূপ অন্ন জল স্থল ।
 তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল ॥
 এত বলি মহানন্দে উঠি ধর্মপতি ।
 নিকটে ডাকেন ভীমার্জুন মহামতি ॥
 আজ্ঞা দেন ধর্মসুত করিবারে স্থান ।
 শ্রুতমাত্র ছুই ভাই হল সাবধান ॥
 নানা দিকে স্থান করি দিল অন্ন জল
 নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল ॥
 আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুই জনে ।
 শীঘ্রগতি জানাইল ধর্মের নন্দনে ॥
 ধর্ম বলে অবধান কর মুনিরাজ ।
 অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ ॥
 হইবে রৌদ্রের তেজ হলে অতি বেলা ।
 বিধাতা নিযুক্ত করিলেন রক্ষতলা ॥
 মুনি বলে যুধিষ্ঠির তুমি সাধু জন ।
 অট্টালিকা হতে ভাল তোমার আশ্রম ॥
 কদর্য স্থানেতে যদি সাধুজন রয় ।
 স্বর্গের সমান তাহা বেদে হেন কয় ॥
 এত বলি মহানন্দে উঠে মুনিবর ।
 আনন্দ বিধানে বসে সহ শিষ্যবর ॥
 বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্যস্থান ।
 যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান ॥
 অন্ন পরিবেশনাদি করে সবে আনি ।
 বাড়িয়া ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী ॥

সবে অতি শীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চ জন ।
 যেই যাহা চাহে তাহা দেন সেইক্ষণ ॥
 অপকূপ দেখ তার দৈবের কারণ ।
 একবার এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন ॥
 আপনার ইচ্ছাবশে যত করে ব্যয় ।
 সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয় ॥
 স্থানে স্থানে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
 ভোজন করেন সবে বড় কুতূহলী ॥
 না জানি খায় বা কত দেয় কত আনি ।
 খাও খাও বলে সবে এই মাত্র শুনি ॥
 অবিলম্বে তাহা পায় যাহা অভিলষী ।
 ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী ॥
 অনন্তরে উঠি সবে করে আচমন ।
 সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্বজন ॥
 দুর্দাসা বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান ।
 নাইল নহিবে আর তোমার সমান ॥
 এমন প্রকার যদি প্লাই বনবাস ।
 তবে আর কিবা কার্য্য স্বর্গে অভিলষ ॥
 তোমার ভ্রাতারা সবে মহা গুণবান ।
 দ্রুপদনন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান ॥
 ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলান আমি ।
 এই মত নিরন্তর হবে তুষ্ট তুমি ॥
 কদাচিত চিন্তা কিছু না করিহ মনে ।
 খণ্ডবে তোমার দুঃখ অতি অঙ্গাদিনে ॥
 তোমারে দিলেক দুঃখ যাহার মন্ত্রণা ।
 মজিবে তাহার বংশ পাইয়া যন্ত্রণা ॥
 কহিলাম ধর্মপুত্র মিথ্যা নহে বাণী ।
 দ্রৌপদী দেখহ এই লক্ষ্মী স্বকপিণী ॥
 বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন ।
 শুনিয়া কহেন তবে ধর্মের নন্দন ॥
 সফল এ জন্ম কর্ম মানিনু আপনি ।
 যাহে এত রূপা কর রূপাসিদ্ধি মুনি ॥
 মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে ।
 কদাচিত বিচলিত নহি সত্যপথে ॥
 দুর্দাসা বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান ।
 পৃথিবীতে নাহি আর তোমার সমান ॥

সত্য করি কহি কথা শুন দিয়া মন ।
 যবে গিয়াছিনু আমি হস্তিনা-ভুবন ॥
 সেবাতে করিল বশ রাজা তুর্ঘ্যোধন ।
 এথায় আসিতে মোরে কহে পুনঃপুনঃ ।
 নিয়ম করিয়া মোরে পাঠাইল হেথা ।
 দশ দণ্ড রাত্রি পর তুমি যাবে তথা ॥
 মনেতে করিল সেই নিশাকালে গেলে ।
 আত্মী নারিবে সেহ পড়িবে জগ্গালে ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহামুনি ।
 সম্পদ বিপদ মোর দেব চক্রপাণি ॥
 আর এক নিবেদন শুন মহাশয় ।
 তুমি যে আসিলে হেথা মোর ভাগ্যোদয় ॥
 তোমার চরণে যদি থাকে মোর মন ।
 আমাদের করিতে নষ্ট নারে অন্য জন ॥
 এত বলি ধর্মপুত্র নমস্কার কৈল ।
 সন্তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্বাদ দিল ॥
 আর চারি-ভাই তবে বন্দে মুনিরাজে ।
 সেইমত সন্তুষ্ট করে শিষ্যমাঝে ॥
 সবে আশীর্বাদ করি বেদবিধিমতে ।
 তুষ্ট হয়ে সর্বজন চলে পূর্বপথে ॥
 আনন্দিত ভ্রাতৃসহ ধর্মের কুমার ।
 তুর্ঘ্যোধন পায় ক্রমে সব সমাচার ॥
 পরাণে ক্রান্তর তুষ্টবুদ্ধি ছুরাশয়ে ।
 অসহ্য বজ্রের প্রায় বাঞ্জিল হৃদয়ে ॥
 আহারে অরুচি চিত্ত সতত চঞ্চল ।
 দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীর দুর্বল ॥
 এইকালে তুর্ঘ্যোধন চিন্তাকুল হয়ে ।
 একান্তে বসিল যত পাত্রমিত্র লয়ে ॥
 ত্রিগর্ভ শকুনি কর্ণ দুঃশাসন আদি ।
 হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি ॥

তুর্ঘ্যোধনের মনোবৃত্তি অবশ্যে কর্ণের
 প্রবোধ-বাক্য ।

এই মত নরপতি, চিন্তিয়া আকুল-মতি,
 অত্যন্ত উদ্বেগে ব্যগ্র হয়ে ।
 ডাকাইল সর্বজনে, বসিল নিভৃত স্থানে,
 যত পাত্র-মিত্রগণ লয়ে ॥

তুর্ঘ্যোধন হেনকালে, কর্ণের সম্বোধিয়া বলে,
 অবধান কর মোর বোলে ।
 দুঃখের নাহিক ওর, দক্ষ হল তনু মোর,
 অনুক্ষণ চিন্তার অনলে ॥
 বিশেষ তোমরা সবে, মন্ত্রণার অনুভবে,
 যে কিছু করিলে সুবিচার ।
 করিতে আমার হিত, বিধি কৈল বিপরীত,
 এক চিন্তা কৈলে হয় আর ॥
 পুনঃপুনঃ এই মত, উপায় করিনু যত,
 হিংসা হেতু পাণ্ডুপুত্রগণে ।
 পরম সঙ্কট আর, হিতপক্ষ প্রতীকার,
 না জানি করিল কোন জনে ॥
 সকল বালকমিলে, ক্রীড়ার কৌতুককালে,
 ভীমেরে দেখিয়া বলবান ।
 কেহ তারে মহেশ্বক্য, নিবারিতে প্রতিপক্ষ,
 কালকূট করাইল পান ॥
 বান্ধি হস্ত পদ গলে, ফেলিল গভীর জলে,
 দৈবযোগে গেল রসাতল ।
 কেবা দিল প্রাণদান, রসকূপ করি পান,
 অমৃত হস্তীর ধরে বল ॥
 অনন্তরে জতুগৃহে, তারে পোড়াইয়া দেহে,
 ভাবিলাম করিব সংহার ।
 বুদ্ধিবলে তাহে তরি, ছুরস্তরাক্ষস মারি,
 পাইল পরম প্রতীকার ॥
 কালকাটি অনায়াসে, গেল পাঞ্চালের দেশে,
 পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে ।
 কি দিব ভাগ্যের লেখা, রূপদ হইল সখা,
 জিনিলেক লক্ষ দণ্ডধরে ॥
 অনন্তরে রাজ্যে আসি, অবনিমণ্ডল শাসি,
 যে কর্ম করিল যজ্ঞকালে ।
 কে তার উপমা দিবে, না হইল না হইবে,
 ক্ষতিমধ্যে ক্ষত্রিয়ের কুলে ॥
 পিতামহ-মুখে শুনি, যত্নকুলে চক্রপাণি,
 পূর্ণব্রহ্ম নিজে অবতার ।
 নৃপতি চরণ ধোতে, নিযুক্ত করিল তাতে,
 হেন জন যজ্ঞেতে ফাহার ॥

হইল এমনি ক্রম, স্থলে হল জলভ্রম,
 তাহাতে ঘটিল যে দুর্দশা ।
 তাহেপেয়েঅপমান,বাঞ্ছা হল ত্যজি প্রাণ,
 সেই দুঃখে খেলাইল পাশা ॥
 হারিলেক রাজ্য ধন, দাসত্ব করিল পণ,
 তাহে জয় হইল আমার ।
 অন্ধরাজ-বুদ্ধিদোষে,আপনার ভাগ্যবশে,
 যাজ্ঞসেনী করিল উদ্ধার ॥
 সবে মিলি পুনর্ব্বার, মন্ত্রণা করিয়া সার,
 বানবাস কৈলু নিকৃপণ ।
 না পাইল কোন দুঃখ,বনেন্তারনানাসুখ,
 স্বর্গে যেন সহস্রলোচন ॥
 হিড়িম্বাদি জটাসুরে, মুহূর্ত্তেকে যমপুরে,
 পাঠাইল করিয়া বিক্রম ।
 ভীমসেন শত্রুগণে, নিপাত করিল রণে,
 অনায়াসে না জানিল শ্রম ॥
 একা পার্থ মহাবল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,
 জিনিবারে হইল ভাজন ।
 দ্বিতীয় বিক্রম সীমা,ভীমপরাক্রম ভীমা,
 যার নামে সতয় শমন ॥
 মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সম, অশ্রমেয় পরাক্রম,
 মাদ্রীপুত্র যুগল বিশেষে ।
 আর একঅনুমানি,লক্ষ্মীকৃপা যাজ্ঞসেনী,
 পাইল পাণ্ডব পুণ্যবশে ॥
 তাহার সুকর্ম্ম যত, বিশেষ কহিব কত,
 বলিতে না পারি একমুখে ।
 একদ্রব্য সুসংযোগে,স্বর্গেরঅধিকভোগে,
 বনেতে পাণ্ডব আছে সুখে ॥
 নিত্য নিয়মিত যত, প্রতিদিন শত শত,
 ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন ।
 লক্ষাবধিযত আসে, তারাসব ভাগ্যবশে,
 বিমুখ না যায় কোন জন ॥
 সেদিনহিংসিতেতারে,পাঠাইলুদুর্ভাসারে
 শিষ্য দশ সহস্র সংহতি ।
 শুনিলাম লোকমুখে,ভোজন করিয়ানুখে,
 হুনি গেল আপন বসতি ॥

ইহা পূর্ব্বেকসর্ব্বজনে,গেলাম প্রভাসমান,
 দেখিলু সকল বিদ্যমান ।
 যে কর্ম্ম করিল তার,বুঝিলাম অভিপ্রায়,
 নাহি তার শতাংশে সমান ॥
 তপ জপ যজ্ঞ ব্রত, বল বুদ্ধি ধৈর্য্য যত,
 পাণ্ডবের আছিয়ে সকল ।
 সবাই সমান গুণ, বিশেষত ভীমার্জুন,
 ক্ষিতিমধ্যে দুই মহাবল ॥
 যে কিছু উপায় শেষে,মন্ত্রণারসমাবেশে,
 যদ্যপি না হয় প্রতীকার ।
 বুদ্ধিবলেঅনায়াসে,কালকাটিকোনদেশে,
 আসিয়া দিবেক মহামার ॥
 মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম, যেন মহাকাল যম,
 বারণ করিবে কোন জন ।
 এই চিন্তা অবিরত, কুন্তকার চক্রবর্ত্ত,
 সতত অস্থির মম মন ॥
 অতি সে উদ্বিগ্নমনে,সবার কর বিদ্যামানে,
 কহিল কৌরব অধিপতি ।
 দুর্্য্যোধন মনক্লেশ, জানি হিত উপদেশ,
 সূর্য্যপুত্র কহে মহামতি ॥
 মহারাজ কি কারণে,এতেক উদ্বিগ্নমনে,
 কি হেতু পাণ্ডবে কর ভয় ।
 তোমার নিয়োগবলে,স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে,
 উপমার যোগ্য হেন নয় ॥
 কহিলে যে মহারাজ,পাণ্ডব প্রবলতেজা,
 আসিয়া দিবেক মহামার ।
 বলুদিন তারা আছে,আমরাওআছিকাহে
 হিংসা কবে করিল কাহার ॥
 বনের নিবাস গত, শেষ দিন আছে যত,
 যদ্যপি বঞ্চিবে মহাক্লেশে ।
 কহ কোথা আছেঠাই,লুকাইবে পঞ্চভাই,
 অজ্ঞাতে বঞ্চিবে কোন দেশে ॥
 যতেক নৃপতিচয়, কেবল তোমার ভয়,
 কাছে না রাখিবে কোন জন ।
 পাঠাইব চরগণে, নগর পর্ব্বত বনে,
 খুঁজিলে পাইব দরশন ॥

আছে পূর্ব নিকূপণ, দ্বাদশ বৎসর বন,
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত বৎসর ।

এতকযেকালান্তরে কেবাজীয়েকেবামরে,
চিরজীবী নহে কোন নর ॥

শুভ ভাগ্যবশে যদি, বঞ্চিয়া অজ্ঞাতবিধি,
আসিবেক যখন সকল ।

বনবাস মহাকষ্ট, চিন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট,
শক্তিহীন হইবে দুর্বল ॥

তখন কারব ক্রম, প্রকাশিয়া পরাক্রম,
স্বকার্য সাধিব কুতূহলে ।

নিমেষেক পঞ্চজনে, পাঠাইব যমস্থানে,
তোমার পুণ্যের মহাবলে ॥

আমার বিক্রম জানি, কি কারণে নৃপমণি,
ক্ষুদ্রজনে কর এত ভয় ।

ভীষ্মদ্রোণ অশ্বখামা, সবে অনুগততোমা,
কি করিবে পাণ্ডুর তনয় ॥

এত বলি কর্ণ বীর, হিতপক্ষ নৃপতির,
কহিল শুনিল জ্ঞানবান ।

সূর্য্যপুত্র কহে যত, তাহা নহে অন্য মত,
সবে তাহা করিল প্রমাণ ॥

এই মত সর্ব্বজনে, কহিলেন দুর্ব্বোধনে,
আশ্বাস করিয়া বহুতর ।

শুনিয়া এ সব বাণী, দুর্ব্বোধন মহামানী,
কতক্ষণে করিল উত্তর ॥

বলবুদ্ধি অনুভবে, যে কিছু কহিবে সবে,
অন্তথা না করি কদাচন ।

কিন্তু নহি দীর্ঘজীবী, সর্ব্বদা এ সব ভাবি,
যোগবত চিন্তি অনুক্ষণ ॥

বনের বিচিত্র কথা, শ্রবণে মঞ্জল গাথা,
প্রকাশিল মহামুনি ব্যাস ।

সেই কথা মননুখে, শুনিয়া লোকের মুখে,
পাঁচালি রচিল তাঁর দাস ॥

দুর্ব্বোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রোণদী
হরণে যাত্রা ।

দুর্ব্বোধন কহে সবে কি যুক্তি করিলে ।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে ॥

বিধিকৃত হলে জানি অবশ্যই জয় ।

তিনি না করিলে জানি সব মিথ্যা হয় ॥

সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ ।

নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ ॥

অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য সাধন ।

পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি নির্ব্বন্ধন ॥

কল পায় স্বেবা রাখে বিধাতাতে মন ।

জীবনেতে উপায় করিবে সর্ব্বজন ॥

বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাস তরে ।

অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ-তরে ॥

ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জন ।

কাহার হইবে শক্তি করিবে বারণ ॥

মাতুল ত্রিগুণ্ত তুমি আমি দুঃশাসন ।

মহা শ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥

মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি ।

উদ্বেগ সাগর হতে অনায়াসে তরি ॥

কহিলে যতক কথা মনে নাহি লয় ।

পরাক্রমে পাণ্ডবেরে কে করিবে জয় ॥

সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন ।

আনিব দ্রুপদমুতা করিয়া হরণ ॥

দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ ।

অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥

বুদ্ধিবল করি যদি তাহাকে হরিবে ।

নিশ্চয় দেখিবে তবে পাণ্ডব মরিবে ॥

সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত ।

গুপ্তবেশে সেইস্থানে যাক জয়দ্রথ ॥

বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি ।

প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী ॥

লুকায়ে রাখিবে ক্লম্য অতি গুপ্তস্থানে ।

খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধান ॥

ক্লম্যার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক ।

এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ ॥

নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য যুচিবে জঞ্জাল ।

নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল ॥

তোমা সবারকার যদি হয় ত সম্মতি ।

তবে সে কর্তব্য এই লয় মম মতি ॥

কহিল এতেক যদি কৌরব প্রধান ।
 প্রণতসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥
 ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার ।
 করিলে যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার ॥
 অবশ্য কর্তব্য এই সবাকার মত ।
 গুপ্তবেশে সেইস্থানে যাক জয়দ্রথ ॥
 ভুক্তমতিগণ যদি এতেক কহিল ।
 শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হল ॥
 তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য়োধন ।
 তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
 সাবধান হয়ে তুমি রবে চূড়ামণি ।
 বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥
 এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর ।
 কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর ॥
 তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন ।
 কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ যেমন ॥
 দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব ।
 শতাংশে সমান তার নহি মোরা সব ॥
 বিশেষে আপনি মনে কর অবধান ।
 গন্ধর্ব্ব-সমরে একা পার্থকৈল ত্রাণ ॥
 জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে ।
 কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
 যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন ।
 নিমিষেকে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ ॥
 বিশেষ ঝপদসুতা লক্ষ্মী অবতার ।
 মহাবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাহার ॥
 একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা ।
 সে কেন করিবে হেন ছরন্ত প্রত্যাশা ॥
 জয়দ্রথ-মুখে তবে এই বাক্য শুনি ।
 বিনয় পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি ॥
 কহিলে যতেক কথা আমি সব জানি ।
 পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী ॥
 কি ছার কৌরবসেনা কর্ণ গণি কিসে ।
 অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে ।
 একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন ।
 সুরাসুর নাগ নরে সম কোন জন ॥

সুযুক্তি করেছি এই শুন দিয়া মন ।
 আনিবে ঝপদসুতা করিয়া গোপন ॥
 নিকটে নিকটে সদা রবে সাবধানে ।
 অতি সজ্ঞোপনে যেন কেহ নাহি জানে ।
 স্নান দানে সবে যবে যাবে চারিভিত ।
 সেইকালে সেইস্থানে হবে উপনীত ॥
 হরিয়া ঝপদসুতা প্রকার বিশেষে ।
 যত্ন করি লুকাইবে অতি দূরদেশে ॥
 খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায় ।
 তার শোকে পাণ্ডবেরা মরিবে নিশ্চয় ॥
 সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট ।
 নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট ॥
 তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য ।
 সহায় সম্পদ তুমি তুমি সে সপক্ষ ॥
 বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন ।
 অমূল্যে কিনিলে তুমি রাজা দুর্য়োধন ।
 পুনঃপুনঃ কহে রাজা মৃদু মৃদু ভাষ ।
 শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ ॥
 কি কারণে এত কথা কহ নরপতি ।
 অবশ্য পালিব আমি তব অনুমতি ॥
 এই আমি চলিলাম কাম্যকানন ।
 প্রাণপণে সম্পাদিব তব প্রয়োজন ॥
 এত শুনি ভুক্ত হল প্রধান কৌরব ।
 সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব ॥
 সবে সম্ভাষিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে ।
 চালাইয়া দিল কাম্যকাননের পথে ॥
 যাইতে যাইতে রথে করিল বিচার ।
 রাজার সাহসে আজি কৈল অঙ্গীকার ।
 পড়িলে ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার ।
 ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার ॥
 এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার ।
 চৌর্য্য বিনা কার্য্যসিদ্ধি নহিবে আমার ॥
 এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুলমনে ।
 উপনীত হল গিয়া মহাঘোর বনে ॥
 ছদিকে কানন-শোভা মধ্য দিয়া পথ ।
 নানাবর্ণ সুবাসিত পুষ্প শত শত ॥

বিবিধ কুসুমে দেখে শোভিয়াছে বন ।
 মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ ॥
 বিবিধ অনেক শোভা দেখিয়া কাননে ।
 কাম্যাবন নিকটে আইল কত দিনে ॥
 নন্দনকানন তুল্য দেখে কাম্যাবন ।
 অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ ॥
 স্থানে স্থানে দেখে কত দেবের আশ্রম
 বিবিধ বিহঙ্গবর করে নানাক্রম ॥
 হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ ।
 উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চ জন ॥
 তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ ।
 ছিদ্ৰ চাহি থাকে বীর নিরখিয়া পথ ॥
 শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয় ।
 নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয় ॥
 হেন মতে তথা রহে হইয়া গোপন ।
 এক দিন শুন রাজা দৈবের ঘটন ॥

দ্রৌপদী-হরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্রথের
 অপমান ।

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটনে ।
 জয়দ্রথ গুপ্তভাবে রহে কাম্যাবনে ॥
 উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই দুই জন ।
 রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন ॥
 মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয় ।
 স্নান হেতু যান ক্রমে ত্রিপ্র সমুদয় ॥
 পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিন জন ।
 বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন ॥
 জয়দ্রথ দেখে শূন্য হইল মন্দির ।
 জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর ॥
 কুঁড়ের ছ্যারে গিয়া রাখিলেক রথ ।
 শূন্যালয় দেখি আনন্দিত জয়দ্রথ ॥
 রথ হতে ভূমিতলে নামে মহাবীর ।
 কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির ॥
 মনেতে জানিল এই অপূর্ব অতিথি ।
 পূজা হেতু চিন্তা তার করে গুণবতী ॥
 শূন্যালয় তথা আর নাহি কোন জন ।
 আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন ॥

পাদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল ।
 জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল ॥
 কোথা হতে এলে এবে যাবে কোনদেশে ।
 এবনে আসিলা কোন প্রয়োজনোদ্দেশে ॥
 জয়দ্রথ বলে আর নাহি কোন কাজ ।
 ভেটিবারে আসিলাম ধর্ম মহারাজ ॥
 একমাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন ।
 কহ দেখি কোথা গেল ধর্মের নন্দন ॥
 কোন কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয় ।
 ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয় ॥
 কৃষ্ণা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ ।
 মাদ্রীপুত্রদ্বয় গেল সহ ধর্মরাজ ॥
 ভীমার্জুন গেল বনে মৃগয়া কারণে ।
 মুহূর্ত্তে এখনি সবে আসিবে এখানে ॥
 দ্রৌপদীর মুখে শুনি এসব বচন ।
 দুই জয়দ্রথের হল সচঞ্চল মন ॥
 বিচার করিল মনে সবে দূরে গেল ।
 উচিত সময় মোর বিধাতা মিলাল ॥
 চতুর্দিকে চাহে কেহ নাহিক কোথায় ।
 চঞ্চল হইয়া বীর ঘন ঘন চায় ॥
 নিকটে আছিল কৃষ্ণা তুলি নিল রথে ।
 শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥
 কৃষ্ণা বলে দুই কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার ।
 বুঝিলাম কাল পূর্ণ হইল তোমার ॥
 বড় বংশে জনমিয়া কর নীচ কর্ম্ম ।
 মুহূর্ত্তে এখনি তার কলিরেক ধর্ম্ম ॥
 যাবৎ পুরুষসিংহ ভীম নাহি দেখে ।
 প্রাণ লয়ে যাহ শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
 আরে দুই কি করিলে হলি মতিচ্ছন্ন ।
 নিশ্চয় তোমার কাল হইল সংপূর্ণ ॥
 আরে অন্ধ ভাল-মন্দ জানহ সকল ।
 হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে সুফল ॥
 পরপক্ষ জন যদি আসি করে রণ ।
 সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ ॥
 তোর ক্রিয়া শুনে লোক কর্ণে দেয় কর ।
 হেন দুরাচার তুই অধম পামর ॥

হেনমতে তিরস্কার করে যাজ্ঞসেনী ।
 চোরা নাহি শুনে কভু ধর্মের কাহিনী ॥
 ভাল-মন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে ।
 চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে ॥
 দ্রৌপদী দেখিল তবে পড়িল বিপাকে ।
 গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে ॥
 কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ ।
 সে কারণে হল মম এতেক প্রমাদ ॥
 কোথা গেল মহারাজ ধর্ম-অধিকারী ।
 কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রমে কেশরী ॥
 ভুবনবিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি ।
 তোমার রক্ষিতা জনে হৈল হেন গতি ॥
 পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাবল ।
 দুই জনে আসি দেহ সমুচিত ফল ॥
 তোমরা যে পঞ্চভাই রহিলে কোথায় ।
 জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায় ॥
 শূন্যলয়ে আছি দুই জনিয়া ধরিল ।
 সিংহের বনিতা নিতে শূণ্যলৈ ইচ্ছিল ॥
 সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্তন ।
 আজন্ম জানহ তুমি সবাংকার মন ॥
 কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী ।
 ইহার উচিত ফল লভুক দুর্মতি ॥
 এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই ।
 হেনকালে আশ্রমেতে আসে তিন ভাই ॥
 শূন্যলয় দেখি মনে হইলেন স্তব্ধ ।
 শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ ॥
 ব্যগ্র হয়ে তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে ।
 শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে ॥
 চিন্তাকুল ধায় সবে না দেখেন পথ ।
 দূর হতে দেখিলেন যায় জয়দ্রথ ॥
 আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনেঘন ।
 দূর হতে আশ্বাসিয়া কহে তিন জন ॥
 ভয় নাই ভয় নাই বলেন বচন ।
 হেনকালে দেখে তথা দৈবের ঘটন ॥
 মুগ্ধা করিয়া আসে ভাই দুই জন ।
 সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন ॥

দূর হতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল ।
 উদ্ধার করহ ভীম ডাকে এই বোল ॥
 অর্জুন কহেন ভীম শূনি বিপরীত ।
 হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত ॥
 কি হেতু আসিল কৃষ্ণা নির্জনে কাননে ।
 না জানি হিংসিল আসি কোন দুঃখগণে ॥
 কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্মের তনয় ।
 আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয় ॥
 ভীম বলে এ কথা না লয় মম মনে ।
 কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন-ভবনে ॥
 চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ ।
 সমুচিত ফল দিব জানি নিকপণ ॥
 এত বলি দুই বীর যান বায়ুপ্রায় ।
 শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায় ॥
 হেনকালে দূরে দেখিলেন এক রথ ।
 ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ ॥
 তবে পার্থ মায়াবর করেন স্মরণ ।
 চিন্তামাত্রে রথবর আসিল তখন ॥
 আরোহণ করিলেন দৌহে ছটমতি ।
 চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি ॥
 দেখিল নিকট হল অর্জুনের রথ ।
 প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥
 রথ হতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে ।
 অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে ॥
 দেখিয়া ভীমের মনে হইল সম্ভাপ ।
 রথ হতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ ॥
 অধিক ধাইল দুই অতি চিন্তাকুলে ।
 চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরে তার চুলে ॥
 মুগ্ধের কৃষ্ণিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্রপশু ।
 ক্ষুধিত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্পশিশু ॥
 সেই মত তার চুল ধরিলেন টানি ।
 ক্রোধভরে গেল যথা পার্থ যাজ্ঞসেনী ॥
 কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন ।
 ধীরা হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখ মন ॥
 যেমত তোমাকে দুঃখ দিল দুইমতি ।
 তাহার উচিত ফল যুগে আর লাথি ॥

আছিল মনের ক্রোধ জপদনন্দিনী ।
 সমুদ্রিতে নারে ক্রোধ দহিছে শরাণি ॥
 তাহাতে ভীমের আজ্ঞা লজ্জিতে নারিল ।
 অধর্ম নাহিক ইথে বিচারে জানিল ॥
 তবে ক্লষণ আপনার মনের কৌতুকে ।
 তিন বার পদাঘাত করে তার মুখে ॥
 জয়দ্রথে কহে তবে ভীম মহাবল ।
 অবস্থা ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্মের ফল ॥
 আরে ছুফ্ট থাকে যার জীবনের আশা ।
 সে কি করয়ে হেন দুঃস্থ ভরসা ॥
 এই মুখে ক্লষণ হরি দিয়াছিলি রড় ।
 এত বলি গবি মারে দশটি চাপড় ॥
 বজ্রতুল্য খাইয়া ভীমের করাঘাত ।
 সঘনে কাঁপয়ে যেন কদলীর পাত ॥
 হেনমতে বকোদর মারিল প্রচুর ।
 চূলে ধরি টানি তবে লয় কত দূর ॥
 অনেক নিন্দিল তারে গভীর গর্জনে ।
 পুনশ্চ টানিয়া তারে আনে কতক্ষণে ॥
 মুক্তকেশ ন্যস্তবেশ বহে রক্তধার ।
 কাঁকর হইয়া কান্দে নাহিক নিস্তার ॥
 চূলে ধরি ভূমিতলে ঘষে তার মুখ ।
 দেখি দ্রৌপদীর হৃদে পরম কৌতুক ॥
 পুনঃ পুনঃ প্রহারিল বীর বকোদর ।
 প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর ॥
 মুচ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়ে অচেতন ।
 হেনকালে উপনীত ধর্মের নন্দন ॥
 দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয় ।
 রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্মের তনয় ॥
 কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম ।
 বিশেষে ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম ॥
 ভাল পাইলেক ছুফ্ট সমুচিত ফল ।
 দোষমত ফল দণ্ড হইল সকল ॥
 কিন্তু বধ্য নহে রাখ ইহার জীবন ।
 ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন ॥
 ভগিনী ভাগিনা দৌহে হইবে অনাথ ।
 কান্দিবে সকলে আর সেই জ্যোতিতাত ॥

সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন ।
 ছাড়হ লইয়া যাক্ নিরাজ্জ জীবন ॥
 রাজ-আজ্ঞা লজ্জিবারে নারি বকোদর ।
 জয়দ্রথ এড়ি বীর হইল অন্তর ॥
 কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে সেই মুঢ়মতি ।
 মনে মনে চিন্তা করে পেন্সু অব্যাহতি ॥
 নিঃশব্দে রহিল বীর হয়ে নশ্বরির ।
 ভৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে ।
 কি হেতু মরিতে আইলি এমত সঙ্কটে ॥
 ক্ষণেক না হত যদি মম আগমন ।
 এতক্ষণ যাইতিস শমন-সদন ॥
 পলাইয়া যাহ লয়ে নিরাজ্জ জীবন ।
 কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই ছুফ্ট জন ॥
 সেই সব জনে গিয়া কহিবি সকল ।
 কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল ॥
 আমাকে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট ।
 এই মত সর্বজন হইবেক নষ্ট ॥
 এত বলি আশ্রমেতে যান ছয় জনে ।
 ছুফ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥

জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা ।

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চ জনে ।
 ছুফ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥
 পাঠাইয়া দিল মোরে কোরব-প্রধান ।
 তার কার্য সাধিবারে বিধি হল আন ॥
 কোন লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ ।
 উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ ॥
 এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুঃস্থ ।
 তা সব জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত ॥
 ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল ।
 কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল ॥
 তপোবলে পাণ্ডবেরা হয় বলবান ।
 আমার তপস্তা বিনা গতি নাহি আন ॥
 কঠোর তপস্তা করি শুদ্ধ কলেবর ।
 তপেতে করিব ভুফ্ট দেব মহেশ্বর ॥

প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ ।
 পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ ॥
 তবে যদি কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন ।
 ত্যজিব জীবন করিলাম এই পণ ॥
 এত বলি হিমালয় পর্ব্বতেতে গেল ।
 শুচি হয়ে মন আত্মা সংযত করিল ॥
 নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্রেশ ।
 তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ ॥
 কত দিন বঞ্চিলেন খেয়ে মাত্র ফল ।
 অতঃপর ভুঞ্জে বীর শুধু মাত্র জল ॥
 গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে আলিয়া আগুণি ।
 বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী ॥
 চারি মাস বর্ষাকাল বসি বৃক্ষতলে ।
 মস্তকে পাতিয়া ধরে বরিষার জলে ॥
 শীতেতে শীতল যথা সূর্য্যশীতল নীর ।
 তাহাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে মহাবীর ॥
 তপস্তায় বৎসরেরক করি মহাক্রেশ ।
 কঠোর তপেতে বশ হলেন মহেশ ॥
 জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর ।
 মায়াদেহ ধরে হর বিপ্র কলেবর ॥
 যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি ।
 তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি ॥
 সমাধি করিয়া রাজা আছেয়ে মননে ।
 নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে ॥
 হেনকালে ডাকি তারে বলেন ঈশ্বর ।
 তপস্তা ত্যজহ রাজা মাগ ইচ্ছবর ॥
 এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কোতুকে ।
 অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে ॥
 বিস্মিত হইয়া কহে তুমি কোন জন ।
 মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন ॥
 রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ ।
 তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত ॥
 রূপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ ।
 তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস ॥
 ভক্ত জামি নিজরূপ ধরিলেন হর ।
 ব্রহ্মত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর ॥

কটিতটে কণীরাজ পরা বাঘহাল ।
 শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্গভাল ॥
 নাগযোগ্য উপবীত গলে হাড়মাল ।
 সুচারু চন্দ্রের-কলা শোভিয়াছে ভাল ॥
 বাম করে শোভে শৃঙ্গ দক্ষিণে ডমরু ।
 দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকাম্পতরু ॥
 আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল ।
 দণ্ডবৎ হয়ে তবে পড়ে ভূমিতল ॥
 অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ধরি অভয় চরণ ।
 ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন ॥
 অনাথের নাথ তুমি রূপার নিধান ।
 রূপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ ॥
 মহেশ কহেন রাজা মাগ ইচ্ছবর ।
 শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি ছই কর ॥
 আমারে অনাথ দেখি রূপা কর যদি ।
 জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর রূপানিধি ॥
 এত শুনি শূলপাণি করেন উত্তর ।
 মনোনীত দেখি রাজা মাগ ইচ্ছবর ॥
 জয়দ্রথ বলে অন্য বরে কার্য্য নাই ।
 জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা করহ গোঁসাই ॥
 মহেশ বলেন তুমি নহ জ্ঞানযুত ।
 পুনঃপুনঃ কি কারণ কহ অসঙ্গত ॥
 পাণ্ডব ভুবন জয়ী শুন মহামতি ।
 তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি ॥
 মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা ।
 আমিত তোমার মত নহি হীনপ্রজ্ঞা ॥
 প্রয়োজন নাহি আর কহিয়া বিস্তর ।
 যাহা ইচ্ছা নরপতি মাগ ইচ্ছবর ॥
 আপনার ইচ্ছ যে সে শিবের অনিষ্ট ।
 স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ ছুফ্ট ॥
 এখনি জানিহু তুমি পাণ্ডবের সখা ।
 কি হেতু আসিয়া দিলা অন্ধমেরে দেখা ॥
 যাহ প্রভু নিজস্থানে করহ গমন ।
 প্রাণ ত্যজি করিলাম এই নিকপণ ॥
 বলেন ধূর্জটি বাক্য বায় কর মিছা ।
 করিবে যে কর তবে আপনার ইচ্ছা ॥

পুরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা লয় মতি ।
 এই বর দিতে নাহি আমার শক্তি ॥
 জয়দ্রথ পুনঃ বলে করহ গমন ।
 হেথায় রহিয়া তবে কোন প্রয়োজন ॥
 নৃপতির এই বাক্য শুনি দিগম্বর ।
 কৈলাসশিখরে যান দুঃখিত অন্তর ॥
 পুনর্বার জয়দ্রথ আরন্তিল তপ ।
 পাণ্ডবেরে পরাভব অন্তরেতে জপ ॥
 নানা ক্রোশে মহাবীর বঞ্চে অহর্নিশি ।
 তার তপ দেখি চমকিত সর্বঋষি ॥
 উর্দ্ধ্বপদে অধোমুখে করি অনাহার ।
 হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্বার ॥
 জানিয়া একান্ত তবে নৃপ ভাব ভক্তি ।
 হরের রহিতে আর না হইল শক্তি ॥
 যথায় নৃপতি বসি করে তপাক্রম ।
 সন্মিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ ॥
 রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ ।
 চতুর্গর্গ চাহ যাহে লয় তব মন ॥
 রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব ।
 যাহা চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্লভ ॥
 ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি ।
 জয়দ্রথ নৃপতিরে বিভ্রমিল বিধি ॥
 মহামদে অন্ধ রোষে আচ্ছাদিল মন ।
 সকল ছাড়িয়া চাহে পুরের হিংসন ॥
 জয়দ্রথ বলে যদি তুমি বর দিবে ।
 নিশ্চয় আমার মন জিনিব পাণ্ডবে ॥
 ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই ।
 বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই ॥
 শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পামর ।
 পৃথিবীতে কত কত আছে ইন্দ্ৰবর ॥
 ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন ।
 বিশেষে পাণ্ডব তাহে নহে অন্য জন ॥
 অচ্ছেদ্য অভেদ্য যেই অজেক্স সংসারে ।
 কোন জন হবে শক্য জিনিতে তাহারে ॥
 বিশেষ অর্জুন নামে তাহে এক জন ।
 তাহার মহিমা বল জানে কোন জন ॥

পরম পুরুষ সেই ব্রহ্ম সনাতন ।
 দুই দেহ ধরিলেন নিজের নারায়ণ ॥
 বিশেষে হরিতে পৃথিবীর মহাভার ।
 নর নারায়ণ রূপ পূর্ণ অবতার ॥
 নররূপ ধরি পার্থ কুন্তীর নন্দন ।
 যদুকুলে শ্রীগোবিন্দ নিজের নারায়ণ ॥
 মহামদে অন্ধমতি না জান কারণ ।
 এদিগে জিনিতে বর দিবে কোন জন ॥
 হইবে গোবিন্দ যবে অর্জুনের পক্ষ ।
 বরে কিসে গণি আমি না হইব শক্য ॥
 যদ্যপি একান্ত হল তোমার মনন ।
 জিনিবে অর্জুন বিনা আর চারিজন ॥
 রাজা বলে ভাল আজ্ঞা কৈলে দেবরাজ ।
 বিনা পার্থ জিনি অন্যে মম কিবা কাজ ॥
 একান্ত যদ্যপি রূপা আছয়ে আমায় ।
 আজ্ঞা কর জিনি যেন সহ ধনঞ্জয় ॥
 জীবন সফল তবে পূর্ণ হবে আশ ।
 এত শুনি কহিলেন পুনঃ কুন্তিবাস ॥
 বড় বংশে জন্মি তোর হীনবুদ্ধি হয় ।
 কি কারণে কর রাজা অসৎ আশ্রয় ॥
 অর্জুন অজেক্স জান এ তিন ভুবনে ।
 সুরাসুর নাগ আদি আমা আদি জনে ॥
 আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর ।
 অভেদ অর্জুন আমি একই শরীর ॥
 বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব ।
 তাহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব ॥
 আর ইন্দ্রদেব হতে লতিয়াছে জন্ম ।
 ত্রিভুবনে বিখ্যাত যে অর্জুনের কর্ম্ম ॥
 জিনিতে নারিবে রাজা কভু হেন জনে ।
 উপায় করিব এক তোমার কারণে ॥
 অভিমন্যু পুত্র তার বড় বলবান ।
 কৃষ্ণের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান ॥
 জিনিবে সমরে তারে দিলাম এ বর ।
 বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
 আত্মা হতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয় ।
 অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥

আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চ জন ।
 অস্ত্রাঘাতে কদাচিত নহিবে মরণ ॥
 কি কৰ্ম করিবে তবে করিয়া বিমুখ ।
 চিরকালে পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ ॥
 এত শুনি তুষ্টমতি হয়ে নরপতি ।
 চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥
 কৈলাসশিখরে তবে যান মহেশ্বর ।
 জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনা নগর ॥

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন ।

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হয়ে ।
 নিত্য অনুতাপ করে মন্ত্ৰিগণ লয়ে ॥
 রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্ৰিগণ ।
 জয়দ্রথ নৃপতির বিলম্ব কারণ ॥
 কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বহু দিন ।
 কি কৰ্মে হইবে শকা বল-বুদ্ধিহীন ॥
 কেহ বলে পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে ।
 নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্রহাতে ॥
 কেহ বলে কার্য্য সিদ্ধ করিতে নারিল ।
 লজ্জায় না দিল দেখা নিজরাজ্যে গেল ॥
 এইমতে চিন্তাকুল আছে নরপতি ।
 হেনকালে জয়দ্রথ আসিল দুৰ্ম্মতি ॥
 নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর ।
 সভানুগ্ন নরপতি গেল কতদূর ॥
 বহুকাল পরে পেয়ে বসু দরশন ।
 পরস্পর হর্ষভরে করে আলিঙ্গন ॥
 তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিতমনে ।
 হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
 বসিয়া কোতুকে দৌহে কথোপকথন ।
 রাজা বলে কহ শুনি বিলম্ব কারণ ॥
 নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার ।
 পূৰ্ব্বাপর অদ্যোপান্ত যত সমাচার ॥
 শুনি জয়দ্রথ-মুখে সব বিবরণ ।
 হরিষ বিবাদ মনে রহে দুর্য্যোধন ॥
 দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা ।
~~ইবে অবধ্য~~ যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥

অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন ।
 বিধির নিযুক্ত হয় যখন যেমন ॥
 সভা ভাঙ্গি নিজস্থানে গেল সৰ্ব্বজন ।
 দুঃখমনে নিজ গৃহে রহে দুর্য্যোধন ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনির
 আগমন ।

জন্মেজয় বলে শুনি কহ অতঃপর ।
 কোন কৰ্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
 মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
 আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চ জন ॥
 সমাপ্ত করিয়া কৰ্ম নিত্য নিয়মিত ।
 ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত ॥
 হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন ।
 মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন ॥
 মহাতেজোবন্ত যেন দীপ্ত ভূতানন ।
 দেখিয়া সন্ত্রমে উঠিলেন পঞ্চ জন ॥
 আগুসরি কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে ।
 প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে ॥
 আশীর্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি ।
 আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী ॥
 সেইমত সম্ভাবেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
 বসাইয়া মুনিরাজে মহা কুতূহলী ॥
 আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ ।
 আনিয়া সুগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন ॥
 পাচু অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে বিধিমতে ।
 শান্তাইয়া তাঁরে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন করি দিবদন ।
 কহ শুনি এখানে কি হেতু আগমন ॥
 মুনি বলে ইচ্ছা হল তোমা দরশনে ।
 এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার ।
 সেই হেতু নিজে প্রভু কৈলে আগুসার ॥
 এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে ।
 বসিলেন মহানন্দে সবে যোগ্য স্থানে ॥
 মহা অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 বিরসবদনে বসিলেন নঙ্গশির ॥

দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময় ।
 সমুদ্রে জিজ্ঞাসে কহ ধর্মের তনয় ॥
 অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন ।
 মলিন বদন দেখি নিরানন্দমন ।
 বহু দুঃখ পাইয়াছ অঙ্গ আছ শেষ ।
 অতঃপরে অবিলম্বে পাবে রাজ্য দেশ ॥
 কত কত দুঃখ সতিয়াছ নিজ অঙ্গে ।
 তথাচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে ॥
 পাপরূপ চিন্তা হয় বহু দোষ ধরে ।
 সুবন্ধি পণ্ডিত জনে মতি লোপ করে ॥
 বহু দুঃখে চিন্তা নাহি করি সে কারণে ।
 তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে ॥
 চিরাদনে আসিলাম তব দরশনে ।
 দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ লাগে মনে ॥
 রাজা বলে কি আদেশ কর মুনিবর ।
 আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্যভিতর ॥
 না হইল না হইবে আমার সমান ।
 উত্তম মধ্যমাধমে দেখহ প্রমাণ ॥
 বড় বংশে জন্মিলাম পূর্বভাগ্য ফলে ।
 পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অঙ্গকালে ॥
 পণ্যে বঞ্চিত কাল পরের আশায় ।
 না জানি দুঃখ অতি অজ্ঞান সময় ॥
 ছল করি যেই কর্ম কৈল দুঃখগণে ।
 পাইলু যতেক দুঃখ জানহ আপনে ॥
 সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা ।
 এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা ॥
 ছলেতে লইল দুঃখ রাজ্য অধিকার ।
 আমার নিযুক্ত হৈল রক্ততলা সার ॥
 রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চ জনে ।
 চিরকাল দুঃখে দুঃখে বঞ্চিত কাননে ॥
 আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে ।
 রমিব কর্মের ফলে বিধির ঘটনে ॥
 রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা ।
 হারণে ভ্রমে যেন সামান্য বনিতা ॥
 না সুখভোগে পূর্বে পিতার মন্দিরে ।
 গুণেতে বঞ্চিত কাল আসি মমঘরে ॥

নারীমধ্যে হেন আর নাহি সুশিক্ষিতা
 দান ধর্ম শিষ্টকর্ম করণে দীক্ষিতা ॥
 যেন রূপ তেন গুণ একই সমান ।
 কতবার মহাক্ষেপে কৈল পরিত্রাণ ॥
 নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন ।
 দ্রোপদীর দুঃখ হেরি সকাঁতর মন ॥
 বিশেষ অপূর্ব শুন আজিকার কথা ।
 শূন্যলয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা ॥
 রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে ।
 হরিয়া লইতেছিল হস্তিনা নগরে ॥
 তেমতি ধাইলাম পথে পঞ্চ সহোদর ।
 চক্ষুর নিমিষে তবে ধরি রকোদর ॥
 ধরিয়া তাহারে চুলে করিল লাঞ্ছনা ।
 পরাণ রাখিল মাত্র শূনি মম মানা ॥
 কেবল তোমার মুনি চরণপ্রসাদে ।
 নিমিষেকে পরিত্রাণ কৈলু অশ্রমাদে ॥
 এইমাত্র আশ্রমেতে আসি পঞ্চ জনে ।
 সে কারণে বসে আছি নিরানন্দমনে ॥
 বড়ই অসহ্য বজ্র নারীর হরণ ।
 ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ ॥
 আজন্ম পাইলু দুঃখ নাহি পরিমাণ ।
 নাহিক না হবে দুঃখী আমার সমান ॥
 যুধিষ্ঠির নৃপতির এই বাক্য শূনি ।
 ঈর্ষ্য হাসিয়া তবে কহে মহামুনি ॥
 কহিলে যতেক কথা ধর্মের নন্দন ।
 দুঃখ হেন বলি নাহি লয় মম মন ॥
 কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর ।
 ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঞ্চে চারি সহোদর ॥
 বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী ।
 মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি ॥
 এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন ।
 তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন জন ॥
 দয়া সত্য ক্রমা শাস্তি নিত্য দান ধর্ম ।
 পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার সুকর্ম ॥
 নিশ্চয় কহিলু এই লয় মম মন ।
 বনুমতীপতিযোগ্য তুমি সে ভাস্কর ॥

অম্পাদিনে দেখ রাজা কৌরবের অন্ত ।
 কহিনু তোমারে রাজা ভবিষ্য রত্নান্ত ॥
 আর যে কহিলে তুমি দুষ্টি জয়দ্রথে ।
 দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে ॥
 নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায় ।
 কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায় ।
 পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি ।
 হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি ॥
 সবে গিয়া উদ্ধারিলা হস্তিনা না যায় ।
 এ কোন কৃষ্ণার দুঃখ মম অভিপ্রায় ॥
 দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা ।
 লক্ষ্মীকৃপা জনকনন্দিনী না ম সীতা ॥
 অনাদি পুরুষ যার প্রভু নারায়ণ ।
 হরিয়া লইল তাঁরে লক্ষ্যার রাবণ ॥
 দশ মাস ছিল বন্দী অশোক কাননে ।
 নিত্য নিত্য গ্রহারিত যত চেড়ীগণে ॥
 তবে রাম মারি সব রক্ষ দুর্ভাচার ।
 মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
 দ্রৌপদী হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত ।
 যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে না আছে জাত
 চতুর্দশ বর্ষকাল বনে মহাক্লেশে ।
 জটা বন্ধ পরিধান তপস্বীর বেশে ॥
 দশ মাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ ।
 কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা কেন কর খেদ ॥
 মার্কণ্ডেয়-মুখে এত শুনিয়া বচন ।
 জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
 নিবেদন করি মুনি কর অবধান ।
 শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
 জ্ঞানলেন কি কারণে মর্ত্যে নারায়ণ ।
 কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জয় বিজয়ের অভিষাপ এবং হিরণ্যাক

হিরণ্যকশিপুর জন্ম ।

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন ।

কহিলেন মহা তপোধন ॥

শুন যুধিষ্ঠিধ ধর্ম্মমুত নৃপমণি ।
 পূর্বের রত্নান্ত এই অপূর্ব কাহিনী ॥
 যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ ।
 বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ ॥
 দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিস্কর ।
 জ্যেষ্ঠ জয় বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর ॥
 ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন ।
 এক দিন দেখ রাজা দৈবের ঘটন ॥
 ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সন্তাষণে ।
 বেত্র দিয়া দ্বারে তাঁরে রাখে দুই জনে ॥
 দৌহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ ।
 পৃথিবীতে জন্ম দৌহে দিন এই শাপ ॥
 বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুই জন ।
 দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ ॥
 কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ ।
 কহিলেন শুনি তবে দেখ হৃষীকেশ ॥
 আমা হতে শত গুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ।
 হইল তাঁহার মুখে অলঙ্কার উত্তর ॥
 কাহার শক্তি তাহা করিবে হেলন ।
 অবশ্য জন্মিবে ক্ষতিমধ্যে দুই জন ॥
 শুনিয়া ঈশ্বর কথা ঈশ্বরের মুখে ।
 জিজ্ঞাসা করিল দৌহে অতিশয় দুঃখে ॥
 কর্ম্মদোষে দ্বিজবাক্য লঙ্ঘন না যায় ।
 কিরূপে হইবে শাস্তি জন্মিবে কোথায় ॥
 আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায় ।
 কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় ॥
 গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্যলোকে ।
 কহি এক উপযুক্ত উপায় তোমাকে ॥
 মোর মিত্রভাবে জন্ম ধর গিয়া যদি ।
 ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি ॥
 শত্রুকাপে হিংসা যদি করহ আমার ।
 গর্ব্বের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার ॥
 চিন্তা না করিহ কিছু আমার হিংসনে ।
 আমিহ জন্মিবে গিয়া ভক্তের কারণে ॥
 যদি দৌহে জন্ম লবে শুন বারে বারে ।
 শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে ॥

এতক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর ।
 মর্ত্যেতে জন্মিল দোহে দুঃখিত অন্তর ॥
 হেনকালে মহাশর্য্য শুন আর কথা ।
 দক্ষের নন্দিনী দিতি কথুপবনিতা ॥
 পুত্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর ।
 সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর ॥
 দিতি বলে পশ্চাৎ করিবে সন্ধ্যা তুমি ।
 আজ্ঞা কর পুত্রকাম্যে আইলাম আমি ॥
 মুনি বলে হল এই রাক্ষসী সময় ।
 ইথে পুত্র জন্ম হলে কত ভাল নয় ॥
 দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয় ।
 মানস করহ পূর্ণ জন্মাহ তনয় ॥
 হেনমতে এই কথা কহে যদি দিতি ।
 পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি ॥
 মুনি বলে না শুনিলে আমার বচন ।
 হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন ॥
 মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে ।
 কিন্তু তার দুষ্টি হবে সময়ের দোষে ॥
 ধর্মপথ বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন ।
 দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥
 অবতরি নিজ-হস্তে বধিবে দোহাকে ।
 তুমিহ পরম দুঃখ পাবে পাত্রশোকে ॥
 এতক বলিলে মুনি ভবিষ্য উত্তর ।
 নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর ॥
 মুনির ঔরসে রাজা দিতির গর্ভেতে ।
 জয় বিজয়ের জন্ম হল হেনমতে ॥
 যথাকালে প্রসবিল দেবী দাক্ষায়ণী ।
 প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী ॥
 জন্মকালে হল তবে বিবিধ উৎপাত ।
 ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত ॥
 প্রাতঃকাল হতে যেন বাড়ে দিনকর ।
 জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর ॥
 হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন ।
 ধর্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন ॥
 যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে ।
 ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে ॥

একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে ।
 নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে ॥
 অতি দুঃখ পান ব্রহ্মা দেব দুঃখ শূনি ।
 আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মধোনি ॥
 ভয় না করিহ সবে যাহ যথাস্থানে ।
 পূর্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে ॥
 অখিল দেবের গতি দেব নারায়ণ ।
 তাঁহা বিনা নিস্তারিতে নাহি কোন জন ॥
 আমার বচনে ঘরে যাহ সর্বজন ।
 শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন ॥
 অপূর্ণ শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥
 সুরাসুর সবে জিনি যত ত্রিভুবনে ।
 হেন জন নাহি যুদ্ধ করে তার সনে ॥
 যুদ্ধ বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি ।
 মল্লযুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি ॥
 হিরণ্যকশিপু ভ্রাতা রাখি সিংহাসনে ।
 আপনি চলিল রাজা যুদ্ধ অশ্বেষণে ॥
 মহাপরাক্রমে ধায় গদা লয়ে হাতে ।
 দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে ॥
 মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ।
 কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥
 নারদ বলেন তব সম যোদ্ধা হরি ।
 দৈত্য বলে তারে বল কোথা চেষ্টা করি ॥
 কহ মুনি কোথা তার পাব দরশন ।
 তোমার প্রসাদে তবে মুখে করি রণ ॥
 নারদ বলেন তব বিক্রম বিশাল ।
 সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল ॥
 ধরিয়া বরাহমূর্তি আছে দুঃখমনে ।
 শীঘ্র চল তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে ॥
 শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রমে বিশাল ।
 মুনিরাজে নমস্করি প্রবেশে পাতাল ॥
 তথায় দেখিল পুরী পূর্ণ সব জল ।
 না পায় বিষ্ণুর দেখা চিন্তি মহাবল ॥
 জলেতে গদার বাড়ি মহাক্রোধে মারে ।
 কহ হরি কোথা গেলে ডাকে ভৈরবের

হেনকালে রূপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ ।
 ভক্তের উদ্ধার হেতু দেন দরশন ॥
 কত দূরে গর্জিৎ দেব করে মহাশব্দ ।
 শুনিয়া দৈত্যের পতি হল মহাস্তব্দ ॥
 মহাক্রোধে ধায় বীর গদা লয়ে হাতে ।
 দৈবাৎ বরাহ সহ দেখা হল পথে ॥
 হিরণ্যাক্ষ বলে কহ তোমার-গর্জ্জন ।
 শুনিয়া কম্পিত তিন ভুবনের জন ॥
 নহে বা এমন দর্প হেথা কেবা করে ।
 নিশ্চয় মজিবে আজি আমার প্রহারে ॥
 বাক্যযুদ্ধ হল আগে পরে গালাগালি ।
 পশ্চাতে করিল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
 বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হল বল্লভর ।
 বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
 তথায় লইয়া ছুট দৈত্যের পরাণ ।
 কামরূপী বরাহ রহেন যথাস্থান ॥
 অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন ।
 ভাবিত হইল সবে না বুঝে কারণ ॥
 কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু ।
 সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥
 ভ্রাতার বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন ।
 হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন ॥
 নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে ।
 হাতে ধরি বসাইল রত্নসিংহাসনে ॥
 মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা ।
 নারদ কহিল রাজা শুন তার কথা ॥
 যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বল্লভাল ।
 যোগ্য না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল ॥
 পূর্বে ক্ষিতি উদ্ধারিতে দেবাদেব-হরি ।
 দেবকার্য সাধিতে বরাহরূপ ধরি ॥
 দৈবযোগে তাঁর সহ দেখা রসাতলে ।
 দাক্ষণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
 তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন ।
 এত দিন না জান এ সব বিবরণ ॥
 শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক ।
 এদিকে নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥

দৈত্যপতি বলে মোর খণ্ডিল বিশ্বয় ।
 বিষ্ণু সে আমার শত্রু জানিহু নিশ্চয় ।
 তাহা বিনা না হিংসিব কভু অন্তজনে ।
 পাইব তাহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
 এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ ।
 যথা ধর্ম্ম তথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে সবে পায় ভয় ।
 নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয় ॥
 কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ ।
 প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

প্রহ্লাদ-চরিত্র ।

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব কথন ।
 প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
 দিনে দিনে হল শিশু মহাজ্ঞানবান ।
 বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
 নারায়ণ-পরায়ণ শাস্ত্র শুদ্ধমতি ।
 তাহার পরশে হয় শুদ্ধ বস্তুমতী ॥
 পুঞ্জের চরিত্র দেগি ছুঃখিত অন্তরে ।
 নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥
 আশ্চর্য্য শুনহ বলি তার বিবরণ ।
 পাঠশালে গুরু বসি থাকে যত ক্ষণ ॥
 কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি ।
 মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি ॥
 কার্য্য হেতু গুরু যবে যায় যথা তথা ।
 তবে শিশুগণে ডাকি কহে এই কথা ॥
 শুন ভাই এই পাঠে কোন প্রয়োজন ।
 না জানহ বড় শত্রু আছয়ে শমন ॥
 তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায় ।
 কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত কারো নাহি দায় ॥
 এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে ।
 আর দিন তারা সবে কহেন ব্রাহ্মণে ॥
 শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে ।
 প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে ॥

বিপ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ ।
 সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ ॥
 যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন ।
 অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম নারায়ণ ॥
 ক্রোধ বিনা তার আর নাহি মনোরথ ।
 সকল বালকে লওয়া(ই)ল সেই পথ ॥
 এতেক রত্নান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল ।
 ক্রোধভরে নরপতি পুঞ্জেরে ডাকা(ই)ল ॥
 জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন ।
 আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ ॥
 কেবা সেই বিষ্ণু তার চিন্তা কর রথা ।
 অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা ॥
 শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে ।
 অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে ॥
 না জান পরম শত্রু আছে যে শমন ।
 ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ ॥
 অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর ।
 সেই নারায়ণ সর্বভূতের ঈশ্বর ॥
 এ তিন ভুবনে আছে যাঁহার নিয়ম ।
 তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম ॥
 অসংখ্য তাঁহার মায়া কহনে না যায় ।
 সর্বভূতে অনুক্ষণ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
 নিযুক্ত করেন নানা বুদ্ধি স্থানে স্থানে ।
 বৈরিকপে সদা তুমি ভাব তাঁরে মনে ॥
 অভাগ্য তাহারে বলি তুষ্টি নাহি যার ।
 চিরকাল দুঃখে ভ্রমে মিথ্যা জন্ম তার ॥
 ধ্যান করি ব্রহ্মা যার নাহি পান দেখা ।
 তুমি আমি কিবা ছার তাহে কোন লেখা ॥
 আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি ।
 অশেষ বিপদ হতে যার নামে তরি ॥
 তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন ।
 অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ ॥
 শুনিয়া পুঞ্জের মুখে এতেক ভারতী ।
 মহাক্রোধে বলে তবে দানবের পতি ॥
 মোর বংশে হল এই দুষ্ট দুরাশয় ।
 কার্ত্তের ভিতর যথা থাকে ধনঞ্জয় ॥

জন্মিলে পুড়িয়া কার্ত্তে করে ছারখার ।
 তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুঞ্জ আমার ॥
 আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত ।
 আত্মপক্ষ ত্যজি হয় পর অনুগত ॥
 না রাখিহ এই শিশু মারহ তৎকাল ।
 বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল ॥
 রাজার প্রমুখে শুনি যত দৈত্যগণ ।
 চতুর্দিকে ধরিসবে করে প্রহরণ ॥
 একে একে করিল সকলে অন্ত্রাঘাত ।
 কিছুতেই না হইল তাহার নিপাত ॥
 বিস্ময় মানিয়া পুঞ্জে ডাকে দৈত্যপতি ।
 জিজ্ঞাসিল কি প্রকারে পেলে অব্যাহতি ॥
 এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ-কথা ।
 নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্বথা ॥
 নিতান্ত যদিপি তোর আছে ইষ্টে মন ।
 করহ শিবের সেবা করিয়া যতন ॥
 প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি ।
 হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি ॥
 কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেব দেবী ।
 না পায় তাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি ॥
 আমার পরম ব্রহ্ম তাঁহার চরণ ।
 অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন ॥
 এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর ।
 কহে শিশু মার আনি দস্তাল কুঞ্জর ॥
 প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ ।
 আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ ॥
 অক্ষুশ আঘাতে দস্ত দিল দন্তিগুলা ।
 অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা ॥
 বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে রত্নান্ত ।
 কহ পুঞ্জ কি প্রকারে ভাঙ্গে গজদন্ত ॥
 শিশু বলে কুস্তিদন্ত বজ্রের সমান ।
 কি মতে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান ॥
 একান্তে আছয়ে যার নারায়ণে মতি ।
 তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি ॥
 শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি দুঃখমনে ।
 ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে ॥

যেইকপে পার শীঘ্র মার এই পাপ ।
 ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ ॥
 ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল ।
 বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল ॥
 ক্রম বলি অগ্নি মাঝে পড়া মাত্র শিশু
 শীতল হইল বহি না হইল কিছু ॥
 দেখিয়া যতেক দৈত্য ছুঃখিত অন্তর ।
 নিকটে পর্বত ছিল অতি উচ্চতর ॥
 সবে মিলি গিরি শিরে প্রহ্লাদে তুলি
 অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি ॥
 পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে ।
 বালক শুইল যেন তুলার উপরে ॥
 দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে ।
 নিকটে ডাকিয়া তবে যত মস্তিগণে ॥
 সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে ।
 কতেক প্রহার করে নারিল বধিতে ॥
 তবে রাজা নিকটেতে ডাকি মল্লগণে ।
 ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে ॥
 প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ ।
 তাহাতে হইল দক্ষ সকল ব্রাহ্মণ ॥
 তবে ত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ ।
 পরিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
 এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর ।
 ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির ॥
 বিশেষে আমার হেতু ব্রাহ্মণের ক্রোধ ।
 আমারে করিয়া রূপা রাখ জ্বীকেশ ॥
 তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব ।
 অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব ॥
 একপ অনেক শিশু করিল স্তবন ।
 ভক্তদুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ ॥
 জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে ।
 দেখিয়া প্রহ্লাদ হল কুতূহলী মনে ॥
 দৈত্যপতি শুনি এই সব সমাচার ।
 না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্বার ॥
 যাহ সবে সম্বন্ধেতে আন কাললাপ ।
 দংশিয়া মারুক আজি কুলজার পাপ ॥

রাজার আজ্ঞায় যার যত দৈত্যগণ ।
 ভূজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন ॥
 পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে ।
 তাহাতে সে সব তেজ কি করিতে পারে ।
 পাষণ্ড বান্ধিয়া তাঁবে প্রহ্লাদের গলে ॥
 ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ॥
 শিশুর সন্ত্রম কিছু নহিল তাহায় ।
 নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায় ॥
 ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে ।
 তোমার কিস্কর মরে ছুঁফের কপটে ॥
 অবশ্য মরণ নাথ দুঃখ নাহি তায় ।
 সবেমাত্র ভজিতে না পেনু রাজা পায় ॥
 একপ অনেক মতে করিল স্তবন ।
 জানিয়া সেবক-দুঃখ দেব নারায়ণ ॥
 পাষণ্ড ভাসিল জলে ক্রমের রূপায় ।
 বিষ্ণুভক্ত জনে কভু নাহিক সংশয় ॥
 তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে ।
 ক্রম ক্রম জপে শিশু পরম কৌতুকে ॥
 জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর ।
 ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্তর ॥
 কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায় ।
 পদ্মহস্ত বুলাইলেন প্রহ্লাদের গায় ॥
 কহেন প্রহ্লাদে তবে মাগ ইন্দিবর ।
 শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি ছুই কর ॥
 যাহারে এতেক শ্রদ্ধা আছেয়ে তোমার ।
 ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন ছার ॥
 ইঙ্গিতে ইন্দের পদ দিতে পার তুমি ।
 কেবল লাঞ্ছনা তাহা জানিলাম আমি ॥
 রাজ্য ধন ভ্রাতৃ পুত্র দারা পরিবার ।
 প্রভুপণে সবাকৈ করিব অহঙ্কার ॥
 মহামদে মত্ত হয়ে অনীতি করিব ।
 আছুক অন্যের দায় তোমা পাসরিব ॥
 ব্রহ্মপদ দিলে প্রভু নাহি প্রয়োজন ।
 কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ ॥
 তবে যদি বর দিবে অধিলের পতি ।
 রূপা করি কর মোর পিতার সন্মতি ॥

শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন ।
 দুহুই হয়ে জীগোবিন্দ দেন আঞ্জিলন ॥
 প্রহ্লাদে কহেন তুমি শরীর আমার ।
 মম ভোগ সুখ দুঃখ সকলি তোমার ॥
 উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে ।
 নিজালায়ে যাও তুমি পরম কোতুকে ॥
 দুহুই দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয় ।
 যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
 এত বলি বৈকুণ্ঠেতে যান দৈত্যরিপু ।
 চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু ॥
 শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার ।
 ভাসিল পাষণ্ড জলে সহিত তাহার ॥
 নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সবে ।
 না জানি পাইল প্রাণ কার অনুভবে ॥
 শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন ।
 নিকটে ডাকিল দৈত্য আপন নন্দন ॥
 বিনাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয় ।
 চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ । (২৩)

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সম্ভতি ।
 মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি ॥
 কহ পুত্র বিস্ময় যে হল মোর মনে ।
 এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন জনে ॥
 শিশু বলে যেই সর্বভূতে নারায়ণ
 সঙ্কট হইতে ত্বারে আছে কোন জন ॥
 নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ ।
 তোমারে কহিলু ঘুচাইয়া মনোদন্ধ ॥
 একান্ত হইয়া ভজ সেই বিষ্ণুপদ ।
 নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ ॥
 বিদ্যমান কহিলে যে মোরে বধিবারে ।
 কত না করিলে পিতা অশেষ প্রকারে ॥
 যত অস্ত্র প্রহারিল সব দৈত্যগণে ।
 হস্তিদন্ত ঠেকি দেহে তাহে উতকণে ॥

শীতল হইল অগ্নি দেখিলে পরীক্ষা ।
 পড়িলু পর্বত হতে তাহে পেছু রক্ষা ॥
 মহামত্ত মল্লগণ হল হীনদৰ্প ।
 আরো জান বিষ-রস হীন কালসৰ্প ॥
 প্রমাদে পাইলু রক্ষা যজ্ঞের অনলে ।
 সমুদ্রে ফেলিলে তবে শিলা বান্ধি গলে ॥
 সাঙ্গাতে দেখিলে তবে ভাসিল পাষণ্ড ।
 তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান ॥
 এ হেন বিভব সুখ সম্পদ তোমার ।
 যার ক্রোধে নিমিষেকে হবে ছারখার ॥
 এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে ।
 কোথা আছে তোর বিষ্ণু কোন রূপ ধরে ।
 শিশু বলে আছে প্রভু সবার অন্তরে ।
 অনন্ত যাঁহার গুণ বেদে অগোচর ॥
 আত্মরূপে আছে প্রভু সবার ভিতরে ॥
 দৈত্য বসে বিষ্ণু আছে সবার হৃদয় ।
 সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয় ॥
 ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্বথা ।
 যথার্থ জানিব তবে তোমার এ কথা ॥
 প্রহ্লাদ কহিল শুন মোর নিবেদন ।
 যত জীব তত শিব রূপ নারায়ণ ॥
 স্তম্ভ মধ্যে অবশ্যই আছে মোর প্রভু ।
 অন্যথা আমার বাক্য না জানিহ কভু ॥
 শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী ।
 নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি ॥
 হাতে খড়্গ লয়ে উঠে করি মহাদস্ত
 মধ্যখানে হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ ॥
 হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব কাহিনী ।
 ভক্তবাক্য পালিবারে দেব চক্রপাণি ॥
 সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার ।
 স্তম্ভমধ্যে আসি হরি হন অবতার ॥
 পূর্বেতে ব্রহ্মার স্তবে যিনি নারায়ণ ।
 মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন ॥
 স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি
 দেখিল অত্যন্ত দুঃখ অমন্ত আকৃতি ॥

সুন্দর সিংহের মুখ মনুষ্য শরীর ।
 মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হতে হইল বাহির ॥
 ক্রমে ক্রমে বাড়ে যেন প্রভাতেব ভানু ।
 নরসিংহ বিস্তারিল ক্রমে নিজ তনু ॥
 দেখিয়া বিরাটমূর্ত্তি রূপে দৈত্যঘটা ।
 ব্রহ্মাণ্ড ঠেকিল গিয়া দিব্য সিংহজটা ॥
 গভীর গর্জিয়া কহে অটু অটু হাস ।
 শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হল ত্রাস ॥
 এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি ।
 হিরণ্যকশিপু দৈত্যে রোষ ভরে ধরি ॥
 উরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিয়া বুক ।
 মারেন ছুরন্ত দৈত্য দেবের কৌতুক ॥
 মহামূর্ত্তি দেখি ভয় পায় দেবগণ ।
 নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন ॥
 রূপা কর রূপাসিন্ধু অনাথের নাথ ।
 ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত ॥
 বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার ।
 সুরাসুর মুচ্ছাগত নর কোন ছার ॥
 সম্বরহ নিজমূর্ত্তি দেখি লাগে ভয় ।
 কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয় ॥
 হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল ।
 অস্তুর্যামী নারায়ণ জানিল সকল ॥
 শান্তমূর্ত্তি হয়ে তবে কহে ভগবান ।
 নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান ॥
 মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার ।
 চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার ॥
 একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে ।
 তাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে ॥
 জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল ।
 অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল ॥
 হেনমতে শান্তাইয়া প্রহ্লাদ কুমার ।
 অভিষেক করি তারে দেন রাজ্যভার ॥
 এইমতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয় ।
 পুনর্বার হল দোঁহে রাক্ষস দুর্জয় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 শান্তীসংগ সংগ কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ রামায়ণ ।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম ।

বলিলেন মার্কণ্ডেয় শুন সমাচার ।
 পূর্বে লক্ষা রাক্ষসের ছিল অধিকার ॥
 মহামত্ত হয়ে সবে হিংসিলেক দেবে ।
 ব্রহ্মার সদনে গিয়া জানাইল সবে ॥
 শুনিয়া কহিল ব্রহ্মা দেব-নারায়ণে ।
 বিষ্ণুচক্রে ছেদিলেন যত দৈত্যগণে ॥
 হতশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল ।
 ছদ্মরূপে তথা সবে বক্ষে চিরকাল ॥
 বিশ্রবা নামেতে ছিল পুলস্ত্যনন্দন ।
 হইল তাঁহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ ॥
 পুত্র দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান ।
 দিকপাল করি দিল লক্ষ্যাপরে স্থান ॥
 পাতালে রাক্ষস ছিল দীর্ঘকাল যায় ।
 স্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায় ॥
 সুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি ।
 নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী ॥
 কহিল কন্যারে সব ডাকিয়া সাক্ষাতে ।
 উপায় করহ তুমি নিজ স্থান লতে ॥
 পূর্বেতে আমার রাজ্য ছিল প্রায় লক্ষা ।
 পাতালে এখন আসি দেবে করি শঙ্কা ॥
 লক্ষায় কুবের আটাই বিশ্রবা নন্দন ।
 প্রকারে লইব লক্ষা শুনহ বচন ॥
 বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ।
 প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাহ সন্ততি ॥
 ইহা হতে পুত্র হলে সাধি নিজকার্য্য ।
 দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহরাজ্য ॥
 বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে ।
 দুই মতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে ॥
 পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী ।
 আইল মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
 কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর ।
 দুষ্ট হয়ে কহে মুনি লহ ইন্দিবর ॥

কন্যা বলে পুত্রকাম্যে আসিলাম আমি ।
 বলিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি ॥
 বিশ্ববা বলিল এই সময় করুণ ।
 হইবে যুগল পুত্র দুর্জয় রাক্ষস ॥
 মুনির চরণে করি অনেক বিনয় ।
 হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয় ॥
 মনে দুঃখ জনমিল পুত্র কথা শুনি ।
 সর্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি ॥
 সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন ।
 সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন ॥
 এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল ।
 যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল ॥
 জ্যেষ্ঠ জয় নামে হল দুর্জয় রাবণ । (২৪)
 কুম্ভবর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ ॥
 জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হল ।
 মাতৃবাক্য শুনি সবে তপ আরম্ভিল ॥
 মহাক্রোধে তপ কৈল সহস্র বৎসর ।
 তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি দিতে এল বর ॥
 রাবণ বলিল অশ্রু বরে কার্য্য নাই ।
 অমর হইব আজ্ঞা করহ গৌসাই ॥
 ব্রহ্মা বলে জন্ম হলে অবশ্য মরণ ।
 বহু ভোগ করিবে জিনিয়া ত্রিভুবন ॥
 জিনিবা দেবতাসুর নাগ যক্ষ রক্ষ ।
 অধীন তোমার হবে আর হবে ভক্ষ্য ॥
 কুম্ভকর্ণ ছরন্তু যে জানি পদ্মযোনি ।
 নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি ॥
 তার মুখে বীণাপাণি-দেবীরে বসাল ।
 ভ্রমবশে নিদ্রাবর রাক্ষস মাগিল ॥
 শুনিয়া দিলেন বিধি তাহে সেই বর ।
 রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর ॥
 'এ তিন ভুবনে তুমি সবার পতি ।
 কি হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি ॥
 ব্রহ্মা বলে ছয়মাসে দিন জাগরণ ।
 সে দিন করিবে যুদ্ধে জয় ত্রিভুবন ॥
 যদ্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায় ।
 নিশ্চয় মরিবে সেই দিন সর্বথা ॥

হেনমতে শাস্তাইয়া ভাই দুই জনে ।
 তবে বর নিতে কহে শেষে বিভীষণে ॥
 বিভীষণ কহে অন্য বরে কার্য্য নাই ।
 বিযুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গৌসাই ॥
 কদাচিত নহে যেন অধর্মেতে মতি ।
 তুষ্ট হয়ে স্বস্তি স্বস্তি বলে প্রজাপতি ॥
 আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিখু এই বর ।
 ধর্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর ॥
 এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে ।
 পরম সন্তোষ পায় ভাই তিন জনে ॥
 কত দিনে দশানন লক্ষা নিল কাড়ি ।
 রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি ॥
 তবে ব্রহ্মা দুই পক্ষে কৈল সমাধান ।
 কৈলাস-পর্বতে দিল কুবেরের স্থান ॥
 তিন পুর জিনি ক্রমে করে অধিকার ।
 হইল ছত্রিশকোটি কোটি পরিবার ॥
 মেঘনাদ তার পুত্র অতি মহাবল ।
 ইন্দ্রজিত নাম তার দিল আখণ্ডল ॥
 ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল ।
 লক্ষায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল ॥
 একপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত ।
 তবে ইন্দ্র দেবগণে লয়ে নিজ সাথ ॥
 ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন ।
 আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ ॥
 তবে ব্রহ্মা নিজ সঙ্কে লয়ে দেবগণে ।
 উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে ॥
 অনেক কহিল বিধি দেবের বিধান ।
 জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান ॥
 আশ্বাস করিয়া কহে মধুর বচনে ।
 ভয় না করিহ সুখে থাক সর্বজনে ॥
 অবনীতে অবতার হইয়া আপনি ।
 নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি ॥
 এতেক শুনিয়া সবে প্রভুর উত্তর ।
 আনন্দ বিধানে গেল যে যাহার ঘর ॥
 পূর্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব কাহিনী ।
 সংক্ষেপে কহিব তাহা শুন ধর্মমণি ॥

শ্রীরাম প্রভুতির জন্ম ও শ্রীরামের
সীতা সহ বিবাহ । (২৫)

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে ।
পুত্র হেতু যজ্ঞ করে মহাপরিশ্রমে ॥
পূর্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম ।
তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম ॥
ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত ।
বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান ।
চারি অংশে নিজজন্ম করেন বিধান ॥
তথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে ।
অকস্মাৎ চক্ৰ উঠে যজ্ঞকুণ্ড হতে ॥ (২৬)
যজ্ঞপূর্ণ করে রাজা কার্য্যাসিদ্ধি জানি ।
চক্ৰ লয়ে গেল যথা আছে ছুই রাণী ॥
আনন্দে কহেন গিয়া দৌহার আগে ।
ইহাতে ভোজন দৌহে কর তুল্যভাগে ॥
নৃপতির মুখে শুনি এইরূপ বাণী ।
নিলেন আনন্দে সেই চক্ৰ ছুই রাণী ॥
সুমিত্রা নামেতে আর তৃতীয়া মহিষী ।
আইল দৌহার কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করি যবে খান ছুই জনে ।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে ।
পুনর্বার করিল তা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে ।
স্নেহ করি দিল দৌহে সুমিত্রার আগে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রারে কয় ।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয় ॥
ছুই পুত্র হয় যেন দৌহে অনুগত ।
তিন জনে প্রসঙ্গ হইল এই মত ॥
অমনি খাইল চক্ৰ আনন্দিতমনে ।
যথাকালে গর্ত্তবতী হল তিন জনে ॥
সিংহাসনে তুষ্টমনে আছে নৃপমণি ।
একে একে প্রসবিল তিন রাজরাণী ॥
কৌশল্যার গর্ত্তে জন্ম নিলেন শ্রীরাম
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দুর্দাদলশ্যাম ॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী গর্ত্তে জন্মিল ভরত ।
এতিন দুবনে যার অতুল মহত্ব ॥

লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার স্নাত ।
দ্বিতীয় শক্রয় সর্ব লক্ষণসংযুত ॥
হেনমতে জন্মিলেন বিষ্ণু অবতার ।
উল্লাসিত ধরাধাম হর্ষ সবাকার ॥
দিনে দিনে বাড়়ে যেন সিতপক্ষ চন্দ্র ।
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ দেখিতে আনন্দ ॥
মিথিলার অধিপতি জনক রাজর্ষি ।
বহুদিন লাঞ্জেতে যজ্ঞভূমি চষি ॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিমন্তবা ।
পাইল লাঞ্জনমুখে পরম দুঃখ ভা ॥
জন্ম অনুকূপ নাম রাখিলেন সীতা ।
কন্যার পালনে রাণী পরম সুস্থিতা ॥
এদিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে ।
সঙ্কোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে ॥
জনকেরে কহিলেন সুরগণ ডাকি ।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী ॥
দুর্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেই জন ।
তঁাহারে জানকী দিবে কর এই পণ ॥
সেইরূপে রাজধ্বষি প্রতিজ্ঞা করিল ।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল ॥
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল ।
ছুই চারি পরাভবে কেহ না আসিল ॥
যেকপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর ।
শুনহ পূর্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আসি ॥
যজ্ঞ রক্ষা কারণে বিধান করি মনে ।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ-স্থানে ॥
মুনি দেখি পূজি রাজা আনন্দিত মন ।
জিজ্ঞাসিল এখানে কি হেতু আগমন ॥
মুনি বলে যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেয় শাপ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ ॥
ছুই মতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ ॥

দৌহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষিতে ।
 হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে ॥
 যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনীমাল ।
 গলে মুগুম্বালা পরিধান বাঘছাল ॥
 দেখিয়া রাক্ষসী মূর্তি ভীত মহাশ্বষি ।
 নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী ॥
 তবে দৌহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন ।
 শ্রীরামেরে বলিলেন সব বিবরণ ॥
 শুন রাম সদা নাহি রহে এথা ছুটে ।
 আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট ॥
 যজ্ঞধুম নিরখিলে করে রক্তরপ্তি ।
 কোথায় থাকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি ॥
 শ্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয় ।
 যজ্ঞ কর আনুক ঐ রক্ষ ছুরাশয় ॥
 কেবল তোমার মাত্র চরণ-প্রসাদে ।
 কোন্ হার রাক্ষসেরে নাশিব অবাধে ॥
 এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহানুখে ।
 আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কোতুকে ॥
 হেনকালে নভোমার্গে হেরি ধুমচয় ।
 আইল মারীচ ছুটে জানিয়া সময় ॥
 মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া ।
 যজ্ঞভূমে আসি তার লাগিলেক ছায়া ॥
 দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কর ।
 ঐ দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জয় ॥
 কোদণ্ডপণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে ।
 যুড়েন ঐশীক বাণ ধনুকের গুণে ॥
 মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে ।
 গর্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ॥
 পলাইল নিশাচর মনে পেয়ে শঙ্কা ।
 লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা ॥
 নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে ।
 আশীর্বাদ করে বহু শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
 যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন ॥
 রামেরে কহিল পথে ধনুকের কথা ।
 শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা ॥

হেনমতে সঙ্গে করি ছুই সহোদরে ।
 উত্তরিল মহামুনি মিথিলানগরে ॥
 দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর ।
 শ্যামমূর্তি দেখি রামে দুঃখিত অন্তর ॥
 গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোন ক্রমে
 আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে ॥
 রূপ দেখি কন্যা দান করিলে বিশেষে ।
 কলঙ্ক রটিবে উভয়ত সর্বদেশে ॥
 বলিবে জনকরাজা বর-রূপ দেখি ।
 প্রতিজ্ঞা লজ্জিয়া দান করিল জানকী ॥
 সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন ।
 বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ ॥
 নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায় ।
 কহ মুনি কি কর্ম করিব হায় হায় ॥
 সীতাদেবী শুনি বার্তা আসে সঙ্কোপনে ।
 দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে ॥
 বিচার করিয়া দেবী মানিয়া বিস্ময় ।
 কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জয় ॥
 মধুর কোমল মূর্তি শ্রীরঘুনন্দন ।
 হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ ॥
 অহ অহ পরস্পরে কথোপকথন ।
 হরিষ বিষাদে এইমত সর্বজন ॥
 বিশ্বামিত্র-মুখে রাম হয়ে অবগত ।
 ভান্সিবারে শরাসন হলেন উদ্ভত ॥
 দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি ।
 ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে ধরি ॥
 হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 সমাদরে বন্দিলেন যত দেবগণ ॥
 বামুকিরে বলিলেন ক্ষণ হও স্থির ।
 যাবৎ ধনুকে গুণ না দেন রঘুবীর ॥
 শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে ।
 সাবধানে ধর ধরা যেন নাহি টলে ॥
 লক্ষ্মণ কহিল রামে যোড় করি হাত ।
 শীঘ্রগতি শরাসন ভাঙ্গ রঘুনাত ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম ।
 দেবগণে করিলেন বন্দনা শ্রীরাম ॥

মুনিগণে প্রণমিয়া দেব জ্বীকেশে ।
 নোয়াইয়া ধনুগুণ দেন অনায়াসে ॥
 যখন ধনুকে হাটু দিল রঘুমণি ।
 থর থর তখনে যে কাঁপিল মেদিনী ॥
 মুনি ঋষি সিদ্ধগণ ভাবিতে লাগিল ।
 মনুষ্য নহেন রাম তখনি জানিল ॥
 পুনর্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান ।
 মাঝখানে ভাঙ্গি ধনু হল ছুইখান ॥
 শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হল ।
 আছুক অন্তর কাজ বাসুকি টলিল ॥
 সেই শব্দ শুনি তবে লঙ্কার রাজন ।
 বলিল আমারে এই করিবে নিধন ॥
 এইমতে শরাসন ভাঙ্গে রঘুবীর ।
 মিথিলানগর হল আনন্দমন্দির ॥
 যুধিষ্ঠির বলে মুনি এ বড় বিস্ময় ।
 পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয় ॥
 আপনারে প্রণমিল কিসের কারণ ।
 রূপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন ॥
 মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 সত্যযুগে হল এই অপূর্ব কাহিনী ॥
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ ।
 নৃসিংহ বিরাটমূর্তি হলেন যখন ॥
 তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত ।
 ব্রাহ্মণী গভিণী তার হল গর্ভপাত ॥
 শাপ দিল মহামুনি পেরে দুঃখভার ।
 যেই জন করিলেক এত অহঙ্কার ॥
 আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে ।
 বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে ॥
 ব্রাহ্মণের অভিশাপ রখা নহে কভু ।
 ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু ॥
 বিস্মিত হলেন আপনারে সে কারণ ।
 ব্রহ্মার বিধানে পূর্বে রাবণ নিধন ॥
 সে কারণে হন প্রভু মনুষ্য শরীর ।
 পূর্বের রক্তাস্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 দুর্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম ।
 জনক রাজার হল পূর্ণ মনস্কাম ॥

সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে ।
 শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে ॥
 অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন ।
 পিতাকে জানাও আগে আমার মনন ॥
 সহিত আসিবে আর ভাই দুই জন ।
 বিবাহ করিব তবে এই নিকপণ ॥
 জনক পাঠান তবে যত দূতগণে ।
 কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে ॥
 শুনিয়া হলেন রাজা আনন্দে পূরিত ।
 দুই পুত্র সহ রাজা আইল স্মরিত ॥
 মহাকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে ।
 বেষ্টিত হইয়া রাজা মহাকুতূহলে ॥
 মিথিলানগরে আসিলেন দশরথ ।
 জনক আইল আগুসরি কত পথ ॥
 সমাদরে অত্যাশ্রয় করে বল মান ।
 শুভকণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান ॥
 সীতানুজা কন্যা ছিল পরম রূপসী ।
 লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজখণি ॥
 জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম ।
 দুই কন্যা ছিল তাঁর কপে অনুপম ॥
 ভরত শক্রয় দৌহে করাইল বিভা ।
 বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হল মিথিলার শোভা ॥
 চতুর্দিকে মুনিগণ করে বেদধ্বনি ।
 আনন্দে পূরিল দশরথ নৃপমণি ॥
 দুই ভ্রাতা কৈল তবে চারি কন্যাদান ।
 কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥
 দশরথ নৃপতিরে পূজিল বিশেষ ।
 আনন্দবিধানে রাজা যান নিজ দেশ ॥
 মুনিগণে প্রণমিল ক্রমে সর্বজন ।
 আশীর্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
 শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে ।
 হেনকালে ভৃগুরাম আগলিল পথে ॥
 দুর্জয় শরীর তাঁর দেখি লাগে ভয় ।
 গভীর গর্জন কোধে রঘুবীরে কয় ॥
 আরে দুঃখপোষ্য তুই রণে করিস্ আশা ।
 মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা ॥

ক্ষত্রকুলাস্থক আমি জানে সর্বজনে ।
 সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যামানে ॥
 তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম ।
 পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম ॥
 হরের ধনুক ভাঙ্গি হলি বলবান ।
 জীর্ণধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান ॥
 দশরথ নৃপবর পেয়ে বড় ভয় ।
 করযোড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয় ॥
 না জানিয়া কৈল কৰ্ম্ম হইয়া অজান ।
 সেবক বলিয়া মোরে দেহ পুঞ্জ দান ॥
 পিতৃ-দুঃখ দেখি তবে রাম মহাশয় ।
 হাসিয়া কহেন পিতা না করিহ ভয় ॥
 ডাকিয়া কহেন রাম তবে ভৃগুরামে ।
 কি হেতু তোমার দুঃখ হল মম নামে ॥
 যাহ বিপ্র ত্যজ আজি পূর্ব অহঙ্কার ।
 অবধ্য ব্রাহ্মণ বলে পাইলে নিস্তার ॥
 নহে বা এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে ।
 দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে ॥
 যখন ক্ষত্রিয় সহ তোমার সংগ্রাম ।
 সেইকালে মহীতলে নাহি হল রাম ॥
 কহিলে শিবের ধনু ছিল পুরাতন ।
 দেখিব তোমার ধনু দেহ ত কেমন ॥
 এত শুনি ভৃগুরাম ধনু লয়ে হাতে ।
 ক্রোধভরে বাড়াইয়া দেন রঘুনাথে ॥
 বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরাসের শরীরে ।
 ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে ॥
 তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর ।
 হাসিয়া কহেন তবে শুন দ্বিজবর ॥
 অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ ।
 শীঘ্র কহ তোমার ঋণিব কোন স্থান ॥
 হতবুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব ।
 না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব ॥
 স্বর্গ অভিলাষ নাই তব দরশনে ।
 স্বর্গপথ ঋদ্ধ করি রাখ এই বাণে ॥
 তবে রাম স্বর্গপথ বাণে কৈল রোধ ।
 দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ ॥

বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে ।
 দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে ॥
 বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর ।
 আনন্দমন্দির হল অযোধ্যানগর ॥
 শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয় ।
 শক্রয় সহিত ছিল মাতামহালয় ॥
 এইরূপ নিয়মেতে কত কাল গেল ।
 রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল ॥
 পাত্র মিত্র ডাকি সবে কহে সমাচার ।
 অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥
 কৈকেয়ী দাসীর মুখে শুনি এই কথা ।
 অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥
 রজনীতে দশরথ গেল তার স্থানে ।
 দেখিল কৈকেয়ী আছে মহা অভিমানে ॥
 অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে রাণী ।
 পাসরিলা মহারাজ পূর্বের কাহিনী ॥
 দুই বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার ।
 সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার ॥
 রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন দায় ।
 অবিলম্বে বর লহ দিব সর্বদায় ॥
 কৈকেয়ী কহিল নাথ এই এক বর ।
 ভরতে করহ এবে রাজ্যে দণ্ডধর ॥
 দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ ।
 চতুর্দশ বর্ষ যাবে রাম বনবাস ॥
 শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী ।
 মূচ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
 চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে ।
 কৈকেয়ীরে বর দিয়া রহে দুঃখমনে ॥
 তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার ।
 পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥
 বিদায় হইতে যান নৃপতির স্থানে ।
 ধূলায় ধূসর রাজা অতি দুঃখমনে ॥
 তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর ।
 বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥
 শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী ।
 শোকভরে হতজ্ঞান কান্দে মহারাণী ॥

বিলাপ করিয়া পুঞ্জ কত কৈল মানা ।
মধুর বচনে রাম করেন সান্ত্বনা ॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন ।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥

দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামাদির পঞ্চবটীতে
অবস্থান ।

দশরথ শুমি তবে রামের প্রস্থান ।
হা রাম বলিয়া তবে ত্যজিল পরাণ ॥
পূর্ব্বতে আছিল অন্ধ মূনির এ শাপ ।
মরিবে পুঞ্জের শোক পেয়ে মনস্তাপ ॥
হেনমতে নৃপতির হইল নিধন ।
অযোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন ॥
বিচার করিল পাত্র-মিত্রগণ যত ।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত ॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার ।
জননীরে নিন্দা করি করে তিরস্কার ॥
নৃপতির সংকার হল সেই ক্ষণে ।
ভরতেরে কহে পাত্র বৈস সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল সবে হলে জ্ঞানহত ।
সে কারণে বলিতেছ অজ্ঞানের মত ॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে ।
আমি রাজ্যে নরপতি হব সিংহাসনে ॥
এমত অনীতি কৰ্ম্ম করে কোন লোকে ।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে ॥
বিশেষে মায়ের কৰ্ম্ম শুনিতে ছুফর ।
চল সবে যাই শীঘ্র রামের গোচর ॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে ।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে ॥
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন ।
তেমন বাকল পরি ভাই ছুই জন ॥
শিরে জটাতার ধরি তপস্বীর বেশ ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পেলেন উদ্দেশ ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে ।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে ॥
আজ্ঞা আমার মন জানহ গৌসাই ।
তোমার চরণ বিনা গতি অন্য নাই ॥

আমারে করহ ক্ষমা জননীর দোষ ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ ॥
চল রাম নরপতি হবে সিংহাসনে ।
শূন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে ॥
তব বনযাত্রা বার্তা শুনি লোকমুখে ।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুখে ।
তবে রাম শুনিলেন সব সমাচার ।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলেন বলি বাপ বাপ ।
সেই মত সর্ব্বজন করিল সন্তাপ ॥
ভরতের চরিত্রেতে তুষ্ট রঘুনাথ ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলালেন হাত ॥
কি দোষ তোমার ভাই কেন হেন কহ ।
প্রাণের সমান তুমি কছু দোষী নহ ॥
জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন ।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন ॥
চতুর্দশ বর্ষ আমি নিবসিব বনে ।
তত দিন রাজা হয়ে বৈস সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল ইহা শোভা নাহি পায় ।
কিমতে পঞ্চাশ ভার জম্বুক কুলায় ॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিবে পালন ।
চতুর্দশ বর্ষ বাস কর তুমি বন ॥
পাছুকাযুগল তবে দেহ নরপতি ।
নভুবা রহিব আমি তোমার সংহতি ॥
ভরতের ব্যবহায়ে কমললোচন ।
তুষ্ট হয়ে পুনরায় দেন আলিঙ্গন ॥
পাছুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত ॥
দেশে আসি পাছুকা রাখিয়া সিংহাসনে ।
চতুর্দিকে তাহা বেড়ি বসে সর্ব্বজনে ॥
সাবধানে রাত্রি দিনে পালে রাজধর্ম্ম ।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কৰ্ম্ম ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে ।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশবাসরে ॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল এথা হতে ।
পুনর্বার ভরত আসিবে তোমা নিতে ॥

এই মত বিচার করিয়া তিন জনে ।
 কতক্ষণে যান অগন্ত্যের তপোবনে ॥
 কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে ॥
 দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায় ।
 জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায় ॥
 জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন ।
 আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন ॥
 শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিতমন ।
 সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
 মুহূর্ত্তেকে উপনীত পঞ্চবটীবনে ।
 আশ্রম করেন রাম যথাযোগ্যস্থানে ॥
 বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে ।
 এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটনে ॥
 শূৰ্পনখা নামে রাবণের সহোদরা ।
 স্বচ্ছন্দগমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা ॥
 চতুর্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর ।
 খর ও দুষণ সঙ্গে ছুই সহোদর ॥
 দূর হতে দেখে দৌহে দিব্য রূপধারী ।
 কামে হতচিন্তা হয়ে ছুটী নিশাচরী ॥
 সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী ।
 বিনয়ে কহিল সেই রাম পাশে আসি ॥
 নিবেদন করি আমি দেবের ছুহিতা ।
 ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্বথা ॥
 শ্রীরাম কহেন তুমি ভক্ত অন্য জনে ।
 সঙ্ক্ষেপে আমার নারী দেখ বিদ্যমান ॥
 এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী ।
 লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী ॥
 তবে শূৰ্পনখা অতিশয় দুঃখমনে ।
 কার্য্যসিদ্ধ নৈল মোর সীতার কারণে ॥
 ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার ।
 এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার ॥
 দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ ।
 দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ ॥
 কান্দিয়া রাক্ষসী খর দুষণেরে কয় ।
 দৌহে আসি যুদ্ধ দিল ক্রোধে অতিশয় ।

দেখিয়া উঠেন রাম অতিক্রোধমনে ।
 মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে ॥
 তাহা দেখি শূৰ্পনখা ধায় অতি বেগে ।
 কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে ॥
 শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন ।
 ভার্য্যা সহ বনে আসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে ।
 নাক কাণ কাটে মোর অস্ত্র খরশাণে ॥
 যতেক কামিনী আছে এই ত্রিজগতী ।
 সবার হইতে সেই সীতা রূপবতী ॥
 দেখিয়া আনন্দ বড় হল মোর মনে ।
 আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে ॥
 তাহাতে এ গতি মোর শুন মহাশয় ।
 বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
 অনুক্ষণ রক্ষা করে ছুই মহাবীর ।
 হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির ॥
 শুনিয়া রাবণ হল ক্রোধেতে অজ্ঞান ।
 বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান ॥
 সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে ।
 কাছে ডাকি অবিলম্বে বলে মারীচেরে ॥
 যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে ।
 মায়া করি দূরে লহ শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
 আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশ ।
 সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ ॥
 মারীচ কহিল রাজা মোর শক্তি নয় ।
 আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয় ॥
 বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভাল ॥
 মুনি-যজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম যে কালে ॥
 না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান ।
 প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা হল গ্রাণ ॥
 এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল ।
 এ কর্ম্ম করিলে তার ভাল পাব ফল ॥
 এত শুনি দশানন ক্রোধচিন্তা হয়ে ।
 মারীচে মারিতে যায় হাতে খড়্গ লয়ে ।
 ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী ।
 তুমি বা মারহ কিবা রাম কৈলে কাটি ॥

অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জয় ।
 তুমি মার কিবা রাম অবশ্য মরণ ॥
 এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর ।
 রাবণ চলিল রথে হরিষ অন্তর ॥
 উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর ।
 কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর ॥
 আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর ।
 আনিতে কহিল রামে যুড়ি ছুই কর ॥
 সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে ।
 মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে ॥
 কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য শর ।
 ভাই রে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর ॥
 ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে ।
 শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে ॥

সীতা হরণ ও শ্রীরামের পক্ষ বানরের
 সহিত মিলন ।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জয় ।
 হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয় ॥
 শীঘ্র চালাইল রথ শ্রীরামের শঙ্কা ।
 পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লঙ্কা ॥
 পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম রাম বলি ।
 চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি ॥
 জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথসখা ।
 বহুযুদ্ধ করিলে কাটিল তার পাখা ॥
 পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন ।
 লঙ্কাপুরী প্রবেশিল ক্রমে দশানন ॥
 রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায় ।
 রূপা করি দেবি তুমি ভজ সর্ব্বথায় ॥
 সীতা বলে মম প্রভু রাম বিনা নাই ।
 কত দিনে সবংশে মজিবে তাঁর ঠাই ॥
 ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোককাননে ।
 রক্ষক রহিল চেড়ী শত শত জনে ॥
 মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে ।
 লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হল পথে ॥
 শ্রীরাম কহেন ভাই কি কর্ম করিলে ।
 একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আসিলে

লক্ষ্মণ বলেন দেবী তব শব্দ শুনি ।
 আমারে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি ॥
 শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া ছুই বীর ।
 শূন্যালয় দেখি দৌঁছে হলেন অস্থির ॥
 অনেক বিলাপ করি ছুই সহোদর ।
 অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর ॥
 শোকাকুল হয়ে ভ্রমে কাননে কাননে ।
 জিজ্ঞাসেন ডাকি রাম তরুলতাগণে ॥
 ত্যজিয়া আহার পানী আলস্য শয়ন ।
 এইমতে ছুই ভাই করেন ভ্রমণ ॥
 সীতার কক্ষণ এক ছিল সেই পথে ।
 তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে ॥
 যত দূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ ।
 সেই অনুসারে দৌঁছে করেন গমন ॥
 দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবত ।
 পর্কতপ্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ হত ॥
 তাহার নিকটে চলিলেন ছুই জন ।
 জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ ॥
 জিজ্ঞাসিতে পক্ষিরাজ কহিলেন কথা ।
 লঙ্কাপুরী দশানন হরি নিল সীতা ॥
 অরুণনন্দন আমি তব পিতৃসখা ।
 বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা ॥
 অনেক করিছু যুদ্ধ করি প্রাণপণ ।
 হতপাখা হল শেষে বধূর কারণ ॥
 তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন ।
 উদ্ধার করিও রাম এই নিবেদন ॥
 এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন ।
 জানিয়া পিতার সখা ভাই ছুই জন ॥
 অধিকার্য্য করি তার পম্পানদীতটে ।
 তথা হতে যান ঋষ্যমূকের নিকটে ॥
 তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান ।
 সুশেণ সুগ্রীব নল নীল হনুমান ॥
 দৌঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সন্ত্রমে ।
 শ্রীরাম সকল কথা কহিলেন ক্রমে ॥
 সুগ্রীব জানিল এই পুরুষ রতন ।
 প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন ॥

মোর জ্যেষ্ঠ বালি রাজ্য অধিকারী ।
 বলে রাজ্য মিল আমি যুদ্ধেতে না পারি
 মুনিশাপে আসে হেথা তার শক্তি নাই ।
 সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গৌসাই ॥
 শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা ।
 তব রাজ্য দিব আমি তুমি দিবে সীতা ॥
 সুগ্রীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোমার ।
 সীতা উদ্ধারিতে প্রভু হল মোর ভার ॥
 শ্রীরাম কহেন কালি প্রত্যাষ সময় ।
 বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায় ॥
 হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি ।
 সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য অধিকারী ॥
 চারিমাস সেইস্থানে রহে রঘুনাথ ।
 কপিরাজ সুগ্রীবেরে লয়ে তবে সাথ ॥
 সমুদ্র-সমীপে যান সৈন্য সমাবেশে ।
 হনুমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে ॥
 পবননন্দন বীর পোড়াইল লক্ষা ।
 রাজপুত্র মারি বীর নৃপে দিল শঙ্কা ॥
 সীতার উদ্দেশ করি আসে মহাবীর ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন তাহে স্থির ॥
 হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ ।
 রাবণ অগ্নুজ ধর্মশীল বিভীষণ ॥
 করযোড় করি নৃপে কহে বিধিমতে ।
 সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে ॥
 ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি ।
 শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি ॥
 যেই কালে বিভীষণে প্রহারে চরণে ।
 রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে ॥
 অতি দুঃখে বহির্গত হল বিভীষণ ।
 রামের চরণে গিয়া লইল শরণ ॥
 শ্রীরাম কহেন তুমি শত্রু-সহোদর ।
 কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর ॥
 বিভীষণ বলে প্রভু মনে ভাব যদি ।
 তোমার সেবক আমি জনম অবধি ॥
 ইথে অন্ত মত যদি করি কদাচন ।
 হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ ॥

কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল ।
 শুনিয়া রামের হল আনন্দ বিশাল ॥
 লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর ।
 উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস ঈশ্বর ॥
 তপস্থা করিয়া চিরকাল যাহা পায় ।
 পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয় ॥
 ইহা ছাড়ি অস্ত্র বাঞ্ছা করে কোন জন ।
 হাসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণ ॥
 কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী-জন ।
 এই তিনে পরিত্রাণ নাহি কদাচন ॥
 করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি ।
 না বুঝি হাসিলে ভাই তুমি শিশুমতি ॥
 আজি হতে মিত্র মম হলে বিভীষণ ।
 তোমাতে অর্পিব লক্ষা মারিয়া রাবণ ॥
 বিচার করিল তিন জন এই মত ।
 লক্ষ্মায় গমনে নবে হলেন উদ্যত ॥
 বানর সকলে সিদ্ধি বান্ধে অবহেলে ।
 পাষণ্ড ভাসিল রাজা সাগরের জলে ॥
 বান্দে নল জলনিধি রাম উপরোধে ।
 কটক সকলে পার হয়ে কার্য সাধে ॥

শ্রীরামের লক্ষ্মায় প্রবেশ ও যুদ্ধ ।

প্রধান প্রধান যুদ্ধপতি দিল থানা ।
 সকল লক্ষ্মায় হল শ্রীরামের সেনা ॥
 ভয়েতে রাবণ বদ্ধ করিলেক দ্বার ।
 মন্ত্রী লয়ে পরামর্শ করে যুদ্ধ সার ॥
 সবান্ধবে সমজ্ঞেতে আসে দশানন ।
 দেখি চমকিত হল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
 জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময় ।
 একে একে বিভীষণ দিল পরিচয় ॥
 শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে ।
 নাহিক বৃদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে ॥
 শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ ।
 কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ ॥
 অন্য অন্য এই মত করিছে বিচার ।
 যুদ্ধ করি পরস্পর হল মহামার ॥

সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম ।
 ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণ রাক্ষসপতি রাম ॥
 রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পরিপাটি ।
 মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি ॥
 লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন ।
 উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন ॥
 তবে রাম পাঠালেন বালির নন্দনে ।
 অনেক ভৎসিল গিয়া রাজা দশাননে ॥
 অঙ্গদের বাক্যে দশানন দুঃখমতি ।
 পাঠাইল বহু বহু শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ॥
 মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর ।
 সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম নৃপবর ॥
 বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি ।
 প্রহস্তু করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি ॥
 পড়িল রাক্ষসসেনা নাহি পরিমিত ।
 কোধভরে আসে তবে বীর ইন্দ্রজিত ॥
 করিল রাক্ষসীমায়া বহু বহু রণে ।
 নাগপাশে বন্দী হন শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
 গরুড় স্মরিয়া রাম পবন আদেশে ।
 নাগপাশে মুক্ত হৈলা প্রকার বিশেষে ॥
 গর্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ ।
 শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
 বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুলমনে ।
 মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে ॥
 আর চারি সেনাপতি রাবণকুমার ।
 ক্রোধাবেগে আসি সবে করে মহামার ॥
 শিলাবৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর ।
 অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর ॥
 উভয় সৈন্যেতে হল যুদ্ধ অপ্রমিত ।
 ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত ॥
 শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ।
 পুনর্বীর আসে তবে বীর মেঘনাদ ॥
 অপূর্ব রাক্ষসীমায়া ইন্দ্রজিত জানে ।
 দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোনখানে ॥
 করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সন্ততি ।
 চারি দ্বারি মারিল প্রধান সেনাপতি ॥

থাকুক অন্তের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।
 জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে ॥
 কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন ।
 হনুমান সুবেশ রাক্ষস বিভীষণ ॥
 উপদেশ কহিলেক সুবেশ প্রধান ।
 গন্ধমাদন-গিরি আনি বীর হনুমান ॥
 ঔষধ চিনিয়া দিল সুবেশ বানর ।
 আপনি বাঁটিয়া দিল রাক্ষস ঈশ্বর ॥
 যেইমাত্র পাইলেক ঔষধের ঘ্রাণ ।
 যত ছিল মৃত সৈন্য সবে পায় প্রাণ ॥
 মৃত সৈন্য প্রাণ পায় হনুর প্রসাদে ।
 কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে ॥
 তবে বহু যুদ্ধ করি মরে অকম্পন ।
 ভয় পেয়ে কুন্তকর্ণে জাগায় রাবণ ॥
 নিদ্রা হতে উঠি যায় রাজ-সম্ভাবণে ।
 দেখিয়া বিস্মিত হল ভাই দুই জনে ॥
 বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার ।
 সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার ॥
 তবে বৃথা কি কারণে করিতেছ রণ ।
 রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ ॥
 বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর ।
 কুন্তকর্ণ নামে মোর এক মহোদর ॥
 পূর্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিকপণ ।
 নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ ॥
 পাঁচ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে ।
 সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে ॥
 এত যদি কহিলেক রক্ষ বিভীষণ ।
 তুষ্ট হয়ে রাম তারে দেন আলিঙ্গন ॥
 রাবণ কহিল কুন্তকর্ণে সমাচার ।
 ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার ॥
 গিলিল বানর একেবারে শতে শতে ।
 বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে ॥
 দেখিয়া বিকটমূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ ।
 অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন ॥
 রামে দেখি কুন্তকর্ণ ধায় গিলিবারে ।
 সহরে মারেন রাম ব্রহ্মঅস্ত্র তারে ॥

সেই বাণে মরিল ছরস্ত নিশাচর ।

পুষ্পরুষ্টি করিলেন যতেক অমর ॥

ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর ।

কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার ॥

বানর পড়িয়া লক্ষ্মী কৈল ছারখার ।

কাহারে পাঠাব যুদ্ধে কে করিবে পার ॥

ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাঙ্ক বীরে ।

সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে ॥

বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে ।

কুন্ত ও নিকুন্ত পরে প্রবেশিল রণে ॥

বল বদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান ।

প্রাণপণে বুঝিল সুগ্রীব হনুমান ॥

ছুই ভাই পড়ে ক্রমে সহ সর্বসেনা ।

বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সম্ভাবনা ॥

তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন ।

সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত ।

যুদ্ধ হেতু অগ্রসর হয় ইন্দ্রজিত ॥

ক্রোধে আসি মেঘনাদ করে বহু রণ ।

তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥

মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে বল্লভর ।

দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হল পরম্পর ॥

সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণনন্দন ।

ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন ॥

প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল ।

হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল ॥

যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাক্ষসকুমার ।

যজ্ঞ সাক্ষ হলে মৃত্যু নাহিক উহার ॥

বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে

তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট কৈলে ॥

শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন ।

যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবননন্দন ॥

তবে ব্রহ্ম অস্ত্র তারে মারিল লক্ষ্মণ ।

পরাণ পাইল যেন সহস্রলোচন ॥

বার্তা পেয়ে শোকাবুল রাক্ষসের পতি ।

রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি ॥

রাবণ বধ ।

পুঞ্জশোকে রণে আসে রাজা দশানন ।

দেখি অগ্রসর হন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥

লক্ষ্মণের সাক্ষে আসে বীর বিভীষণ ।

বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন ॥

এই পাপ হতে মোর সবংশে নিধন ।

ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ ॥

এতক ভাবিয়া ছুট অতি ক্রোধমনে ।

লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে ॥

এড়িলেক শেলপাট ভীষণ দর্শন ।

দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ ॥

মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে ।

পুনশ্চ লক্ষ্মণ তাহা কাটে দিব্য বাণে ॥

ছুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ ।

যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ ॥

ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে ।

বুঝিলাম বীরপণা রক্ষা কৈলে পরে ॥

আপনা সম্বর শীঘ্র যায় শক্তিবর ।

দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হলেন ফাঁকর ॥

প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে ।

কান্দণ্ড সম শক্তি আসে শূন্যপথে ॥

নির্ভরে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বৃকে ।

পড়িল লক্ষ্মণ বীর রক্ত উঠে মুখে ॥

শোকাবুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান ।

পর্কত আনিল তবে বীর হনুমান ॥

পর্কতে ঔষধি ছিল তার অন্তরবে ।

লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সবে ॥

কাল পূর্ণ হল রণে আসিল রাবণ ।

আপনি গেলেন রণে কমললোচন ॥

রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি ।

ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি ॥

সেই রথে রঘুনাথ চড়ে মৌতুকে ।

মাতলি লইল রথ রাবণ-সম্মুখে ॥

অপ্রমিত যুদ্ধ হল দুই মহাবলে ।

উপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ॥

যার যত শিক্ষা ছিল দৌহে কৈল রণ ।
 মহাক্রোধভরে তবে কমললোচন ॥
 রাবণের দশ মুণ্ড কাটিলেন শরে ।
 পুনর্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে ॥
 পুনঃপুনঃ যত বার কাটেন রাবণে ।
 বিনাশ না হয় ছুই পূর্বের সাধনে ॥
 ঘোড়করে বিভীষণ করে নির্বেদন ।
 অন্য অস্ত্রে না মরিবে ছুই রাবণ ॥
 হৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী-পাশ ।
 সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ ॥
 হনুমাণে আদেশিলে কমললোচন ।
 ছলেতে আনিল বাণ পবনন্দন ॥
 সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে ।
 কোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে ॥
 হেনমতে ভূমিতলে পড়ে দশানন ।
 প্রাপ্তবৃষ্টি কৈল তবে যত দেবগণ ॥
 সীতারে আনিল কাছে তবে বিভীষণ ।
 দেখিয়া কহেন তাঁরে কমললোচন ॥
 তোমারে রাখিল দশ মাস নিশাচরে ।
 নাহি জানি ছিলে সীতা কেমন প্রকারে ॥
 আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয় ।
 পরীক্ষা করহ সীতা যদি মনে লয় ॥
 এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখমনে ।
 অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে ॥
 লক্ষ্মণ করিলু কুণ্ড প্রবেশিল সীতা ।
 কোটক দেখিতে যত আসিল দেবতা ॥
 রাম পড়িলেন সীতা বিচ্ছেদ অনলে ।
 হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ॥
 ব্রহ্মা আদি সর্বদেব একত্র মিলিল ।
 করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল ॥
 আপনা না জানি কর মনুষ্য আচার ।
 তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী অবতার ॥
 আসিল দেখিতে তোমা যত পিতৃলোক ।
 হের দেখ দশরথ তোমার জনক ॥
 দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর ।
 শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর ॥

পরে রামে সম্ভাষণ করি সর্বজন ।
 যতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে ॥
 বিভীষণে দেন রাম রাজ্য অধিকার ।
 বানর কটকে কৈল বহু পুরস্কার ॥
 সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর ।
 সিংহাসনে বসিলেন রাজরাজেশ্বর ॥
 সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম ।
 হেনমতে ছুই ভাগে লয়ে দৌহে জন্ম ॥
 জন্মিল বিজয় জয় ভূমে পুনর্বার ।
 দন্তবক্র শিশুপাল নাম দৌহাকার ॥
 পূর্ণব্রহ্ম যতুকুলে হয়ে অবতার ।
 তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার ॥
 তিন অবতারে কৃষ্ণ দেব ভগবান ।
 ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ ॥
 রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর ।
 কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 সীতার দুঃখের কথা শুনিলে শ্রবণে ।
 দ্রৌপদীর দুঃখ তার নহে এক গুণে ॥
 সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ ।
 সীতা দুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন ॥
 মুনি বলে শুন রাজা দুঃখ হল অন্ত ।
 অঙ্গাদিনে নষ্ট হবে কোরব দ্রুপদ ॥
 বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান ।
 যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ ॥
 নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে ।
 তথাপি না ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে ॥
 ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নহে কোন জন ।
 দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ ॥
 সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার ।
 অক্ষেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার ॥
 এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুঞ্জে অপ্রমাদে ।
 কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রমাদে ॥
 পশ্চাতে জানিবে রাজা নয়নে দেখিবে ।
 কহিলাম পূর্বকথা যেমন ফলিবে ॥

রামোপাখ্যান সমাপ্ত ।

সাবিত্রী উপাখ্যান ।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির শুন মহামুনি ।
 কহিলে রামের কথা অপূর্ব কাহিনী ॥
 হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম ।
 সাবিত্রী কাহার নাম কিবা তাঁর কর্ম ॥
 কিবা ধর্ম আচরিল কিবা উগ্রতপে ।
 কোন কোন কুল উদ্ধারিল কোন রূপে ॥
 শুনিলে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে ।
 মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে ॥
 মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 পূর্বের রত্নাস্ত এই অপূর্ব কাহিনী ॥
 মদ্রদেশে ছিল অশ্বপতি মহীপাল ।
 অপূত্রক শিবসেবা করে বলুকাল ॥
 সন্তান-বিহীন রাজা নিরানন্দ-মতি ।
 কত দিনে হল এক কন্যা কপবতী ॥
 তপ্তস্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা ।
 কলঙ্ক-বিহীন কলানিধি মুখ-আভা ॥
 বিহঙ্গম-চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা ।
 দশন মুকুতাপাতি সুমধুর ভাষা ॥
 কামের কামান জিনি তার যুগভুরু ।
 যুগল জিনিয়া বাহু রামরত্না উরু ॥
 কুরঙ্গনয়নী ধনী মনোহর কেশ ।
 যুগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ ॥
 কপের সমান তার গুণের গণনা ।
 শুদ্ধমতি সর্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা ॥
 কদাচ নাহিক অন্যমতি ধর্ম বিনা ।
 নানাবিধ শিল্পকর্মে অতি সে প্রবীণা ॥
 সুপ্রিয়বাদিনী সতী সর্বভূতে দয়া ।
 অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া ॥
 সাবিত্রী রাখিল নাম সাবিত্রী তাহার ।
 সর্বদা পবিত্রা কন্যা পবিত্র আচার ॥
 দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে ।
 স্বচ্ছন্দ-গমনে যায় যথা ইচ্ছা করে ॥
 সমান বয়স প্রিয়সখীগণ সাথে ।
 ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্য রথে ॥

বিশেষ বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয় ।
 উপনীত হল গিয়া মুনির আলয় ॥
 বিবিধ কৌতুক দেখে নরবর-সুতা ।
 হেনকালে শুন রাজা অত্যশ্চর্য্য কথা ॥
 ছ্যামৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি ।
 শত্রু নিল রাজ্য বনে করিল বসতি ॥
 তাহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান ।
 কপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান ॥
 মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায় ।
 সাবিত্রী থাকিয়া দূরে দেখিল তাহায় ॥
 কন্দর্প জিনিয়া রূপ বিশোর বয়েস ।
 দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥
 কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ ।
 বার কপে সমুজ্জ্বল এই তপোবন ॥
 বনবাসী জন কহে কর অবধান ।
 ছ্যামৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান ॥
 সাবিত্রী শুনিয়া কথা হন হৃষ্টমতি ।
 মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজপতি ॥
 গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা ।
 জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা ॥
 কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে ।
 শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে ॥
 কোন বংশে জন্ম তার কিবা তার ধর্ম ।
 না জানি কেমনে আনি করি হেন কর্ম ॥
 এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দমন ।
 একদিন উপনীত ব্রহ্মার নন্দন ॥
 নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্বজনে ।
 হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে ॥
 বসালেন দিব্য সিংহাসনের উপর ।
 বেদের বিহিত স্তুতি করেন বিস্তর ॥
 আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে ।
 সহসা সাবিত্রী কন্যা আসে সেই স্থানে ॥
 কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি ।
 পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী ॥
 অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর ।
 অপত্য আমার এই কন্যামাত্র সার ॥

মুনি বলে সুলক্ষণা তোমার ছুহিতা ।
 বিবাহ দিয়াছ কিবা এ অবিবাহিতা ॥
 রাজা বলে শিশুমতি অত্যাশ্চর্য বয়েস ।
 যোগ্যযোগ্য ভাল মন্দ না জানে বিশেষ
 বরিয়াছে মনে মনে কারে তপোবনে ।
 নিরূপণ নাহি জানি সন্দ আছে মনে ॥
 ভাল হল ভাগ্যবশে আসিলে আপনি ।
 যুটিল মনের ধন্দ ওহে মহামুনি ॥
 নারদ কহেন তবে সাবিত্রীর প্রতি ।
 কোন বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি ॥
 সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে ।
 দ্রুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে ॥
 নারদ কহিল আমি জানি সর্ব বার্তা ।
 তাহা ছাড়ি তুমি মাগো বর অন্য ভর্তা ॥
 সাবিত্রী কহিল পূর্বে বরিয়াছি মনে ।
 অন্ত্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে ॥
 মুনি বলে দোষ নাই শুন মোর কথা ।
 সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে সর্বথা ॥
 পুনঃপুনঃ দোহাঙ্কার এই বাক্য শুনি ।
 ব্যস্ত হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥
 তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর ।
 কি হেতু বরিতে কহ অন্য কোন বর ॥
 কোন বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন ।
 কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত বড় মন ॥
 নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন ।
 কহিতে লাগিল রূপাবশে তপোদন ॥
 সূর্য্যবংশে শূরসেন রাজার সন্ততি ।
 দ্রুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি ॥
 মহিমা-সাগর মহারাজ গুণবান ।
 পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান ॥
 খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নিরুদ্ধ ।
 কত দিনে নৃপতির চক্ষু হল অন্ধ ॥
 চক্ষুহীন শিশু-পুত্র নাহি অন্য জন ।
 সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ ॥
 ভার্য্যা পুত্র সঙ্গ করি করে বনবাস ।
 মহাক্লেশে আছে সর্বস্থখেতে নিরাশ ॥

বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ ।
 শরীর ধরিলে হয় দুঃখ-সুখভোগ ॥
 রাজা বলে চরিতার্থ হনু তপোদন ।
 এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দমন ॥
 দুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম ।
 সময়ে প্রবল হয় আপনার কৰ্ম্ম ॥
 আপন ইচ্ছায় ভাল মন্দ কিছু নয় ।
 দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয় ॥
 বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান ।
 আজ্ঞা কর কন্যাধনে করি তারে দান ॥
 মুনি বলে তাহে মানা করিতেছি আমি ।
 পুনঃপুনঃ মোরে কেন জিজ্ঞাসহ তুমি ॥
 কুলে শীলে ক্রপে গুণে তোমা হতে শ্রেষ্ঠ ।
 সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট ॥
 আজি হতে যেই দিনে বর্ষ পূর্ণ হবে ।
 সেই দিন সত্যবান নিশ্চয় মরিবে ॥
 কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে ।
 যোগ্য দেখি কন্যা দান কর অন্য জনে ॥
 শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী ।
 কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি ॥
 কদাচ কর্তব্য মম নহে এই কৰ্ম্ম ।
 শিশুর ক্রীড়ার নাহি কভু ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
 ধনে মানে কুলে শীলে হবে-গুণবান ।
 বিচার করিয়া তারে দিব কন্যা দান ॥
 দোষ না থাকিবে তার হবে রাজ্যেশ্বর ।
 এমন পাত্রেরে কন্যা দিব মুনিবর ॥
 কন্যা-দানকর্তা পিতা আছে পূর্বাপর ।
 তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর ॥
 আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয় ।
 দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মনে লয় ॥
 কি হেতু বরিবে অশ্ব আয়ু সত্যবান ।
 বিশেষ বৈধব্য-দুঃখ মরণ সমান ॥
 শুনিয়া দোহার মুখে এতেক ভারতী ।
 সাবিত্রী যুড়িয়া কর কহে গুণবতী ॥
 শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ ।
 কদাপি নয়নে নাহি হেরি অন্য জন ॥

যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি ।
 জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী ॥
 বিধবায়জ্ঞা যদি থাকে মোর ভোগ ।
 খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ ॥
 অনিত্য সংসার এই অবস্থা মরণ ।
 না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন ॥
 মৃত্যুর উৎপত্তি দেখ শরীরের সাথে ।
 আজি কিম্বা কালি কিম্বা শত বৎসরেতে ।
 অসার সংসারে মাত্র আছে এক ধর্ম ।
 কিমতে তাহারে ছাড়ি করি অশ্রু কর্ম ॥
 ধিক্ ধিক্ কিবা ছার সুখ অভিলাষ ।
 ধর্ম ছাড়ি অধর্মে যে করে সুখ-আশ ॥
 কি করিবে সুখে পিতা কত কাল জীব ।
 কুকর্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব ॥
 এত শুনি ধন্য ধন্য করি তপোধন ।
 আশীর্বাদ করি যান নিজ নিকেতন ॥
 অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে ।
 কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে ॥
 বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান ।
 সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান ॥
 ভারত-পঞ্চজরবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস ॥

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন ।
 বন হতে সত্যবানে আনেন তখন ॥
 বিধিমতে পরিণয় দেন নরপতি ।
 সত্যবান গেল তবে আপন বসতি ॥
 পুঞ্জের বিবাহবার্তা মহোৎসব শুনি ।
 ব্রিষ বিষাদে মনে কহে রাজা রাণী ॥
 নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ ।
 নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহু ভোগ ॥
 ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ ।
 বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ ॥
 বধু মম অশ্বপতি নৃপতির বাল্য ।
 কি কাপে এ হেন জন রবে বৃক্ষতলা ॥

অনেক কহিল এই মত রাজা রাণী ।
 সাবিত্রী দেখিতে যত আসিল ব্রাহ্মণী ॥
 অনেক প্রশংসা করি কহে সর্বজন ।
 সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥
 তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু ।
 সে কারণে লভিলে গো সাবিত্রীকে বধু ॥
 অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে ।
 এত বলি সবে গেল নিজ নিজ পুরে ॥
 পরম আনন্দ মনে রহে চারি জন ।
 নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন ॥
 নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে ।
 প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে ॥
 সাবিত্রী-মাহাত্ম্য কথ্য অতি চমৎকার ।
 য়ার নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার ॥
 শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে ।
 নানাসেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে ॥
 লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা ।
 নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা ॥
 দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল ।
 মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল ॥
 অত্যন্ত তুষ্টিল সর্বভূতে দয়াবতী ।
 তার গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী ॥
 যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম ।
 নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম ॥
 ইচ্ছিতে একান্ত মতি করে আচরণ ।
 শিষ্য যত কর্ম চিত্র বিচিত্র রচন ॥
 দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান ।
 সাবিত্রী বসতি করে বর্ষ সেই স্থান ॥
 নারদের বাক্য সতী স্মরে অনুক্ষণ ।
 লোকলাজে নানাকাজে নিবারিয়া মন ॥
 নিমেষ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রাণ আদি করি ।
 দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শরীরী ॥
 পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দ্বিপক্ষেতে মাস ।
 হেনমতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ ॥
 এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে ।
 রাজা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে ॥

এমন প্রকারে শুন ধর্ম নরবর ।
 বৎসরেক শেষমাত্র দ্বিতীয় বাসর ॥
 চিন্তায় আকুল হল নৃপতির স্তুতা ।
 বিচারিল পূর্ণ হল নারদের কথা ॥
 অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর ।
 আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
 হেনমতে মনে মনে ভাবি সারোদ্ধার ।
 আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার ॥
 জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পেয়ে চতুর্দশী ।
 লক্ষ্মী-নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি ॥
 শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী ।
 অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শরীরী ॥
 প্রভাতে উঠিয়া সতী হয়ে সযতন ।
 বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 দক্ষিণান্ত করি কার্য কৈল সমাপন ।
 আশীর্বাদ করি গেল যত দ্বিজগণ ॥
 এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর ।
 সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥
 তাহাতে নৃপতিস্তুতা চিন্তাকুলমনা ।
 হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা ॥
 নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন ।
 ফল মূল কাষ্ঠ যত করে আহরণ ॥
 দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয় ।
 বিচারিল বনে যেতে হইল সময় ॥
 করণ্ড কুঠার নিল আপনার করে ।
 বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
 রাণী বলে শুন পুত্র দিবা অবশেষ ।
 এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ ॥
 সত্যবান বলে মাতা না করিহ ভয় ।
 এখন আসিব মাতা জানিহ নিশ্চয় ॥
 এত বলি চলিলেন রাজার কুমার ।
 সাবিত্রী পাইয়া বার্তা দেখে অঙ্গকার ॥
 শোকাকুলা বিবেচনা করি মনে মন ।
 পূর্ণ হল যাহা কৈল ব্রাহ্মার নন্দন ॥
 কাল পূর্ণ হল আজি রাজার নন্দনে ।
 কর্মসূত্রে টানি এবে লয় মৃত্যুস্থানে ॥

বিবাহ জনম মৃত্যু যথা যেই মতে ।
 সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥
 সে হেতু যেখানে তার আছে মৃত্যুস্থান ।
 নৃপতিনন্দন তথা করিছে প্রয়াণ ॥
 সতী ভাবে কাল প্রাপ্ত যদি মম পতি ।
 আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি ॥
 কারে না कहিল কিছু নৃপতির স্তুতা ।
 শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা ॥
 নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন ।
 সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানে কদাচন ॥
 রাজরাণী বার্তা পান বধু যায় বন ।
 চিন্তাকুলা মহারাণী আসি সেইক্ষণ ॥
 সাবিত্রীর প্রতি কহে মধুর বচন ।
 কহ বধু চিন্তা কর কিসের কারণ ॥
 ফল মূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন ।
 কি কারণে মহাক্ষেপে যাবে তুমি বন ॥
 অন্য কেহ নাই তাহে দেখ ঘোর বন ।
 কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
 দুই দিন হল তাহে আছ উপবাসী । (২৭)
 ভোজন করহ ঘরে আসি স্নুখে বসি ॥
 শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন ।
 কহিতে লাগিল করযোড়ে সেইক্ষণ ॥
 আসিয়া পশ্চাতে আমি কুবিব ভোজন ।
 আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখি আসি বন ॥
 বিশেষত আছে হেন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ।
 ব্রতশেষে বঞ্চিবেক নিজপতি সঙ্গ ॥
 দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব ।
 আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখন আসিব ॥
 সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী ।
 নিরন্তা হইল আর না कहিল বাণী ॥
 সাবিত্রী চলিল তবে সহ সত্যবান ।
 অত্যন্ত কাননমাঝে করিল প্রয়াণ ॥
 বিবিধ কৌতুক দেখি যান দুইজন ।
 বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ ॥
 মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির স্তুতা ।
 অত্যন্ত আকুলা হল আর চিন্তায়ুতা ॥

আদর্শ-সতী

৮



সাবিত্রী-সত্যবান

“যমদূতাঃ পলায়ন্তে সতীমালোকা দূবতঃ ।

* * * *

ন তথা বিতীমো বহ্নে ন তথা বিজ্ঞাতো যথা ।

আপতন্তীঃ সখালোক্য বহ্নঃ দূতাঃ পতিব্রতাঃ ॥”

না জানি কেননে হবে পতির নিধন ।
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ ॥
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে মূল ফল ।
পাত্র পরিপূর্ণ হল নাহি আর স্থল ॥
রাখিয়া আঁকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে
কার্ত্তহেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে ॥
কুঠারে কাটিল তবে রক্ষ সহ ডাল ।
উপস্থিত হল আসি ক্রমে মৃত্যুকাল ॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্তির ।
নহস্ত নাগেতে যেন দংশিলেক শির ॥
সত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া ।
বুঝিতে না পারি কিবা হল দেবমায়া ॥
দশদিক অঙ্ককার দেখি অকস্মাৎ ।
সহস্ত সহস্ত শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥

দেহ হতে যায় বুঝি এবে মোর প্রাণ ।
নিস্তার নাহিক আর হইলু অজ্ঞান ॥
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্বকথা ।
দৈর্ঘ্য ধর অবিলম্বে যাবে শিরোবাধা ॥
এক কথা বলি আমি শুন দিয়া মন ।
রক্ষ হতে শীঘ্র তুমি নামহ এখন ॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর ।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর ॥
নিজ অঙ্গে বস্ত্র পাতি সতী পূণ্যবতী ।
উদ্ধতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে

সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি ।

চেতন-রহিত হল রাজার তনয় ।
ক্রমে ক্রমে আয়ু শেষ হইল তথায় ॥

দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবে মনে মন ।
 কাল পরিপূর্ণ হল রাজার নন্দন ॥
 অবশ্য আসিবে এথা কৃতান্তকিঙ্কর ।
 দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ॥
 সাবিত্রী এতেক ভাবি রহে ঘোর বনে ।
 হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ॥
 সত্যবানে আনিবারে কহে ধর্মরাজ ।
 আজ্ঞাতে আসিল শীঘ্র দূতের সমাজ ॥
 যথায় কাননে পড়ি নৃপতিনন্দন ।
 তাহার নিকটে গেল যমদূতগণ ॥
 পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে ।
 নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্মরাজে ॥
 দূতমুখে ধর্মরাজ পাইয়া বারতা ।
 আপনি আসিল শীঘ্র সত্যবান যথা ॥
 দেখিয়া সাবিত্রী বলে তুমি কোন জন ।
 ধর্মরাজ বলে আমি সবার শমন ॥
 রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী ।
 কালপূর্ণ হল আজি লয়ে যাই আমি ॥
 শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞা তোমার
 বিধির নিরঙ্ক লঙ্ঘ্যে শক্তি আছে কার ॥
 মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি ।
 সবে সত্য ধর্মমাত্র অখিলের গতি ॥
 এতেক कहিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে ।
 করযোড়ে রহিলেন যম বিদ্যমানে ॥
 সত্যবান পাশে আসি তবে সূর্যাসুত ।
 শরীর হইতে বারি করিল অদ্ভুত ॥
 অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর ।
 বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্তর ॥
 দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতি ।
 কিছু না कहিয়া চলে যমের সংহতি ॥
 দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে ।
 কে তুমি কি হেতু বল যাবে কোথাকারে ॥
 কালেতে হইল তব পতির মরণ ।
 তার জন্যে রথা চিন্তা কর কি কারণ ॥
 জগতে নিয়ম আছে সব এই মত ।
 কালপূর্ণ হলে সবে যায় মৃত্যুপথ ॥

আমার বচনে ঘরে রহ গুণবতী ।
 ত্বরায় স্বামীর এবে চিন্তা উর্দ্ধগতি ॥
 ধর্মরাজ-মুখে শুনি এতেক উত্তর ।
 রাজার নন্দিনী কহে করি যোড় কর ॥
 যে কিছু कहিলে শুভু সব জানি আমি ।
 কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী ॥
 সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার ।
 মায়াপাশে কি কারণে যাব পুনর্বার ॥
 কালপূর্ণ মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি ।
 সকলে মরিবে কেহ নহে চিরজীবী ॥
 এই মত বিশ্বমাকে আছে যত জন ।
 জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ ॥
 ধর্মাধর্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ ।
 নিজ ইচ্ছা নহে করে বিধির সংযোগ ॥
 স্বকর্ম ভুঞ্জিবে এবে মম এই পতি ।
 আমার কি সাধ্য করি তাঁর উর্দ্ধগতি ॥
 আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম ।
 আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম ॥
 সুখ দুঃখ ধর্মাধর্ম সদা অনুগত ।
 পূর্বাপর আছে এই নীতি শাস্ত্রমত ॥
 সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম ।
 সতের সঙ্গতি হলে করে নানা কর্ম ॥
 সংসারের সার সঙ্গ বলে শ্রুনিগণে ।
 সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে ॥
 সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী ।
 পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
 পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা ।
 তোমার জননী ধন্যা ধন্য তব পিতা ॥
 অবশ্যে শুনিবু তব বাক্য-সুধারস ।
 বর লহ গুণবতি হনু তব বশ ॥
 সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর ।
 যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর ॥
 সাবিত্রী कहিল যদি হলে রূপাবান ।
 অপুত্রক আছে পিতা দেহ পুত্রদান ॥
 যম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর ।
 যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর ॥

সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন ।
 তব সঙ্গ ছাড়িবারে নাহি চায় মন ॥
 সতের সংসর্গে যেন কাশীতে নিবাস ।
 আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ ॥
 পূর্বে পিতৃপুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে ।
 তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে ॥
 ইহা হতে কর্মবন্ধ না হইল ক্ষয় ।
 জানিছু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয় ॥
 এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ।
 অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
 পুনঃপুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে ।
 বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে ॥
 সাবিত্রী কহিল যদি রূপা হল মোরে ।
 শশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তাঁরে ॥
 শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার ।
 রজনী অধিক হয় যাও নিজাগার ॥
 রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি ।
 সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি ॥
 নাহি চাহি পুত্র বন্ধু নাহি চাহি পতি ।
 আজ্ঞা কর সদা ধর্ম্য রহে যেন মতি ॥
 এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি ।
 পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী ॥
 তব বাক্যে হৃদ-পূর্ণ হল মম মন ।
 বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন ॥
 সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ ।
 লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় ক্ষোভ ॥
 সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে ।
 শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেই ক্ষণে ॥
 পতির জীবন ছাড়ি মাগ অন্য বর ।
 দিব তাহা যাহা চাহ আমার গোচর ॥
 সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন ।
 রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন ॥
 যম বলে শুন রাজ্য পাবে নৃপবর ।
 বিলম্বে নাহিক কার্য যাহ নিজ ঘর ॥
 সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন ।
 অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন ॥

মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে ।
 ঘর ঘোর দুঃখ-হ্রদে ইচ্ছাবশে মজে ॥
 আমার আমার করি বলে সর্বজন ।
 মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন ॥
 বান্ধব শ্বশুর নারী পুত্র পিতা মাতা ।
 অনর্থের হেতু সব মহা দুঃখদাতা ॥
 এসব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্য ।
 ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্য ॥
 পশ্চাতে অধর্ম্যভাগী হয় সেই জনা ।
 নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা ॥
 নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক ।
 কর্ম্মসূত্রে বন্ধ যেন তসরের পোক ॥
 বিধির নিকর সেই বন্ধপত্র খায় ।
 যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায় ॥
 জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে ।
 পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কোন দোষে ॥
 সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে ।
 নিজসূত্রে বন্দী হয়ে অবশেষে মরে ॥
 সেই মত পৃথিবীতে হল যত লোক ।
 মায়ামোহে মজি সবে শেষে পায় শোক ॥
 সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ ।
 তাহা বিনা নাহি মম অন্য মনোরথ ॥
 ঘর ঘোর মহাবন্ধে যেতে কদাচন ।
 নিশ্চয় জানিহ দেব নাহি মম মন ॥
 উৎপত্তিতে তপ্তজীব চিন্তার হ্রতশে ।
 শীতল হউক দেব তোমার পরশে ॥
 আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি ।
 এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
 তোমার চরিত্র ধন্য লাগে চমৎকার ।
 অগোচর নহে মম অখিল সংসার ॥
 অম্পকালে ধর্ম্ম প্রতি হেন তব মতি ।
 তোমার তুলনাযোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি ॥
 পৃথিবীতে খ্যাত হল তোমার স্মরণ ।
 মধুর বচনে তব হইলাম বশ ॥
 পতির জীবন ভিন্ন মাগ অন্য বর ।
 যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর ॥

কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে ।
 হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে ॥
 হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন ।
 অঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন ॥
 কুতান্ত কহিল ঘরে যাহ গুণবতি ।
 মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি ॥
 এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন ।
 সাবিত্রী তাঁহার পাছে করেন গমন ॥
 যম বলে কি কারণে যাহ তুমি কোথা ।
 চারি বর দিহু কেন ত্যক্ত কর রথা ॥
 সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলে ।
 জন্মিবে শতেক পুত্র নিজে বর দিলে ॥
 অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে
 আমার হইবে পুত্র সত্যবান হতে ॥
 ইহার বিধান আগে কর ধর্মরায় ।
 তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায় ॥
 সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী ।
 পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি ॥
 এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা ।
 পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা ॥
 বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দশী দিনে ।
 পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে ॥
 দ্বিতীয় তোমার কর্ম কহেন না যায় ।
 নতুবা শুনেছ কোথা মলে প্রাণ পায় ॥
 লহ ত তোমার পতি রাজা সত্যবান ।
 কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান ॥
 যে ব্রত সাধিলে সতি বসি অহর্নিশি ।
 লোক পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দশী ॥
 ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেই জন ।
 পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন ॥
 তোমার মহিমা যেনা করিবে স্মরণ ।
 আমা হতে ভয় তার না রবে কখন ॥
 তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি ।
 যাহ শীঘ্র গৃহে যাও লয়ে নিজ স্বামী ॥
 পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে ।
 অন্তকালে ছুইজনে যাবে বিকুলোকে ॥

এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে ।
 আনন্দ বিধানে যান আপনার স্থানে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবানের পুনর্জীবন ।

নিজপতি পেয়ে সতী হরষিত মতি ।
 স্বামীর নিকটে যান পুনঃ শীঘ্রগতি ॥
 মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে ।
 স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে ॥
 চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন ।
 নিদ্রা হতে হল যেন পুনঃ জাগরণ ॥
 হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী ॥
 দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে ।
 কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে ॥
 কহ প্রিয়ে কি করিব অতি ঘোর নিশি ।
 কি মতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি ॥
 চিনিতে না পারি পথ অন্ধকার ঘোর ।
 কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর ॥
 হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিলে
 কান্দিবেক মাতাপিতা হয়ে শোকাকুলে ॥
 সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথা ।
 হইল যে কর্ম তাহা চিন্তা কর রথা ॥
 নিদ্রাভঙ্গ করি যদি পাপ বড় হয় ।
 সেই জন্যে জাগাইতে মনে হল ভয় ॥
 বিচার করিহু মনে আছে কিছু বেলা ।
 নিশ্চিতে রহিহু আমি মনে করি হেলা ॥
 মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিহু বুঝিতে ।
 মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিহু চিতে ॥
 অকারণে গৃহে যেতে কর মনোরথ ।
 রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিব পথ ॥
 চল প্রভু এই রূক্ষে আরোহণ করি ।
 কোন মতে বন্ধি প্রভু এ ঘোর শরীরী ॥
 প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন ।
 যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিষেধন ॥

সত্যবান কহে প্রিয়ে উত্তম কহিলে ।
 ইহা না করিয়া কোথা যাব রাত্রিকালে
 এত বলি উঠে দৌঁছে রক্ষের উপরে ।
 চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে ॥
 তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির ।
 পুঞ্জের বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ॥
 শোকাকুলে কান্দে কত রাজার ঘরণী ।
 কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী ॥
 তিন দিন উপবাসী বধু গেল সাথে ।
 না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে ॥
 এত কালে স্বামী যদি পোলে চক্ষুদান ।
 হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান ॥
 হায় বধু গুণবতি পুত্র সত্যবান ।
 তোমা দৌঁছে না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ
 ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল ।
 অভাগীর কৰ্মদোষে দৌঁহারে হিংসিল ॥
 নাম ধরি কান্দি উঠে দম্পতি দুজনে ।
 কারণ জানিতে যান যত মুনিস্থানে ॥
 একে একে কহে তবে যত মুনিগণ ।
 কি হেতু তোমরা এত করিছ রোদন ॥
 আশ্বাস করিয়া কয় না করিহ ভয় ।
 সুখের লক্ষণ রাজা জানিহ নিশ্চয় ॥
 আশা সবাঁকার বাক্য কহু নহে আন ।
 সৰ্বসুখে বধু পুত্র পাবে বিদ্যমান ॥
 সান্ত্বনা করিয়া দৌঁছে পাঠাইল ঘর ।
 চিন্তাকুলে রহে দৌঁছে দুঃখিত অন্তর ॥
 এতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেক সেই নিশি ।
 হেনকালে সূর্যোদয় হয় পূৰ্বদিশি ॥
 প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন ।
 ফল মূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন ॥
 এথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ ।
 হেনকালে সন্নিধানে আসে দুই জন ॥
 তিতিল দৌঁহার অঙ্গ প্রেম-অশ্রুজলে ।
 সেই মত হর্ষ হল সৰ্ব বনস্থলে ॥
 আশ্রমে আসিল দৌঁছে প্রফুল্ল বদনে ।
 সত্যবান বধু সহ আসিয়া ভবনে ॥

শুনিয়া আসিল যত ছিল মুনিগণ ।
 বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
 কহিল সাবিত্রী সবাঁকারে বিবরণ ।
 আত্ম অন্ত যত সব বনের কথন ॥
 এত শুনি সৰ্বজন সাবিত্রীর কথা ।
 জানিল মনুষ্য নহে অশ্বপতিসুতা ॥
 অনেক প্রশংসা করে মিলি সৰ্বজন ।
 আশীর্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
 সাবিত্রী-চরিত্র কথা শুনি রাজরাণী ।
 আপনাকে কৃতকৃত্য ভাগ্যবান মানি ॥
 স্নান দান করি রহে হরিষ অন্তরে ।
 শুন ধর্মরাজ তার কত দিনান্তরে ॥
 অশ্বপতি নরপতি হল পুত্রবান ।
 শত্রু জিনি নিজরাজ্য নিল সত্যবান ॥
 সাবিত্রীর শত পুত্র হল যথাকালে ।
 নিজ রাজ্যে একত্র বঞ্চিল কুতূহলে ॥
 সাবিত্রীর তুল্য নাই এ তিন ভুবনে ।
 দুই কুল উদ্ধারিল আপনার গুণে ॥
 মৃত জন প্রাণ পাঠাইল অন্ধ চক্ষু দান ।
 অপুত্রক ছিল রাজা হল পুত্রবান ॥
 জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি ।
 নিজরাজ্য উদ্ধারিল সতী গুণবতী ॥
 এই হেতু সৰ্বজন ভুবন ভিতরে ।
 সাবিত্রী সমান বলি আশীর্বাদ করে ॥
 পূর্বের বৃত্তান্ত এই ধর্মের নন্দন ।
 দ্রৌপদীরে দেখি আমি তাহার লক্ষণ ॥
 এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ ।
 আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডব সমাজ ॥
 ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি বাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধেতে রচিল তাঁর দাস ॥
 যুধিষ্ঠিরের কাম্যকবন ভ্যাগ এবং দ্রৌপদীর
 অহঙ্কার বিবরণ ।
 বৈশম্পায়ন কহিলেন শুন কুরুবর ।
 কৃষ্ণ সহ কাম্যকবনে পঞ্চ সহোদর ॥
 মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন ।
 হইল বিঘাদে মগ্ন সবাঁকার মন ॥

হেন আত্ম দ্রোপদীকে পাড়ি দিল পার্থ ।
 দৌহার কৰ্ম্মের দোষে হইল অনর্থ ॥
 তপস্বী করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি ।
 আত্ম না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি ॥
 চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায় ।
 কি কৰ্ম্ম করিলে পার্থ হায় হায় হায় ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 অশক্য জানিয়া বড় হলেন অস্থির ॥
 করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে ।
 পাণ্ডবেরে তাল মন্দ তোমারে সে লাগে ॥
 পাণ্ডবের রক্ষা করে নাহি হেন জন ।
 গুপ্ত কথা নহে এই দৈবকীনন্দন ॥
 রাখিবে রাখহ নহে যাহা লয় মনে ।
 তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন জনে ॥
 তোমা হতে যেই কৰ্ম্ম না হবে শমতা ।
 অন্ত জন সে কৰ্ম্মেতে চিন্তা করে ব্যথা ॥
 তোমার আশ্রিত মোরা ভাই পঞ্চজন ।
 কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ ॥
 শুনিয়া ধৰ্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি ।
 বক্ষেতে ফলিয়া আত্ম ছিল হে যেমতি ॥
 সেই মত বক্ষে যদি লাগে পুনর্বার ।
 তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন এ তিন ভুবন ।
 ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেই জন ॥
 উৎপত্তি প্রলয় হয় যাহার আজায় ।
 ডালে আত্ম লাগাইতে তাঁর কোন দায় ॥
 গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতীকার ।
 রক্ষ-ডালে আত্ম লাগে সবার নিস্তার ॥
 করিলে করিতে পার নহে বড় কাজ ।
 কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধৰ্ম্মরাজ ॥
 যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার ।
 নম সাধ্য হয় যদি এই প্রতীকার ॥
 প্রতীকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন জনে ।
 আজ্ঞা কর পালিব তা করি প্রাণপণে ॥
 গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাজ ।
 সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ ॥

দ্রুপদনন্দিনী আর তোমা পঞ্চজনে ।
 কোন কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে ॥
 সবার মনের কথা কহ মম আগে ।
 কপট ত্যজিয়া কহ তবে আত্ম লাগে ॥
 এই মত সৰ্ব্বজনে করি অঙ্গীকার ।
 প্রথমে কহেন কথা ধৰ্ম্মের কুমার ॥
 শুন চিন্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ ।
 পূৰ্ব্বমত বিভবাদি হলে নারায়ণ ॥
 ব্রাহ্মণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি ।
 ইহা বিনা অন্ম আমি নহি অভিলাষী ॥
 অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ ।
 শুনিয়া অকাল আত্ম উঠে কত পথ ॥
 আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর ।
 কহিতে লাগিল তদন্তরে রকোদর ॥
 ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী ।
 এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥
 গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি ।
 ছুট ছুট শাসন-বুরু নথ দিয়া চিরি ॥
 উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে ।
 কৃষ্ণার কুন্তল বান্ধি দিব এই হাতে ॥
 মহামদে মত্ত হয়ে ছুটবুদ্ধি কুরু ।
 বস্ত্র তুলি দ্রোপদীকে দেখালে ক উরু ॥
 ত্যজিয়া পাড়িব রণমধ্যে গদা মারি ।
 এই চিন্তে করি আমি দিবস শরীরী ॥
 এতক কহিল যদি ভীম মহামতি ।
 কত দূরে আত্ম তবে উঠে উদ্ধগতি ॥
 অর্জুন কহেন এই জাগে মম মনে ।
 অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে ॥
 দুই হাতে চতুর্দিকে কেনাইল ধূলী ।
 তাদৃশ অন্ত্রেতে কাটি ছুট ক্ষত্রগুলা ॥
 দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন ।
 ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন ॥
 এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ ।
 আমার মনের কথা শুন নারায়ণ ॥
 তবে আত্ম কত দূরে উঠে উদ্ধপথে ।
 নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥

শুন কৃষ্ণ যেই কথা মনে চিন্তা করি ।
 দেশে গিয়া রাজা হলে ধর্ম অধিকারী ॥
 পূর্বমত রব আমি হইয় যুবরাজ ।
 ধর্মরাজে ভেটাইব নৃপতি সমাজ ॥
 বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল মন্দ ।
 তবে আত্ম কত দূরে উঠিল সচ্ছন্দ ॥
 সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে ।
 রাজ্যে গিয়া যুধিষ্ঠির বসিলে আসনে ॥
 করিব রাজার আগে চামর ব্যাজন ।
 করিব সবার তত্ত্ব যত পুরজন ॥
 নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজনে ।
 সব ছুঃখ পাসরিব জননী পালনে ॥
 মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে ।
 এতেক কহিতে আত্ম কত দূর উঠে ॥
 অতঃপর ধীরে ধীরে বলে যাজ্ঞসেনী ।
 ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥
 আমারে দিয়াছে ছুঃখ দুঃখগণ যত ।
 ভীমার্জুন-হাতে হবে সর্বজন হত ॥
 তাসবার নারীগণ কান্দিবেক ছুঃখে ।
 দেখি পরিহাস করি মনের কোড়কে ॥
 পূর্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব ।
 পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব ॥
 এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী ।
 পুনশ্চ আত্মের হল নিম্নে অধোগতি ॥
 মহাভীত হয়ে তবে কহে যুধিষ্ঠির ।
 কি হেতু পড়িল আত্ম কহ যদুবীর ॥
 গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা ।
 সকল করিল নষ্ট ঋপদছুহিতা ॥
 কহিল সকল যত কপট বচন ।
 সে কারণ পড়ে আত্ম ধর্মের নন্দন ॥
 ব্যগ্র হয়ে পঞ্চ ভাই কহে করপুটে ।
 উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আত্ম উঠে ॥
 গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্যকথা ।
 নিশ্চয় বৃক্ষেতে আত্ম লাগিবে সর্বথা ॥
 কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম নরপতি ।
 কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতি ॥

কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে ।
 সবার জীবন রয় গাছে আত্ম লাগে ॥
 এতেক কহিল যদি ধর্মের তনয় ।
 কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয় ॥
 দেখিয়া কুপিত তবে পার্থ ধনুর্ধর ।
 দ্রৌপদীরে মারিবারে যুড়ে দিব্য শর ॥
 অর্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্য কথা ।
 কাটিব নচেৎ তীক্ষ্ণ শরে তোর মাথা ॥
 এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি ।
 লজ্জা ত্যজি কহে তবে কৃষ্ণা গুণবতী ॥
 দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর ।
 কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার ॥
 যজ্ঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন ।
 তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন ॥
 এই জন হত যদি কুন্তীর নন্দন ।
 ইহার সহিত পতি হত ছয় জন ॥
 এখন হইল সেই কথা মম মনে ।
 এতেক কহিতে আত্ম উঠে সেইক্ষণে ॥
 বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্বমত ।
 আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হল আনন্দিত ॥
 নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির ।
 গর্জিয়া উঠিয়া কহে বরকোদর বীর ॥
 এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুঃখমতি ।
 এক পতি সেবা করে সতী কুলবতী ॥
 বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চ জন ।
 তথাপি বাঞ্ছিস মনে সূতের নন্দন ॥
 ইহাতে কহাস লোকে পতিব্রতা সতী ।
 প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি ॥
 সভা মধ্যে বলাইস পরম পবিত্র ।
 এতদিনে ব্যস্ত হল নারীর চরিত্র ॥
 অবিশ্বাসী সর্বনাশী তুই দুঃখমতি ।
 কি জন্মে হইল তোর এমন কুরীতি ॥
 যদ্যপি শত্রুর প্রতি আছে তোর মন ।
 বিশ্বাস করিবে আর তোরে কোনজন ॥
 এত বলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম ।
 দ্রৌপদী মারিতে যায় বিক্রমে অসীম ॥

ঈশদ হাসিয়া তবে দেব-জগন্নাথ ।
 শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন ছুই হাত ॥
 সহাস্ত্রে শ্রীমুখে তবে কহে ভীমসেনে ।
 দ্রোপদীয়ে নিন্দা তুমি কর অঁকারণে ॥
 কদাচিত্ দ্রোপদীর ছুট নহে মন ।
 কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ ॥
 সকল ব্রতান্ত জানি সবার্কার আমি ।
 অঁকারণ দ্রোপদীয়ে নিন্দা পার্থ তুমি ॥
 এমত নাহিক নারীমধ্যে কোন জন ।
 তবে যে কহিল কৃষ্ণ ত্রাসের কারণ ॥
 ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথা ।
 এখন উচিত নহে কহিব সৰ্ব্বথা ॥
 দেশে গিয়া নরপতি বসিলে আসনে ।
 বলিব বিশেষ করি তবে সৰ্ব্বজনে ॥
 কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী ।
 ক্ষতিমধ্যে নাহি কেহ কহিবারে পারি
 শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর ।
 নিরন্ত হইয়া বসে বীর রবেদর ॥
 আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 লজ্জায় মলিনমুখে রহে যাক্সসেনী ॥
 অলজ্জা কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে
 কেবল কৃষ্ণার গর্ভ চূর্ণ করিবারে ॥
 করিলেন এত ছদ্ম মিথ্যা প্রবঞ্চনা ।
 কৌতুকেতে স্নানদান করে সৰ্ব্বজনা ॥
 আহা করিল ফল মূল কুতূহলে ।
 পঞ্চ ভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে ॥
 অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান ।
 এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান ॥
 কৃষ্ণ কন আসিয়াছি মুনির আশ্রমে ।
 বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে ॥
 অশ্রু কহে নহে রাজা তুমি উপস্থিত ।
 আসিয়া আশ্রমে মুনি হবেন-দুঃখিত ॥
 বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি ।
 অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি ॥
 সে হেতু দিমেক থাকা হেথা যুক্তি হয় ।
 এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয় ॥

ধর্ম্য বলিলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার
 ভুবন ভিতরে লজ্জা হেন শক্তি কার ॥
 এত বলি মনমুখে রহে সৰ্ব্বজন ।
 হেথা মুনি জানিলেন কৃষ্ণ আগমন ॥
 নিজের প্রশংসা করি নিজে বহুতর ।
 ধন্য আমি সুপবিত্র হল কলেবর ॥
 তপস্বী করিয়া যাঁরে দৃষ্টি অভিনায়ী ।
 অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি ॥
 এত বলি মনমুখে তুলি ফল মূল ।
 হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল ॥
 আশ্রমে আসিয়া মুনি হল উপনীত ।
 মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত ॥
 পুরাইতে জনার্দন ভক্ত মনোরথ ।
 আসিলেন অঁগ্রসরি কত দূর পথ ॥
 সেইমত সৰ্ব্বজন আসিল সংহতি ।
 মুনিবরে প্রণমিল সবে ছটমতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন ।
 অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন জন ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ ।
 কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন ॥
 বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন ।
 আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন ॥
 তদ্রূপ আসন দেন আর সৰ্ব্বজনে ।
 রহিলেন সৰ্ব্বজন আনন্দিত মনে ॥
 অতিথি বিধানে কৈল সবার্কার পূজা ।
 পরম আনন্দমতি যুধিষ্ঠির রাজা ॥
 নানা কথা কৌতুকেতে রহে মনোরথে ॥
 রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে ॥
 পঞ্চ ভাই প্রণমিয়া তপোধনবরে ।
 বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে ॥
 কহিলেন বহু কৃষ্ণ মুনি সন্দীপনে ।
 সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে ॥
 তথা হতে পূর্বভিতে করেন গমন ।
 দুই দিকে দেখে কত রমণীয় বন ॥
 ভারত-পঞ্চজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের শূরসেন-বনে স্থিতি ।

মুনি বলে শুন কথা কহিতে বিস্তর ।
এইমত পঞ্চ ভাই সঙ্গে দামোদর ॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে ।
উপনীত সর্বজন তাহার নিকটে ॥
জল স্তল দেখি সব বিচিত্র কানন ।
বিশ্রাম করিতে বসিলেন সর্বজন ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা কর অবধান ।
বনমধ্যে নাহি আর হেন রম্যস্থান ॥
জলস্তল যথাযোগ্য বহু মৃগ পাখী ।
ইহাতে আশ্রম কর পরম কৌতুকী ॥
নাহিক ইহার চতুর্দিকে রাজচয় ।
অজ্ঞাতে মনের সুখে বঞ্চ মহাশয় ॥
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট ।
কাশ্মীর কণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট ॥
অযোধ্য পাঞ্চাল কাশী কনকল দেশ ।
সিদ্ধিসেন কাশী ভোজ কাশ্মীর বিশেষ ॥
ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয় ।
কদাচিত নাহি ইথে কোরবের ভয় ॥
ইতিমধ্যে বাস করি যেই কোন দেশে ।
একবর্ষ অজ্ঞাতেতে রহ গুপ্তবেশে ॥
তদন্তরে রাজ্য গিয়া হইবে নৃপতি ।
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারাবতী ॥
বিশেষে হইল তব অজ্ঞাত সময় ।
এখন জনতা বেশী করা ভাল নয় ॥
ধর্ম বলিলেন কৃষ্ণ কি কহিব আর ।
তোমারে একান্ত লাগে পাণ্ডবের ভার ।
সহায় সম্পত্তি সখা বন্ধু মিত্র ভাই ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই ।
পুনঃপুনঃ রাখিয়াছ বিষম সঙ্কটে ।
অজ্ঞাতে রাখহ কৃষ্ণ দুষ্কের কপটে ॥
গোবিন্দ কহেন রাজা না করিহ ভয় ।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
যখন যে কার্য্য তব হবে উপস্থিত ।
জ্ঞাতমাত্র আসি আমি করিব বিহিত ॥

এত বলি যান কৃষ্ণ দ্বারকানগর ।

শুনিয়া পাণ্ডব পঞ্চ চুঃখিত অন্তর ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম জানিবার জন্য ধর্মের হলনা ও :

জল আনিতে ভীমের গমন ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর ।

কি কি কর্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর ॥

রহস্য শুনহ বলি কহে মুনিবর ।

তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর ॥

রক্ষতলে বসি রাজা বলেন ভীমেরে ।

জল কোথা আছে ভীম আনহ সত্বরে ॥

আজ্ঞামাত্র রুকোদর করেন গমন ।

সে বনে না পায় জল করে অন্বেষণ ॥

কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি ।

পবননন্দন যায় পবনের গতি ॥

কত দূরে দেখে এক কুসুমকানন ।

নানাজাতি ফল ফুলে অতি সুশোভন ॥

অশোক কিংশুক জাতী টগর মল্লিকা ।

চম্পক মাধবী কুরু ঝাটি শেফালিকা ॥

পলাশ কাঞ্চন ইন্দ্রমণি নানা ফুল ।

মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল ॥

খঞ্জন খঞ্জন নীচে আপনার সুখে ।

ময়ূর ময়ূরী নীচে পরম কৌতুকে ॥

তথা হতে যায় বীর অতি মনোহুঃখে ।

কোথায় পাইব জল যাব কোন মুখে ॥

চিন্তাকুল রুকোদর করিছে গমন ।

হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব কথন ॥

জানিতে পুত্রের ধর্ম আসি ধর্মরায় ।

দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায় ॥

আপনি মায়ায় বরপক্ষিকপ-ধরি ।

রহিলেন সেইস্থানে ছদ্মবেশ করি ॥

পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর রুকোদর ।

ত্বরিত আসেন তথা হরিষ অন্তর ॥

জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবননন্দন ।

পান করিবারে বীর নামিল তখন ॥

মায়াপক্ষী বলে ওহে শুন মতিমান ।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান ॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে ।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে ॥
মহাভারতের কথা সুধা হতে সুধা ।
কাশীদাস কহে পানে খণ্ডে ভবক্ষুধা ॥

প্রশ্ন শ্লোকঃ ।

"কা চ বার্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পস্থা কশ্চ যোদতে ।
মমৈতান্শত্বুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥"

অস্বার্থঃ ।

কিবা বার্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি ।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥

ভীমাশ্বেষে অর্জুনের গমন ।

ভীম বলে আগে করি জল আস্থাদন ।
তবে সে করিব তব সমস্যা পূরণ ॥
তৃণায় আকুল ভীম অহঙ্কারী মনে ।
জলস্পর্শ মাত্রে বীর মরে সেইক্ষণে ॥
দেখায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া ।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জুনে চাহিয়া ॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ ।
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ ॥
শীঘ্রগতি রুকোদরে কর অন্বেষণ ।
বুঝি ভীম কার সনে করিতেছে রণ ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ বীর উঠিয়া সত্বর ।
নিলেন গাণ্ডীব হাতে তৃণপূর্ণ শর ॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে ।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে ॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ বীরবর ।
চলিলেন নিজসুখে নির্ভয় অন্তর ॥
বসন্ত সময় তাহে কোকিল কুহরে ।
মকরন্দে অলিকুল সদা কেলি করে ॥
কুহু কুহু রবে পিক করিতেছে গান ।
স্বচ্ছন্দগমনে বীর সরোবরে যান ॥

কতক্ষণে উত্তরিয়া মায়াসরোবরে ।
তৃণার্ভ হইয়া যান পান করিবারে ॥
হেনকালে বককপী কন ধর্ম্মরায় ।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয় ॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারি পান ।
পরশ করিলামাত্র যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি অবণে ।
আপনার দস্তে চলিলেন বারিপানে ॥
পড়িয়াছে রুকোদর জলের উপর ।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর ॥
এই জল হতে হল ভ্রাতার নিধন ।
আমি কোন লাভে আর রাখিব জীবন ॥
মায়াজল স্পর্শমাত্র বীর ইস্তমুত ।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভুত ॥
এখানে ভাবিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির ।
দৌহার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি ।
ভীমার্জুন অন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি ॥

ভীমার্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা ।

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী ।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি ॥
কর অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি ।
পাপিষ্ঠ তৃণায়, প্রাণ কাটি যায়,
শুন ভাই মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাত্রীর তনয় বীর ।
মহা-সহোদয়, নির্ভয়-হৃদয়,
মনে মনে ভাবে বীর ॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম উদ্যান যত ।
অতি সুশোভন, সেই ত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত ॥

দেখিয়া কামন, আনন্দিত মন,
 চলিল সজ্বরে ধীর ।
 কতক্ষণ পরে, মায়াসরোবরে,
 আসিল নকুল বীর ॥
 দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
 বিহরে কত বিহঙ্গ ।
 আরো লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
 বিরাজে রমণীসঙ্গ ॥
 নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া,
 চলে সরোবর-তীর ।
 কহে এ সময়, ধর্ম মহাশয়,
 শুন হে নকুল বীর ॥
 প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খাও,
 নহে যাবে যমপুরে ।
 তৃষায় আকুল, হইয়া নকুল,
 সে কথা অগ্রাহ্য করে ॥
 জলপান তরে, চলিল সজ্বরে,
 সেই মায়াসরোবরে ।
 বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
 পরশন মাত্রে মরে ॥
 এথা রাজা বসি, হইল হতাশী,
 বিলম্ব দেখিয়া অতি ।
 দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন,
 অত্যন্ত উদ্বিগ্নমতি ॥
 অরণ্যের কথা, স্মৃথ-মোক্ষদাতা,
 রচিলেন মুনি ব্যাস ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে,
 বিরচিত কাশীদাস ॥

ভীমার্জুন-নকুলের অন্বেষণে সহদেবের যাত্রা ।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিতমনে ।
 সহদেবে কহিলেন মলিনবদনে ॥
 আমার বচনে ভাই কর অবধান ।
 তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ ॥
 অস্তির আমার মন হয় কি কারণে ।
 কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জনে ॥

যাহ সহদেব জল আনহ সজ্বরে ।
 অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে ॥
 এত শুনি সহদেব চলেন সজ্বর ।
 প্রবেশ করেন গিয়া কানন ভিতর ॥
 দেখিয়া বনের শোভা হরষিতমন ।
 চতুর্দিকে দেখে বহু কুমুমকানন ॥
 নির্ভয়-শরীর বীর করিল গমন ।
 কত শত শোভা দেখে কে করে গণন ॥
 জন্মেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর ।
 বিস্মিত হইল কিছু আমার অন্তর ॥
 ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর ।
 পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর ॥
 সমাগরা রাজ্য পালে যেই মহামতি ।
 বুদ্ধিতে নহেক সম শুক্র বৃহস্পতি ॥
 বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা ।
 বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা ॥
 সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি ।
 সকল কহিত তাঁরে ভবিষ্য কাহিনী ॥
 সহদেব-স্থানে সব পাইলে সংবাদ ।
 তবে না হইত মুনি এমত প্রমাদ ॥
 মুনি বলে অবধান কর মহামতি ।
 দৈব খণ্ডাইতে কারো না হয় শক্তি ॥
 মায়া করি ধর্ম তাঁর বুদ্ধি নিল হরি ।
 এ জন্য বলিল রাজা আন গিয়া বারি ॥
 এথা সহদেব বীর বনের ভিতর ।
 মনের আনন্দে যান নির্ভয় অন্তর ॥
 বনমধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ ।
 ভ্রমণ করেন বহু গহন কানন ॥
 ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে ।
 পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে ॥
 চিহ্ন দেখি সেই পথে যান মহাবীর ।
 যুহুর্ভেদে উত্তরিল সরোবরতীর ॥
 সরোবর দৃষ্টমাত্রে মাতীর তনয় ।
 তৃষায় আকুল হল ধর্মের মায়ায় ॥
 জলপান করিবারে যান সরোবরে ।
 বকরাপী ধর্মরাজ কহেন তাহারে ॥

চারি প্রস্থ বলি তবে কর জলপান ।
 অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান ॥
 ধর্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে ।
 তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যান বারিপানে ॥
 বিধির নিকরু কেবা খণ্ডিবারে পারে ।
 পরশ করি বামাত্র সহদেব মরে ॥
 সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল ।
 হেথা যুধিষ্ঠির-মনে চিন্তা উপজিল ॥
 অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম নরপতি ।
 চিন্তায়ুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি ॥
 শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী ।
 শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি ॥
 পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী ।
 জলপাত্র লয়ে যান আনিবারে বারি ॥
 মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী ।
 ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের ডাকে গুবতী ॥
 বনমধ্যে যান কৃষ্ণা সশঙ্কিতা মনে ।
 কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর-স্থানে ॥
 পিপাসাকাতরা অতি শুষ্ক-কলেবর ।
 জলপান করিবারে গেল সরোবর ॥
 জলেতে নামিল যেই দ্রুপদকুমারী ।
 হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী-অনুেষণে রাজা
 যুধিষ্ঠিরের গমন ।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির ।
 সবার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ॥
 কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয় ।
 তোমা সব না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ।
 কোথা লক্ষ্মী গুবতী দ্রুপদনন্দিনী ।
 তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি ॥
 আমার সঙ্কেতে প্রিয়ে বহুদুঃখ পেয়ে ।
 হস্তিনানগরে গেলে আমারে ছাড়িয়ে ॥
 এই মত পরিতাপ করি নরপতি ।
 বশে বশে বিচরণ করে দুঃখমতি ॥

অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অনুেষণ ।
 ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন ॥
 যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃষোদর ।
 কত শত বৃক্ষ চূর্ণ কত গিরিবর ॥
 গমন করেন সেই পথে যুধিষ্ঠির ।
 কতক্ষণে উপনীত সরোবরতীর ॥
 সরোবর-তীরে দেখিলেন রম্য বন ।
 অপ্রমিত মৃগ পশু মহিষ বারণ ॥
 দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান ।
 উদ্বিগ্নচিত্তেতে রাজা সরোবরে যান ॥
 সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি ।
 দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি ॥
 তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে ।
 মাদ্রীপুত্র ভাসে দৌহে পবন-হিল্লোলে ॥
 দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে ।
 শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমরে ॥
 দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী ।
 অচেতনে ছটকট করে নৃপমণি ॥
 কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥
 পুনর্বার পড়িলেন ধরণী উপর ।
 চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্ত্বর ॥
 কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘনে ঘন ।
 হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ ।

এইরূপে নরপতি কান্দে উল্লেঃস্বরে ।
 কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে ॥
 এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায় ।
 কোন দোষে দোষী আমি মহি তব পায় ॥
 পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ ।
 এই জন্ত জন্মাবধি পাই মনস্তাপ ॥
 অত্যন্ত বালককালে হল মহাশোক ।
 অজ্ঞানে পিতার হল গতি পরলোক ॥

অনন্তরে অস্ত্রশিক্ষা করি যেইকালে ।
 বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে ॥
 তাহে দুঃখ দিল চূর্যোধন ছুরাচার ।
 প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে সংহার ॥
 উদ্ধার হইল ভীম পূর্বকৰ্মফলে ।
 নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে ॥
 মাতার সহিত পরে ছিনু পঞ্চ জন ।
 বিনাশে মন্ত্ৰণা করে যত শক্রগণ ॥
 নির্মাণ করিয়া জতুগৃহ ছুরাচার ।
 প্রকারে করিতেছিল সকলে সংহার ॥
 তাহে সুমন্ত্ৰণা দিল বিদুর সুমতি ।
 তাঁহার রূপায় তথা পাই অব্যাহতি ॥
 ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ ।
 পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চাল নগরে ।
 স্বয়ম্বর-বার্তা শুনি যাই সভাপরে ॥
 লক্ষ্য বিদ্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে ।
 দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে ॥
 বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে ।
 করেছি যতেক কৰ্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে ॥
 বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেল দ্বারকায় ।
 বিধির নিযুক্ত কৰ্ম্ম লঙ্ঘন না যায় ॥
 কপট পাশায় চুষ্ট নিল রাজ্য ধন ।
 তোমা সবে সঙ্কে নিয়া আসি ঘোরবন ॥
 কাননে অনেক দুঃখ পোলে ভ্রাতৃগণ ।
 অনেক প্রমাদ হতে হইলে মোচন ॥
 কাননে আসিবামাত্র রাক্ষস কিম্বীর ।
 তোমা সবে বিনাশিতে করিলেক স্থির ॥
 রাক্ষসী মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার ।
 মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার ॥
 ' অনন্তরে জটামুর এল কাম্যবনে ।
 তারে মারি পরিত্রাণ কৈলে চারি জনে ॥
 খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি ।
 দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী ॥
 কতক্ষণে মূচ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি ।
 ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি ॥

কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার ।
 যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার ॥
 যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন ।
 পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ ॥
 মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর ।
 আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর ॥
 শিখিলে যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি ।
 স্বর্গেতে আছিল বহু অমরবিবাদী ॥
 ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে ।
 করিলে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে ॥
 দৈত্যবধে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ ।
 নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ ॥
 দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন ।
 তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন ॥
 কিরীট শোভন শিরে হাতে ধনুঃশর ।
 এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর ॥
 রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা চূর্যোধন ।
 সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন ॥
 শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর ।
 চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর ॥
 এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে ।
 মূচ্ছাগত হয়ে পুনঃ পড়ে ধরাতেলে ॥
 মূচ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্ত্বর ।
 চাহিয়া সবার মুখ রোদন-তৎপর ॥
 ধিক্ ধিক্ চূর্যোধন অতি কুলাঙ্গার ।
 কপটেতে এত দুঃখ দিল ছুরাচার ॥
 কাননে করিনু বাস ভাই পঞ্চ জন ।
 অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন ॥
 চূর্যোধনে কি দূষিষ মম কৰ্ম্মফলে ।
 জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে ॥
 ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার ।
 নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার ॥
 মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান ।
 পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন ॥
 মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান ।
 পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান ॥

বুদ্ধিহীন হ'ল দেখি তোমা হেন জনে ।
 অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে ॥
 অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন ।
 অধোগতি হয় তার বেদের বচন ॥
 তোমার মহিমা শুনি দেব-ঋষিমুখে ।
 উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে ॥
 আঅঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন ।
 স্বর্গেতে তুমি স্থান নাহিক রাজন ॥
 ধর্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয় ।
 আমার ছুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥
 অম্পকালে পিতৃহীন হ'ল বড় শোক ।
 মন্ত্রণা করিয়া ছুঃখ দিল ছুঃখলোক ॥
 কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্যধন ।
 বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন ॥
 বহু ছুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর ।
 এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর ॥
 ছুঃখের উপরে বিধি এত ছুঃখ দিল ।
 এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মো সবে তাজিল ॥
 আমি ত শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ ।
 সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান ॥
 নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে ।
 আমিহ তাজিব প্রাণ মৃত্যুসরোবরে ॥
 আমার যতেক ছুঃখ শুনিলে নিশ্চয় ।
 তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয় ॥
 নিবেদন না কর মোরে করহ পয়াণ ।
 ভ্রাতৃগণ-শোক আমি তাজিব পরাণ ॥
 এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া ।
 মরিবারে যান দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥
 ধর্মরাজ বলিলেন কর অবধান ।
 ধৈর্য্য ধর নরপতি ত্যজ ছুঃখজ্ঞান ॥
 অসার সংসারমধ্যে সারমাত্র ধর্ম ।
 তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম ॥
 পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয় ।
 ভবিষ্য রক্তান্ত এই শুন মহাশয় ॥
 কালপ্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চারিজন ।
আমি এ সরোবরে ত্যজিল জীবন ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিনু কারণ ।
 এত দিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন ॥
 জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি ।
 এত বলি মরিবারে যান নরপতি ॥
 বকরূপী ধর্মরাজ ডাকে পুনরায় ।
 না শুনিয়া যান রাজা মরণ-আশায় ॥
 অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি ।
 শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী ॥
 অতিশয় তৃষ্ণা যদি হয়েছে তোমারে ।
 চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে ॥
 না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারিজন ।
 পানমাত্রে এই জলে পাইল মরণ ॥
 রাজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয় ।
 কহিতে লাগিল ধর্ম চাহিয়া রাজায় ॥
 মহাতারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্মের চারি প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা । (২৮)

“কা চ বার্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পস্থা কশ্চ মোদতে ।
 মমৈতান্শচতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা ললং পিব ॥”

কিবা বার্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে ।
 কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥
 পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি ।
 উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর ।

মাসর্গ দক্ষী পরিবর্তনে ন সুখ্যাগিনা রাত্রিদিবেষ্ক-
 নেন । অগ্নিন্ মজ্জামোহময়ে কটাহে কৃতানি
 কালঃ পচতীতি বার্তা ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ ।

ঘটন কারণ হ'ল মাস ঋতু হাতা ।
 রাত্রি দিবা কার্ত্ত তাহে পাবক সবিতা ॥
 মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা ।
 ভুতগণে করে পাক এই শুন বার্তা ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ।

অহন্যহনি ভুতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং ।

শেষাঃ স্থিরমিচ্ছন্তি কিমান্দর্যমতঃ পরং ॥২॥

অস্যার্থঃ ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে ।

শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে ।

আপনারা চিরজীবী নাহি হব ক্ষয় ।

ইহা হতে কি আশ্চর্য আছে মহাশয় ॥২

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ।

বেদা বিভিন্নঃ স্ততয়ো বিভিন্না নানৌ মুনির্ধন্য
মতং ন ভিন্নং । ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যায়ং
মহাজনো যেন গতঃ স পশ্য ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয় ।

স্বচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয় ॥

কে জানে নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব নিকপণ ।

সেই পথ গ্রাহি যাহে যায় মহাজন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ।

দ্বিসায়াষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ ।

অশ্বগী চাপ্রবাসী চ স বারিচয় মোদতে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ ।

অপ্রবাসে ঋণ বিনা যার কাল যায় ।

যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক অন্ন খায় ॥

তথাপি সেজন সুখী সংসার ভিতর ।

বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥ ৪ ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্মের ছলনা ।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম মহাশয় ।

আমি ধর্ম বলি তবে দেন পরিচয় ॥

বর মাগ নরপতি হয়ে একমন ।

জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা এক জন ॥

যুধিষ্ঠির শুনি তবে করে নিবেদন ।

কেবল সতত যেন ধর্মে থাকে মন ॥

আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয় ।

প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃতনয় ॥

ধর্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন ।

অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ ॥

বিশেষে বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর ।

জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা রুকোদর ॥

নতুবা অর্জুন রাজা বাঁচাইয়া লহ ।

পরপক্ষে কি কারণে জীয়াইতে চাহ ॥

লক্ষ্মীস্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী ।

অথবা ইহারে প্রাণ দেহ নরপতি ॥

আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্টি দুর্বোধন ।

ভীমার্জুন বিনা তারে কে করে নিধন ॥

কুরুযুদ্ধে শক্তমাত্র পার্থ রুকোদর ।

কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইলে পর ॥

রাজা বলে পর নহে বিমাতৃনন্দন ।

নকুল ও সহদেব মোর প্রাণ ধন ॥

ভীমার্জুন হতে স্নেহ করি অতিশয় ।

বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃতনয় ॥

বিশেষে আমার এক শুন নিবেদন ।

আমা হতে পিও পাবে মম পিতৃগণ ॥

মম মাতামহগণ তারা পিও পাবে ।

নকুলের মাতামহে কেবা পিও দিবে ॥

সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম রক্ষা পায় ।

নতুবা পরম ধর্ম একেবারে যায় ॥

পরম ধর্মেতে প্রভু করি যদি হেলা ।

ভবসিদ্ধি তরিবারে নাহি আর তেলা ॥

হেন ধর্ম লজ্জিবারে মোর মন নয় ।

নিতান্ত আমার কথা এই রূপাময় ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।

কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি ॥

ধর্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও

কৃষ্ণসহ চারিভ্রাতার

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম মহাশয় ।

আমি তব পিতা বলি দেন পার্শ্বচয় ॥

তব ধর্ম জানিবারে করিয়া মনন ।
 এই সরোবর আমি করেছি স্জজন ॥
 এত বলি ধর্মরায় পুজা নিয়া কোলে ।
 লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনমণ্ডলে ॥
 ধন্য কুন্তী তোমা পুজ্যে গর্ভে ধরেছিল ।
 তোমার ধর্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল ॥
 আমার বচন শুন পুজ্য যুধিষ্ঠির ।
 শেষ দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির ॥
 ধর্মেতে ধার্মিক তুমি হও মতিমন্ত ।
 অচিরে হইবে তব যাতনার অন্ত ॥
 দয়াশীল ধর্মবান্ ক্রমাবান্ ধীর ।
 জানিলাম তুমি সর্বগুণেতে গভীর ॥
 অম্পাদিনে নষ্ট হবে কোরব দুঃস্থ ।
 কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য রত্নান্ত ॥
 ধর্ম না ছাড়িহ কভু ধর্ম কর সার ।
 দুঃখের সাগরে হবে অনায়াসে পার ॥
 এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে ।
 কৃষ্ণ সহ বাঁচাইল ভাই চারি জনে ॥
 প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি ।
 সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি ॥
 আশীর্বাদ করি ধর্ম গেলেন স্বস্থানে ।
 প্রাণ পেয়ে পঞ্চ জন ভাবিছেন মনে ॥
 কি জন্যে এখানে মোরা আসি পঞ্চজন ।
 ভাবিয়া না পান কিছু ইহার কারণ ॥
 হেনকালে দেখি তথা ধর্মের নন্দনে ।
 শীঘ্রগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চ জনে ॥
 জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ ।
 এখানে আমরা আসিলাম কি কারণ ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ ।
 মৃত্যু-সরোবর এই ধর্মের স্জজন ॥
 তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধর্ম-মায়াবলে ।
 আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যুজলে ॥
 আমিহ আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ ।
 তবে ধর্ম বকরূপে দিলেন দর্শন ॥
 ছলনা করিয়া আগে অনেক প্রকারে ।
 শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে ॥

সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চ জনে ।
 আশীর্বাদ করি ধর্ম গেলেন স্বস্থানে ॥
 কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান ।
 অতঃপরে এই জলে কর সবে স্নান ॥
 এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে ।
 স্নান করিলেন সেই জলে মনোরঞ্জে ॥
 সেই দিন রহিলেন তথা ছয় জন ।
 পরদিনে জন্মেজয় শুন বিবরণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্যাগপেবের আগমন এবং অজ্ঞাত-

• বাসের পরামর্শ ।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি ছয় জন ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে সবে ঘনে ঘন ॥
 হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন ।
 প্রণমিয়া নরপতি করে নিবেদন ॥
 শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা ।
 এই সরোবরে আমি সবার দুর্দশা ॥
 পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর ।
 নিকটেতে জল নাই দূরে সর্বোবর ॥
 জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি ।
 তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি ॥
 দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারি জন ।
 এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন ॥
 পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে
 শবরূপে ভাসে সবে জলের উপরে ॥
 দেখি মুচ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে ।
 চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে ॥
 আমিহ মরিতে যাই সরোবর-নীরে ।
 বকরূপী ধর্ম ডাকি বলিলেন ধীরে ॥
 ওহে ধর্ম হেন কর্ম উচিত না হয় ।
 আত্মহত্যা কি কারণে কর মহাশয় ॥
 যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান ।
 চারি প্রাণ বলি পরে কর জলপান ॥
 প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তাঁরে ।
 কিবা প্রাণ আছে তব বলহ আমারে ॥

প্রসন্ন চারি বলিলেন ধর্ম মহাশয় ।
 যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তাঁয় ॥
 প্রশ্নের উত্তর শুনি সমুদয় হইয়া ।
 কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া ॥
 ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই ।
 বিমাতার পিতৃবংশে জলপিণ্ড নাই ॥
 কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া ॥ (২৯)
 জীয়ায়ে দিলেন শেষে ইষ্টবর দিয়া ॥
 ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি ।
 যথা ধর্ম তথা জয় বেদবাক্য শুনি ॥
 বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে ।
 সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥
 পর দিন প্রাতঃকালে উঠি সর্বজনে ।
 যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে ॥
 কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ ।
 দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন ॥
 অজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে ।
 গদিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি লয়ে ॥
 কহিল রাজার আগে করিয়া নির্ণয় ।
 দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয় ॥
 এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবে মনে মনে ।
 অজ্ঞাতবাসের হেতু কহেন সর্বজনে ॥
 সবে জান পূর্বে যাহা হইল নির্ণয় ।
 উপস্থিত হ'ল আসি অজ্ঞাত সময় ॥
 কোন দেশে কিবা বেশে বঞ্চে বৎসরেক ।
 নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক ॥
 সবে মিলি সুপরামর্শ কর এইবার ।
 কিরূপে ছুঃখের ক্রমে সবে হব পার ॥
 এত শুনি কহে তবে ভাই চারি জনে ।
 সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে ॥
 দোষ গুণ বুঝি সব করিব নির্ণয় ।
 অকারণে চিন্তা কেন কর মহাশয় ॥
 কি হেতু চিন্তিব প্রভু মোরা সর্বজন ।
 অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন ॥

এই সব চিন্তা করি ধর্ম-অধিকারী ।
 নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি ॥
 মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
 এক্ষেপে দ্বাদশবর্ষ যাপিল কানন ॥
 নানাক্রোশে বিচরণ করে বহুবন ।
 সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ ॥
 অশ্বমেধ-কল পায় যে শুনে এ কথা ।
 ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা ॥
 সুবর্ণ ভূষ্ণার আর ধেনু শত শত ।
 সুপণ্ডিতে দ্বিজ দান দেয় অবিরত ॥
 নিত্য নিত্য শুনে পুণ্য ভারতের কথা ।
 নিশ্চয় জানিহ সত্য কল হয় দাতা ॥
 যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন ।
 তুল্য কল হয় তার সেই সাধু জন ॥
 সুরষ্টি করুক মেঘ সর্বদেশে দেশে ।
 পরিপূর্ণ হোক পৃথ্বী শস্য-সমাবেশে ॥
 অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্ম কীটময় ।
 ধর্মবরে চরিতার্থ হোক ভক্তচয় ॥
 ধন্য হ'ল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস ।
 তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥
 পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ।
 অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ ॥
 হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে ।
 অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে ॥
 সর্বশাস্ত্রবীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর ।
 আদি অন্ত নাহি যার বেদ-অগোচর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ ।
 কৃষ্ণের মুখের অজ্ঞা না হয় সন্দেহ ॥
 পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা ।
 অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীলা
 থাকিলে ভারত নীচগৃহে নহে দুষ্টি ।
 শুনিলে পাতক হয় সমূলে বিনষ্ট ॥
 সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্বজন ।
 এত দূরে বনপর্ব হ'ল সমাপন ॥

বনপর্বের টীকা ।

টীকার নম্বর (২২ বা ১) পৃষ্ঠা ৩—সূর্য্যের অষ্টোত্তর শত নাম যথা—সূর্য্য, অর্ধামা, ভগ, ঝর্গা, পুষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বৃধ, অজারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তাংগ, শুচি, শৌবি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈত্যাগ্নি, জাঁঠরাগ্নি, ঐন্দ্রনাগ্নি, তেজঃপাক্তি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাজ, বেদ-বাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসব কর, অশ্বখ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ, শাস্বত যোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্মা, তমোমুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাক্রম, ভূতপতি, ষ্ট্রী, সম্বর্ত্তক, বহি, সর্ষাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভাহু, কামদ, জয়, বিশাল, বেদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি শীজগ, ধর্ম্মস্তুরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষ-দ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, মৈত্রেয় ।

টী (২) পৃ ৩৭—এই স্থানে মূলে “বকদা-লভ্য সংবাদ ” নামে একটি অধ্যায় আছে । বোধ হয়, ভ্রমপ্রমাদে কালীদাসী মহাভারতে তাহা সন্নিবেশিত হয় নাই। সাধারণের অব-গতির জন্য সেই অধ্যায়টির অনুবাদ এই স্থানে প্রকাশিত হইল ।

দ্বৈতবনে বাস কৈলে পাণ্ডুপুত্রগণ ।
বিপ্রগণে পরিপূর্ণ হইল কানন ॥
ঋক যজুঃ সামধ্বনি বিপ্রগণ করে ।
পাণ্ডবের জ্যানিনাদে অন্ত দিক পূরে ॥
ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজ মিলিত হইল ।
অপূর্ব বনের শোভা বাড়িয়া উঠিল ॥
একদিন যুধিষ্ঠির সাগন্তন কালে ।
বসিয়া আছেন তথা ঋবিগণে মিলে ॥
হেনকালে বকদালভ্য মহাতপোধন ।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
“তপস্বীগণের হোম-বেলা উপস্থিত ।
অই দেখ হোমানল হতেছে জলিত ॥

ভার্গব বিশিষ্ট আর আত্মিরসগণ ।
আত্রেয় আগন্ত্য আর কাশ্ঠপেয়গণ ॥
ইত্যাদি তাপসকুল ধর্ম্মচর্যা করে ।
তোমার রক্ষিত এই কানন মাঝারে ॥
উপদেশ কিছু আমি করিব প্রদান ।
মন দিয়া শুন ওহে পাণ্ডব ধীমান ॥
বায়ুর সহায়ে যথা দেব হতাশন ।
অবহেলে দগ্ধ করে নিখিল কানন ॥
সেইরূপ ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজে মিলি ।
অরাতি কুলেরে ফেলে ভস্মসাৎ করি ॥
বিপ্রের সাহায্য বিনা নাহি কভু জয় ।
যাঁব উপদেশে মোহজাল ছিন্ন হয় ॥
বিপ্রের আশ্রয়ে পূর্ব্বের বলি নরপতি ।
একচ্ছত্রে শাসে এই সমাগরা ক্ষিতি ॥
অবশেষে বিপ্র প্রতি করি অনাদর ।
একেবারে হ'ল নষ্ট গেল রসাতল ॥
নিস্তেজ অক্ষুশাঘাতে কুঞ্জর যেমন ।
ব্রাহ্মণ-বিহীন ক্ষত্র জ্ঞানিবে তেমন ॥
অনল সহায়ে যথা দেব হতাশন ।
দাহ বস্তু অনায়াসে করয়ে দহন ॥
সেইরূপ বিপ্রসহ রাজগণ মিলে ।
নির্ম্মূল অরাতিকুল করে অবহেলে ॥
অলক লাভের তরে লঙ্কের বর্জন ।
বিপ্র পাশে উপদেশ করিবে গ্রহণ ॥
সতত ভকতি প্রজ্ঞা বিপ্রের উপরে ।
আছয়ে কৌন্তেয় তব জেনিছি অন্তরে ॥
সেই হেতু তব যশ বিদিত ধরায় ।
মনসুখে থাক তুমি যথায় তথায় ॥”
ঋষিযুখে পাণ্ডবের গুণরাশি শুনি ।
আনন্দে মজিল যত বনবাসী মূনি ॥
জামদগ্ন্য পৃথুশ্রবা ভালুকি নারদ ।
ইন্দ্রদ্রাক্ষ কৃতচেতা ও মহেশ্বপাদ ॥
ব্রহ্মমিত্র কর্ণশ্রবা মুক্ত দ্বৈপায়ন ।
স্থলকর্ণ অগ্নিবিশ্ব ও হোত্রবাহন ॥
কাশ্ঠপ হারীত কৃতবাক বৃহদশ্ব ।
বিভাবসু উর্দ্ধরেতা সুবাক লবণাশ্ব ॥
হোত্রবাহনক আর স্নহোত্রাদি করি ।
বহু ঋষি বহু বিপ্র যত ব্রতধারী ॥
পাণ্ডবের যথাযোগ্য সন্মান সৎকার ।
সাধিয়া অন্তরে লভে আনন্দ অপার ॥

টী (৩) পৃ ৪৪—মুক নামা দানব অর্জু-
নকে বিনাশ করিবার জন্য বরাহরূপ পরিগ্রহ
করিয়াছিলেন ।

টী (৪) পৃ ৫৩—এই সময়ে দেবর্ষি নারদ
ও মহাতপা পুরুষ, উভয়ে যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ
করিতে করিতে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন ।

টী (৫) পৃ ৬৩—কর্কোটক ভূজঙ্গ নল
রাজাকে দুই খানি বস্ত্র দেয়, কিন্তু কানীদানী
ভারতে একখানির উল্লেখ আছে । এটি লিপি-
কবপ্রমাদ সন্দেহ নাই । যৎকালে কর্কোটক
নলকে বস্ত্র যুগল প্রদান করে, তখন এই
বলিয়াছিল ;—

“আমারে অরিয়া যবে পরিবে বসন ।

তখনি আপন রূপ কবিবে ধারণ ॥”

টী (৬) পৃ ৬৬—মূলে লিখিত আছে, ঋতু-
পূর্ণ যে বৃক্ষের পত্র গণনা করেন, সেটি বিভীতক
বৃক্ষ । সেই বৃক্ষের এক শত এক পত্র ও এক
শত এক ফল ভূতলে পতিত ছিল, আর
শাখায় পঞ্চকোটি পত্র এবং দুই সহস্র পঞ্চ-
নবতি ফল ছিল ।

টী (৭) পৃ ৬৯—দময়ন্তীর পুত্রের নাম
ইন্দ্র ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা ।

টী (৮) পৃ ৭২—এই স্থানে মূলে পুষ্করাদি
কয়েকটি তীর্থের, বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে ।
মহাত্মা কানীদাস বাহুলা ভয়ে তাহা পরি-
তাগ করিয়াছেন । পাঠকগণের অবগতিব
জন্য তাহা এই স্থলে প্রকাশিত হইল ।

পুষ্কর পরম তীর্থ খ্যাত চরাচরে ।
সিদ্ধ সাধ্য বসু রুদ্র সদা বাস করে ॥
দেবগণ মরুলাগ গন্ধর্ব্ব নিকর ।
আদিত্য অঙ্গরা তথা রহে নিবস্তর ॥
এই স্থানে তপ করি যত যোগীজন ।
মনের হরিষে লভে দিব্য যোগধন ॥
দেব ঋষি সবে তপ করিয়া পুষ্করে ।
বহু পুণ্য উপার্জন করেছে সকলে ॥
মনে মনে তথা যেতে যে করে বাসনা ।
নিখিল পাতকে মুক্ত হয় সেই জনা ॥
পিতৃদেবে পূজি হেথা করিলে স্নান ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায় সে ধীমান ॥
এক বিপ্র এই স্থানে করালে ভোজন ।
উত্ত লোকে শুভগতি পায় সেই জন ॥
ফল মূলে বিজে হেথা পূজে যেই নর ।
ফল মূল খেয়ে রহে হরিষ অন্তর ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল লভয়ে নিশ্চয় ।
এ তীর্থে করিলে স্নান ভক্তবন্ধ ক্ষয় ॥
কাষ্ঠিকের পূর্ণিমাতে করিলে গমন ।
চরমে সে জন যায় ব্রহ্মার ভবন ॥
দ্বি সন্ধ্যা পুষ্করে যেই করয়ে স্মরণ ।
সর্বতীর্থ স্নান ফল পায় সেই জন ॥
জনার্দন শ্রেষ্ঠ যথা সর্ব দেবতার ।
পুষ্কর তেমন শ্রেষ্ঠ তীর্থ সবাকার ॥
বার বর্ষ শুক্লচিহ্নে ইথে বাস কৈলে ।
সর্ব যজ্ঞ ফল পায় সেই পুণ্যফলে ॥
শত বর্ষ অগ্নিহোত্র করিলে হেথায় ।
কাষ্ঠিক মাসেতে কিদা রহে পূর্ণিমা ॥
উভয়ে সমান ফল মহাপুণ্য হয় ।
শুন পুষ্করের উৎপত্তি পরিচয় ॥
তিন প্রস্তবণ বহে তিনটা ধারায় ।
হিমাদ্রির তিন শৃঙ্গ হতে বাহিরায় ॥
তাহাই পুষ্কর বলি খ্যাত চরাচর ।
হেথা তপ জপ দান স্নাতী ব্রহ্মর ॥
দ্বাদশ রজনী হেথা করি অবস্থান ।
জম্বুদ্বীপে যেই সাধু কবয়ে পয়াণ ॥
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু জন ।
তথা হতে যায় যেই তত্তুলিকাশ্রম ॥
চরমে তাহার হয় ব্রহ্মলোকে গতি ।
সে জন নাহিক ভুঞ্জি ভবের দুর্গতি ॥
ত্রিবাত্র উপোষ করি অগস্ত্য সরেতে ।
পিতৃদেবে পূজে যেই ঐকান্তিক চিতে ॥
শাকফলে দেহ রক্ষা করে যেই জন ।
কৌমার পদবী পায় সেই সাধুজন ॥
কণাশ্রমতীর্থে যেই করিয়া গমন ।
মিতাহারে পিতৃদেবে করয়ে অর্চন ॥
সর্বযজ্ঞফল পায় সেই সাধু নর ।
প্রদক্ষিণ কৈলে হয় নির্মল অন্তর ॥
ভবানীপতির তীর্থ রুদ্রবট নাম ।
পবিত্র অন্তরে তথা যে করে পয়াণ ॥
গোসহস্র দালফল পায় সেই জন ।
গাণপত্য দেন তারে দেব পঞ্চানন ॥
পুণ্যবতী চন্দ্রপুতী নদীতে ঘাইয়া ।
নিয়মে থাকিলে মিত-আহার করিয়া ॥
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল পায় সেই জন ।
মহাপুণ্য সেই জন করয়ে অর্জুন ॥
তৎপরে অর্কবৃন্দতীর্থে করিয়া গমন ।
যে জন দর্শন করে বশিষ্ঠ-আশ্রম ॥
এক রাজি সেই স্থানে করিলে বসতি ।
গোসহস্র দান ফল পায় সে স্তুমতি ॥

প্রভাস পরম তীর্থে খ্যাত চরাচর ।
 দেবমুখ অগ্নি তথা রহে নিরন্তর ॥
 ইথে স্নানে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয় ।
 অতিরিক্তফল আর জানিবে নিশ্চয় ॥
 অবশেষে সরস্বতী সাগরসঙ্গম ।
 ভক্তিভরে গিয়া স্নান করে যেই জন ॥
 গোসহস্র দান ফল পায় সেই নর ।
 দিব্য তেজ ধরি যায় অমর-নগর ॥
 তৎপরে সলিলরাজ আর বরদান ।
 এই দুই মহাতীর্থে কবিবে পয়াণ ॥
 পবে দ্বারাবতী তীর্থে গিয়া যেই জন ।
 পিণ্ডাবকে স্নান করে হয়ে শুদ্ধমন ॥
 বহু স্বর্ণ লাভ করে সেই সাধু নর ।
 অদ্যাপি তথায় মুদ্রা আছে বজ্রতর ॥
 পদ্মচিত্রে সমষ্টিত সেই মুদ্রা হয় ।
 ত্রিশূলের চিত্র পদ্মে দেখিবে নিশ্চয় ॥
 সাগর সঙ্গমে পরে করিয়া গমন ।
 তর্পণ করিবে পিতৃ-দেব-ঋষিগণ ॥
 বারুণ লোকেতে গতি সে জনের হয় ।
 শুন এবে দমীনায়া তীর্থে পরিচয় ॥
 তথা স্নান কবি রুদ্রে পূজিলে স্মৃজন ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞফল পায় সেই জন ॥
 অবশেষে বসুধারা তীর্থেতে যাইবে ।
 অশ্বমেধ ফল তথা স্নানেতে পাইবে ॥
 সিদ্ধ ভ্রম মহাতীর্থে পাতক নাশন ।
 তথা স্নানে বহু স্বর্ণ লভে সাধু জন ॥
 তুঙ্গীভঙ্গে স্নানে হয় ব্রহ্মলোকে গতি ।
 শক্রকুমারিকা স্নান স্বর্গেতে বসতি ॥
 রেণুকা পরমতীর্থে যদি করে স্নান ।
 চন্দ্রতুলা কাস্তি পায় সেই মতিমান ॥
 পঞ্চনদ স্নানে পায় পঞ্চযজ্ঞ ফল ।
 যোনিতীর্থে স্নানে হয় দিব্য কলবর ॥
 লক্ষ গোদানের ফল পায় সেই নর ।
 জীকুণ্ড পরম তীর্থে যাবে তার পরে ॥
 গোসহস্র দানফল পায় সেই জন ।
 বিমল তীর্থেতে পরে করিবে গমন ॥
 ইথে স্নানে সর্বপাপ বিমোচন হয় ।
 দিব্যগতি পায় শেষে নাহিক সংশয় ॥
 বিতস্তাতে স্নান আর করিলে তর্পণ ।
 বাজপেয় ফল পায় সেই সাধুজন ॥
 বড়বা তীর্থেতে গিয়া স্নান আদি করে ।
 অগ্নিদেবে চক্ৰ দেয় যেই ভক্তিভরে ॥
 লক্ষ গোদানের ফল রাজস্বয় ফল ।
 অশ্বমেধ ফল পায় জানিবে সকল ॥

ব্রহ্মপদে গিয়া শিবে যদি পূজা করে ।
 অশ্বমেধ মহাফল পায় সেই নর ॥
 মণিমাণ্ডে এক রাত্রি করিলে বসতি ।
 অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মহামতি ॥
 দেবিকা পরম তীর্থে করিলেক স্নান ।
 বিশ্রুকুলে পরজন্মে জন্মে সে ধীমান ॥
 কামতীর্থে পরিশেষে করিয়া গমন ।
 স্নান করি যেই করে যজ্ঞন যাগজন ॥
 পবলোকে শুভগতি পায় সেই জন ।
 দীর্ঘসত্রে অবশেষে করিবে গমন ॥
 অশ্বমেধ ফল লাভ হয় সেই স্থানে ।
 রাজস্বয় ফল হয় হেথায় গমনে ॥
 বিনশনে যাবে শেষে মনের হরিষে ।
 শিবোত্তেদে নাগোত্তেদে আর যে চমসে ॥
 চমসে করিলে স্নান অগ্নিষ্টোম ফল ।
 শিবোত্তেদে গোসহস্র প্রদানের ফল ॥
 নাগোত্তেদে স্নান কৈলে নাগলোকে গতি ।
 শশ্যানে যাবে শেষে সাধু মহামতি ॥
 ইথে স্নানে দিব্য তেজ পায় নরবর ।
 অধিকন্তু গোসহস্র প্রদানের ফল ॥
 কুমারকোটিতে শেষে করিয়া গমন ।
 স্নান করি পিতৃদেবে করিলে তর্পণ ॥
 অগুতক গোদানের ফল সেই পায় ।
 রুদ্রকোটি তীর্থে শেষে যেই জন যায় ॥
 অশ্বমেধ ফল তথা স্নানে লাভ করে ।
 সরস্বতী সঙ্গমেতে যাবে তার পরে ॥
 তথায় করিলে স্নান পাতক নাশন ।
 ব্রহ্মলোকে গতি করে সেই সাধু জন ॥
 সত্রাবসানক তীর্থে অতি পুণ্যতম ।
 যথা সদা করে যজ্ঞ তপোধনগণ ॥
 গোসহস্র দানফল সেই তীর্থে হয় ।
 সংক্ষেপে বর্ণিত হল তীর্থ সমুদয় ॥

টি (১) পৃ ৭৩—এই স্থলে মূলে কুরু-
 ক্ষেত্রাদি তীর্থেব মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিশেষ বর্ণিত
 আছে এবং ধোম্য যুধিষ্ঠিরের নিকট পূর্ব দক্ষিণ
 পশ্চিম ও উত্তর দিকস্থ তীর্থ বিবরণ কীর্তন
 করেন । ৬ কাশীরাম দাস বাহুল্য ভয়ে
 তাহার বিশেষ বিবরণ লিখেন নাই, আমরা
 পাঠকগণের বিদিতার্থে এই স্থলে তাহা প্রকা-
 শিত করিলাম :—

কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ ধরনী মাঝারে ।
 যথায় করিলে বাস সর্বপাপ হয়ে ॥
 কুরুক্ষেত্র-বাসে যেই করয়ে মনন ।
 দিব্যগতি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥

উত্তরে বিরাজে পুণ্যনদী সরস্বতী ।
 দক্ষিণে শোভিছে সদা নামে দৃষতী ॥
 ইহার মধ্যস্থ স্থল কুরুক্ষেত্র কয় ।
 এ তীর্থ হেরিলে রাজস্বয় ফল হয় ॥
 এই তীর্থ হেরি পাবে মোক্ষলোকে যাবে ।
 দ্বারপালে যক্ষে তথা প্রণাম করিবে ॥
 গোসহস্র দানফল হইবে নিশ্চয় ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্য নয় ॥
 বিষ্ণুস্থানে যাবে শেষে অতি পুণ্যস্থান ।
 দেব নারায়ণ যথা সদা বিদ্যমান ॥
 স্নান করি কেশবেবে কবিবে প্রণাম ।
 অশ্বমেধ ফল পায় সেই মতিমান ॥
 গাবিপ্লব তীর্থে পাবে করিবে গমন ।
 অগ্নিষ্টোম ফল যথা পায় নবগণ ॥
 অতিবাত্র ত্রতফল হয় সেই স্থানে ।
 পৃথিবী তীর্থেতে যাবে আনন্দিত মনে ॥
 শালুকিনী তীর্থ পরে করি দরশন ।
 গোসহস্র দান ফল লভিবে স্রজ্ঞন ॥
 দশাধমেধেতে স্নানে এই ফল হয় ।
 নর্পদেবী তীর্থে পরে যাবে সাধুচয় ॥
 নাগলোকে গতি আব অগ্নিষ্টোম ফল ।
 এই দুই ফল পায় সেই সাধু নর ॥
 দ্বারপাল তরন্তুকে অবশেষে যাবে ।
 গোসহস্র দান ফল তথায় লভিবে ॥
 পঞ্চনদ তীর্থে পরে করিবেক স্নান ।
 অশ্বমেধ ফল পাবে সেই মতিমান ॥
 অশ্বিনীকুমার তীর্থে অবশেষে যাবে ।
 সে তীর্থ ফলেতে সাধু রূপবান হবে ॥
 বরাহ তীর্থেতে পরে করিবে গমন ।
 অগ্নিষ্টোম ফল তথা পাবে সেই জন ॥
 সোমতীর্থে গিয়া শেষে করিবেক স্নান ।
 রাজস্বয় যজ্ঞফল পাবে মতিমান ॥
 গোসহস্র দানফল হংসতীর্থে হয় ।
 কৃতশৌচে হয় সাধু নির্মলহৃদয় ॥
 মঞ্জুবটে উপবাসী থাকে যেই জন ।
 গাণপত্য হয় লাভ শাস্ত্রের বচন ॥
 যক্ষিনী তীর্থেতে পরে করিবেক স্নান ।
 সিদ্ধমনোরথ তথা হবে মতিমান ॥
 পুষ্কর তীর্থের ফল এই স্থানে হয় ।
 পরশুরামের কৃত শাস্ত্রে হেন কয় ॥
 রামহৃদে অবশেষে করিবে গমন ।
 ভার্গব করেন হেথা পিতৃর তর্পণ ॥
 গন্ধহৃদ করে তথা ভার্গব প্রবীর ।
 মহাতীর্থ বলি ইহা বলয়ে সুধীর ॥

এই স্থানে পিতৃগণে করিলে তর্পণ ।
 তার প্রতি মহাতুষ্টি হন পিতৃগণ ॥
 বংশমূল তীর্থে গিয়া আশ্রয় করিলে ।
 সে জন উদ্ধার করে আপনার কুলে ॥
 কায়শোধনক তীর্থে যদি করে স্নান ।
 দিব্য গতি পায় সেই সাধু মতিমান ॥
 লোকোদ্ধার মহাতীর্থ জানে সর্বজন ।
 ইথে স্নানে মহাপুণ্য লভে নরগণ ॥
 ত্রীতীর্থেতে লক্ষ্মীলাভ করে সাধুগণ ।
 কপিলা তীর্থেতে পরে করিবে গমন ॥
 সহস্র কপিলা দানে যেই ফল হয় ।
 ইথে স্নানে পূজা কৈলে সে ফল নিশ্চয় ॥
 অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল সূর্য্যতীর্থে লভে ।
 অস্ত্রে দিবাকর লোকে তার গতি হবে ॥
 গোসহস্র দানফল গোভবনে হয় ।
 দেবীতীর্থে রূপবান হয় নরচয় ॥
 দ্বারপাল তবন্তক সরস্বতী তীরে ।
 অগ্নিষ্টোম ফল হয় সেই স্থানে গেলে ॥
 ব্রহ্মাবর্তে স্নান কৈলে ব্রহ্মলোকে যায় ।
 সূতীর্থে গমনে অশ্বমেধ ফল পায় ॥
 কাশীশ্বর নামে তীর্থ অশ্রুযতী দেশে ।
 ইথে স্নানে যায় নব ব্রহ্মার সকাশে ॥
 মাতৃতীর্থে স্নান করে যেই সাধু জন ।
 বহু প্রজা পায় সেই পায় বহু ধন ॥
 শ্রাবিলোম পিতৃতীর্থ অতি পুণ্যতম ।
 এই স্থানে লোমচ্ছেদ করে যেই জন ॥
 দিব্য গতি হয় তার নাহিক সংশয় ।
 মাহুশ তীর্থেতে শেষে যাবে সাধুচয় ॥
 তথা ব্যাধসবে স্নান করে যেই জন ।
 অন্তকালে সুবপুরে সৈ করে গমন ॥
 আপগা নদীতে শেষে করিয়া গমন ।
 একমাত্র বিপ্রে যেই করায় ভোজন ॥
 কোটি বিপ্র ভোজনের ফল হয় তায় ।
 একরাত্রি বাসে অগ্নিষ্টোম ফল পায় ॥
 ব্রহ্মোড়্রসরক তীর্থে করিয়া গমন ।
 কপিলকোনারে স্নান করে যেই জন ॥
 সর্বপাপে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে যায় ।
 সরক তীর্থেতে স্নানে পূর্ণকাম হয় ॥
 কলসী তীর্থেতে স্নান করে যেই জন ।
 অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল পায় সেই জন ॥
 অনাজম্ব নামে তীর্থ নারদের হয় ।
 ইহাতে করিলে স্নান দিব্যগতি হয় ॥
 পুণ্ডরীকে স্নান কৈলে মহাপুণ্য হয় ।
 পুণ্ডরীক যজ্ঞফল সে লভে নিশ্চয় ॥

ত্রিপিষ্টপ তীর্থে পরে করিয়া গমন ।
 বৈভরগী জলে স্নান করে যেই জন ॥
 মনস্তাপ ঘুচে তার দিব্যগতি পায় ।
 ফলকী তীর্থেতে পরে যেই জন যায় ॥
 দৃষদ্বতী নদী জলে করয়ে স্নান ।
 অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মতিমান ॥
 পাণিখাতে স্নান করে যেই মহোদয় ।
 অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র ফল তার হয় ॥
 রাজসূয় যজ্ঞফল পায় সেই জন ।
 ঋষিলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
 অবশেষে মিত্রতীর্থে করিবে গমন ।
 সর্কতীর্থ ফল হেথা পাবে সেই জন ॥
 ব্যাসবনে অবশেষে গমন করিবে ।
 গোসহস্র দানফল তথায় পাইবে ॥
 মধুবতী তীর্থে পবে করিলে গমন ।
 গোসহস্র দান ফল পায় সেই জন ॥
 ব্যাসস্থলী তীর্থে নর ওই ফল পায় ।
 কিন্দন্ত কুপেতে পরে যেই জন যায় ॥
 এক প্রেস তিল দেয় তথা সেই জন ।
 মহাসিদ্ধি পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
 তার পর বেদীতীর্থে গমন করিবে ।
 গোসহস্র দানফল তথায় পাইবে ॥
 সূর্য্যদিন তীর্থেতে আর অহস্তীর্থে গিয়ে ।
 স্নান দান করে যেই একচিত্ত হয়ে ॥
 সূর্যালোকে যায় সেই মানব স্রজন ।
 সকল পাপেতে মুক্ত হয় সেই জন ॥
 মৃগধূমে স্নান পূজা যেই জন করে ।
 অশ্বমেধ ফল লাভ করে সেই নরে ॥
 গোসহস্র দান ফল দেবীতীর্থে হয় ।
 বামনক তীর্থে গেলে বিষ্ণু লোক পায় ॥
 নিজকুল শুদ্ধ হয় কুলস্পন্দে স্নানে ।
 মুনির বচন ইহা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥
 পবনগণের হৃদে করিলে সিনান ।
 বায়ুলোকে গতি করে সেই মতিমান ॥
 অমরহৃদেতে স্নানে সুরপুরে যায় ।
 গোসহস্র দান ফল শালিহোত্রে পায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ তীর্থে অগ্নিষ্টোম ফল হয় ।
 সরস্বতী কুঞ্জে হয় ওই ফলোদয় ॥
 ব্রহ্ম তীর্থে ব্রাহ্মণ্য পায় নরচয় ।
 কস্তুরীতীর্থে গোসহস্র দান ফল হয় ॥
 সোমতীর্থ ফলে হয় সোমলোকে গতি ।
 সপ্ত সারস্বতে পরে যাবে মহামতি ॥
 এই স্থানে স্নানপূজা করে যেই জম ।
 সারস্বত লোকে যায় সেই সাধু জন ॥

ঔশনস তীর্থে গেলে পুণ্যলাভ করে ।
 কপালমোচনে গেলে সর্কপাপ হয়ে ॥
 অগ্নিতীর্থ ফলে নর অগ্নিলোকে যায় ।
 বিশ্বামিত্র তীর্থ ফলে ব্রাহ্মণ্য পায় ॥
 ব্রহ্মযোনি তীর্থ ফলে ব্রহ্মলোকে গতি ।
 উদ্ধারে সপ্তম কুল সেই মহামতি ॥
 পৃথুদকে স্নানে সর্কপাপ বিনাশন ।
 অশ্বমেধ ফল আর স্বর্গেতে গমন ॥
 পৃথুদকে দেহ ত্যাগ করে যেই জন ।
 অবহেলে তরে সেই ভবের বন্ধন ॥
 গোসহস্রদান ফল মধুস্রবে হয় ।
 ভক্তিভরে স্নান হেথা করে সাধুচয় ॥
 সবপতী অরুণার মিলন যথায় ।
 যে জন ত্রিরাত্র রহে উপোষী তথায় ॥
 ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর তাহাতেই হয় ।
 অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র ফলেব উদয় ॥
 অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ বিদিত ধরায় ।
 ব্রাহ্মণ্য পায় তথা যেই জন যায় ॥
 চল্লিশ শতক গো দানে যেই ফল ।
 অবহেলে পায় তাহা সেই সাধু নর ॥
 শত সহস্রক তীর্থ সাহস্রক আর ।
 এই দুই মহাতীর্থ ধরণী মাঝার ॥
 গো-সহস্র দান ফল এই দুয়ে হয় ।
 রেণুকা তীর্থেতে পরে যাবে সাধুচয় ॥
 জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ হবে সেই স্থলে ।
 অগ্নিষ্টোমফল লাভ হবে পুণ্য ফলে ॥
 পঞ্চবতী তীর্থে গিয়া পুজিলে শঙ্করে ।
 সর্কসিদ্ধ হয় তাব জানিবে অন্তরে ॥
 তৈজস তীর্থেতে মহাপুণ্য লাভ হয় ।
 কুরুতীর্থ ফলে সাধু ব্রহ্মলোকে যায় ॥
 স্বর্গদ্বার তীর্থ ফলে সুরলোকে গতি ।
 অনবক তীর্থ স্থানে বিনাশে দুর্গতি ॥
 স্বস্তিপুরে অবশেষে করিলে গমন ।
 গো সহস্র দান ফল পায় সেই জন ॥
 পাবন তীর্থেতে পিতৃগণের তর্পিলে ।
 অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ফল হয় পুণ্যফলে ॥
 আপগা তীর্থেতে স্নানে গাণপত্য পায় ।
 স্থানুঘটে দিব্যগতি শাস্ত্রে হেন কয় ॥
 বদরী পাচনে পরে করিয়া গমন ।
 তিন দিন উপবাসী রহে যেই জন ॥
 বদরী ভোজন মাত্র করিতে হইবে ।
 সেই সাধু নিঃসংশয় দিব্য গতি পাবে ॥
 ইন্দ্রমার্গ তীর্থ গেলে ইন্দ্রলোকে যায় ।
 একরাত্র তীর্থে নব মহাপুণ্য পায় ॥

আদিত্য আশ্রমে গিয়া স্বর্ধ্যোরে পূজিলে ।
 স্বর্ধ্যালোকে যায় সাধু সেই পুণ্যফলে ॥
 সোম তীর্থে স্নান কৈলে সোমলোকে গতি
 সারস্বত তীর্থে হয় সারস্বতী গতি ॥
 কন্যাশ্রমে তিন রাত্রি উপোষ করিলে ।
 স্বর্গ আর কন্যা লভে সেই পুণ্য ফলে ॥
 সল্লিহতী নামে তীর্থ বিদিত ভুবন ।
 গ্রহণ সময়ে স্নান করে যেই জন ॥
 শত অশ্বমেধ ফল সেই জনার হয় ।
 অমাবস্যা তিথি স্নানে মহাপুণ্যোদয় ॥
 ওই দিনে সর্ব তীর্থ মিলে সেই স্থানে ।
 শ্রাদ্ধ আদি সাধুগণ করিবে বিধান ॥
 মচক্রকে ষারপাল যঞ্জে পুজিলে ।
 ব্রহ্মলোকে যায় সাধু সেই পুণ্য ফলে ॥
 কোটি তীর্থ স্নানে বহু স্বর্গ লাভ হয় ।
 উত্তরবেদিকা তীর্থে মহাপুণ্যোদয় ॥
 ধর্ম তীর্থে স্নানে হয় ধর্ম উপার্জন ।
 সপ্তকুল পুত হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 জ্ঞান পাবনক তীর্থে যেই করে স্নান ।
 অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মতিমান ॥
 সৌগন্ধিক নামে বন অতি পুণ্যতম ।
 প্রবেশ মাত্রেতে হয় পাতক নাশন ॥
 প্রক্ষা নদী পুণ্যতমা আর সরস্বতী :
 তথা অশ্বমেধ ফল আর দিব্য গতি ॥
 পঞ্চযজ্ঞ শতকুস্তা স্নগন্ধা নামেতে ।
 পুণ্যতীর্থ আছে সব পবিত্র ভারতে ॥
 তথায় ত্রিশূলখাত নামে পুণ্যস্থান ।
 গাণপত্য লাভ হয় যেই করে স্নান ॥
 অবশেষে শাকম্ভরী তীর্থেতে যাইবে ।
 ত্রিরাত্র উপবাস তথায় করিবে ॥
 তিন দিন শাক মাত্র করিবে ভোজন ।
 বহু পুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন ॥
 স্বপর্ণাখ্য তীর্থে পরে করিয়া গমন ।
 রুদ্রদেবে ভক্তি ভরে যে করে পূজন ॥
 গাণপত্য লাভ আর অশ্বমেধ ফল ।
 হরিষ অন্তরে পায় সেই সাধু নর ॥
 ধুমাবতী তীর্থে তিন রাত্রি অনাহারে ।
 রহিলে বাহিত্র ফল পায় সেই নরে ॥
 রথাবর্ত তীর্থে গেলে দিব্যগতি হয় ।
 রাধাভীর্থে সর্বপাপ বিনাশে নিশ্চয় ॥
 গঙ্গাঘাটে স্নানে হয় কোটি তীর্থ ফল ।
 পুণ্ডরীক যজ্ঞ ফল লভয়ে সকল ॥
 একরাত্রি যদি বাস করে কোন জন ।
 গো সহস্র দান ফল করে উপার্জন ॥

শক্রাবর্ত সপ্তগঙ্গ ত্রিগঙ্গ সলিলে ।
 তর্পণ করিলে পুণ্য পায় সেই ফলে ॥
 কনখল তীর্থে স্নান করে যেই জন ।
 ত্রিরাত্র উপোষী রহে হয়ে শুদ্ধমন ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল সেই জন পায় ।
 অন্তকালে দিব্য দেহে সুরপুরে যায় ॥
 কপিলা বটেতে এক রাত্রি উপবাসে ।
 গো সহস্র দান ফল পায় পুণ্যবশে ॥
 শান্তনু তীর্থেতে স্নান করে যেই জন ।
 অবিলম্বে ছুরগতি হয় বিমোচন ॥
 অশ্বমেধ ফল গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে ।
 সর্বপাপ নষ্ট হয় স্নগন্ধেতে স্নানে ॥
 রুদ্রাবর্তে স্নান কৈলে সুরলোকে যায় ।
 সরস্বতী সঙ্গম স্থলে বহু পুণ্য পায় ॥
 গঙ্গা সহ সরস্বতী মিলেছে যেখানে ।
 অশ্বমেধ ফল তথা লভয়ে সিনানে ॥
 ভদ্রকর্ণেশ্বরে গিয়া করিলে পূজন ।
 পুণ্যফলে ছুরগতি হয় বিমোচন ॥
 কুস্তাযকে গো সহস্র দান ফল হয় ।
 অরুদ্রতীর্থে স্নানে ওই ফলোদয় ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ব্রহ্মাবর্তে গেলে ।
 যমুনা মোহানাব কিম্বা সিনান করিলে ॥
 দক্ষীসংক্রমণ তীর্থে ওই ফল হয় ।
 শেষে সিদ্ধশ্রবণেতে যাবে সাধুচয় ॥
 পঞ্চ রাত্রি বাসে তথা স্বর্গলাভ হয় ।
 অশ্বমেধ ফল বেদী তীর্থেতে নিশ্চয় ॥
 নীচ জাতি বিপ্র হয় বাশিষ্ঠেতে গেলে ।
 ঋষিলোকে যায় ঋষিকুল্য স্নান কৈলে ॥
 একমাস তৃণভুজ্যে করি শাকাহার ।
 যেই রহে অশ্বমেধ ফল হয় তার ॥
 বীর প্রমোহোতে পরে করিবে গমন ।
 সর্ব পাপ হবে নষ্ট শাস্ত্রের বচন ॥
 কৃত্তিকাতে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয় ।
 অতিরাত্র ফল মঘা তীর্থেতে নিশ্চয় ॥
 বিছালাভ হয় বিছা তীর্থেতে সিনানে ।
 মহাশ্রমে শুভগতি শাস্ত্রের বিধান ॥
 বেতসিকা তীর্থে পরে করিলে গমন ।
 অশ্বমেধ ফল লাভ করে সেই জন ॥
 স্মন্দরিকা তীর্থে পরে গমন করিবে ।
 ব্রাহ্মণী তীর্থেতে যাবে অতি ভক্তিভাবে ॥
 এই পুণ্যে ব্রহ্মলোকে যায় সেই নর ।
 নৈমিষ পরম তীর্থে যাবে তার পর ॥
 একমাস এই স্থানে রহে যেই জন ।
 সর্ব তীর্থ ফল সেই করে উপার্জন ॥

গোমেধের যজ্ঞ ফল ইথে জানে হয় ।
 সপ্তকূল পুত্ৰ হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
 গন্ধোন্তেদে তিন রাত্রি উপোষ করিলে ।
 বাজপেয় ফল হয় সেই পুণ্যফলে ॥
 সরস্বতী জলে যেই করয়ে তর্পণ ।
 সারস্বতলোকে যায় সেই সাধুজন ॥
 বাহুদাতে একরাত্রি কৈলে অবস্থান ।
 স্বর্গপুরে পূজ্য হয় সেই মতিমান ॥
 ক্ষীরবতী গিয়া পিতৃদেবের অর্চিলে ।
 বাজপেয় ফল পায় সেই পুণ্যফলে ॥
 তৎপরে বিমলাশোকে করিয়া গমন ।
 এক রাত্রি অবস্থান করে যেই জন ॥
 সুরপুরে পূজনীয় সেই জন হয় ।
 গোপ্রতার তীর্থে পরে যাবে সাধুচয় ॥
 এই স্থানে স্নান করে যেই সাধু জন ।
 নিম্পাপ হইয়া যায় অমর ভুবন ॥
 গোমতী তীর্থেতে স্নানে অশ্বমেধ ফল ।
 শত সহস্রক তীর্থে গোসহস্র ফল ॥
 কোটি তীর্থে কার্ত্তিকেরে করিলে অর্চন ।
 গো সহস্র দান ফল পায় সেই জন ॥
 বাবাণসী তীর্থে পরে করিয়া গমন ।
 করিবে ভকতি ভরে হরের অর্চন ॥
 ভক্তিভরে কপিলাতে করিবেক স্নান ।
 রাজসূয় যজ্ঞফল লভিবে ধীমান ॥
 অবিমুক্ত তীর্থে পরে করিবে গমন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহে হবে বিনাশন ॥
 এই স্থানে দেহত্যাগ যদি কেহ করে ।
 মুক্তিপদ পায় সেই পুলক অন্তরে ॥
 গোমতী গঙ্গার সহ যথায় সঙ্গম ।
 মার্কণ্ডেয় তীর্থ সেই বিখ্যাত ভুবন ॥
 তথায় করিলে স্নান অগ্নিষ্টোম ফল ।
 তথা হতে যাবে পরে ত্রিগয়া নগর ॥
 গয়া দরশনে অশ্বমেধ ফল হয় ।
 প্রাচীন অক্ষয় বট সেই স্থানে রয় ॥
 পিতৃক্রিয়া সেই স্থানে করে যেই জন ।
 মুক্তিপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
 মহানদী গিয়া স্নান করে যেই জন ।
 অক্ষয় লোকেতে সেই করয়ে গমন ॥
 অবশেষে যাবে সাধু ব্রহ্ম সরোবরে ।
 ব্রহ্ম কুণ্ডে প্রদক্ষিণ করিবে সাদরে ॥
 অশ্বমেধ ফল লাভ করিবে সে জন ।
 ধেনুক তীর্থেতে পরে করিবে গমন ॥
 একরাত্রি সেই স্থানে করিয়া যাপন ।
 তিলধেনু বিপ্রকরে করিলে অর্পণ ॥

পর্কপাপে মুক্ত হয়ে সোমলোকে যায় ।
 অন্তত কদাপি নাহি স্পর্শয়ে তাহার ॥
 গৃধ্রবটে শিব পাশে করিয়া গমন ।
 সর্বাঙ্গে বিভূতি ভঙ্গ মাথে যেই জন ॥
 সর্কপাপে মুক্ত হয় সেই সাধু নর ।
 অবশেষে যাবে সাধু উদ্যন্ত ভূধর ॥
 যোনিদ্বারে অবশেষে করিবে গমন ।
 ভবের বন্ধন তাহে হবে বিমোচন ॥
 গয়তীর্থে ফলজলে যেই করে স্নান ।
 মনোরথ সিদ্ধ তার শাস্ত্রের বিধান ॥
 ধর্মতীর্থে গিয়া কুপ করিয়া খনন ।
 স্নান তর্পণাদি ক্রিয়া করে যেই জন ॥
 নিম্পাপ হইয়া সেই সুরপুরে যায় ।
 অক্ষয় স্বরগফল লভয়ে তথায় ॥
 মতঙ্গ আশ্রমে পরে গমন করিলে ।
 গোমেধের ফল হয় তথা প্রবেশিলে ॥
 ধর্মতীর্থে স্নানে অশ্বমেধ ফল হয় ।
 ব্রহ্মস্থানে রাজসূয় মহাফলোদয় ॥
 রাজগৃহে ব্রহ্মহত্যা পাতকাদি হরে ।
 মণিনাগ তীর্থে সাধু যাইবেক পরে ॥
 তীর্থ দ্রব্য সেই স্থানে করিলে ভোজন ।
 ভুজঙ্গে দংশিলে বিষ না রহে কখন ॥
 অহল্যা হৃদেতে স্নান করে যেই জন ।
 দিবাগতি পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
 জনকের কুপে স্নান যদি কেহ করে ।
 বিষুলোকে যায় সেই হরিষ অন্তরে ॥
 বিনশন তীর্থে যায় যেই সাধু জন ।
 অন্তকালে সূর্যালোকে সে করে গমন ॥
 অগ্নিষ্টোম ফল হয় বিশল্যাতে গেলে ।
 অধিবঙ্গ তপোবনে যাবে তার পরে ॥
 গুহাকলোকেতে বাস হইবে তাহার ।
 মনের আনন্দে তথা রবে অনিবার ॥
 কল্পনা নদীতে পরে করিবে গমন ।
 পুণ্ডরীক যজ্ঞফল পাবে সেই জন ॥
 মাহেশ্বরী ধারা তীর্থে করিলে গমন ।
 অশ্বমেধ ফল হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 সুরপুষ্করিণী তীর্থ পুণ্যের আধার ।
 যেই যায় ত্রুগতি বিনাশে তাহার ॥
 সোমপদে অশ্বমেধ ফল লাভ করে ।
 কোটি তীর্থে গেলে যায় বৈকুণ্ঠনগবে ॥
 শালগ্রাম বনে শেষে করিলে গমন ।
 অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু জন ॥
 জাতিস্মর তীর্থে পরে যেই জন যায় ।
 জাতিস্মর হয় তথা শাস্ত্রে হেন কয় ॥

মাহেশ্বরপুরে শিবে করিলে অর্চন ।
 মনোরথ সিদ্ধ তার শাক্তের বচন ॥
 বামন তীর্থেতে গিয়া কেশবে পুজিলে ।
 দুর্গতি বিনাশ হয় সেই পুণ্যফলে ॥
 কুশিক আশ্রমে পরে করিবে গমন ।
 রাজস্বয় যজ্ঞফল পাবে সেই জন ॥
 অবশেষে যাবে সাধু চম্পক কাননে ।
 একরাত্রি রবে তথা আনন্দিত মনে ॥
 গোসহস্র দান ফল হইবে তাহার ।
 জ্যোষ্ঠিল তীর্থেতে পরে যেই জন যায় ॥
 একরাত্রি বাসে তথা পূর্ব-উক্ত ফল ।
 তথায় বিবাজে মূর্তি দেবী-বিশ্বেশ্বর ॥
 দেবদেবীমূর্তি তথা করিয়া দর্শন ।
 মিত্রাবরুণের লোকে যে করে গমন ॥
 ত্রিরাত্রি উপোষ করি তথায় রহিলে ।
 অগ্নিষ্টোম ফল হয় সেই পুণ্যফলে ॥
 কল্যাণ উদক তীর্থে যাবে তার পর ।
 জ্ঞাপতি লোকে যাবে সেই সাধু নর ॥
 নিকরী তীর্থেতে পরে করিয়া গমন ।
 অশ্বমেধ ফল লাভ করিবে সূজন ॥
 নিকরীর সঙ্গমে দান যেই জন কবে ।
 সে জন অস্ত্রমে যায় ইন্দের নগরে ॥
 দেবকূটে অশ্বমেধ ফল লাভ হয় ।
 কৌশিক হ্রদেতে সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয় ॥
 এক মাস এই স্থানে যদি বাস করে ।
 অশ্বমেধ ফল সেই উপার্জন করে ॥
 অগ্নিধারা তীর্থে গেলে অগ্নিষ্টোম ফল ।
 ব্রহ্মসরে ওই ফল লভিবে সকল ॥
 কুমার ধারাতে স্নান করে যেই জন ।
 ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হয় বিনাশন ॥
 গৌরীর শিখরে চড়ি স্তনকুণ্ডে গিয়ে ।
 স্নান পূজা করিবে যেই ভক্তিযুত হয়ে ॥
 অশ্বমেধ বাজপেয় সর্বফল হয় ।
 ইন্দ্রলোকে যায় শেষে জানিবে নিশ্চয় ॥
 অবশেষে তাত্রাক্ষণে করিবে গমন ।
 অশ্বমেধ ফল তথা হবে উপার্জন ॥
 নন্দিনী তীর্থেতে পরে গমন করিবে ।
 নরমেধ ফল তাহে নিশ্চয় পাইবে ॥
 কালিকা সঙ্গমে পরে করিবে স্নান ।
 তিন রাত্রি উপবাস করিবে ধীমান ॥
 পাতক হইবে নাশ নাহিক সংশয় ।
 অবশেষে যাবে যথা তীর্থ সোমাস্রয় ॥
 তথা গিয়া কুম্ভকর্ণ আশ্রমে যাইবে ।
 সর্বত্র সন্ধান লাভ সে জন করিবে ॥

জাতিস্মর হতে বাহ্য করে যেই জন ।
 করিবেক কোকায়ুধে সিনান পূজন ॥
 নন্দাতীর্থে গেলে হয় পাতক নাশন ।
 বিপ্রত লভিয়া যায় ইন্দের ভবন ॥
 ঋষভ দ্বীপেতে যথা ক্রৌঞ্চনিহদন ।
 সরস্বতী-জলে তথা করিলে গাহন ॥
 বিমান চড়িয়া যায় অমর-নগরে ।
 পুণ্যবশে সেই জন দিব্য দেহ ধরে ॥
 অবশেষে উদ্দালকে করিবে গমন ।
 তাহে গিয়া স্নান দান করিবে সূজন ॥
 সর্কণাপে হবে মুক্ত নাহিক সংশয় ।
 ধর্মতীর্থে যাবে শেষে অতি পুণ্যময় ॥
 বাজপেয় ফল তথা লভিবে সূজন ।
 বিমান চড়িয়া যাবে অমরভুবন ॥
 চম্পা তীর্থে তর্পণাদি যেই জন করে ।
 দণ্ডার্কে যাইয়া স্নান করে ভক্তিভরে ॥
 গো সহস্র দান ফল পায় সেই জন ।
 ললিতিকা তীর্থে পরে যাইবে সূজন ॥
 রাজস্বয় যজ্ঞ ফল সেই স্থানে হয় ।
 স্বর্ণপুরে যায় শেষে জানিবে নিশ্চয় ॥
 ধোম্য ঋষি সম্বোধিয়া ধর্মের নন্দনে ।
 কহিলেন পুনরায় মধুব বচনে ॥
 পূর্বদিক আদি করি ক্রমে চারিদিকে ।
 যত তীর্থ গিরি আদি যাহা কিছু থাকে ॥
 সকল বৃত্তান্ত আমি করিব বর্ণন ।
 শোক ভাপ নাহি রবে করিলে শ্রবণ ॥
 নৈমিষ পরম তীর্থ পূর্বদিকে রহে ।
 গোমতী তটিনী কল কল রবে বহে ॥
 পূর্বদিকে গয়া নামে আছে গিরিবর ।
 দেবর্ষি-সেবিত শোভে ব্রহ্ম সরোবর ॥
 ফল্গু নামে নদী তথা অতি পুণ্যবতী ।
 অক্ষয় ত্রীবট আছে স্তন মহামতি ॥
 পিতৃগণে অন্নদান করিলে তথায় ।
 অক্ষয় হইবে তাহা শাক্তে হেন কয় ॥
 কৌশিকী তটিনী হয় অতি পুণ্যস্থান ।
 বিপ্রত লভয়ে যথা করিলে পয়াণ ॥
 ভাগীরথী পুণ্যতোয়া বিরাজে যথায় ।
 তাঁহার মাহাত্ম্য কথা কহেন না যায় ॥
 পঞ্চায়ে উৎপলবন পরম সুন্দর ।
 যথায় কৌশিক ঋষি তাপস প্রবর ॥
 কত যজ্ঞ আরস্তিলা পুণ্যগণ লয়ে ।
 সে স্থান হেরিবে নর পবিত্র ক্ষণে ॥
 কান্যকুব্জ পুণ্যস্থান অতি মনোহর ।
 বিখ্যামিত্র এই স্থানে তাপস প্রবর ॥

ইন্দ্র সহ সোমরস করিয়া সেবন ।
 ব্রাহ্মণ হইল বলি কছেন বচন ॥
 প্রয়াগ পরম তীর্থ বিদিত ভুবনে ।
 যমুনা সহিতে গঙ্গা মিলেছে এখানে ॥
 অগস্ত্য আশ্রম তথা অতি মনোহর ।
 অদ্যপি নিবসে তথা বহু তপোধন ॥
 কালঞ্জর গিবির অতি শোভমান ।
 পবিত্র হিরণ্যবিন্দু তথা বিদ্যমান ॥
 পুণ্যজলা ভাগীরথী কল কল নাদে ।
 প্রবেশ করিছে গিয়া মণিকর্ণিকাতে ॥
 কত শত পুণ্যজন নিবসে তথায় ।
 ব্রহ্মশালা মনোহর কিবা শোভা পায় ॥
 এই সব দ্রবশনে মহাপুণ্য হয় ।
 হেবিলে মতঙ্গাশ্রম বহু ফলোদয় ॥
 কেদার নামেতে সেই শুদ্ধ তপোবন ।
 কুণ্ডোদ নামেতে গিবি তথা শোভমান ॥
 এই স্থানে নলরাজ্য ভূস্বর্গ হইয়ে ।
 জলপান কবে সাধু আনন্দ হৃদয়ে ॥
 বাহুদা ও নন্দা নামে তরঙ্গিনী দুয় ।
 কল কল ববে তথা দিবানিশি বয় ॥
 পূর্বাধিকে যত তীর্থ কবিহু বর্ণন ।
 দক্ষিণ দিকেব কথা শুন দিয়া মন ॥
 দক্ষিণেতে গোদাবরী অতি পুণ্যবতী ।
 কত সাধু নিবসিব কবে নিবসতি ॥
 বেণা আব ভীমরথী এই নদীদ্বয় ।
 উভয়েব তীবে আছে তাপস নিচয় ॥
 পথোক্ষী নামেতে নদী মনোমুগ্ধকরী ।
 নৃগয়জ্ঞে এই স্থান সোমপান কবি ॥
 প্রমত্ত হইয়া ইন্দ্র হন অচেতন ।
 দক্ষিণা অনেক পায় বহু দ্বিজগণ ॥
 পথোক্ষী-সলিল স্পর্শ কবে যেই জন ।
 সর্কপাপে মুক্ত হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 স্রোতস পর্কতে আছে মাঠর কানন ।
 পথমধো কণাশ্রম অতি সুশোভন ॥
 তথায় প্রবেশি তীর্থ অতি মনোহর ।
 ভার্গব আশ্রম সূর্য্যারক সে সুন্দর ॥
 চন্দ্রা নামে মহাতীর্থ অতি পুণ্যময় ।
 বেষ্টিত অশোক তথা বহু তরুচয় ॥
 অগস্ত্য বাক্রণ তীর্থ পাণ্ড্যদেশে শোভে ।
 কুমারী পরম তীর্থ জানিবেক ভবে ॥
 তাম্রপর্ণী তীর্থে তপ করি আচরণ ।
 পুণ্যফলে রাজ্য লাভ করে সুরগণ ॥
 গোকর্ণ পবিত্র ভূমি অতি মনোহর ।
 তথা নাহি যেতে পাবে অজ্ঞানী নিকর ॥

তথায় বিবাজে গিবি দেবসম নাম ।
 বহু পক্ষী মুগ তথা করে অবস্থান ॥
 বৈদূর্য্য নামেতে গিরি তথা মনোহর ।
 অগস্ত্য আশ্রম বলি খাত চরাচর ॥
 চমসোত্তেদন তীর্থ অতি পুণ্যতম ।
 প্রভাস নামেতে তীর্থ সিদ্ধকূলে রন ॥
 উজ্জয়ন্ত নামে গিরি কিবা শোভা পায় ।
 তপস্যা কবিলে তথা সুরলোকে যায় ॥
 দ্বাববতী শোভে কিবা অতি মনোহর ।
 যথায় নিবসে সদা দেব দামোদর ॥
 দক্ষিণ দিকেব তীর্থ কবিহু বর্ণন ।
 পশ্চিম দিকেব কথা শুন দিয়া মন ॥
 নন্দাদা তটিনী ভবে অতি পুণ্যবতী ।
 ইহাব সলিল স্পর্শে লভে দিবাগতি ॥
 এই স্থানে দেবগণ কবি আগমন ।
 জ্ঞান পূজা কবি হন হবিসে মগন ॥
 বিশ্ববা ঋষি বহু আশ্রম আছিল ।
 কুবের যক্ষের বাজা এস্থানে জন্মিল ॥
 বৈদূর্য্য নামেতে গিবি বিবাজে হেথায় ।
 তাহে এক সর্বোবব কিবা শোভা পায় ॥
 বিশ্বামিন নামে নদী আছে এষ্ট থানে ।
 বহু পুণ্য লাভ হয় তাহাতে সিনানে ॥
 এস্থানে যম্যতি বাজা সুরপুত্র হতে ।
 সাধু মাঝে নিপতিত হইয়েন ভাবতে ॥
 মৈনাক অসিত নামে দুই গির্জায়া ।
 বিরাজিছে এই স্থানে শোভায় আকর ॥
 এই স্থানে কক্ষসেন চাবন ঋষিব ।
 বিবাজিছে বমা দুই আশ্রম কুটীব ॥
 সামান্য তপস্যা হেথা কৈলে আচরণ ।
 সিদ্ধিলাভ অবহেলে কবে উপার্জন ॥
 জম্বুমাগ তীর্থ পবে অতি মনোহর ।
 যথায় নিবসে জ্ঞানী তাপস নিকর ॥
 কেতুমাল্য গঙ্গাদাব সৈন্দবকানন ।
 পুত্রব ও ব্রহ্মসব অতি সুশোভন ॥
 এই সব বহুতীর্থ পশ্চিমেতে রথ ।
 উত্তরেব কথা এবে শুন পবিচয় ॥
 যমুনা পবিত্রজলা অতি বেগবতী ।
 মহাপুণ্য পুণ্যতোয়া নদী সরস্বতী ॥
 প্রক্ষাবতরণ তীর্থ অতি মনোহর ।
 অগ্নিশিব নামে তীর্থ অতি সুশোভন ॥
 শবভঙ্গ তপোবন সর্বসতী তীবে ।
 বালগিলা ঋষি সব তথা বাস কবে ॥
 দৃশ্যতী তরঙ্গিনী অতি পুণ্যকরী ।
 বিমলসদিতা স্বচ্ছ সর্কপাপহারী ॥

পুণাথা পাঞ্চাল্য দাল্ভা দাল্ভাঘোষ আর ।
 নাথোদাধা কয় তীর্থ শোভার আধার ॥
 শূত্রত ঋষির ছিল আশ্রয় তথায় ।
 মহাপুণ্য স্থান সেই অতি শোভা পায় ॥
 অর্ঘ ও অর্ণ নামে দুই তপোধান ।
 এই স্থানে পূর্বের যজ্ঞ কবে আচরণ ॥
 এখানে বিশাখধূপে অমর নিকর ।
 সবে তপ কবি হন হরিষ অন্তর ॥
 পলাশ তীর্থেতে যজ্ঞ জমদগ্নি করে ।
 নদীগণ এই যজ্ঞে আগমন করে ॥
 এই স্থানে ভাগীরথী হরিষ অন্তবে ।
 ক্ষিমাচল ভেদি দেবী আসে বেগভবে ॥
 এই স্থানে গঙ্গাধার বিদিত ভুবন ।
 ব্রহ্মর্ষি নিকর তথা কবে আগমন ॥
 পুরু নামে গিবিব অতি মনোহর ।
 এই স্থানে জম্মে পুরুরবা কনকল ॥
 সনৎকুমার জন্মে এই গিবিববে ।
 ভৃগুমুনি কবে তপ ইহার শিখবে ॥
 ভৃগুভৃগু নাম হয় এই সে কাবণ ।
 পরম পবিত্র সেই ভৃগু তপোবন ॥
 বদনী কানন ভূমে অতি পুণ্যতম ।
 যথা নিবস্তব বসে দেব সনাতন ॥
 সপ্ত তীর্থ সেই স্থানে কবে অধিষ্ঠান ।
 পরম-ঈশ্বর তথা কবে অবস্থান ॥
 যত্র তীর্থ আছে এই ভাবত মায়াবে ।
 একে একে বলিলাম তোমার গোচরে ॥

টী (১০) পৃ নং ৭৫—যদিগিরি গোমতীতে
 গান পূর্বক ক্রমে ক্রমে কন্যা-তীর্থ, গো-তীর্থ,
 কালকোট, বিবপ্রস্থ, ধবধব, নাজদা, প্রথাগ,
 বেনী-তীর্থ, মহীধব-তীর্থ, গয়শিব, মহানদী, ব্রহ্ম-
 সব প্রভৃতি তীর্থে পবিত্রমণ কবিধা পরিশেষে
 অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হন ।

টী (১১) পৃ নং ৭৬—দানববাজ ইধলকে
 প্রভূত ঐশ্বর্যাশালী জানিয়া মহাতপা অগস্তা
 তৎসকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।

টী (১২) পৃ নং ৭৭—কুমারের নাম দৃঢ়স্মা ।

টী (১৩) পৃ নং ৮৪—মূলে এই স্থানে সগর-
 বংশ উদ্ধারের পর ঋষাশুঙ্গ-বিবরণ বর্ণিত
 আছে । কাশীয়াস দাস তাহা পরিত্যাগ
 করিয়াছেন । আমরা পাঠকগণের অবগতির
 জন্য তাহার অন্তর্ভাব এই স্থলে প্রকাশিত
 করিলাম ।

যদিগিরি জিঞ্জারেন লোমশের প্রতি ।

ভূমি সঙ্গ জানাধার ঋষি মহামতি ॥

এক্ষণেতে কৃপা করি আমার সদন ।
 কহ দেব এই কথা করিয়া বর্ণন ॥
 কাশ্যপ-তনয় ঋষাশুঙ্গ মহামুনি ।
 পরম পবিত্র তিনি সর্বশাস্ত্রে শুনি ॥
 হরিণীর গর্ভে হ'ল তাঁহার উৎপত্তি ।
 অসম্ভব কথা এই শুনি নহে প্রীতি ॥
 বিরুদ্ধ যোনিতে তিনি জন্ম লভিয়া ।
 তপস্যা আচারী হন শুমহৎ ক্রিয়া ॥
 কেমনে হলেন তিনি তাহে অধিকাবী ।
 মহা তেজবান তিনি বিশ্বের উপরি ॥
 কহ দেব সেই কথা করিয়া বর্ণন ।
 শুনিয়া জুড়াই আমি তপিত জীবন ॥
 ইন্দ্রদেব রাজা হন স্বর্গের ঈশ্বর ।
 সে মুনিব ভয়ে হিনি হইয়া সত্ব ॥
 বিবরণ করিলেন এই মর্ত্যপুরে ।
 কহ দেব সেই কথা আনন্দ অন্তরে ॥
 শান্তা নামী রাজকন্যা অতি রূপবতী ।
 গাব রূপে ভুলিলেন ঋষি মহামতি ॥
 সেই কথা কহ দেব কবিধা প্রকাশ ।
 শবণ করিয়া পূর্ণ করি অভিলাষ ॥
 আব এক কথা দেব শুনিতে মনন ।
 লোমপাদ বাজকর্ষ পুণ্যেতে মগন ॥
 অনাগুষ্টি হ'ল তাঁর রাজ্যেতে ঘটন ।
 না বয়িল বৃষ্টি কভু বারিধবগণ ॥
 কেন কেন দুর্ঘটনা হইল ঘটন ।
 শুনিবারে সেই কথা ইচ্ছা সর্বক্ষণ ॥
 প্রকাশ কবিয়া তাহা দাসের কাবণে ।
 বলুন হে ঋষিবর আপন বদনে ॥
 কহেন লোমশ ঋষি শুনন বাজন ।
 কহি কস্যশুঙ্গঋষি-জন্ম বিবরণ ॥
 ব্রহ্মঋষি বিভাগুকে তেজোতে প্রথব ।
 শৈশবকালেতে তিনি যেন বিজ্ঞবর ॥
 কশ্যপের পুত্র তিনি কশ্যপ সন্মান ।
 অল্পকালে হয়ে তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান ॥
 কঠোর তপস্যা প্রতি শপিলেন মতি ।
 তদ মধ্যে আরস্তিল উগ্রতপ অতি ॥
 করেন কঠোর তপ একান্ত হইয়া ।
 মূর্তিমান তেজ যেন তপের লাগিয়া ॥
 বহুদিন এইরূপে গত হলে পব ।
 একদা উর্কশী যায় আকাশ উপর ॥
 তাহার মোহনরূপ মুনি নিয়থিয়া ।
 কন্দর্পের শরানলে হৃদয়ে দহিয়া ॥
 অতিশয় হইলেন বিচলিত মন ।
 তাহাতে হইল তাঁর স্ববীৰ্য্য স্থলন ॥

বীৰ্য্যপাত হবামাত্র মুনি মহাশয় ।
 নামিলেন জল মধ্যে বাকুল হৃদয় ॥
 সেই সময়েতে এক তুষিত হরিনী ।
 জলপান হেতু আসে বাকুল পরানী ॥
 যেমন করিল আসি সেই জলপান ।
 জলের সহিত রেতঃ জলের সমান ॥
 প্রবেশিল তাহার যে উদর মধ্যেতে ।
 তাহে গর্ভবতী হ'ল হরিনী ক্রমেতে ॥
 ওহে বায় পূৰ্ব্ব জন্মে সেই সে হরিনী ।
 আছিল স্বর্গের এক দেবের নন্দিনী ॥
 ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁকে কহিল বচন ।
 পব জন্মে হবে তব মুগীতে গমন ॥
 মুগী হয়ে ঋষিপুত্র গর্ভেতে ধরিবে ।
 প্রসব মাত্রেতে তুমি সে দেহ তাজিবে ॥
 বিধি সে বাক্য বল অন্যথা কে কবে ।
 বিধি যা বলিল তাহা ঘটিলেক পরে ॥
 মহা তেজবান ঋষাশৃঙ্গ মুনিবর ।
 লভিল জন্ম তার গর্ভের ভিতর ॥
 তাহার শিবেতে এক শৃঙ্গ শোভা ছিল ।
 তাই ঋষাশৃঙ্গ নাম বিখ্যাত হইল ॥
 মহাতপা ঋষাশৃঙ্গ ঋষিতে গর্ভিত ।
 স্নানাবধি তপে তাঁর প্রবৃত্তি নিশ্চিত ॥
 সদা বনমধ্যে তিনি কবিতেন বাস ।
 কখন মনুষ্য সঙ্গে নাহিক সন্মাস ॥
 একমাত্র পিতাকেই চিনিতেন তিনি ।
 তেজের আকর সেই বিভাওক মুনি ॥
 কাজেই অন্তর তাঁর ব্রহ্মচর্যা ব্রতে ।
 সদা অমুষ্টিত ছিল জ্ঞান একালেতে ॥
 সেই কালে দশরথ-সখা লোমপাদ ।
 অঙ্গদেশে আছিলেন মহাপুণ্যপাদ ॥
 অঙ্গদেশপতি হয়ে স্বেচ্ছানুসাবেতে ।
 বড় অত্যাচার সবে একান্ত করিতে ॥
 পুরোহিত আদি সব ব্রাহ্মণের গণ ।
 করেছিল পরিত্যাগ হেরিয়া তর্জ্জন ॥
 ইহার কারণ ইন্দ্র স্বর্গের ভূপতি ।
 তার বাক্যে অনাবৃষ্টি ঘটাইয়া অতি ॥
 প্রজাগণে লাগিলেন করিতে পীড়ন ।
 তাহাতে ঘটিল রাজ্যে বড় কুঘটন ॥
 উপায় না হেরি আর তখন রাজন ।
 তপোভাবাপন্ন যত ব্রাহ্মণের গণ ॥
 জিজ্ঞাসিল তাঁ সব্বারে করিয়া যতন ।
 বাজ্যেতে নাহিক হয় বিন্দু বরিষণ ॥
 ইহার উপায় সবে করিতে হইবে ।
 যাতে বৃষ্টি হয় সেই কার্য্য আচরিবে ॥

রাজার শুনিয়া বাক্য বিজ্ঞ বিপ্রগণ ।
 আপন আপন যাহা হ'ল বিবেচন ॥
 তাহাই প্রকাশ করি রাজার সদনে ।
 করিলেন জনে জনে আনন্দিত মনে ॥
 তার মাঝে একজন বিজ্ঞ মুনিবর ।
 কবিলেন রাজস্থানে বহল উত্তর ॥
 হে রাজন কি কহিব তোমার গোচরে ।
 তুমি অত্যাচার কৈলে ব্রাহ্মণ উপর ॥
 এবে সে ব্রাহ্মণগণ হইয়া কুপিত ।
 তব পরে হয়েছেন কোণ্ঠেতে পূর্ণিত ॥
 তার প্রতীক্য এবে করুন রাজন ।
 ঋষাশৃঙ্গ নামে আছে মুনির নন্দন ॥
 আজন্ম কাননবাসী দ্বীভেদ না জানে ।
 যত কবি আন সেই মুনির নন্দনে ॥
 তাহারে আনিতে যত কর ওহে রায় ।
 হইবে দেশেতে বৃষ্টি কি ভাবনা তা'য় ॥
 ব্রাজা লোমপাদ হেন কবিষা শ্রবণ ।
 নিকৃতি লাভের জন্য করিয়া যতন ॥
 যত সব বিপ্রগণ আনিয়া ভক্তিতে ।
 সম্বোধিত কবিলেন সাদু সম্বন্ধিতে ॥
 তুই হয়ে দ্বিজগণ হইল বিদায় ।
 হেবি তাহা সর্ব প্রজা প্রদুল্লিত কায় ॥
 একপ রাজ্যের মতি হইল তখন ।
 মন্ত্রীগণে আনাইয়া কবিষা যতন ॥
 ঋষাশৃঙ্গ আনিবার যুক্তি যাহা সাব ।
 করিল জিজ্ঞাসা তাহা কবি বার বার ॥
 স্তুত্বিকি স্তুখীর তাঁর মন্ত্রীগণ স্বত ।
 আনিবাবে ঋষাশৃঙ্গে চিন্তি নানামত ॥
 শেষে এই কহিলেন নৃপতির কাছে ।
 আনিতে সে ঋষাশৃঙ্গে এই যুক্তি আছে ॥
 চতুর্বা যদ্যপি হয় বাবাজ্ঞানগণ ।
 আনিবারে ঋষাশৃঙ্গে পাবে সর্বক্ষণ ॥
 তাদের পাঠান রায় কবিষা যতন ।
 আনি দিতে ঋষাশৃঙ্গে আপন সদন ॥
 তখন নৃপতি আজ্ঞা কৈল ভূত্যগণে ।
 আন সব বেশ্যাগণে আমাব সদনে ॥
 আজ্ঞামাত্র ভূতা সব কবিষা গমন ।
 তখনি আনিল যত বুদ্ধ বেশ্যাগণ ॥
 রাজা সেই বেশ্যাগণে করি নিরীক্ষণ ।
 কহিলেন এই বাক্য তাদের সদন ॥
 যে কোন কোশলে পার কবি প্রাণপণ ।
 আন ঋষাশৃঙ্গ ঋষি মুনিব নন্দন ॥
 যাহাতে বিশ্বাস মুনি আমাদিগে হয় ।
 আচরিবে যত করি সেই কার্য্যচয় ॥

রাজমুখে বেশ্যাগণ হেন কথা শুনি ।
 শাপ ভয়ে হ'ল সবে ব্যাকুল পরাণী ॥
 কি করিবে রাজবাকা করিতে পালন ।
 করিল স্বীকার সবে চিন্তি মনে মন ॥
 কিন্তু কহিলেন এই নৃপতির প্রীতি ।
 যদি মহারাজ হতে চাহ মনে প্রীতি ॥
 আনিব সে ক্ষয়াশুঙ্গ মুনির নন্দন ।
 কিছু উপাদেয় বস্ত্র কর আহারণ ॥
 সেই উপাদেয় বস্ত্র করিয়া প্রদান ।
 আনিব সে মুনিপুত্রে তোমা বিদ্যমান ॥
 উপাদেয় বস্ত্র স্বাদ মুনি নাহি জানে ।
 ভুঞ্জিলে আসিবে সেই লোভের কারণে ॥
 নরপতি বেশ্যাদের শুনিয়া বচন ।
 তখনই নানা বস্ত্র কবি আহারণ ॥
 বস্ত্রাদি নিশ্চিত কত শোভাব ভাণ্ডার ।
 দিল সেই বেশ্যাগণে ভিজি করি সাব ॥
 বেশ্যাগণ সেই দ্রব্য করিয়া গ্রহণ ।
 নানা সাজে সাজি তারা আপনা আপন ॥
 আনিবাবে ক্ষয়াশুঙ্গ কবিল গমন ।
 রূপের চটায় দীপ্ত হয় দ্বিভুবন ॥
 নবীন যৌবনা সবে সেই বেশ্যাগণ ।
 হেরিলে মুনির মন টলে সর্বক্ষণ ॥
 লোমশ কহিল শুন সুবর্ধির রায় ।
 হেনমতে বেশ্যাগণ হইয়া বিদায় ॥
 সুর্য্যনিশ্চিত এক তরী আনোহিয়া ।
 তাহাতে সুন্দর এক আশ্রম রচিয়া ॥
 নানাবিধ ফল জল মধু ভূষণে ।
 রাখিলেক যত্ন করি উদ্দেশ্য সাধনে ॥
 কত বৃক্ষ হো'পিলেক পুষ্প সমাকীর্ণ ।
 কত শত গুল্ম লতা পুষ্পগন্ধে পূর্ণ ॥
 হেনমতে কবিসজ্জা করিয়া সকলে ।
 চলিল সে বেশ্যাগণ অতি কুতূহলে ॥
 অনতি দূরেতে হেরি কাশ্যপ আশ্রম ।
 তরিগতি রুদ্ধ করি চিন্তে মনে মন ॥
 কোন সময়েতে সেই বিভাণ্ডক ঋষি ।
 যাইবে আশ্রম ত্যজি আনন্দেতে ভাসি ॥
 এই সে সুর্য্যোর্ণ চিন্তা করিতে লাগিল ।
 তাহাই অপেক্ষা করি সকলে রহিল ॥
 এক দিন বিভাণ্ডক মুনি মহাশয় ।
 নাহিক আশ্রমে হেরি যত বেষ্ঠাচয় ॥
 দিব্য এক বারাজনা সুন্দরীর শেষ ।
 বয়সে অত্যন্ত বাক্য মধুর বিশেষ ॥
 করিল প্রেরণ তবে মুনি-আশ্রমেতে ।
 যথা ক্ষয়াশুঙ্গ মুনি বসি আনন্দেতে ॥

বেষ্ঠার কুমারী বেষ্ঠা রূপে রূপবতী ।
 আশ্রমে প্রবেশ করি সুর্য্যকায় অতি ॥
 হেরি ক্ষয়াশুঙ্গ করি প্রণাম বন্দন ।
 বসিয়া নিকটদেশে কহিল বচন ॥
 হে ঋষি প্রকৃতরূপে বলুন এক্ষণে ।
 কুশল ত সব এবে তাপসের গণে ॥
 ফল আর মূল হয় তাপস-জীবন ।
 হতেছে ত ভাল রূপ হেথা উৎপাদন ॥
 আপনি ত সুখে ঋষি আছ সর্বক্ষণ ।
 তাপসগণের তপ বৃদ্ধি ত এখন ॥
 আপন পিতার তেজ অতীব ভীষণ ।
 সেইরূপ এখন ত দীপ্ত সর্বক্ষণ ॥
 আপনার বেদ প্রীতি ভিজি ত হে ভাল ।
 সত্য করি কহ ঋষি পরম দয়াল ॥
 সম্প্রতি এসেছি আমি তাপস দর্শনে ।
 হেরিয়া আমন তব অতি সুখী মনে ॥
 এত যদি কহিলেক বেশ্যার নন্দিনী ।
 শ্রবণ করিয়া সেই ক্ষয়াশুঙ্গ মুনি ॥
 কহিলেন মহাশয় ছেরিয়া আপনা ।
 মহাতেজঃপুঞ্জ বলি এবে গেল জানা ॥
 বোধ হয় আপনিই আমাব হে মুনি ।
 অভিবাদনীয় হও নাহি সঙ্গ মানি ॥
 অতএব আপনারে ধর্ম্মানুসারেতে ।
 পাণ্ডা আদি ফল মূল অর্পিব যত্নেতে ॥
 কৃৎযাজিন আচ্ছাদিত সুর্য্যস্পর্শ অতি ।
 কুশাসন উপবেতে বসুন সংপ্রতি ॥
 হে ব্রহ্মন্ সত্য করি বলহ বচন ।
 কোথায় আশ্রম স্থায় হয় নিরূপণ ॥
 আপনি যে করেছেন ত্রত অনুষ্ঠান ।
 দেবতার ন্যায় উহা হয় অনুমান ॥
 সে ত্রতের নাম কিবা প্রকাশ করিয়া ।
 বলুন হে শ্রেষ্ঠ ঋষি শুনি হরমিয়া ॥
 এতেক শুনিয়া সেই মুনির বচন ।
 কহিল চতুরা বেশ্যা তাঁহার সদন ॥
 হে ব্রহ্মন্ কি কহিব আশ্রমের কথা ।
 ত্রিযোজন উর্দ্ধে সেই শৈল দীপ্ত যথা ॥
 উহার অপর দিকে আমার আশ্রম ।
 অতি রমণীয় স্থান হেরি হয় ভ্রম ॥
 আমার স্মরণ এই হয় সর্বক্ষণ ।
 কাবো নাহি করি অভিবাদন গ্রহণ ॥
 কার পাছোদক আমি গ্রহণ না করি ।
 সার ধর্ম্ম এই আমি সদা হে আচরি ॥
 এ কারণ আমি মানা করি তব প্রীতি ।
 মোরে অভিবাদন না কর মহামতি ॥

মম অভিবাণ্ড তুমি হও সৰ্বক্ষণ ।
 মম সম ব্যক্তি হলে করি আলিঙ্গন ॥
 এই ব্রত আমার হে হয় ঋষিবর ।
 মিথ্যা নাহি কহি আমি কাহার গোচর ॥
 এত শুনি ঋষিপুত্র কহিলেন বাণী ।
 বুঝিবাছি আপনি হে হও মহাজ্ঞানী ॥
 তোমার সৎকার আর কিসে হে করিব ।
 যা আছে তাহাই দিয়া সম্মান রাখিব ॥
 এত বলি ভল্লাতক আর আমলকী ।
 করুণক আর ইক্ষু পত্র ফল দেখি ॥
 প্রদান করিয়া সেই বারাদনা প্রীতি ।
 কহিলেন এই খাওয়া ঋষি মহামতি ॥
 প্রদান করিলু এই ফল সমুদয় ।
 যাহা ইচ্ছা ভুঞ্জাইয়া তুষ্ট হইব ॥
 হাস্য কবি বারাদনা সেই ফলচয় ।
 দুবেতে নিষ্কেপ করি করিয়া বিনয় ॥
 অমূল্য সুস্বাদযুক্ত যেই খাওয়া ছিল ।
 সেই ফল ঋষি-হস্তে প্রদান কবিল ॥
 ঋষাশ্রম সেই ফল করিয়া ভক্ষণ ।
 একেবারে মহাতপ্ত মানিলেন মন ॥
 কত যে আনন্দযুক্ত হইলেন তাতে ।
 হেরি বারাদনা তাঁর ধরিয়া তৃষ্ণাতে ॥
 পুনশ্চ সুস্বাদপূর্ণ যত দ্রব্যচয় ।
 প্রদানিল ঋষিবরে ভূঞ্জিতে নিশ্চয় ॥
 আর যে সুবতি মালা সমুজ্জ্বল অতি ।
 তাঁহাব গলেতে দিল শোভার মুরতি ॥
 বিচিত্র বসন দিল করিয়া পিঞ্চন ।
 সুস্বাদু পানীয় দিল তৃষ্ণার কারণ ॥
 ঋষিস্তুত মহাসুখে করিলে ভুঞ্জন ।
 সেই কালে বাবাজ্ঞান করিয়া যতন ॥
 আমোদ প্রমোদ হাস্য আর পরিহাস্য ।
 করিতে লাগিল কত চন্দ্র যিনি আস্য ॥
 কন্দুক লইয়া করে হয়ে অবনত ।
 করিতে লাগিল কেলি আশ্রমে নিযত ॥
 কখন বা গাত্রে গাত্রে করয়ে স্পর্শন ।
 কখন বা আলিঙ্গনে হরে তাঁর মন ॥
 কখন বা তিলকাপি পরাইয়া দিয়া ।
 দেখায় আপন মুখ ভ্রুকুটী করিয়া ॥
 কখন বা ভঙ্গ করি বৃক্ষশাচয় ।
 আবরিত করি মুখ রাখে সমুদয় ॥
 কখন মানের ভরে হইয়া মগন ।
 আধ আধ বাকো হরে ঋষিস্তুত-মন ॥
 এইরূপ নানা ক্রীড়া করিতে করিতে ।
 যখন সে ঋষিস্তুতে পাইল দেখিতে ॥

হয়েছে বিকৃতচিত্ত মস্তের আকার ।
 সেই কালে বারাদনা চাতুরীর সার ॥
 ঘন ঘন আলিঙ্গন করিয়া প্রদান ।
 ঘন ঘন হানে তাহে কটাক্ষের বাণ ॥
 অগ্নিহোত্র ব্যাপদেশে সে স্থান হইতে ।
 প্রস্থান করিল ধনী ভয়ভীত চিতে ॥
 ঋষিস্তুত একেবারে মদমোহিত হয়ে ।
 আর সেই রমণীকে চক্ষে না হেরিয়ে ॥
 একেবারে হয়ে তিনি বিচেতন প্রায় ।
 ভ্যাগ করি দীর্ঘ শ্বাস ব্যাকুলিত কায় ॥
 তাহারই চিত্তার্ণবে হইল মগন ।
 অশ্রুজল পড়ি ভাসে যুগল নয়ন ॥
 হেনকালে বিভাওক নামে ঋষিবর ।
 সিংহ সম পিঙ্গলাক্ষ তেজে দীপ্তকর ॥
 আপন আশ্রমে আসি দিলেন দর্শন ।
 দিনান্তে এলেন যুনি তপে ক্রিষ্ট মন ॥
 হেরিলেন পুত্র প্রীতি করি নিরীক্ষণ ।
 ঋষাশ্রম একান্তেতে হইয়া মগন ॥
 বসিয়াছে এক স্থানে পাগলের প্রায় ।
 ঘন ঘন উর্দ্ধ দৃষ্টে সদতই চায় ॥
 না সরে মুখেতে বাক্য ভাষে গদ গদ ।
 দীর্ঘশ্বাস ভ্যাগ কবে সদা অবসাদ ॥
 ঋষিবর হেন ভাব পুত্রের দেখিয়া ।
 কহিল পুত্রের প্রীতি মিষ্ট সন্তানিয়া ॥
 কেন বৎস আজি তুমি হয়ে বিস্মরণ ।
 কব নাই ফল মূল কিছু আহরণ ॥
 কিসের নিমিত্ত তুমি অগ্নিহোত্র ক্রিয়া ।
 কর নাই সম্পাদন কহ বিশেষিয়া ॥
 কিসের নিমিত্ত তুমি ঋক আদি সব ।
 নির্মলতা কর নাই আছ নিরুৎসব ॥
 কিসের নিমিত্ত তুমি হোমীয় ধেনুকে ।
 করিয়াছ পীতবৎসা বলহ আমাকে ॥
 তোমাকে হেরিয়া আজি পূর্বের মতন ।
 কিজুতেই বোধ নাহি হয় অলক্ষণ ॥
 তোমাকে দেখি যে আজি দীনের মতন ।
 বিষম চিন্তায় যেন রয়েছ মগন ॥
 কহ পুত্র সবিশেষ করিয়া কীর্তন ।
 আশ্রমে কি এসেছিল অন্ত কোন জন ॥
 ঋষাশ্রম পিতৃমুখে হেন বাক্য শুনি ।
 কহিলেন পিতৃপদ বন্দিয়া তুখানি ॥
 হে দেব কি কব আর তব সমক্ষেতে ।
 এসেছিল এক ঋষি এই আশ্রমেতে ॥
 নাতিধর্ম নাতিদীর্ঘ শিরে জটাভার ।
 এসেছিল ঋষিবর ব্রহ্মচারী সাব ॥

তাঁহার সে দিব্য কান্তি করিয়ে দর্শন ।
 দেবতা বলিয়া ভ্রম হয় অজ্ঞান ॥
 তাঁহার অঙ্গের বর্ণ সুবর্ণ সমান ।
 লোচন পদ্মের স্তায় স্নিগ্ধ প্রভামান ॥
 মনোহর অঙ্গজ্যোতি সূর্য্যদীপ্তি প্রায় ।
 মস্তকেতে জটাতার কি কব কথায় ॥
 স্বর্ণ রজ্জু সুশ্রুতি দীর্ঘাকার অতি ।
 কি কব জটীর কথা খুলে পড়ে ক্ষতি ॥
 কণ্ঠেতে বিদ্যুৎ প্রভা আলবাল সব ।
 রহিয়াছে লক্ষ্যমান শোভার উৎসব ॥
 বক্ষঃস্থলে লোমহীন বর্জ্জল সমান ।
 দুটা মাংসপিণ্ড শোভে হেরি হরে জ্ঞান ॥
 কটিদেশ অতি ক্ষীণ শোভার মাধুরী ।
 হেরিয়া হয়েছে চিত্ত অধৈর্য্য আমারি ॥
 তাঁর মনোহর চাকু মধ্যদেশ হতে ।
 আমার মেখলা সম মেখলা অঙ্গেতে ॥
 তাহার যে কত শোভা না হয় বর্ণন ।
 গেন চন্দ্রকলা প্রায় হতেছে শোভন ॥
 চরণেতে এক বস্তু শোভা পায় ।
 তাহার শব্দেতে প্রাণ সদা মোহ যায় ॥
 কবচয়ে আমাদেব অক্ষমালা প্রায় ।
 কুঞ্চিত কলাপদ্বয় বন্ধ দেখা যায় ॥
 তিনি যবে কর কিম্বা পাদপদ্মদ্বয় ।
 সঞ্চালন করি যান ওহে মহাশয় ॥
 তখন তাঁহার কবে নিবন্ধ কলাপ ।
 চরণেতে বস্তু যেই নিবাবে সন্ধ্যাপ ॥
 সরোবরে যেন সব ময়ালের কূল ।
 কলরব করি যায় শব্দে প্রাণাকুল ॥
 তাঁর চীরবস্ত্র শোভা কি বলিব আর ।
 মম পরিধানে যেই চীর অনিবার ॥
 ইহার সহস্র গুণে সেই চীর শোভে ।
 দর্শন করিতে মন সদাই লোভে ॥
 তার মুখে যেইকালে নিঃসরে বচন ।
 আক্লাদেতে মন প্রাণ মোহে সর্ব্বক্ষণ ॥
 এমন মধুর স্বর কখন না শুনি ।
 স্বর নয় যেন সেই কোকিলের ধ্বনি ॥
 কি আর কহিব পিতঃ তব আচরণ ।
 তাঁহার সে মুখে বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥
 একেবারে মন প্রাণ হয়েছে ব্যাকুল ।
 ধৈর্য্য না ধরিতে পাবি সদাই আকুল ॥
 যেমন বসন্তকালে কানন সকল ।
 গন্ধে আয়োদিত করে জল কিম্বা স্থল ॥
 সেইরূপ ব্রহ্মচারী সমীরণ ভীমে ।
 গন্ধেতে মোহিত কৈল সমস্ত বিপিনে ॥

তাঁহার শিরের জটা ললাট ভাগেতে ।
 হেনরূপে রাখিয়াছে বন্ধিম ভাবেতে ॥
 মধ্যদেশ বিভাগেতে হয় শোভমান ।
 হেবিলে তাহার শোভা হত হয় প্রাণ ॥
 কর্ণেতে বিচিত্র বস্তু বিদ্যুৎ আকার ।
 শোভিতেছে বক্রভাবে কিবা শোভা তার ॥
 যখন সে ব্রহ্মচারী দক্ষিণ হস্তেতে ।
 কতগুলি বুড়াকার ফল সযত্নেতে ॥
 গ্রহণ করিয়া ভূমে ফেলি বারম্বার ।
 নিক্ষিপ্ত ও উৎপতিত করে অনিবার ॥
 বাতাহত তরু সম ঘর্ষিত হইয়া ।
 কবিতে লাগিল কত নানা মত ক্রিয়া ॥
 তখন দেখিহু দেব কুমার সমান ।
 হেরিয়া তাহারে মম মুগ্ধ হ'ল প্রাণ ॥
 সেইকালে মন প্রাণ তাঁহারই করে ।
 অর্পণ করিহু আমি কি কব গোচরে ॥
 তিনি যেইকালে ঘোরে দিয়া আলিঙ্গন ।
 আমার শিরের জটা করিয়া গ্রহণ ।
 আমার মস্তক অবনামিত করিয়া ।
 তাঁহার বদনপদ্ম মম মুখে দিয়া ॥
 যেই শব্দ করিলেন করিয়া যতন ।
 তাতেই আমার মন নিল সেই জন ॥
 আমি পিতঃ তাঁহারই সেবার কারণে ।
 ফল পাণ্ডা আহরণ করিহু যতনে ॥
 তিনি তাহা ভক্তি করি গ্রহণ না করি ।
 বরঞ্চ আমারে পিতা সমাদর করি ॥
 তাঁর সংগৃহীত ফল লইয়া যতনে ।
 দিলেন আমার করে ভূজ্ঞন কারণে ॥
 সেই কালে এইমাত্র কহিল বচন ।
 আমাদের ব্রত এইরূপ নিরূপণ ॥
 আমি গো তাঁহার সেই প্রদানিত ফল ।
 একে একে খাইলাম জানিবে সকল ॥
 সেই সব ফল পিত এ ফলের মত ।
 কখনই নাহি হয় জানিবে সত্যত ॥
 হৃৎ কি সারত্ব স্বাদে সব ভিন্নাকার ।
 এখনো ভুলিতে নারি তাহার যে তার ॥
 কি কব গো সেই ফল ভূজ্ঞনের পরে ।
 যেই জল প্রদানিল পিপাসার তরে ॥
 সেই জল পান করি তখন ভাবিহু ।
 স্বর্গের অধিক সুখ ইহাতে লভিহু ॥
 সেইকালে এ ধরা কম্পমান গো বলিয়া ।
 হইতে লাগিল জ্ঞান জ্ঞানবুদ্ধি গিয়া ॥
 তিমিই গো এই স্থানে পটুহুতে গাঁথা ।
 স্বাক্ষর মালতী মাল্য ছড়ায়ে সর্ব্বথা ॥

প্রস্থান করিয়াছেন আপন আশ্রমে ।
 তাঁর লাগি মম মন না রহে আশ্রমে ॥
 নিভাস্ত বিকল চিত্ত তাঁহার কারণ ।
 সদত করিছে মন তাঁর অন্বেষণ ॥
 এমন কি হেন মন হয়েছে আমার ।
 তাঁহার সমীপে শীঘ্র হই আশ্রমার ॥
 নতুবা আমার ইচ্ছা এই অনিবার ।
 তিনিই সদত রন নিকটে আমার ॥
 হে পিতঃ করুণা করি বলুন এখন ।
 তাঁহার সে ব্রহ্মচর্য্য ধরম কেমন ॥
 তিনি যেইরূপ তপ করেন যতনে ।
 মম ইচ্ছা করি তাহা তাঁহার সদনে ॥
 সেরূপ করিতে তপ আমি অভিলাষী ।
 কহিলু চরণে পিতঃ সকল প্রকাশি ॥
 তাঁহার দর্শনাভাবে মম প্রাণ মন ।
 একান্তই উৎকণ্ঠিত জেন সর্ব্বক্ষণ ॥
 শুনিয়া পুত্রের কথা বিভাণ্ডক ঋষি ।
 কহিল মধুর বাক্য পুত্রের সন্তোষি ॥
 বালক স্বভাব তব কিছু নাহি জ্ঞান ।
 এই যে কানন হয় মহাভয় স্থান ॥
 অমাদেব তপোবিদ্য করিবার তবে ।
 ভ্রময়ে রাক্ষসগণ মারারূপ ধরে ॥
 অগ্রেতে তাহারা আসি আশ্রম-ভবন ।
 নানারূপে তোষে সব মুনিগণ-মন ॥
 তৎপবে হইলে মুগ্ধ মুনিগণ মন ।
 দূরেতে লইয়া যায় দিয়া প্রলোভন ॥
 একাকী বনেব মধ্যে যেই কালে পায় ।
 তখনি দুর্জয় মূর্ত্তি ধরে নিজকায় ॥
 যেই সনাতন ধর্ম্ম ঋষিরা আচরে ।
 তাহা হতে ভ্রষ্ট করি যে কান প্রকাণ্ডে ॥
 একেবারে অশংক্য করে নিষ্ক্ষেপণ ।
 এইরূপ তাহাদের হয় আচরণ ॥
 ইহা জানি বনবাসী বত মুনিগণ ।
 কখন তাদের কথা না করে শ্রবণ ॥
 তাহাদের উদ্দেশ্য মার্জ এই বাছাধন ।
 কাননেতে বসে যত তাপসের গণ ॥
 কৌশলে বিপদে সবে করি নিষ্ক্ষেপণ ।
 হেরয়ে কৌতুক সদা হয়ে ছটমন ॥
 সেই সে কারণে পুত্র যত ঋষিগণ ।
 তাহাদের সে মায়া কভু না করে দর্শন ॥
 তাহাদের সুধাময় মহা পাপকারী ।
 সুরভির মালা ষাধা সদা মনোহারী ॥
 তাপসেব যোগ্য তাহা কখনই নয় ।
 গ্রহণ করিলে তপোদগ্ধ নষ্ট হয় ॥

তাহারা কখন পুত্র নহে ব্রহ্মচারী ।
 তাহারা রাক্ষস হয় মহা মায়াধারী ॥
 বিভাণ্ডক ঋষি এইরূপে পুত্রধনে ।
 নিষেধ করিয়া রাখি আশ্রম ভবনে ॥
 বেশ্যাগণ অশ্বষিতে করিল গমন ।
 খুঁজিলেন তিন দিন করিয়া যতন ॥
 কিছুতে তাহাদের নাহি পেয়ে দরশন ।
 পুনঃ আসি স্ব আশ্রমে কৈল প্রবেশন ॥
 বিভাণ্ডক ঋষি আসি আশ্রম ভবনে ।
 ফল অন্বেষণ হেতু গেলেন কাননে ॥
 বেশ্যাগণ এই তথ্য করিয়া সন্ধান ।
 পুনশ্চ আশ্রম দিকে হ'ল ধাবমান ॥
 বসেছিল ঋষিপুত্র হয়ে স্রিয়মন ।
 যেমন হেরিল সেই গণিকা মোহন ॥
 অমনই সসম্মে কবি গাত্রোত্থান ।
 কহিলেন এই পাণ্ডা সুধার সমান ॥
 হে ব্রহ্মন কিবা দয়া অধীনের প্রতি ।
 এসেছেন ভাল কালে দেখে হ'ল প্রীতি ॥
 ফল হেতু পিতৃদেব গেছে দূর বন ।
 এই বেলা এই কার্য্য করুন ব্রহ্মন ॥
 লও মোবে সঙ্গে কবি করিব গমন ।
 হোমার আশ্রয় হেবি জুড়াইব মন ॥
 এত বেগে দুই জনে করিব গমন ।
 আসি পিতা যেন নাহি পান দরশন ॥
 চতুর্বা সে বারনারী শুনিয়া বচন ।
 একেবারে হইলেক আনন্দে মগন ॥
 অগমাত্র আর তথা বিলম্ব না করি ।
 তুলিলেক ঋষিস্মৃতে নৌকার উপরি ॥
 নৌকাপরে ঋষিস্মৃতে তুলিয়া যতনে ।
 তাঁহার মনের তুষ্টি সাধি প্রাণপণে ॥
 কত মত কেলি সবে করিতে লাগিল ।
 ঋষিস্মৃত একেবারে বিভোল হইল ॥
 এদিকে তরুণী বেগে করি সঞ্চালন ।
 উত্তরিল অঙ্গদেশে রাজার সদন ॥
 বেশ্যাগণ সেই স্থানে কৌশল করিল ।
 পরম আশ্রম এক তথা বিরচিল ॥
 রাজার সাহায্যে সেই বন হ'ল শোভা ।
 কি আর কহিব তাহা নয়নের লোভা ॥
 তথায় ঋষির স্মৃতে করি আনয়ন ।
 দেখাইল বেশ্যাগণ আশ্রম ভবন ॥
 রাজার ভবন মধ্যে সে বন রচিল ।
 যেইকালে ঋষিবর তাহে প্রবেশিল ॥
 অমনি গর্জ্জন করি জলধরগণ ।
 মৃদল ধারায় তুষ্টি কৈল আরভণ ॥

দেখিতে দেখিতে ধরা জলে পূর্ণ হ'ল ।
 প্রজাগণ মহানন্দে ভাসিতে লাগিল ॥
 নৃপতি প্রথমে তাহা করি নিরীক্ষণ ।
 একেবারে হইলেন আনন্দে মগন ॥
 কিসে তুষিবেন সেই ঋষিবর মন ।
 হেনরূপ চিন্তা তিনি করি মনে মন ॥
 শাস্তা নারী রূপবতী তনয়া আছিল ।
 সেই কন্তা ঋষিবরে যতনে অঙ্গিল ॥
 আব কার্য্য করিলেন রাজন তখন ।
 যেই বিভাওক মুনি ভেজে হতাশন ॥
 তাহাব ক্রোধের শাস্তি করণ কারণ ।
 আসিবার পথ যাতা ছিল নিদর্শন ॥
 সেই পথে গো কৃষক পশু আদি করি ।
 রাখিয়া যতন করি সর্বের উপরি ॥
 এই কথা কহিলেন আপনি রাজন ।
 বিভাওক ঋষি যবে দিবেন দর্শন ॥
 নেত্রানলে দগ্ধ প্রায় সকলে হইবে ।
 সেইকালে সকলেতে এ কথা কহিবে ॥
 তে ঋষি কোপের শাস্তি করিয়ে এক্ষণ ।
 শ্রবণ করুন মোরা হই কোন জন ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ নামে যেই ঋষি বনন্দন ।
 তিনিই গো হেথাকাব হইবেন রাজন ॥
 তাহারই অধিবৃত্ত আমা সবে হই ।
 তাঁর কার্য্য করি সবে সদাকাল রই ॥
 সে সম্পর্কে আমরাও তব দাস হই ।
 আজ্ঞা কর কিবা কার্য্য করিব গোঁসাই ॥
 এইরূপ তাহা সবে কহিয়া বচন ।
 রহিল বাজ্যেতে রায় হয়ে হর্ষমন ॥
 তথা বিজ্ঞতম ঋষি ফল আকরিয়া ।
 আসিলেন আশ্রমেতে উত্তপ্ত হইয়া ॥
 না করি আশ্রম মধ্যে পুত্রকে দর্শন ।
 বাহিরায় অবৈষিতে পুত্রের কারণ ॥
 খুঁজিলেন কত বন করি প্রাণপণ ।
 কিছুতে না হ'ল যবে পুত্র দরশন ॥
 তখন তাহার অঙ্গ ক্রোধেতে পরিল ।
 সমস্ত শরীরে লোম শিহরি উঠিল ॥
 তখন করেন তিনি মনে অনুমান ।
 কৌশলে হরিল নৃপ আমার সন্তান ॥
 অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ বায় ।
 সেই কৈল এই কার্য্য জ্ঞানেতে বুঝায় ॥
 দেখিব দেখিব সেই রাজারে এখন ।
 কবিব তাহার রাজ্য এখন ধ্বংসন ॥
 এত কহি মুনিবর ক্রোধেতে পুরিয়া ।
 লোমপাদ বাজ্যমুখে চলিল ধাইয়া ॥

পথিমধ্যে শ্রান্তি আর ক্ষুধার কারণ ।
 সেই লোমপাদ-স্থিত ছিল যত জন ।
 তাদের নিকটে ঋষি হ'ল উপনীত ।
 হেরিয়া তাহাকে তারা হয়ে প্রজ্ঞাশিত ॥
 অতিশয় করি ভক্তি নানা উপহারে ।
 তুষিলেক ঋষিবরে আতথি সৎকারে ॥
 ঋষি তথা ভূপতির সদৃশ হইয়া ।
 যাপিল যামিনী সেই আনন্দ মানিয়া ॥
 অনন্তর মহাঋষি মহাপ্রীতি মানি ।
 জিজ্ঞাসিল তাহাদিগে এই মাত্র বাণী ॥
 ওহে সব গোপগণ কহ পরিচয় ।
 সত্য কবি কহ এই দেশ কার হয় ॥
 তাহাবা বিনয় করি অতীব যতনে ।
 এইমাত্র কহিলেক ঋষির চরণে ॥
 ওহে বিজ্ঞ তপোধন কি কহিব আর ।
 আপন পুত্রের এই হয় অধিকার ॥
 তব পুত্র-দাস মোবা হই অলুক্ষণ ।
 প্রকৃত বচন এই করুন শ্রবণ ॥
 ঘোষণা-মুখে ঋষি হেন কথা শুনি ।
 একেবারে হইলেন সুশীতল প্রাণী ॥
 তাহার সে উগ্রকোপ সব দূরে গেল ।
 সর্কতোভাবেতে ঋষি প্রকৃতিস্থ হ'ল ॥
 আব তিনি তথাকাবে বিলম্ব না কবি ।
 যথা লোমপাদরাজ্য চম্পা সে নগরী ॥
 ক্ষণেক মধ্যেতে তথা করিয়া গমন ।
 অঙ্গরাজ সহ কৈল সাক্ষাৎ দর্শন ॥
 লোমপাদ মহারাজ ঋষিপদ হেরি ।
 একেবারে অকূলেতে লভি যেন তরী ॥
 বিনয় সৎকার বহু করিয়া চরণে ।
 ভূসিলেন ঋষিবরে পূর্ণানন্দ মনে ॥
 ঋষিবর মহাভূট হইয়া তাহাতে ।
 হেলিলেন পুত্রমুখ মহা আনন্দেতে ॥
 দেখেন তনয় নিজ নরনাথ প্রায় ।
 গাম বাজ্য ধন প্রাণ লয়ে সমুদায় ॥
 করিছে বিরাজমান বধূর সহিত ।
 বধুব রূপেতে হয় জগৎ মোহিত ॥
 তাহা হেরি তাঁর ক্রোধ সব নিবর্তিল ।
 নৃপ প্রীতি ভূট হয়ে পুত্রেরে কহিল ॥
 থাক পুত্র এই স্থানে কর অবস্থান ।
 আমি করিলাম এবে গমনে প্রস্থান ॥
 কিছুকাল এই স্থানে করি অবস্থান ।
 অবশেষে আশ্রমেতে করিবে পয়াণ ॥
 এত বলি ঋষিবর সন্তুষ্টি মানিয়া ।
 চলেন আপনঃপ্রাণে পুত্রকে রাখিয়া ॥

অনন্তর ঋষাশৃঙ্গ ঋষির নন্দন ।
 কিছুকাল রহে স্থখে রাজার ভবন ॥
 অবশেষে পিতৃ-আজ্ঞা করিয়া স্মরণ ।
 পত্নী সহ আশ্রমেতে করেন গমন ॥
 শুদ্ধমতি শাস্ত্রাকন্যা লভি সাধু পতি ।
 সেবিতে লাগিল পদ মহানন্দ মতি ॥
 রোহিণী যেমন পতি চন্দ্রকে লভিয়া ।
 সদানন্দে কাল হরে জীপদ সেবিয়া ॥
 বশিষ্ঠের পত্নী যেন অরুন্ধতী সতী ।
 পতিপদ সেবা করি আনন্দিত মতি ॥
 অগস্ত্যের পত্নী যেন লোপামুদ্রা সতী ।
 পতিপদ সেবা করি সদা স্থিৰমতি ॥
 দময়ন্তী নলভার্যা যেমন প্রকার ।
 পতিপদ এ ভাবেতে কবিলেন সার ॥
 ঈশ্বরের মহিমা যেন শচীদেবী হন ।
 সেইরূপ ঋষাশৃঙ্গ শাস্ত্রার মিলন ॥
 এহে যুধিষ্ঠির বায় করুন শ্রবণ ।
 সেই ঋষাশৃঙ্গাশ্রম শোভার মোহন ॥
 এই মহাত্মদ সীমা প্রদীপ্ত করিছে ।
 মহাতীর্থ এই স্থানে মানস মোহিছে ॥
 এই তীর্থে করি আন সৰ্ব্বপাপ হরি ।
 অন্য অন্য তীর্থে বায় ভ্রম ধূবি ফিরি ॥
 এমন পরমতীর্থ আর নাহি হয় ।
 ইহাতে করিলে আন সৰ্ব্বপাপ ক্ষয় ॥

টা (১৪) পৃ ৮৫—এই পরিচ্ছেদের পূর্বে
 জামদগ্ন্যের বিবরণ বর্ণিত আছে, কাশীদাসী
 ভারতে তাহা গরিভাক্ত হইয়াছে । অমবা
 সাধারণের অবগতির জন্য উহা বহুবাদ এই
 স্থানে প্রকাশিত করিলাম ॥

কহিল বৈশম্পায়ন মুনি মহাশয় ।
 শুনহ রাজন কহি ভারত বিষয় ॥
 ভ্রাতৃগণ সহ মিলি রাজা যুধিষ্ঠির ।
 চলিল মহেন্দ্র গিবি উচ্চ দার শিব ॥
 একরাত্র যাত্র তথা করি অবস্থান ।
 সেখানে আছিল যত তাপস প্রধান ॥

সকলেরে বিধিমতে করেন সন্মান ।
 মহর্ষি লোমশ অতি হয়ে শ্রদ্ধাবান ॥
 অঙ্গির বশিষ্ঠ ভৃগু কশ্যপ সদনে ।
 যুধিষ্ঠির-পরিচয় কহিল আপনে ॥
 রাজঋষি যুধিষ্ঠির হয়ে শ্রদ্ধাষিত ।
 সকলের পাদপদ্ম করিয়া বন্দিত ॥
 অকৃতব্রণ নামিত রাম অরুচরে ।
 সর্বিনয়ে জিজ্ঞাসিল গোড় হস্ত করে ॥

বলুন হে মহাধীর হয়ে দয়াবান ।
 ধীমান পরশুরাম করুণা-নিধান ॥
 কোন দিনে সেই প্রভু তাপদ সঙ্কেতে ।
 আসিবেন এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে ॥
 আহার বাসনা এই শুন মহাশয় ।
 সেই যোগে হেরি আমি তাঁব পদদ্বয় ॥
 কহিল অকৃতব্রণ শুনহ রাজন ।
 আপনি যে এই স্থানে কৈলে আগমন ॥
 আপন প্রভাবে বাম এহে মহাশয় ।
 এতক্ষণ হয়েছেন বিদিত নিশ্চয় ॥
 আপনাতে তাঁর প্রীতি আছে অতিশয় ।
 বোধ কবি এই হেতু এহে মহাশয় ॥
 এখন আসিয়া তিনি আপন ইচ্ছায় ।
 দবশন দিয়া ভূষ্ট কবিরে তোমায় ॥
 তাপসেবা চতুর্দশী আর অষ্টমীতে ।
 ত্রাহাকে দর্শন করি হর্ব পান চিতে ॥
 কলাই হইবে সেই চতুর্দশী তিথি ।
 দেগা দিতে আসিবেন মনে হবে প্রীতি ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন কবিতা বিনয় ।
 বাম প্রিয়পাত্র তুমি জানি যে নিশ্চয় ॥
 এ কারণ আপনি এ হে মহাশয় ।
 অতীত ব্রতান্ত যত জ্ঞাত সমুদয় ॥
 সে কারণ এই কথা জিজ্ঞাসি আপনে ।
 বলুন হে করুণা কবি আমাব সদনে ॥
 যত সব ক্ষত্রগণ জন্মিল ধবায় ।
 কিঞ্চেপে বা কি কারণে তাবা সমুদয় ॥
 ভগবান রাম-হস্তে হ'ল পরাজিত ।
 বলুন তাহার কথা হইব বিদিত ॥
 যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এ তেন বচন ।
 কহিল অকৃতব্রণ শুনহ রাজন ॥
 আমি ভৃগুবংশজাত পরশুরামেব ।
 হৈহয়াদি পতি আব সে কার্ত্তবীর্ষের ॥
 আচায়া চবিত্র যাহা হয় স্তুনিশ্চয় ।
 তাহাই কীর্ত্তন কবি শুন সমুদয় ॥
 কার্ত্তবীর্ষ ভূপতির বিক্রম অপার ।
 আছিল সহস্রবাত অতি শোভাধার ॥
 তিনি দস্তাহেয় দস্ত বর প্রভাবেতে ।
 কাঞ্চন বিমান পারে চড়ি আনন্দেতে ॥
 সসাগরা এ ধরাকে কৈল করহল ।
 তাহাব রথের জ্যোতিঃ পরম উজ্জ্বল ॥
 সেই রথে কার্ত্তবীর্ষ্য করি আবোহণ ।
 বরের প্রভাবে সেই মহা যশোধন ॥
 চতুর্দিকে দেব যক্ষ ঋষি আদি সবে ।
 পীড়া দিতে লাগিলেক মনের উৎসবে ॥

তখন মহর্ষি আদি দেবগণ সবে ।
 পীড়ায় পীড়িত হয়ে অতি নিকৃৎসবে ॥
 অশুর নিধনকারী জীমূত্বদনে ।
 করিলেন নিবেদন বিনয় বচনে ॥
 হে হবি বিপদহারী হয়ে দয়াবান ।
 দ্রুতঃকার কার্ত্তবীৰ্য্য বলে বলবান ॥
 নিজ বীৰ্য্য প্রকাশিয়া সৎসব করিয়া ।
 তালারে সংহার করি তুষ্ট কব'হিয়া ॥
 কি ভাব কহিব হবি তোমার সদন ।
 দিব্য বিমানেন্তে দুষ্ট করি আরোহণ ॥
 পূর্ণের অধিপ সেই দেবেন্দ্রকে বলে ।
 কবিগাছে পবিত্র অতি কুতূহলে ॥
 হেন বাক্য নাবাষণ কবিগা শবণ ।
 মিলিয়া ইন্দ্রের সহ কবেন মঙ্গল ॥
 তালার বিনাশে যাহা সুক্তি হ'ল দাব ।
 হবি তাহা সাধিবাবে কবি আশুদাব ॥
 অতি বমণীয় সেই বদরিকাশ্রমে ।
 কবিলেন প্রবেশন হিনি ক্রমে ক্রমে ॥
 আছিলেন কানাকুত দেশে এক বাক্য ।
 অপার বিক্রমশালী উড়ে কর্ত্তিপ্রভা ॥
 গাদি মহারাজ বলি তাহার অখ্যান ।
 সকল বিষয়ে হিনি পূর্ণ-মনস্কাম ॥
 হিনিও হে সেইকালে যুধিষ্ণি বায় ।
 নাননে কবিল গতি হয়ে দুষ্টকায ॥
 কিম্ব এহে মহাশয় সেই সে কালেতে ।
 আদিলেন মহারাজ কানন মধোতে ॥
 সেইকালে তাঁব এক বর্ষাক শুদ্ধবী ।
 জনম লাভিল কন্যা ধবাব উপবি ॥
 বিছু দিন পরে সেই কন্যার বদন ।
 হেবিয়া ভার্গব গরি অভিলামী জন ॥
 কন্যা অভিল্যমী হয় গাবিবাঙ্ক স্থানে ।
 হ ছিলেন সেই কন্যা যথাথ বিদ্যানে ॥
 এ কথা শ্রবণ কবি গার্গি নরপতি ।
 নহিলেন সনিনয়ে ভার্গবের প্রতি ॥
 এহে তপোদন শুন আমার বচন ।
 ও কন্যা তোমায়ে দিতে সর্কক্ষণ মন ॥
 কিন্তু এহে ক্ষমিব কন্যা সম্প্রদানে ।
 মন পূর্ক পুরুষেব যা আছে বিদ্যানে ॥
 তাহাই শ্রবণ কর কবি বিদ্যাপন ।
 যদি বন্যা লাভে তব একান্তই মন ॥
 আমাদেব বংশে যত কন্যা দান হয় ।
 তাহার বিষয়ে এই আছেয়ে নিশ্চয় ॥
 অনন্তর রক্তবর্ণ বহির্ভাগ শ্যাম ।
 হেন বর্ণ সমন্বিত মহা বেগবান ॥

পাণ্ডু কলেবব হয় ঘোটক হাজার ।
 শুক্লরূপে লই অশ্ব নিয়ম আমার ॥
 তাহাই গ্রহণ করা হয় সর্কক্ষণ ।
 কি করিব এইরূপ বংশের নিয়ম ॥
 কিন্তু আমি সেই শুক্ল আপনার স্থান ।
 যাচিঞা করিতে নারি ওহে মতিমান ॥
 অথচ তোমাকে দিতে সে কন্যা রাজন ।
 অতিশয় হইয়াছে আমার মনন ॥
 কহিল ভার্গব শুন বচন রাজন ।
 আছে সেই পূর্কপার প্রথা নিরূপণ ॥
 অবশ্যই তাহা আমি অর্পণ করিয়া ।
 কতিব নন্দিনী তব সমুপস্থ হইয়া ॥
 আপনি আমাকে সেই কন্যা মহাধন ।
 দ্রবিত করিয়া রাজ্য করহ অর্পণ ॥
 এই কথা কহি তথা ভার্গব আপনি ।
 অশ্বের উদ্দেশে গতি বরিল তখনি ॥
 কমেতে বক্রণপুরে প্রবেশ করিল ।
 বক্রণে সাক্ষাৎ করি কহিতে লাগিল ॥
 শুন ওহে জলপতি আমার বচন ।
 মন পরিণয় কথা হ'ল নির্দ্বাবণ ॥
 তাহাতে শুক্লার্থ যাহা দিতে হবে মোবে ।
 কহি আমি সেই কথা প্রকাশি তোমাবে ॥
 অভাস্তব বক্তবর্ণ বহির্ভাগ শ্যাম ।
 হেন বর্ণ সমন্বিত মহা বেগবান ॥
 পাণ্ডু কলেবব হয় ঘোটক হাজার ।
 শুক্লরূপে দিতে হবে শুন শুণ্ডধার ॥
 তাহা প্রদানিতে মোবে হবে মহাশয় ।
 সেইরূপ অশ্ব মোবে হইয়া সদয় ॥
 শীঘ্র করি আনি দেহ থাকিতে না পারি ।
 কহিতে হইবে গতি অতি শীঘ্র কবি ॥
 ভার্গবের হেন বাক্য শুনিয়া বক্রণ ।
 অবিলম্বে হয়ে তিনি প্রফুল্লিত মন ॥
 আনিয়া দিলেন অশ্ব সেকূপ প্রকাব ।
 অশ্ব লাভি ক্ষমিব হ'ল আশুদার ॥
 এহে মহারাজ শুন আমার বচন ।
 যথানে উৎপন্ন হ'ল সেই অশ্বগণ ॥
 সেই সব স্থান খ্যাত অশ্বতীথ বলি ।
 সুবিখ্যাত হ'ল সদা শুন মহাবলী ॥
 তৎপরে বিবাহকাল হ'ল উপনীত ।
 পরস্পর দেবগণ হইয়া মিলিত ॥
 ববয়াকী রূপে সবে হ'ল উপনীত ।
 হেবি গাধিরাজ মনে হয়ে শ্রদ্ধাখিত ॥
 সকলের করিলেন সম্মান পুজন ।
 পরেতে সেকূপ অশ্ব করিয়া গ্রহণ ॥

আপনার কন্যা সেই পরমা রূপসী ।
 ভার্গবেবে প্রদানিল হর্ষমীরে ভাসি ॥
 কানাকুজ দেশে সেই ভাগীরথী তীরে ।
 কন্যা লয় ঋষিবর হরিশ অন্তরে ॥
 করিল প্রস্থান পরে হয়ে আনন্দিত ।
 শুন তদন্তর কথা হয়ে শ্রদ্ধাশ্রিত ॥
 সুরূপা রমণী লাভ করিয়া ভার্গব ।
 প্রণয়ে পরম সুরূখে করেন উৎসব ॥
 সেচ্ছা অনুসারে তিনি যেখানে সেখানে ।
 বিহার করিয়া ভ্রমে আনন্দ বিধানে ॥
 এই অবসর কালে ভৃগু ঋষিবর ।
 তথা আসি উত্তরিল সহস্র অন্তর ॥
 হেরি বধু সহ পুত্র-মুখ-সুধাকর ।
 তাদ্বিলেন সর্গ দুঃখ হরিশ অন্তর ॥
 ভার্গব সে সুবগণ-বন্দিত ঋষিবে ।
 প্রত্যক্ষ দর্শন কবি ভাসে সুখমীরে ॥
 যথাথ বিধানে কবি অচ্চরন পূজন ।
 তাঁর সন্নিধানে আসি বসিল দুজন ॥
 ভৃগু তাহে মহাছষ্ট হইয়া আপনে ।
 সন্মাকে কহেন তিনি এই সম্বোধনে ॥
 হে বৎসে তোমার মুখ নিবীক্ষণ কবি ।
 হইয়াছি অতি প্রীত কহিবাবে নাবি ॥
 এক্ষণেতে বব ভুমি করহ যাচন ।
 প্রদান করিয়া হই আনন্দিত মন ॥
 সত্যবতী মনে মনে আছিল দুঃখিত ।
 পুত্রহীন মাতা বলি সদাই তাপিত ॥
 অগ্রেতেই তাহা তিনি করিল যাচন ।
 হোক জননীর পুত্র করি এ প্রার্থন ॥
 সতীমুখে হেন বাক্য কবিতা শ্রবণ ।
 ভৃগুমুনি হয়ে তাহে আনন্দিত মন ॥
 কহিলেন সতী প্রীতি এই সে বচন ।
 শুন সতী এই বব করিল অর্পণ ॥
 ভুমিও তোমার মাতা যেই সে কালেতে ।
 করিবে গো ঋতুন্নান পবন হর্ষেতে ॥
 সেইকালে উভয়ের এই নিরূপণ ।
 পৃথক পৃথক বৃক্ষে দিবে আলিঙ্গন ॥
 ভুমি উড়ুখর বৃক্ষে দিবে আলিঙ্গন ।
 তোমার জননী দিবে অশ্বখে তখন ॥
 আর আমি যেই চক্র প্রদানিয়া যাই ।
 তোমরা গো উভয়েই খাইবেক তাই ॥
 এ অতি দুর্লভ বস্তু কি কহিব সতী ।
 বিশ্ব অন্বেষণ করি মনে পেয়ে প্রীতি ॥
 করিয়াছি এই চক্র প্রস্তুত আপনে ।
 অবশ্য হইবে পুত্র ইহার ভক্ষণে ॥

যতনে গ্রহণ কর হয়ে শ্রদ্ধাবান ।
 অবশ্য হইবে ইথে সন্তান মহান ॥
 এত বলি ঋষিবর সে স্থান হইতে ।
 হইলেন অন্তর্হিত মন-আনন্দেতে ॥
 এখানে ভাগবপত্নী আব তাঁর মাতা ।
 যেইকালে হইলেন দৌহে ঋতুন্নাতা ॥
 ঋষিবর যেই আজ্ঞা করিল অর্পণ ।
 বিপরীত হই ক্ষত্ব কবে আচরণ ॥*
 আলিঙ্গন কৈল মাতা বৃক্ষেতে কষ্টাব ।
 কন্যা আলিঙ্গিবে যাহে না কবি বিচার ॥
 কন্যাও কবিল তাব বিপরীতচার ।
 ভাল মন্দ কিছু তাহ না কৈল বিচার ॥
 চক্রর বিষয়ে দৌহে ওই কপ করে ।
 কারলেক বিপরীত অমীতি আচারে ॥
 বহুদিন এইরূপে গত হলে পব ।
 ভৃগু সে পরম ঋষি জ্ঞানের উপব ॥
 বিপরীত তাব সব হয়ে অবগত ।
 পুনরায় হইলেন তথা সমাগত ॥
 তথায় আসিয়া ভৃগু ভেদেব আকর ।
 কবিলেন সতী প্রীতি এই সে উত্তর ॥
 হে ভদ্রে উভয়ে আমি বেকপ প্রকার ।
 কহিয়া গেলাম যত উপদেশ সাব ॥
 করিয়াছ দৌহে তাঁর বিপরীতচার ।
 ইহাতে হইবে যাহা ফল শুন তার ॥
 তোমার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন ।
 ক্ষত্র বৃত্তিধারী হবে হইয়া ব্রাহ্মণ ॥
 তব মাতা গর্ভে যেই হইবে নন্দন ।
 ক্ষত্র হয়ে হবে তিনি পতাবে ব্রাহ্মণ ॥
 সংপথেতে সব মন থাকিবে তাহার ।
 মহাতপোধান হবে ব্রাহ্মণ আচার ॥
 এই কথা সত্যবতী কবিতা শ্রবণ ।
 মনোমধ্যে অতিশয় পাইয়া বেদন ॥
 ধবিতা শ্রবণ করি কৃতাঞ্জলি ।
 কহিলেন এ বাক্য হইয়া ব্যাকুলী ॥
 হে দেব করুণা করি এ দার্মীর প্রীতি ।
 এই আজ্ঞা দান দিন মনে করি প্রীতি ॥
 আমাব গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন ।
 কদাচ না করে যেন ক্ষত্র-আচরণ ॥
 যাতে শূলক্ষণাক্রান্ত হইবে নন্দন ।
 তাহাই করুণ দেব ধরি আচরণ ॥
 বরঞ্চ পৌত্র মম অই রূপ হয় ।
 তাহাতে কাতব নহে আমার হৃদয় ॥
 বধূব বাকোতে ভৃগু হয়ে দয়াবান ।
 তথাস্ত বনিয়া কৈল অস্থানে প্রস্থান ॥

তদন্তেতে সত্যবতী যথা সময়েতে ।
 প্রসবিল এক পুত্র শুভ লগনেতে ॥
 মহাতেজবন্ত পুত্র হইল তাঁহার ।
 জমদগ্নি নাম হ'ল ধরার মাঝার ॥
 ক্রমেতে বর্দ্ধীয়মান হইয়া নন্দন ।
 কবে বেদ অধ্যয়ন প্রভাবে তপন ॥
 অনেক ঋষিকে ক্রমে অতিক্রম কৈল ।
 দ্বিতীয় বেদের কর্তা হইয়া উঠিল ॥
 কুৎস্ন ধনুর্কেদ ও চতুর্দিক অস্ত্র ।
 বিভাকর সম প্রভা যত অস্ত্র শস্ত্র ॥
 ক্রমে তাহা অধ্যয়ন জমদগ্নি কবে ।
 মহাবুদ্ধি হ'ল বায় কি কব তোমারে ॥
 শ্রবণ করুন তবে ক্রমে একমন ।
 তদন্তর যা হইল কতি সে কাবণ ॥
 তদন্তে অকুতব্রণ গৃধিবি প্রীতি ।
 কহিলেন শুন রায় মনে করি প্রীতি ॥
 মহাতপা জমদগ্নি বেদ অধ্যয়নে ।
 নিবেশ করিয়া মন অতীব যতনে ॥
 তপ অল্পমান করি পরম মহান ।
 নিয়মের বলে বেদ চারি প্রভামান ॥
 বশীভূত করে সব বিজ্ঞ মুনিবব ।
 পূর্ণানন্দে ভাসাইল আপন অন্তর ॥
 প্রসেনজিৎ নামে এক আছিল রাজন ।
 গমন কবিল ঋষি তাঁহার সদন ॥
 বেণুকা নামেতে এক কন্যা তাঁর ছিল ।
 নিজ বিভা হেতু সেই কন্যাকে যাচিল ॥
 ঋষির বচনে রায় মস্তক হইয়া ।
 দিল কন্যা ঋষিবরে উৎসর্গ কবিয়া ॥
 তখন সে জমদগ্নি কৃতদার হয়ে ।
 আসিলেন স্ব আশ্রমে সেই কন্যা লয়ে ॥
 সেই পতিপরায়ণা সতীর সহিত ।
 কবিতো লাগিল সাধু তপ অনুষ্ঠিত ॥
 কাল সহকারে ক্রমে বেণুকা স্তন্দরী ।
 ধরিলেক গর্ভে পুত্র শোভার মাধুরী ॥
 ক্রমে ক্রমে পঞ্চ পুত্র করিল প্রসব ।
 নিরখিয়া পুত্রমুখ করেন উৎসব ॥
 কনিষ্ঠ পরশুরাম সবাংকার হন ।
 কিন্তু গুণে সর্গশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধিবে রাজন ॥
 একদা কুমারগণ ফল আহরণে ॥
 গমন করিলে সবে কাননে কাননে ॥
 মুনির গৃহিণী সেই বেণুকা স্তন্দরী ।
 প্রানের করণে ধনী গৃহ পরিহরি ॥
 যদুচ্ছা ক্রমেতে পথে করেন ভ্রমণ ।
 এই সময়ের কথা শুনহ রাজন ॥

চিত্ররথ নামে এক অবনীর পতি ।
 করিছেন জলকেলি রমণী সংহতি ॥
 বেণুকা তাঁহার রূপ করি নিরীক্ষণ ।
 একেবারে কামে মোহে হয়ে অচেতন ॥
 তদ্রূপ আচারে তিনি দৃষিতা হইল ।
 ব্যভিচার দোষ তাঁরে আশ্রয় করিল ॥
 যেমন আশ্রমে তিনি কৈল পদার্পণ ।
 জমদগ্নি ঋষি হেরি তাঁহার বদন ॥
 জানিতে পারিয়া তাঁর কুৎসিত বাভার ।
 দিক দিয়া বারম্বার করে তিরস্কার ॥
 অনন্তর জমদগ্নি-পুত্র কুমস্থান ।
 বিশ্বাবস্ত্র ও সুর্যেণ, বস্তু গুণবান ॥
 আশ্রমেতে ক্রমে ক্রমে উত্তরিলে সবে ।
 মহামুনি জমদগ্নি অতি নিরুৎসবে ॥
 আদেশ কবিল সেই পুত্রগণ প্রীতি ।
 কাটহ জননী-মাথা আমার ভারতী ॥
 এই আজ্ঞা বাবদ্যর করেন প্রদান ।
 কিন্তু সেই শাস্তমতি যতেক সন্তান ॥
 সেই কাণ্ড কেহ তাঁরা করিতে নারিল ।
 জননী-মাথাতে সবে স্তম্ভিত হইল ॥
 তাহে ঋষিবব ক্রমে অতি ক্রোধমন ।
 কহিলেন পুত্রগণে ডাকিয়া তখন ॥
 যেন তোরা পিতৃ আজ্ঞা করিলি অন্যথা ।
 তেন অভিশাপ দিব ভুগিবি সর্বথা ॥
 এত বলি অভিশাপ কবিল প্রদান ।
 তাঁহার মুখের বাক্য অব্যর্থ সন্ধান ॥
 তখনই পুত্রগণ জড়বৎ হ'ল ।
 সংজাহীন হয়ে সবে পাড়িয়া রহিল ॥
 হেন অবসরে ওহে শুনহ রাজন ।
 স্মৃতি পরশুরাম করু আগমন ॥
 তিনি আসি যেই কালে দিল দরশন ।
 হেরিয়া তাঁহাকে জমদগ্নি তপোধন ॥
 কহিল পরশুরামে শুন মম বাকী ।
 তুমি বে আমার পুত্র সর্গশ্রেষ্ঠ জানি ॥
 তোমার জননী অতি মন্দকারী হয় ।
 এ কারণ বাছাধন ত্যজিয়া রে ভয় ॥
 ওই পাপীয়সী তব গর্ভ-ধারিণীকে ।
 অমুঙ্ঘচিন্তেতে বধ কর মোর বাক্যে ॥
 শুনিয়া পিতার বাক্য সে পরশুরাম ।
 পুরাইতে জনকের মনের যে কাম ॥
 তখন পরশু হস্তে করিয়া গ্রহণ ।
 কাটিল জননী-শির না ভাবি বেদন ॥
 জমদগ্নি মহাঋষি হেরি প্রত্যক্ষেতে ।
 কহিল পরশু প্রীতি অতি হরষেতে ॥

ধন্য ধন্য পুত্র তুমি হে পরশুরাম ।
 তোমার কার্ণাভে মম পূর্ণ মনস্কাম ॥
 বড় ভুট্ট হইলাম তোমার উপরে ।
 বর মাগ দিব আমি যা তব অন্তরে ॥
 শুনিয়া পিতার বাক্য রাম মহাশয় ।
 কহিলেন শিতপদে করিয়া বিনয় ॥
 যদি দেব স্মরণ করি হইলে আমারে ।
 তাহা হলে এই বর যাচি বারে বারে ॥
 আমার জননী পুনঃ ধরুন জীবন ।
 আব আমি করিছ যে তাঁহাকে নিধন ॥
 এই কথা তাঁর কভু স্মরণ না হবে ।
 দয়া করি এই বর এ দাসেরে দিবে ॥
 আর বর দিবে পিতা হইয়া সদয় ।
 মাতৃহত্যা পাপ যেই সংসারে দুর্জয় ॥
 সে পাপ আমাকে কভু স্পর্শিতে না পারে ।
 আর ভ্রাতৃগণ যত শাপ অহুসারে ॥
 হইয়াছে জড়প্রায় বিকৃত আকার ।
 তাঁহাও হইবে সবে পূর্বের প্রকার ॥
 অরব দিন পিতা এ দাসের প্রীতি ।
 ধরি আমি দীর্ঘ আয়ু মনে পাই প্রীতি ॥
 আর যে কবিব আমি সংগ্রাম দুর্জয় ।
 কদাচই নাহি হই তাহে পবাজয় ॥
 এই সব বর দান করুন যতনে ।
 বরের প্রভাবে আমি হুট্ট হই মনে ॥
 জমদগ্নি মহাশয়ি তেজের আধার ।
 পুত্রমুখে এ প্রার্থনা শুনি বাববার ॥
 তখনি তথাস্ত বলি হয়ে হুট্টমন ।
 করিলেন সেই বর তাঁহাকে অর্পণ ॥
 বরের প্রভাবে তাহা সকলি ঘটিল ।
 যে সব অনিষ্ট ছিল সব খণ্ডাইল ॥
 কি আর কহিব রায় তোমার সদনে ।
 সকলেই সুখে বয় বরের কাবণে ॥
 তদন্তবে শুন রায় হয়ে একমন ।
 একদিন সেই জমদগ্নি-পুত্রগণ ॥
 পূর্ববৎ স্ব আশ্রম করি পরিহার ।
 সকলে প্রবেশ কৈল কানন মাঝার ॥
 এই অবসরে আসি কার্ত্তবীৰ্য্য রায় ।
 আশ্রমে প্রবেশ কৈল হয়ে হুট্টকায় ॥
 ঋষিপত্নী হেরি তাঁকে পরম যতনে ।
 করিল সৎকার বহু না যায় বর্ণনে ॥
 তাহাতেও তাঁর মনে প্রীতি না হইল ।
 হোমধেহু বৎস হুট্ট হরণ করিল ॥
 হোমধেহু বৎস হুট্ট করিয়া হরণ ।
 বীরত্ব প্রভাবে করি তুর্জয় গজ্জয় ॥

আশ্রম পার্শ্বেতে যত ছিল বৃক্ষচয় ।
 সকলই করিলেন বলে অপচয় ॥
 তদন্তে বৎসকে লয়ে আপনার বাসে ।
 গমন করিল রায় পরম উল্লাসে ॥
 হেন কালে রাম আসি তথা উত্তরিল ।
 রামে হেরি সেই কথা সকল কহিল ॥
 পিতৃমুখে রাম বীর শুনি সেই কথা ।
 অন্তবে লাগিল তার দারুণ যে ব্যথা ॥
 হোমধেহু প্রতি তবে করে নিরীক্ষণ ।
 বৎস শোকে করিতেছে সদত ক্রন্দন ॥
 নেত্রজলে অবিবত ধরা ভাসি যায় ।
 হেরি হইলেন রাম কোণে পূর্ণকায় ॥
 তখনি সে ক্রোধোন্মুখ অর্জুনের প্রতি ।
 হইলেন ধাবমান বিক্রমেতে অতি ॥
 মহা শত্রাসন কবে করিয়া ধারণ ।
 প্রবেশিল রণভূমে বিক্রমে ভীষণ ॥
 ক্রমে রাম মহাশত্রু প্রভাব কারণে ।
 সহস্র সংখ্যক বাহুবৃদ্ধ সে রাজনে ॥
 নিভূজ করিয়া কৈল তাহার সংহার ।
 বধের ভুবনে বাজা কৈল অগ্রসার ॥
 রাজার নিধন হৈব রাজপুত্রগণ ।
 মনেতে লভিয়া তারা দারুণ বেদন ॥
 একদিন বামশূন্য হেরিয়া আশ্রম ।
 প্রবেশিল সকলেই করিয়া বিক্রম ॥
 তৎপরে সে জমদগ্নি ঋষিকে হেরিখে ।
 দারুণ ক্রোধেতে সবে পরিপূর্ণ হয়ে ॥
 আরস্তিল তত্পরে দারুণ প্রহার ।
 সহিতে না পারি ঋষি দেহে আপনাব ॥
 হা রাম হা রাম বাক্য কবি উচ্চারণ ।
 তখনই তাজিলেন আপন জীবন ॥
 মুনির নিধন হেরি যত ক্ষত ছিল ।
 একত্র হইয়া তাবা সর্ক সৈন্য বল ॥
 তখনই তথা হতে কবিল প্রস্থান ।
 হেনকালে গৃহে আসি রাম গুণবান ॥
 প্রত্যক্ষে পিতার মৃত্যু করি দরশন ।
 দুঃখের সাগরে তিনি হলেন মগন ॥
 নেত্রবারি বিসর্জিয়া কহিল বচন ।
 হে তাত তোমার কিবা হইল ঘটন ॥
 কার্ত্তবীৰ্য্য-পুত্রগণ অতি ক্ষুদ্রাশয় ।
 মম কৃত অপরাধ মানি শূনিস্চয় ॥
 সেই ক্রোধে আসি সবে কানন মাঝারে ।
 শূন্যাশ্রমে একমাত্র হেরি আপনারে ॥
 অসংখ্য শাণিত অস্ত্র করিয়া ক্ষেপণ ।
 মুগ প্রায় বধি গেল তোমাব জীবন ॥

আপনি নিরপরাধী ধৰ্মপথে মতি ।
 আপনাব হ'ল হয় হেন জুগগতি ॥
 কখন সম্ভব পর ইহা নাহি হয় ।
 হেরি আপনার দশা মম সন্ধান নয় ॥
 আপনি তপের ক্লেমে অতি শীর্ণকাষ ।
 তাহাতে বার্কক্য কাল বল না জুযায় ॥
 নিতান্ত বিমুখ যুদ্ধে মনেতে মানিয়া ।
 তাহাতে শাণিত অসি বলে প্রহরিয়া ॥
 মুগ সম তব তাত জীবন নাশিল ।
 অক্ষয় পাতকে সবে মগন হইল ॥
 এ কৰ্ম্মেতে তাহাদের পৌরুষ কি আছে ।
 কি বলে কহিবে ইহা অপহের কাছে ॥
 বুদ্ধ ভ্রাতার এক তপস্বী ব্রাহ্মণে ।
 বিনাশিয়া এল সবে জনশূন্য বনে ॥
 হেনরূপে রাম বীর হয়ে চতুর্মতি ।
 কত পরিতাপ করে হয়ে চতুর্মতি ॥
 শেষেতে পিতার প্রেতকায়া যেই সাব ।
 করিলেন স্মৃদম্পন্ন ভক্তিতে অপার ॥
 চিত্তানলে দ্বত ঢালি পিতৃ মৃত কায় ।
 কবিলেন শ্রদ্ধা কবি ভাষ্য সমুদায় ॥
 তদন্তে ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চল কারণ ।
 করিলেন স্মৃতিজ্ঞা স্মরি নারায়ণ ॥
 একাকী বহল অন্ন গ্রহণ করিয়ে ।
 কালন্ত কালের প্রায় মুক্তিমান হয়ে ॥
 একেবারে সন্ধ্যাবে কবিল নিধন ।
 তাদের রক্তেতে কৈল ধরাব তপণ ॥
 তদন্তে আছিল যত সহকাৰীগণ ।
 বনেতে তাদের ঘবে কবি আক্রমণ ॥
 জনে জনে বিনাশিল মনোব স্মৃতে ।
 মেদিনী ক্ষত্রিয়রক্তে লাগিল ভাসিতে ॥
 হেনমতে ভুগুকুল-তিলক সে রাম ।
 যত সব ক্ষত্র ছিল এই ধরাধাম ॥
 ক্রমে ক্রমে একবিংশ বাব বাহবলে ।
 নিঃক্ষত্র করিল সব এই ধ্বংসলে ॥
 সামন্ত পঞ্চক তীর্থ কুধিরাক্ত করি ।
 প্রস্তুত করিয়া পঞ্চ হুদ সর্কোপরি ॥
 তথায় করিল পিকুলোকের তর্পণ ।
 তাহে গুণাইল সৰ্ব মনের বেদন ॥
 তদন্তে যজ্ঞাদি সব ক্রিয়ার দ্বারায় ।
 ইন্দ্ৰের সাধিয়া তৃপ্তি আনন্দিত কায় ॥
 সাত্বিক ব্রাহ্মণে সব করিয়া যতন ।
 ভূমি দান করিবারে লাগে অল্পক্ষণ ॥
 দশবায়ু অগ্নিতন উঠে নম বায় ।
 স্বর্ণময়ী দেবী মুক্তি কবিতা নিৰ্ম্মণ ॥

ভক্তিভরে কল্পপেরে করিয়া অৰ্পণ ।
 মনে মনে শিবির আনন্দে মগন ॥
 ব্রাহ্মণেরা কশাপের আদেশাছুসারে ।
 ওই স্বর্ণময়ী দেবী বিবিধ প্রকারে ॥
 খণ্ড খণ্ড কবি সবে করিল গ্রহণ ।
 তাহার নিমিত্ত এই শুনহ রাজন ॥
 তাঁদের গাণ্ডবাগন বলি হৈল খ্যাতি ।
 শুনহ রাজন তুমি মনে করি প্রীতি ॥
 তদন্তে পরশুৰাম কশাপ শ্বশুরে ।
 সৰ্বভূমি দান করি মহাতীর্থ-তীবে ॥
 শৈলেন্দ্র মহেন্দ্র আদি গিৰির উপরে ।
 বহেছেন বাস কবি মহা তৰ্ঘভরে ॥
 কি আব কহিব বায় তোমার সদন ।
 এক্ষণে ক্ষত্ৰিয় অবি রাম যশোধন ॥
 এক্ষণে কবেন তিনি এ ধরনী জয় ।
 কি আব কহিব রায় তুমি সদাশয় ॥
 অনন্তর হেজবান সে পবনরাম ।
 সকলেবে কবিবাবে পূৰ্ণমনস্কাম ॥
 তাঁব সেই পূৰ্ব্বকৃত অঙ্গীকাৰ মতে ।
 আসি উপস্থিত হ'ল সেই সে পৰ্ব্বতে ॥
 তদন্তে মানন্দ মনে রাম যশোধন ।
 কৃষ্ণগণ সহ করে মিষ্ট আলাপন ॥
 বিপ্র ও সাধুজ্ঞ আর যুধিষ্ঠির সনে ।
 সাক্ষাৎ কবিতা ভুট্ট করিলেন মনে ॥
 যুধিষ্ঠির নবপতি সহ ভ্রাতৃগণ ।
 আৰ্জনা করিয়া সেই রাম-জীচরণ ॥
 ভক্তিভরে যত সব ব্রাহ্মণের গণে ।
 কবিল সৎকাব স্তম্বে অতীত যতনে ॥
 তৎপাবেতে রাম দ্বারা হইয়া পূজিত ।
 বামের আদেশ লভিমনে হয়ে প্রীত ॥
 একরাত্র মাত্র বাস সে পৰ্ব্বতে করি ।
 দক্ষিণ মুখেতে গেল হয়ে অগ্রসরি ॥

টা (১৭) পৃ ৮৭—মূলে এই স্থানে নরকা-
 স্তর বধ বৃদ্ধান্ত বর্ণিত আছে, কিন্তু মহাত্মা
 কাশীরাম দাস তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন,
 আমবা পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহার অজবাব
 এই স্থলে প্রকাশিত করিলাম ।—

কহিল লোমশ শ্বশুর যুধিষ্ঠির প্রীতি ।
 শুনহ বাঞ্ছন এবে আমার ভারতী ॥
 পঞ্চ ভ্রাতা অবিরত পৰ্ব্বত কানন ।
 সবিনয় নগর পুৰ গ্রাম অগণন ॥
 মনোরম তীর্থ সব করি পৰ্য্যটন ।
 প্রত্যক্ষিতে কৈল সব দর্শন স্পর্শন ॥

এবে সম্মুখেতে সেই পথ দৃষ্ট হয় ।
 যাইতে মন্দির গিরি এ পথ নিশ্চয় ॥
 এ কারণ সবে চিন্তা করি পরিহার ।
 সাবধান হয়ে সবে কর আশ্রয় ॥
 দেব আর পুণ্যকর্মা শবির ভবনে ।
 যাইতে যাইতে এই সবে জানি মনে ॥
 সতর্কিত হও সবে আপনা আপনি ।
 কি আর কহিব তোমা সবে মহাজ্ঞানী ॥
 এই যে হেরিছ গঙ্গা তরঙ্গশালিনী ।
 বরদিকাশ্রেণী এত উৎপত্তি যে জানি ॥
 ইহার দেবক হন দেব শ্রয়গণ ।
 ভক্তিভাবে করে সবে ভজন পূজন ॥
 বালখিলা মুনিগণ হয়ে ভক্তিমন ।
 সতত করিছে তাঁরা ইহার অর্চন ॥
 গন্ধর্বের গণ সবে ইহাতে আসিয়া ।
 জ্ঞান দান কবি হন সদা তুষ্ট হিয়া ॥
 মরীচি পুলহ ভৃগু অগ্নিরাতি কবি ।
 আনন্দিত হন হেথা সাম গান করি ॥
 দেবরাজ দেবগণ সহিত মিলিয়া ।
 হেথায় আত্মিক ক্রিয়া সাধেন আদিয়া ॥
 সেইকালে সাধাগণ অশ্বিনীকুমার ।
 আলুগত্যা করি তাঁরা পুজ্ঞে অমিবার ॥
 চন্দ্র সূর্য্য আদি করি গ্রহ ও নক্ষত্র ।
 এই তীর্থ সেবি সদা হয়েন পবিত্র ॥
 গঙ্গাপর গঙ্গাদ্বারে ইহারই বাসি ।
 আপনাব শিবোদেশে হৃদয়ে ধরি ॥
 তারও সংসাবে স্থিতি করেন বিধান ।
 বড় শুভপ্রদ এই হয় তীর্থ স্থান ॥
 তোমরা সকলে মিলি এ তীর্থে শ্রবণি ।
 ভক্তি ভরে আনন্দেতে হইয়া প্রাণী ॥
 বন্দন করিয়া এস হয়ে তপ্তমন ।
 অচিবেতে সর্ব্ব কষ্ট হইবে মোচন ॥
 লোমশ-মুখেতে শুনি এ হেন বচন ।
 ভ্রাতৃগণ সকলেতে করিয়া গমন ॥
 আকাশগামিনী গঙ্গা সে মন্দাকিনীরে ।
 ভক্তিতে বন্দনা করি ভাসে সুগামীবে ॥
 পুনর্বার গমনেতে করিলেন মতি ।
 তেজবন্ত সকলেই কভু নাহি ভীতি ॥
 এইমতে কিছুদূর গমন করিয়া ।
 হেরিল নয়নে এক আশ্চর্য্য বলিয়া ॥
 যেকর সদৃশ সেই পাণ্ডুবর্ণ কাশ ।
 দিক্ সব রহিয়াছে ব্যাপিয়া তাহার ॥
 তাহা হেরি সকলেতে লোমশের প্রতি ।
 করিব জিজ্ঞাসা বলি স্থির মৈত্র মতি ॥

হেনকালে তাঁহাদের জানি অভিলাষ ।
 কহিল লোমশ শ্রমি কবিতা প্রকাশ ॥
 জিজ্ঞাসিবে যাহা বলি করিয়াছ মন ।
 কহি আমি তার কথা করহ শ্রবণ ॥
 এই যে সকল গিবি তুলা শোভমান ।
 হেরিছে বস্ত্র রাশি সবে মতিমান ॥
 অন্য কিছু নহে উহা পদার্থ পবিত্র ।
 নবকাস্মেরেব অস্থি রাশীকৃত মাত্র ॥
 অঙ্গাবের সঙ্গে উহা মিলিত হওয়ায় ।
 হেরিয়ে হতেছে বোধ গিবি শোভা প্রায় ॥
 ভগবান পুণ্যতন বিস্ম দয়াময় ।
 ব্যঞ্জিয়া ইন্দ্রের হিত করিতে নির্ভয় ॥
 যিনাশ কবিল এই অমৃত-জীবন ।
 মহাবলবান দৈত্য বিক্রমে ভীষণ ॥
 দ্বাবা অস্তুর দশ সহস্র বৎসর ।
 কদিল তপস্যা ঘোর কানন ভিতর ॥
 এমন কি সেই তপঃপ্রভাবের বশে ।
 ইন্দ্রপদ প্রার্থী হয়ে উঠিলেক শেষে ॥
 বাহুবলে সর্ব্ব দিক্ কবিলেক জয় ।
 হেরি ইন্দ্র মনে মনে মানি মহাভয় ॥
 দেবদেব ত্রীনাথেবে করিল শরণ ।
 ভক্তিতে করিল কত পূজন স্তবন ॥
 হবি তাক্কে তুষ্ট হয়ে মনে অতিশয় ।
 হইলেন আবির্ভূত কবিত্তে অভয় ॥
 তাঁহার সে তেজমূর্ত্তি প্রকাশ কাষণ ।
 একেবারে হীনপ্রভ হ'ল হতাশন ॥
 তাহা হেরি দেব আব যত শ্রয়গণ ।
 কবিত্তে লাগিল স্তব হয়ে ভীতমন ॥
 অবশুণে শাস্তমূর্ত্তি হইলে কেশব ।
 কহিতে লাগিল ইন্দ্র নিজ ছুণ সব ॥
 ক্রমে সেই নবকেশ কহি বিবরণ ।
 আপনাব মনোভুখ করিল জ্ঞাপন ॥
 শুনিয়া ইন্দ্রের বাকা দেব বিশ্বপতি ।
 কহিলেন ইন্দ্র প্রীতি এই সে ভারতী ॥
 নবকের ভয়ে তুমি হইয়াছ ভীত ।
 তপের প্রভাবে সেই নরক ভূমীত ॥
 মনে মনে ইন্দ্রপদ করে অভিলাষ ।
 কিছুতেই না পূরিবে তাহার সে আশ ॥
 তপস্যাতে যদিও সে সিদ্ধিলাভ হবে ।
 তথাচ অগ্নিবে সেই মম এই করে ॥
 তোমার প্রীতির জন্য ওহে ইন্দ্ররাজ ।
 লোটাও তাহার মাথা এই ক্ষতি মাঝ ॥
 ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরি থাক তুমি মনে ।
 অচিবে পূবাব বাস্তব আমি সম্বতনে ॥



এই কথা কহি ইজ্ঞে সাধনা করিয়া ।
 বলের প্রধান হরি বল প্রকাশিয়া ॥
 নিজ করে নরকের হরিল চেতন ।
 অম্বর চেতনহীন হইয়া তখন ॥
 অতীব ভীষণাকার পর্বত সমান ।
 পতিত হইল ভূমে হয়ে গত প্রাণ ॥
 সেই আই নরকের অস্থি সমুদয় ।
 পর্বত আকার যেন দৃশ্যমান হয় ॥
 আর কথা কহি শুন হয়ে একমন ।
 ধরা যবে হইলেন পাতালে মগন ॥
 সেইকালে ভগবান ইচ্ছায় আপন ।
 ধরিল বরাহ কায় অতি বিমোহন ॥
 জলমগ্না ধরনীবে করিল উদ্ধার ।
 দ্বিতীয় এ কক্ষ তাঁর জগতের সাব ॥
 এত যদি কহিলেন লোমশ ব্রাহ্মণ ।
 শুনি কহিলেন যুধিষ্ঠির বশোধন ॥
 কহ ঋষি বসুমতী কিসের কাবণ ।
 হয়েছিল জলমগ্ন শুনি সে কথন ॥
 কোন বা প্রকারে হবি তাঁরে উদ্ধারিল ।
 কি প্রকারে স্থবভাবে সপত রহিল ॥
 কাহার প্রভাবে বল সাত যোজনেন্তে ।
 হয়েছিল নিমগ্ন শুনি সে কর্ণেতে ॥
 এ সব বৃত্তান্ত ঋষি হয়ে দয়াবান ।
 প্রকাশ করিয়া কহ শুনি লভি জ্ঞান ॥
 লোমশ কহিল শুন যুধিষ্ঠির রায় ।
 দ্বিজ্ঞাসিলে যেই কথা কহি তা তোমাং ॥
 প্রথমেতে সত্যযুগ হ'ল উপস্থিত ।
 আপনিই ভগবান চিন্তি মনে হিত ॥
 যমেব যে কার্য্য তাহা করিতে লাগিল ।
 জন্তুগণ মাত্র সেইকালে জনমিল ॥
 তা'দের নৃ ছিল মৃত্যু এই সে কাবণ ।
 যম সনে কখন না হইত দর্শন ॥
 এ কারণ পশু পক্ষী ও পিশিভাশন ।
 মানব সলিল হ'ল ক্রমেতে বর্দ্ধন ॥
 বসুমতী তাহাদের ভারে ক্রান্ত হয়ে ।
 যোজন শতেক জলে মগ্ন হ'ল গিয়ে ॥
 তৎপরে ধরনী করি জীহরি স্মরণ ।
 কহিলেন সবিনয়ে এই সে বচন ॥
 হে হরি প্রসাদে তব আমি চিরকাল ।
 এ স্থানে ছিলাম স্থি ব না ছিল অঞ্জাল ॥
 এবে জীবগণ ভারে হয়ে ভারাক্রান্ত ।
 কিছুতে থাকিতে নারি হতে নারি শান্ত ॥
 এক্ষণেতে তব পদে নিলাম স্মরণ ।
 সত্বরে কর্ণ যম এ ভার মোচন ॥

নারায়ণ ধরণীর এ বাক্য শুনিয়া ।
 করিলেন দৈববাণী তাঁহার লাগিয়া ॥
 আর চিন্তা নাহি কর তুমি ধরা সতী ।
 অচিরেই তব ভার করিব নিষ্কৃতি ॥
 এত কহি পৃথিবীয়ে বিদায় কবিয়া ।
 একদন্ত রক্ত আঁখি বরাহ হইয়া ॥
 গভীর সাগর মধ্যে করি প্রবেশন ।
 উদ্ধার করিল ধরা বলেতে আপন ॥
 কিন্তু ওহে যে সময়ে দেব নারায়ণ ।
 তল হতে ধরনীবে কৈল উত্তোলন ।
 সে সময়ে স্রুব আদি অন্তরীক্ষগণ ।
 সকলেই মনে অতি লভিল বেদন ॥
 দেব ঋষি তপোধন আব নরগণ ।
 অতিমাত্র হৃদয়েতে ভয়ের কারণ ॥
 সদা হাহাকার রব করি উচ্চারণ ।
 কি হলো কি হলো বলি করিল রোদন ।
 মনুষ্য কি ছার এতে দেবতার গণ ।
 কম্পাহিত হ'ল সবে না জানি কারণ ॥
 অনন্তরে দেব আর ঋষিগণ মিলি ।
 যাইবা ব্রহ্মাব কাছে কবি কৃতাজলি ॥
 কহিলেন বিপদের সব বিবরণ ।
 কেন হেন হ'ল বলি করেন চিন্তন ॥
 ব্রহ্মা কহিলেন শুন ওহে সুরগণ ।
 অম্বর দৌরাত্ম্য বলি ভাবি মনে মন ॥
 চইয়াছ এত ভীত তোমরা সকলে ।
 কিন্তু তাহা নহে শুন সবে কুতূহলে ॥
 মহাভারাক্রান্ত হয়ে ধরনী মণ্ডল ।
 নামি গেল নিম্নভাগে শ-যোজন তল ॥
 সর্করাণকারী হরি তাহার কারণ ।
 করিলেন এ ধরনী এবে উদ্ধারণ ॥
 তাহাতেই এই ভয় সকলে পাইলে ।
 অস্ত্র কিছু নহে ইহা মনে যা ভাবিলে ॥
 দেবগণ কহিলেন করিয়া বিনয় ।
 এক নিবেদন সবে করি মহাশয় ॥
 কোন স্থানে স্থিত হয়ে দেব নারায়ণ ।
 করিছেন এই কার্য্য যতনে সাধন ॥
 সেই স্থান নির্দেশিয়া বলে দিন সবে ।
 আমরা গমন করি মনের উৎসবে ॥
 ব্রহ্মা কহিলেন হরি দয়ার সাগর ।
 নন্দন কাননে এবে আনন্দ অন্তর ॥
 করিছেন বিচরণ শুন দেবগণ ।
 ইচ্ছা হয় হের গিয়া তাঁহার চরণ ॥
 এবে তিনি করি এই ধরা উত্তোলন ।
 কালানল প্রায় জ্যোতিঃ করি বিকাশন ॥

শোভিছেন সর্বক্ষণ নন্দন কাননে ।
ববাহ আকার তাঁর হেরগে নয়নে ॥
শুনিয়া সকলে হয়ে উল্লাসিত মন ।
ব্রহ্মা সহ সেই স্থানে করিল গমন ॥
তাঁহার মোহন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি ।
আসিলেন নিজ নিজ স্থানে সবে ফিবি
এই কথা শ্রুতিমুখে কবিষা শ্রবণ ।
যুধিষ্ঠির আদি সবে হয়ে হর্ষমন ॥
সেই স্থান উদ্দেশ্যেতে মতি কবি স্থির ।
করিল গমন সবে তেজোতে মিহিব ॥

টী (১৬) পৃ ৯০—মূলে এই স্থানে হনুমান
কর্তৃক যুগসংখ্যা ও যুগবৃত্তান্ত বর্ণন কীর্ত্তিত
আছে । কাশীদাসী মহাভারতে ইহা পবিত্রাক্র
হওয়াতে, আমরা এই স্থলে তাহাব অনুবাদ
প্রকাশ কবিলাম ।—

কহিল বৈশম্পায়ন মুনি মহাশয় ।
শুন জন্মেজয় বায় ভাবত বিষয় ॥
হনুমান-মুখে ভীম এতেক শুনিয়া ।
কহিলেন হনুপদে প্রণাম করিয়া ॥
হুহু বীব এই ইচ্ছা মনে সদা হয় ।
যদি হে আপনি হয়ে শ্রুত্রে সদয় ॥
সাগর লঙ্ঘন কৈলে যেই রূপ ধরি ।
ধবেন হে সেই রূপ মম বরাবরি ॥
সেই রূপ দৃষ্টি করি হই হর্ষান্তর ।
অন্তরের দুঃখ যত কবি যে অন্তর ॥
ভীমসেন-বাক্যে হনু কহিলেন বাণী ।
এবে সেই রূপ ধরা অসাধ্য হে জানি ॥
তখন সময় ছিল অপর প্রকার ।
এখন হয়েছে জান অগ্গতান্তার ॥
সত্য নেতা ছাপরাদি এই তিন কাল ।
ভিন্ন ভিন্ন ভাব এর জান চিবকাল ॥
এবে ধ্বংসকারী কাল হয়েছে উদয় ।
এখন সে রূপ ধরা মম সাধ্য নয় ॥
ভূমি নদী শৈল সিদ্ধ দেব শ্রুতিগণ ।
কালোচিত কৰ্ম্ম সবে করে সর্বক্ষণ ॥
এখন প্রতাক্ষ সবে কর নিরীক্ষণ ।
কালবশে সকলেতে হীনের লক্ষণ ॥
কালের নিয়ম যাহা কে কবে অন্যথা ।
কালের অধীন সবে জানিবে সর্বথা ॥
তাহা শুনি কহিলেন ভীম মহামতি ।
কহ জ্ঞানবন্ত হনু আগারে সংপ্রতি ॥
কোন যুগে কোন রূপ ছিল এ ভুবনে ।
বীৰ্য্য আদি কথা সব বলুন এক্ষণে ॥

হনুমান কহিলেন শুন সেই কথা ।
প্রকাশ করিয়া আমি কহি যথা যথা ॥
সত্যযুগ যবে ছিল ওহে মতিমান ।
সনাতন ধর্ম্মে সবে ছিল প্রীতিমান ॥
সেই যুগে পূর্ণ ধর্ম্ম ছিল বর্ত্তমান ।
না ছিল প্রজার মৃত্যু সবে পুণ্যবান ॥
এই যুগ হইয়াও শ্রেষ্ঠ সবারকার ।
হইয়াছে কাল ক্রমে অসিদ্ধ আকার ॥
সেইকালে অশীবিধ সর্পগণ আদি ।
অহিংসক জ্ঞান সবে ছিল নিরবধি ॥
সাম পক্ষ যজ্ঞকর্মেদে যা ছিল বিধান ।
সে বিধানে হ'ত সদা কার্য্য সমাধান ॥
আছিল সন্ন্যাস ধর্ম্ম সবার তখন ।
মনোমত ফল পেত করিয়া যতন ॥
পব ব্রহ্ম যোগীদের ছিল মাত্র গতি ।
শুক্লবর্ণ নাভাষণে সদা ছিল প্রীতি ॥
সদাচারী বৈশ্য শূদ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ।
পক্ষে নিরতপ্রাণ ছিল সর্বক্ষণ ॥
ধান কপ ক্রিয়া আর বেদান্ত শ্রবণ ।
ছিল উহাদের এক জীবন ক'রন ॥
কাম ফল লাভ তাঁরা না কবিত মনে ।
চারি আশ্রমের ফল লাভিত যতনে ॥
ব্রহ্ম যোগময় ধর্ম্ম এই যুগে ছিল ।
তাঁহাতেই সঁপি মন দিন কাটাইল ॥
সত্যযুগ-কথা এই কবিল কীন্তন ।
সত্যযুগে এই সব আছিল লক্ষণ ॥
এক্ষণে শুনহ ত্রেতাযুগ বিবরণ ।
পক্ষে শুনাই তোমা তুমি যশোধন ॥
ত্রেতাযুগে বিধি ছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠান ।
এক পদ ধর্ম্ম হীন সে যুগে প্রামাণ ॥
পূর্ণ ভগবান হবি সেই সে কালেতে ।
প্রভামান আছিলেন রক্তিম বর্ণেতে ॥
একালে মানবগণ ক্রিয়াব অনীন ।
ধর্ম্মপব'ষণ সবে সত্যের অধীন ॥
এই কালে কৈলে দান ইচ্ছামত ফল ।
লাভ কবিতেন সবে না হ'ত বিফল ॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন সে কালে না ছিল ।
নিজ ধর্ম্মে মতি রাখি সকলে কাটাল ॥
একপে বিভিন্ন শাস্ত্র ক্রমেতে হইল ।
ক্রিয়া কলংপেব বুদ্ধি ক্রমে উপঞ্জিল ॥
তপঃপাষণ সব ছিল প্রজাগণ ।
বজ্রোণে ক্রমে তাহা করিল ধরণ ॥
বেদপাঠে বহু দিন হয়ে যায় গত ।
তাই তার শাখা বুদ্ধি হইল নিষত ॥

দ্বিপাদ বিহীন ধর্ম ছাপরেতে হয় ।
 নারায়ণ পীতবর্ণ ধরে মহাশয় ॥
 সত্ত্বগুণ ছাপরেতে প্রবল না হয় ।
 তাই সকলেতে কৈল সে ধর্ম আশ্রয় ॥
 কিন্তু সত্ত্বগুণ হীম হইবার কারণ ।
 অনেকে সে কালে কামে হ'ল প্রপীড়ন ॥
 কোন কোন মানবেরা তপস্যা করিয়া ।
 কবিলেন স্বর্গ লাভ কামনা ত্যজিয়া ॥
 কেহ বা করিয়া স্বর্গ-বাসের কামনা ।
 করিলেন নানা মত যজ্ঞের সূচনা ॥
 হেনরূপ ছাপবেতে শুন যশোধন ।
 প্রজাবা অধর্মী হয়ে ত্যজিল জীবন ॥
 এবে কলিযুগ-কথা শুন একমনে ।
 যথার্থ কীর্তন করি তোমার সদনে ॥
 এক পদ ধর্ম মাত্র কলিকালে হয় ।
 আর আর সব বলি শুন পরিচয় ॥
 ভগোঁড়ে পূর্ণ কলি জান সর্বক্ষণ ।
 কালিম বরণ জয়ীকেশ ইথে হন ॥
 ধর্ম যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড বেদের আচার ।
 সকল দিলুপ্ত কলিকালে এবাকাব ॥
 যথাকালে বৃষ্টি নাহি বর্ষয়ে মেঘেতে ।
 শস্য উৎপাদন নাহি হয় ভাল মতে ॥
 রোগ শোকে সকলেই জরাশ্রুত প্রায় ।
 মহা রাগে পূর্ণ দেহ তমের প্রভাষ ॥
 গুণে গুণে ধর্ম কণ্ঠে হইয়া বিলীন ।
 জীবগণ সকলেই কালের অধীন ॥
 অল্পকালে সকলেই ত্যজয়ে জীবন ।
 ধর্ম প্রতি সবে করে হিংসা আচরণ ॥
 ভীষণ এ কলিযুগ-লক্ষণ বে হয় ।
 অচিরেই এই যুগ চলবে নিশ্চয় ॥
 এই-যুগ অল্পবর্ষী আমিও যে হই ।
 মো'ব বলিবারে সাধ্য কখনই নাই ॥
 কেন জিজ্ঞাসিলে তুমি এ যুগের কথা ।
 কহিতে এ যুগ-কথা মনে পাই বাধা ॥
 কি কবির জিজ্ঞাসিলে আমার সদন ।
 কহিহু এ হেতু সব যুগের কথন ॥

টী (১৭) পৃ ৯৪—জটাস্বর ব্রাহ্মণমূর্তি
 পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যহ যুধিষ্ঠিরের নিকট আগ-
 মন করতঃ ধর্মকথা শ্রবণ করিত ।

টী (১৮) পৃ ৯৮—পূর্বকালে কোন সময়ে
 কুশাবতী নগরীতে দেবগণ মিলিত হইয়া এক
 সভা করেন । কুবের অম্বচরগণ সহ শূন্যভরে
 তথায় গমন করিতেছিলেন । সেই সময়ে পথি-
 মধ্যে কোন স্থানে অগস্ত্য ঋষি স্বর্ধ্যাভিমুখে

উর্দ্ধ হস্তে তপস্যা করিতেছিলেন । কুবেরের
 অম্বচর মণিমান শূন্য হইতে ঋষির মস্তকে
 নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে । তাহাতেই ঋষি ক্রুদ্ধ
 হইয়া কুবেরকে এই শাপ দেন যে, তোমার
 এই অম্বচরগণ মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইবে,
 তাহাতে তুমি যার পর নাই ক্রোশ প্রাপ্ত হইবে ।
 অবশেষে সেই মনুষ্যকে দেখিয়া তোমার শাপ
 মোচন হইবে ।

টী (১৯) পৃ ১০৫—এই স্থলে কাশীরাম
 দাস অজগর পর্ক্যায় একেবারে পরিত্যাগ
 করিয়াছেন বলিয়া আমরা এই স্থানে উহাব
 অনুবাদ প্রকাশ করিলাম । ইহাতে অজগর
 কর্তৃক ভীমের আক্রমণ, ভীমের সহিত যুধি-
 ষ্ঠিরের সাক্ষাৎ, ভীম মোচন প্রভৃতি বিষয়
 বর্ণিত আছে ।—

বলিল বৈশম্পায়ন শুন অশ্বোজয় ।
 অতঃপর যা ঘটিল কহি সমুদয় ॥
 এইরূপে পঞ্চ ভ্রাতা করেন গমন ।
 এড়াইল ক্রমে গিরি সে গন্ধমাদন ॥
 হেরিলেন সম্মুখেতে কৈলাস শিখর ।
 তার শোভা হেরি সবে আনন্দ অন্তর ॥
 চলিলেন গিগিমুখে হয়ে অতি দ্রুত ।
 এড়াইল কত শত কানন পর্বত ॥
 কৈলাস পর্বত ক্রমে পশ্চাত করিল ।
 বুধপর্ক্যাপুরে ক্রমে সকলে মিলিল ॥
 বুধপর্ক্য মুনি সেই রাজর্ষি প্রধান ।
 অতি মনোহর তাঁর আশ্রম মহান ॥
 হেবি পাণ্ডুপুত্রগণে সেই ঋষিবর ।
 একেবারে হইলেন সানন্দ অঙ্গুর ॥
 বহুমতে সমাদর করিয়া সকলে ।
 রাখিলেন স্ব আশ্রমে মুনি কুতূহলে ॥
 একমাত্র রাত্রি তথা করি অবস্থান ।
 প্রভাতে বিদায় লয়ে করিল প্রস্থান ॥
 ক্রমে বদরিকাশ্রমে আসি উপস্থিত ।
 যথা প্রভু নারায়ণ সদা বিরাজিত ॥
 তথায় আছিল এক সিদ্ধ সরোবর ।
 পরশি ভাংহার বারি সানন্দ অন্তর ॥
 তথা এক মাস কাল করি অবস্থান ।
 হেরিতে কিরাত রাজ্য করিল প্রস্থান ॥
 ক্রমে উপস্থিত হ'ল কিরাত নগরে ।
 শ্রবণে কিরাত রাজ্য অতি যত্নভরে ॥
 পঞ্চজনে করিলেন মঙ্গা সমাদর ।
 তা'ব ব্যবহারে ভূষ্ট পঞ্চ সহোদর ॥

তথা এক রাজ্যমাত্র করি অবস্থান ।
 পরদিন অন্য স্থানে করিল প্রস্থান ॥
 ভীমপুত্র ঘটোৎকচে ডাকি নিজ পাশ ।
 অলুঙ্গা করিল বেঙ্কত আপনার বাস ॥
 তৎপরেতে পঞ্চ ভাই হইয়া মিলিত ।
 যামুন গিরির দিকে হইল খাবিত ॥
 কি কব গিরির শোভা করিয়া বর্ণন ।
 হেরিলে সদত তৃপ্ত হয় প্রাণ মন ॥
 আছয়ে গিরির মাঝে মনোহর স্থান ।
 বিশাখের যুগ বলি নামের বিধান ॥
 নির্জুন কানন সেই বান সবে চলি ।
 অগ্রেতে চলেন মাত্র ভীম মহাবলী ॥
 অবিরত মুগহত্যা পরিতোষে প্রাণী ।
 সম্মুখে হেরিল এক ভয়ঙ্কর ফণী ॥
 মহাবলশালী হয় সেই ভুজঙ্গম ।
 ক্ষুধাতে আকুল যেন কালাস্তক যম ॥
 ভীমেঘ্রে হেরিয়া অগ্রে সেই বিষধর ।
 ধরিল বলেতে আসি জড়ায়ে সত্তর ॥
 তাহার বিষাক্ত শ্বাসে অঙ্গ হ'ল ফালি ।
 মরণ লক্ষণ তাতে হ'ল মহাবলী ॥
 ভ্রাতার এ দশা হেরি বাজা মুখিষ্টিব ।
 একেবারে হইলেন শোকেতে অধীর ॥
 ধর্মের নন্দন রায় দেহে মহাবল ।
 ছাড়াইল সর্পবন্ধ করিয়া কৌশল ॥
 হেনরূপে ভীমে মুক্ত করিয়া তখন ।
 তথা হ'তে তখনই করিল গমন ॥
 দ্বাদশ বৎসর ক্রমে কবেন ভ্রমণ ।
 ক্রমে সবদ্বতী-তীরে কৈল আগমন ॥
 হেরিয়া সে স্থান-শোভা মানস মোহিল ।
 সমাধিতে সবে মন তথায় অর্পিল ॥
 শুনি জন্মেজয় রায় কহিলেন বাণী ।
 কি কথা কহিলে মুন অসম্ভব মানি ॥
 ভীম সম বলবান নাহিক ভুবনে ।
 সর্পে জড়াইল তাঁকে ভয় বাসি মনে ॥
 কেমনে কিরূপে সর্প তাঁরে জড়াইল ।
 কহ ঋষি সেই কথা তুমি অবিকল ॥
 কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন ।
 কহি সেই কথা এবে করিয়া কীর্তন ॥
 যবে বুধপর্ব্বালয় ছাড়ি পঞ্চজন ।
 মহাস্থখে প্রবেশিল রম্য দ্বৈতবন ॥
 সেই সে বনের শোভা হেরিয়া নয়নে ।
 একেবারে মোহিলেন তাঁরা জনে জনে ॥
 ভীমসেন সেই বনে লয়ে শুরাসন ।
 স্তখেতে মুগয়া করি ভ্রমে সর্পক্ষণ ॥

বহুদূর পর্য্যটন করি বীর শেবে ।
 মুহু মন্দ গতি ধরি ভ্রমে আসে পাশে ॥
 এই মতে ভীম বীর করেন গমন ।
 অকস্মাৎ সেই সর্প বিক্রমে ভীষণ ॥
 আছিলেক বেড়াইতে গিরির মাধ্যয় ।
 তাহার দেহেতে গিরি সব ঢাকা প্রায় ॥
 চরিত্রা বরণ তহু শোভার মাধুবী ।
 পর্ব্বত সদৃশ দেখু গিলি খায় করী ॥
 গুহার সদৃশ তার মুখ-আয়তন ।
 শাণিত কুপাণ প্রায় তাহার দশন ॥
 নয়ন যুগল যেন জলন্ত অনল ।
 কালাস্তক যম যেন ধরে মহাবল ॥
 ভীমসেনে সেই সর্প করি নিরীক্ষণ ।
 তাঁহার যুগল বাহু করিল বেষ্টন ॥
 ব্রাহ্মণের বরে সর্প অতি বলবান ।
 ছাড়াতে নাবিল ভীম ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥
 দশ সহস্র নাগের বল তাঁর কায় ।
 তবু বন্দী হয়ে ভীম হ'ল নিকৃপায় ॥
 এইরূপে নাগপাশে বন্দীকৃত হয়ে ।
 চিন্তিত হইল বীর আপন জুদয়ে ॥
 মনে কৈল সামান্য এ নাগের হাতেতে ।
 হইলাম বন্দীভূত সন্দেহ মনেতে ॥
 এত চিন্তি ভীমসেন কহিল বচন ।
 কহ সর্প হও তুমি কোন মহাজন ॥
 কিবা নাম ধর তুমি কিসের জনোতে ।
 আমারে আবদ্ধ কৈলে আপন বলেতে ॥
 তোমার বিক্রমে আমি হয়েছি বিস্ময় ।
 সাধাবণ সর্প তুমি নহ মহাশয় ॥
 অতএব কুপা করি ওহে সর্পরাজ ।
 বল নিজ পরিচয় নাহি অন্য কাজ ॥
 এত যদি অনুন্নয় করে ভীম বীর ।
 কহিল সর্পের প্রতি মতি করি স্থির ॥
 সর্প তাহে তুষ্ট হয়ে ভীমের কথায় ।
 দুই হস্ত ছাড়ি দিয়া তখন হেলায় ॥
 ভীমের সে সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া বেষ্টন ।
 কহিলেক এই বাক্য করি প্রকাশন ॥
 শুন শুন ভীমসেন মম বিবরণ ।
 আমার নিবাস এইখানে সর্ব্বক্ষণ ॥
 চলিতে অশক্ত সদা ভক্ষণ না মিলে ।
 দৈবের ক্রমেতে তুমি এখানে আসিলে ॥
 মিলিল ভক্ষণ আজি বড় তুষ্ট মন ।
 বহুদিন উপবাসে জলিছে জীবন ॥
 তোমারে ভক্ষিয়া আজি সন্তুষ্টি মানিব ।
 কদাচিত্ তোমা আমি ছাড়িয়া না দিব ॥

কেন বা হেথার মম হ'ল অবস্থান ।
 কেন মম সর্পযোনি ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥
 একে একে সব তোমা করি এবে জ্ঞাত ।
 শ্রবণ করহ তুমি বসিয়া সাক্ষাৎ ॥
 বোধ হব শুনিয়াছ তোমাদের কুলে ।
 আয় নামে রাজা এক আছিল ভূতলে ॥
 নহব নামেতে তার পুত্র যিনি ছিল ।
 সেই সে নহব আমি সর্পযোনি হ'ল ॥
 ত্রাঙ্কণের অপমান পূর্বের করিলাম ।
 অগস্ত্যের শাপে তাই সর্প হইলাম ॥
 হায় হায় কি কহিব মনের বেদন ।
 অবধা দাবাদে আজি করিব ভক্ষণ ॥
 ভক্ষণে একুপ আজ্ঞা আছয়ে আমার ।
 গজ কি মহিষ কোন জন্তু সদাচার ॥
 দিবসের যষ্ট ভাগে যেবা দেখা দিবে ।
 সেই সে ভক্ষণ মম সদত হইবে ॥
 দৈবযোগে আজি তুমি আসিয়া মিলিলে ।
 পলাতে নাবিবে তুমি বল প্রকাশিলে ॥
 স্বাক্ষর-প্রদত্ত বর ক্ষুদ্র ইহা নয় ।
 তব যত বলবোধ ইথে ক্ষয় হয় ॥
 হেন শাপ যবে মুনি দিল মম প্রতি ।
 শূন্য পরি ইন্দ্ৰাসনে ছিল মম স্থিতি ॥
 শাপমাত্রে ভুলোকেতে হইল পতিত ।
 তাহাতে করিলু তাকে কত যে বিনীত ॥
 স্তবে ভূষ্ট হবামাত্র করিল উত্তর ।
 কিছু দিন থাক গিয়া ধরার উপর ॥
 তৎপরে হইবে তব শাপের মোচন ।
 আদিবে হেথায় পুনঃ পূর্বের মতন ॥
 তখন হইলু আমি ভূতলে পতন ।
 অব্যর্থ মুনির বাক্য কে করে লঙ্ঘন ॥
 আর আর যা কহিল মুনি মম প্রতি ।
 সকলি হৃদয়ে জাগে না হই বিশ্বাসিত ॥
 তোমাবে প্রকাশ করি কহি সমুদয় ।
 এই বাক্য কহিলেন মুনি মহাশয় ॥
 তোমার প্রাণের যেই উত্তর করিবে ।
 তার হস্তে তব শাপ বিমুক্ত হইবে ॥
 তথা ছিল আর আর যত বিপ্রগণ ।
 কহিলেন এই বাক্য আমার কারণ ॥
 মহাবল সব স্তম্ভ যেবা যথা রয় ।
 তোমার ভক্ষণ তাবা হইবে নিশ্চয় ॥
 সেই হতে পড়ে আছি এই নরকেতে ।
 কি আব কহিব দুঃখ স্বীয় বদনেতে ॥
 এত যদি কহিলেক ভূক্ষণ আপনে ।
 কহিলেন ভীম তাব তরি মুগ পানে ॥

শুন অজগর সর্প আমার বচন ।
 ধরায় আসিয়া জন্ম করিলে গ্রহণ ॥
 সুখ দুঃখ অনিবার ভুগিবারে হয় ।
 বিধাতার সৃষ্টি এই খণ্ডিবার নয় ॥
 জ্ঞানী জন সুখ-দুঃখে কাতর না হন ।
 দৈবকর্মা বলি তাঁরা হন জটমণ ॥
 পুরুষার্থ দেখাইয়া কোন জন বল ।
 দৈবের নির্লক্ষ হতে মুক্তিলাভ কৈল ॥
 দৈবই সবার শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মিছে ।
 ভুজবল অর্থবল সব রয় পিছে ॥
 দৈববলে দেখ আমি নিজ ভুজবল ।
 হাবা হয়ে চিন্তা করি সদা অমঙ্গল ॥
 এবে এক চিন্তা মাত্র মানসে আমার ।
 মম চতুষ্টয় ভাতা গুণের আধার ॥
 না পেলে আমার দেখা হইবে কাতর ।
 কত যে খুঁজিবে নবে বন বনান্তর ॥
 পবন ধান্মিক মম ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ।
 বলেতে জিনিতে রাজ্য কভু মন নয় ॥
 কেবল হে আমি করি উৎসাহ প্রদান ।
 সদতই তুমিতাম তাহাদের প্রাণ ॥
 একমাত্র ধনঞ্জয় তাঁদের মধ্যেতে ।
 বৃদ্ধাতে সাংস দিতে আছে এক্ষণেতে ॥
 সর্কশাস্ত্র জ্ঞাত মম কন্ঠি অর্জুন ।
 দেবগণে অতিশয় শ্রদ্ধায নিপুণ ॥
 তার কাছে যক্ষ কিংবা গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
 দেব আদি করি নর আর নিশাচর ॥
 সকলেই পরাভূত মানে সর্কক্ষণ ।
 বড়ই গুণের ভাই আমার অর্জুন ॥
 কি সমান্ত চর্যোদন হীনেতে গণনা ।
 তার সনে রণ হলে ইন্দ্রের ঘটনা ॥
 তিনিও মনেতে ভয় পান সর্কক্ষণ ।
 অর্জুনের শবে হন কাতর জীবন ॥
 আব কথা শুন ওহে মহা বিধধর ।
 গানের জহেতে সদা কাতর অন্তর ॥
 সন্তান-বৎসলা কুন্তী জননী আমার ।
 নিত্য এই আশীর্ব্বাদ বদনে তাঁহার ॥
 সকলের শ্রেষ্ঠ সেহ সম পুত্রগণ ।
 রাজ্য লভি সুখে প্রজা কক্কক পালন ॥
 আমার হইলে মৃত্যু তাঁর মনোরথ ।
 কখন না হবে পূর্ণ বিফল তাবৎ ॥
 সহদেব আব মম অল্প জনকুল ।
 না হেরিলে আব তাঁরা সদত ব্যাকুল ॥
 মম মৃত্যু যদি হয় এই অবস্থায় ।
 সদত কান্দিবে তাঁরা করি হায় হায় ॥

একুপ বিলাপ ভীম করেন কাননে ।
 শুনিতেছে সর্পবর আপনার কাণে ॥
 এদিকেতে যুধিষ্ঠির ধর্মরাজসুত ।
 নানা কুলক্ষণ হেরি মহা দুঃখযুত ॥
 আশ্রমের ডানি দিকে ডাকে শিবাগণ ।
 সদত করুণরব বড় অলক্ষণ ॥
 এককর্ণা একনেত্রা একই চরণ ।
 কৃষ্ণবর্ণা এক নারী মলিন বসন ॥
 সূর্য্যপানে নিরখিয়া রক্ত বমি কবে ।
 দেখিলে তাহার রূপ পরাণ শিহরে ॥
 আর তাঁ'ব বাম চক্ষু বাম বাহু আদি ।
 সদত স্পন্দন হয় হেরি নিরবধি ॥
 নিতান্ত দুঃখের চিহ্ন ভাবিয়া অন্তরে ।
 কহিলেন দ্রৌপদীকে পরম সাদরে ॥
 শুন সতী গুণবতী আমার বচন ।
 কোথা গেল ভীমবীর কহ হে এখন ॥
 দ্রৌপদী কহিল নাথ কি বলিতে পারি ।
 বহুক্ষণ ভীমসেনে নয়নে না হেরি ॥
 প্রাণেতে অস্থির হয়ে যুধিষ্ঠির রায় ।
 দ্রৌপদী রক্ষণে রাখি অর্জুনে তথায় ॥
 নকুল ও সহদেবে ডাকি সেইক্ষণে ।
 রক্ষণের ভার দিয়া যতেক ব্রাহ্মণে ॥
 নিজে ধোয়া পুরোহিতে সঙ্গিতে করিয়া ।
 অনেষিতে চলিলেন ভীমের লাগিয়া ॥
 কাননে কাননে সদা কবেন ভ্রমণ ।
 কান খানে ভীমপদ কবেন দর্শন ॥
 কান খানে নিরখেন মদমত্ত হাতী ।
 ভীমের হস্তেতে পড়ি হয়ে আছে কাতি ॥
 এই সব চিহ্ন তাঁ'রা করি নিরীক্ষণ ।
 ভীমের এ পথে গতি চিনি মনে মন ॥
 সেই পথে হইলেন বেগে ধাবমান ।
 সম্মুখেতে হেরিলেন গিরি এক খান ॥
 সেই সে গিরির পর বীর বৃকোদর ।
 পড়িয়া রয়েছে অঙ্গে বেড়া সর্পবর ॥
 এড়িতে চড়িতে সাধ্য নাহি তাঁ'র আর ।
 অল্পভবে হয় যেন মৃত্যুর আকার ॥
 হেনরূপ ভীমসেনে হেরি ধর্ম্ম রায় ।
 জিজ্ঞাসিল ভীমবীরে যাইয়া তথায় ॥
 কহ ওহে ভীমবীর তুলিয়া বদন ।
 কিরূপে ভূজঙ্গে কৈল তোমারে বেষ্টন ॥
 অশ্রুজের আগমন হেরি ভীমবীর ।
 কহিলেন এই বাক্য হইয়া অধীর ॥
 কি আর কহিব রায় তব শ্রীচরণে ।
 এই যে বেষ্টিত অহি ভক্ষণ কারণে ॥

সামান্য এ অহি নয় জান মহাশয় ।
 আমাদের পূর্ব্ব বংশে এর জন্ম হয় ॥
 নহব ইহাঁর নাম আয়ুব নন্দন ।
 বাঁর কীর্তি ত্রিলোকেতে বাস্তব সর্ব্বক্ষণ ॥
 ব্রহ্মশাপে এই দশা হষেছে ইহাঁর ।
 সকলি অদৃষ্টলিপি নহে গণ্ডিবার ॥
 শ্রবণেতে যুধিষ্ঠির হয়ে দুঃখী মন ।
 কহিলেন সর্পবীর এই সে কথন ॥
 ছাড় ওহে সর্পরাজ আমাব ভ্রাতায় ।
 আর দ্রব্য দিব আমি নাশিতে ক্ষুধায় ॥
 ক্ষুধায় আকুল মম ভ্রাতা ভীমবীর ।
 হেরিয়া ভ্রাতার কষ্ট হয়েছি অধীর ॥
 কহিলেন সর্পবর শুন মম তাত ।
 আমার আহার ভীম মুখেতে সাক্ষাৎ ॥
 কেমনে ছাড়িতে পারি কহ দেখি তাই ।
 এতে বাধা দিও নাকো তোমারে জানাই ॥
 সম্বর ভ্রাতার শোক ভূমি কর গতি ।
 এখানে থাকিতে আর নাহি কব মতি ॥
 আমার নিয়ম এই হয় হে রাজন ।
 আসিবে আমাব কাছে যেই কোন জন ॥
 আমার ভক্ষ্যেব ধন হবে সেই জন ।
 ছাড়িতে কি পারি আমি থাকিতে জীবন ॥
 শুন মম কথা রায় কব পলায়ন ।
 এখানে থাকিলে হবে বড় কুঘটন ॥
 অগ্নি নিশি পোহাইলো কল্য হে প্রভাতে ।
 আপনাকে যেতে হবে আমার পেটেতে ॥
 অন্য আহারেতে মম নাহিক বাসনা ।
 ভীমকে ভুজিয়া আমি পূরাব কামনা ॥
 অহিবাধ্য শুনি কন যুধিষ্ঠির রাজ ।
 দেব কি দানব হও তাহে নাহি কাজ ॥
 এবে এই কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমাবে ।
 বল ওহে অহিবাজ সত্য বাবহাবে ॥
 কিসের কারণে ভূমি ভ্রাতা ভীমসেনে ।
 গ্রাসিতে উচ্চত হলে বলে এনে টেনে ॥
 বল বল এবে বল কবিয়া প্রকাশ ।
 কি দ্রব্য খাইতে পেলে হবে পূর্ণ-আশ ॥
 বল বল কিবা হলে হও ক্ষুধমন ।
 আমাব কনিষ্ঠ ভীমে করিবে যোচন ॥
 অজগর কহিলেন শুনহ রাজন ।
 তব পূর্ব্ববংশে হয় আমার জন্ম ॥
 আয়ুবাজ-পুল আমি নহব নামেতে ।
 কত কৈলু যাগ যজ্ঞ আমি অবনীতে ॥
 ইন্দ্ৰিয় নিগ্রহ করি শুখাইলু তলু ।
 হইলাম সিদ্ধকায় ওহে ধর্ম্মদলু ॥

পরাক্রমে লইলাম ভুবন জিনিয়া ।
 ঐশ্বর্য্য মদেতে মম পূর্ণ হ'ল হিয়া ॥
 সেই গর্বে করিলাম দ্বিধ অগমান ।
 শিবিকা বহাছু বিশেষ অকার্য্য মহান ॥
 এ হেন আমার কার্য্য করিয়া দর্শন ।
 কহিল অগস্ত্য ঋষি না সহি বেদন ॥
 সর্প হয়ে রও তুমি অরণ্য মধ্যেতে ।
 ভোগ নাশ রূপ নাশ আপন কার্য্যেতে ॥
 তদন্তে তাঁহার স্তব করিলে বিশেষে ।
 কহিলেন এই বাক্য তিমি অবশেষে ॥
 হয়ে তুমি অজগর কাননে থাকিবে ।
 দিবসের বর্ষভাগে যে প্রাণী দেখিবে ॥
 তোমার ভক্ষণ সেই জানিবে নিশ্চয় ।
 খাটবে স্নেহেতে তারে হইয়া নির্ভয় ॥
 এবে আমি তবাহুজে পাইয়াছি ভাই ।
 না করি বিলম্ব আমি এই দেখ খাই ॥
 আর তুমি কেন হেথা করিতেছ স্থিতি ।
 যেখানে সেখানে যাও যথা পাও প্রীতি ॥
 তবে যদি প্রেক্ষান্তর করিবারে পার ।
 তা হলে তোমার ভ্রাতা এতে পার্য্য পার ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে বিষধর ।
 যথা ইচ্ছা প্রাণ তুমি কর মমোপর ॥
 এ হেন বিশ্বাস যদি তব মনে হয় ।
 মম বাক্যে তব প্রীতি হইবে নিশ্চয় ॥
 তবে তুমি প্রশ্ন কর আমার উপর ।
 অবশ্য উত্তর দিয়া তুষিব অন্তর ॥
 কিন্তু এক প্রশ্ন মাত্র করি হে তোমারে ।
 মান কি না মান তুমি বেদ্য পুরুষেরে ॥
 বিষধর কহিলেন তুমি যুধিষ্ঠির ।
 তব বাক্যে অবশ্যই হবে মতি স্থির ॥
 কর হে আমার এই প্রশ্নের নিশ্চয় ।
 ব্রাহ্মণ কাহার নাম বেদ্য কেবা হয় ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন শুন বিষধর ।
 ব্রাহ্মণ বলিয়া যারা পূজ্য নিরন্তর ॥
 তাঁদের লক্ষণ কিছু করিব বর্ণন ।
 শুন বিষধর তুমি হয়ে একমন ॥
 অনূশংস্য সত্য তপ কথ্য আর দান ।
 জপাদি বিষয়ে যিনি সদা বর্ত্তমান ॥
 সেই সে ব্রাহ্মণ পূজ্য অগত মাঝারে ।
 নচেৎ পশুর সম শাস্ত্রের বিচারে ॥
 স্মৃথ দুঃখ যার কাছে নাহি পায় স্থান ।
 যার দরশনে শোক সদা হয় আন ॥
 সেই জন ব্রহ্ম বেদ্য জানিবে নিশ্চয় ।
 ১০ বার্থ্য্য বচন এই না রাখ সংশয় ॥

এই ত করিছ তব-প্রশ্নের উত্তর ।
 আর কিবা ইচ্ছা তাহা কর বিষধর ॥
 শুনি তবে সর্পবর কহে এই বাকী ।
 শুনিছ ব্রাহ্মণ-কথ্য অপূর্ণ কাহিনী ॥
 সত্য দান ক্ষমাশীল অহিংসক জন ।
 তাঁহারেই কহিলেন স্বরূপ ব্রাহ্মণ ॥
 শূদ্র যদি এই গুণে গুণবান হন ।
 তা বলে কি তাঁরে বলি উচিত ব্রাহ্মণ ॥
 তব কথা-ভাব যাহা না পারি বুঝিতে ।
 যথা মর্ম্ম ধূলি বল বুঝিহে স্বরিতে ॥
 আর কৈলে সর্কসুঃখহস্তা যেই জন ।
 তাহাতেই পূর্ণ দৃষ্টি বেড়ের লক্ষণ ॥
 বিশ্বাসের যোগ্য কথা ইহা নাহি হয় ।
 স্মৃথ দুঃখ ছাড়া প্রাণী আছয়ে কোথায় ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন যুক্তি এর আছে ।
 ব্রাহ্মণের চিহ্ন বহু শূদ্রে দেখা গেছে ॥
 শূদ্রচিহ্ন দ্বিজমাঝে বহু দেখা যায় ।
 অতএব বংশভেদে প্রভেদ না হয় ॥
 বৈদিক লক্ষণ সদা বিরাজে যাহা য ।
 ব্রাহ্মণ বলিয়া সেই সম্মাননা পায় ॥
 বৈদিক লক্ষণ যদি কভু নাহি রয় ।
 শূদ্র বলি তাবে তবে জানিবে নিশ্চয় ॥
 আপনার আর কথা আছে প্রিজ্ঞাসিতে ।
 স্মৃথ দুঃখ-হীন কারে কে পায় দেখিতে ॥
 যথার্থ এ প্রশ্ন তব বলি যুক্তিসার ।
 অনিত্য বস্তুই স্মৃথ দুঃখের আধার ॥
 কিন্তু আমি নিত্য বলি যেই জনে জানি ।
 পরম পুরুষ স্মৃথ-দুঃখ-হীন তিনি ॥
 অতএব সেই জনে বেদ্য বলি মানি ।
 তোমার কি মত সর্প বল তাহা শুনি ॥
 সর্প কহিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন ।
 যা কহিলে এতে সন্দ না হয় খণ্ডন ॥
 বৈদিক ব্যাভার যদি ব্রাহ্মণত্ব দেয় ।
 তবে তাহা যত দিন শিক্ষা নাহি হয় ॥
 তাবৎ কি জাতি বলি ভেদ হবে নাই ।
 ইহার তদন্ত তুমি বল মম ঠাঁই ॥
 সর্পমুখে এই কথা শুনি যুধিষ্ঠির ।
 বুঝান তাহারে তবে মতি করি স্থির ॥
 জন্ম মৃত্যু বাক্য আর মৈথুনাঙ্গি কর্ম্ম ।
 মনেতে জানিও এই মানবের ধর্ম্ম ॥
 এ হেতু পুরুষ যত জাতির বিচারে ।
 বিমূঢ় হইয়া সদা নারীসঙ্গ করে ॥
 তার গর্ভে যেই পুত্র সমুদ্ভূত হয় ।
 সঙ্গর বলিয়া তার জাতির নির্ণয় ॥

এইরূপে কঠিন যে জাতিভেদ করা ।
 তবে মাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত তারা ॥
 তৎসদৃশী বলে যারে সে জন ব্রাহ্মণ ।
 যাগশীল ধর্মশীল হয় যেই জন ॥
 বেদের বিহিত কার্য্য ব্রাহ্মণত্ব হেতু ।
 যেই করে এই কার্য্য সেই বান্ধে সেতু ॥
 নাড়ী ছেদনের পূর্বে জাতকর্ম্ম হয় ।
 আচার্য্য সাবিত্রী সম পিতা মাতা রয় ॥
 যত দিন সেই জন বেদ নাহি পড়ে ।
 তত দিন শূদ্র মত গণ্য কবি তারে ॥
 শ্রাবস্ত্ব মন্তু তার জাতি বিচারেতে ।
 বলেছেন এই কথা লোকেতে বুঝাতে ॥
 বৈদিকের ব্যবহার না থাকিত যদি ।
 জাতির সংশয় তাতে হত নিরবধি ॥
 শূদ্র ন্যায় গণ্য হ'ত যত ধর্ম্মচর ।
 তার মাঝে সঙ্করই হ'ত শোভাময় ॥
 এ হেতু বলেছি পূর্বে যুক্তি তার সাব ।
 না হবে ব্রাহ্মণ কৈলে কদর্য্য আচাব ॥
 যুধিষ্ঠির-বাক্যে তুষ্টি মানি সপর্বর ।
 কহিলেক কিবা কথা করিলে গোচর ॥
 ভাল ভাল করিয়াছ জ্ঞান উপার্জন ।
 তব ভ্রাতা ভীমসেনে করিব বর্জন ॥
 মহাজ্ঞানী সপর্ববে যুধিষ্ঠির জানি ।
 কহিলেন তা'র প্রীতি সবিনয় বাণী ॥
 কহ ওহে সপর্বর আমারে সংপ্রতি ।
 তব সম জ্ঞানী আর নাহি দেখি ক্ষিতি ॥
 বল বল কিবা কার্য্য আচরণ কৈলে ।
 সন্মতি লভিয়া জীব যাবে স্বর্গে চলে ॥
 সপর্ব কন নরবর কর অবগতি ।
 যম মতে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম অতি ॥
 তার সহ সত্য প্রিয় বাক্য কহে যেই ।
 করয়ে সুপাত্রে দান স্বর্গ লভে সেই ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে সপর্বর ।
 যদি উপদেশ দিলে অতি মহত্তর ॥
 তবে কহ সত্য আর দানের মধ্যেতে ।
 কেবা শ্রেষ্ঠ হয় এই মহান বিবেকে ॥
 সাব কহ অহিংসা ও প্রিয় যেই হয় ।
 কেবা ছোট বড় এর মধ্যেতে উভয় ॥
 কহিলেক সপর্ব শুন ধর্ম্ম মহাশয় ।
 দান সত্য তত্ত্ব প্রিয় অহিংসা এ কয় ॥
 কার্য্যভেদে এরা সবে গুরু লঘু হয় ।
 কোন কার্য্যে দান সত্য হতে ছোট কর ॥
 কোন বা কার্য্যেতে দান সত্য হতে বড় ।
 এই সব কহিয়াই তোমার গোচর ॥

হেনমতে পরস্পর যত সব হয় ।
 কার্য্যে ছোট বড় হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে সপর্বর ।
 দেহ তবে দয়া করি আমারে উক্তব ॥
 দেহশূন্য হয়ে আত্মা বল কেমনেতে ।
 স্বর্গে যার কর্ম্মফল তথায় ভুঞ্জিতে ॥
 তথা গিয়া কিবা ভোগ্য হয় বল ভোগ ।
 বুঝাও সুভাষা করি সরল প্রয়োগ ॥
 কহিলেন সপর্ব শুন রাজা মহিমান ।
 কর্ম্মফলে তিন ভাগে জীব অধিষ্ঠান ॥
 স্বর্গলাভ আর জন্ম মন্তুবার কূলে ।
 তির্থাগ্‌যোনিতে জন্ম হয় কর্ম্মফলে ॥
 নিরালস্য হয়ে যেই অহিংসাদি দানে ।
 কাটায় মানব জন্ম অতি সাবধানে ॥
 সেই জন স্বর্গ লাভে অধিকারী হয় ।
 এর বিপরীত কর্ম্ম বাহাবা করয় ॥
 মানব কূলেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ ।
 সদতই করে তার কদর্য্য করণ ॥
 সে কার্য্যে তির্থাগ্‌যোনি তাহারা লভয় ।
 কত কষ্ট ভোগ করে উক্ত নাহি হয় ॥
 পরেতে তির্থাগ্‌যোনি হইলে অন্তব ।
 জন্ময়ে মানব হয়ে ধরণী উপর ॥
 কিন্তু ইহা কোন স্থানে হেন দেখা গেছে ।
 গো অশ্বাদি জন্তুগণে দেবত লভেছে ॥
 এ কারণ শুদ্ধ জীব নিজ কর্ম্ম ফেবে ।
 ভুঞ্জয় বিবিধ গতি এই ভব ঘোরে ॥
 অতএব যাঁরা সদা শ্রীহরির নাম ।
 একান্ত অন্তরে জপ করে অবিরাম ॥
 তাঁহারা ইহ অন্তিমতে শ্রীহরিচরণে ।
 লয় প্রাপ্ত হয়ে আর না আসে ভুবনে ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে বিশ্বধর ।
 আর কথা কহ তুমি আমার গোচর ॥
 রূপ রস গন্ধ আর শব্দ যাঁহা আছে ।
 কিরূপে গোচর তাহা হয় আত্মা কাছে ॥
 আর এই সব বল যুগপৎ স্থলে ।
 হয় কি না হয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মূলে ॥
 হেন শুনি সপর্বর কহিলেক বাণী ।
 শুন যুধিষ্ঠির রায় অপূর্ব কাহিনী ॥
 শরীর করণ-যুত আত্মা যবে হয় ।
 তখন বিষয় ভোগে বাসনা কবয় ॥
 জীবাত্মা শরীর মধ্যে কৈলে অবস্থান ।
 শব্দাদি প্রত্যক্ষ তার হয় সদা জ্ঞান ॥
 বিষয় গ্রহণে সেই কালে করে মন ।
 সক্ষম হইবে তৈ—

এই হেতু কালভেদে কভু গ্রাস্ত হয় ।
 কখন আকাশে তাঁহা হয়ে যায় লয় ॥
 বুদ্ধিও স্বতন্ত্র বড় নহে আত্মা হতে ।
 কেবল পৃথক্ ফল পৃথক্ বাসেতে ॥
 দুই ভুরু মধ্যে যবে আত্মা হন স্থিত ।
 সেই কালে তাঁকে বুদ্ধি বলিহে কথিত ॥
 যুক্তি আর অনুভবে যবে বিজ্ঞগণ ।
 বুদ্ধিরে জ্ঞানের সঙ্গে করেন তুলন ॥
 সেই কালে তাঁদের এই লাভ হয় ।
 জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি বিভিন্ন নিশ্চয় ॥
 সর্পমুখে হেন কথা শুনি যুধিষ্ঠির ।
 কহিলেন এই কথা নত করি শির ॥
 মন ও বুদ্ধির মাঝে তারতম্য কবা ।
 না পাই সন্ধান কিছু সদা ভেবে সারা ॥
 অধ্যাত্মবিদের এই কার্য্য বিষধর ।
 বল বল নিরূপণ কিবা সে উত্তর ॥
 বুদ্ধি ও মনের যাহা প্রকৃত লক্ষণ ।
 বলি শাস্ত্র কর মম বিচলিত মন ॥
 কহিলেন সর্পবর শুনহ রাজন ।
 বলি এর সার যুক্তি যে হয় কখন ॥
 বুদ্ধি হয় অনুগত আশ্রিত আত্মার ।
 ব্যতিক্রম বিষয়ে যে যোজক ইহার ॥
 এককালে দেহে মন জন্ম নিজে লয় ।
 কিন্তু জেনো বুদ্ধিমাত্র কার্য্যেতে উদয় ॥
 মন হয় গুণময় বুদ্ধি সে নিগুণ ।
 এ দুয়ে কতেক ভেদ নিজেতে বুঝুন ॥
 সর্পমুখে হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির ।
 হইয়া বিস্ময়চিত্ত নত করি শির ॥
 কহিলেন তুমি সর্প বিজ্ঞ মহাজন ।
 বেদাদি করেছ তুমি কঠোর ভূষণ ॥
 তব অবিদিত কিছু নাহি মহাশয় ।
 তবে কেন প্রশ্ন মোরে কর সদাশয় ॥
 তুমি স্বর্গপুরে সদা করেছ বসতি ।
 তথাপি কেন হে মোহ আছে তব প্রতি ॥
 বিষধর কহিলেন যুধিষ্ঠির রায় ।
 সম্পদের কাছে মুগ্ধ প্রাণী সমুদায় ॥
 জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সবে সম্পদ পাইলে ।
 স্বকর্তব্য কর্ম্ম যাহা সব যায় ভুলে ॥
 আমিও সেরূপ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য মদেতে ।
 কর্তব্য ছাড়িয়া মজ্জি বিষম বিষেতে ॥
 এবে হে এখানে পড়ি চৈতন্য লভিহু ।
 সেই সে চৈতন্য বলে তোমারে বুঝাহু ॥
 পূর্বে আমি যেই কালে ছিহু স্বর্গপুরে ।
 বিমান চড়িয়া সদা বেড়াইতাম ঘরে ॥

গর্বেতে না করিতাম কাহারে গণন ।
 সবে করিতাম হেয় জ্ঞান সর্ব্বক্ষণ ॥
 সেই সব কার্য্যফল এবে পাইলাম ।
 তবে দেখি ধর্ম্ম বিনা সবেতেই বাম ॥
 অতএব শুন ওহে যুধিষ্ঠির রায় ।
 ধর্ম্ম বিনা আর বন্ধু নাহিক কোথাষ ॥
 দ্বন্দ্বেরে হইতে পার ধর্ম্মমাত্র তরী ।
 করহে ধর্ম্মের সেবা দিবা বিভাবরী ॥
 একদা অগস্ত্য মুনি মম আজ্ঞা দানে ।
 আমাকে বহিয়া যান তুলিয়া যে যানে ।
 হেলায় তাঁহার গাত্রে পদ আরোপিহু ।
 তাহাতে মুনির ক্রোধে জ্বলিলেক তনু ॥
 তখনি করেন তিনি এই শাপ দান ।
 হও তুমি সর্পযোনি গিয়া ধরাধাম ॥
 তাঁহার বাক্যেতে সর্প তেজ গেল বুবে ।
 সপ হয়ে ভূঞ্জি ফল এই মর্ত্ত্যাপুরে ॥
 অকস্মাৎ হেন দশা হইলে ঘটন ।
 বড়ই কাতর হৈলু জীবনে আপন ॥
 অতীব বিনয় করি মুনির চরণে ।
 মাগিলাম যুক্তি দান সজল নয়নে ॥
 মুনিব কিঞ্চিৎ দয়া হইল তাহাতে ।
 বলিলেন কিছু কাল থাক একপেতে ॥
 যবে যুধিষ্ঠির রায় ধর্ম্ম-অধিকারী ।
 আসিবেন বনবাসে বাস্তু্য পবিহারি ॥
 সেই কালে তাঁহা হ'তে শাপান্ত হইয়া
 আসিবে ত্রিদিব ধামে আনন্দে মোহিষ
 অহঙ্কার মত ফল করহ ভুঞ্জন ।
 সর্পযোনি হয়ে রহ মর্ত্ত্যেতে এখন ॥
 হেনরূপ ব্রহ্মবল আর তপোবল ।
 প্রত্যক্ষ হেরিয়া আমি সদত বিহ্বল ॥
 সেই হেতু হেন প্রশ্ন করিহু তোমাং ।
 যথার্থ উত্তর লভি সানন্দ হৃদয় ॥
 হেনমতে নিজ বাক্তা নছষ রাজন ।
 যুধিষ্ঠির-কাছে করি সকল কীর্ত্তন ॥
 আপনার সর্পদেহ করি পরিহার ।
 পূর্ব্বদেহ ধরে পরে শোভার আধার ॥
 সেই দেহ ধরি করি রথে আরোহণ ।
 তখনি চলিয়া গেল অমর ভুবন ॥
 পরে রাজা যুধিষ্ঠির ধোম্য বৃকোদর ।
 আশ্রম নিবাসে সবে আসিল সত্তর ॥
 দ্বিজগণ সন্নিধানে ধর্ম্ম মহামতি ।
 কহিলেন ভীম আর সর্পের ভারতী ॥
 ধর্ম্মমুখে সেই কথা তাঁহারা শুনিয়া ।

টী (২০) পৃ ১০৬—এই স্থলে কাশীরাম দাস বাহুল্য ভয়ে কয়েকটি অধ্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা নিয়ে উহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! পাণ্ডব-গণ গিরিপ্রদেশে পরম সুখে বর্ষা ও শরৎকাল সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন। পরে শারদীয়া কার্তিকী পৌর্ণমাসীর সুখময়ী রজনী সমাগত হইলে পাণ্ডবগণ নারায়ণাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তর গমনের উद्यোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণপক্ষের প্রারম্ভেই তথা হইতে যাত্রা করত কাম্যকবনে সমুপস্থিত হইলেন।

কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের সহিত

মার্কণ্ডেয় মুনির মিলন।

পাণ্ডবগণ যৎকালে কাম্যকবনে অবস্থিত করেন, তখন একদা দ্বাবকানাথ বাসুদেব সত্যভামা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন কবিলে সুধিষ্টিবান্দি সকলে তাঁহাকে যথাবিধি অর্চনা পূর্বক আত্মস্তু বন-বিবরণ নিবেদন কবিলেন। অনন্তর ত্রীকৃষ্ণ সুধিষ্টির ধর্মশীলতাদি গুণের প্রশংসা করিয়া কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যাধিকার কবিতে অনুরোধ করিলে সুধিষ্টির কহিলেন, হে কেশব ! তুমি পাণ্ডবের চিরহিতৈষী, এরূপ উপদেশ প্রদান করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে ; কিন্তু অজ্ঞাত বাস পর্যন্ত প্রতিক্রান্ত সময় অতিবাহিত না হইলে আমি রাজ্যলোভের বশবর্তী হইয়া ধর্ম-বিগর্হিত কার্যে হস্তার্পণ করিতে পারিব না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে বহুহস্রবর্ষ-বয়স্ক মহামুনি মার্কণ্ডেয় তথায় সমাগত হইলেন। ত্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবাদি সকলে তাঁহার অর্চনা করিয়া সুখে সমাসীন হইলে বাসুদেব মার্কণ্ডেয়কে রাজা, দ্বী ও ঋষিগণের সদাচার ব্যবহার প্রভৃতি পুরাবৃত্ত কীর্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। সহসা দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপনীত হইলে সকলে যথাবিধি তাঁহার আতিথ্যবিধান করত সুখে সমুপবিষ্ট হইলেন। তখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান কীর্তনের একটা সময় নিরূপিত করিলেন। প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে উপাখ্যান কীর্তিত হইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর মহর্ষি পাণ্ডব ও অন্যান্য সকলের নিকট কিরূপে মহাযোদ্যার সুখ দুঃখ সমু-

পন্ন হয়, কিরূপে পরলোকে কর্মফল লাভ হইয়া থাকে, কিরূপে দেহী দেহত্যাগান্তে পরলোকে শুভাশুভ ফল ভোগ করে, মৃত ব্যক্তির কর্মকলাপ কোথায় থাকে, প্রভৃতি নানাবিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মার্কণ্ডেয় সুধিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! প্রজাপতি শরীরীর শরীর নির্মল, অতিপবিত্র ও ধর্মভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সকলেই পুণ্যাত্মা ছিলেন, সকলেই দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। তখন সকলেরই পেচ্ছামত্ব ছিল। কালক্রমে তাঁহারা কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া পাপে নিমগ্ন হইলেন, সুতরাং কর্মফলে তির্ষাগ্যোনিগত ও নরকগামী হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ পচ্যমান হইতে লাগিলেন। অনেকেই নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। এইরূপেই মৃতপ্রাণী ইহকালে পুনর্কর্মাভ্যাসী গতি লাভ করে। জীব দেহতাগ করিবামাত্র অন্য দেহ আশ্রয় কবে, তাহাদিগের স্মৃত কর্ম ও ছায়ায় ন্যায় তাহাদিগের অনুগত হয়। সেই কর্মই সুখ-দুঃখের কারণ। জ্ঞানচক্ষু ঋষিগণ পুণ্যকর্মফলে কর্মভূমি হইতে স্বর্গে গমন করেন। ঐহিক সুখবিলাসী ধনীগণেব পরকালে সুখের আশা নাই, জ্বিতেন্দ্রিয় তাপসেরাই সে সুখ অনুভব করেন।

ব্রাহ্মণ-মহাত্মা কথন।

ধর্মরাজ সুধিষ্টির এই সমস্ত শ্রবণ কবিয়া ব্রাহ্মণ-মহাত্মা শ্রবণে অভিলাষী হইলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্। পূর্বকালে কোন সময়ে হৈহয়বংশীয় এক যুবরাজ মৃগয়ার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে অরিষ্ট-নেমা নামক ঋষির পুত্র কৃষ্ণাজিনাবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। যুবরাজ মৃগবেধে ত্রীকৃষ্ণবক্ষেপে তাঁহার প্রাণবধ করিলেন, অবশেষে সমীপবর্তী হইয়া মৃত ঋষিবালক দর্শন পূর্বক যার পর নাই বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক সকলকে সেই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে হৈহয় রাজগণ সমবেত হইয়া মহর্ষি অরিষ্টনেমার আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন, যুবরাজ যাহাকে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি আশ্রমেই সুখে সমাসীন রহিয়াছেন। তখন তাহাদেব অন্তরে বিস্ময়ের পরিসীমা

রহিল না। তাঁহার ব্রাহ্মণের তপোবীৰ্য্য ও
ঐক্যত মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইয়া ঋষিচরণে
প্রণাম পূর্বক সানন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

বৈশাখাঙ্কার অশ্বমেধ যজ্ঞে অত্রিযুনির
ভিক্ষা গ্রহণ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! পূর্বকালে
বৈণ্য নামে এক নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহর্ষি অত্রি অর্থ-
প্রাপ্তির অভিলাষে তথায় গমন করিয়া নর-
পতিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, হে রাজন্!
আপনিই বিধাতা, আপনিই ধন্য, আপনার
ন্যায় ধর্ম্মাত্মা আর দ্বিতীয় নাই। মহর্ষি
গৌতম অত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষে
কহিলেন, হে অত্রি! তুমি নিতান্ত মুর্থ, তুমি
কোন বিবেচনায় নৃপতিকে বিধাতা বলিয়া
নির্দেশ করিলে? নৃপতি কদাচ বিধাতা সদৃশ
হইতে পারেন না। উভয়ে এইরূপে তুমুল
বাদানুবাদ হইতেছে দেখিয়া ষাণ্ডীয়া ঋষি
তাঁহাদিগের সমীপবর্তী হইলেন। তন্মধ্যে
মহর্ষি সনৎকুমার বিবাদের কারণ পরিজ্ঞাত
হইয়া কহিলেন, হে ঋষিগণ! যেমন অনল
অনিলের সহযোগে সমস্ত বন দগ্ধ করে, সেই-
রূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর একত্র হইলে
সমুদয় শত্রু ধ্বংস হয়; যিনি ধর্ম্ম-স্থাপক ও
প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র, ঋত, বিদ্যাতা ও বৃহ-
স্পতি সদৃশ; সুতরাং নৃপতিকে অবশ্যই
বিধাতা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।
সনৎকুমার এইরূপ মীমাংসা করিলে সকলেই
মৌনাবলম্বন করিলেন। নরপতি বৈণ্য পরম
পরিভুট হইয়া অত্রিকে সহস্র দাসী, দশ কোটি
সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ কবিলেন।

সরস্বতী-তাক্ষ্য-সংবাদ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! পূর্বকালে
তাক্ষ্য সরস্বতীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন
যে, হে দেবি! ইহলোকে মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি?
কিরূপে হতাশনে আত্মিত প্রদান করিতে হয়?
কোন সময়ে দেবপূজা করিবে? কি করিলে
ধর্ম্মরক্ষা হয়? অগ্নিহোত্র কিরূপ? আপনিই
বা কে? শোক দুঃখ শূন্য মোক্ষ কি প্রকাব?
এই সমস্ত বিষয় কীর্তন করিয়া আমাব
কৌতূহল পরিভূপ্ত করুন। সরস্বতী তাক্ষ্যের
প্রশ্নানুসারে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞানেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন পূর্বক স্নাত্বে
বিহার করেন। গো দানে উৎকৃষ্ট লোক,
বলীবর্দ দানে সূর্য্যালোক, বজ্রদানে চন্দ্রলোক,
তিলধেয় দানে বসুন্দ্রলোক, কস্তাদানে ইন্দ্রলোক
এবং হিরণ্যদানে অমরত্ব লাভ হয়। কপিল-
দানে কপিলার অমৃতগ্রহ লাভ হইয়া থাকে।
ধেনুদান করিলে তৎপুত্রপৌত্রাদি সপ্ত পুরুষ
উদ্ধার হয়। যথাবিধানে সপ্তবর্ষ অনলে
আত্মিত প্রদান করিলে সপ্ত পূর্ব ও সপ্ত পর
পুরুষ পবিত্র হয়। অশুচি, বেদানভিজ্ঞ ও
মুর্থব্যক্তি কদাচ হোম করিবে না। হৃৎশেষ-
ভোজী, গর্কহীন, শ্রদ্ধাবান লোকই হোমানুষ্ঠান
করিবেন। হে তাক্ষ্য! আমাকেই পরাধার
বিচারুপা দেবী বলিয়া জ্ঞানিবে। স্বাধায়-
সম্পন্ন বেদবেদান্তপারদর্শী মহর্ষিরা বীতশোক
ও বিষয়বাসনাহীন হইয়া ব্রত ও পুণ্যকর্ম্মের
অনুষ্ঠান এবং যোগসাধন দ্বারা যে পুরাতন
পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনিই পরমাত্মা।
যে অবস্থাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়,
তাহাবই নাম মোক্ষ। সরস্বতী তাক্ষ্যের নিকট
এই সমস্ত কীর্তন করিয়া বিরত হইলেন।

বৈবস্বতোপাখ্যান।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বৈবস্বত মনুর বৃত্তান্ত
কীর্তনে অনুরোধ করিলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়
কহিলেন, হে রাজন্! বিবস্বতনন্দন মনু মহা-
তপা ছিলেন। একদা তিনি চীরবীণদ্বীপে
তপস্যা করিতেছেন, ইতাবসরে একটা ক্ষুদ্র
মৎস্য তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া কহিল, হে ভগ-
বন্! আমি বৃহৎ মৎস্যের ভয়ে এখানে বাস
করিতে সক্ষম হইতেছি না, আপনি আমাকে
লইয়া কোন স্থানে স্থাপন পূর্বক প্রতিপালন
করুন। মনু দয়াপরবশ হইয়া মৎস্যটিকে
লইয়া অলিঙ্গরে স্থাপন করিলেন। মৎস্য
ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অলিঙ্গবে থাকিতে
না পারাতে মনু তাহাকে একটা বাগীমধ্যে
নিক্ষেপ করিলেন। কতিপয় দিবসের মধ্যে
মৎস্য সে স্থানেও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।
তখন মনু তাহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন;
কিন্তু মৎস্য দিন কয়েকের মধ্যে এরূপ বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হইল যে, গঙ্গাতেও অবস্থান করা
কঠিন হইয়া পড়িল। তখন মনু তাহাকে
সাগর-গর্ভে নিক্ষেপ করিলে মৎস্য মনুকে
সম্বোধন করিয়া কহিয়া, ভগবন্! জল-

কাল সমাগত, অচিরকাল মধ্যেই বিশ্ব
লয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি রজ্জ্বযুক্ত একখানি
নৌকা নির্মাণ করাইয়া স্বয়ং সপ্তর্ষিগণের
সহিত যথোক্ত বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে
স্থাপিত করত নৌকায় অবস্থিতি পূর্বক আমার
প্রতীক্ষা করুন। আমি শৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়া
আবির্ভূত হইব। মহর্ষি তথাস্ত্ব বলিয়া
স্বীকার করত মৎস্যের উপদেশানুসারে তৎ
সমস্তই অন্তর্ধান করিলেন। মৎস্য নির্দিষ্ট
সময়ে শৃঙ্গবান্ হইয়া সমাগত হইলে মনু
তাহার শৃঙ্গে নৌকায় রজ্জ্ব বন্ধন করিয়া
দিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকা
সমুথিত হইল, দশদিক বিঘূর্ণিত হইতে
থাকিল; অচিরকাল মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব জল-
ময় হইয়া গেল। মৎস্য নিরলসভাবে
নৌকা ধরিয়া বহুকাল জলে বিচরণ করিতে
লাগিল। জগতে কেবলমাত্র সপ্তর্ষিগণ, মনু
ও মৎস্য ইহারা জীবিত রহিলেন। অন-
ন্তর মৎস্য নৌকা লইয়া হিমাচলের একটা
শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিল, এই জন্য সেই স্থান
নৌবন্ধন শৃঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তৎ-
পরে মৎস্য ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া
কহিল, হে ঋষিগণ! আমি পরাৎপর ব্রহ্ম,
মৎসারূপে তোমাদিগকে রক্ষা করিলাম।
এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্বাবর, জজম, দেবা-
শ্বর, মাহুয, প্রভৃতি জজাবর্গ ও লোক সকল
সৃষ্টি করিবেন। এই বলিয়া মৎসারূপী ব্রহ্মা
তিরোহিত হইলেন। অনন্তর বৈবস্বত মনু
যথানিয়মে সৃষ্টি কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন।
হে মহারাজ! এই উপখ্যান মৎস্য উপখ্যান
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রবণ করিলে সকল
মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

সৃষ্টি বর্ণন।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মোজয়।
পরেতে পাণ্ডব ভাগ্যে যাহা যাহা হয় ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপরায়ণ।
মার্কও ঋষিরে পুন জিজ্ঞাসে তখন ॥
যদি ঋষি মম প্রীতি করি দয়াদান।
আগমন করিলেন এ অধম স্থান ॥
আমার সংশয় মোর যা আছে অন্তবে।
তাহার মোচন দেব করুন সত্তরে ॥
তুমি ঋষি বজ্রদিন এ ভব সংসারে।
করিতেছ অবস্থান একাদি প্রকারে ॥

এ কারণ এই বাহ্য মম সর্বক্ষণ।
শুনিব অপূর্ব কথা তোমার সদন ॥
রাজমুখে হেন বাক্য শুনি ঋষিবর।
কহিলেন শুন রায় হয়ে জটাস্তর ॥
প্রথমে তোমার পাশে নিজ বিবরণ।
করিব কীর্তন সব শুনহ রাজন ॥
শাস্ত্রত অবাধ আর অব্যক্ত স্বরূপ।
অতি সূক্ষ্ম নিগূর্ণায়া যিনি গুণকণ ॥
পুরাণ পুরুষ যিনি তাঁরে নমস্কার।
তাঁর গুণ কহি আমি শুন সারাৎসার ॥
এই যে হেরিছ সবে আমাদের সহ।
বলিয়া আছেন দেব পুরুষ-বিগ্রহ ॥
ইনি কর্তা ইনি পাতা মহাবংশধর।
ইনিই হে সর্বভূত আত্মা নিরন্তর ॥
কালের কবলে যবে সব লুপ্ত হবে।
কীটাদি পতঙ্গ আর কিছু নাহি হবে ॥
সেইকালে শুদ্ধ যিনি পরমাত্মা ধন।
তিনিই থাকেন সৃষ্টি সৃজন কারণ ॥
সর্বাশ্রেতে সত্যযুগ আবির্ভূত হয়।
চতুর হাজার বর্ষ সংখ্যার নিশ্চয় ॥
চারি শত বর্ষে তার সক্ষা এক হয়।
সক্ষাংশেরো সেইরূপ অংশের নির্ণয় ॥
তিন হাজার বর্ষ ত্রেতার পরিমাণ।
ত্রিশত বৎসরে তার সক্ষার বিধান ॥
সক্ষাংশেরো পরিমাণ সেইরূপ হয়।
পরেতে দ্বাপরযুগ হয় মহাশয় ॥
দ্বিসহস্র পরিমাণ বৎসর তাহার।
দ্বিশত বৎসর সক্ষা সক্ষাংশ উহার ॥
সহস্র বৎসর হয় কলি-পরিমাণ।
সক্ষা ও সক্ষাংশ হয় শতেক প্রমাণ ॥
শুন ভূপ যবে শেষ কলি যুগ হবে।
তখন আবার সত্যযুগ প্রকাশবে ॥
দ্বাদশ হাজার বর্ষী হয় যুগ চারি।
কহিলাম যুগকথা ওহে পাণ্ডবরি ॥
সহস্র মানব যুগ জানহ রাজন।
ইথে এক ব্রহ্মযুগ আছে নিরূপণ ॥
এই মতে বিশ্ব মহা ব্রহ্ম নিকেতনে।
হইতেছে নিবর্তিত কাল বিঘূর্ণনে ॥
এই বিশ্ব পরিবর্ত্ত সময় যে হয়।
প্রলয় বলিয়া তাহা বুধগণ কয় ॥
আব কথা নরবর করহ শ্রবণ।
কলিযুগ ভোগ ক্রমে হলে সম্পূর্ণ ॥
অবশিষ্ট যাহা রবে সামান্ত কাল।
সেইকালে ঘটবেক বিষম জঞ্জাল ॥

নর সব সেইকালে মিথ্যাবাদী হবে ।
 যজ্ঞ দান ত্রুত আদি দূরে দিবে সবে ॥
 সেইকালে যত সব ব্রাহ্মণের গণ ।
 শূদ্র সম করিবেক সবে আচরণ ॥
 ধনাৰ্জন-পরায়ণ শূদ্রেরা হইবে ।
 আর তারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আচরিবে ॥
 যজ্ঞ স্বাধায়েরে তাজি সকল ব্রাহ্মণ ।
 দণ্ড ও অজিন আদি করিবে বর্জন ॥
 পরিহরি তপ জপ সর্বভক্ষ্য হবে ।
 জপে নিবেশিবে মন শূদ্রগণ সবে ॥
 লোক মর্যাদার এই বিপরীত ভাব ।
 প্রলয়ের পূর্বচিহ্ন হবে অশুভব ॥
 আর কথা বলিতেছি শুন একমনে ।
 ঘটিবেক যাহা সব একাল লক্ষণে ॥
 আভীর পুলিন্দ শূর বাহুলীক যবন ।
 আন্ধ্র শক খস আর কন্বোজয়গণ ॥
 ইত্যাদি বিবিধ স্লেচ্ছ-নরপতি হবে ।
 পাপে রত হয়ে মিথ্যা শাসিবেক ভবে ।
 দ্বিজগণ সর্ধেতে না কাটাবে দিন ।
 ক্ষত্র বৈশ্য হবে সবে সর্ধর্মবিহীন ॥
 হবে সবে অন্ন আয়ু আর অন্নবল ।
 জীবন সম্বল বিনা হইবে বিকল ॥
 দেহ হবে খর্ব্বাকার সত্য হবে হীন ।
 ধনলোভী হইবেক মিথ্যার অধীন ॥
 নগর হইবে বন অতি ভয়ঙ্কর ।
 কপটেতে ব্রহ্মবাদী হবে সব নর ॥
 'ভো' বলি করিবে শূদ্র দ্বিজ সন্মোদন
 শূদ্রে আর্গ্য বলি দ্বিজ কবিবে কীৰ্ত্তন ॥
 জন্তু সংখ্যা দিনে দিনে অধিক হইবে ।
 গন্ধ দ্রব্য ক্রমে গন্ধহীন হয়ে রবে ॥
 রসেতে সুস্বাদ আর না রবে তখন ।
 বহু পুত্রবান সব হবে নরগণ ॥
 অতি কষ্টে দিন সবে করিবে যাপন ।
 সতী ছাড়িবেক পতি স্নুথের কারণ ॥
 বিষম লম্পট হবে পুরুষের গণ ।
 পরিত্যাগ করিবেক পত্নীকে আপন ॥
 গাভীতে সামান্য দুগ্ধ করিবে প্রদান ।
 বৃক্ষে অন্ন ফল ফল হবে মতিমান ॥
 মোহ পরতন্ত্র হয়ে যত দ্বিজগণ ।
 কপট ধর্মের চিহ্ন করিবে ধারণ ॥
 ব্রহ্মঘাতী মিথ্যাবাদী যত রাজগণ ।
 করিবেক স্তুতিবাদ ধনের কারণ ॥
 দানের গ্রহণে পাপ মনে না ভাবিবে ।
 চণ্ডাল-হস্তের দান গ্রহণ করিবে ॥

রাজার পীড়নে কর প্রদান করিবে ।
 করিবেক চৌর্য্যবৃত্তি প্রজা এই ভবে ॥
 বাণিজ্য করিয়া দ্বিজ জীবন যাপিবে ।
 বুথা নথ চুল অঙ্গে সদত রাখিবে ॥
 অর্থের লোভেতে যত ব্রাহ্মণমণ্ডলে ।
 বুথা মাংস ভুঞ্জি তুষ্ট হবে কুতূহলে ॥
 ক্রমে ক্রমে সর্ব ধর্ম বিলোপ হইবে ।
 ধরণী অধর্ম্মে সদা পূর্ণিত রহিবে ॥
 অতিথে না দিবে ভিক্ষা গৃহস্থের গণ ।
 পুণ্য কর্ম্ম কেহ নাহি করিবে কখন ॥
 হীনবল হবে ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভাবে ।
 দাতা হবে অর্থহীন কষ্টে প্রাণ যাবে ॥
 পাপাত্মা মানবগণ অর্গবান হবে ।
 মরিলেও প্রাণী তারা ফিরি নাহি চাবে ॥
 অন্নমাত্র ধনলাভ কৈলে নরগণ ।
 মহা ধনবান বলি করিবে কীৰ্ত্তন ॥
 গচ্ছিত রাখিলে ধন কাহার নিকটে ।
 ভাণ্ডাইয়া দিবে তারে অমনি কপটে ॥
 কহিবেক কবে ধন আমার সদন ।
 রাখি গিয়াছিলে বলি কহ সর্বক্ষণ ।
 এত বলি তার প্রতি করি প্রবঞ্চন ।
 ফাঁকি দিবে সে কালের যত নরগণ ॥
 সাত আট বর্ষে গর্ভ ধরিবে রমণী ।
 অন্নকালে হবে তারা শিশুর জননী ॥
 পুরুষেরা পুত্রবান দ্বাদশ বছরে ।
 নারীগর্ভে উৎপাদন করিবে শিশুরে ।
 বালকে করিবে সদা বৃদ্ধের করম ।
 বৃদ্ধ বালকের ভাবে হইবে মগন ॥
 বহু দিন বৃষ্টি নাহি হবে সেই কালে ।
 আহার অভাবে জীবে প্রাণিবেক কালে ॥
 হেনমতে জীবসংখ্যা নানতা হইবে ।
 তৎপরে দ্বাদশ রবি গগনে উদিকে ॥
 উত্তাপে জলধিজল করিবে শোষণ ।
 তৃণ কাষ্ঠ হবে ভস্ম তাহার কারণ ॥
 তদন্তরে সমস্ত নানামে বহিরাঙ্গ ।
 পবন সহায় করি ধরি ভীমসাজ ॥
 রবি উত্তাপিত ধরা করি আক্রমণ ।
 ভেদ করি করিবেক পাতালে গমন ॥
 তার মুক্তি হেরি দেব যত রক্ষগণ ।
 একেবারে হইবেক শঙ্কিত জীবন ॥
 ওহে ভূপ হেনমতে সেই হত্যাশন ।
 ধরা আদি পাতালে করে দাহন ॥
 যক্ষ রক্ষ দেবাসুর গন্ধর্ব্বের প্রাণ ।
 সহ বিশ্ব একেবারে হইবে দাহন ॥

তৎপরেতে মেঘ সব হস্তীর বরণ ।
 বিছাভের খেলা তার মাঝে অলুক্ষণ ॥
 নভস্তল চারিদিক করি আবরণ ।
 করিবে ভীষণ রবে বারি বরিষণ ॥
 তার মাঝে ঘোর মেঘ নীলের বরণ ।
 কেহ বা কুণ্ডলবৎ শোভার মোহন ॥
 নাগকেশ পুষ্পবর্ণ কোন মেঘ হয় ।
 কেহ বা হরিদ্রাবর্ণ অতি শোভাময় ॥
 সেই সব জলধর মালার আকারে ।
 ধরিয়া চপলা সবে হৃদয় মাঝারে ॥
 বরিষণ কবি তারা আনন্দ গর্জনে ।
 করিবে প্রাবিত ধরা অনল বারণে ॥
 তারাই করিবে অগ্নিতাপ সব দূর ।
 লভিবে স্থাবর আদি আনন্দ প্রচুর ॥
 দ্বাদশ বৎসর হেন মতে বুষ্টি হবে ।
 পড়িবে মুঘলধাবে ক্ষান্ত না রহিবে ॥
 সেই কালে ভগ্ন হবে সকল পর্বত ।
 বায়ুতে হইবে তাহা প্রতিঘাত যত ॥
 চতুর্দিক ভ্রমি তাহা হইবে বিনাশ ।
 নয়ন্তু দিবেন দেখা হইয়া উল্লাস ॥
 আকাশে সঙ্কেচ তিনি করিয়া তখন ।
 উদর পূরিবে সেই প্রবল তপন ॥
 হেনমতে বাবণেবে করিয়া বারণ ।
 অনন্ত শযায় তিনি করিয়া শয়ন ॥
 নিদ্রালাভ করিবেন মনের সুখেতে ।
 সকলই স্থিরভাব হবে সে কালেতে ॥
 তদন্তব মহীপাল করহ শ্রবণ ।
 এমতে প্রলয়কাল হইলে ঘটন ॥
 দেবাসুর যক্ষ রক্ষ মাহুস ঋষিপদ ।
 মহীকর অন্তরীক্ষ আর জনপদ ॥
 স্থাবর জঙ্গম আদি সব ধ্বংস হবে ।
 একমাত্র জলেতেই পূর্ণ সদা রবে ॥
 সেই কালে আমি মাত্র একাকী ভূপতি ।
 ভূমিশূন্য জলমধ্যে করিব হে স্থিতি ॥
 সকল সংহার হেরি আপন নয়নে ।
 বিষমতা পাব আমি তাহার কারণে ॥
 আলস্য বিহীন হয়ে প্রবমান জলে ।
 দীর্ঘকাল রব আমি অতি অবহেলে ॥
 যখন হইবে অতি ক্লান্ত কলেবর ।
 সেইকালে নিহারিব এক তরুণ ॥
 তার নাম বটবৃক্ষ একাধব মাঝে ।
 উন্নত করিয়া শির সে নীরে বিরাজে ॥
 সেই বটবৃক্ষশাখে পঞ্চাঙ্ক উপরি ।
 দিব্য আন্তরণ পাতা হবে শোভা করি ॥

তত্পরে পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া আনন ।
 রহিবে বালক এক করিয়া শয়ন ॥
 আমি সে বালকে হেরি আশ্চর্য মানিব
 তাহার লাগিয়া মহা চিন্তায় ডুবিব ॥
 কিরূপেতে এই শিশু আসিল এখানে ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু নাহি বুঝি মনে ॥
 শিশুর সুরূপ হেরি হেন বোধ হয় ।
 ইহার শরীরে আছে লক্ষীর আশ্রয় ॥
 মোরে সম্বোধিয়া শিশু এ কথা কহিবে ।
 বিশ্রামে বাসনা তব হইয়াছে এবে ॥
 প্রবেশ করহ তুমি আমার শরীরে ।
 প্রসন্ন হয়েছি আমি তোমার উপরে ॥
 এত বলি শিশু মুখ করিবে ব্যাদান ।
 প্রবেশিব মুখমধ্যে ওহে মতিমান ॥
 তাঁহার জঠরে পশি ওহে নরবর ।
 হেরিব জঠর মধ্যে সর্ব চবাচর ॥
 দেব দৈত্য যক্ষ যক্ষ পন্নগ কিন্নর ।
 গন্ধর্ব্ব অঙ্গর নদ নদী গিরিবর ॥
 গ্রহ নক্ষত্রাদি সব যাহা কিছু হয় ।
 সকলি শিশুর সেই জঠরেতে রয় ॥
 সহস্র সহস্র বর্ষ জঠরে থাকিয়া ।
 শরীরের অন্ত নাহি পাইব খুঁজিয়া ॥
 অবশেষে মুখ হতে ভাঙুব আকারে ।
 পুনঃ বহির্গত হব এই ত সংসারে ॥
 তখনি হেরিব সেই বালবেশধারী ।
 বটবৃক্ষশাখে শোভে আহা মরি মরি ॥
 আমারে সম্বোধি শিশু কহিবে তখন ।
 কেমন আছিলে বল ওহে তপোধন ॥
 তখন আত্মারে আমি বিনির্ম্মুক্ত হেরি ।
 বালকে করিব স্তব চরণেতে ধরি ॥
 তব গর্ভে চরাচর করিছ দর্শন ।
 তব তত্ত্ব জানিবারে অভিলাষী মন ॥
 জগৎ ভক্ষণ করি ওহে ভগবন ।
 বালক রূপেতে কেন কর বিচরণ ॥
 কেন বা জগৎ আছে তোমার শরীরে ।
 বিবরিয়া বল সব অধীন জনেরে ॥
 আমার বিনয়বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 বালক প্রবোধবাক্যে কহিবে তখন ॥

ভগবানের আত্মতত্ত্ব বর্ণন ।

দেব কহিবেন, হে তপোধন! তোমাকে
 পিতৃভক্ত ও শরণাগত দেখিয়া তোমার নিকট
 আবির্ভূত হইলাম । নার শব্দে জল, অয়ন
 শব্দে আশ্রয়, এই জন্তই আমার নাম নারায়ণ

আমি কারণ স্বরূপ, অব্যয় পুরুষ; কি
বিষু, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্রাদি দেবতা সকলই
আমি। অগ্নি আমার মুখ, পৃথ্বী পদ, সূর্য্য-
চন্দ্র নেত্রদ্বয়, স্বর্গ মস্তক, আকাশ ও দিক্
কর্ণদ্বয়; আমার মুখ বিপ্র, ভুজ ক্ষত্রিয়, উরু
বৈশ্য ও পাদ শূদ্র। সংযতাত্মা ব্যক্তিগণ আমা-
রই উপাসনা করে। নক্ষত্র সকল আমার
লোমকূপ; সাগর ও চতুর্দিক আমার বসন
ও নিলয়। বেদাধ্যায়ী সংযতাত্মা ক্রোধজয়ী
ব্রাহ্মণেরাই আমাকে প্রাপ্ত হন। দুর্কর্মী
অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা আমারে লাভ করিতে
পারে না। জগতে অধর্মের আবির্ভাব হই-
লেই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি এবং স্বয়ং
শুভকর্ম্মার গৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসাদি
নিহত করি। আমি হইতেই সৃষ্টি ও আমি
হইতেই সংহার হয়। আমি সত্যে বৈত,
ত্রৈত্য পীত, দ্বাপরে রক্ত ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ
হই। আমার আত্মা সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত।
তুমি যাহা কিছু দৃষ্টি কর, সকলই আমার আত্মা,
আমি সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্মা আমার শরীরার্ধ
জানিবে। তুমি আমার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া সমস্ত লোক দর্শন পূর্ব্বক কিছু বুঝিতে
না পারিয়া বিস্ময়াকুল হওয়াতে তোমাকে
মুখ দিয়া নিঃসারিত করিলাম এবং তোমার
নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে
যাবৎ ব্রহ্মা জাগরিত না হন, তাবৎ এই
স্থানে স্মৃতে বিচরণ কর। হে রাজন! এই
বলিয়াই পরমদেব তিরোহিত হইলেন।
আমি যুগক্ষেয়ে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি-
য়াছি। এই ত্রীকৃষ্ণই সেই পরমদেব
জানিবে। ইহাকে দর্শন করিয়া আমার
যাবতীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উপস্থিত
হইতেছে। তোমরা ইহার শরণাপন্ন হও।
পাণ্ডবগণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া
ত্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন।

কলিকৃত্য কখন।

মার্কণ্ডেয়ে সযোষিয়া ধর্ম্ম নরপতি ।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ অপূর্ব্ব ভারতী ॥
কলির বৃত্তান্ত কহ ওহে মহাশয় ।
শুনিবারে কৃত্‌হলী হয়েছে হৃদয় ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি মহাতপোদন ।
কহিলেন শুন সব করিব বর্ণন ॥

সত্যযুগে চতুশ্চাদ্বৈধর্ম্ম আছিল ।
ত্রৈত্যযুগে একপাদ কমিয়া যাইল ॥
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম জানে সর্ব্বজন ।
কলিযুগে পাদমাত্র শুনহ রাজন ॥
অম্বু বার্য্য বুদ্ধি বল তেজ আদি করি ।
যুগে যুগে হ্রাস হয় দেখহ বিচারি ॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হবে বঞ্চনা-উপায় ।
সত্য-হানি বল-হানি অম্বু-হানি তায় ॥
কলিযুগে অন্ন অম্বু হেতু নরগণ ।
অশক্ত হইবে বিছা করিতে অর্জ্জন ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ সবারে ঘেরিবে ।
পরস্পর বৈরভাব সকলে করিবে ॥
বিপ্রগণ ক্ষত্রগণ বৈশ্যগণ আর ।
সকলে করিবে শূদ্র সম ব্যবহার ॥
করিবে অন্ত্যজ জাতি উচ্চ আচরণ ।
রমণীর বশ হবে যত নরগণ ॥
মৎস্য মাংস অজ্ঞাত করিবে আহাব ।
নাস্তিক তত্ত্ব হবে অবনী মাঝার ॥
বহু শস্য না জন্মিবে ভূমিতে কখন ।
দৈবকর্ম্মকারী হবে লোভপরায়ণ ॥
পুত্রধন পিতা লবে তনয় পিতার ।
কেহ না করিবে খাণ্ড অখাণ্ড বিচার ॥
হোম যাগ ধর্ম্মকর্ম্ম সকলে ত্যজিবে ।
মোহবশে বেদনিন্দা সর্ব্বথা করিবে ॥
কৃষিকার্য্যে ধেমুগণ করিবে যোজন ।
পিতৃহত্যা পুত্রহত্যা হবে অনুক্ষণ ॥
শ্রেচ্ছধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে জগৎ ।
নিবানন্দে নিরুৎসবে রহিবে তাবৎ ॥
অপহারি লবে সবে বিধবার ধন ।
অর্থব্যয়ে হবে সবে জগতে রূপণ ॥
কপট আচারী হবে জগত মাঝারে ।
দুষ্টভাবে কুমন্ত্রণা দিবে সবাকারে ॥
উপেক্ষা করিবে ক্ষত্র লোকের রক্ষণ ।
পরস্পর পরস্পরে করিবে নিধন ॥
পর-ধন পর-নারী করিবে হরণ ।
স্বয়ংগ্রহা কন্যা হবে মানব ভবন ॥
রাজগণ মুঢ়বুদ্ধি হবে নিরন্তর ।
বঞ্চনা করিবে সহোদরে সহোদর ॥
ভীকুগণ হবে সদা বীর-অভিমানী ।
বীরগণ ভীত হবে ওহে নৃপমণি ॥
একবর্ণ হবে লোক জগত মাঝারে ।
পুত্র হয়ে ক্ষমা নাহি করিবে পিতারে ॥
পিতা পুত্রে ক্ষমা নাহি করিবে কখন ।
নারীজাতি পতিসেবা করিবে বর্জন ॥

পিডুশ্রাঙ্ক দৈবকর্ম সকলে তাজ্জিবে ।
 গুরুজনে অপমান সতত করিবে ॥
 পঞ্চ বর্ষে ষষ্ঠ বর্ষে হবে গর্ভবতী ।
 পরিতুষ্ঠ নাহি রবে ভার্য্যা ভর্ত্ত প্রীতি ॥
 নিরন্তর ক্ষুধাকুল হবে নরগণ ।
 কুলটা লক্ষ্যে দেশ হইবে পুরণ ॥
 ব্যবসায়ে প্রবন্ধনা সকলে কবিবে ।
 দ্ভাবতঃ ক্রুরকর্ম্য সকলে হইবে ॥
 শূদ্রের পীড়নে কষ্ট পেয়ে দ্বিজগণ ।
 হাহাকার করি সদা কবিবে ভ্রমণ ॥
 করভারে প্রপীড়িত হয়ে দ্বিজগণ ।
 শূদ্রের সেবায় রত হবে অক্ষুণ্ণ ॥
 ধর্ম উপদেশ দিবে হয়ে শূদ্রজাতি ।
 বিপরীত হবে রায় কহিছে ভাবতী ॥
 ঋষির আশ্রম চৈত্যা নাগের ভবন ।
 বিপ্রেব আলয় আর দেবতা ভবন ॥
 এড়ুকেব চিহ্ন রবে এই সব স্থানে ।
 মজ্জপায়ী মাংসভোজী হবে নরগণে ।
 পুষ্পোপবি পুষ্প হবে ফলোপবি ফল ।
 অকালে বর্ষিবে জল বারিদ সকল ॥
 উচিত মর্যাদা নাহি রহিবে ভূতলে ।
 গুরুপ্রতিকূল হবে শিষ্যেরা সকলে ॥
 যখন যুগান্তকাল হবে উপস্থিত ।
 তখন হইবে দশ দিক প্রজ্জলিত ॥
 উদ্ধাপাত কত হবে কে করে গণন ।
 পর্য্যাকুলরূপে বায়ু বহিবে তখন ॥
 নক্ষত্র মণ্ডল সব প্রভাহীন হবে ।
 মহাতেজে সপ্তসুৰ্য্য গগনে উদিবে ॥
 জগতে না হবে আর শস্যের রোপণ ।
 পহিহত্যা পুত্রহত্যা হবে অক্ষুণ্ণ ॥
 অমাবস্যা ভিন্ন অন্য যে কোন তিথিতে ।
 রাহগ্রস্ত হবে সূর্য্য জানিবে জগতে ॥
 পান্ডুগণে ভিক্ষুগণে আশ্রয় না দিবে ।
 অনাথ হইয়া পথে শয়ান রহিবে ॥
 আত্ম-বন্ধুগণে সবে করিবে বর্জন ।
 করিবে কঠোর শব্দ বায়সাদি গণ ॥
 শোকের অবধি নাহি রহিবে সংসারে ।
 হা পুত্র হা তাত বলি ভ্রমিবে সকলে ॥
 এইরূপে ঘোর কাল হইলে ঘটন ।
 পুনঃ দ্বিজ আদি করি জন্মিবে তখন ॥
 পুনঃ দৈব লোকবুদ্ধি করিবার তরে ।
 বাসনা করিবে দেব আপন অন্তরে ॥
 পুনঃ সত্যযুগ সৃষ্টি হইবে তখন ।
 অল্পকূল হবে তবে যতঃপ্রগণ ॥

নক্ষত্র কল্যাণকারী তখন হইবে ।
 উচিত সময়ে জল জলদে বর্ষিবে ॥
 বিষুয়াশা নামে বিপ্র জানিবে তখন ।
 সম্ভল গ্রামেতে জন্ম ধরিবে সে জন ॥
 তাঁহার গৃহেতে কস্তী জনম ধরিবে ।
 ধরম বিজয়ী হয়ে সম্রাট হইবে ॥
 যুগপরিবর্ত্তকারী পুরুষ রতন ॥
 নিজ সঙ্গে লয়ে স্ত্রী ব্রাহ্মণের গণ ॥
 স্নেহগুণে সমুৎসন্ন করিবে ধরায় ।
 কহিছে সকল কথা ওহে ধর্ম্মরায় ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয় মুনির

উপদেশ প্রদান ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ ! তদনন্তর
 ভগবান্ কস্তী চৌর-দস্যুগণকে বিদলিত করত
 ব্রাহ্মণগণকে মেদিনীমণ্ডল সমর্পণ করিয়া ধরা-
 তলে পরিভ্রমণ করিবেন । পুনরায় ধরাতলে
 বিখ্যাতবিহিত মর্যাদা সংস্থাপিত হইবে । এই
 রূপে পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হইলে
 অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও নরগণ ক্রিয়াবান্
 হইয়া উঠিবে । দেবমন্দির, ভূগ, পুষ্করিণী
 প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকাধোর অনুষ্ঠান হইবে,
 পাশও বিদ্যুতি হইয়া সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিকে
 পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে । পৃথিবী প্রভূত শস্য-
 শালিনী ও ব্রহ্মচার্য্যাদি চতুর্দিক স্ব স্ব আচার-
 বিহিত ক্রিয়ায় নিরত থাকিবে । হে মহারাজ !
 এই প্রকারে ধর্ম্ম সত্যাদি তিনযুগে প্রবল
 থাকিবে । শেষযুগের বিষয় পূর্বেই কীর্তিত
 হইয়াছে । আমি দীর্ঘজীবী হইয়া এই প্রকারে
 সংসারের গতি অনেকবার নিরীক্ষণ করি-
 য়াছি । তোমাদিগের নিকট সকলই বর্ণন
 করিলাম । হে মহারাজ ! ভূমি সতত ধর্ম্মপথে
 মতি রাখিও, ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিই উভয় লোকে
 সুখ-সন্তোষ করে । কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা
 করিও না, ব্রহ্মকোপে অখিল জগৎ বিনষ্ট
 হইতে পারে ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ !
 কিরূপ ব্যবহার করিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে এবং
 আমি কিরূপ ধর্ম্মে থাকিয়াই বা প্রজাশাসন
 করিব, তাহা কীর্তন করুন ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ ! সর্ব্বভূতে
 দয়াশীল, হিতৈষী, লোকরঞ্জন, অসুয়াবিহীন,
 সত্যবাদী, নিরহঙ্কারী, দাস্ত, শাস্ত, দেব-পিতৃ-
 পূজা-পরায়ণ ও নম্র হইয়া প্রজাপালন করিবে ।
 প্রমাদ বশতঃ মন্দকর্ম্ম অতৃপ্তি হইলে দান ধ্যান

তাহার প্রতিবিধান করিবে। তুমি সকলই বিদিত আছ, অধিক কি বলিব, বর্তমান ক্রেশে অভিভূত হইও না। তুমি পবিত্র বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, আমার উপদেশমতে চলিলে অচিরে কল্যাণ লাভ হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন! আপনার আজ্ঞা আমার শিষ্টোপদেশ, আমি সযত্নে আপনার উপদেশমত কার্য্য করিব। এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে, পুনরায় ব্রাহ্মণ-মহাত্ম্য সন্নিহিত কর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পূর্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে পরীক্ষিৎ নামে প্রবলপরাক্রান্ত ধর্ম্মপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। একদা তিনি মুগ্ধার্থ বনে প্রবেশ করিলে একটি মুগ্ধ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি অস্বারোহণে সেই মুগ্ধের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তিনি দেখিতে দেখিতে বহুদূরপথ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু মুগ্ধ কোথায় পলায়ন করিল স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশ্রমে তাঁহার বাহন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, স্রবং ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইলেন। অবশেষে একটি মনোহর নীলবর্ণ কানন দর্শনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দিবা রমণীয় একটি সর্বোবর শোভা পাইতেছে। নরনাথ পুলকিতচিত্তে অঙ্গগহ সেই সুশীতল জলে অবগাহন পূর্বক শ্রান্তিদূর করিয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। সহসা রমণী রমণীয় কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে তিনি চমকিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলেন, একটি পরমা সুন্দরী গজেন্দ্রগমনে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সঙ্গীত করিতেছে। নরপতি তাহার রূপবাশি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কহিলেন, সুন্দরী! তুমি কাহার বনিতা? রমণী কহিল, রাজন! আমি অতাপি কুমারিকাবস্থায় আছি। তখন পরীক্ষিৎ তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণের প্রার্থনা করিলে রমণী কহিল, নরনাথ! আপনাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে গ্রহণ করিয়া কখনও যদি জল প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব। যদি এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে আপত্তি না হয়, তবে অন্যায়সে আমাকে গ্রহণ করিতে পারেন। রাজা তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া সুন্দরীকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে অমরচরগণ অযেযণ করিতে করিতে তথায়

আসিয়া সমুপস্থিত হইলে রাজা সেই ক্লেশ-বর্ত্তীকে লইয়া অমরচরগণ সহ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। মহীনাথ সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক দিবানিশি নির্জনে থাকিয়া সেই সুন্দরীর সহিত মনস্বখে বিহার করিতে লাগিলেন। একদা প্রধান অমাত্য বিশেষ কারণে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিহারভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুসংখ্যক পরিচারিকা তথায় প্রেহরীরূপে নিযুক্ত রহিয়াছে। অমাত্য তাহাদিগের অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার কহিল, মহাশয়! মহারাজের নিকটে জল লইয়া যাইতে নিষেধ আছে। যদি কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নরপতির নিকট জল লইয়া যায়, তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই আমরা এখানে নিযুক্ত রহিয়াছি। অমাত্য এই কথা শুনিয়া রাজাব সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক প্রত্যাগত হইয়া নির্জনে একটি মনোহর বিহারভবন নির্মাণ করিলেন। অতি সুকোশলে তাহা বিনির্ম্মিত হইল। মন্ত্রী-বর তথায় গুপ্তভাবে একটি কূপ নির্মাণ করিলেন; একরূপভাবে কূপটি নির্ম্মিত হইল যে, সহজে সহসা কেহই তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না। অমাত্য এইরূপে স্বীয় অভিল্যমত কার্য্য করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি একটি চিত্ত-রঞ্জন মনোহর বিহারস্থান নির্মাণ করা ইয়াছি, আপনি তথায় গমন পূর্বক মনস্বখে অবস্থিতি করুন। রাজা শ্রবণমাত্র সুন্দরী সহ তথায় গমন পূর্বক অবস্থিতি করিলেন। এইরূপে কয়দিন অতীত হইলে সহসা একদা সেই গুপ্তকূপ রাজার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া প্রণয়িনীকে তাহা প্রদর্শন পূর্বক অবগাহন করিতে বলিলে সুন্দরী তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে অবতরণ করিল; কিন্তু আর পুনরায় সমুপস্থিত হইল না। দেখিতে দেখিতে কূপের জলরাশিও তিরোহিত হইল। তখন রাজা প্রণয়িনী-শোকে একান্ত অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সহসা কূপের মুখদেশে একটি বৃহৎ ভেক দৃষ্ট হইল। নরপতি ক্রোধবশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। অবশেষে রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে যেখানে ভেক দেখিতে পাইবে, তৎক্ষণাৎ যেন বিনষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করে। সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত

হইবে। তখন রাজ্যমধ্যে ভেদক বিনাশের ভূমূল কোলাহল পড়িয়া গেল। ভেদকগণের রাজ্য এই বিপৎপাত দর্শনে ভীত হইয়া বিপ্রবেশে নরপতির নিকট আগমন পূর্বক প্রবোধবচনে ভেদকবধে নিবৃত্ত হইতে বলিলে নরপতি কহিলেন, মহাশয়! এবিষয়ে আমাকে নিষেধ করিবেন না, ভেদকের আমাব প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তখন ভেদকপতি কহিলেন, মহাশয়! আপনার প্রণয়িনী জীবিত আছে, সে অপর কেহই নহে, আমারই কন্যা; তাহার নাম সুশোভনা। সেই দুই এইরূপে বহুসংখ্যক নরপতিকে প্রবঞ্চনা করি যাচ্ছে। আমিই ভেদকবাজ, আমার নাম আয়ু। তখন নরনাথ কহিলেন, হে ভেদকবাজ! আপনি আপনার কন্যাকে আমার করে প্রদান করিয়া আমার চিত্ত সুস্থির করুন। ভেদকপতি তত্বে বর্ণে তৎক্ষণাৎ কন্যাকে আনিয়া নরপতি-করে প্রদান পূর্বক কহিল, বৎসে! অজাবধি তুমি রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া ইহা চিত্ত বিনোদন কর। আব তুমি সেরূপ অদৃষ্ট্যটরণ করিবাছ, সেই ফলে তোমার গর্ভজাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হইবে। ভেদকবাজ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কালক্রমে সুশোভনার গর্ভে শল, দল ও বল নামে বাজার তিনটি পুত্র জন্মিল। রাজা চণ্ডাবস্থায় শলকে যৌববাচ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ বন-গমন করিলেন।

একদা শলু মৃগয়ার্থ গমন করিলে একটা দন্তগামী মৃগ তাহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি তাহার পশ্চাৎগামী হইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে ধৃত করা কঠিন হইল। উদ্দর্শনে সারথি কহিল, মহাবাহু! বামদেব ঋষির মহাবেগগামী দুইটি বামী আছে, সেই বামী রথে যোজিত না হইলে এই মৃগ ধবা কখনই সম্ভবপর নহে। রাজা তৎক্ষণাৎ বামদেবের আশ্রমে গমন করিয়া সেই বামী-দ্বয় প্রার্থনা করিলে ঋষিবর অবিচারভ্রমেনে প্রদান করিলেন। রাজা কাষ্য সাধনান্তে পুনঃ প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিয়া সেই বামীদ্বয় রথে যোজনা করত মৃগের অনুবর্তী হইলেন। বামীদ্বয়ের বেগগামিতা দর্শনে রাজ্যের অন্তর প্রকুল হইয়া উঠিল। তিনি মৃগয়াস্তে ঋষিকে তাহার ঘোটকীদ্বয় প্রতাপর্ণ না করিয়া গৃহে প্রত্যাপ্ত হইলেন। এইরূপে

কিছুদিন অতীত হইলে বামদেব ঘোটকীদ্বয় আনয়নার্থ প্রিশিষা আত্রেয়কে রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন; কিন্তু রাজা ঘোটকী প্রদান করিলেন না। বামদেব তত্ক্ষণে ক্রোধাক্ত হইয়া স্বয়ং রাজসকাশে গমন পূর্বক বামী প্রার্থনা করিলে শল নরপতি কহিলেন, মহাশয়! এ অশ্ব রাজারই উপযুক্ত, তপস্বীর নহে; অতএব আমি উহা প্রদান করিব না। বামদেব বিবিধ ধর্ম্মকথায় রাজারে উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজ্যের মন বিচলিত হইল না। তখন বামদেব আরজনেত্রে বাজার প্রতি নিবীক্ষণ করিবামাত্র অলক্ষিতভাবে চারিটি ভীষণাকার বাক্ষস লমুপস্থিত হইয়া নরপতির প্রাণবিনাশ করিল।

অনন্তর দল বাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তখন বামদেব তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বামীদ্বয় প্রার্থনা করিলে দল কহিলেন, ব্রাহ্মণেব অশ্বে কি প্রয়োজন? অশ্ব বাজগণেরই উপযুক্ত বাহন; অতএব আমি উহা প্রদান করিব না। ঋষি অনেক বাদান্তবাদ করিলেন, কিছুতেই দলের মন দ্রবভিসন্ধি হইতে বিচলিত হইল না, বরং তিনি ধনুক শব সন্ধান করিয়া ঋষির প্রাণবধে উত্তত হইলেন; কিন্তু ঋষি প্রভাবে রাজ্যের করস্তত্ত্ব হইল। তখন দল ভীত হইয়া সভাস্থগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেখ, আমি শব সন্ধান করিয়াও নিষ্ফল করিতে পারিতেছি না; অতএব বামদেব নির্দিষ্টে অবস্থিতি করুন। তখন ঋষি কহিলেন, মহাবাহু! আপনি এই শব ছাড়া মহিষীকে স্পর্শ করিলে কলাণ লাভ করিতে পারিবেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। তখন মহিষী ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি যেন পতিকে কলাণকর উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট সত্য ধর্ম্ম উপার্জন করত চরমে পুণালাভ করিতে পারি। বামদেব কহিলেন, হে শোভনে! তুমি বর প্রার্থনা কর। মহিষী কহিলেন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমাব পতি পাণ হইতে মুক্ত হন এবং পুত্রপৌত্রাদিগণ কলাণ লাভ করে। বামদেব তথাস্ত বলিয়া বামীদ্বয় গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

বক-শক্র-সংবাদ ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন !
শুনিয়াছি, বক ও দালভা নামক ঋষিদ্বয়
দীর্ঘজীবী ছিলেন, এবং ইন্দের সহিত তাঁহা-
দিগের সৌহার্দ ছিল ; অতএব বক-শক্র-
সমাগম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহল
পরিপূর্ণ করুন ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বাজ্ঞ ! পূর্বে
দেবাসুরযুদ্ধের পর ইন্দ্র ত্রিলোকেব অধীশ্বর
হইলে পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ হইল, লোক
সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইল, প্রজার সুখেব পরিসীমা
রহিল না । তখন দেববাজ ভূতলে অবতীর্ণ
হইয়া সর্বত্র পবিত্রমণ করিতে করিতে বকের
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । বক যথাবিধি
অভ্যর্থনা করিলে দেববাজ সুখে সমাসীন
হইয়া কহিলেন, হে তপোধন ! আপনি বহু-
কাল জীবিত রহিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর
ভূষণ ও সুখ বর্ণনা করুন ।

বক কহিলেন, হে দেববাজ ! বহুজীবী
হইলে বহু কষ্ট পাইতে হয় । পুত্র কলত্র
জাতি বন্ধু প্রভৃতির বিনাশ দেখিয়া কাতর
হইতে হয়, অধীনতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হয় ;
কুলীনের কুলক্ষয়, অকুলীনেব কুললাভ
ইত্যাদি দর্শনে দুঃখেব পবিনীমা থাকে না ।
লোকেব বিপরীত ভাব দর্শনে মুহম্মুভঃ কষ্ট
পাইতে হয় । যে ব্যক্তি কুমিত্র ভাগ পূর্বক
দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাকমাত্র
ভোজন করে, যাহাকে কেহ দ্বিভ্র বলে
না, সেই চিরজীবীই প্রকৃত সুখী । যে
পরাস্ত্রে প্রতিপালিত, সে কুকুর সদৃশ । যে
অতিথি ও পিতৃসেবা করিয়া শেষে অবশিষ্ট
ভোজন করে, সেই চিরজীবীই যথার্থ সুখী ।
বক ঋষি এই প্রকারে নানাবিধ ধর্ম্মকথা
কীর্তন করিলে দেববাজ বিদায় গ্রহণ পূর্বক
সুরপুরে প্রস্থান করিলেন ।

নারদ কর্তৃক শিবি ও সুরহোত্রের
বিবাদ ভঞ্জন ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজন্য-মহাত্মা শ্রবণে
অভিনায়ী হইলে মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহা-
রাজ ! একদা কুরুবংশাবতংস সুরহোত্র নর-
পতি মহর্ষিগণের সহিত বাক্ষ্য করিয়া আগ-
মন কবিত্তেছেন, সহসা পথিমধ্যে শিবিরাজ্যার
সহিত সাক্ষাৎ হইল । উভয়ে পরস্পর যথা-

বিহিত সম্বন্ধনাদি ও কথোপকথন করিলেন ;
উভয়েই রূপে গুণে ও বয়সে সমান, স্ত্রতরাং
কে কাহাকে অগ্রে গমনের পথ প্রদান
করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া দণ্ডায়মান
আছেন, ইতাবসরে মহর্ষি নারদ তথায় সমা-
গত হইয়া সবিশেষ শ্রবণান্তে কহিলেন, কি
ক্রুর, কি মৃদু, কি সাধু ও কি অসাধু, সক-
লেরই পরস্পর সৌহার্দ হইতে পারে ; অতএব
সৌহার্দ ভুল্যতার কারণ নহে । যিনি সৎ-
কার্যের অনুষ্ঠান করেন, যিনি দান দ্বারা
কুরুক্ষ নাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রুরকে পরাজয়,
সত্যদ্বারা অসত্যবাদীকে পরাভব ও সাধু
বাবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার
করেন, তিনিই সাধুশীল । আমার মতে
তোমরা দুইজনেই রূপে গুণে ও বয়সে সমান,
তথাপি শিবি অপেক্ষাকৃত সচ্চরিত্র, অতএব
শিবিরে পথ প্রদান করা উচিত । দেবর্ষির
কথায় সুরহোত্র পরিতুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ
শিবিরে পথ প্রদান করিলেন ।

যযাতি-চরিত ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, একদা কোন ব্রাহ্মণ
গুরুদক্ষিণা প্রার্থনাব নিমিত্ত যযাতি রাজ্যার
নিকট উপস্থিত হইলে নরপতি কহিলেন, হে
বিশ্রব ! আমি প্রার্থনাকারীকে জ্ঞী, পুত্র,
দেহ পয়াস্তু দান করিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু
অপ্রাপ্য অর্থ দিতে পারি না, অতএব আপ-
নার কি আবশ্যক না বলিলে, আমি অগ্রে
অঙ্গীকার করিতে পারিব না । যাহা ইউক,
আমি সহস্র ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি
গ্রহণ করুন । যযাতি এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে
সহস্র ধেনু প্রদান করিলেন । বিপ্রবরও
প্রার্থনাতিরিক্ত ফল লাভে সন্তুষ্ট হইয়া
প্রতিগমন করিলেন ।

সেতুক ও বুসদর্ভোপাখ্যান ।

পূর্বকালে বুসদর্ভ ও সেতুক নামে দুই
নরপতি ছিলেন । বুসদর্ভ উপাংশু-ব্রতধারী
হইয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ ও রজত দান
করিতেন ; কিন্তু সেতুক তাহা করিতেন
না । একদা কোন ব্রাহ্মণ সেতুকের নিকট
আসিয়া গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করিলে সেতুক
তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া বুসদর্ভের নিকট
গমন কবিত্তে কহিলে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ

বৃষদর্ভ সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলষিত ব্যক্ত করিলেন। নরপতি শ্রবণমাত্র বিপ্রকে কশাঘাত করিলেন, তাহাতে বিপ্র রোষাক্ত হইয়া শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইলে রাজা কহিলেন, যে স্বীয় ধন দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে কি শাপ দেওয়া উচিত? অথবা অন্তায় শাপ দেওয়া ব্রাহ্মণের কর্তব্য? যাহা হউক, অজ্ঞ পূর্বাহ্নে আমার যাহা আয় হইবে, আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব, কিন্তু কশাঘাত আব দরীকৃত হইবার নহে। এই বলিয়া রাজা এক দিনের সমস্ত আয় বিপ্রকে প্রদান করিলে বিপ্রের ভুট্টে হইয়া প্রস্থান করিলেন।

শিবির দানকীর্ত্তি।

একদা বিশ্বামিত্রনন্দন অষ্টক, প্রতর্দন, বশুমনা ও শিবি চাষিজনে মহর্ষি নারদ সহ রথারোহণে ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক জন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা স্নর্গে গমন করিলে কে অগ্রে পৃথিবীতে পতিত হইবে? নারদ কহিলেন, অগ্রে অষ্টক, তৎপরে প্রতর্দন, তদনন্তর বশুমনা, অবশেষে শিবি নিপতিত হইবেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কাণ্ড কি? তখন নারদ কহিলেন, একদা আমি অষ্টকের সহিত বথারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি দেখু দেখিয়া কান্দার গবী জিজ্ঞাসা কবাত্তে অষ্টক বলিলেন, ইহা আমার, আমি স্বর্গলাভের জন্য বিপ্রকে দান করিয়াছি। অহএব এই আত্ম-স্বাধার জন্য অষ্টক ভূতলে নিপতিত হইবেন। আমি প্রতর্দনের সঙ্গেও একদিন রথে গমন করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে ক্রমান্বয়ে চারিটি ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদের সঙ্গের চারিটি অশ্বই প্রার্থনা করিয়া লইল। অবশেষে অন্য অন্য ব্রাহ্মণ আসিলে প্রতর্দন কহিলেন, আমি অনেক দান করিয়াছি। এইরূপ অশ্বা প্রকাশ করাত্তেই প্রতর্দনের অশ্ব নষ্ট হইয়াছে, সেই জন্যই ইনি ভূতলে নিপতিত হইবেন। তৎপরে আমি একদা বশুমনার নিকট গিয়া স্বস্তিবাচন পূর্বক পুষ্পকরথের প্রয়োজন জানাই। তাহাতে নরপতি আপনার রথ বলিয়াই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রদান করিলেন না। এইরূপে ক্রমাগত তিন দিন যাই, তিন দিনই বশুমনা ঐরূপ আচরণ করেন। এই

কারণেই বশুমনাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

নারদ এইরূপ কহিয়া কহিলেন, শিবি পরম ধার্মিক। আমিও শিবির তুল্য নহি, তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা কোন ব্রাহ্মণ শিবির নিকট আসিয়া কহিলেন, তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করত মাংস রন্ধন করিয়া আমাকে প্রদান কর। শিবি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গিয়া পুত্রকে নিহত কবত মাংস পক্ক করিয়া মন্তকে গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তিনি তথায় নাই। শুনিলেন, ব্রাহ্মণ বিলম্ব দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নগরীমধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাঁহার অস্ত্রাগার, কোষাগার প্রভৃতি দক্ষ করিতেছেন। রাজা বাস্তবসম্মত হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্বক সন্নিবেশ কহিলেন, মহাশয়! মাংস প্রস্তুত, ভোজন করুন। ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইয়া ক্ষণকাল দৃষ্টি পূর্বক কহিলেন, মহাবাজ! ইহা আপনি ভক্ষণ করুন। রাজা আদেশ প্রাপ্ত মাত্র যেমন ভক্ষণ কবিত্তে উত্তত হইয়াছেন, অমনি ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, মহাবাজ! বুঝিলাম, আপনাব ন্যায় ধার্মিক আর দ্বিতীয় নাই, ব্রাহ্মণকে আপনার অদেয় কিছুই নাই। এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ তিরোহিত হইলেন। নরপতি সম্মুখে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্র দিবাকলেবরে সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। বিধাতা শিবির ধর্ম পরীক্ষার্থ বিপ্রবেশে আসিয়াছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, একদা রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আমার নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, আমাকে চিনিতে পারেন? আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না? আমি কহিলাম, হিমালয়ে প্রোবারকর্ণ নামে এক উল্লুক আছে, সে অতি প্রাচীন। ইচ্ছা হইলে চলুন তথায় গমন করি। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বরূপ ধারণ পূর্বক আমারে লইয়া উল্লুক-সমীপে উপস্থিত হইলেন। উল্লুকও ইন্দ্রদ্যুম্নকে চিনিতে না পারিয়া আমাদের

লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে গমন কবিল। ঐ
সরোবরে নাড়ীজ্ঞান নামে এক বক বাস করে,
সে উল্ক হইতেও প্রাচীন; কিন্তু বকও
ইন্দ্রদ্যুম্নকে চিনিতে পারিল না। সে বলিল
যে, এই সরোবরে অকূপার নামে এক কচ্ছপ
বাস করে, সে আমা অপেক্ষা প্রাচীন। তখন
আমরা সকলে অকূপার সন্নিধানে উপস্থিত
হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা দ্বিজ্ঞাসা করিলে কচ্ছপ
কহিল, আচ্ছ! আমি এই ইন্দ্রদ্যুম্নকে বিলক্ষণ
অবগত আছি। ইনি যে সমস্ত ধেনু দান
করিয়াছিলেন, তাহাদিগেবই খুরক্ষু হইয়া
এই সরোবর হইয়াছে। আমি বহুদিনাবধি
এই সরোবরে আছি।

এই কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রদ্যুম্নকে সুর-
পুবে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দিবাবথ সমাগত
হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাদিগকে যথাগত স্থানে
রাখিয়া দিবা বিমানে আবোহণ পূর্বক সুব-
পুবে পুনঃপ্রস্থান করিলেন। হে মহাবাজ!
সেই ইন্দ্রদ্যুম্নই আমা অপেক্ষা প্রাচীন।

দানকীর্তন।

নানা কথা ধন্যবাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুন মার্কণ্ডেয়ে কহে ওহে তপোধন ॥
গাঈশ্বা বার্কক্য বালা আর যে যৌবন।
অবস্থা এ চারি হয় বিদিত ভুবন ॥
ইথে কোন অবস্থায় যদি দান করে।
সেই পুণ্য ফলে যায় দেবেন্দ্রনগরে ॥
ফলশ্রুতি কিবা তার ওহে মহাশয়।
শুনিবারে কুতূহলী হতেছে জ্জদয় ॥
এত শুনি মার্কণ্ডেয় মহাতপোধন।
কহিতে লাগিল শুন পাণ্ডব নন্দন ॥
অপুলক জাহ্নবী পরান্ন-আহারী।
শুধু নিজ জন্য পাককারী এই চারি ॥
ইহাদের জন্ম রাখ জানিবে নিফল।
নিজ কর্মোচিত ফল লভয়ে সকল ॥
ব্রহ্মচর্য্য অহুষ্ঠানে করিয়া মগন।
কৃতকার্য্য তাহে নাহি হয় যেই জন ॥
তাহারে করিলে দান সকলি নিফল।
অধ্যর্ষে অর্জিত বস্তু দিলে সেই ফল ॥
মিথ্যাবাদী পাপকাবী কৃতস্ত্র ব্রাহ্মণ।
শৃঙ্গের পাচক চৌর হয় যেই জন ॥
ব্রহ্মলীল পতি কিম্বা বেদ বিক্রী করে।
কছু নাহি দিবে দান সে বিপ্রের করে ॥

আহিতুণ্ডিকেরে দান কছু নাহি দিবে।
জ্বীলোকে অর্পিলে দান নিফল হইবে ॥
পরিচারকেরে যদি কছু করে দান।
বিফল হইবে তাহা ওহে মতিমান ॥

এত শুনি বৃদ্ধিষ্টির ধর্ম্মনরপতি।
পুনশ্চ তাপসে কহে ওহে মহামতি ॥
বিপ্রগণ কিবা কাজ কবি অহুষ্ঠান।
আপনারে কিম্বা অন্যে কবে পরিত্রাণ ॥

মার্কণ্ডেয় কহে শুন ওহে মহামতি।
বলিব সে সব কথা অপূর্ণ ভারতী ॥
জপ হোম মন্ত্র আব সাধ্যায়ের বলে।
বেদমথী নৌকা করি অতি কুতূহলে ॥
আপনারে কিম্বা অন্যে কবে উদ্ধার।
বিপ্রেব কবম ইহা ওহে গুণাধার ॥
বিপ্রভূটে দেব তুষ্ট ওহে মহাশয়।
বিপ্রবাক্যে স্বর্গলাভ নাহিক সংশয় ॥
স্বর্গলাভ হেতু বিপ্রে করিবে অর্চনা।
তাহাতে পূরিবে তব মনের কামনা ॥
শ্রাদ্ধকালে সাধু বিপ্রে করাবে ভোজন।
কুনপী মায়াবী কুণ্ঠী করিবে বর্জন ॥
বিবর্ণ গোলক কুণ্ড হয় যেই জন।
অথবা তুলীর বাণ যে কবে ধারণ ॥

শ্রাদ্ধকালে পবিত্র্যাগ করিবে তাহারে।
নতুবা সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে ॥
আপনাবে উদ্ধারিতে পারে সেই জন।
দাতাবে তারিতে শক্তি যে করে ধারণ ॥
তাহারে দিবেক দান শাস্ত্রের বিচারে।
কহিলু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
পাদোদক পাদদ্বত অথবা আশ্রয়।
দীপ অন্ন দান কবে যেই মহাশয় ॥
যমালয়ে সেই জন কছু নাহি যায়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে ধর্ম্মরায় ॥
কপিল প্রদানে মুক্তি লভে নরগণ।
এ হেতু কপিল গৃহী করিবে অর্পণ ॥
আর এক কথা বলি শুন মহারাজ।
ধনী জনে দান দিয়া নাহি কোন কাজ ॥
এক জনে বহু ধেনু করিবে প্রদান।
বহুজনে এক ধেনু নাহি দিবে দান ॥
বলবান বলীবর্দ করিলে অর্পণ।
স্বর্গলোক লাভ করে সেই সাধু জন ॥
বিপ্রকরে ভূমিদান যদি কেহ করে।
বাসনা সফল হয় সেই পুণ্যফলে ॥
অন্নদান সম দান নাহি কিছু আর।
লভএব অন্নদান কর গুণাধার ॥

বিপ্রগণে অহবাশি করিলে অর্পণ ।
 ব্রহ্মলোকে গতি করে সেই সাধু জন ॥
 হৃদ বাপী কূপ গৃহ তড়াগাদি করি ।
 যেই জন করে দান মনেতে বিচারি ॥
 কৃতান্তের ভয় তার কভু নাহি রয় ।
 সাধু বলি সেই জন বিখ্যাত নিশ্চয় ॥
 ধানাদান বিপ্রকরে যেই জন করে ।
 বস্তুহতী মহাতুষ্ঠ তাহার উপরে ॥
 অঘাতিত হয়ে দান করে যেই জন ।
 সত্যবাদী কিবা অন্ন যে কবে অর্পণ ॥
 তিনজন সম লোক পূণ্যফলে পায় ।
 শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিলু তোমায় ॥
 এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন পুন ।
 অ'র এক কথা বলি ওহে তপোধন ॥
 যমলোকে নবলোকে কিরূপ অস্তব ।
 কোন পথে যায় তথা ওহে মুনিবর ॥
 ক্রিয়াক্রমে যমের হাতে লভয়ে উদ্ধার ।
 এই সব কহ শ্রব করিয়া বিস্তার ॥
 এত শুনি মার্কণ্ডেয় তাপসপ্রবর ।
 কহিলেন শুন বলি ওহে নববর ॥
 যমলোক শূন্যময় অতীব ভীষণ ।
 নবলোক হতে দ্বব চিয়াশী গোজন ॥
 ব্রহ্ম নাই জল নাই ছায়া তথা নাই ।
 শান্তি দ্বব করে তথা নাহি হেন ঠাই ॥
 সেই পথে বল করি যমদহগণ ।
 জীবের জীবন লয়ে কবয়ে গমন ॥
 অশ্ব আদি যান দান কবে যেই নর ।
 যানে চড়ি যায় সেই শমন গোচর ॥
 ছত্রদান করে যদি কোন সাধু জন ।
 ছত্র ধরি শিরে তার লয় দৃতগণ ॥
 অন্নদাতা ভৃগুমুখে সেই পথে যায় ।
 বস্ত্রদাতা বস্ত্র পরি মহাস্থ পায় ॥
 অন্নদান যেই জন কভু নাহি কবে ।
 মহাকষ্টে যায় সেই শমনের পুরে ॥
 যেই পাপী বস্ত্র নাহি কভু করে দান ।
 উলঙ্গ হইয়া সেই করয়ে পয়াণ ॥
 যেই জন স্বর্ণদান কবে ভক্তি করি ।
 যমপুরে যায় সে অলঙ্কার পরি ॥
 দীপদাতা লোক যবে করয়ে গমন ।
 তাহার দীপ্তিতে পথ হয় সুশোভন ॥
 জলদাতা তৃষ্ণাতুর কভু নাহি হয় ।
 গোদাতা স্নগেতে যায় শমন আলয় ॥
 পুষ্পদান নামে নদী আছয়ে তথায
 জলদাতা সেই জল মহাস্থে থায় ॥

পাপীগণ হেবে তাহা পুষিতে পূরণ ।
 জলদান সদা তাই কবহ রাজন ॥
 অতিথি বিপ্রেব পূজা সদত করিবে ।
 অতিথির অনুরাগী দেবতা জানিবে ॥
 অতিথি পূজনে হয় দেবতা পূজন ।
 কহিলাম সার কথা শুনহ রাজন ॥
 যুধিষ্ঠির কহে শুন তাপসপ্রবর ।
 ধর্ম কথা কহ পুন করিয়া বিস্তর ॥
 এত শুনি মার্কণ্ডেয় তাপসপ্রধান ।
 কহিলেন শুন বলি ওহে মতিমান ॥
 পুরুষ তীর্থেতে গিয়া কপিলা অপিলে ।
 যেই পুণ্য উপার্জন হয় সেই ফলে ॥
 বিপ্রপাদ প্রক্ষালনে সেই ফল হয় ।
 ব্রাহ্মণ দেবতা সম জানিবে নিশ্চয় ॥
 জাহ্নবী অশ্রুবে এক হাত দিয়া ।
 নিঃশব্দে ভোজনপাত সে হাতে ধরিয়া ॥
 একপে ভোজন কবে যেই সাধু জন ।
 সংতি ইত্যাদি জপ কবে অক্ষয় ॥
 সেই সাধুমান্ত পারে সবে হাবিবাবে ।
 হবা কবা দিবে দান শ্রেণিগণের করে ॥
 ক্রোধ-অস্ত্র বিপ্রগণে জানিবে রাজন ।
 ক্রোধে বিনাশিতে পারে এ তিন ভুবন ॥
 যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল ওহে মহাশয় ।
 বিস্তার কবিয়া কহ শৌচ-পরিচয় ॥
 মার্কণ্ডেয় বলে কহি শুনহ রাজন ।
 বিস্তারি বলিব এবে শৌচেব লক্ষণ ॥
 বাক্শৌচ কৰ্মশৌচ জলশৌচ আব ।
 তিন রূপ শৌচ হয় শাস্ত্রের বিচার ॥
 শৌচ দ্বারা শুদ্ধ থাকে যেই বিপ্রগণ ।
 অজ্ঞিমে তাহাবা যায় অমবভবন ॥
 সাংসদক্ষা প্রাতঃসন্ধ্যা বিধানে করিলে ।
 একচিন্তে বৈদ্যমাতা গায়ত্রী জপিলে ॥
 তাব দেহে পাপনাশি কভু নাহি রয় ।
 ধরা প্রতিগ্রহে তাব কিছু ক্ষতি নয় ॥
 বিপ্রগণে অপমান কভু না করিবে ।
 ভ্রমাজ্ঞন অগ্নি সম বিপ্রেব জানিবে ॥
 বিপ্রগণ যেই স্থানে করে অবস্থান ।
 নিশ্চয় জানিবে তাহা তীর্থের সমান ॥
 তপস্বী বিপ্রেব কাছে করিলে গমন ।
 নরপতি পাপে মুক্ত হয় সেইক্ষণ ॥
 সুপবিত্র সাধু-সঙ্গ সাধু-সহাষণ ।
 কায়মনে বাঞ্ছা করে ধার্মিক সূজন ॥
 চিত্তশুদ্ধি মহারাজ না হয় যাহাব ।
 ত্রিদণ্ড ধারণে বল কি ফল তাহার ॥

কিবা ফল বল তার মৌনাবলম্বনে ।
 বুথা ভার জটাভার কি কাজ বহনে ॥
 মস্তক মুণ্ডনে তার কিবা ফল হয় ।
 কি হেতু সে বনে বাস করে মহাশয় ॥
 কেন বুথা কষ্ট করে শরীর শোষণ ।
 বদল অঙ্গিন পরে কিসের কারণ ॥
 গৃহস্থ আশ্রমে থাকি যেই সাধু নর ।
 সর্বভূতে দয়াবান রহে নিরন্তর ॥
 পাতক তাহাব দেহে কভু নাহি রয় ।
 কহিলাম সার কথা ওহে মহাশয় ॥
 অজ্ঞাত কৰ্ম্মেব ফল কিছুমাত্র নাই ।
 অনশনে নাহি ফল কহি তব ঠাই ॥
 চিত্তশুদ্ধি আগে কবি ওহে মহারাজ ।
 কবিরে তাহার পর ধর্ম্মের কাজ ॥
 উত্তম পদবী লাভ হয় জ্ঞানযোগে ।
 জবা ব্যাদি আদি নাশে কহি তব আগে ॥
 জ্ঞানেতে অবিদ্যা সাধু করয়ে দহন ।
 আত্মারে স্পর্শিতে সেই না পাবে কখন ॥
 তদ্বৎ এই দুই বর্ণ অতীব গভীর ।
 ইহার মরম বুঝি যে জন স্তম্ভীর ॥
 নানাবিধ উপনিষদ করি অধ্যয়ন ।
 “আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞান করয়ে অর্জন ॥
 মোক্ষের লক্ষণ বলি জানিবে তাশয় ॥
 বলিলাম সাব কথা ওহে ধর্ম্মবায় ॥
 পরলোক নাহি তার নাহি ইহলোক ।
 নাহি স্থখ নাহি দুঃখ নাহি কোন শোক ॥
 মোক্ষের লক্ষণ ইহা কেহ কেহ বলে ।
 বলিলাম মহারাজ তোমার গোচরে ॥
 ঐতি-স্মৃতিতত্ত্ব জ্ঞানে যদি ইচ্ছা হয় ।
 কাষমনে লহ ঐতি-স্মৃতির আশ্রয় ॥
 বেদের স্বরূপ তত্ত্ব জানিবে সূক্ষ্মন ।
 ভক্তের শরীর বেদ শাস্ত্রের বচন ॥
 বেদ হতে প্রতাপন্ন দেবের দেবত্ব ।
 বেদই উপায় হয় জানিবারে তত্ত্ব ॥
 ইন্দ্রিয় সংযম হয় দিব্য অনশন ।
 এ হেতু ইন্দ্রিয়-শুদ্ধি করিবে রাজন ॥
 তপোবলে স্বর্গলাভ নাহিক সংশয় ।
 দানবলে ভোগ লাভ শাস্ত্রে হেন কয় ॥
 জ্ঞানবলে মোক্ষ লাভ জানিহ রাজন ।
 তীর্গস্থানে পাণ্ডক্য শাস্ত্রের বচন ॥
 এতেক বচন শুনি যুধিষ্ঠির কয় ।
 বলিলে অপূর্ব কথা ওহে মহাশয় ॥
 দানধর্ম্ম শুনিবাবে হইতেছে মন ।
 কৃপা কবি বন উছা ওহে তপোধন ॥

মার্কণ্ডেয় কহে শুন ওহে নরবর ।
 জিজ্ঞাসিলে যাহা তার কবির উত্তর ॥
 হস্তীর ছায়ায় বসি শ্রাঙ্ক যদি করে ।
 দশ অর্কুদক কল্প রহে শুবপুরে ॥
 বৈশ্য জনে যেই সাধু করয়ে পালন ।
 সর্বযজ্ঞফল লাভ করে সেই জন ॥
 বিপ্রের দধিমণ্ড দিলে গ্রহণের কালে ।
 অক্ষয় শ্রুপুণ্য হয় সেই দানফলে ॥
 পূর্বকালে দান দিলে দুই গুণ ফল ।
 বসন্তাদি ঋতুকালে দশগুণ ফল ॥
 বৎসবে কবিলে দান শত গুণ হয় ।
 বিনুব সংক্রান্তি দিনে অনন্ত নিশ্চয় ॥
 যজ্ঞশীতি সংক্রমণে অয়নের কালে ।
 ফলিবে অক্ষয় ফল প্রদান কবিলে ॥
 ভূমিদান যেই জন না কবে কখন ।
 পরজন্মে ভূমি নাহি পায় সেই জন ॥
 অভীষ্ট সামগ্রী বিপ্রের কবিলে অপণ ।
 পরজন্মে সেই বস্ত্র পায় সেই জন ॥
 স্বর্ণ ভূমি দেখু তিন কবিলে প্রদান ।
 ত্রিলোক দানেব ফল পায় মতিমান ॥
 দান হতে ফলপ্রদ আব কিছু নাই ।
 দানেতে কলাগ লাভ কহি তব ঠাই ॥

ধনুসারোপাখ্যান ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন! আপনি
 ত্রিকালবেত্তা, ত্রিভুবনে আপনার অবিদিত
 কিছুই নাই। ইক্ষাকুবংশীয় কুবল্যাস্ত্র নরপতি
 কিরূপে ধনুসারের নাম প্রাপ্ত হন, সেই বিষয়
 বর্ণন করিয়া কৌতুহল পবিত্র করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মরুদ্বন্দ্ব প্রদেশে উত্ক
 নামে এক মহর্ষি বাস কবিতেন। তিনি বহু-
 কাল একাগ্রমনে বিষ্ণুর আরাধনা করেন।
 একদা দেবদেব নারায়ণ তাঁহার তপস্যায়
 প্রীত হইয়া তথায় আবির্ভূত হওত বলিলেন,
 হে তপোধন! আমি তোমার তপস্যায় পরম
 পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কব।
 উত্ক কহিলেন, ভগবন! আমার মতি যেন
 সত্য ও ধর্ম্মোপবে বিদ্যমান থাকে এবং
 নিরন্তর যেন ভক্তিরোগে তোমাকে প্রাপ্ত
 হই, এতদ্ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রার্থনীয়
 নাই। বিষ্ণু তথাস্থ বলিয়া বর প্রদান পূর্বক
 কহিলেন, হে ঋষি! ধনু নামে মহাঐদেতা
 কঠোর তপস্যারচরণ করিতেছে। তোমাব
 শাসনাধীন হইয়া কুবল্যাস্ত্র নরপতি তাঁহার

নিহত করিবে। তুমি জগতীতলে অধিতীয় তপস্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। তোমার তপস্যার তেজে জগৎ প্রদীপ্ত হইবে। দেবদেব বিষ্ণু এই বলিয়াই তিরোহিত হইলেন।

ধৃকু দৈত্যের বিবরণ।

অনন্তর কালবশে ঠাক্কাকু পরলোকগত হইলে যথাক্রমে শশাদ, ককুৎস্থ, অনেনা, পৃথু, বিশ্বগম্ভ, অদ্রি, যুবনাস্থ, শ্রাব, ও শ্রাবস্ত এই কয় মহীপতি রাজাশাসন কবেন। শ্রাবস্তেব পুত্র বৃহদশ্ব ও বৃহদশ্বেব পুত্র কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বের একবিংশতি সহস্র মহাতেজা পুত্র জন্মে। কুবলাশ্বকে মহাশুগনসম্পন্ন দেখিয়া তৎপিতা বৃহদশ্ব তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করত বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। ইতাবসবে উত্কম্ভ ঋষি তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! প্রজাগণকে বক্ষা কবাই বাজাব পরম ধর্ম। ইহা অপেক্ষা ধর্ম আর নাই। আপনি দুরাশ্রয় ধৃকু নামা দৈত্যকে নিহত না কবিয়া বনগমন কবিবেন না। মরুপদ প্রদেশেব নিকটে উজ্জ্বালক নামে একটা বালুকাসমুদ্র আছে। সেই দৈত্য সেইস্থানে ভূমিগর্ভে অবস্থিতি পূর্বক তপস্যা কবিতেছে। সে বৎসরান্তে একদিন নিশ্বাসপরিভাগ কবে, তাহাতে ধূলিরাশি ও অগ্নিফুলিঙ্গ সকল সমুথিত হয়, পৃথিবী কাঁপিতে থাকে, আশ্রমে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আপনি তাহাকে বধ করিয়া পবে বনপ্রস্থান কবিবেন। বিষ্ণুর বরে আপনার দেহে বিষ্ণুতেজ আশ্রয় করিবে। নরপতি ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, আমার পুত্র কুবলাশ্ব সেই দৈত্যকে নিহত করিবে। তখন ঋষি তথাস্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! ধৃকু দৈত্য কে? কাহার পুত্র? এবং কাহারই বা পৌত্র?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন! প্রায়কালে জগৎ জলে প্রাবিত হইলে ভগবান্ নারায়ণ ফণীশয্যায় সলিলোপরি শয়ান থাকেন। তখন তাঁহার নাভিকমলে একটা পদ্ম সমুৎপন্ন হয়, সেই পদ্মে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে মধু ও কৈটভ নামা দানবদ্বয় জন্মিয়া ব্রহ্মাকে ভয়

দেখাইতে লাগিল, তাহাতে ব্রহ্মা ভীত হইয়া পদ্মের মৃণাল কম্পিত করাতে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে দানবদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন, হে দৈত্যদ্বয়! তোমরা বব প্রার্থনা কর। দৈত্যদ্বয় কহিল, হে ভগবন! আমরা ববদাত্তা, আমরা বব চাহি না। তোমাব যাঁহা ইচ্ছা হয়, আমরাগেব নিকট প্রার্থনা কব। তখন ভগবান্ কহিলেন, হে দৈত্যদ্বয়! আমাকে এই বর প্রদান কর যেন, আমি তোমাগিকে বধ করিতে পারি। দৈত্যদ্বয় কহিল, হে ভগবন! আমরা চিবকাল তপস্যাচরণ করিতেছি, মিথ্যা কথা জানি না, আমরা পূর্বে তোমাকে বর দিয়াছিলাম যে, তুমি আমাগিকে অনাবৃত আকাশে বধ কবিবে এবং আমরা তোমার পুত্র হইব; অতএব এক্ষণে সেইরূপ অনুষ্ঠান কব। বিষ্ণু তথাস্ত বলিয়া চতুর্দিকে নেত্রপাত পূর্বক দেখিলেন যে, কি আকাশ, কি পৃথিবী কোন স্থানেও অনাবৃত স্থান নাই; তখন নিজ অনাবৃত উরুদেশে শানিত চক্র দ্বারা মধুকৈটভেব বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! ধৃকু সেই মধুকৈটভের পুত্র। এক সময়ে ধৃকু একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর তপস্যা কহাতে ব্রহ্মা তাহার নিকট প্রোদ্ধৃত হওত বরপ্রদানে সমুদাত হইলে দৈত্যবাজ্জ দেব, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক অবধাতকপ বর গ্রহণ কবিল। অনন্তর সে শিত্তবধজনিত ক্রোধে অধীব হইয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে উৎপীড়ন করত অবশেষে উজ্জ্বালকনগরে ভূমিগর্ভে বিলীন থাকিয়া উত্কম্ভশ্রমের উৎপাতস্বরূপ হইল। এদিকে কুবলাশ্ব একবিংশতি সহস্র পুত্রগণ, উত্কম্ভ ও সৈন্যসামন্ত সহ ধৃকুকে বিনাশার্থ যাত্রা করিলেন। কুবলাশ্ব যেমন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি “কুবলাশ্ব ধৃকুমাং হইবেন” এই দৈববাণী সমুথিত হইল। দেবরাজ মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে ঘন ঘন দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। কুবলাশ্বের পুত্রগণ পিতার আদেশে সেই বালুকানগর খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তাহ খননের পর মহাদৈত্য দৃষ্টিগোচর হইল। তখন রাজপুত্রগণ তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই দৈত্যের মুখনির্গত হতাশনে কুমারগণ ভী-

ভূত হইলেন। তদনন্তর মণীপতি কুবলাশ্ব
 যোগবারি দ্বারা দৈত্যের মুখনির্গত অগ্নি নির্ঝা-
 পিত করিয়া ব্রাহ্মদ্বন্দ্বভাবে তাহায়ে বিনষ্ট
 কবিলেন। অনন্তর দেবগণ কুবলাশ্বকে বব-
 দানে সমুত্তত হইলে তিনি কহিলেন, হে দেব-
 গণ। আমাকে যেন শত্রুগণ পরাজিত করিতে
 না পাবে, আমার অন্তঃকবণ যেন দ্রেহশূন্য হয়,
 ধর্ম্মে যেন মতি থাকে, সর্গে যেন অক্ষয় বাস
 প্রাপ্ত হই, ব্রাহ্মগণকে যেন নিরন্তর ধনদান
 কবিতে পারি, এবং নারায়ণের সহিত যেন
 আমার সখা হয়। দেবগণ তথাস্ত বলিয়া
 বাজাকে ও উত্তরকে আশীর্বাদ করত প্রস্থান
 করিলেন। হে মহাবাজ! বাজা কুবলাশ্ব
 এইকপেই ধনকে বিনাশ করিয়া ধন্যমার নামে
 বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কুবলাশ্বের পুত্র দৃঢ়াশ্ব,
 কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব হইতেই ইক্ষাকুবংশ
 দেদীপ্যমান হইয়াছে।

গুরুজন-স্বপন ধর্ম্ম।

মর্কণ্ডেয়ে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম নরপতি।
 জিজ্ঞাসা করিল পুত্রঃ বিনয়-ভাবতী ॥
 স্মৃদ্ধধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কবিতে শ্রবণ।
 হইয়াছে কুতূহলী অধীনের মন ॥
 নাবীৰ মাহাত্ম্য শুনি এ ছেন বাসনা।
 বর্ণিয়া পুরাণ মন মনের কামনা ॥
 পতিব্রতা রমণীর মাহাত্ম্য কীর্তন।
 শুনিয়া পবিত্র কবি তাপিত জীবন ॥
 পিতৃ-মাতৃ-সেবা আর পতিব সেবন।
 উভয়ে চকুর বলি জানে সর্ব্বজন ॥
 দোহা মাঝে পতিসেবা কঠিন যে হয়।
 আবেশ দেখ নারীগণ পতির আশ্রয় ॥
 স্বামী সহযোগে গর্ভ করিয়া ধারণ।
 দশ মাস গর্ভভার করিয়া বহন ॥
 বহু কষ্ট সহ্য করি উচিত সময়ে।
 সন্তান প্রসবি পালে একান্ত হৃদয়ে ॥
 অলৌকিক কার্য্য ইহা নাহিক সংশয়।
 ভাবিলে মানব জন্মে জনমে বিশ্বয় ॥
 যাহা হোক ধর্ম্মভঙ্গ করহ কীর্তন।
 ধর্ম্মার্জ্জিতে নৃশংসেরা না পারে কখন ॥
 রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
 কহিতে লাগিল তবে মহা তপোধন ॥
 মাতাকে প্রদান গুরু কেহ কেহ কয়।
 কেহ বলে পিতা শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয় ॥

অতি ক্রেশে মাতা করে সন্তান পালন।
 পুত্র অংশে পিতা করে তপস্যাচরণ ॥
 কত যাগ কত যজ্ঞ কত অভিচার।
 নানা মতে কত কষ্ট জনমে পিতার ॥
 এইকপে কত কষ্ট করিয়া ভুঞ্জন।
 অবশেষে যবে লভে পুলকিত ধন ॥
 কিরূপ হইবে পুত্র ভাবিয়া অন্তবে।
 ব্যাকুল হইয়া পিতা রহে নিরন্তর ॥
 পিতা মাতা পুত্র হতে করে আকিঞ্চন।
 যশ কীর্ত্তি বংশবক্ষা ঐশ্বর্য্য ধরম ॥
 পিতৃব মাতার আশা যেই পূর্ণ কবে।
 প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র সে জ্ঞান সংসারে ॥
 পিতাকে মাংসকে তুষ্ঠি বাখে যেই জন।
 ইহকালে পবকালে সুখী সেই জন ॥
 পতিসেবা ফলে নারী সর্গলাভ কবে।
 কিঙ্ক যার ভক্তি নাহি পতিব উপরে ॥
 কিবা যজ্ঞ কিবা শ্রাদ্ধ কিবা উপবাস।
 সকলি বিফল তাব সকলি বিনাশ ॥
 অবধানে মহাবাজ করহ শ্রবণ।
 সতীৰ মাহাত্ম্য আমি করিব কীর্ত্তন ॥

পতিব্রতাপাখ্যান।

কৌশিক নামেতে বিপ্র ছিল এক জন।
 কবেছিল সাজোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ॥
 একদা ব্রাহ্মণ বসি পাদপের মূলে।
 পড়িতেছিলেন বেদ অতি কুতূহলে ॥
 ছেনকালে বক এক বসি বুঝোপরে।
 পুণ্ড্র করিল ভাগ বিংশের শরীরে ॥
 ভাঙ্গা দেখি বিপ্রবর আরক্ত-নয়ন।
 ক্রোধদৃষ্টে বক প্রীতি করেন দর্শন ॥
 অমনি বলাকা পড়ে মরিয়া ভূতলে।
 ককণা জন্মিল দেখি ঋষির অন্তরে ॥
 কুসাজ করেছি বলি করে অনুতাপ।
 মনে মনে পায় ঋষি অনেক সন্তাপ ॥
 অবশেষে গ্রামে যান ভিক্ষার কারণে।
 প্রবেশ করেন এক গৃহীর ভবনে ॥
 গৃহিণী তাহায়ে হেরি কছেন বচন।
 অপেক্ষা করুন ভিক্ষা করি আনয়ন ॥
 এত বলি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে।
 ভিক্ষাপাত্র ধৌত করে যত্নবতী হয়ে ॥
 সহসা তাহাব পতি করে আগমন।
 ক্ষুধায় জলিছে হিয়া মলিন বদন ॥
 পতিরে আগত নারী করিয়া দর্শন।
 তাহাব সেবাতে মন করে নিয়োজন ॥

অতিথিরে ভিক্ষা দিতে বাহিরে যা গেল ।
 পতির সেবায মন নিযুক্ত করিল ॥
 পতিরে নিরখে সেই দেবতা সমান ।
 অন্তরে সতত তার পতিমাত্র জ্ঞান ॥
 কায়মনে পতিমন করয়ে রঞ্জন ।
 পতির উচ্ছিষ্ট করে প্রত্যহ ভোজন ॥
 পতিসেবা লাগি সতী ভিক্ষুকে ভুলিল ।
 বহুক্ষেপে তবে তার চৈতন্য হইল ॥
 বাহ্য হযে ভিক্ষা লয়ে করিল গমন ।
 অতিথি সেবাযে তারে কহেন বচন ॥
 অতিথি রহিল দ্বারে নাহি বিবেচনা ।
 কেন মোবে অপেক্ষিতে বলিলে বল না ॥
 শাস্তবাকো সতী কহে ওগো তপোধন ।
 অপবাদ হ'ল মম করহ মার্জ্জম ॥
 পতিরে দেবতা জ্ঞান করি যে অন্তরে ।
 তাঁহাব সেবায রত আছিলাম ঘরে ॥
 এত শুনি বিপ্র কহে সরোষে তখন ।
 অতিথি ব্রাহ্মণে তুমি না কব গণন ॥
 বিশ্রগণ অগ্নিতুল্য ইহা নাহি জ্ঞান ।
 পাতরে করহ তুমি গুরুতর জ্ঞান ॥
 গৃহস্থের ধর্ম ইহা কভু নাহি কখন ।
 দেবতার সম বিপ্র জ্ঞানিও নিশ্চয় ॥
 এত শুনি সতী কহে ওহে তপোধন ।
 আমায়ে বলাকা জ্ঞান না কর কখন ॥
 ক্রোধ পবিত্রাণ কব ওহে মহামতি ।
 বিশ্বেশ্বর মাহাত্ম্য মম আছে অবগতি ॥
 ব্রাহ্মণেব বোমবশে সমুদ্রের জল ।
 অপেয় লবণময় হযেছে সকল ॥
 বিশ্বের ক্রোধাগ্নি আমি জানি মনে মনে ।
 অতাপি প্রদীপ্ত আছে দুগন্ধকাননে ॥
 বাতাপি দানব জীর্ণ অগস্ত্য করিল ।
 শুন শুন ঋষি আমি জানি হে সকল ॥
 মম অপরাধ ঋষি করহ মার্জন ।
 পতিসেবা জানি আমি একমাত্র ধন ॥
 দেবেব অধিক পতি জানি হে অন্তরে ।
 তাই সেবা করি আমি ভক্তি সহকারে ॥
 বলাকা দগ্ধের কথা জানি সেই ফলে ।
 অতএব শীঘ্র শাস্ত কর ক্রোধানলে ॥
 ক্রোধেরে পরম শত্রু জানিবে যে জন ।
 ক্রোধ মোহ তাগ করে যেই সাধুজন ॥
 কভু হিংসা নাহি করে কাহার উপরে ।
 গুরুজনে তুষ্ট করে একান্ত অন্তরে ॥
 অধ্যয়ন অধ্যাপন যজ্ঞ যাজন ।
 এই সবে মন সবে রাখে যেই জন ॥

যথার্থ ব্রাহ্মণ সেই জগত সংসারে ।
 অসত্য কখন নাহি বিশ্বের অন্তরে ॥
 ধর্মতত্ত্ব স্মৃতির্কোষ প্রাচীন-বচন ।
 সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে জ্ঞানে সর্বজন ॥
 উহার প্রমাণ শ্রুতি কহিছে তোমায়ে ।
 ধর্মজ্ঞান নাহি তব জানিছ অন্তরে ॥
 ধর্ম মর্ম জানিবারে যদি ইচ্ছা হয় ।
 মিথিলায় যাহ শীঘ্র ওহে মহাশয় ॥
 ধর্মব্যাধ তথা এক নিবসতি করে ।
 তথা গিয়া ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস তাঁহারে ॥
 সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সেই সাধু জন ।
 পিতা মাতা পদসেবা করে অহুঙ্কণ ॥
 সেই জন ধর্মতত্ত্ব তোমায়ে কহিবে ।
 যদি মাঝে দিব্যজ্ঞান অবশ্য লভিবে ॥
 সতীব এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 বিশ্বয়ে নিমগ্ন হয় বিপ্র তপোধন ॥
 সতীরে প্রশংসা করি লইয়া বিদায় ।
 ব্যাধের উদ্দেশে দূর্য চল মিথিলায় ॥

কৌশিকের নিকট ধর্মব্যাধের ধর্মনীতি
 ও শিষ্টাচারাদি কথন ।

কৌশিক পতিব্রততার মুখে ধর্মব্যাধের
 কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মিথিলায় যাত্রা
 করিলেন । তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন,
 ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিতেছে । ধর্মব্যাধ
 ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া
 গাজোখান পূর্বক তাঁহার পুরোবস্তী হওত
 কহিল, হে বিপ্রবর ! আমি আপনার আগ-
 মনের কারণ জানিতে পারিয়াছি, পতিব্রতা
 নারী আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া-
 ছেন ; অতএব চলুন, আমার গৃহে গমন
 করি । এই বলিয়া বিপ্র সহ গৃহে উপনীত
 হইলে, কৌশিক তাহার অতিথি-সৎকারে
 পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, এক্ষণে মাংস
 বিক্রয় করা তোমার ন্যায় ব্যক্তির কর্তব্য
 নহে । ব্যাধ ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,
 হে বিপ্রবর ! এই মিথিলা নগরীতে কেহই
 অধর্মপথে পদার্পণ করে না । চতুর্দর্শই স্ব
 স্ব আচারবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করে ।
 আমি কুলোচিত নিয়মামুসারে মাংস বিক্রয়
 করি বটে, কিন্তু শয়ন জীব হত্যা বা মাংস
 ভক্ষণ করি না । গুরুজনের সেবাই আমার
 একমাত্র ধর্ম । আমি শাস্ত্রামুসারে স্ত্রী-সহবাস
 কবি এবং সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া

রাজিতে ভোজন করি। বস্তুতঃ এইরূপেই ক্রমে সদাচার হওয়া যায়। রাজাদিগের অত্যাচারেই অধর্মের উৎপত্তি হয়। অধর্মই প্রজাবর্গের বিনাশের মূল। আমাদিগের রাজা ধর্মপরায়ণ, সুতরাং রাজ্যে কোন বিপদই নাই। কি নিন্দাকারী কি প্রশংসাকারী উভয়কেই আমি বিনয় দ্বারা গম্ভীৰ্ণ করি। কোন ঘটনাতোই ত্রিয়মাণ হওয়া উচিত নহে; কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া ধর্ম পরিত্যাগ করিবে না; পাপাচরণ করিলে আপনাকেই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিলে অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয়। মূর্থ ব্যক্তি আত্মস্বাধীন-দোষে নিম্পূর্ণ হয় এবং কৃতবিদ্য সর্বত্র শোভমান থাকে। কুর্কর্ম করিয়া অহুতাপ করিলে পাপের হ্রাস হইয়া যায়। শ্রদ্ধাশ্রিত ও অস্বাশ্রিত হইলেই মুক্তির পথ পরিকৃত হয়। লোভই যাবতীয় পাতকের আশ্রয়।

কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে শিষ্টাচার-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিব? ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটি শিষ্টাচারের অঙ্গ। সদাচার-রক্ষণই শিষ্টগণের এক মাত্র চিহ্ন। গুরুসেবা, অক্রোধ, দান, এই চারিটিও শিষ্টাচারের অঙ্গ। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ। এই সমস্ত শিষ্টাচারের লক্ষণ; বস্তুতঃ ত্যাগের অভাবে দম, দমের অভাবে সত্য এবং সত্যের অভাবে বেদ বিফল হয়। বেদান্ত-রক্ত, দাতা, সত্যপরায়ণ ও ধর্মপথের পথিক হইলেই তাহাকে শিষ্ট কহে। নাস্তিক, ক্রুব, পাপাত্মাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের আশ্রয় ও ধার্মিকের সেবা করিবে। অহিংসা ও সত্যবাক্যই মহৎ উপকারী, সুতরাং কায়মনে এই উভয় প্রতিপালন করিবে। পাপাত্মারাই কামক্রোধাদির বশীভূত হয়, যাহারা ক্রোধশূন্য, নিরহঙ্কার, অকপট, শান্ত, মনস্বী, গুরুসেবাপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাহাদিগকে হিংসাদি দোষ আক্রমণ করিতে পারে না। ধর্মপথের পথিকেরাই স্বর্গলাভ করে। যাহারা ক্ষমা, সত্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তাহাদিগেরই উন্নতি লাভ হয়। কদাচ পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না; সর্বদা দান ও সত্য কথা কহিবে।

ধার্মিক ব্যক্তির এইরূপেই শিষ্টাচারের অঙ্গ-বর্তী থাকে।

অহিংসা ও হিংসা কখন।

ধর্মব্যাধ পুনরায় কহিল, হে দ্বিজোত্তম! দৈবই বলবান। আমি মাংস বিক্রয় ব্যবসায় পরিত্যাগে যত্ন করিতেছি বটে, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় পরিত্যাগে সক্ষম হইতেছি না। বিধিই সকল কার্যের মূল। বিধিই সকলকে বধ করেন, হত্যাকারী কেবল নিমিত্ত-মাত্র। আমরা যে সকল মাংস বিক্রয় করি, তাহা ভক্ষণ দ্বারা ধর্ম সঞ্চয় হয়, কেন না, উহা দ্বারা দেবপিতৃ প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে। মহারাজা শিব স্বীয় মাংস প্রদান দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। রত্নদেবও মহানশে প্রতিদিন দুই সহস্র গোবধ করিতেন। চাতুশ্রাস্যে পশুহত্যা বিধি আছে, শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাশী বলিয়া বর্ণিত। বিপ্রগণ যজ্ঞে সংস্কৃত পশুহত্যা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। যেমন ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে উপগত হইলে ব্রাহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যের হানি হয় না, সেইরূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণেও পাপ জন্মে না। কিন্তু সৌদাস অভিযুক্ত হইয়া যে মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত ঘৃণিত। আমি স্বধর্ম জানিয়াই কুলোচিত ব্যবহার পরিত্যাগ করি না, বস্তুতঃ স্বকর্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম হয়। জন্মান্তরীণ কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। আমি সতত গুরুজনের সেবা, অতিথি সৎকার, দান, সত্য কথন ও ব্রাহ্মণ-সেবাতোই নিরত থাকি। আমার বিবেচনায় কৃষিকর্ম করিলে হিংসা করা হয়; কারণ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণকালে বহুবিধ প্রাণীর প্রাণহত্যা হইয়া থাকে। ত্রীহি প্রভৃতি বীজকেই জীব বলা যায়। মনুষ্যের চরণাঘাতে প্রতিদিন কত শত জীবের প্রাণবধ হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম বলিয়া কীর্তিত আছে; কিন্তু কে হিংসা না করে? পশুভাভিমাত্রীরা গুরুজনের নিন্দা করে। এই সব কারণেই লোকের নানারূপ ধর্মাদ্বৈত দৃষ্ট হয়।

কর্মফল।

ধর্মব্যাধ পুনরায় কহিল, হে দ্বিজোত্তম! ধর্মব্যাধ পুনরায় কহিল, হে দ্বিজোত্তম! অনেক বলেন, বেদোক্ত ধর্মই প্রকৃত ধর্ম।

উহার শাখা বহুল ও অনন্ত। জীবন-সঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যা বাক্য কহা তত দোষাবহ নহে; এইরূপ স্থলে সত্য মিথ্যায় ও মিথ্যা সত্যে পরিবর্তিত হইয়া থাকে; স্মরণ সাধারণের হিতকর কার্য্যই সত্য। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই কোন না কোন সময়ে ঘটিয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তির তাহা না বুঝিয়া সময়ে সময়ে দেব-গণকে তিরস্কার করে। পুরুষকারেব ফল স্বাধীন হইলে সকলেরই নিজ নিজ প্রযুক্তি চরিতার্থ হইত। কর্ম্মফলে কেহ বিনা পরিশ্রমে অতুল ধনের অধিপতি, কেহ বা বহু পরিশ্রম করিয়াও হীনদশাগ্রস্ত হইতেছে। কর্ম্মফলেই রোগ ভোগ করিতে হয়। কাহার আহার-সামগ্রী অভাব নাই, কেহ বা বহু কষ্টে ভোজন-দ্রব্য উপার্জন করে। লোক সকল এইরূপেই কর্ম্ম-প্রবাহে পতিত হইয়া পুনঃপুনঃ পীড়িত ও অবসন্ন হইতেছে। কর্ম্মানুসারেই ফলের বৈষম্য ঘটে। জীব নিত্য ও শরীর অনিত্য। মৃত্যু-সময়ে শরীরের নাশ হয়, কিন্তু জীব অন্য দেহ আশ্রয় করে। “মৃত্যু হইল” মূর্খেবাই এরূপ বলে, বস্তুতঃ জীবের বিনাশ নাই। জীবের দেহান্তর গমনকেই পঞ্চম বলা যায়। পূর্ণকৃত কর্ম্মফলে কেহ পুণ্যাত্মা কেহ বা পাপাত্মা হয়। পুণ্যবানগণ পুণ্যযোনিতে ও পাপাত্মা-গণ পাপযোনিতে উৎপন্ন হয়। শুভকর্ম্মফলে দেবত্ব ও শুভাশুভ কর্ম্মফলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। অশুভ কর্ম্মের ফলে তির্ধ্যাক্ষোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। আত্মকর্ম্মবশেই পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। জীবগণ কর্ম্মফলে অহরহঃ সংসারে পবিত্রমণ করত নানা কষ্ট ভোগ করিতেছে। তপস্যা ও যোগাদির ফলে সংপথে মতি জন্মে। অস্ময়াবিত্তীন ব্যক্তিরই স্মৃতি, ধর্ম্ম, অর্থ ও সর্গলাভ করেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই কি এই, কি পর, উভয়লোকে স্মৃতি প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পৃথিবীতে দোষাদির বশীভূত হন না। পাপ কর্ম্ম পরিহার করিলেই সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করা যায়।

ব্যাধি কহিল, হে দ্বিজ! লোভাভিভূত, রাগদ্বেষ্টবিশোক্ত ব্যক্তির প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি অসংহত হইয়া কপট ধর্ম্মে বাসনা জন্মে।

তখন সে কুটিল আচরণ দ্বারা অর্থোপার্জন করে। ক্রমে তাহার মন পাণেই অধিকতর রত হইয়া উঠে। রাগদ্বেষ্টজনিত অধর্ম্ম তিনপ্রকার; পাপচিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ। যিনি দোষ বিবেচনা করিয়া স্মৃতিতত্ত্ব লক্ষ্য অবস্থাতেই সদাচরণ করেন, তাহারই মতি ধর্ম্মেব অনুরাগী হয়। বিশ্রাণ ইহলোকে মহাভাগ, অগ্রভুক্ত ও পিতার সদৃশ। সর্ব্বথা তাহাদের শ্রিয়সাধন করিবে। এই বিশ্ব ব্রহ্মসংসার; ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতায়ক; তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। পঞ্চভূত, তদীয় পঞ্চগুণ প্রভৃতি চতুর্কিংশতিগুণেব মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, কতকগুলি ইন্দ্রিয়াতীত।

কৌশিক পঞ্চভূতের গুণ বর্ণনে অনুবোধ করিলে ব্যাধি কহিল, হে দ্বিজসন্তম! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি জলের গুণ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ, এই দুইটি বায়ুর গুণ ও শব্দ আকাশের গুণ। জরায়ুপ্রাদি সমস্ত ভূতই একত্র অবস্থিত করে। ভূত সকলের দেহ লাভে বাসনা হইলেই দেহী দেহান্তর লাভ করে, কিন্তু ভূতের বিয়োগ হয় না। স্থাবর-জঙ্গমবাপী পঞ্চভৌতিক ধাতু সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুই ব্যক্ত ও অতীন্দ্রিয় বস্তুই অব্যক্ত বলিয়া কথিত। দেহী ইন্দ্রিয় ধারণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হন, তিনি আত্মাতে বিলীন সকল লোকই দর্শন করেন। তিনি নিরুপাধি-হেতু ব্রহ্ম সদৃশ হইয়া সকল অবস্থাতেই সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, কিন্তু কর্ম্মে লিপ্ত হন না। মায়া-ত্মক ক্রেশ অতিক্রম করিলেই মোক্ষপদ লাভ হয়। হে বিপ্র! সকলই তপস্যামূলক, ইন্দ্রিয়-সংসর্গই তপস্যা বলিয়া কথিত। ইন্দ্রিয়ই সর্গ-নরকের হেতু। ইন্দ্রিয় দমনে সর্গ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রে নিবয়ে গতি লাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের ধারণকেই যোগ বলা যায়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না। পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় অশ্বের স্বরূপ। সেই অশ্বের দমনে সমর্থ হইলেই তাহাকে উৎকৃষ্ট সারথি বলা যায়। প্রবল বাতাসে ষেরূপ নৌকা জলমগ্ন হয়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মনও সেইরূপ বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে। যাহারা এই সকল

পর্যালোচনা করিয়া বীতরাগ হইয়াছেন, তাহারাই ধ্যানজনিত পরম ফল লাভ করিতে পারেন।

কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! সত্ত, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিষয় কীৰ্ত্তন কবিয়া আমার কোভূহল পরিভূষ্ট কর। ব্যাধ কহিল, হে, দ্বিজবর! রজোগুণ প্রবর্তক, ত্রয়োমুগ্ধ মোহাত্মক এবং সত্তগুণ অতীব প্রতিভাত বলিয়া সৰ্ব্বপ্রধান। মহতী-বাসনাশীল, অভিমানী, অহংমানী ব্যক্তিবাই রজোগুণশালী। ইন্দ্রিয়গণ, মোহাভিভূত, অলস ব্যক্তিবাই ত্রয়োমুগ্ধ বিশিষ্ট। ধীর, বিষয়-বাসনা-শূন্য, ক্রোধহীন, দাস্ত, অহংমানহীন, ধীশক্তিগম্ভীর ব্যক্তিবাই সত্তগুণেব আধার। অস্ত্রকবণে বৈরাগ্যের উদয় হইলে চিত্ত প্রসন্ন ও সবল হয়, অহঙ্কার মুক্তভাবে ধারণ করে এবং মানাপমান জ্ঞান থাকে না। সদগুণশালী হইলে শূদ্রগণও উচ্চবর্ণের ও ব্রাহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! প্রাণাদিবায়ু নাড়ীমার্গ আশ্রয় করিয়া কিরূপে দেহচেষ্টা বিধান করে এবং বিজ্ঞানাখ্য তেজো-ধাতু কি কাবণে পার্শ্বিবে দেহ অবলম্বন কবিয়া দেহাভিমানী হয়? ধর্মব্যাধ বলিল, হে দ্বিজবর! বিজ্ঞানাখ্য বহু চিদাত্মাকে আশ্রয় পূর্বক দেহকে সচেতন করে। প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত সমবেত হইয়া চেষ্টমান হয়। বিজ্ঞানাখ্য, চিদাত্মা ও প্রাণের সমীপ্তিকেই জীবাত্মা বলা যায়। এই জীবাত্মাই সৰ্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, সকলেব কারণ ও সকলের উপাস্য। অপান-বায়ু মূত্র ও মলরাশি বহন করিয়া পরিবর্তিত হয়। উহাই প্রযত্ন, কর্ম ও বল এই বিষয়ত্রয়ে বিদ্যমান থাকে? অধ্যাত্মবেত্তাগণের মতে উহাই উদানবায়ু বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত। মনুষ্যের সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট বায়ুকেই ব্যান বায়ু কহে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সম্বর্ধনজনিত উন্নতির নাম ঐশ্বর্য্য। ঐ অগ্নি দ্বারা ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয়। ঐ অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশের নাম অপান। এই অপান হইতে শরীরীগণের প্রাণাদি বায়ু পক্ষকের প্রবাহ সজাত হয়। নাভিবে অধোদেশ পাকস্থলী, উর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভি-মধ্যে প্রাণ সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণাদি বায়ু দ্বারা দেহস্থ নাড়ী প্রেরিত হইয়া অন্নরস বহন করে। এই নাড়ীমার্গ দ্বারা যোগীগণ ব্রহ্মলাভ করেন। যোগবলে আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে হয়। আত্মা ষোড়শ কলার অবস্থিত। আত্মা ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্টমান করেন। অজ্ঞানীরা আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। চিত্তেব প্রসন্নতা বলে কর্মেব বিনাশ পাইলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ক্রোধ ও লোভ বিসর্জনই পবিত্রতার কারণ; তপস্যা কেবল সেতুপথ। অনুশংসতাই পরম ধর্ম; ক্রমা উৎকৃষ্ট বল; আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং সত্যই পরমোৎকৃষ্ট ব্রত। বিষয়-বাসনা-রহিত কামনাশূন্য ব্যক্তিবাই প্রকৃত উদাসীন ও বুদ্ধিমান। বিষয়বাসনারহিত হইয়া ব্রহ্মে যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম ব্রহ্মসংযোগ। কাহাকেও হিংসা না করিয়া সকলের সহিত মিত্রতা করিবে। যিনি স্মৃৎ দুঃখ বিসর্জন পূর্বক সকল বিষয়ে নিম্প্ৰহ হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

ব্যাধ পুনরায় কহিল, হে দ্বিজোত্তম! আমি যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আমার সহিত আগমন করুন। এই বলিয়া বিপ্রকে লইয়া অস্তঃপুরে পিতামাতার নিকট গমন করিল। কৌশিক দেখিলেন, ব্যাধের জনকজননী শুভ্রবসন পরিধান করিয়া সমাসীন রহিয়াছেন। তাহাদিগের দেহপ্রভা চারিদিক সমুদ্ভাসিত হইতেছে। ব্যাধ পিতৃমাতৃ-চরণে প্রণাম করিলে তাহাবা পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি পরম ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছ; পরশুরাম যেরূপ পিতামাতার উপাসনা করিয়া ছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আমাদিগের সেবা করিতেছ। আমরা তোমার সেবায় পরম পরিভূষ্ট হইয়াছি। ব্যাধ এইরূপে জনকজননীর আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণের বিবরণ বর্ণন করিল। তখন ব্যাধের জনকজননী যথাবিধি সম্মান পূর্বক কৌশিকের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, কৌশিকও প্রকৃত উত্তর দিয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন কবিয়া কহিল, হে মহাত্মন! এই পিতামাতাই আমার

সর্ব্বশ্রম ; আমি কায়মনে ইহাদেরই সেবা করি । যেমন দেবগণ সকলের আরাধনীয় ; সেইরূপ পিতামাতা আমার একমাত্র সেবা ; আমি যাহা কিছু উপার্জন করি, সকলই পিতামাতার জন্য সন্দেহ নাই । আমি কদাচ ইহাদের প্রতি অশ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করি না । ইহাদের প্রীতির জন্য অধর্ম্মানুষ্ঠানেও আমি বিমুখ নহি । আমি নিরন্তর নিরলস হইয়া তাঁহাদের সেবা করি । পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচজন গুরু বলিয়া কীৰ্ত্তিত । এই পাঁচ জনের সহিত সদ্ভাব রাখি কবিলে অগ্নি-সেবা করা হইয়া থাকে । এই প্রকারে ধর্ম্ম রক্ষণই গৃহীতের সর্ব্বশ্রম বিধেয় ।

ধর্ম্মবোধ এইরূপে পিতামাতার বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন কবিয়া পুনর্বার কহিল, হে ব্রহ্মন । আপনাকে যে সেই পত্নিত্রতা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, আমি জ্ঞানবলে তাহা জানিতে পারিয়া আপনাব নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত কবিলাম । আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়া বেদাধ্যয়নার্থ নিশ্ক্রান্ত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে । আপনি অদীতবিদ্যা, অতএব অবিলম্বে গৃহে গমন পূর্ব্বক পিতামাতার সেবা করুন । তন্ত্ৰিণ আর উপায় নাই । কৌশিক ব্যাধের বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে সত্তম ! তোমার উপদেশে আমার অন্তরে জ্ঞানের উদয় হইল । আমি ঘোর নরকে নির্মগ্ন হইতেছিলাম, তোমার কৃপায় পরিত্রাণ লাভ কবিলাম । আমি এই মুহূর্ত্তেই গৃহে গমন পূর্ব্বক কায়মনে পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইব । এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি এই যে, সনাতনধর্ম্ম শূদ্র-জাতির দুঃখের ; সুতরাং বোধ হইতেছে যে, তোমার শূদ্রতা প্রাপ্তি বিষয়ে কোন গুচ কারণ আছে ; অতএব তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর ।

ব্যাধের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন ! আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম । এক রাজার সহিত আমার বিলক্ষণ সৌহার্দ ছিল । রাজার সহবাসে আমি ক্রমে ধর্ম্মকীর্ত্তিদায় পাণ্ডদশী হই । একদা রাজার সহিত যুগ্মরায় গমন করিয়া যুগ্মবোধে

শরক্ষেপ দ্বারা এক ঋষিকে বিদ্ধ করিলাম । ঋষি ক্রোধভরে আমাকে “ব্যাধরূপে শূদ্র-যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর” বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন ।

হে ব্রহ্মন ! আমি অভিশপ্ত হইয়া বিবিধ স্তম্ভবাদ দ্বারা ঋষিকে পরিতুষ্ট করিলে তিনি কহিলেন, তুমি ব্যাধরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিস্বরূপ হইবি, এবং কায়মনে পিতামাতার শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে গমন করিবি । পরে শাপান্তে পুনর্বার ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হইবে । যুনিবরেব এই বাক্যে আমার হৃদয়ে অনেক পবিত্র আশাব সঞ্চার হইল । ঋষিবর আমার বাণে সংবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ কবেন নাই ।

কৌশিক কহিলেন, হে সত্তম ! এইরূপেই পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ ঘটিয়া থাকে, অতএব তজ্জন্ম উৎকণ্ঠিত হইও না । অচিরেই তুমি পুনর্বার ব্রাহ্মণকূলে অবতীর্ণ হইবে । তুমি যদিও শূদ্রকূলে জন্মিয়াছ, তথাপি তোমাকে ব্রাহ্মণ স্বরূপ জ্ঞান করি ; কাবণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয় ।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজবর ! জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঐশ্বর্য দ্বারা শারীরিক দুঃখ বিদূরিত হয় । অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরাই দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে । শোক করিলে পরি-তাপ ভিন্ন আর কিছুই ফল নাই । যাঁহারা সুখদুঃখে সমজ্ঞান, তাঁহারা যথার্থ সুখী । অসন্তোষ অতি ঘৃণিত পদার্থ ; মুচেরাই সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, জ্ঞানীর হৃদয়ে কদাচ অসন্তোষ স্থান পায় না । কর্ম্ম করিলে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়, সুতরাং দুঃখের সম্বন্ধ ঐদৃশ্য না করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হয় । হে দ্বিজ ! আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া শোক বিসর্জন দিয়াছি ।

কৌশিক কহিলেন, হে ধর্ম্মবোধ ! তোমার ন্যায় জ্ঞানী, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধীমান অতি বিবল । তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অচিরেই মুক্তি লাভ করিবে । এক্ষণে আমি বিদায় হই । ব্যাধ ব্রাহ্মণের বাক্যে করযোড়ে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলে বিপ্রবর পুনশ্চানে প্রস্থান করিলেন । তিনি অবিলম্বে গৃহে উপস্থিত হইয়া কায়মনে দেবতাজ্ঞানে জনকজননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন ।

টী (২১) পৃ ১১৯—অমাত্য এবং ভ্রাতা সকলে এইরূপ বলিলেও রাজা তুর্খোধনের প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। তিনি বাহুক্রিয়া পরিহার পূর্বক একাগ্রমনে কুশাস্ত্ররণে সমাসীন হইলেন। পাতালবাদী দানবগণ তুর্খোধনকে মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয়া অথর্কবেদবিহিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিল। যজ্ঞ সমাধাশ্বে এক দেবতা জুড়ীয়া করিতে করিতে তথায় আবির্ভূত হইয়া দানবগণের প্রার্থনানুসারে নিমেষমধ্যে তুর্খোধনকে তথায় আনয়ন করিলেন। দানবগণ তুর্খোধনকে পাইয়া সম্মান করত কহিল, হে মহারাজ! আপনি মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া কেন আত্মহত্যা উদ্যোগী হইয়াছেন? আত্মহত্যা মহাপাপ, আপনার শরীর মানবশরীর নহে। ভগবান্ ভবানীপতি এ পার্কর্তী আপনাকে নির্দ্ধাণ করিয়াছেন। আপনার শরীরের পূর্বাঙ্কি বজ্র-সমষ্টি দ্বারা ও পশ্চিমাঙ্কি পুষ্প দ্বারা নির্দ্ধিত। ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবল রাজাবা আপনার শত্রুগণকে নির্দ্ধূল করিবেন। আপনার কিছু-মাত্র ভয় নাই। আপনার পক্ষীয় রাজগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পাণ্ডবেরাও যুদ্ধে বিমুখ হইবেন না। সুতরাং তাঁহারা ভীষ্মাদির হস্তে নিহত হইবেন। আপনার পক্ষীয় রাজগণের শরীরে দানববল প্রবিষ্ট হইবে। নবকাস্তুর কর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল ও কবচ হরণ করিবেন। সেই জন্ম আমরা সংসপ্তক নামক দানব নিযুক্ত রাখিয়াছি। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। দানবগণ তুর্খোধনকে এইরূপে প্রবোধবচনে স্থির কবিলে পূর্কোক্ত দেবতা তাঁহাকে পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

টী (২২) পৃ ১২৮—মূলে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, তুর্কাসা শিষ্যগণ সহ স্নানার্থ দেব-নদীতে গমন করিয়াছিলেন। স্নানান্তে পরস্পর সান্ন্যবস উৎসার অবলোকন করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু মহাত্মা কাশী-রাম দান লিখিয়াছেন যে, মহাবি তুর্কাসা শিষ্যগণ সহ পাণ্ডবসকালে সমাগত হইয়া চর্য্য চূষ্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন; খীয় কল্লনায় ইহা বর্ণন করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

টী (২৩) পৃ ১৩৭—দৈত্যস্রবর হিরণ্যকশিপু

বহু সৃষ্টিসর কঠোর তপস্যাচরণ দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিলে প্রজাপতি তৎসকালে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! তোমার দাক্ষণ তপস্ররণে আমার পরম প্রীতিলাভ হইয়াছে, তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন হিরণ্যকশিপু পিতামহকে প্রণাম করিয়া অমর বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা কহিলেন, দৈত্য-রাজ! আমি অমর বর প্রদানে অক্ষম, এতদ্ব্যতীত তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি অবিচারিতমনে তাহাই প্রদান করিব। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, সুরাস্রব, মানব, দানব, রক্ষ, পিশাচ, পশু, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী প্রভৃতি কেহই আমাকে বধ করিতে না পারে; আর কি অঙ্গে, কি শস্ত্রে, কি গৃহে, কি বাহিরে, কি পথে, কি ঘাটে, কি মাঠে, কি জলে, কি স্থলে, কি শূন্যে, কি অগ্নিতে, কি অনিলে আমার মৃত্যু না ঘটে। ব্রহ্মা দৈত্যের প্রার্থনায় তথাস্থ বলিয়া বর প্রদান পূর্বক হিরোহিত হইলেন। এই কারণেই ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উরুদেশে স্থাপন পূর্বক হিরণ্যকশিপুকে সংহার কবেন।

টী (২৪) পৃ ১৪৯—মহাত্মা ৮ কাশীরাম দাস রাবণাদি ভাতৃত্বকে নিকষার গর্ভজাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মূলগ্রন্থে অন্ত-রূপ বর্ণিত আছে; আমরা তাহার অনুবাদ এই স্থানে প্রকাশিত করিলাম।—

বৈশ্রবণ পুলস্ত্যানন্দন বিশ্ববার পুত্র। বৈশ্র-বণ লঙ্কাপুরে অবস্থিতি করিতেন। তিনি পিতার পরিচর্য্যার নিমিত্ত পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী নামী তিনটি রাক্ষসীকে নিযুক্ত করেন। বিশ্ববার রূপায় পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও শূর্পনখা জন্ম গ্রহণ কবে। একদা বৈশ্রবণকে পিতার সহিত একত্র সমাসীন দেখিয়া রাবণাদির মনে ঈর্ষার উদ্বেক হয়। তখন তাঁহারা উল্লসিত কামনায় তপো-মগ্ন হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর তপস্যার পর রাবণ স্বীয় শির-শ্ছেদন করিয়া হতশরনে আহুতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা তদর্শনে প্রীত হইয়া তৎসকালে

আবির্ভূত হইলেন এবং সকলকে মনোমত বর
প্রদান পূর্বক রাবণকে কহিলেন, তুমি স্বীয়
মন্তক ছেদন পূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান
করিয়াছ, তৎক্ষণাৎ তোমার যত ইচ্ছা তত মন্তক
হইবে; কিন্তু তাহাতে তোমার আকৃতি বিরূপ
হইবে না। ব্রহ্মা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

টী (২৫) পৃ ১৫০—

বশিষ্ঠ বিচারি মনে কহে তার পর।
হের হের মহারাজ কোশল্যা কোণ্ডর ॥
জগতের মন প্রাণ রহিবে ইহাতে।
জীবগণ ছেরি হবে আনন্দিত চিতে ॥
ইহায়ে হেরিয়া মন লভিবে রমণ।
এ হেতু 'জীরাম' নাম হইল স্রুজন ॥
কৈকেয়ী-কুমার-যশে ভরিবে জগত।
এ হেতু ইহাব নাম রাখহ 'ভবত' ॥
সুলক্ষণে সুলক্ষিত স্রুমিত্রানন্দন।
যমজের জ্যেষ্ঠ ভাই নামেতে 'লক্ষণ' ॥
কনিষ্ঠ নাশিবে রণে আরতিব দল।
এ হেতু 'শত্রুঘ্ন' নাম স্তন নৃপবর ॥

টী (২৬) পৃ ১৫০—রাক্ষসরাজ দশাননের
প্রপীড়নে ত্রিজগৎ প্রপীড়িত ও উদ্বেজিত
হইলে দেবদেব সনাতন বিষ্ণু তাহাকে
নিহত কবিবার বাসনায় দশরথের পুত্ররূপে
অবতীর্ণ হইতে মানস করেন। ইত্যবসরে
এদিকে অযোধ্যান্য মহাবল দশরথ পুত্র
কামনায় পুত্রোৎপাদনের অনুষ্ঠান করিলেন।
যথাবিধি যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবামাত্র অত্যাশ্চর্য
দিব্যোজ্জ্বল এক মহাপুরুষ সহস্রা পায়সপূর্ণ
স্বর্ণপাত্র হস্তে যজ্ঞীয় চতুর্দশগর্ভ হইতে
সমুৎপন্ন হইয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, হে রাজন্! আমি প্রজাপতির
আদেশে আপনার নিকট সমাগত হইলাম।
আপনি এই পায়স গ্রহণ পূর্বক আপনার
মহিষীগণকে প্রদান করুন। এই পায়স
সেবন করিলেই মহিষীগণ অচিরে গর্ভবতী
হইয়া আপনার চির-মনোরথ স্রুসিদ্ধ করি-
বেন। দিব্য পুরুষ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ
অন্তর্হিত হইলেন। তখন দশরথ প্রীতি-বিক-
সিত-নেত্রে মনের আনন্দে সেই পায়সের
অর্দ্ধাংশ কোশল্যাকে ও অপরাধ কৈকয়ী-
নীকে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে কোশ-
ল্যার অংশের অর্দ্ধাংশ ও কৈকয়ীর অংশের

অর্দ্ধাংশ স্রুমিত্রাকে প্রদত্ত হয়। এইরূপে
মহিষীগণই সেই দিব্য পায়স লাভ করেন।

টী (২৭) পৃ ১৬৪—সাবিত্রী প্রত্যাহই
স্বামীর মৃত্যুর দিন গণনা করিতেন। সত্য-
বানের মৃত্যুর চারিদিনমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে
সাবিত্রী ত্রিবাত্ত-ব্রত অবলম্বন করেন, এই
জন্যই তাঁহাকে উপবাস করিতে হইয়াছিল।

টী (২৮) পৃ ১৮০—মহাত্মা কালীদাস দাস
এই স্থলে ধর্মের চারিটি মাত্র প্রশ্নের উল্লেখ
করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম এই কয়টি ব্যতীত
আবও অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।
আমরা মূল হইতে সেই গুলির অনুবাদ এই
স্থলে প্রকাশিত করিলাম:—

যক্ষরূপী ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে
আদিত্যকে উন্নত করেন? তাঁহার চারিদিকে
কাহার আছেন? কে তাঁহাকে অন্তর্মিত
করেন? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত? কিসের
দ্বারা শ্রোত্রিয়ত্ব, মহত্ব, পুত্র ও বুদ্ধিলাভ হয়?
ব্রাহ্মণ্যগণের দেবভাব, সাধুধর্ম ও মনুষ্যভাব
কি এবং কিরূপ ভাবই বা অসাধুভাব? আর
ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব ও অসাধু-
ভাবই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মা আদিত্যের উন্নতি-
বিধাতা; স্রবণ আদিত্যের চতুর্দিকে
থাকেন; ধর্ম তাঁহাকে অন্তর্মিত করেন এবং
তিনি সত্যো প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রি-
য়ত্ব, তপস্যা দ্বারা মহত্ব, যজ্ঞ দ্বারা পুত্র ও
বুদ্ধির শুশ্রূষা দ্বারা বুদ্ধিলাভ হয়। বেদাধ্যয়ন
ব্রাহ্মণ্যগণের দেবভাব, তপস্চরণ সাধুধর্ম, মৃত্যু
মনুষ্যভাব ও পরীবাদ অসাধুভাব। অশ্রুভাব
ক্ষত্রিয় সমূহের এবং দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব,
ভীতি মনুষ্যভাব আর পরিত্যাগ অসাধুভাব।

ধর্ম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে
রাজন্! যজ্ঞীয় সাম ও যজু কি? কে যজ্ঞকে
বরণ করে? যজ্ঞ কোন্ ব্যক্তিকে অভিবর্তন
করে না? আবপনকারী, নিবপনকারী,
প্রতিষ্ঠমান ও প্রেসবকারী ইহাদিগের কি কি
প্রধান? কে ইন্দিয় স্থখ বোধে সক্ষম, সুবুদ্ধি,
পুণ্ড্র ও সর্বসম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও
মৃতবৎ? কে পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর? কে
আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর? কে বায়ু অপেক্ষা
দ্রুতগামী? কাহার নংখ্যা স্তন অপেক্ষা বহু?

কে চক্ষু চাহিয়া নিজ্ঞা যায় ? জন্ম গ্রহণান্তে কে নিষ্পন্দ থাকে ? কে হৃদয়শূন্য ? কে বেগে বর্জিত হয় ? কে কে প্রবাসীর, গৃহীর, আতুরের ও মুমূর্ষুর মিত্র ? কে সর্বভূতের অতিথি ? সনাতন ধর্ম কি ? অমৃত কি ? ভগৎ কি ? কে একাকী থাকে ? কে বার বার জন্ম লয় ? হিমের ভেষধ কি ? শ্রেষ্ঠ বপনক্ষেত্র কি ? ধর্মের, যশের, স্বর্গের ও সুখের আশ্রয় কি কি ? কে মানবের আত্মা ? কে দৈবসখা ? উপজীবিকা ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, জ্ঞান ও মন যজ্ঞীয় সাম ও যজ্ঞঃ ; ঋক যজ্ঞকে বরণ করে ; যজ্ঞ তাহারে অতিবর্তন করে না । বৃষ্টি আবপনকারীর, বীজ নিবপনকারীর, ধেনু প্রাতিষ্ঠমানের ও পুত্র প্রসবকারীর শ্রেষ্ঠ । দেব, অতিথি, ভূতা, পিতৃ, আত্মা ইহাদের নির্লিপণ না করিলেই সেই ব্যক্তি জীবিতে মৃতবৎ । পৃথিবী অপেক্ষা মাতা গুরু, আকাশ অপেক্ষা পিতা উচ্চ, বায়ু অপেক্ষা মন ক্ষতগামী, তৃণ অপেক্ষা চিন্তা বহুতর । মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, অণু জন্মিয়া নিষ্পন্দ থাকে, পাষাণের হৃদয় নাই, ও নদী বেগে বর্জিত হয় । সঙ্গী প্রবাসীর, স্ত্রী গৃহীর, চিকিৎসক আতুরের এবং দান মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র । অগ্নি সকলের অতিথি, জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম, জল ও যজ্ঞশেষ অমৃত এবং বায়ুই নিখিল বিধ । স্বর্বা একাকী ভ্রমণ করেন, চন্দের পুনঃপুনঃ জন্ম হয়, হিমের ভেষধ অগ্নি এবং বসুন্ধরাই একমাত্র বপনক্ষেত্র । দাক্ষ্য ধর্মের আশ্রয় এবং দান যশেব, সত্য স্বর্গের ও সচরিত্রতা সুখের আশ্রয় । পুত্রই মনুষ্যের আত্মা, স্ত্রীই দৈব সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দানই একমাত্র আশ্রয় ।

যক্ষরূপী ধর্ম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্ ! ধন্যের মধ্যে, ধনের মধ্যে, লাভের মধ্যে এবং সুখের মধ্যে কি কি শ্রেষ্ঠ ? শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি ? কোন্ ধর্ম সত্যত ফলপ্রদ ? কাহারে সংযত করিলে শোক দূর হয় ? কাহার সহিত সন্ধি করিলে ভাষা আর ভঙ্গ হয় না ? কি কি ত্যাগ করিলে প্রিয়, শোক নাশ, অর্থলাভ ও সুখলাভ হয় ? বিপ্র, নরক, ভূতা ও নরপতি, ইহাদিগকে

দান করিবার প্রয়োজন কি ? মানবগণ কাহার দ্বারা আবৃত ও অপ্রকাশিত থাকে ? কি কারণে মিত্রকে ত্যাগ করে এবং কি কারণেই বা স্বর্গে গমনে অক্ষম হয় ? কাহাকে মৃত পুরুষ, কাহাকে মৃত রাজ্য, কাহাকে মৃত শ্রাদ্ধ এবং কোন্ যজ্ঞকে মৃত কহে ? দিক, জল, অন্ন, বিষ এবং শ্রাদ্ধের সময় কাহাকে বলা যায় ? তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জা এই সকলের লক্ষণ কি ? জ্ঞান, সম, দয়া এবং আর্জব কাহাকে বলে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য ধন্যের, শাস্ত্র ধনেব, আরোগ্য লাভের এবং সন্তোষই সুখেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অনুশংসতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বৈদিক ধর্মই সত্যত ফলপ্রদ, মনকে সংযত করিলে শোক দূর হয় এবং সাধু সহিত সন্ধি বন্ধ হইলে আর তাহা ভঙ্গ হয় না । অভিমান ত্যাগে প্রিয়, ক্রোধ ত্যাগে শোক নাশ, কামনা ত্যাগে অর্থ লাভ এবং লোভ ত্যাগে সুখ প্রাপ্তি হয় । ধর্মের জন্য ব্রাহ্মণকে, যশের জন্য নট ও নর্তককে, ভরণের জন্য ভূতাকে এবং ভয়ের জন্য নৃপতিকে দান করে । মানবগণ অজ্ঞানে আবৃত ও তমো দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রকে ত্যাগ করে এবং সঙ্গদোষে স্বর্গ গমনে অক্ষম হয় । দরিদ্র পুরুষ, অরাজক রাজ্য, শ্রোত্রিষ শূন্য শ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ মৃতবৎ । সাধু নমুহ দিক, গগনমণ্ডল জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং বিপ্রই শ্রাদ্ধের সময় । স্বধর্ম অনুগমনই তপস্যা, মনোনিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসংগ্রহই ক্ষমা এবং অকার্য্য বিরহিকেই লজ্জা কহে । তত্ত্বার্থ বোধকেই জ্ঞান, মনের প্রশান্ত ভাবকেই শম, সাধারণের সুখেচ্ছাকেই দয়া এবং সহিষ্ণুতাকেই আর্জব কহে ।

ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুর্জয় শত্রু কে ? কোন্ ব্যাধিকে অনন্ত বলা যায় এবং কে কে সাধু, কেই বা অসাধু ? মোহ, মান, আলস্য, শোক, স্তৈর্যা, ধৈর্যা, জ্ঞান ও দানের লক্ষণ কি ? কাহাকে পণ্ডিত, কাহাকে নাস্তিক, কাহাকে মূর্খ, কাহাকে কাম, কাহাকে মৎসর, কাহাকে অহঙ্কার, কাহাকে দম্ভ, কাহাকে দৈব্য এবং কাহাকে পৈশুন্য কহে ? পরস্পর বিরোধী দম্ভ, অর্থ ও কামের কি রূপে একত্র সমাবেশ হয় ? কোন্ কর্মফলে

অক্ষয় নরকে গতি হইয়া থাকে ? কুল, বৃত্ত, ও শ্রুতি ইহার মধ্যে কোন্টী ব্রাহ্মণ্যের হেতু ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জয় রিপু, লোভ অনন্ত রোগ, সকলের হিতকারীই সাধু এবং নির্দয় বান্ধি অসাধু বলিয়া গণ্য। ধর্মতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা মোহ, আত্মাভিমানই মান, ধর্মের অনুষ্ঠানই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক বলিয়া গণ্য। অধর্মের স্থিরতাকে স্বৈর্য্য, ইন্দ্রিয় দমনকে বৈর্য্য, মনোমালিন্যদূরকে স্নান এবং জীবগণের রক্ষাকে দান কহে। ধর্মজ্ঞকে পণ্ডিত, মূর্খকে নাস্তিক, নাস্তিককে মূর্খ, সংসারহেতুকে কাম এবং হৃদয়ের সন্তাপকেই মৎসর বলা যায়। অজ্ঞানই অহঙ্কার, ধর্মধ্বজের উন্নমন দস্ত, দানের ফল দৈব্য এবং পরের উপর দোষার্পণই পৈশুন্য। ধর্ম ও ভার্য্যা পবম্পর বশবস্তী হইলে ধর্ম, অর্থ ও কাম ইহাদের একত্র সমাবেশ হয়। যে বেদ, ধর্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পৈতৃক ধর্মকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন কবে, যে দান করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া শেষে প্রত্যাখ্যান কবে, তাহারই অক্ষয় নরকে বাস হয়। কুল, স্বাধ্যায় ও শ্রুতি ইহাতে ব্রাহ্মণ্য হয় না; একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণ্যের কারণ।

ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়বচনে, বিবেচনা সহকারে কার্য্য করিলে, বহু মিত্র হইলে এবং ধর্ম অমুরক্ত থাকিলে কি লাভ হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়ভাষী বান্ধি সকলের প্রিয় হয়; বিবেচনা সহকারে কার্য্য করিলে জয়লাভ করা যায়; বহুমিত্র থাকিলে সুখে বাস করা যাইতে পারে আব ধর্মামুরক্ত বান্ধি সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়।

গন্ধ কহিলেন, তুমি আমার সকল প্রশ্নেই উত্তর প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে পুরুষ কাঙ্ক্ষাকে বলে ও সর্বাপেক্ষা ধনী কে, বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুণ্যকর্ম্ম বশে মহানোর নাম স্বর্গ স্পর্শ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে পরিবাপ্ত হয়। যাবৎ সেই নাম বিচ্যমান থাকে, তাবৎ তাহাকে পুরুষ বলা যায়। কি সুখ, কি দুঃখ, কি শ্রিয়, কি অশ্রিয় সকল বিষয়ে যে সমান জ্ঞান করে, তিনিই সর্বাপেক্ষা ধনী।

যক্ষরূপী ধর্ম এইরূপে সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতলাভ করিলেন এবং কহিলেন, হে রাজন্! তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত হইবে ?

টী (২৯) পৃ ১৮৩—যক্ষরূপী ধর্ম বলিলেন, হে মহারাজ! এই মহাবল বৃকোদর তোমার একমাত্র প্রীতিপাত্র; অর্জুনও তোমাদিগের একমাত্র অবলম্বন স্থল। অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি বিমাতৃপুত্র নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ কেন? যাহার ভরে সঙ্গারী মেদিনী বিকম্পিতা হয়, যিনি দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করেন, সেই ভীষ্মসেনে জীবিত করিতে তোমার বাসনা হইতেছে না কেন? কি আশ্চর্য্য! কি স্বর্গে, কি মর্ত্যে, কি পাতালে সর্ব্বত্রই যাহার বাহুবলেব ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই বীরবর ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ কেন? এইরূপে ধর্ম নানারূপে ছলনা করিয়া অবশেষে সকলকেই জীবিত করিয়া দিলেন।

ভারত-রত্ন।

অর্থাৎ

সটীক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ

অষ্টাদশপর্ষ মহাভারত।

XXXXXXXXXX

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

সুধীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্তৃক

সরল বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত।

বিরাটপর্ষ।

নূতন সংস্করণ।

সনাতন হিন্দুধর্মোৎসাহী

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের

উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে

দে এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস।

৬১ নং আহীরীটোলা স্ট্রীট — কলিকাতা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

বিরাটপর্বের সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
বাস-বর্ণন	৩	অৰ্জুনের রণসজ্জা	৪২
পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা	ঐ	দুর্যোধনের বক্তৃতা	৪৪
পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট-সভায় প্রবেশ	৭	কর্ণের আশ্বস্তাঘা	ঐ
বিরাটপুরে দ্রোপদীর প্রবেশ ও বিরাটরানীর		কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা	৪৫
সহিত কথোপকথন	৯	অশ্বখামা কর্তৃক কর্ণের ভৎসনা	ঐ
দ্রোপদীর রূপ-বর্ণন	ঐ	দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগ্বিতণ্ডা ও ভীষ্ম	
দ্রোপদীর সহিত শ্রুদেষ্ণার কথোপকথন	১০	কর্তৃক সান্বনা	৪৬
শঙ্কব যাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ	১১	অৰ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন	
দ্রোপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও		মোচন	৪৭
মিলন বাঞ্ছা ।	১২	অৰ্জুন কর্তৃক উত্তরের নিকট কুরুসৈন্যের	
ভীমের সহিত দ্রোপদীর কীচক-বধেব		পরিচয় প্রদান	৫০
মন্ত্রণা	১৬	অৰ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন	ঐ
কীচক-বধ	১৮	সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন	৫৩
কীচকের শবদাহে তাহার উনশত ভ্রাতার		অৰ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও	
মৃত্যু ও দাহ	২০	পলায়ন	৫৪
দ্রোপদীকে দেখিয়া পুরজনের ভয়	২১	দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভব	ঐ
পাণ্ডবান্নৈর্গার্থ দুর্যোধনের চর প্রেরণ	২২	অশ্বখামার যুদ্ধ	৫৬
গোপ্রহার্ণে সুশম্মা রাজার যাত্রা	২৫	কর্ণের পুনঃ যুদ্ধ ও পলায়ন	ঐ
ভীম কৃত্তক সুশম্মার পরাজয় ও বিবাতের		ভীষ্মের যুদ্ধ ও পলায়ন	৫৮
বন্ধন মুক্তি	২৭	দুর্যোধনের সহিত অৰ্জুনের যুদ্ধ ও কুরু-	
উত্তর গোপ্রহা কুরুসৈন্যেব গমন ও		সৈন্যের মোহ	৬০
গোহরণ	২৮	রণভূমে চামুণ্ডার আগমন	৬১
কুরুসৈন্যেব সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন	৩১	দুর্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের	
অৰ্জুনেব প্রতি কৌরবদিগের অনুমান	৩২	নানা দুরবস্থা	৬২
উত্তরেব ভয় ও অৰ্জুন কর্তৃক আশ্বাস	৩৩	শমীবৃক্ষতলে অৰ্জুনের পর্ক বেষ ধারণ	৬৫
কৌরবগণেব অৰ্জুন-বিষয়ক পরস্পর তর্ক	৩৪	বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের	
অৰ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে		সহিত পাশাক্রীড়া	ঐ
গমন ও উত্তরের অন্ত্র-বিষয়ে প্রশ্ন	৩৫	বিরাট রাজার নিকট উত্তর গোপ্রহাের যুদ্ধ	
অৰ্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ		বিবরণে উত্তরের কলিত বচন	৬৭
কুন্তীব শিবপূজা লইয়া বিবোধ	৩৭	বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির বাজা হওন,	
অৰ্জুনের বীভৎসু নামের দিবরণ	৩৯	অজ্ঞাতবাস-মোচন ও বিরাটেব সহিত	
ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য	৪০	পরিচয়	ঐ
অৰ্জুনের ক্রীবেদেব বিবরণ	৪১	উত্তরার সহিত অভিমত্ভার বিবাহ	৭১

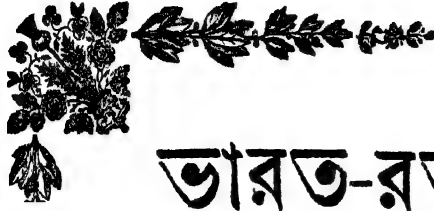


ফরাসৈন্য দৃষ্টে উত্তরের ভয় ও অজ্ঞান কর্তৃক আশ্বাস ।

বাস্তব হয়ে রাজসুত অর্জুনের বলে ।
কেমনে চালাই রথ কোথায় আনিলে ?

* * * * *

কহ বৃহন্নলে ! কিবা তব মনে আসে ।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে ?



ভারত-রত্ন ।



বিরাটপর্ব ।



“নাভাষণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমং ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাস-বর্ণন ।

পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের

মন্ত্রণা ।

বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্বিতিলক ।
 মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক ॥
 বেদশাস্ত্র-পরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর ।
 নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল শরীর ॥
 কনকাত জটাতার শিরে শোভা করে ।
 প্রচণ্ড শরীর পরিধান বাঘাম্বরে ॥
 নয়ন যুগল দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির ।
 পদযুগে কত মণি শোভে নখশির ॥
 ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ ।
 যাঁহার কমলমুখে হয়েছে নির্মাণ ॥
 ত্রিকুষের লীনা আর বেদ চারি খান ।
 থাক যজু সাম আর অথর্ব বিধান ॥
 মৎস্কান্দাগর্ভে যাঁর স্বীপেতে উৎপত্তি ।
 বাল্যকালাবধি যাঁর তপশ্চা সম্পত্তি ॥
 প্রণতি করিয়া তাঁর চরণপঙ্কজে ।
 পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে ॥
 বেদ রামায়ণ আর পুরাণ ভারতে ।
 লিখিতে যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে ॥
 সর্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃপুনঃ ।
 আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ ॥

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন ।
 ছুর্যোধন-ভয়ে পূর্বে পিতামহগণ ॥
 বিরাটনগর-মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে ।
 বৎসরেক অতিপাত হ'ল কোনমতে ॥
 কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ ।
 দ্বাদশ বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ ॥
 পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী সহিত ।
 বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধোম্য পুরোহিত ॥
 বলেন সবার প্রতি ধর্মের তনয় ।
 সবে জান পূর্বে যাহা হইল নির্ণয় ॥
 দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত বৎসর ।
 অজ্ঞাত রহিব কোথা পঞ্চ সহোদর ॥
 বরষ মধ্যেতে যদি প্রকাশিত হ'ব ।
 পুনশ্চ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাব ॥
 বিচারিয়া কহ ভাই ইহার বিধান ।
 অজ্ঞাত থাকিব এক বর্ষ কোন স্থান ॥
 সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাত ।
 বিচারিয়া যুক্তি কহ আমার সাক্ষাত ॥
 এত শুনি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া ।
 তোমা আর পার্থবীরে উপেক্ষা করিয়া ॥

মোর আগে কে যুকিবে পৃথিবীর মাঝ ।
 হেন জন চক্ষে নাহি দেখি মহারাজ ॥
 মৃত্যুসম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর ।
 তোমার নিয়মে বঞ্চিলাম নৃপবর ॥
 পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি ।
 তুমি যেই পথে যাবে সনে সেই পথি ॥
 কহিলেন ধর্মরাজ দ্বিজগণ প্রীতি ।
 সবে জান আমাকে যা কৈল কুরূপতি ॥
 অজ্ঞাত থাকিব এক বরষ লুকায়ে ।
 ততদিন যথা স্থানে সবে রহ গিয়ে ॥
 মেলানি করিয়া দ্বিজগণে নৃপমণি ।
 পড়িলেন মুচ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী ॥
 বিধাতা করিল মোরে এমত কুদিন ।
 মৃত্যু সম নির্বাহিব ব্রাহ্মণ বিহীন ॥
 ভ্রাতৃগণ ধোম্য আদি যত দ্বিজ আর ।
 রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার ॥
 বিপদ কালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে ।
 ধীর হলে শত্রুগণে বিজয় করিবে ॥
 বড় বড় রাজগণ বিপদে পড়িয়া ।
 পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া ॥
 অমুরের ভয়ে ইন্দ্র রহেন লুকায়ে ।
 বলিরে ছলিল হরি বামন হইয়ে ॥
 প্রকার করিয়া ইন্দ্র অমুরে মারিল ।
 কার্ত্তমধ্যে থাকি অগ্নি খাণ্ডব দহিল ॥
 তুমিহ এখন রাজা বুঝ কালগতি ।
 ধৈর্য্যধরে পুনরপি শাস বসুমতী ॥
 এত বলি শান্ত করি তুলিল রাজায় ।
 আশীর্ব্বাদ করি তবে দ্বিজগণ যায় ॥
 তবে ধর্মরাজ সব ভ্রাতৃগণ লয়ে ।
 এক ক্রোশ দূরে যান সে বন ছাড়িয়ে ॥
 জিজ্ঞাসেন ধর্মরাজ ভ্রাতৃগণ প্রীতি ।
 কোথায় অজ্ঞাতরূপে করিবে বসতি ॥
 রম্যদেশ দেখি সবে রব গুপ্তবেশে ।
 এক স্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে ॥
 এত শুনি সবিনয়ে কহে ধনঞ্জয় ।
 ধর্মের ব্যয়েতে রাজা নাহি কোন ভয় ॥

অজ্ঞাত রহিব সবে কে পাবে নির্ণয় ।
 দেশ নাম কহি রাজা যথা মনে লয় ॥
 পাঞ্চাল বিদর্ভ মৎস্য বাহ্লীক যে শাল্ব ।
 মগধ কলিঙ্গ শূরসেন কাশীমল্ল ॥ (১)
 এই সব দেশ তব যথা লয় মনে ।
 অজ্ঞাতে বঞ্চিব তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥
 রাজা বলে মৎস্যদেশে বিরাট নৃপতি ।
 সত্যশীল শান্ত ধর্মশীল মহামতি ॥
 তথায় বঞ্চিতে মন হতেছে আমার ।
 তোমা সবাচার চিন্তে কি হয় বিচার ॥
 সবারে দেখিব সবে থাকিব গুপ্তেতে ।
 অন্য জন কেহ যেন না পারে লক্ষিতে ॥
 রুকোদর কহে তবে চাহিয়া রাজায় ।
 কহ কোন বেশে রাজা বঞ্চিবে তথায় ॥
 নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম নহে কোন ক্লেশ ।
 বিচারিয়া নরপতি কহ উপদেশ ॥
 ইহা সম দুঃখ আর নাহিক রাজন ।
 রাজা হয়ে পরবশ পরের সেবন ॥
 মহাপাপে দুঃখ যথা পায় পাপিগণ ।
 কোন কর্ম্মে নির্বাহিবে বলহ রাজন ॥
 রাজা বলে কহি আমি বঞ্চিব যেমতে ।
 ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাটসভাতে ॥
 বলাইব কঙ্ক নাম পাশ্চায় পণ্ডিত ।
 ব্রহ্মচর্য্য ধর্মশাস্ত্র জানি সর্ব্বনীত ॥
 মণি রত্ন যত আছে জানি তার মূল্য ।
 যুধিষ্ঠিরের সুহৃদ ছিনু প্রাণ তুল্য ॥
 কহিয়া শাস্ত্রের কথা তুমিহ রাজারে ।
 এ রূপে বঞ্চিব ভাই বিরাট নগরে ॥
 ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম্ম নরনাথ ।
 কহ ভাই কোন বেশে বঞ্চিবে অজ্ঞাত ॥
 পদ্ম পুষ্পহেতু গন্ধমাদন পর্বতে ।
 নীরাক্ষসা হ'ল ক্ষিতি তোমার ক্রোধেতে ॥
 হিড়িম্বক বক জটাসুর কির্ম্মীরাদি ।
 নিদ্রণ্টক কৈলে মারি সাগর অবধি ॥
 কিকূপে বঞ্চিবে ভাই বিরাট নগরে ।
 এত শুনি কহে ভীম ধর্ম্মের গোচরে ॥

বলব নামেতে আমি হ'ব নৃপকার ।
 রক্ষন করিতে নাহি সমান আমার ॥
 পরিচয় দিয়া তেজ দেখাব রাজনে ।
 মল্লযুদ্ধে হারাইব যত মল্লগণে ॥
 রঘ ব্যাঘ্র সিংহ মেঘ মহিষ কুঞ্জর ।
 ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর ॥
 যুদ্ধিষ্ঠির-গৃহে পূর্বে ছিনু নৃপকার ।
 কৌতুকে রাখেন মোরে রাজা দয়াধার ॥
 এত বলি পরিচয় দিব বিরাটেরে ।
 শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত রাজা যুদ্ধিষ্ঠিরে ॥
 অর্জুনে চাহিয়া বলিলেন নৃপবর ।
 কহ ভাই কিবা রূপে বঞ্চিব বৎসর ॥
 অগ্নিরে নীরোগী কৈলে জিনি পুরন্দর ।
 জিনিলে বাহুর বলে ধরা একেশ্বর ॥
 দেব মধ্যে ইন্দ্র যথা দানবেতে বলি ।
 ত্রিভুবনে পূজ্য যথা রুদ্রেতে কপালী ॥
 আদিভোতে বিষ্ণু যথা স্থির মেরুবত ।
 গ্রহমধ্যে চন্দ্র যথা গজে ঐরাবত ॥
 ঋষিমধ্যে শুদ্ধ যথা শুকদেব মুনি ।
 আয়ুধেতে বজ্র যথা শব্দে কাদম্বিনী ॥
 তাদৃশ পাণ্ডবমধ্যে অর্জুন প্রধান ।
 পরাক্রমে তুল্য বাসুদেবের সমান ॥
 ত্রিভুবনে বিস্তারিত যার রূপ গুণ ।
 কি মতে লুকাবে ভাই এমত অর্জুন ॥
 ছুই হস্তে ধনুগুণ-ঘর্ষণের চিহ্ন ।
 কিমতে লুকাবে ভাই সবাসাচী ভিন্ন ॥
 অর্জুন বলেন দেব আছয়ে উপায় ।
 নপুংসকবেশে আমি আচ্ছাদিব কায় ॥
 ছুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ-আচ্ছাদনে ।
 মস্তকে ধরিব বেণী কুণ্ডল শ্রবণে ॥
 রাজা জিজ্ঞাসিলে দিব এই পরিচয় ।
 পূর্বেতে ছিলাম আমি পাণ্ডব-আলয় ॥
 রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্তক ।
 নৃত্যগীতে বিজ্ঞ আমি জাতি নপুংসক ।
 শিখাইতে পারি আমি অস্ত্র-পুর-বালা ।
 এই বৃত্তি জানি আমি নাম বৃহন্নলা ॥

নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ।
 কহ ভাই লুকাইবে কিমত উপায় ॥
 দুঃখক্লেশ নাহি জান অতি সুকুমার ।
 বালকের প্রায় ভাই পালিত আমার ॥
 ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর ।
 ভাতৃগণ প্রাণ তুল্য গুণের সাগর ॥
 নকুল বলিল দেব কর অবধান ।
 এই পরিচয় দিব বিরাটের স্থান ॥
 অশ্ববৈত্ৰ নাহি কেহ আমার সমান ।
 অশ্বের চিকিৎসা জানি ঐন্দ্রিক আখ্যান ॥
 কড়িয়ালি দিব আমি যে ঘোড়ার মুখে ।
 কোনকালে তার দুঃখভাব নাহি থাকে ॥
 এইরূপে গুণ করি আপনার কায় ।
 বৎসরের মহারাজ বঞ্চিব তথায় ॥
 তবে জিজ্ঞাসেন রাজা সহদেব প্রতি ।
 বিবিধ বিচারে বিজ্ঞ বুদ্ধে রহস্পতি ॥
 জননী কুন্তীর সদা অতি প্রিয়তর ।
 কিমতে বঞ্চিব ভাই অজ্ঞাত বৎসর ॥
 সহদেব কহে তবে শুন নৃপবর ।
 বিরাট রাজার গবী আছে বহুতর ॥
 গোধন রক্ষক হ'ব জাতি যে গোয়াল ।
 মৎস্যদেশে বলাইব নাম তন্ত্রিপাল ॥
 দ্রৌপদীরে কহে তবে নৃপতি কাতর ।
 কিমতে বঞ্চিব রুঞ্চা অজ্ঞাত বৎসর ॥
 রাজকন্যা রাজপত্নী দুঃখিনী আজন্ম ।
 কিছু নাহি জানে রুঞ্চা স্ত্রীলোকের কর্ম্ম ॥
 পুষ্পমাল্য আভরণ তার নাহি সয় ।
 কিরূপে অধীনা হয়ে রবে পরালয় ॥
 প্রাণাধিক প্রিয়তর দেখি অনুক্ষেপে ।
 পর-আজ্ঞা বহনেতে বঞ্চিব কেমনে ॥
 রুঞ্চা বলে তাপ রাজা না করিহ মনে ।
 যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাটভবনে ॥
 তোমা সবাচার মনে নাহি হবে দুঃখ ।
 সদাই দেখিব সবে সবাচার মুখ ॥
 বিরাট রাজার রাণী সুদেবী নামেতে ।
 তার স্থানে বৎসরের বঞ্চিব অজ্ঞাতে ॥

তারে কব সৈরিন্দ্রীর কৰ্ম আমি জানি ।
 শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী ॥
 এত শূনি ছুঁচিঁত ধর্মের নন্দন ।
 অগ্নিহোত্র ধোম্য-হস্তে করেন অর্পণ ॥
 আছিল যতেক দাস দাসী দ্রোপদীর ।
 পাঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দেন যুধিষ্ঠির ॥
 ইন্দ্রসেন আদি করি যতেক সারথি ।
 রথ লয়ে সবে চলি যাও দ্বারযতী ॥
 পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবে সবারে ।
 না জানি কোথায় গেল পঞ্চ সহোদরে ॥
 কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কাননে ।
 আমা সব ছাড়ি কোথা পশিল নির্জনে ॥
 তবে ধোম্য কহিলেন বহু উপদেশ ।
 অজ্ঞাত সময়ে হ'তে পারে নানা ক্লেশ ॥
 যদি অপমান করে তাহা সম্মরিবে ।
 যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবে ॥
 ক্ষত্রমধ্যে অগ্নিসম তোমা পঞ্চ জনে ।
 সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে ॥
 গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে থাক ভালমতে ।
 রাজসেবা করি সদা রবে রাজ-নীতে ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য শয়ন ।
 বিশ্বাস করিবে নাহি নৃপে কদাচন ॥
 রাজার সম্মুখে আর পশ্চাতে না রবে ।
 তাঁর বাম পাশে' কিম্বা দক্ষিণে থাকিবে ॥
 কোন কার্য্য হেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে ।
 আপনার প্রাণপণে করিবে সম্মরে ॥
 অন্তঃপুর-নারীসহ না কহিবে কথা ।
 মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্বথা ॥
 হরষেতে মত্ত নাহি হবে কদাচন ।
 রাজা সনে না কহিবে রহস্য বচন ॥
 সন্নিহিতে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে ।
 লাভালাভ না বিচারি আজ্ঞায় করিবে ॥
 ভাতৃ বন্ধু পুঞ্জ নাহি নৃপতির প্রীত ।
 সেই সে আপন কৰ্ম্ম করে মনোনীত ॥
 আমি কি কহিব তুমি জানহ সকলে ।
 কাল কাটি পুনরপি আসিও কুশলে ॥

এত শূনি উঠি তবে ভাই পঞ্চজন ।
 প্রদক্ষিণ করি ধোম্যে চলেন তখন ॥
 কাম্য-বন ছাড়ি যান যমুনার পার ।
 বামেতে শালের দেশ দক্ষিণে পাঞ্চাল ॥
 শূরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ ।
 পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ ॥
 মৎস্যদেশ ছাড়ি গেল ধোম্য তপোধন ।
 শ্রমযুক্তা হয়ে কৃষ্ণ বলেন বচন ॥
 চলিবার শক্তি আর নাহিক নৃপতি ।
 আজি নিশি এই ঠাই করহ বসতি ॥
 নিকটে না দেখি দূরে বিরাটনগর ।
 কালি প্রাতে গুপ্তভাবে যাব নৃপবর ॥
 নৃপতি বলেন কালি হইব অজ্ঞাত ।
 অনর্থ ঘটবে হ'লে লোকেতে বিদিত ॥
 পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্মের তনয় ।
 দ্রোপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয় ॥
 আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে ।
 ঐরাবত-স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে ॥
 নগর বিরাট আছে অতি অগ্নি দূর ।
 হেনকালে বলিলেন ধর্মের ঠাকুর ॥
 সশস্ত্র নগরে যদি করিবে প্রবেশ ।
 দৃষ্টিমাত্রে সর্বলোক চিনিবে বিশেষ ॥
 বাল রুদ্ধ যুবা জানে গাণ্ডীব বিখ্যাত ।
 হেন স্থানে রাখ যেন লোকে নহে জ্ঞাত ॥
 অর্জুন বলেন এই দৈখ শমীক্রম ।
 ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশিছে ব্যোম ॥
 আরোহিতে না পারিবে অশ্ব কোনজন ।
 ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন ॥
 অর্জুনের বাক্য রাজা করিয়া স্বীকার ।
 কহিলেন রাখ যেন না হয় প্রচার ॥
 তবেত গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ ।
 গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ ভূণ ॥
 বসন আচ্ছাদি সব একত্র ছান্দিয়া ।
 রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্দিয়া ॥
 নিকটে তাহার ছিল যত গোপগণ ।
 সবাকারে পুনঃপুনঃ বলেন বচন ॥

পথেতে আসিতে রুদ্ধা জননী মরিল ।
 অগ্নির-সংযোগে রক্ষে স্থাপিত হইল ॥
 কুলক্রমাগত মম আছে এই পথ ।
 কিবা অগ্নি দহি কিবা করি এই মত ॥
 তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন ।
 জয়দ্বল পঞ্চ নাম গুণ্ডে রাখিলেন ॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট-সভায় প্রবেশ ।

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিকের সাজ ।
 সভামাঝে প্রথমতঃ যান ধর্মরাজ ॥
 যুধিষ্ঠির-রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্তপতি ।
 সভাজন প্রতি চাহি কেহ শীঘ্রগতি ॥
 এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার ।
 ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর ।
 ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥
 কাঞ্চন পর্কত যেন ভূমে শোভা পায় ।
 আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায় ॥
 ক্ষত্রিয়-লক্ষণ সর্ব ব্রাহ্মণের নয় ।
 রাজচক্রবর্তী প্রায় সর্বভোজোময় ॥
 যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে এথা ।
 ক্ষত্র হোক দ্বিজ হোক করিব সর্বথা ॥
 এত বিচারিতে উপনীত ধর্মরাজ ।
 কল্যাণ করিয়া দাগুইল সভামাঝ ॥
 নমস্কার করি মৎস্তপতি মৃদুভাবে ।
 বিনয়পূর্ব্বক ধর্মরাজাকে জিজ্ঞাসে ॥
 কে তুমি কোথায় বাস এলে কোথা হতে ।
 কোন কুল গোত্রে জন্ম কেমন বংশেতে ॥
 যে কাম্য তোমার মাগি লহ মম স্থান ।
 রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥
 তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয় ।
 যাহা মাগ তাহা দিব করেছি নিশ্চয় ॥
 এত শুনি কহিছেন ধর্ম-অধিকারী ।
 বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্ক নাম ধরি ॥
 যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু আমি সখা ।
 কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্ম একা ॥

শত্রু নিল রাজ্য বনে গেল পঞ্চ ভাই ।
 তাঁর সম লোক আমি চাহিরা বেড়াই ॥
 পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ ।
 এথা আসিলাম রাজা শুনি তব গুণ ॥
 এত শুনি মৎস্যরাজ বলেন হরিষে ।
 সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
 দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু
 রাজ্য ধর্ম তব করে সকল অর্পিনু ॥
 আমার সদৃশ হয়ে থাকহ সভায় ।
 সেবিবেক যত মন্ত্রী সদা তব পায় ॥
 এত শুনি বলিলেন ধর্মের নন্দন ।
 কিছু দ্রব্য মম কভু নাহি প্রয়োজন ॥
 হবিন্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে ।
 কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হন্তে ॥
 হেনমতে সেই স্থানে রহে যুধিষ্ঠির ।
 কতক্ষণে উপনীত রুকোদর বীর ॥
 হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতিগতি ।
 হেমন্ত পর্কত প্রায় কিবা যুথপতি ॥
 সভাতে প্রবেশে যেন বালসূর্য্যোদয় ।
 দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥
 রাজার সভাতে উপনীত রুকোদর ।
 জয় হোক বলি বীর তুলে ছুই কর ॥
 চতুর্কর্ণ-শ্রেষ্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ ।
 গুরু-উপদেশে পারি করিতে রত্নন ॥
 মম সম রত্ননেতে নাহি সূপকার ।
 মল্লযুদ্ধাভাস কিছু আছেয়ে আমার ॥
 এত শুনি মৎস্তপতি বলেন বচন ।
 সূপকার তোমারে না লাগে মম মন ॥
 কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি ।
 সর্বক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি ॥
 সূপকার-যোগ্য তুমি নহ কদাচন ।
 এত শুনি রুকোদর বলেন বচন ॥
 যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু সূপকার ।
 আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার ॥
 সিংহ ব্যাঘ্র বুঘ আর মহিষ বারণ ।
 যাহা সহ যুঝাইবে দিব আমি রণ ॥

মল্লযুদ্ধে আমি সম নাহিক মানুষে ।
 আমারে পুষিল রাজা কৌতুকবিশেষে ॥
 বলব আমার নাম থুল ধর্মরাজ ।
 তাঁহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝে ॥
 বিরাট কহিল ইথে নাহিক সংশয় ।
 তোমার এ সব কথা কিছু চিত্র নয় ॥
 পৃথিবী শাসিতে যোগ্য হইতেছ তুমি ।
 যে কামনা কর তুমি দিব তাহা আমি ॥
 আমার আগয়ে যত আছে সুপকার ।
 সবার উপরে তব হবে অধিকার ॥
 এত বলি পাকগৃহে ভীমে পাঠাইল ।
 এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল ॥
 তবে কতক্ষণে আসিলেন ধনঞ্জয় ।
 স্ত্রীবেশে কুণ্ডল শঙ্খ করেছে শোভয় ॥
 দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে ।
 ভূমিকম্প যেন মত্ত গজপদভরে ॥
 দূরে দেখি সভাসদে কহে মৎস্যপতি ।
 এই যে আসিছে যুবা ছদ্ম নারীজাতি ॥
 ইহারে কখন কেহ দেখেছ কি আর ।
 মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার ॥
 ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকৈ ।
 কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকৈ ॥
 অর্জুন বলেন আমি হই যে নর্তক ।
 যেই হেতু বল্লেখ্য আমি নপুংসক ॥
 নৃত্যগীতে মম সম নাহিক ভুবনে ।
 শিক্ষাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে ॥
 বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন ।
 এ কর্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন ॥
 এই যে স্ত্রীবেশ তুমি ভুবিয়াছ গায় ।
 তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায় ॥
 ভূতনাথ-অঙ্গে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল ।
 দিনকর-তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল ॥
 তোমার এ ভুজতেজ যে ধনু সহিল ।
 সে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল ॥
 পার্থ কহিলেন রাজা ধর্মের নন্দন ।
 তাঁর ভার্য্যা জৌপদীর ছিলাম গায়ন ॥

শক্র রাজ্য মিল তাঁরা প্রবেশিল বন ।
 এই হেতু তব রাজ্যে আসিনু রাজন ॥
 আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা ।
 নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা ॥
 রাজা বলে বৃহন্নলা রহ মম ঘরে ।
 সর্ব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে ॥
 ধন জন পুত্র দারা রাখ এই পুর ।
 প্রজতুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর ॥
 উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে ।
 নৃত্য গীতে বিশারদা করহ সবারে ॥
 এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল ।
 এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল ॥
 নকুল ক্ষণেক পরে করে আগমন ।
 দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখেন রাজন ॥
 মেঘ হতে মুক্ত যেন হন শশধর ।
 সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধবাড়ি কর ॥
 ছুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ ।
 মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ ॥
 প্রণমিয়া দাপ্তাইল রাজসভাতলে ।
 কোমল মধুর ভাষে নৃপতিরে বলে ॥
 অশ্ব-চিকিৎসক নাম গ্রন্থিক আমার ।
 জীবিকার্থে আসিলাম আপন আগার ॥
 রাজা বলে এলে তুমি কোন দেশ হতে ।
 দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মোর চিতে ॥
 নকুল বলিল কুরু ধর্মের নন্দন ।
 লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন ॥
 সব অশ্ব পালিবারে মোরে নিয়োজিল ।
 আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হ'ল ॥
 কড়িয়ালি দেই আমি যে ঘোড়ার মুখে ।
 কোনকালে তার ছুঁইতাব নাহি থাকে ॥
 রাজা বলে মম যত আছে অশ্বগণ ।
 সকলি রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ ॥
 নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন ।
 কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন ॥
 তরুণ অরুণ যথা উঠে পূর্বভিতে ।
 অগ্নিশিখা যেন বজ্রে দেখি আচম্বিতে ॥

গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ ।
 গোপুচ্ছ ছান্দন দড়ি আছয়ে বিশেষ ॥
 রাজা সহ সবিস্ময় যত সভাজন ।
 প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন ॥
 জীবিকার্থে আসিলাম তোমার নগর ।
 গবী রক্ষা হেতু মোরে রাখ নরবর ॥
 আমার রক্ষণে গবী ব্যাধি নাহি জানে ।
 ব্যাঘ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে ॥
 বিরাট বলিল ইথে তুমি যোগ্য নহ ।
 কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি कह ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্তি ।
 বুদ্ধি পরাক্রমে বুঝি রাজচক্রবর্তী ॥
 রহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাব ।
 খজ্ঞধারী হস্ত তব পদ্মধারী পাশ ॥
 সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন ।
 তাঁহার যতেক গবী লোকে অগণন ॥
 করিতাম সেই সব গোপন পালন ।
 মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন ॥
 আর এক মহৎ কৰ্ম্ম জানি নরনাথ ।
 ভবিষ্যৎ ভূত বর্তমান মম জ্ঞাত ॥
 পৃথিবী-ভিতরে নৃপ যত কৰ্ম্ম হয় ।
 গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয় ॥
 ধৰ্ম্মরাজ-সভাতলে ছিনু চিরকাল ।
 যুধিষ্ঠির মোরে' নাম দিল তত্ত্বিপাল ॥
 রাজা বলে যত বল সম্ভবে তোমা'রে ।
 যে কাম্য তোমার থাকে লহ মোর পুরে ॥
 যত মম আছে গবী আর রক্ষীগণ ।
 তোমা'রে দিলাম সব করহ পালন ॥
 এমত कहিয়া সহদেবে মহামতি ।
 পঞ্চ জনে বাঞ্ছা মত দেন নরপতি ॥
 মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহেন গোপনে ।
 অন্তর্গিরি মধ্যে যেন সমস্ত করিণে ॥
 রহিল অনল যেন ভস্মমধ্যে লুকি ।
 কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিরাটপুরে দ্রোপদীর প্রবেশ ও
 বিরাট-রানীর সহিত
 কথোপকথন ।

তবে কতক্ষণে ক্লষণ প্রবেশে নগরে ।
 চতুর্দিকে নরনারী ধায় দেখিবারে ॥
 ক্রোশেতে ক্লান্ত মুখ দীর্ঘ-মুক্তকেশা ।
 পিঙ্কন মলিন জীর্ণ সৈরিক্মীর বেশা ॥
 পুন্ঃপুনঃ জিজ্ঞাসয়ে যত নারীগণ ।
 কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ ॥
 তোমার কপের সীমা বর্ণনে না যায় ।
 কিন্নরী অপ্সরী দেবকন্যা অভিপ্রায় ॥
 সবারে প্রবোধি ক্লষণ বলে এই বাণী ।
 সৈরিক্মীর কৰ্ম্ম করি নরজাতি আমি ॥
 এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী ক্লষণ ।
 প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেবী ॥
 কেকের রাজার কন্যা বিরাট-মহিষী ।
 ক্লষণে আনিতে শীঘ্র পাঠালেন দাসী ॥
 আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী ।
 অন্তঃপুরে লয়ে গেল যথা রাজরাণী ॥
 শত শত রাজকন্যা সুদেবী বেষ্টিত ।
 দ্রোপদী'রে হেরি সবে ইহল লজ্জিত ॥
 নাকে হস্ত দিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ।
 স্তব্ধ হয়ে অনুমান করে মনে মন ॥
 কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী ।
 দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী ॥
 মহাভারতের কথা সুধা হতে সুধা ।
 সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা ॥
 কাশীরাম দাস করে নতি সাধুজনে ।
 পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে ॥

দ্রোপদীর রূপ-বর্ণন ।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
 সাবিত্রী কি ব্রজার গৃহিণী ।
 রোহিণীচন্দ্রেররামা, রতিসতীতিলোত্তমা,
 কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥

তোমার অঙ্গের আভা, স্নান করিলে কসভা,
 তারা যেন চন্দ্ৰের উদয়ে ।
 তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে তাঁখি,
 ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে ॥
 শশী নিম্নি মুখপদ্ম, কেন করিয়াছ ছদ্ম,
 এ বেশ তোমার নাহি শোভে ।
 পেয়ে তব অঙ্গপ্রাণ, ত্যজিয়া কুমুদোদ্যান,
 অলিরূপে ধায় মধুলোভে ॥
 মৃগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হতে তীক্ষ্ণ,
 বাজিলে মরিবে কামরিপু ।
 কণ্ঠ ভব কন্থু জিনি, ওষ্ঠ পক্ক বিষয় গণি,
 পঞ্চশির লিপ্ত তব বপু ॥
 রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
 রক্তযুক্ত অরুণ অধর ।
 শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
 ভুজয়ুগ জিনি বিষধর ॥
 তোমার নিতম্ব কুচে, গগননিবাসী ইচ্ছে,
 মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ ।
 কিবা পূর্ণ কাদম্বিনী, কিবা চারুচকোরিণী,
 মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ ॥
 হের দেখ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে,
 লম্বিত হইল শাখা সহ ।
 কিদেবী নামিলে ভূমি, কিহেতু ভ্রমহ ভূমি,
 না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ ॥
 তব অঙ্গযোগ্য পতি, মানুষে না দেখিসতি,
 বিনা দেব দিকপালগণ ।
 তব অঙ্গ দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
 পুরুষ না জীয়ে কদাচন ॥
 সুদেষ্ণার বাক্য শুনি, মধুর কোমলবাণী,
 সবিনয় বলেন পার্শ্বতী ।
 না দেবীগন্ধর্বা আমি, মানুষী নিবসি ভূমি,
 ফলাহারী সৈরিন্দ্রীর জাতি ॥
 রাণীদয়া করি মোরে, রাখহ আপন স্বরে,
 সেবা করি রহিব তোমার ।
 না ছোঁব উচ্ছিক্ত হাত, না দিব চরণে হাত,
 এই মাত্র নিয়ম আমার ॥

প্রবালমুকুতা পাতি, ভালজানি নিত্যগাঁথি,
 পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ ।
 সিন্দূর কজ্জল আদি, রত্ন আভরণ বিধি,
 বিচিত্র জানি যে কেশবেশ ॥
 গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
 বহুকাল সেবিলাম তাঁকে ।
 আমার নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়া সখী,
 কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে ॥
 কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ, ইথেনা জানিহ আন,
 চিরকাল বঞ্চিলাম তথা ।
 রাজ্য নিল শত্রুগণ, পাণ্ডবেরা গেল বন,
 তেঁই আমি আসিলাম হেথা ॥
 বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাঁথা,
 সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ ।
 কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
 বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার
 কথোপকথন ।

রাণী বলে শুনি সতি তব ক্রপ দেখি ।
 স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি তাঁখি ॥
 নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে ।
 না হবে আমার শক্তি নিবারিতে তাঁরে ॥
 তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে ।
 আমি উদাসীনা হ'ব তোমা রাখি ঘরে ॥
 আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে ।
 কক্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে ॥
 এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণায় ।
 অন্য ছুটি স্ত্রীর সম না ভাব আমায় ॥
 বিরাট হউন কিম্বা আর অন্য জন ।
 পাপচক্ষে চাহিলে না জীবে কদাচন ॥
 পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন ।
 অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন ॥
 থাকুক স্পর্শন যদি দেখে পাপচক্ষে ।
 দেবতা হলেও মৃত্যু জেনো তার পক্ষে ।
 দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামীগণ ।
 না বাঁচিবে যে আমারে করিবে চালন ।

দয়া করি মোরে যদি রাখ গুণবতী ।
 পশ্চাতে জানিবে তুমি আমার প্রকৃতি ॥
 না লব উচ্ছিন্ন আর না ছাঁব চরণ ।
 পুরুষের পাশে নাহি পাঠাবে কখন ॥
 সুদেষণ বলিল যদি তোমার এ রীতি ।
 যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতি ॥
 সুদেষণার বাক্য শুনি কৃষ্ণ হৃষ্টমনে ।
 রহিলেন মনসুখে বিরটিভবনে ॥
 সেবায় হইল বশ বিরটিের রাণী ।
 সুশীলে করিল বশ যতেক রমণী ॥
 বিরটিের সভাপতি ধর্মের নন্দন ।
 ধর্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন ॥
 সপুত্রোতে আনন্দিত মৎস্য-অধিকারী ।
 অনুক্ষণ ধর্ম সহ খেলে পাশাসারি ॥
 পাশায় জিনিয়া ধর্ম অনেক রতন ।
 নিভূতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ ॥
 ভীমের রক্ষনে তুষ্ট হলেন রাজন ।
 বশ হ'ল যত জন করিল ভোজন ॥
 মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন ।
 অর্পণ করেন ভীমে বনক রতন ॥
 অর্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাজারস ।
 অহঃপুরনারীগণ সবে-হ'ল বশ ॥
 বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমন ছিল ।
 নকুলের করম্পর্শে সবে শান্ত হ'ল ॥
 গবীগণ বৃদ্ধি পায় হয় ক্ষীরবতী ।
 সহদেবগুণে বশ হন মৎস্যপতি ॥
 পাণ্ডবের গুণে বশ মৎস্যদেশ হ'ল ।
 এইরূপে চারি মাস ক্রমেতে কাটিল ॥

— শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ ।

পূর্বাঙ্গের কুলরীতি আছে মৎস্যদেশে
 শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে ॥
 করিল শঙ্করযাত্রা বিরটি রাজন ।
 নানাদেশ হতে আসে বহুসংখ্য জন ॥
 দ্বিজ আদি চারি জাতি নরনারীগণ ।
 নৃত্যগীতে মহোৎসব করে জনে জন ॥

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ ।
 হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোর নাদ ॥
 কৌতুক দেখেন তথা বিরটি রাজন ।
 পর্কত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ ॥
 মল্লগণমধ্যে এক মল্ল বলবান ।
 সর্বমল্লগণ করে যাহার বাখান ॥
 সর্বমল্লগণমধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ ।
 কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ ॥
 লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল ।
 অধোমুখ হয়ে কেহ উত্তর না দিল ॥
 ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি ।
 মোর সঙ্গে যুদ্ধে হেন দেহ নরপতি ॥
 যদি মল্ল দেহ রাজা গুণ গেয়ে যাব ।
 নাহি দিলে দেশে দেশে অখ্যাতি করিব ॥
 চিন্তিয়া বিরটি তবে করিয়া স্মরণ ।
 সুপকার বল্লবেরে ডাকেন তখন ॥
 বিরটি বলেন তুমি কহিয়াছ পূর্বে ।
 এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে ॥
 এ মল্ল সহিত যদি পার যুদ্ধিবারে ।
 তোমারে তুষিব আমি রাজ ব্যবহারে ॥
 ভীম বলে নরপতি জানহ আপনে ।
 যতেক কহিনু পূর্বে উদর ভরণে ॥
 সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে ।
 এ মল্ল সহিত তবে যুদ্ধাহ আমারে ॥
 মহাবলবান মল্ল পর্কত আকার ।
 পেটার্থী ব্রাহ্মণ জাতি হই সুপকার ॥
 এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম ।
 দ্বিজবধ-ভয় নাহি কর পরিণাম ॥
 শুনিয়া নিঃশব্দ হন মৎস্যের ঈশ্বর ।
 কতক্ষণে কক্ষ তবে করেন উত্তর ॥
 যার যে আশ্রমে থাকে পণ্ডিত সুজন ।
 যথাশক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন ॥
 পুনঃপুনঃ মল্লগণ বলিছে রাজারে ।
 রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে ॥
 রাজার সন্তোষ কর দেখুক সকলে ।
 একবার মল্ল সহ যুদ্ধ কুতূহলে ॥

যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বীর রুকোদর ।
 পুনরপি নৃপতিরে করেন উত্তর ॥
 তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে ।
 না জীবক মল্ল আজি পড়িল প্রসাদে ॥
 এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল ।
 ডাক দিয়া রুকোদর মল্লেরে কহিল ॥
 যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে যুদ্ধ কর আসি ।
 প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাহ প্রবাসী ॥
 ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল ।
 মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল ॥
 পর্ত্ত নাড়িতে কোথা বায়ুর শক্তি ।
 না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি ॥
 ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরে ছুই পায় ।
 অন্তরীক্ষে তুলিলেক ভ্রমাইয়া তায় ॥
 ক্ষুদ্র মীনে ধরি যথা গ্রাস করে নর ।
 আকাশে ঘুরায় যেন কুস্তকার চক্র ॥
 ঘূরাতে ঘূরাতে ত্যজে মল্ল নিজপ্রাণ ।
 ফেলাইয়া দিল ভীম যেন লতাখান ॥
 দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার ।
 বিরাট নৃপতি পান আনন্দ অপার ॥
 অনেক রতন ভীমে দিল নরপতি ।
 যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি ॥
 বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ ।
 রুকোদর সহ আসি সবে করে রণ ॥
 অনেক মরিল শুনি কেহ না আসিল ।
 বল্লবের পরাক্রমে রাজা বশ হ'ল ॥
 বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তিগণ ।
 কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ ॥
 নিম্নেঘেতে অনায়াসে মারে রুকোদর ।
 কৌতুকে দেখেন রাজা স্ত্রীরন্দ্র তিতর ॥
 এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল ।
 সানন্দ পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সহরী ।
 কাহার শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
 শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার ।
 অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার ॥

ভারত অবশে সর্বপাপের বিনাশ ।
 কাশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস ॥
 দ্রোপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ
 ও মিলন বাঞ্ছা ।
 জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর ।
 অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর ॥
 মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ ।
 একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত ॥
 সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণ করে অনুক্ষণ ।
 হেনমতে দেখ তথা-দৈবের ঘটন ॥
 কীচক নামেতে বিরাটের সেনাপতি ॥
 একদিন দ্রোপদীরে দেখিল চুম্বতি ॥
 দৃষ্টিমাত্রে কামবাণে হইল পীড়িত ।
 দ্রোপদীর সন্নিহিতে হ'ল উপনীত ॥
 বলিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে ।
 হের অবধান কর পূর্ণচন্দ্রাননে ॥
 অনিন্দিত অঙ্গ তব অনঙ্গমোহনী ।
 নিক্রপম রূপ তব প্রথম-যৌবনী ॥
 হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি ।
 এ রূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি ॥
 তোমার অঙ্গের শোভা সুরম্য লোভে ।
 এসব ভূষণ কি লো তব অঙ্গে শোভে ॥
 দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার ।
 কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার ॥
 গৃহ দারা পুত্র মম যুত ধন জন ।
 সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ ॥
 সহস্র সহস্র মোর আছে নারীগণ ।
 দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ ॥
 রত্ন-অলঙ্কার যত লোকমনোহর ।
 যথা ইচ্ছা-বিভূষণ পর কলেবর ॥
 রতন-মন্দিরে শয্যা রত্ন-সিংহাসন ।
 রত্ন-আভরণ পর শুনহ বচন ॥
 সবার উপরে তুমি হবে ঠাকুরাণী ।
 যদি না রাখহ ধনী অধীনের বাণী ॥
 এখন ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ।
 এই দেখ হইয়াছে কণাগত প্রাণ ॥

কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর ।
 ধর্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর ॥
 সৈরিন্দ্ৰী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী ।
 আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী ।
 এ সকল কহ নিজ কুলভার্যাগণে ।
 বংশরন্ধি হবে যাতে থাকিবে কল্যাণে ॥
 পরদারে লোভ কৈলে নাহিক মঙ্গল ।
 জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল ॥
 যতেক সুরূতি তার সব নষ্ট হয় ।
 পরশ করিতেমাত্র হয় আয়ুঃক্ষয় ॥
 পুঞ্জ দারা শোকে কষ্ট দরিদ্রলক্ষণ ।
 অম্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
 সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে ।
 কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে ॥
 পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে ।
 পাপদৃষ্টি মোর প্রতি কর কি কারণে ॥
 গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে ।
 কুটুম্ব সহিত তো'রে নিমেষে মা'রিবে ॥
 পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন ।
 অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন ॥
 কালরাত্রি পোহাইল আজিযে তোমারে ।
 তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিছ আমারে ॥
 তুমি যে এমত ভাষা আমারে কহিলে ।
 ধরিল যমের দূত আজি তো'র চুলে ॥
 সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন ।
 পরস্মী দেখিলে হেঁ ট করয়ে বদন ॥
 দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক ছুঃখিত ।
 কামবাণাঘাতে হয়ে অত্যন্ত পীড়িত ॥
 কীচকভগিনী বিরাতের রাজরাণী ।
 তার স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী ॥
 অচেতন অঙ্গ কম্প সঘনে নিশ্বাস ।
 কহিতে না পারে কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ ॥
 ভগিনী নিকটে যাহা বলা নাহি যায় ।
 কামে হতচিহ্ন হয়ে লজ্জা নাহি পায় ॥
 ভগিনী দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ ।
 যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥

সৈরিন্দ্ৰী আছয়ে যেই তোমার সদনে ।
 তাহারে আমারে আনি দেহ এইক্ষণে ॥
 না দিলে সোদর হত্যা হইবে তোমার ।
 এখনি জানিবে প্রাণ যাইবে আমার ॥
 মধুর বলিয়া তোষে বিরাতের রাণী ।
 কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী ॥
 দাসী ছার লাগি কেন তাজিবে জীবন ।
 দিবার হইলে আমি দিতাম এখন ॥
 অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ ।
 দুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন ॥
 চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে ।
 তব ভার্যা হতে তারে কহিব কেমনে ॥
 করিছে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ ।
 শান্ত হও তাজ ভাই সৈরিন্দ্ৰীতে মন ॥
 কীচক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার ।
 কাহার শক্তি হয় অগ্রেতে আমার ॥
 পঞ্চ গন্ধর্ব্বেরে রক্ষা করে বলি কয় ।
 সহস্র গন্ধর্ব্ব হলে নাহি করি ভয় ॥
 নন্দা-স্ত্রী-প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি ।
 নন্দা স্ত্রীলোকের ঠাই শুনিয়াছি আমি ॥
 ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হোক একান্তে পাইলে ।
 বিহার করিতে ইচ্ছা আমি জানি ভালে ॥
 মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন ।
 সেই মত সৈরিন্দ্ৰীরে কর অনুমান ॥
 যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি ।
 দাসী ছারে কর ভয় সোদরে অপ্রীতি ॥
 রাণী বলে যত কহ কামের বশেতে ।
 মোর বশ নহে কভু কহিব কি মতে ॥
 সৈরিন্দ্ৰী ইচ্ছিলে নিজ মরণ ইচ্ছিলে ।
 সে হেতু দুঃস্বপ্নে আজ ভয়ীকে পাঠালে ॥
 নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার ।
 যাহ শীঘ্র দ্রুতগতি আপন আগার ॥
 ভক্ষ্য ভোজ্য কর গিয়া আপনার ঘরে ।
 সৈরিন্দ্ৰী পাঠাব সুখা আনিবার তরে ॥
 শান্তি কথা সব তারে কহিবে প্রথম ।
 শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম ॥

এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন ।
 যা বলিল ভগ্নী তাহা করিল তখন ॥
 তবে কতক্ষণে বিরাক্টের পাটরাণী ।
 সৈরিক্তী ডাকিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
 ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত ।
 ভাতৃগৃহ হতে সুখা আনহ ত্বরিত ॥
 সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত ।
 ভয়েতে কাঁপেন কৃষ্ণা যেন রক্তাপাত ॥
 কৃষ্ণা বলে সূতপুত্র নির্লজ্জ দুৰ্ম্মতি ।
 তার পাশে যেতে মোরে না বলহ সতী ॥
 প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময় ।
 রাখিলে আপন গৃহে করিয়া অভয় ॥
 আপন বচন দেবী করহ পালন ।
 সুখা আনিবারে তথা যাক অশ্রু জন ॥
 আর কোন কর্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা ।
 অকর্তব্য হলে তাহা করিব সৰ্ব্বথা ॥
 শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার ।
 প্রেমিণী লোকের কেন এত অহঙ্কার ॥
 যথায় পাঠাব তথা করিবে গমন ।
 বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি বলি সে কারণ ॥
 যাহ শীঘ্রগতি সুখা আনহ ত্বরিতে ।
 এত বলি সুখাপাত্র তুলি দিল হাতে ॥
 এত শুনি দ্রোপদীর চক্ষে বহে নীর ।
 করযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির ॥
 সূর্য্য পানে চাহি দেবী করেন স্তবন ।
 ছঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥
 পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অশ্বে নাহি মতি ।
 কীচকের হাতে মোরে কর অব্যাহতি ॥
 মুহূর্ত্তেক সূর্য্যস্তব দ্রোপদী করিল ।
 কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষিণ দিল ॥
 কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক ।
 অলক্ষিতে যাহ সন্ধে রাক্ষস রক্ষক ॥
 ছঃখেতে আরক্তা যায় দ্রুপদনন্দিনী ।
 ব্যাধ স্থানে যেতে যথা ডরায় হরিণী ॥
 দূর হতে মূঢ়মতি দেখি দ্রোপদীরে ।
 প্রাসাদ হইতে ভ্রমে নামিল সন্মারে ॥

সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী ।
 কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী ॥
 আজি সুপ্রভাত মোর হইল রজনী ।
 তেঁই মোরে রূপা করি আসিলে আপনি ॥
 এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার ।
 দিব্য বস্ত্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কার ॥
 কৃষ্ণা বলে তব ভগ্নী হ'ল পিপাসিত ।
 সুখা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিত ॥
 কীচক বলিল কেন বলহ এমন ।
 তোমার আজ্ঞায় সুখা লবে অন্য জন ॥
 কষ্ট গেল শুভ তব হইল এখন ।
 সহস্র সহস্র দাসী সেবিবে চরণ ॥
 আসি বৈস তুমি এই রত্ন-সিংহাসনে ।
 ধরিতে চলিল এত বলি সেইক্ষণে ॥
 কীচকের ছুঁচোর দেখিয়া পার্শ্বতী ।
 ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি ॥
 অন্তঃপুরে গেলে ছুঁই করিবেক বল ।
 ভাবিয়া চলিল দৈবী রাজসভাস্থল ॥
 পাছু পাছু ধেয়ে যায় কীচক দুৰ্ম্মতি ।
 ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি ।
 সূর্য্য-অনুচর যেই অলক্ষিতে ছিল ।
 কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে পাড়িল ॥
 মূল কাটা গেলে যথা রক্ষ পড়ে তলে ।
 অচেতন হয়ে ছুঁই পড়িল ভুতলে ॥
 রাজা সহ পাত্র মিত্র বসেছে সভায় ।
 সবে দেখে দ্রোপদীরে প্রহারিল পায় ॥
 সভায় বসিয়াছিল বীর ব্রহ্মদর ।
 ছুঁই চক্ষু রক্তবর্ণ কল্পিত অধর ॥
 অলস্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি ।
 দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী ॥
 নয়ন যুগলে অধিকণা বাহিরায় ।
 ছুপাটা দশন চাপি উঠিল সভায় ॥
 সন্মুখে আছিল রক্ষ লইবারে যায় ।
 অনুমতি লইবারে ধর্ম পানে চায় ॥
 অকুলী নাড়িয়া ধর্ম চক্ষুতে চাপিল ।
 অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল ॥

স্বামীগণ সব বসি দেখে চারি পাশে ।
 উদ্ধ্বাসে কান্দে কৃষ্ণা কহে অর্জুনাশে ॥
 ধর্মাসনে বসি আছে মৎস্যের ঈশ্বর ।
 বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ষর ॥
 দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায় ।
 তোমা বিদ্যমান মোরে প্রহারিল পায় ॥
 দুই লোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি ।
 তবে অঙ্গকালে তারে দণ্ড দেয় বিধি ॥
 অনাথা দেখিয়া মোরে দুই ছুরাশয় ।
 চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্মভয় ॥
 ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ ।
 বলকাল বৈসে সেই ইন্দ্ৰের ভুবন ॥
 ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে ।
 অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তরে ॥
 দান যজ্ঞ আদি কর্ম সব ব্যর্থ যায় ।
 হেন নীতিশাস্ত্র আছে শাস্ত্রে হেন কয় ॥
 কীচক পাড়িয়াছিল হয়ে অচেতন ।
 সচেতন কর আজ্ঞা করিল রাজন ॥
 তাত প্রতি কহে তবে বিরাতনন্দন ।
 রাজধর্ম রাজা নাহি করিলে পালন ॥
 বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায় ।
 রাজদণ্ড নাহি দিলে চোর সভা প্রায় ॥
 সবাই অধর্মী বসিয়াছ যত জন ।
 ধর্মভয় নাহি তেঁই না কহ বচন ॥
 এত শুনি সছুত্তর করে মৎস্যভূপ ।
 পরোক্ষে দৌহার দ্বন্দ্ব না জানি কি রূপ ॥
 না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে ।
 কি হেতু তোমরা দ্বন্দ্ব কর দুই জনে ॥
 বিরাতের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী ।
 রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি ॥
 পদাঘাতে মৃতবৎ করে শক্রগণে ।
 দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে ॥
 সে সব জনের আমি মানসী মহিষী ।
 মৃতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি ॥
 যার ধনুর্ঘোষে তিন লোক কম্প হয় ।
 এক রথে যে করিল তিন লোক জয় ॥

তাঁর ভার্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ ।
 মৃতপুত্র দুই মোরে করে পদাঘাত ॥
 বল বৃদ্ধি তা সবার কোথাকারে গেল ।
 মোর এত অপমান নয়নে দেখিল ॥
 বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন ।
 ভাল কর্ম না করিল মৃতের নন্দন ॥
 সাক্ষাতে সৈরিন্দ্রী দেবকন্যা স্বকপিণী ।
 হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী ॥
 তবে ধর্ম কহিছেন কঙ্ক নামধারী ।
 সৈরিন্দ্রী না কর খেদ যাও অন্তঃপুরী ॥
 ধর্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে ।
 উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে ॥
 দেখিতেছে গন্ধর্বেরা তব পতিগণ ।
 সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন ॥
 কালেতে কীচকে তারা দণ্ডবে উচিত ।
 কীচক হইতে কিছু নাহি হও ভীত ॥
 দুখিনী সমান কেন কান্দহ সভায় ।
 আত্মপাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায় ॥
 কৃষ্ণা কহে সভাসদ কহিলে প্রমাণ ।
 আত্মপাপে দুঃখ মোর কে করিবে আন ।
 এত বলি দুই চক্ষু কেশেতে পুঁছিল ।
 কেশ ঘরিষণে যত শোণিত অবিল ॥
 ভর্তৃ-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণা যান অন্তঃপুরী ।
 যথায় আছে নারী কেকয়কুমারী ॥
 সুদেষ্ণার আগে দেবী কান্দিতে লাগিল ।
 শাঠ্যেতে সুদেষ্ণা তারে সন্ত্রমে পুছিল ॥
 কে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি ।
 সমূলে বিনাশ পাবে সেই দুইমতি ॥
 নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরিন্দ্রী-কপিণী ।
 জানিয়া কপট কেন কহ রাজরাণী ॥
 সুধা আনিবারে ভাতৃ গৃহেতে পাঠালে ।
 কত বা কহিব তাহা যত দুঃখ দিলে ॥
 রাজাসহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায় ।
 কেশে ধরি তব ভ্রাতা মারিল আমায় ॥
 যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুইমতি ।
 আজি কিস্তি কালি যাবে যমের বসতি ॥

আজি হতে ত্যক্ত আশা ত্রাতার জীবন
 করহ সামগ্রী তার আদ্বৈত কারণ ॥
 এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পাঞ্চালী ।
 জলে প্রবেশিয়া সব ধু(ই)ল রক্ত ধূলি ॥
 পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ ।
 বিধানে দ্রৌপদী তাহা করিল তখন ॥
 পুনঃপুনঃ কান্দে কৃষ্ণা নির্জ ছুঃখ স্মরি
 হেনমতে গেল তবে অর্জেক শরীরী ॥
 ক্ষুধা নিদ্রা নাহি দেবী করে অনুমান ।
 এ ছুঃখ সাগর হতে কে করিবে ত্রাণ ॥
 না পারিবে বৃকোদর বিনা অন্য জন ।
 চিস্তিয়া ভীমের পাশে করেন গমন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক-
 বধের মন্ত্রণা ।

বিরাট-রক্ষন-গৃহে ভীমের শয়ন ।
 নিদ্রা যান বৃকোদর হয়ে অচেতন ॥
 সঙ্কেতে বলেন দেবী চাপি ছুই পায় ।
 উঠ উঠ কত নিদ্রা যাহ মৃতপ্রায় ॥
 হীন জনে সাধ্যমত আপন ভার্য্যারে ।
 প্রাণপণে করি রক্ষা সঙ্কটেতে তারে ॥
 সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল ।
 সিংহের রমণী লৈতে শৃগালে ইচ্ছিল ॥
 চরণ চাপিতে ভীম হন জাগরিত ।
 দ্রৌপদী আতুরা দেখি উঠেন ত্বরিত ॥
 কহ ভদ্রে এত রাঁত্রে কেন আগমন ।
 ছুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন বদন ॥
 যে কথা কহিতে আছে শীঘ্র কহ মোরে ।
 কেহ পাছে দেখে শুনে যাহ নিজ ঘরে ॥
 ভীমবাক্য শুনি আরো বৃদ্ধি পায় ছুঃখ ।
 নয়নে সলিল পড়ে কৃষ্ণা অধোমুখ ॥
 ভীম বলে কহ প্রিয়ে কি হেতু শোচন ।
 কি ছুঃখ তোমার কহ করিব মোচন ॥
 এত শুনি সকলপণে বলেন পার্শ্বতী ।
 কি ছুঃখ শোচন যার যুধিষ্ঠির-পতি ॥

জানিয়া শুনিয়া মোরে পাঠাতেছ ঘরে ।
 আপনার কৰ্ম্ম কিবা বলিব তোমারে ॥
 হস্তিনায় দুঃশাসন যতেক করিল ।
 কুরুসভামধ্যে সবে বসিয়া দেখিল ॥
 একবস্ত্রপরিধানা আমি রজস্বলা ।
 কেশে ধরি আনিলেক করিয়া বিহ্বলা ॥
 অনন্তরে অরণ্যেতে ছুঁই জয়দ্রথ ।
 বলে ধরি লয়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত ॥
 দ্বাদশ বৎসর বনে ফল মূল খেয়ে ।
 মৎস্তদেশে স্তুদেশ্যর দাসী হৈলু গিয়ে ॥
 গৌরোচনা চন্দনাদি ঘষি নিরন্তর ।
 হের দেখ কলঙ্কিত হ'ল দুই কর ॥
 সে সব ছুঃখের কথা নাহি করি মনে ।
 তোমা সবা ছুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণে ক্ষণে ।
 বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্মতি ।
 সবার সাক্ষাতে মোরে মারিলেক লাথি ॥
 এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন ।
 এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ ॥
 রাজকন্যা হয়ে মোর সমান ছুঃখিনী ।
 স্বামীর জীয়ন্তে কেহ না দেখি না শুনি ॥
 আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে ।
 নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥
 কিম্বা বিধ খাই কিম্বা প্রবেশিব জলে ।
 প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে ॥
 নিত্য আসে দুরাচর আমার নিলয় ।
 মোর ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয় ॥
 সৈরিন্দ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস ।
 দিক্ মোর ছার প্রাণে আর কিবা আশ ॥
 হস্তস্থখে নরপতি দেবন খেলিল ।
 যাঁহার কৰ্ম্মেতে এত ছুঃখ উপজিল ॥
 এমন করেছে কোন রাজা কোন দেশে ।
 সবারূপে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে ॥
 কোটি কোটি গজ বাজী গবী অশ্ব বাস ।
 সব ত্যজি এবে হ'লে বিরাতের দাস ॥
 মূঢ় লোক থাকে যথা কৰ্ম্ম ধ্যান করি ।
 সেই মত বসি আছ নিল সব অরি ॥

নিরবধি সেবে দশ সহস্র সুন্দরী ।
 অতিথি সেবনে যার সহস্রেক নারী ॥
 যত অঙ্ক যত খঞ্জ আশ্রয়েতে থাকে ।
 লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া থাকয়ে সম্মুখে ॥
 ঘোর দ্বাতে হারিলেন এতেক সম্পদ ।
 এবে বিরাতের দাস পেয়ে কঙ্কপদ ॥
 অতুল গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয় ।
 এক রথে করিলেক ত্রৈলোক্য বিজয় ॥
 ইন্দ্র জিনি করিলেক অগ্নির তর্পণ ।
 দৈত্যে মারি নিষ্কণ্টক কৈল দেবগণ ॥
 বজ্রাঘাত ডাকে যার ধনুর নির্ঘোষে ।
 কন্যাগণ-মধ্যে থাকে নপংসক-বেশে ॥
 মাথায় ক্রিটীট যার সূর্য্যপ্রভা জিনি ।
 এখন সে মস্তকে হের লম্বমান বেণী ॥
 দ্রুপদের কন্যা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ।
 পঞ্চ স্বামী ভজি এবে হ'লু অনাধিনী ॥
 বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর ।
 তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির ॥
 এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর ।
 তিতিল নয়ন-নীরে ভীম-কলেবর ॥
 ক্লেশের ক্রন্দন দেখি কান্দে বকোদর ।
 করপদ কাপে ঘন কাপে ওষ্ঠাধর ॥
 ধিক্ মোর বাহুবল ধিক্ ধনঞ্জয় ।
 তোমার এতেক কষ্ট শুনি প্রাণ রয় ॥
 আমারে কি বল ক্লেশ আমি কি করিব ।
 আত্মবশ হলে কেন এত দুঃখ পাব ॥
 যেখানে তোমারে দুষ্ট মারিলেক লাথি ।
 সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি ॥
 সব সভা মারিতাম নৃপতি সহিতে ।
 কাহারে না রাখিতাম অন্তরে কাহিতে ॥
 বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন ।
 এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন ॥
 কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল ।
 সে কারণে ছুরাচার কাঁচক বাঁচিল ॥
 যুধিষ্ঠির-বাক্য আমি লজ্জিতে না পারি ।
 নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরি ॥

ইন্দের অধিক সুখ শক্রগণে দিয়ে ।
 এত দুঃখ হ'ল শুধু তাঁর বাক্যে রয়ে ॥
 সভামধ্যে করিলেক যত দুঃশাসন ।
 মৃত্যু ইচ্ছা হয় তাহা করিলে স্মরণ ॥
 সে সকল অপমান বসি দেখিলাম ।
 যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা লাগি সব সহিলাম ॥
 ক্রন্দন সম্বর' দেবি দুঃখ হ'ল শেষ ।
 অস্পাদিন হেতু আর কেন ভাব ক্লেশ ॥
 কহিলে যে মোর সম নাহিক দুঃখিনী ।
 রাজপত্নী হয়ে হেন না দেখি ধরণী ॥
 তোমা হতে দুঃখ পাইয়াছে বল্লভর ।
 কহিব সে সব কথা অবধান কর ॥
 ছিলেন বৈদেহী সীতা জনকদুহিতা ।
 লক্ষ্মী অবতার হন রামের বনিতা ॥
 দোদ বর্ষ হেতু বনে গমন করিল ।
 কল-মৃলাহার করি কষ্টেতে বঞ্চিল ॥
 অরণ্যে হরিয়া লয় দুষ্ট দশানন ।
 বল্ল কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জয়ন ॥
 অনাহারে হ'ল তলু অস্থি-চর্ম্মসার ।
 নিত্য নিশাচরীগণ করিত প্রহার ॥
 এত কষ্ট সহিলেন জনককুমারী ।
 সীতা উদ্ধারিল রাম রাবণেরে মারি ॥
 অগস্ত্যের ভার্য্যা কাপে গুণে অনুগম ।
 রাজার কুমারী হয় লোপামুদ্রা নাম ॥
 তাঁহার যতেক কষ্ট কহেন না যায় ।
 বর্জ্যকমৃতিকা সব বোড়িলেক গায় ॥
 বল্লকাল সেই কাপে কষ্টেতে রহিল ।
 এত কষ্ট সহি পুনঃ অগস্ত্যে পাইল ॥
 ভীমপুত্রী দময়ন্তী নলের গৃহিনী ।
 তাহার যতেক কষ্ট অদ্ভুত কাহিনী ॥
 মহাঘোর বনমাঝে ছাড়ি গেল পতি ।
 ক্রমে ক্রমে গেল পুনঃ বাপের বসতি ॥
 অনেক প্রকারে পুনঃ স্বামীরে পাইল ।
 কতেক কহিব দুঃখ যতেক সহিল ॥
 তুমি তত তুল্য দুঃখ পাইলে অপার ।
 ক্ষমা কর অস্পাদিন দুঃখ আছে আর ॥

তের বর্ষ পূর্ণ হ'ল ত্রিংশৎ রজনী ।
পুনরপি নিজদেশে হবে ঠাকুরাণী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে শুন কর্ণ ভরি ॥

—
কীচক-বধ ।

কৃষ্ণ বলে যা বলিলে সব আমি জানি ।
আজি রক্ষা পেল পিছে হ'ব ঠাকুরাণী ॥
যদি তুমি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড ।
লোকে কবে সৈরিক্সী যে কহিয়াছে ভণ্ড ॥
আমি কহিয়াছি সর্বলোকের গোচর ।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব ঈশ্বর ॥
গন্ধর্বের নাম শুনি করে উপহাস ।
বলে লক্ষ গন্ধর্বেরে করিব বিনাশ ॥
সকল শোভিল তারে যতক বহিল ।
এত অপমান করি দণ্ড না পাইল ॥
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে ।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে ॥
সে বাক্য শুনিতে মোরে যেতে বল ঘরে
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে ॥
জয়দ্রথ-ভয় হতে করিলে উদ্ধার ।
জটাসুর বিনাশিয়া কৈলে প্রতীকার ॥
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি দেখি আন ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে ।
আজ্ঞা কর্ণেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে ॥
তখন বিদিত হ'ত পূর্ণ সভামাঝ ।
ধর্মভয় করি ক্ষমা করে মহারাজ ॥
এত শুনি চিস্তি ভীম বলিল-বচন ।
না কর ক্রন্দন-দেবি স্থির কর মন ॥
এত বলি ক্রোধে ভীম কহেন তখন ।
কীচকে অবশ্য আমি করিব নিধন ॥
সময় করহ এক কিন্তু তার সনে ।
উপায়ে মারিব যেন কেহ নাহি জানে ॥
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয় ।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ সময় ॥

নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে ।
রজনীতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে ॥
তথায় নির্বন্ধ কর শয্যা করিবারে ।
সে ঘরে পাঠাব ছুটে শমন-আগারে ॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে সম্মরি ক্রন্দন ।
নয়ন পুঁছিয়া কৃষ্ণ করিল গমন ॥
রজনী প্রভাত হ'ল কীচক উঠিল ।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণ শীঘ্রগতি গেল ॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দস্ত করি বলে ।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভাতলে ॥
রাজ বিচ্যুতমানে তোরে প্রহারিনু লাঞ্ছ
কি করিল মোরে বল বিরাট নৃপতি ॥
মোর বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি ।
কি করিতে পারে মোর তাহার শক্তি ॥
ভজহ সৈরিক্সী মোরে ক্ষম দোষ মোর
এই দেখ দস্তে তৃণ দাস হ'নু তোর ॥
কৃষ্ণ বলে তব বশ হইলাম আমি ।
আছয়ে গন্ধর্ব কিন্তু মোর পঞ্চ স্বামী ॥
তাহা সবাংকারে বড় ভয় হয় মনে ।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে ॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাকার ।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার ॥
এত শুনি ছুটমতি হ'ল ছুটমন ।
শীঘ্রগতি নিজগৃহে করিল গমন ॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল ।
দ্বিবা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূবিল ॥
সৈরিক্সীর চিন্তা করি বিরহ হৃতাশে ।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে ॥
কতক্ষণে হবে অন্ত দেব দিবাকর ।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর ॥
হেথা কৃষ্ণা রুকোদরে কহে সমাচার ।
রাত্রিতে আসিবে নৃত্যাগারে ছরাচার
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি ॥
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাত্রি ॥
এমতে আসিয়া হ'ল সন্ধ্যার সময় ।
রুকোদর আগে চলি গেল নৃত্যালয় ॥

অন্ধকার করি টেবসে পালঙ্কের মাঝ ।
 যুগ মারিবারে যথা সাজে যুগরাজ ॥
 আনন্দিতচিত্ত হয়ে কীচক চলিল ।
 একক হইয়া সঙ্গে কারে না লইল ॥
 যথায় পুরুষসিংহ আছে রুকোদর ।
 কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর ॥
 কামবাণাঘাতে ছুই মোহিত হইয়া ।
 অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া ॥
 লোহা হতে নুকঠিন রুকোদর-কাষ ।
 কামানলে দক্ষ বুকে সৈরিক্তীর প্রায় ॥
 আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি ।
 মোর রূপগুণে বশ যত নর নারী ॥
 পূর্বভাগ্যে গুণবতী পেলে তুমি মোরে ।
 সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে ॥
 ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল ।
 সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল ॥
 তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্বে
 সেকারণে হেলা কৈনু গন্ধর্বের গর্বে ॥
 কিন্তু এক তাপ মোর জাগিতেছে মনে
 রাজসভামধ্যে মোরে মারিলে চরণে ॥
 বজ্রের সমান তব চরণ-প্রহার ।
 বড় ভাগ্যে প্রাণ-রক্ষা হইল আমার ॥
 কমল অধিক মোর কোমল শরীর ।
 বেদনায় প্রাণ মৌর হতেছে বাহির ॥
 মনোহুগ্ধে কিকপেতে পাবে রতিসুখ ।
 এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্মুখ ॥
 ক্ষমহ সে সব দোষ ত্যজ হুগ্ধ মন ।
 প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ ॥
 পদাঘাতে হুগ্ধ যদি আছয়ে অন্তরে ।
 সেই মত পদাঘাত করহ আমারে ॥
 এত বলি ছুইমতি মাথা দিল পাতি ।
 অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি ॥
 বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি ।
 তথাপিহ নাহি বুকে কীচক দুর্মতি ॥
 যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল ।
 হিড়িম্ব কিম্বীর বক প্রভৃতি মারিল ॥

একে একে তিনবার করিল প্রহার ।
 তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোয়ার ॥
 ভীম বলে আরে ছুই গন্ধর্বের বিবাদ ।
 ঘুচাইব সৈরিক্তীর রমণের সাধ ॥
 ভীমবাক্য শুনি জন্মে কীচকের জ্ঞান ।
 লাফ দিয়া উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান ॥
 মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জয় ।
 দশ ভীম হলে তার সম যুদ্ধে নয় ॥
 কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হ'ল ক্ষীণ ।
 বিশেষে চরণাঘাতে বল হ'ল হীন ॥
 তথাপি বিক্রমে ভীম হতে নহে উন ।
 পদাঘাতে দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃপুন ॥
 ঝাঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি ।
 ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
 কখন উপরে ভীম কখন কীচকে ।
 শোণিতে জর্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে ॥
 নিঃশব্দেতে দৌহে যুদ্ধ ঘরের ভিতরে ।
 এইমত যুদ্ধ হ'ল তৃতীয় প্রহরে ॥
 উনপঞ্চাশৎ বায়ুতেজ ধরে ভীম ।
 তথাপি কীচক নহে সংগ্রামেতে হীন ॥
 পুনঃপুনঃ উঠে দৌহে করয়ে প্রহার ।
 চরণের ঘাতে ক্ষতি হইল বিদার ॥
 বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ ।
 পর্তত উপরে ছুই হস্তী করে রণ ॥
 ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন ।
 কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন ॥
 দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে ।
 সিংহ যেন চাপি ধরে মদমত্ত মৃগে ॥
 আরে ছুরাচার ছুই কীচক দুর্মতি ।
 ইচ্ছিল সৈরিক্তী সহ এই মুখে রতি ॥
 এত বলি সেই মুখে মারে বজ্রমুষ্টি ।
 ভাজিয়া ফেলিল তার দন্ত ছুই পাটি ॥
 এই চক্ষে সৈরিক্তীরে করিল দর্শন ।
 এত বলি বজ্রনখে উপাড়ে নয়ন ॥
 অণুকোষ ধরি তাহে মারিলেন লাথি ।
 সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্মতি ॥

হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল ।
 কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল ॥
 মাংসপিণ্ডবৎ করি কুশ্মাণ্ড আকার ।
 হাসিয়া ক্লষণে ডাকে পবনকুমার ॥
 অগ্নি আলি দেখে এবে যাজ্ঞসেনী সতি ।
 তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি ॥
 অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্গতি ।
 যে তোমার অপরাধী তার এই গতি ॥
 এত বলি রুকোদর করিল গমন ।
 রন্ধনশালায় যথা শয়ন-আসন ॥
 স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন ।
 সুন্ধশ্রান্ত হয়ে বীর করেন শয়ন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 কাশীদাস কহে সাধু শুনে কর্ণ ভরি ॥

কীচকের শবদাহে ভ্রাতার উনশত
 ভ্রাতার মৃত্যু ও দাহ ।

কীচক-মরণে ক্লষণ আনন্দিত হয়ে ।
 সভাপাল প্রতি তবে বলিল ডাকিয়ে ॥
 মোরে যথা দুঃখ দিল কীচক দুর্গতি ।
 ফল দিল গন্ধর্বেয়া যারা মোর পতি ॥
 অহঙ্কার করি দুষ্টি গন্ধর্ব না মানে ।
 গন্ধর্বের মারিবে কোথা মানুষ পরাণে ॥
 এত শুনি ধৈর্যে আসে যতেক রক্ষক ।
 মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক ॥
 অপূর্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময় ।
 কেহ বলে কীচক এ কেহ বলে নয় ॥
 কোথা গেল হস্ত পদ কোথা গেল শির ।
 কুশ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর ॥
 কেহ বলে গন্ধর্বেরা মারে এই মত ।
 বার্তা পেয়ে ধৈর্যে আসে ভ্রাতা উনশত ।
 কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন ।
 ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ ॥
 এই মতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার ।
 অগ্নি-সংস্কার হেতু করিল বিচার ॥
 হেনকালে দ্রোপদীয়ে দেখি সেইখানে ।
 দর্প করি দাড়াইল সব বিদ্যামানে ॥

ক্রোধে স্মৃতপুঞ্জগণ বলিল বচন ।
 এই দুষ্টি হতে হ'ল কীচক নিধন ॥
 কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টির পানে ।
 কেহ বলে অসতীয়ে মারহ পরাণে ॥
 অগ্নিতে পোড়াই এরে কীচক সংহতি ।
 পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি ॥
 বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃত সহ লহ ।
 একবার গিয়া নৃপতির জিজ্ঞাসহ ॥
 বিরাট নৃপতি শুনি কীচক-নিধন ।
 ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
 আহা হা কীচক বীর সৈন্য-সেনাপতি ॥
 তোমার বিহনে মোর হবে কোন গতি ॥
 সৈবিক্তী দুষ্টির হেতু কীচক-নিধন ।
 ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
 তার মুখ আর নাহি দেখিব কখন ।
 শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন ॥
 পোড়াই কীচক সহ জালিয়া অনল ।
 তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল ॥
 আজ্ঞা পেয়ে দ্রোপদীয়ে বান্ধিল তখন ।
 শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন ॥
 তবে ত দ্রোপদী দেবী না দেখি উপায় ।
 আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায় ॥
 জয় বিজয় জয়ন্ত আর জয়সেন ।
 জয়বল নাম লয়ে উচ্ছেতে ডাকেন ॥
 চন্দ্রভির শব্দ য়ার ধনুক-টঙ্কার ।
 তিনলোকে শক্তিমান নাহি শত্রু য়ার ॥
 তাঁর প্রিয়া বড় আমি করিল বন্ধন ।
 শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন ॥
 এই মত পুনঃপুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী ।
 রন্ধন-গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি ॥
 ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল ।
 দ্রোপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল ॥
 কেশ-বেশ-মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায় ।
 পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায় ॥
 এক লাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর ।
 আশ্বাসিয়া দ্রোপদীয়ে কহে মহাবীর ॥

না। কান্দ সৈরিক্সী দেবি আসিল গন্ধর্ব্ব ।
 এখনি মারিবে চুফ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব ॥
 এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর ।
 দণ্ড-হস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর ॥
 সবে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আসিল ।
 পলাহ পলাহ বলি সবে রড়ু দিল ॥
 নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে ।
 পাছে ধায় রকোদর সিংহ যেন মুগে ॥
 আরে আরে ছুরাচার সূতপুত্রগণ ।
 মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বের চালন ॥
 এত বলি মারে বীর দীর্ঘ তরুবর ।
 এক ঘায় মারে উনশত সহোদর ॥
 অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে ।
 মুক্ত করি রকোদর দিল সেইক্ষণে ॥
 ভীম বলে চুফ্ট নাহি ভাব গুণবতী ।
 তোমায় হিংসিয়া চুফ্ট লভিল দুর্গতি ॥
 আজ্ঞা কর যাব আমি কেহ পাছে জানে ।
 করহ গমন তুমি আপনার স্থানে ॥
 এত বলি চলি গেল বীর রকোদর ।
 অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর ॥
 রজনী প্রভাত হ'ল আসে সর্ব্বজন ।
 রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ ॥
 কীচকে দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ ।
 গন্ধর্ব্বের হাতে সব হইল নিধন ॥
 সব মারি সৈরিক্সীয়ে মুক্ত করি দিল ।
 সৈরিক্সী পুনশ্চ আসি পুরে প্রবেশিল ॥
 মৎস্যদেশের আর নাহি প্রতীকার ।
 গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার ॥
 মনোরমা নারী হয় পরমা সুন্দরী ।
 হেরিলে গন্ধর্ব্বের তারে চলি যাবে মারি
 শীঘ্র কর নরপতি ইথে প্রতীকার ।
 এথা হতে চুফ্টা গেলে সবার নিস্তার ॥
 শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হ'ল ।
 কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল
 অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীয়ে বলিল ।
 সৈরিক্সী রাখিরা গৃহে বিপত্তি ঘটিল ॥

এখন এথায় হতে যায় যেই মতে ।
 মোর নাম নাহি লবে কহিবে সম্প্রীতে ॥
 এত দিন ছিলে তুমি আমার সদন ।
 এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন ॥
 তোমা হতে বড় উয় হইল সবার ।
 বিলম্ব না কর শীঘ্র কর আগ্রসার ॥
 মহাভারতের কথা সুধার সাগর ।
 যাহার অবশে ত্রাণ পায় যত নর ॥

—
দ্রৌপদীকে দেখিষা পুরজ্ঞানের ভগ ।

বন্ধন হইতে মুক্ত কৈল রকোদর ।
 মানান্তে দ্রৌপদী যান আপনার ঘর ॥
 চতুর্দিকে বসি ছিল যত লোকজন ।
 কৃষ্ণারে দেখিয়া ভয়ে পলায় তখন ॥
 সিংহ দেখি যথা অজ্ঞা ধায় দড়বড়ি ।
 একের উপরে ভয়ে কেহ যায় পড়ি ॥
 প্রাচীন অথর্ব্ব লোক ধাইতে লাগিল ।
 অধোমুখে ভূমি ধবি বস্ত্র আচ্ছাদিল ॥
 সবে বলে কেহ নাহি চাও উহা পানে ।
 এখনি গন্ধর্ব্ব-হাতে মরিবে পরাণে ॥
 এত বলি সব লোক করে কাণাকাণি ।
 এথায় রন্ধনগৃহে গেল যাজ্ঞসেনী ॥
 দাগুইয়া ছিল তথা বীর রকোদর ।
 প্রণমি কহিল দেবী যুড়ি দুই কর ॥
 গন্ধর্ব্ব রাজার পায়ে মম নমস্কার ।
 যে মোরে সঙ্কট হতে করিল নিস্তার ॥
 ভীম বলে যেই জন আশ্রিত যাহার ।
 অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতীকার ॥
 তথা হতে নৃত্যশালা করিল গমন ।
 সৈরিক্সীয়ে নিরখিয়া বলে কন্যাগণ ॥
 ভাল হ'ল সবাক্ষবে মরিল দুর্মতি ।
 যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি ॥
 পার্থ বলিলেন কহ অদ্বুত কথন ।
 কিমতে কীচকে কৈল গন্ধর্ব্বের নিধন ॥
 কৃষ্ণা বলে কি জানিবে ওহে বৃহন্নলা ।
 অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে কর গেলা ॥

কিমতে জানিবে দুঃখ যন্তেক আমার ।
 হাসি হাসি জিজ্ঞাসিহ কি বলিব আর ॥
 তথা হতে গেল সুদেবীর অন্তঃপুরী ।
 কৃষ্ণারে দেখিয়া সব পলাইল নারী ॥
 দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়ে ।
 দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী ডুবিল বিস্ময়ে ॥
 সহসা সুদেবী আসি নৃপ-পাটরাণী ।
 বিনয়পূর্বক সৈরিন্দ্রীরে বলে বাণী ॥
 এথা হতে বাছা তুমি করহ গমন ।
 যথা আছে গন্ধর্বেরা তব পতিগণ ॥
 নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে ।
 কালকপী জানি তোমা সর্বলোকে ডরে ॥
 সর্বনাশ হ'ল মোর তোমার কারণ ।
 তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ ॥
 এখনহ ক্ষম মোরে করি পরিহার ।
 যথা ইচ্ছা তথাকারে কর আগুসার ॥
 দ্রৌপদী বলিল দেবি কর অবধান ।
 তের দিন পরে আমি যাব নিজ স্থান ॥
 তোমারে গন্ধর্বগণ বহু প্রীত হবে ।
 তের দিন উপরান্তে মোরে লয়ে যাবে ॥
 আমা হতে যত কষ্ট হইল তোমার ।
 ততেক সন্তোষ আমি করিব অপার ॥
 মরিল আপন দোষে কীচক দুৰ্ম্মতি ।
 বিনা দোষে কাহারে না হিংসে মোরপতি ॥
 দেব-দ্বিজ-প্রিয় তাঁরা ভকতবৎসল ।
 নাহি করে তারা ধান্ধিকের অমঙ্গল ॥
 এখানে দেখিবে সেই মোর স্বামীগণে
 দেব-দ্বিজগণ-প্রিয় বড় প্রিয় রণে ॥
 সুদেবী বলিল দেখ দেখিয়া তোমারে
 পুরুষের কা কথা যে স্ত্রী পলায় ডরে ।
 তের দিন তুমি যদি থাকিলে এথায় ।
 সত্য করি এক কথা কহ গো আমার ॥
 স্বামী পুত্র ডরে মোর রহিল বাহিরে ।
 অভয় করিলে তুমি আসিবেক ঘরে ॥
 সবাক্ষবে লইলাম তোমার শরণ ।
 গন্ধর্বের ভয়ে তুমি করহ রক্ষণ ॥

অভয় করিল কৃষ্ণা সুদেবীর বোলে ।
 এই মতে তথা কৃষ্ণা বঞ্চে কুতূহলে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 কাহার শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
 রহস্য বিরাটপর্ব কীচকের বঞ্চে ।
 কাশীদাস কহে দ্বিজচরণ-প্রসাদে ॥

পাণ্ডবাহেষণার্গ ছুর্য্যোধনের
 চর শেরণ ।

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পাণ্ডুর নন্দন ।
 হস্তিনাপুরেতে তথা রাজা ছুর্য্যোধন ॥
 লক্ষ লক্ষ চরগণে পাঠান ত্বরিত ।
 পাণ্ডবের অন্তেষণে যায় চতুর্ভিত ॥
 ছুর্য্যোধন বলে যেই পাণ্ডবে দেখিবে ।
 পাণ্ডবে দেখেছি বলি যে আসি কহিবে
 ধন জন দেশ দিব বহুত ভাণ্ডার ।
 রাজ্যভোগ ভুক্তিবেক সহিত আমার ॥
 এত বলি দূতগণে দিল বহু ধন ।
 পাঠাইল অষ্টদিকে লক্ষ লক্ষ জন ॥
 একবর্ষ পাণ্ডবেরে খোঁজে সর্বজন ।
 ভ্রমিয়া সকল দেশ আসে দূতগণ ॥
 নমস্কার করি নৃপে করযোড়ে কয় ।
 বহু খুঁজিলাম রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥
 গ্রাম দেশ নগরাদি যত জনপদ ।
 তড়াগ নিব্বার নদ নদী আর হ্রদ ॥
 পর্বত কানন বৃক্ষ লতার ভিতর ।
 গহ্বর কন্দর গুহা অরণ্য সাগর ॥
 মুনিমধ্যে মুনি হই ব্যাধমধ্যে ব্যাধ ।
 হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র-মধ্যে না গণি প্রমাদ ॥
 রাজগৃহে ধরিলাম সারথির বেশ ।
 উদাসীন হয়ে ভ্রমিলাম সর্বদেশ ॥
 অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী দ্বারকা নগর ।
 এই চারি ভ্রমিলাম গিয়া ঘর ঘর ॥
 কোথায় না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন ।
 জীযন্ত থাকিলে হ'ত অবশ্য দর্শন ॥
 জীবিত যদিপি থাকে আছে সিদ্ধপার ।
 কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে তাঁরা নাহি আর ॥

নিশ্চয় নৃপতি এই কহিলু তোমার ।
 যদি আজ্ঞা হয় তবে যাই পুনরায় ॥
 এত বলি চরগণ নিরন্তর হইল ।
 দক্ষিণের দূত তবে কহিতে লাগিল ॥
 অদ্বুত কখন এক শুন মহারাজ ।
 এক দিন ছিল মোরা মৎস্যদেশ-মাঝ ॥
 বিরাট-স্থালক জান কেঁকেয়কুমার ।
 কীচক নামেতে সহোদর শত তার ॥
 স্ত্রীর হেতু শত ভাই গন্ধর্বে মারিল ।
 ত্রিগর্ভের রাজ্য যেই বলে লয়েছিল ॥
 দেখিলু শুনিবু যথা কহি মহারাজ ।
 আজ্ঞা কর এবে মোরা করি কোন কাজ ॥
 চরগণ-বচনান্তে কহে দুর্যোগধন ।
 আমার যে বাঞ্ছা তাহা শুন সর্বজন ॥
 ত্রয়োদশ বৎসর আজি হ'ল শেষ ।
 আসিবে পাণ্ডবগণ পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
 ক্রোধে মহাভয় দেখাইবে কুরুগণে ।
 ইহার উপায় এই লইতেছে মনে ॥
 পুনর্বার চরগণ যাক খুঁজিবারে ।
 নিশাপতি হয়ে যদি দেখে পাণ্ডবে ॥
 শুনিয়া বলিছে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন ।
 এ সকল থাক যাক অন্য চরগণ ॥
 ছদ্মরূপে যাক যেই হয় বিচক্ষণ ।
 পণ্ডিত সুবুদ্ধি যেই অনুগত জন ॥
 দ্রুশাসন বলে ভাল কহ মহামতি ।
 পুনরপি দূতগণ যাক শীঘ্রগতি ॥
 পশুগণে শ্রাণে জানে বেদে দ্বিজবরে ।
 অন্য জন দৃষ্টে জানে রাজা জানে চরে ।
 ইহা বিনা অন্য কর্ম নাহিক রাজন ।
 আপন হিতের চর যাউক এখন ॥
 মরিলে তত্রাপি বার্তা চাহি জানিবারে ।
 ব্যাসে সিংহে মারিল কি অরণ্য ভিতরে ।
 অনাহারে কষ্টে ভীমসেন কি মরিল ।
 তাহার মরণশোকে সবে শ্রাণ দিল ॥
 নিরন্তর বৃকোদর রাঙ্গসেতে বাদী ।
 যার তার সহ দ্বন্দ্ব করে নিরবধি ॥

বেড়িয়া রাঙ্গস কিবা মারিল পাণ্ডবে ।
 নিশ্চয় মরিল তারা চরে কোথা পাবে ॥
 এত শুনি বলিলেন দ্রোণ মহামতি ।
 কৌরব-পাণ্ডবগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
 একপে পাণ্ডব যদি হইবে নিধন ।
 তবে লোকে ধর্ম করে কিসের কারণ ॥
 অশক্ত অরণ্যমধ্যে ধর্ম বলবান ।
 ধর্ম যার আছে তার সর্বত্র কল্যাণ ॥
 পাণ্ডুপুত্রের পরাভব করিবেক রণে ।
 তিন লোকমধ্যে হেন না দেখি নয়নে ॥
 শুচি সত্যবাদী কৃতকর্মা জিতেন্দ্রিয় ।
 ধর্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু-দেব-দ্বিজ-প্রিয় ॥
 ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মা-অবতার ।
 আর চারি সহোদর অনুগত তার ॥
 তাহার কুনীতি হয় নাহি দেখি আমি ।
 ছদ্মবেশে আছে তারা কাল অনুক্রমি ॥
 যে বিচার করিতেছ করহ স্মরিত ।
 পুনশ্চ যাউক চরগণ চতুর্ভিত ॥
 দ্রোণের বচন শুনি কহে ভীষ্ম বীর ।
 সজল জলদ তুল্য বচন গভীর ॥
 অকারণে চরগণে পাঠায় আবার ।
 ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার ॥
 বেদবিজ্ঞ দ্বিজ হবে সর্বশাস্ত্র জানে ।
 সত্যব্রত তপঃপর হবে যেই জনে ॥
 সেই সে জানিতে পারে পাণ্ডুপুত্রগণে ।
 মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে ॥
 তের বর্ষ সুদারুণ তপশ্রা করিল ।
 তার ফল ফলিবার সময় হইল ॥
 যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন ।
 তার চিহ্ন কহি এবে শুন চরগণ ॥
 ন ব্যাধি ন দুঃখ শোক সে দেশের জনে ।
 দুষ্কের নিগ্রহ শিষ্ট-পালন যতনে ॥
 দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর ।
 যেই রাজ্যে থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 প্রিয়বাক্য ধর্মশীল শাস্ত্র-অনুগত ।
 ব্রহ্মচর্য্য পুণ্যকর্ম যজ্ঞ হোম ব্রত ॥

উত্তম হইবে শত্রু মেঘের পালন ।
 বহুকীরবতী হবে যত গবীগণ ॥
 ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যথায় থাকিবে ।
 সুগন্ধী শীতল বায়ু সদাই বহিবে ॥
 শরীরে জন্ময়ে ব্যাধি সে করে বিপদ ।
 বন্ধু হয়ে হিত করে বনের ঔষধ ॥
 পর হয়ে বন্ধু হয় যদি হিত করে ।
 জ্ঞাতি হয়ে শত্রু হয় অধর্ম আচরে ॥
 সেই মত দেখি ছুর্য্যোধনের আচার ।
 পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার ॥
 আমার এতেক বলা নাহি প্রয়োজন ।
 সমান আমার কুরু পাণ্ডুর নন্দন ॥
 কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ ।
 শীঘ্রই নিকটে আসিবেক পঞ্চজন ॥
 ত্রয়োদশ বর্ষ এই হ'ল আসি শেষ ।
 নিজরাজ্যে না আসিয়া যাবে কোন দেশ ॥
 আসি মহাভয় দেখাইবে সর্বজন ।
 যেকপে বাহির কৈলে যথা জান মনে ॥
 বিস্তর कहিয়া আর নাহি প্রয়োজন ।
 যথা ধর্ম তথা জয় বেদের বচন ॥
 ভীষ্মদেব-বচনান্তে বলে কৃপাচার্য্য ।
 ধর্মনীতি বুঝিয়া রাজার হিতকার্য্য ॥
 দ্রোণ ভীষ্ম যে বলিল নাহি হবে আন ।
 গুণুবশে রহিয়াছে পাণ্ডব ধীমান ॥
 হইল সময় শেষ কাল দেখা দিল ।
 উপায় করহ শীঘ্র কর্ণকে কাহল ॥
 চরণে খুঁজিবারে পাঠাও বিদেশ ।
 এথায় করহ শীঘ্র সৈন্য-সমাবেশ ॥
 ভাণ্ডারের ধন দেখ দেখ নিজ বল ।
 পরাপর আগ্রহ কর নৃপতি সকল ॥
 ইতর তোমার শত্রু পাণ্ডুপুত্র নয় ।
 এক এক পাণ্ডবে যে করে ইস্ত্র জয় ।
 শরদ্বান মুনিপুত্র কহি নিবর্তিল ।
 সভাতে সুশর্মা রাজা বসিয়া আছিল
 कहিব বলিয়া পূর্বে বিচারিয়াছিল ।
 কর্ণ বীর কৈল তাই कहিতে মারিল ।

বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল ।
 কীচক মরিল এবে বড়ই মঙ্গল ॥
 সবাক্ষবে মোরে জিনি করেছিল গর্ক ।
 এখন শুনি যে তারে মারিল গন্ধর্ব্ব ॥
 কীচক মরিল যবে হ'ল বড় কার্য্য ।
 বিরাটে বাঙ্কিয়া এবে লব নিজ রাজ্য ॥
 ধন রত্ন পূর্ণ তার গবী অপ্রমিত ।
 এ সময় তাতে তব হবে বড় হিত ॥
 হীনবীর্য্য বিরাটেতে জিনিব কৌতুকে ।
 বিচারে আইসে যাহা আজ্ঞা দেহ মোকে ॥
 কর্ণ বলে ভাল বলে সুশর্মা নৃপতি ।
 মৎস্যদেশে যাব সৈন্য সাজ শীঘ্রগতি ॥
 পাণ্ডবের হেতু চিন্তা কর অকারণ ।
 কোথায় মরিয়া গেল রুধা অনৈষণ ॥
 জীযন্ত থাকিলে কি না আসিবে হেথায় ।
 ধনহীন বন্ধুহীন ক্রোশে ক্লিষ্ট-কায় ॥
 মম বল-বীর্য্য তারা ভালমতে জানে ।
 পুনঃ এথা পাণ্ডব না আসিবে কখনে ॥
 এক্ষণে চলহ সবে যাব মৎস্যরাজ্য ।
 ধন রত্ন পাব বল হবে বড় কার্য্য ॥
 কর্ণের বচন শুনি বলেন বিদুর ।
 নিশ্চয় সবার চিত্ত যাবে মৎস্যপুর ॥
 সবাকার মন হ'ল নিষেধিতে দোষে ।
 রত্ন গবী উপার্জন হয় বড় ক্রোশে ॥
 कहিলেক চর মৎস্যদেশ-সমাচার ।
 দুর্জয় কীচক গেল স্ত্রীর হেতু মার ॥
 অদ্যাপিহ নাহি দেখি নাহি শুনি কাণে ।
 গন্ধর্ব্ব নিবাস করে মনুষ্য-ভবনে ॥
 গন্ধর্ব্বের স্ত্রীর সহ কীচকের কথা ।
 অনুমানে বুঝিতেছি সকল বারতা ॥
 বুঝিয়া করিবে কার্য্য যাইবে নিশ্চয় ।
 গন্ধর্ব্ব সহিত যেন বিবাদ না হয় ॥
 বিদুর-বচন শুনি হাসে ছুর্য্যোধন ।
 শক্তিমত কহে যুক্তি যাহার যেমন ॥
 যত শক্তি আপনার ততেক মন্ত্রণা ।
 না বুঝ আমার শত্রু আছে কোন জনা ॥

গন্ধর্ব্ব কি গবি যদি আসে দেবগণ ।
 ইন্দ্র সহ সাজি আসে এ তিন ভুবন ॥
 কার শক্তি আসি মোর সম্মুখীন হয় ।
 তোমারে না ডাকি সন্ধে কেন কর ভয় ॥
 এত বলি সৈন্তে আজ্ঞা দিল কুরুপতি ।
 চতুরঙ্গ দল সজ্জা কর শীঘ্রগতি ॥
 সুশর্মা নৃপতি যাক সবাংকার আগে ।
 আপনার রাজ্য গিয়া নিক যাম্যদিগে ॥
 সৈন্য সহ যাব আমি করিবারে রণ ।
 শূন্যরাজ্যে গিয়া আমি হরিব গোধন ॥
 একদিন আগে যাও সুশর্মা রাজন ।
 পশ্চাৎ সসৈন্যে আমি করিব গমন ॥

গোপ্রহার্থে সুশর্মা রাজ্যে যাত্রা ।

ভূর্গোধান-আজ্ঞা পেয়ে সুশর্মা নৃপতি ।
 আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি ॥
 আবাচের সিতপক্ষে পঞ্চমী দিবসে ।(২)
 সুশর্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে ॥
 শঙ্খ ভেরী আদি করি নানা বাদ্য বাজে
 বাদ্যের শব্দেতে কম্প হ'ল মৎস্যরাজ্যে ।
 প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্মা নৃপতি ।
 ধরহ গোধনে আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি ॥
 হয় হস্তী গবী আর নানা রত্ন ধন ।
 লুটিতে লাগিল চতুর্দিকে সর্বজন ॥
 গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ ।
 ধাইয়া রাজারে বার্তা কহিল তখন ॥
 সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি ।
 উল্লসাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি ॥
 সকল মজিল মৎস্যদেশে নৃপবর ।
 সকল হরিয়া নিল ত্রিগুণ-ঈশ্বর ॥
 রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন ।
 বিলম্ব না কর শীঘ্র চলহ রাজন ॥
 দূতমুখে হেন বার্তা পাইয়া নৃপতি ।
 চতুরঙ্গ সেনা সজ্জা করে শীঘ্রগতি ॥
 শতানীক মুদিরাক্ষ ছই সহোদর ।(৩)
 শ্বেত শঙ্খ ছই তাই রাজার কোণ্ডর ॥

পাত্র-মিত্রগণ যোদ্ধা সাজিল সকল ।
 বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্যকোলাহল ॥
 শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি ।
 দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারি জন প্রতি ॥
 শ্রীকঙ্ক বল্লব অশ্ববৈদ্য যে গোপাল ।
 মহাবীর্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল ॥
 দেবতার প্রায় সব দেখি যে সাক্ষাতে ।
 অবশ্য যুদ্ধের কার্য্য হবে সবা হতে ॥
 দিব্য ধনুর্গণ দিল রথ ত্বরঙ্গম ।
 মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম ॥
 পরিল উত্তম বাস অতি মনোহর ।
 শরতে উদয় যেন হ'ল শশধর ॥
 সাজিয়া পাণ্ডব রথে করে আরোহণ ।
 স্বর্গ হতে আসে যেন দিকপালগণ ॥
 চলিল বিরাট রাজা মীনধ্বজ রথে ।
 চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে ॥
 রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি ।
 পশ্চাতে মাজুতগণ ঢালাইল হাতী ॥
 পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকর ।
 ঘোর অন্ধকার হ'ল দিবস ছুপর ॥
 শূন্য হতে পক্ষিগণ ভূমেতে পাড়িল ।
 হেনমতে ছই সৈন্যে ক্রমে দেখা হ'ল ॥
 রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে ।
 অশ্বারোহী অশ্বারোহী পত্তি পত্তি যবে ॥
 মলে মলে গজে গজে ধানুকী ধানুকী ।
 খড়েজ খড়েজ শূলে শূলে তবকি তবকি ॥
 হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ।
 পূর্বে যথা দেবাসুরে হইল সমর ॥
 সিংহনাদ মুহুমুহুঃ গজের সৈন্যগণ ।
 ধনুক-নির্ঘোষ ঘন শঙ্খের নিশ্বন ॥
 বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি ।
 অন্ধকার হ'ল সব আচ্ছাদিল ধূলি ॥
 বাণের আণ্ডণমাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে ।
 অন্ধকার রাত্রে যেন খদ্যোত উজ্জ্বলে ॥
 মুঘল মুদার শূল-ইষু চক্র শেল ।
 পরশু পট্টিশ জাঠি মল্ল কুস্ত্র ছেল ॥

পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি ।
 ধূলি অঙ্ককার কৈল রক্তে বহে নদী ॥
 মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি ।
 বৃকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি ॥
 সব্য হস্ত খঞ্জ সহ পড়িল ভূতলে ।
 পদ কাটা গেল কার গড়াগড়ি ধূলে ॥
 পর্কত আঁকার গজ ভূমে দস্ত দিয়া ।
 পড়িল ছুটিতে সৈন্য অনেক দলিয়া ॥
 হেনমতে যুদ্ধ হ'ল দ্বিতীয় প্রহর ।
 কেহ পরাজিত নহে কাণ্ড ঘোরতর ॥
 ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে ।
 এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমেষে ॥
 সুদিরাঙ্ক মারিলেক শত সেনাপতি ।
 শত শত মারে সৈন্য বিরাট নৃপতি ॥
 বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল ।
 ছুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল ॥
 ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর ।
 চারি অশ্বে চারি ছুই সারথি উপর ॥
 রথধ্বজে ছুই ছুই সুশর্ম্মা উপরে ।
 সুশর্ম্মা কাটিয়া অস্ত্র ফেলে বত দূরে ॥
 পঞ্চ শত বাণ মারে বিরাট উপর ।
 কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর ॥
 দেখিয়া ত্রিগর্তপতি অতি শীঘ্রগতি ।
 লাক দিয়া ভূমিতলে নামে মহামতি ॥
 হাতে গদা লয়ে ধায় মহাবায়ুবেগে ।
 সিংহ বধা ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে ॥
 চারি অশ্ব বিনাশিল মারি গদা-বাড়ি ।
 সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি ॥
 জীবগ্রহে ধরিলেন বিরাট নৃপতি ।
 আপনার রথে লয়ে তোলে শীঘ্রগতি ॥
 রাজা বন্দী হ'ল সৈন্য হ'ল ভজিয়ান ।
 চতুর্দিকে পলাইল লয়ে নিজ প্রাণ ॥
 বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর ।
 আপনি চালায় রথ পলায় সশ্বর ॥
 উভলেজ মন্তগজ গর্জিয়া পলায় ।
 অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায় ॥

পলাইল সর্বসৈন্য কেহ নাহি আর ।
 রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট-কুমার ॥
 রণজয় করি পরে ত্রিগর্ত নৃপতি ।
 বিরাটে লইয়া তবে চলে ছুটমতি ॥
 জরধ্বনি বাদ্যশব্দ হয় অনুক্ষণ ।
 মৎস্যরাজ-সৈন্যমধ্যে হইল রোদন ॥
 ভ্রাতৃ পুত্র মন্ত্রিগণ হাহাকারে কাণ্ডে ।
 ভয়ে পলাইল সৈন্য কেশ নাহি বাঞ্চে ॥
 সন্ধ্যাকাল হ'ল সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেল ।
 কাহারে না দেখি কেবা কোথায় চলিল ॥
 দেখিয়া কহেন ভীমে ধর্ম্ম নরবর ।
 দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভাই রুকোদর ॥
 বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি ।
 বর্ষেক অজ্ঞাতে গৃহে করিলু বসতি ॥
 যার যে কামনা মত পাইলে যে স্থানে ।
 তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমান ॥
 দাণ্ডাইয়া দেখ ইহা নহে ক্ষত্রধর্ম্ম ।
 বিশেষ আমার এই অনুগত কর্ম্ম ॥
 শীঘ্র কর বিরাটের বন্ধন মোচন ।
 যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন ॥
 এত শুনি বলে ভীম যোড় করি পানি ।
 পালিব তোমার আজ্ঞা ওহে নৃপমণি ॥
 এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া ।
 বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া ॥
 এই যে দেখহ শাল দীর্ঘ তরুবর ।
 আমার হাতের যোগ্য গদার আকার ॥
 এই বৃক্ষাঘাতে আমি বধিব সকল ।
 নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্তের বল ॥
 এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর ।
 দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই রুকোদর ।
 লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর ॥
 অজ্ঞাত বৎসর শেষ যত দিন নয় ।
 তত দিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
 মানুষী ধনুক অস্ত্র লয়ে কর রণ ।
 মনুষ্যের মত কর রথে আরোহণ ॥

ছুই পাশে থাক ভব ছুই সহোদর ।
 শীঘ্র আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর ॥
 আমিহ তোমার পাছে সর্বসৈন্য লয়ে
 বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়ে ॥
 ভীম বলে নরপতি ইহা কেন কহ ।
 মুহূর্ত্তেক বিরাটেই আনি দিব লহ ॥
 আপনি করিবে অম কিসের কারণ ।
 ত্রিগুৰ্ত্ত সহিত করি সমর বিষম ॥
 কোন হেতু যাবে ছুই মাদ্রীর নন্দন ।
 কি কারণে লব আর বহু সৈন্যগণ ॥
 রক্ষ নিতে নিষেধিলে রক্ষ নাহি লব ।
 রিক্ত হস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব
 ত্রিগুৰ্ত্ত সহিত রণ কি ছার করম ।
 মম সহ সৈন্য কেন করিবে প্রেরণ ॥
 এত বলি রুকোদর ধায় শীঘ্রগতি ।
 চলিতে চরণভরে কম্পে বসুমতী ॥
 রজনী সম্মুখ হ'ল ঘোর অন্ধকার ।
 বায়ুবেগে ধায় ভীম বলে মার মার ॥

ভীম কর্তৃক সুশর্মা'র পরাজয় ও
 বিরাটের বন্ধন মুক্তি ।

হোথায় ত্রিগুৰ্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া
 কৃষ্ণা নামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া ॥
 যুদ্ধশ্রমে সর্বসৈন্য ক্ষুণ্ণ আকুল ।
 রন্ধন ভোজন করে নদীর তটকুল ॥
 রন্ধনগৃহেতে কেহ করিল শয়ন ।
 কেহ স্নানে কেহ পানে আসন ভোজন ॥
 বিরাটে করিয়া বন্দী সুশর্মা হরিষে ।
 বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে ॥
 কোথায় আলক তোর বিরাট নৃপতি ।
 যার ভুজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি ॥
 প্ৰভাগ্যবলে শ্যালকে'রে পেয়েছিলে তুমি ।
 যার তেজে ছাড়াইয়া নিলি মোর তুমি
 এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়
 নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায় ॥
 নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হ'ল মম হাতে ।
 শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে ॥

কেহ বলে ইহারে না রাখ এক দণ্ড ।
 কেহ বলে খজের কাটি কর খণ্ড খণ্ড ॥
 কেহ বলে নিগড়েতে করহ বন্ধন ।
 দুর্ব্যোধন-আগে লয়ে করিব নিধন ॥
 এমত বিচারে আছে তথা সর্বজন ।
 হেনকালে উপনীত পবননন্দন ॥
 ছুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি মড় মড় ।
 নালায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড় ॥
 মার মার শব্দ করি আসি উপনীত ।
 দেখিয়া ত্রিগুৰ্ত্তসৈন্য হ'ল মহাভীত ॥
 কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর ।
 হেমন্ত পর্বতশৃঙ্গ সম কলেবর ॥
 পলায় সকল সৈন্য গগিয়া প্রমাদ ।
 হস্তিগণ ধার সবে করি ঘোর নাদ ॥
 শীঘ্রগতি হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া মাল্লত ।
 রুকোদরে বেড়িল যে হস্তী যুথ যুথ ॥
 রথিগণ রথ সাজি আঁকড় হইয়া ।
 লক্ষ লক্ষ চতুর্দিকে বেড়িল আসিয়া ॥
 শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণী তোমর ।
 চতুর্দিকে মারে সবে ভীমের উপর ॥
 মহাবল ভীমসেন ভীমপরাক্রম ।
 রণস্থলমধ্যে যেন যুগান্তের যম ॥
 ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে বুলাইয়া ।
 মারিল কুঞ্জরবৃন্দ গ্রহার করিয়া ॥
 রথধ্বজ ধরি বীর মারে রথোপরে ।
 সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একবারে ॥
 অশ্বগণ ধরি বীর মারে অশ্বগণে ।
 পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে ॥
 তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে ।
 রথ অশ্ব হস্তী পতি পড়ে লাঞ্চে লাঞ্চে ॥
 পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায় ।
 সিংহের গর্জনে যথা শৃগাল পলায় ॥
 পলাহ পলাহ বলি হ'ল মহাধ্বনি ।
 আইল আইল সৈন্য এইমাত্র শুনি ॥
 উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত গিয়া কহে সুশর্মা'রে ।
 বসিয়া কি কর রাজা পলাই সম্বরে ॥

আচম্বিত-সৈন্যমাধ্য আসে এক জন ।
 রাক্ষস গন্ধর্ব কিবা না জানি কারণ ॥
 মহাভয়ঙ্কর মূর্তি না জানি কি রঙ্গ ।
 প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ ॥
 মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মখে ।
 সুশর্মা সুশর্মা বলি ঘন ঘন ডাকে ॥
 বুঝিয়া করহ কর্ম যে হয় বিচার ।
 তার আগে পড়িলে না দেখি রক্ষা কার ॥
 যত সৈন্য পড়িয়াছে নাহি তার অন্ত ।
 নাহি জানি এথা আছে এমত ছুরন্ত ॥
 পলাহ নৃপতি শীঘ্র প্রাণ বড় ধন ।
 হের দেখ আসিতেছে ভীষণ-দর্শন ॥
 এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায় ।
 হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয় ॥
 ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর ।
 ভয়েতে কম্পিত সুশর্মার কলেবর ॥
 পলাইল সর্বসৈন্য রাজ্যমাত্র আছে ।
 ভয়েতে বিহ্বল হ'ল ভীমে দেখি কাছে ।
 শীঘ্রগতি উঠি রাজা ভয়ে রড় দিল ।
 কেশে ধরি রুকোদর ভূমিতে পাড়িল ॥
 দৃঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে ।
 দক্ষিণ করেছে ধরি নিল মৎস্যনাথে ॥
 ছুই করে ধরি ছুই নৃপতির কেশে ।
 বায়ুবেগে ধায় বীর ভয়ঙ্কর-বেশে ॥
 মুহূর্তেকে উপনীত যথা ধর্মরায় ।
 চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায় ॥
 কেশ-আকর্ষণে দৌহে হয়ে অচেতন ।
 কতক্ষণে সচেতন হয় ছুই জন ॥
 মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে ।
 কতক আশ্চর্যচিন্তে কহে সে বিপদে ॥
 কহ ভট্ট কহু ভাগ্যে দেখিছু তোমায় ।
 আমরা দৌহে ফেলি গেল গন্ধর্ব কোথায় ॥
 ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্বের হাতে ।
 চল যাব শীঘ্রগতি পশিব সৈন্যেতে ॥
 পুনর্বীর আসি যদি গন্ধর্বেতে ধরে ।
 এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে ॥

ধর্ম বলিলেন ভয়না কর নৃপতি ।
 গন্ধর্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি ॥
 সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি ।
 শত্রু হতে তোমারে যে দিল মুক্ত করি ॥
 গন্ধর্বের ভয় নাহি করিও কখন ।
 কার্য্য করি নিজ স্থানে করিল গমন ॥
 সুশর্মারে ডাকি তবে কহে ধর্মরায় ।
 এথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় ॥
 বীচক মরিল বলি পাইলে ভরসা ।
 না জান গন্ধর্ব হেথা করিয়াছে বাসা ॥
 ভাগ্যেতে গন্ধর্ব তোমা না মারিল প্রাণে
 পূর্বপুণ্যফলে প্রাণ পেলে তার স্থানে ॥
 আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্মার প্রতি ।
 ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি ॥
 সৈন্যগণ পলাইল একামাত্র আছে ।
 করহ প্রসাদ রাজা যদি মনে ইচ্ছে ॥
 বিরাট কহিল যাহা তব অনুমতি ।
 যাউক আপন রাজ্যে সুশর্মা নৃপতি ॥
 দিব্য রথ দিল এক করিয়া সাজন ।
 সুশর্মা চড়িয়া তাহে করিল গমন ॥
 ধর্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি ।
 নগরেতে দূত রাজা যাক শীঘ্রগতি ॥
 তোমারে শুনিয়া বন্দী রাজ্যে হবে ভয়
 রাণীগণ দুঃখী হবে ভাল কর্ম নয় ॥
 শীঘ্রগতি বার্তা দূত দিউক অন্তরে ।
 বিজয়-ঘোষণা হোক রাজ্যের ভিতরে ॥
 ধর্মের বচনে আজ্ঞা দেন মৎস্যরাজ ।
 শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 দক্ষিণ গোত্রহ সমাপ্ত ।

উত্তর গোত্রহে কুরুসৈন্যের গমন ও
 গোত্রহণ ।

সংগ্রামে হারিয়া তবে ত্রিগুণ নৃপতি ।
 ভয়সৈন্য নিরুৎসাহ অতি দীনমতি ॥

হোথায় উত্তরভাগে রাজা দুৰ্যোধন
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কৰ্ণ গুরু নন্দন ॥
 দুৰ্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল ।
 রথ রথী গজ বাজী চতুরঙ্গ দল ॥
 বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন ।
 যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ ॥
 পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া ।
 যষ্টি লক্ষ গোধনেরে দিল চালাইয়া ॥
 শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে ।
 জানাইতে গেল মৎস্যরাজার ভবনে ॥
 ভূমিঞ্জয় নামে পুত্র বিরাট রাজার ।
 প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার ॥
 অবধান মহাশয় বিরাটনন্দন ।
 গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥
 যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া ।
 গোধন তোমার সব যেতেছে লইয়া ॥
 শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ ।
 কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন ॥
 নানা অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত
 জানি দেশ-রক্ষা হেতু রাখিলেন তাত ॥
 তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন জনা ।
 তৎসম মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা ॥
 উঠ শীঘ্র বসিলে না হবে কোন কার্য ।
 গোধন লইয়া তাঁরা যাবে নিজ রাজ্য ॥
 দৈত্য জিনি ইন্দ্র যথা রাখে সুরপুর ।
 সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর ॥
 স্ত্রীরন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল ।
 শুনিয়া বিরাটপুত্র উত্তর করিল ॥
 কি কহিব গোপগণ কহনে না যায় ।
 রাজ্যরক্ষা হেতু তাত রাখিল আমায় ॥
 - এক গুটি সন্ধে নাহি আমার সারথি ।
 সারথি থাকুক দূরে নাহিক পদাতি ॥
 মম পরাক্রম-মত পাইলে সারথি ।
 মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥
 মত্ত গজগণে যথা মারয়ে কেশরী ।
 দৈত্যগণ ললে যথা একা বজ্রধারী ॥

সেইমত দলি আমি কুরুসৈন্যগণ ।
 এই ক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন ॥
 পুর মম শূন্যাকার জানিলেক মনে ।
 দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া না জানে ॥
 সারথি জনেক যদি মম যোগ্য হয় ।
 এক রথে করিব যে কুরু-পরাজয় ॥
 ধনঞ্জয় বীর যথা দলি দেবগণ ।
 একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব দাহন ॥
 পার্থবৎ মহৎ কৰ্ম্ম আজি সে করিব ।
 একেশ্বর সৰ্বসৈন্য নিমেষে মারিব ॥
 স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল ।
 পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥
 রাখিব বিরাটলক্ষ্মী বিচারিল মনে ।
 শীঘ্রগতি উঠি গেল অৰ্জ্জুনের স্থানে ॥
 নৃত্যশালে পার্থ সহ সব কন্যাগণ ।
 সন্ধেতে দ্রোপদী তাঁরে বলেন বচন ॥
 বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন ।
 বলেতে লইয়া যায় কুরুসৈন্যগণ ॥
 ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি ।
 রাখহ বিরাট-গবী কুরুগণ জিনি ॥
 অৰ্জ্জুন বলেন দেবি কিমতে এ হয় ।
 যত দিন অনুমত ধৰ্ম্মরাজ নয় ॥
 কুরুসৈন্যমধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত ।
 না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ ॥
 দ্রোপদী কহিল গবী কুরুগণে নিলে ।
 অধর্ম্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে ॥
 বিরাট নৃপতি হন বহু উপকারী ।
 উপকারী জনে আজি হইলাম বৈরী ॥
 সহায় বলিষ্ঠ তাঁর কীচক মরিল ।
 তোমা সব দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥
 এত শুনি ধনঞ্জয় করে অঙ্গীকার ।
 রাখিব বিরাটধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
 প্রকার করিয়া গিয়া জানাহ উত্তরে ।
 সারথি করিয়া আমি যুদ্ধে যেন বরে ॥
 এত শুনি হৃষ্ট হয়ে গেল যাজ্ঞসেনী ।
 সব কহি পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥

ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরটনন্দিনী
 শুন ভাই কহিল সৈরিন্দ্রী সুবদনী ॥
 সারথির হেতু তুমি হয়েছে চিস্তিত ।
 সেকারণে আমি সেই পাঠায় স্মরিত ॥
 নর্তকী যে রহমলা আছয়ে আমার ।
 সৈরিন্দ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
 খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুলিল অনলে ।
 রহমলা সারথি যে ছিল সেই কালে ॥
 পাণ্ডব-আলয়ে আমি ছিলাম যখন ।
 রহমলা-পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
 রহমলা-সহায়্যেতে ধনঞ্জয় বীর ।
 এক রথে শাসিলেন নৃপ পৃথিবীর ॥
 আজ্ঞা যদি হয় ভাই লয় তব মন ।
 সারথি করিয়া রহমলা কর রণ ॥
 উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে ।
 সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
 জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-বচনেতে চলে নৃপসুতা ।
 কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
 ক্রপেতে কমলা সমা কমলনয়নী ।
 অনিন্দিতা সিংহমধ্যা মরালগামিনী ॥
 জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর ।
 শুনিয়া বিরটপুত্রী করিল উত্তর ॥
 মোর পিতৃ-গোধনেরে হরে কুরুগণে ।
 শুনিয়া রক্ষার্থ মোর ভাই যাবে রণে ॥
 সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার ।
 সৈরিন্দ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
 অবশ্য তথায় তুমি করিবে গমন ।
 আনহ গোধন মোর জিনি কুরুগণ ॥
 না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন
 শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করেন গমন ॥
 উত্তরা সহিতে যান যথায় উত্তর ।
 দূরে দেখি রহমলা জিজ্ঞাসে সত্তর ॥
 পূর্বে তুমি অর্জুনের আছিলে সারথি ।
 তোমার সাহায্যে জিনিলেক সুরপতি ॥
 সারথি যতেক খ্যাত জ্ঞাছে ত্রিভুবনে ।
 ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্বলোকে জানে ॥

বিষ্ণুর দারুণ আর সূর্য্যের অরুণ ।
 দশরথ নৃপতির সুরম্য নিপুণ ॥
 সকল সারথি হতে তোমা বাখানিল ।
 তোমা সম কেহ নহে সৈরিন্দ্রী কহিল ॥
 এহেতু তোমারে আমি আনিবু ডাকায়ে
 চল শীঘ্র গবী আনি কৌরব জিনিয়ে ॥
 অর্জুন বলেন আমি এ সব না জানি ।
 নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি ॥
 কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন ।
 শুনিয়া বলিল তবে বিরটনন্দন ॥
 নর্তনে গায়নে তুমি সর্বত্র বিখ্যাত ।
 সৈরিন্দ্রীর মুখে তব গুণ অবগত ॥
 সৈরিন্দ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন ।
 উঠ শীঘ্র মোর রথে কর আরোহণ ॥
 অর্জুন বলেন মানি তোমার বচন ।
 সারথি নহি যে তবু করিব গমন ॥
 কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম ।
 যথা যাই শত্রু যদি হয় যম সম ॥
 না জিনিয়া বাহুড়ি না আসে মম রথ ।
 সর্বদা প্রতিজ্ঞা মম জানিবে এমত ॥
 স্ত্রীগণের আগে তুমি যা কিছু কহিলে ।
 রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
 যথায় কহিবে রথ তথাকারে ল'ব ।
 রথসজ্জা দেহ রথ সাজন করিব ॥
 এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন ।
 মোর মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ ॥
 এত বলি গলা হতে দিল রত্নমালা ।
 বড় ভাগ্যবশে তোমা পাই রহমলা ॥
 রাজপুত্র-প্রসাদ না নিলে অনুচিত ।
 প্রসাদ লইতে পার্থ হলেন লজ্জিত ॥
 রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয় ।
 দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥
 বীরবেশ বীরসজ্জা করি রাজসুত ।
 রথে আরোহণ করে অস্ত্রগণ্যুত ॥
 চতুর্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল ।
 হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল ॥

বহুলা প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ ।
 পুতলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ ॥
 এই বাক্য তুমি মোর করিহ স্মরণ ।
 যোদ্ধাগণ-শরীরের বিচিত্র বসন ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ ।
 সবাকার অঙ্গ হতে আনিবে বসন ॥
 কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্ধর ।
 সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর ॥
 আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত ।
 এত বলি রথমধ্যে বসেন স্তরিত ॥
 হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ ।
 অর্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন ॥
 খাণ্ডব দাহনে যথা জিনি পুরন্দরে ।
 সহায় হইয়া জয় দিলে পার্থ বীরে ॥
 সেমত স্তরায় জিনি যত কুরুগণে ।
 উত্তর কুমারে লয়ে আসিবে কল্যাণে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে
 উত্তরের গমন ।

তুমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি ।
 রথ চালাইয়া তুমি দেহ শীঘ্রগতি ॥
 যথায় কোরব সৈন্য করহ গমন ।
 সাফাতে দেখহ আজি তাদের মরণ ॥
 এত গর্ষী হ'ল সবে হরে মম গরু ।
 তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু ॥
 পুনঃপুনঃ প্রতিশ্রুতি করি বীর কয় ।
 হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয় ॥
 আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে ।
 মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য-পাশে ॥
 ব্যস্ত হয়ে রাজসুত অর্জুনেরে বলে ।
 কেমন চালাহ রথ কোথায় আনিলে ॥
 তথায় লইবে রথ যথায় গোধন ।
 আনিলে সাগরমধ্যে বল কি কারণ ॥
 পর্ত্ত-প্রমাণ উঠে লহরী-হিল্লোল ।
 কর্ণেতে না শুনি কিছু পুরিল কল্লোল ॥

নৌকাবন্দ দেখি মম আকুলিত চিত ।
 কলরব জনজন্তু করে অপ্রমিত ॥
 হাসিয়া অর্জুন তবে বলিলেন তায় ।
 সমুদ্র-প্রমাণ বটে জলনিধি নয় ॥
 ধবল আকার যত দেখহ কুমার ।
 জল নহে এই সব গোধন তোমার ॥
 নৌকাবন্দ নহে সব মাতঙ্গমণ্ডল ।
 না হয় লহরী রথ-পতাকা সকল ॥
 সৈন্য-কোলাহল শব্দ সিদ্ধ-শব্দ প্রায় ।
 কোরবের সৈন্য এই জানাই তোমায় ॥
 উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয় ।
 না জানহ বহুলা সমুদ্র নিশ্চয় ॥
 সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ ।
 এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ ॥
 দেবের ছুস্তর এই সৈন্য সিদ্ধবত ।
 মানুষে কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রত ॥
 এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান ।
 জন কত লোক বলি ছিল অনুমান ॥
 মহা মহা রথিগণ দেখি হ'ল ভয় ।
 পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয় ॥
 দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর ।
 না পারিল যার সহ করিতে সমর ॥
 যথা ভীষ্ম দ্রোণ বর্গ অশ্বখামা রূপ ।
 বিবিশতি ছুঃশাসন ছুর্য্যোধন নৃপ ॥
 কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইলু অজ্ঞান ।
 তেঁই কুরু-সৈন্যমধ্যে করিলু প্রয়াণ ॥
 যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন্ন হ'লু ।
 ছাড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিলু ॥
 ত্রিগর্তের সহ রণে পিতা মোর গেল ।
 এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল ॥
 একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে ।
 মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে ॥
 কহ বহুলা কিবা তব মনে আসে ।
 তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে ॥
 শীঘ্র রথ বাছড়াহ পাছে কুরু দেখে ।
 দেখু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে ॥

উত্তর-বচনে হাসি কন ধনঞ্জয় ।
 শত্রু দেখি কিবা হেতু এত তব ভয় ॥
 কুব্জবর্ণ হ'ল মুখ শীর্ণ হ'ল অঙ্গ ।
 জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে করজজ্ঞ ॥
 না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হ'ল ডর ।
 কোন মুখে বাছড়িয়া পুনঃ যাবে ঘর ॥
 কহিলে যে রথ বাছড়াও শীঘ্রগতি ।
 চিত্তে না করিহ আমি এমন সারথি ॥
 না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাছড়াব কেনে ।
 পূর্বে কহিয়াছি তাহা ভুলিলে এখনে ॥
 কিসের কারণে আমি রথ বাছড়িব ।
 সর্বসৈন্য-মধ্যে রথ এখনি লইব ॥
 স্ত্রী-গণের মধ্যে যত প্রতিজ্ঞা করিলে ।
 কি কহিবে তারা সবে একথা শুনিলে ॥
 যুদ্ধ-ভয় ত্যজ এবে ধর বীরপণ ।
 ধনু ধরি নিজবলে জিন কুরুগণ ॥
 কুরু জিনি গোধনেন্দ্রে নাহি লয়ে গেলে ।
 মহালজ্জা হবে তব পৃথিবীমণ্ডলে ॥
 হাসিবেক যত লোক সর্ব ক্ষত্রগণ ।
 হাসিবেক নারীলোক আর আর জন ॥
 আমার সারথিগুণ সৈরিক্তী কহিল ।
 তব সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হ'ল ॥
 তোমার এ কর্ম যদি পূর্বেতে জানিব ।
 তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব ॥
 হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃপুনঃ ।
 কহিল সৈরিক্তী মিথ্যা রহনলাগুণ ॥
 যে জনার কর্মে লোক করে উপহাস ।
 নিন্দিত জীবনে তার দিক্ কিবা আশ ॥
 উপহাস হতে মৃত্যু বরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম ।
 বিশেষ ক্ষত্রিয়-শ্রেয় যুদ্ধে মৃত্যুধর্ম ॥
 ইহা না করিয়া আমি বাছড়িব কেনে ।
 ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে ॥
 উত্তর বলিল কিবা বল রহনলা ।
 মহাসিদ্ধি পার হতে বান্ধ তুণভেলা ॥
 অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ-শক্তি ।
 মত্তগজ-জাণে কোথা শশকের গতি ॥

মৃত্যু সহ বিবাদেতে বাঁচে কোন জন ।
 দেখি কণিষ্ঠে হস্ত দিব কি কারণ ॥
 জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্বার ।
 গবী রত্ন নিক মোর হাঙ্গুক সংসার ॥
 হাঙ্গুক রমণীগণ আর বীরগণ ।
 ঘরে যাব যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
 দৈবে নপুংসক তুমি হীন সর্বমুখে ।
 তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি কহ নিজমুখে ॥
 জীবন মরণ তব একই সমান ।
 তব বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ ॥
 সমানের সহ ক্ষত্র করিবেক রণ ।
 লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন ॥
 মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ ।
 পদব্রজে চলি আমি যাব এই পথ ॥
 এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ ।
 রথ হতে ভূমিতলে পাড়ে দিয়া লাফ ॥
 শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে ।
 রহ রহ বলি ডাকে ধনঞ্জয় তাকে ॥
 হেন অপকীর্তি করি জীয়ে কোন ফল ।
 এত বলি নিজে পার্থ নামে ভূমিতল ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জুনের প্রতি কৌরবদিগের
 অহমান ।

পাছে ধায় রড়ে, দীর্ঘ বেণী নড়ে,
 পৃষ্ঠোপরে শোভে চারু ।
 লোহিত বসন, অঙ্গে বিভূষণ,
 যেন করিকর উরু ॥
 আজানুলম্বিত, অঙ্গদ-মণ্ডিত,
 দ্বিভুজ ভুজঙ্গসম ।
 দেখিয়া কৌরব, নেহালয়ে সব,
 মনেতে পাইয়া ভ্রম ॥
 একজন আগে, পলাইছে বেগে,
 আর জন পাছে ধায় ।
 এ কি বিপরীত, না বুঝি চরিত,
 কেবা যে আগে পলায় ॥

পাছুতে যে জন, নহে সাধারণ,
 বেশধারী প্রায় লাগে ।
 যেন ভ্রম্মমাঝে, অগ্নি হীনভেজে,
 সিংহ যেন ধায় মৃগে ॥
 পুরুষ কি নারী, বুঝহ বিচারি,
 ছদ্ম করিয়াছে তনু ।
 শুনি সেইক্ষণ, কহে বিচক্ষণ,
 ভরদ্বাজ-অঙ্গজনু ॥
 আগে যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
 কেবা সে তারে না চিনি ।
 পাছু গোড়াইয়া, যায় যে ধাইয়া,
 তারে এক অনুমানি ॥
 নরসিংহ প্রায়, দেখি তার কায়,
 চিত্তে করি অনুভব ।
 বিনা ধনঞ্জয়, আর কেহ নয়,
 সব তার অবয়ব ॥
 স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্যেতে ফাল্গুনি,
 বিনা এ যুগল জনে ।
 অন্য কার প্রাণে, কুরুসৈন্য সনে,
 আসিবে একক রণে ॥
 এত শুনি কর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ,
 কহিতে লাগিল ক্রোধে ।
 কি শক্তি অর্জুন, হয়ে একজন,
 কোরব মহ বিরোধে ॥
 আগেতে সত্তর, পলায় উত্তর,
 বিরাট-রাজার সূত ।
 গোধন কারণে, এসেছিল রণে,
 দেখিল সৈন্য বহুত ॥
 পাছু যেই যায়, নপুংসক প্রায়,
 আছিল সারথি রথে ।
 পলাইল রথী, কি করে সারথি,
 সেহ পলায় ভয়েতে ॥
 শুনি মহামতি, বুঝে বৃহস্পতি,
 গৌতমবংশজ কয় ।
 পাছু যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
 এমত চিত্তে না লয় ॥

যদি পলাইত, রথেতে রহিত,
 যাইত রথী লইয়া ।
 হেন লয় মন, করিবেক রণ,
 আপনি রথী হইয়া ॥
 কহিছ যে আগে, পলাইল বেগে,
 উত্তর-সেহ প্রমাণ ।
 পাছুর যে লোক, ছদ্ম নপুংসক,
 পার্থ বিনা নহে আন ॥
 রূপের বচন, শুনি দুর্যোধন,
 কহিতে লাগিল তবে ।
 এ তিন ভুবনে, কাহার পরাণে,
 আমি সহ বিরোধিবে ॥
 ইউক অর্জুন, কিবা নারায়ণ,
 কামপাল কাম আদি ।
 কি শক্তি কাহার, সহিত আমার,
 একা রণে হবে বাদী ॥
 ভারত-চন্দ্রমা, রসের অশীমা,
 অবণে পাপ বিনাশে ।
 কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণ-পদাম্বুজ,
 বন্দি কহে কাশীদাসে ॥
 উত্তরের ভয় ও অর্জুন কর্তৃক
 আশ্বাস ।

এতক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ ।
 নির্ণয় করিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 পলায় উত্তর ধনঞ্জয় ধায় পাছে ।
 শত পদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে ॥
 আর্ন্ত হয়ে রাজসুত বলে গদ গদ ।
 না মারহ বৃহন্নলা ধরি তব পদ ॥
 এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘরে ।
 নানা রত্ন তোমা আমি দিব বহুতরে ॥
 দিব্য হেম মণি মুক্তা গজ হয় রথ ।
 এক লক্ষ গবী দিব স্বর্ণ-অলঙ্কৃত ॥
 বহু দেশ গ্রাম দিব দিব্য কন্যাগণ ।
 আর যাহা চাহ তাহা দিব সেইক্ষণ ॥
 না মারহ বৃহন্নলা দেহ মোরে ছাড়ি ।
 এত বলি কান্দে কত ধরাতলে পড়ি ॥

অচেতন হ'ল বীর যেন হীন প্রাণ ।
 হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান ॥
 আশ্বাসিয়া পার্থ কহে করি সচেতন ।
 না করিহ ভয় শুন আমার বচন ॥
 যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে ।
 সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥
 রথী হয়ে দেখ আজি করিব সমর ।
 যত যোদ্ধাগণে পাঠাইব যমঘর ॥
 তোমার গোধন সব লইব ছাড়িয়ে ।
 কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হয়ে ॥
 ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয় ।
 না করিহ রণভয় ত্যজহ সংশয় ॥
 এত বলি ধরি তারে তুলে রথোপরে ।
 বোধ নাহি মানেন বীর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥

কৌরবগণের অর্জুন বিষয়ক
 পরস্পর তর্ক ।

রথ চালানেন তবে ধীমান অর্জুন ।
 শমীরক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুঃ ॥
 উত্তরেণে রথে লয়ে করেন গমন ।
 দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্যোধন ॥
 হে গুরু হে রূপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয় ।
 স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয় ॥
 গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা ।
 আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা ॥
 দুর্যোধনবাক্য গুরু না শুনিয়া কাণে ।
 ভীষ্ম প্রতি চাহি তবে কহেন সেক্ষণে ॥
 বিপরীত অকুশল দেখ হের আজি ।
 নিরুৎসাহ সর্বসৈন্য কান্দে গজ বাজী ॥
 ভস্মরূপি হইতেছে বহে তপ্ত বাত ।
 অন্ধকার দশদিক সঘনে নির্ঘাত ॥
 বিনা মেঘে রক্তরূপি মহাকলরব ।
 বহু প্রাণী বিনাশের লক্ষণ এ সব ॥
 যত সৈন্য সবে থাক সংগ্রামের সাজে ।
 সবে মিলি রক্ষা কর দুর্যোধন-রাজে ॥
 গবী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে ।
 বহুকাল জীব আজি রক্ষা পাই যবে ॥

এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন ।
 চিনিলে কি অজ্ঞানায় নদীর নন্দন ॥
 লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ ।
 নগনামে নাম যার নগারি অঙ্গজ ॥
 অজ্ঞানার বেশধারী দুষ্কৃতনাশকারী ।
 গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি ॥
 সঙ্কোচে এতেক গুরু বলেন বচন ।
 উত্তর করেন শূনি শান্তনু-নন্দন ॥
 কি হেতু সঙ্কোচে কথা বল আর গুরু ।
 প্রকাশ করিয়া বল শুনুক যে কুরু ॥
 সভাতলে পূর্বে ধর্ম্ম যে কৈল নির্ণয় ।
 গেল দিন পরিপূর্ণ হইল সময় ॥
 সে ভয় ত্যজিয়া কহ শুনুক সকলে ।
 শূনি দুর্যোধনে চাহি গুরুদেব বলে ॥
 বলিলে কর্ণেতে রাজা বচন না শুন ।
 তথাপি নির্লজ্জ হয়ে কহি পুনঃপুনঃ ॥
 এই যে ক্লীবের বেশে গেল মহাশূর ।
 সর্বসৈন্য-অন্তকারী খ্যাত তিনপুর ॥
 ধনঞ্জয় নাম যার কুরুকুলবর ।
 প্রতিজ্ঞা তাহার যত তোমাতে গোচর ॥
 যথা যায় জয় নাহি করিয়া বাছড়ে ।
 দুরাসুর যার নামে নিজস্থান ছাড়ে ॥
 মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে ।
 ইন্দ্র শিব আদি দেব দিল অস্ত্রগণে ॥
 বহুবিদ্যা পাইয়াছে অমরভুবনে ।
 বহুক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে ॥
 পার্থ সহ কে যুঝিবে তব সভা মাঝ ।
 একজন নয়নে না দেখি মহারাজ ॥
 এত শূনি বলে তবে কর্ণ মহাবীর ।
 প্রশংসা করহ তুমি সদা গাণ্ডীবীর ।
 দুর্যোধন তার বোল অংশে যোগ্য নয় ॥
 অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয় ॥
 যদি এই পার্থ হবে পাণ্ডুর কুমার ।
 তবে ত মানস পূর্ণ হইল আমার ॥
 দুর্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই ।
 কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই ॥

যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার ।
 হেন জনে পাইল কি চাহি তবে আর ॥
 ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি ।
 পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি ॥
 কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন ।
 সবে জান যুধিষ্ঠির করিল যে পণ ॥
 অর্জুন না হয় যদি অন্য জন হবে ।
 এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীব ॥
 কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী ।
 যত বড় যেই জন সব আমি জানি ॥
 অর্জুন যেমত তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত ।
 খাপ্তব দাহনে যেই জিনে সুরনাথ ॥
 অপ্রমেয়-পরাক্রম যত্নবলে জিনি ।
 হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী ॥
 বাহুবল্লে পরাজয় কৈল পশুপতি ।
 এক রথে জয় করে সঙ্গারাজা ক্রিতি ॥
 নিবাত-কবচগণে করে নিপাতন ।
 দশ রাবণের তেজ এক এক জন ॥
 বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী ।
 সবে মারি নিষ্কণ্টক করে জন্তুভেদী ॥
 চিত্রসেনে জিনি চুর্যোধনে রক্ষা কৈল ।
 সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল ॥
 এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে ।
 কোন জন যুঝিবেক অর্জুনের সনে ॥

অর্জুনের সহিত উত্তরের শমীরক্ষ নিকটে
 গমন ও উত্তরের অস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন ।

এতক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ ।
 শমীরক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন ॥
 উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ ।
 এই দীর্ঘ শমীরক্ষ উপরে আরোহ ॥
 ধনুশ্চেষ্ট গাণ্ডীব যে আছে রক্ষোপরে ।
 দিব্য যুগ তুণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥
 বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর ।
 রক্ষ হতে নামাইয়া আনহ সত্ত্বর ॥
 পঞ্চ ধনু মধ্যে যেই ধনু মনোরম ।
 বল যার এক লক্ষ তাল রক্ষসম ॥

শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর ।
 কিমতে চড়িব এই রক্ষের উপর ॥
 শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে ।
 রাজপুত্র হয়ে কেন চড়িব এ গাছে ॥
 পার্থ বলে শব নহে রক্ষ উপরেতে ।
 পাপকর্ম কেন তোমা কহিব করিতে ॥
 শব বলি রেখেছিল কপট বচন ।
 শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ ॥
 এত শুনি রাজসুত চড়ে সেইক্ষণ ।
 ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
 অর্কচন্দ্র-প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত ।
 সর্পের মণির প্রায় অলে শত শত ॥
 ব্যস্ত হয়ে রাজসুত কহে ধনঞ্জয় ।
 ধনু অস্ত্র কোথা এথা দেখি সর্পময় ॥
 দেখিয়া অদ্ভুত মোর কাঁপিছে হৃদয় ।
 ছোঁবার থাকুক কাজ দেখি লাগে তয় ॥
 পার্থ বলে সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ ।
 শুনিয়া উত্তর পুনঃ বলিছে বচন ॥
 অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘবর তাল সম ।
 মণি-রত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম ॥
 মৃগচিহ্ন হলে যার ছুরাকর্ষ দেখি ।
 কোন মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি ॥
 বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস ।
 কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে শোভে রাজহংস ॥
 তৃতীয় সুবর্ণ-গোধা শোভে ধনুহলে ।
 কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন অলে ॥
 চতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যে কাহার ।
 চতুর্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার ॥
 কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেমশিখী-শোভা ।
 মণি-রত্ন-বিভূষিত শত চন্দ্র আভা ॥
 বিচিত্র শকুনিপত্র-বিভূষিত শর ।
 পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তুণ মনোহর ॥
 চন্দ্রমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার সুন্দর ।
 এই শঙ্খ বাদ্য করে কোন ধনুর্ধর ॥
 অর্কপ্রভ তীক্ষ্ণ পঞ্চ শঙ্খ মনোহর ।
 রক্ষমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ এমত কাহার ॥

নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে ।
 হেন অস্ত্র ধনু বল রাখে কোন জনে ॥
 পার্থ বলে যেই ধনু নীলোৎপলনিভ ।
 ত্রৈলোক্যবিজয় নাম ধরয়ে গাণ্ডীব ॥
 সুরাসুর প্রপূজিত শত্রুর শমন ।
 শতেক সহস্র রণে যাহার গণন ॥
 ব্রহ্মবংশে ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর ।
 পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেক পরন্দর ॥
 পঞ্চশত বর্ষ ধরে দেব নিশাকরে ।
 চৌষটি বরষ ছিল প্রজাপতি-করে ॥
 শতেক বরষ ধরিলেক জলপতি ।
 বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি ॥
 খাগুবদাহন হেতু দিল অর্জুনেরে ।
 পঞ্চষষ্টি বর্ষ উহা রহে পার্থ-করে ॥
 দেবের নির্মাণ ধনু দেবমূর্তি ধরে ।
 দেবকার্য্যে পাইলাম অগ্নি দিল মোরে ॥
 পূর্বে ব্রহ্মা দেবগণ লয়ে যজ্ঞ কৈল ।
 পঞ্চবিংশ পর্কেতে এরণ্ড বৃক্ষ হৈল ॥
 বিষ্ণুর ধনুক নবপর্কে নিরমিত ।
 শারঙ্গ যাহার নাম বল অপ্রমিত ॥
 সপ্তপর্কে জয়ন্তী সে ধনুক নির্মাণ ।
 সংহার কারণে থাকে মহেশের স্থান ॥
 পঞ্চপর্কে কোদণ্ডক ধনুক নির্মিল ।
 দানব দলন হেতু দেবরাজে দিল ॥
 পঞ্চ লক্ষ বল তার থাকে ইন্দ্র-হাতে ।
 রাবণ বিনাশ হেতু দিল রঘুনাথে ॥
 তিনপর্কে গাণ্ডীবের হয়েছে নির্মাণ ।
 খাগুব দহিতে অগ্নি মোরে দিল দান ॥
 মোহন মুরলী এক পর্কে খাতা কৈল ।
 গোপীর মোহন হেতু গোবিন্দে দিল ॥
 গাণ্ডীব ধনুর জয় শুন যেইমতে ।
 ত্রিগুণে নির্মিত গুণ সর্ব ধনুকেতে ॥
 দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যাতে শোভয়-
 ছয় হংস চিত্র ধর্ম্মনুপতি ধরয় ॥
 সত্তরি সহস্র বল ধনুক নির্মাণ ।
 জ্যোৎস্নাচার্য্য গুরু পূর্কে মোরে দিল দান ॥

সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপম ।
 রুকোদর-ধনু তার সুপাশ্ব'ক নাম ॥
 পঞ্চ শত সত্তরি সহস্র বল ধরে ।
 কাড়ি নিল ধনু বলে জয়দ্রথ বীরে ॥
 ব্যাঘ্র-বিভূষিত ধনু নকুল বীরের ।
 পৈবটি সহস্র বল শল্যের করের ॥
 শিখিচিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে ।
 চতুঃষষ্টি বল পূর্কে দিল চক্রধরে ॥
 অতিদীর্ঘ তরুর পিঙ্গলী-ভূষিত ।
 ভীমসেন ঠাকুরের জগতে বিদিত ॥
 এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয় ।
 তথ্য না জানিল মূঢ় বিরাট-তনয় ॥
 পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ রহমলে ।
 ধনুঅস্ত্র রাখি তাঁরা গেল কোন্ স্থলে ॥
 শুনেছি পাশাতে হারি গেল রাজ্য ধন ।
 কুব্জ সহ বনে প্রবেশিল ছয় জন ॥
 এথায় কিমতে অস্ত্র রাখিল পাণ্ডব ।
 তুমি জাত হলে কিসে বল এই সব ॥
 হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয় ।
 কল্প সভাসদ সেই ধর্ম্মের তনয় ॥
 রুকোদর বল্লভ যে পাচক তোমার ।
 অশ্বপাল নাম গ্রস্থি নকুল কুমার ॥
 সহদেব তব গবী করেন পালন ।
 সৈরিক্সী পাঞ্চালী হেতু কীচক নিধন ॥
 উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয় ।
 কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয় ॥
 দশ নাম ধরে সেই পার্থ মহাশয় ।
 শুনিলে আমার মনে হইবে প্রত্যয় ॥
 অর্জুন বলেন নাম শুনহ আমার ।
 যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥
 অর্জুন ফাল্গুনি সব্যসাচী ধনঞ্জয় ।
 কীরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয় ॥
 কৃষ্ণ জিষ্ণু বলি মোর দশ নাম জান ।
 স্থাপিত করিল যাহা অমর-প্রধান ॥
 উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয় ।
 কি হেতু কি নাম ই'ল কুন্তীর তনয় ॥

দৈবে তুমি জান নাম তাঁর সঙ্গে ছিলে ।
শুনি জ্ঞান হোক শীঘ্র কহ রহমলে ॥

অর্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ
কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ ।

অর্জুন বলেন শুন বিরাট-নন্দন ।

দশ নাম-হেতু তোমা বলিব এখন ॥

হস্তিনানগরে পূর্বে ছিলাম যখন ।

আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন ॥

স্বয়ম্ভু পাশাণ-লিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে ।

রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিতে না পারে ॥

প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান দান ।

নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান ॥

যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী ।

সেইরূপে সদা পূজে সুবলনন্দিনী ॥

দৌহে শিব পূজে কেহ কাহারে না জানে

দৈবযোগে দৌহাকার দেখা এক দিনে ॥

গান্ধারী বলেন কুন্তি কেন তুমি এথা ।

ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা ॥

মাতা বলে সদা আমি করি যে পূজন ।

তুমি বল এই স্থানে কিসের কারণ ॥

গান্ধারী বলেন রাঁড়ি এত গর্ব তোর ।

কিমতে পূজিস লিঙ্গ সম্পূজিত মোর ॥

রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী ।

কোন ভরসায় তুমি পূজ শূলপাণি ॥

মাতা বলে গান্ধারী গো বল কেন এত ।

তুমি জ্যেষ্ঠ ভগিনী যে তেঁই বল কত ॥

যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে ।

সর্বলোক জানে আমি পূজি ফল-ফুলে ॥

যত দিন আছিলাম বনের ভিতর ।

সেই হেতু পূজিবারে পেলে যোগেশ্বর ॥

এখন আপন দেশে আসিলাম আমি ।

আমার পূজিত লিঙ্গ পূজ কেন তুমি ॥

জিজ্ঞাসহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেরে ।

মম এই ইচ্ছলিঙ্গ কে পূজিতে পারে ॥

গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্ব অহঙ্কার ।

এখন তোমার শিবের কোন অধিকার ॥

সবাকার অনুমতি পূজি আমি হরে ।

আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে ॥

দূর কর ফল পুষ্প যাহ এথা হতে ।

ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পূজিতে ॥

মাতা বলে যত দিন নাহি ছিন্তু দেশে ।

তেঁই সবে বুঝি বলে পূজিতে মহেশে ॥

পুনশ্চ ভগিনী আর না আসিও এথা ।

শিবপূজা কৈলে দ্বন্দ্ব ঘটিবে সর্বথা ॥

এই মত দ্বন্দ্ব হয় দুই ভগিনীর ।

লিঙ্গ হতে সদাশিব হইয়া বাহির ॥

কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুই জন ।

দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দৌহে আমার বচন ॥

সবাকার ইচ্ছা আমি সবে পূজা করে ।

কার শক্তি আছে মোরে অংশ করিবারে ॥

অর্ধ অঙ্গ মম হয় পর্কতকুমারী ।

কোন জন অংশ মোরে করিতে না পারি ॥

তোমা দৌহে কুরুবধু সমান ভকতি ।

দৌহার পূজায় হয় মম বড় প্রীতি ॥

আপনার বলি বল আমি কার নই ।

কিন্তু রাজরমণীর পূজা আমি হই ॥

দৌহে রাজপত্নী তোমা দৌহে রাজমাতা ।

উভয়ে আমারে পূজা করহ সর্বথা ॥

এক জন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে ।

তবে মম দৃঢ় বাক্য কহি দৌহাকারে ॥

কনকের দল হবে মাণিক কেশর ।

সুগন্ধী সহস্র চাঁপা অতি মনোহর ॥

তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে ।

নিশ্চয় জানিহ শিব তাহারি হইবে ॥

এমত বিধানে যেই করিবেক পূজা ।

তার পূজ জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা ॥

শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস ।

মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস ॥

নিশ্চয় তোমার এবে হ'ল মহেশ্বর ।

পূজগণে চাম্পা মাগি আনহ সত্ত্বর ॥

এত বলি নিজগৃহে করিল গমন ।

ডাকাইয়া আনাইল শত পূজগণ ॥

কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেন মতে ।
 হেম চাঁপা দেহ শিবে পূজিব প্রভাতে ॥
 সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারি ।
 যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য-অধিকারী ॥
 শুনি চূর্যোদন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ।
 সহস্র সহস্র আনাইল কশ্মিগণ ॥
 মণি মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ ।
 ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মন ॥
 আমার জননী শুনি হরের বচন ।
 অতি দুঃখচিত্তে চলে না চলে চরণ ॥
 স্বামিহীন পুত্র শিশু সহজে দুঃখিত ।
 পরগৃহে বন্ধি পর-অগ্নিতে পালিত ॥
 কি করিব কি কহিব চিত্তে ভাবি দুঃখ ।
 কারে কিছু নাহি কহি রহে অধোমুখ ॥
 ভোজন সময় হলে আসে ভ্রাতৃগণ ।
 ক্ষুধায় আকুল ভীম মাগিল ভোজন ॥
 অন্ন দেহ মাত বলি ডাকে বৃকোদর ।
 দুঃখেতে আরত মাতা না দিল উত্তর ॥
 উত্তর না পেয়ে ভীম অধিক কুপিল ।
 রন্ধন-সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল ॥
 সকল লইল ভীম দুই হাতে করি ।
 ধরে ধরে রাখে বীর ধর্ম বরাবরি ॥
 যুধিষ্ঠির কন কহ কুশল বারতা ।
 ভীম বলে মাতা কেন নাহি কহে কথা ॥
 দ্বিতীয় প্রহর বেলা অন্ন নাহি হয় ।
 জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাহি কয় ॥
 অস্ত্রশিক্ষা পরিশ্রম দহে ক্ষুধানল ।
 সে কারণে আনিলাম আমান্ন সকল ॥
 রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পাছু ।
 আজ্ঞা হলে এই মত খাই কিছু কিছু ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন খাবে কোন মুখে ।
 জননী আছেন কেন জান অধোমুখে ॥
 কি দুঃখে তাপিত মাতা না জানি কারণ
 আমান্ন করিবে ভাই কিমতে ভক্ষণ ॥
 পুনঃ গিয়া শীঘ্র ভাই জিজ্ঞাসহ মায়া ।
 কি হেতু বসিলে হেঁট করিয়া মাথায় ॥

ভীম বলে আমা হতে নহে নরবর ।
 অনেক ডাকিন্দু মাতা না দিল উত্তর ॥
 ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ কম্পিত সঘন ।
 এত বলি বসে হেঁট করিয়া বদন ॥
 সহদেব নকুলেরে পাঠান রাজন ।
 কাহারে কিছুই মাতা না বলে বচন ॥
 আমারে করিল আজ্ঞা ধর্ম নরপতি ।
 জননীর পায়ে ধরি করিনু মিনতি ॥
 তুমি দুঃখচিত্ত রাজা দুঃখিত হইল ।
 ক্ষুধায় আকুল ভীম কুপিয়া রহিল ॥
 সহদেব নকুল যে ক্ষুধিত অপার ।
 আজ্ঞা কর জননী গো কি দুঃখ তোমার ।
 শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন ।
 দৌহাকার পাশে যথা শঙ্কর-বচন ॥
 সহস্র কাঞ্চন চাঁপা চাহে ত্রিলোচন ।
 গান্ধারী-আজ্ঞায় সব গড়ে কান্দগণ ॥
 কি করিবে তোমা সব কি হবে কহিলে ।
 এই হেতু দহে অঙ্গ দুঃখের অনলে ॥
 আমি কহিলাম মাতা এই কোন কথা ।
 যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা ॥
 মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন ।
 তুমি কোথা হতে দিবে কোথা পাবে ধন ।
 আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন ।
 কোন বড় কথা হেতু করিব ভণ্ডন ॥
 রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও ।
 আমি দিব পুষ্প আনি তুমি যত চাহ ॥
 শুনিয়া হইয়া হৃষ্টা করিল রন্ধন ।
 সবাকারে অন্ন দিয়া করেন ভোজন ॥
 কতক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেহ আনি ।
 সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী ॥
 কখন কনক-পুষ্প দিবে মোরে আর ।
 এইমত মাতা মোরে কহে বারেবার ॥
 আমি যত বলি মাতা প্রবোধ না হয় ।
 সমস্ত রজনী গেল প্রভাত সময় ॥
 ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া ।
 সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া ॥

দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি ।
 বায়ব্য যুগল মনোভেদী অস্ত্র মারি ॥
 কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কারণ ।
 বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ ॥
 সুগন্ধী কনক-পদ্ম চম্পক-মিশ্রিত ।
 শিবের উপরে রুপ্তি হ'ল অপ্রমিত ॥
 দেউল উদ্যান আর বাহির ভিতর ।
 পুষ্পেতে পূর্ণিত হ'ল নাহি রহে স্থল ॥
 জননীকে বলিলাম যাহ স্মান করি ।
 আনিলাম পুষ্প গিয়া পূজ ত্রিপুরারি ॥
 কোতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল ।
 তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল ॥
 তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা ।
 আজি হতে একা তুমি কর মম পূজা ॥
 আমাদের সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন ।
 ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন ॥
 আজি হতে নাম তব হল ধনঞ্জয় ।
 ধনঞ্জয় নামের এ জ্ঞানহ আশয় ॥
 উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি ।
 কি করিল শুনি তবে সুবলনন্দিনী ॥
 অর্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী ।
 সহস্র কনক-পুষ্প হেমপাত্রে করি ॥
 কুসুম চন্দন আর বহু উপহারে ।
 নারীগণ সহ যান পূজিতে শঙ্করে ॥
 শিবের আশয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত ।
 যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত ॥
 দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণবদন ।
 কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ ॥
 মাতা বলে এই পুষ্পে পূজিলাম আমি ।
 বর দিয়া নিজস্থানে গেল উমাস্বামী ॥
 শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্পজল ফেলে ।
 গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে ॥
 সাধু কুন্তী সাধু পুত্র গর্ভেতে ধরিল ।
 অকারণে শত পুত্র আমার জন্মিল ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জুনের বীভৎস নামের বিবরণ ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাটনন্দন ।
 কহি এবে আর নাম যাহার কারণ ॥
 বিজয় বলিয়া ডাকে সকলে আমারে ।
 বিজয় করিয়া আসি যাই যথাকারে ॥
 শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব মম রথ বহে ।
 শ্বেতবাহনক বলি লোকে মোরে কহে ॥
 সূর্য্য অগ্নি সম মম কিরীট যে মাথে ।
 কিরীটী দিলেন নাম তেঁই সুরনাথে ॥
 বীভৎস বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ ।
 কহিব বিরাটপুত্র তাহার কারণ ॥
 এক দিন কৃষ্ণ সহ নৈমিষকাননে ।
 জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ সহাস্রবদনে ॥
 ধন্য ধনঞ্জয় তুমি বলে মহাবল ।
 তোমা সম বীর নাহি ধরণীর তল ॥
 লক্ষ রাজা জিনি নিলে কৃষ্ণ স্বয়ম্বরে ।
 জিনিলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে ॥
 খাণ্ডব দহিয়া অগ্নি নির্ব্যাধি করিলে ।
 ইন্দ্র সহ সুরাসুর সমরে জিনিলে ॥
 কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলে সকল ।
 তিন লোক আসি তব খাটে হ্রততল ॥
 ধরণী ধরিলে মহাভার বাহুবলে ।
 বাহুবুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে ॥
 তপেতে তাপিলে তুমি হিমালয় গিরি ।
 চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরনারী ॥
 যে উর্দ্ধশী দেখি ব্রহ্মা হলেন মোহিত ।
 সে জন তোমার ঠাই হইল লজ্জিত ॥
 বীরমধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি তপেতে প্রধান ।
 জিতেন্দ্রিয়রূপে গুণে কামের সমান ॥
 এ তিন ভুবনে নাহি দেখি এক জনা ।
 তোমার সদৃশ রূপগুণের তুলনা ॥
 আমা হতে শতগুণে তোমারে বাখানি ।
 তোমার সদৃশ কেবা আছে বীরমণি ॥
 আমি হেন নাহি দেখি সংসার ভিতরে ।
 তুমি যদি জান আছে দেখাহ আমারে ॥

আমি কহিলাম বঁছ করিয়া প্রকার ।
 ধাতার সৃজিত এই সকল সংসার ॥
 আমি হতে অধিক আছয়ে রূপে গুণে ।
 নাহি বলি শ্রীগোবিন্দ বল কি কারণে ॥
 গোবিন্দ বলেন সখা দেখাহ আমারে ।
 আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে ॥
 পুনঃপুনঃ শ্রীগোবিন্দ বলেন আমারে ।
 গোবিন্দের আঁজা পেয়ে গেলাম সত্ত্বরে ।
 স্বর্গ মর্ত্য রাসাতল ভ্রমি ত্রিভুবন ।
 আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন ॥
 কৃষ্ণের উদ্দেশে মনে করি বিবেচন ।
 মম সম নাহি পাই এতিন ভুবন ॥
 তোমার মুখেতে পূর্বে শুনিয়াছি আমি ।
 যত্র জীব তত্র শিব রূপে আছ তুমি ॥
 ব্রহ্ম কীট তৃণাদিতে তুমি আত্মা রূপে ।
 আমার সদৃশ নাহি পাই তিন লোকে ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সার ।
 তোমাতে পূরিত এই সকল সংসার ॥
 আপন সদৃশ জন কারে না দেখিয়া ।
 পুরীষ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া ॥
 গোবিন্দের আগে করিলাম নিবেদন ।
 আমি হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন জন ॥
 আপন সদৃশ নাহি পাই এক জন ।
 আমি যার তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ ॥
 হয় নয় সমতুল্য করিতে না পারি ।
 আনিয়াছি জগন্নাথ দেখাইতে ডরি ॥
 অন্তর্যামী বাস্তুদেব সকল জানিয়া ।
 ফেলাহ ফেলাহ বলি বলেন ডাকিয়া ॥
 কি কারণে ধনঞ্জয় এতেক ন্যূনতা ।
 যেই আমি সেই তুমি নহেক অন্তথা ॥
 তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ ।
 অজ শিব জানে ইহা জানে চারি বেদ ॥
 এত বলি শ্রীগোবিন্দ করি আলিঙ্গন ।
 দিলেন বীভৎসু নাম করি নিকৃপণ ॥
 নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায় ।
 কৃষ্ণ নাম অর্পিলেন জনক আমায় ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য । (৪)

প্রথমহ দ্বিজ, পদ-সরসিজ,
 সৃজন পালন নাশা ।
 সর্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
 বক্ষে অধোক্ষজ-ভূষা ॥
 যে পদ সলিল, যেই সাধু পীল,
 তরিল দুঃখ-পিপাসা ।
 অবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি,
 যে পদে সবার বাসা ॥
 ভবান্বব প্লব, যে পদপল্লব,
 লক্ষ্মী বশকারী ধূলি ।
 আয়ুঃযশঃপ্রদ, অজয় সম্পদ,
 পাইতে যাহারে বুলি ॥
 বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
 পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে ।
 বজ্রে করে চূর, ভস্মের অঙ্কুর,
 তিন পুর ভয় মানেন ॥
 ভগাক্ষ যে বাক্যে, হ'ল সহস্রাক্ষে,
 সকল-ভক্ষ্য হুতাশ ।
 যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গ দেবী,
 সিন্ধুজলে কৈল-বাস ॥
 অপ্রমিত তেজঃ, অজিত বংশজ,
 ঈষিতে করিল ধ্বংস ।
 বিদ্য হ'ল ক্ষুদ্র, শুবিল সমুদ্র,
 দহিল সগরবংশ ।
 ভগীরথ ভগে, ঋষিশৃঙ্গ যুগে,
 দ্রোণীতে হইল দ্রোণ ।
 অক্ষী কলানিধি, যে বাক্যে জলধি,
 পাইল কটুহ লোণ ॥
 ভজ সাধুচেতা, ত্যজ সর্বকথা,
 খণ্ডিবে দণ্ডীর পাশী ।
 জীবন মরণে, ব্রাহ্মণ-চরণে,
 শরণ লইল কাশী ॥

অৰ্জুনের ক্রীৰত্বের বিবরণ ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাটকুমার ।
যেই হেতু যেই নাম হইল আমার ॥
তুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান ।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সজ্জান ॥
তৈঁই সবাসাচী নাম লোকে হ'ল খ্যাত ।
গুণ-ঘরিষণে দেখ সমান তু'হাত ॥
সসাগরা ধরাতলে রহে যত জন ।
কপেতে আমার সম নাহি অন্য জন ॥
সমান দেখিয়া সবে মোর ক্রপ গুণ ।
এ কারণে মম নাম রাখিল অৰ্জুন ॥
ফল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে জনম আমার ।
ফাল্গুনী বলিয়া তৈঁই ঘোষণে সংসার ॥
চতুর্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি ।
ইন্দ্র-ভুজাঙ্গিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র জিষ্ণু নাম ধরে ।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করি নু সবারে ॥
সে কারণে সবে মিলি যত দেবগণ ।
জিষ্ণু নাম মোরে সবে করেন অর্পণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায় ।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমার ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাটনন্দন ।
যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে যে জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত ।
পূর্বাঙ্গের সত্য মম সব লোকে জ্ঞাত ॥
এত শুনি রাজসুত ক্ষণ শুক হয়ে ।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
হে বীর কমলচক্রে চাহ একবার ।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
বহু দোষে দোষী আমি তোমার চরণে
সে সকল কিছু আর না করিবে মনে ॥
যে যে কর্ম তুমি করিয়াছ মহামতি ।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শক্তি ।
বড় ভাগ্য মম জনকের কর্মফলে ।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে ॥

কৃষ্ণের আশ্রিত হও তোমা পঞ্চ জন ।
তৈঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায় ।
দাস হয়ে সদা আমি সেবিব তোমার ॥
অৰ্জুন বলেন প্রীত হলেম তোমারে ।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
কুরুগণে জিনি তব গোধন অর্পিব ।
মহা-আর্প্ত আজি কুরুসৈন্যেরে করিব ॥
কুরুসৈন্য-সিন্ধু রাখে শত্রুগণ ভুজে ।
সকল দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে ॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে ।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে ॥
উত্তর বলিল মোর আর ভয় কারে ।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে ॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি ।
নাহি মোর ভয় যদি আসে শূলপাণি ॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আছে মোর মনে ।
এ কপেতে কাল কাট কিসের কারণে ॥
কি কারণে নপুংসক হলে মহাবল ।
ইহার রত্নান্ত মোরে কহিবে সকল ॥
নিরন্তর এই কথা মনে মোর ছিল ।
এ হেন শরীরে কেন ক্রীৰত্ব পাইল ॥
অৰ্জুন বলেন শুন বিরাটনন্দন ।
অরণ্যেতে যবে মোরা ছিনু পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা লয়ে যাই হিমগিরি ।
শিবেরে সন্তোষ কৈনু উগ্রতপ করি ॥
তুমি হ'ল পশুপতি দেব ত্রিলোচন ।
তঁার অনুগ্রহে তুমি হ'ল দেবগণ ॥
কুবের বরুণ যম অস্ত্রগণ দিল ।
মাতলি পাঠায়ে ইন্দ্র স্বর্গে মোরে নিল
নিবাতকবচ আর কালকেয়গণ ।
স্বর্গে আসি উপদ্রব করে সর্বক্ষণ ॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ করে ছারখার ।
দৈত্য-ভয়ে দেবে ছুঃখ হইল অপার ॥
সব দুঃখগণে আমি একা সংহারিনু ।
সকল অমরপুরী নিষ্কণ্টক কৈনু ॥

যতেক অমরগণ আনন্দিত হ'ল ।
 তুষ্ট হয়ে দেবগণ মোরে বর দিল ॥
 ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় কুন্তীর নন্দন ।
 তোমা সম বীর নাহি এতিন ভুবন ॥
 অচিরে হইবে তব চুঃখ বিমোচন ।
 কৌরব জিনিয়া প্রাপ্ত হবে রাজ্যধন ॥
 একপে অমরপুরী আছি কর্ত দিন ।
 নানাবিদ্ভা অস্ত্র শস্ত্র করিনু পঠন ॥
 দৈবে একদিন পিতা দেব পুরন্দর ।
 নৃত্য গীত করাইল অঙ্গুরী অঙ্গুর ॥
 উর্কশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী ।
 সে সবার শ্রেষ্ঠা পরম সুন্দরী ॥
 যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য-গীত ।
 চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত ॥
 দেখিলাম উর্কশীর নর্তন নিমেষে ।
 সেকারণে নিশাযোগে আসে মম পাশে ।
 অনেক कहিয়া শেষে মাগিল রমণ ।
 প্রত্যাখ্যান করিলে সে কাহিল তখন ॥
 সকল অঙ্গুর ত্যজি মোরে নিরখিলে ।
 সেকারণে আসিলাম এত নিশাকালে ॥
 না করিলে মম তোষ পুরুষের কাজ ।
 ক্লীবত্ব পাইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ ॥
 শুনিয়া বিনয়-ভাষে কাহিলাম তায় ।
 কামভাবে আমি নাহি দেখিনু তোমায়
 পূর্ব-পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন ।
 তোমার গর্তেতে জন্মাইল পুত্রগণ ॥
 অনেক পুরুষ পূর্ব হতে হয়ে গেল ।
 তোমার যুবত্ব-দশা লান না পাইল ॥
 এই হেতু পুনঃপুনঃ দেখেছি তোমারে ।
 কুলের জননী রূপা করিবে আমারে ॥
 কুন্তী মাদ্রী যথা মম যথা শচীশ্রাবী ।
 ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গনি ॥
 আপনার বংশ বলি জানহ আমারে ।
 লজ্জা পেয়ে উর্কশী সে কহে আরবারে
 যজ্ঞ-ব্রত-ফলে তব যত পিতৃগণ ।
 ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমন ॥

সবে মোর সহ করে রতি-ব্যবহার ।
 কেহ নাহি করে যথা তোমার বিচার ॥
 কাহিল আমার শাপ নহিবে লজ্জন ।
 বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট-ভবন ॥
 শাপ হতে বর তুল্য হবে তব কাজ ।
 অন্ত বেশে লুকাইতে নার ক্রিতিমাঝ ॥
 বরষ রহিবে বলি করে নিকৃপণ ।
 শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাটনন্দন ॥
 বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায় ।
 সদাকাল ক্লীব আমি পরের দারায় ॥
 উত্তর বলিল মোরে হলে রূপাবান ।
 তেঁই মোরে নিজ কর্ম করিলে বাখান ॥
 আজ্ঞা কর কোন কর্ম করিব এখন ।
 শুনিয়া অর্জুন বীর বলেন বচন ॥
 সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে ।
 কোতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে ॥
 উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে ।
 সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে ॥
 ইন্দ্রের মাতলি কিয়া দারুক সারথি ।
 তাদৃশ সারথি-কর্ম্ম আমার শকতি ॥
 বিশেষ তোমার ভুজাশ্রিত মহাবলী ।
 এখনি লইব রথ সৈন্য-মধ্যস্থলী ॥

অর্জুনের রণসজ্জা ।

তবে পার্থ মায়াবত করেন স্মরণ ।
 অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ ॥
 পার্থ চিন্তা করামাত্র আসে সেইক্ষণ ।
 কনক-রচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন ॥
 উত্তরের রথ হতে নামি ধনঞ্জয় ।
 প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয় ॥
 পূর্বের কুণ্ডল বীর ত্যজিয়া অবণে ।
 ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল যে দেন ছই কাণে ॥
 বেণী ঘুচাইয়া শিরে উকীষ বন্ধন ।
 ইন্দ্রদত্ত কিরীটে করে বিভূষণ ॥
 খজ্জ ছুরি তৃণ আদি বাঙ্খিয়া কাঁকালি
 গাণ্ডীব ধরিয়া গুণ দেন মহাবলী ॥

গুণ দিয়া ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার ।
 বজ্রাঘাতে গিরি যেন হইল বিদার ॥
 দশ দিক পূর্ণ হ'ল কম্পিত ধরণী ।
 বধির হইল কর্ণ কিছু নাহি শুনি ॥
 শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোহিয়া ।
 চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া ॥
 সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ বলাহক সম ।
 চালাল বৈরাটী অশ্ব অতি মনোরম ॥
 চলিলার কালে তবে পাণ্ডব ফাঙ্কনী ।
 ধনুগুণ টঙ্কারিয়া করে শঙ্খধ্বনি ॥
 গর্জিল রথের চক্র গর্জে কপিধ্বজ ।
 মূচ্ছা হয়ে রথে পড়ে বিরাট-অঙ্গজ ॥
 প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জিল গগন ।
 শত বজ্র এক কালে যেমত নিস্বন ॥
 স্থাবর জঙ্গম কাঁপে সপ্তসিদ্ধিজল ।
 শব্দ শুনি ভয়াকুল হ'ল কুরুবল ॥
 মূচ্ছিত দেখিয়া পার্থ বিরাটকুমারে ।
 আশ্বাসিয়া সচেতন করেন তাহারে ॥
 ক্ষত্রপুত্র হয়ে তুমি কেন হীনবত ।
 শব্দমাত্র শুনি কেন হলে জ্ঞানহত ॥
 লক্ষ লক্ষ হবে যবে ধনুক-টঙ্কার ।
 এককালে শঙ্খশব্দ হইবে সবার ॥
 তখন সংগ্রাম-স্থলে কি করিবে তুমি ।
 রথ হতে খসি যদি পড় পাছে তুমি ॥
 উত্তর বলিল মোরে নিম্ন অকারণ ।
 এ শব্দে পৃথিবী মধ্যে কে আছে চেতন ॥
 বলু শুনিয়াছি শব্দ জলদগর্জন ।
 ধনুর্ঘোষ শঙ্খানাদ অনেক বাজন ॥
 এতাদৃশ শব্দ কভু কর্ণে নাহি শুনি ।
 রথধ্বজ গর্জে এত অপূর্ব কাহিনী ॥
 রথের গর্জনে হ'ল বধির শ্রবণ ।
 ধনুর্ঘোষে শঙ্খানাদে হনু অচেতন ॥
 শুনিয়া কিরীটী হাসি বলেন বচন ।
 যুদ্ধে স্থির হবে নাহি লয় মম মন ॥
 বাম পদে আমি তোমা রাখিব ধরিয়ে ।
 কেবল থাকিবে রথে অবলম্ব হয়ে ॥

এত বলি পুনর্বার করিলেক শব্দ ।
 সেই শব্দে কুরুকুল হইলেক স্তব্ধ ॥
 পুনঃপুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত ।
 কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজমুত ॥
 গাণ্ডীব ধনুর মত শুনি যে টঙ্কার ।
 দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার ॥
 যে শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির ।
 নিরখিয়া দেখ সব আপন শরীর ॥
 বিষণ্ণ হইল লোমাঞ্চিত সব তনু ।
 কর শির কাঁপে দেখ কাঁপে বক্ষ জাহ্নু ॥
 তোমা সবার কার চিত্তে কি হয় না জানি ।
 বধির হইল কর্ণ হেন শব্দ শুনি ॥
 অস্ত্রগণ জ্যোতির্হীন অগ্নিহোত্র মন্দ ।
 সংজাহীন দেখি সৈন্য সবে নিরানন্দ ॥
 রক্তমাংসাহারী পক্ষী সৈন্যশিরে উড়ে ।
 বোরনাদ করি সবার শিরে পড়ে ॥
 হয় হস্তিগণ দেখ করিছে ক্রন্দন ।
 পুনঃপুনঃ মল মূত্র তাজে ক্ষণে ক্ষণ ॥
 সৈন্যমধ্যে প্রবেশিয়া শিবাগণ ডাকে ।
 রথধ্বজ বেড়িয়াছে দেখ সব কাকে ॥
 সত্য হ'ল অকুশল সাক্ষাতে আমার ।
 মহাবীর পার্থ বিনা কেহ নহে আর ॥
 এখন এমন কর্ম কর বীরগণে ।
 মধ্যেতে রাখহ যত্নে রাজা দুর্ব্যোধনে ॥
 প্রহরীরা সর্বত্রোতে জাগি বেড়ি রহ ।
 বাটিয়া ছুভিতে সৈন্য ছুই ভাগে লহ ॥
 অর্দ্ধসৈন্য গবীগণে রহ এবে বেড়ি ।
 অসাধ্য যদ্যপি হয় শেষে দিব ছাড়ি ॥
 গবীগণে কিছু ভয় নাহিক তোমার ।
 রাজারে রাখহ সবে যত শক্তি যার ॥
 মহাভারতের কথা সুধাসিদ্ধুবৎ ।
 একমনে সাধু জন পীয়ে অনুব্রত ॥
 জয়তি নীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী ।
 নীলপদ্ম সম মুখ দুষ্ক-অন্তকারী ॥
 নীলান্বর সহিত লীলায় নীলাচলে ।
 নীলকণ্ঠ আদি দেব সেবে পদতলে ॥

অরুণ বরণ চক্ষু অরুণ বসন ।
 অরুণ অধর-শোভা সে কর চরণ ॥
 মস্তকে অরুণ হেম-মুকুটরচিত ।
 গলে মণি-রত্নহার অরুণ উদিত ॥
 অরুণ-বরণ চক্ষু লক্ষ্মী বামপাশে ।
 অরুণ-চরণ সদা ধ্যায় কানীদাসে ॥

—
 হুর্যোধনের বক্তৃতা ।

দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি হুর্যোধন ।
 ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মে চাহি বলিছে বচন ॥
 পুনঃপুনঃ মোর প্রতি কহেন এ কথা ।
 পাণ্ডবের পক্ষ গুরু জানিহ সর্বথা ॥
 সতত কহেন পাণ্ডবের গুণাগুণ ।
 অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জুন ॥
 ত্রয়োদশ বর্ষ সবে করি গেল পণ ।
 ইতিমধ্যে দেখা তারা দিবে কি কারণ ॥
 বিশেষ একক কেন আসিবে এথায় ।
 অকস্মাৎ আসিবেক কোন অভিপ্রায় ॥
 অর্জুন হইল যদি কি চাহি যে আর ।
 ভ্রাতৃ সহ বনমাঝে যাবে আরবার ॥
 বিরাটের পক্ষ হয়ে সে কেন আসিবে ।
 অশ্ব কেহ সেনাপতি বিরাটের হবে ॥
 কিম্বা সেই আসিতেছে বিরাট নৃপতি ।
 কিম্বা আগে পাঠাইল মুখ্য সেনাপতি ॥
 দক্ষিণ গোত্রহে রাজা সুশর্ম্মা যে গেল ।
 মৎস্যদেশ জয় করি সেই বা আসিল ॥
 না দেখিয়া না শুনিয়া শব্দমাত্র শুনি ।
 পুনঃপুনঃ কহিছেন আসিল ফাক্তনী ॥
 জানি আমি আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্র প্রীত ।
 অতএব কহিছেন হয়ে হৃষ্টচিত ॥
 মোরে ভয় দেখাইয়া শত্রুর প্রশংসা ।
 পুনঃপুনঃ কহিছেন অকুশল ভাষা ॥
 পশুজাতি অশ্বগণ নিরবধি ত্রাসে ।
 পক্ষীর স্বভাব সদা উড়য়ে আকাশে ॥
 মেঘের সহজ কর্ম উঠিলে গরজে ।
 কভু ধীর কভু তীক্ষ্ণ পবনের তেজে ॥

ইহা দেখি কহিছেন নাহি আর জয় ।
 না করিয়া যুদ্ধ গুরু পান এত ভয় ॥
 নামেতে হইল ত্রাস কি করিবে রণ ।
 যুদ্ধস্থলে পণ্ডিতের নাহি প্রয়োজন ॥
 প্রাসাদ মন্দির যথা নৃপতির সভা ।
 সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিতের সভা ॥
 পুরাণের বাক্য যথা বেদ-অধ্যয়ন ।
 সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোভন ॥
 যথায় বালক শিক্ষা বিচার কখন ।
 সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় সুশোভন ॥
 যদি বা আইসে পার্থ লজিয়া সময় ।
 কিবা শক্তি আছে তার কেন এত ভয় ॥
 আনুক অর্জুন আমি করিব সংগ্রাম ।
 ভয়াৰ্ত্ত হলেন গুরু যান নিজ ধাম ॥
 ভোজ্য অন্ন দিয়া তার পাইলাম ফল ।
 সে মিত্রে কি কার্য্য যেই শত্রুর বৎসল ॥
 ভক্তি ভয় দুই গুরু করেন পাণ্ডবে ।
 সদাকাল এই মত জানি অনুভবে ॥
 এথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন ।
 যথা ইচ্ছা তথাকারে করুন গমন ॥
 এখন এমত কর্ম কর পিতামহ ।
 সৈন্যগণে ডাকি সব আশ্বাসিয়া কহ ॥
 স্থানে স্থানে গুল্ম পাতি দৃঢ় কর সেনা ।
 মোর স্থানে গবী লয় হৈন কোন জনা ॥
 গুরুকে করিয়া পাছু পাঁচ গুল্মগণ ।
 ভয়াৰ্ত্ত লোকে রে রাখি নাহি প্রয়োজন ॥
 ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ ।
 আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হ'ল ভীতমন ॥

—
 কর্ণের আশ্বাসাধা ।

হুর্যোধন দুৰ্ম্মতির শুনিয়া বচন ।
 কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকৰ্ত্তন ॥
 মলিন বদন কেন দেখি সব রথী ।
 আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হ'ল ছন্ন মতি ॥
 না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর ।
 কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির ।

কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপানি ।
 কিম্বা বায়ুদেব সহ আম্বুক কাক্তনী ॥
 বধিব সবারে আমি একা ভুজবলে ।
 সমুদ্র-সহরী যথা রক্ষা করে কূলে ॥
 ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটি ।
 প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি ॥
 খণ্ড খণ্ড করি দিব শ্বেত চারি হয় ।
 দশ দিক মম অস্ত্রে হবে অস্ত্রময় ॥
 বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত সবার ।
 দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম গুণাধার ॥
 পাণ্ডব-অনলে সদা ছুঁখী ছুর্যোধন ।
 সে ছুঁখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন ॥
 কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি ।
 নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলি ॥
 একেশ্বর আজি আমি করিব সমর ।
 সবে যাহ গবী লয়ে হস্তিনানগর ॥
 কিম্বা যুদ্ধ দেখ সবে অন্তরে থাকিয়া ।
 সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া ॥

—
 কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা ।

কর্ণবাক্য শুনি কৃপাচার্য্য বলে বাণী ।
 যতেক করহ তেজ সব আমি জানি ॥
 মুখে মাত্র বল কিন্তু শক্তি নাই কাজে ।
 শরদের মেঘ যথা নিষ্ফল গরজে ॥
 পণ্ডিতে কহিতে হেন, মনে করে লাজ ।
 কি কর্ম করিয়া এত কহ সভামাঝ ॥
 অজ্ঞান বাতুল যথা কর্মে ক্ষম নহে ।
 ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আসে কহে ।
 একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছা অর্জুনের সনে ।
 অসম্ভব কথা কহ শুনিমু শ্রবণে ॥
 যে পার্থ একাকী জিনে এ তিন ভুবন ।
 খাণ্ডব দহিয়া কৈল অগ্নির তর্পণ ।
 চতুর্দশ ভুবনেতে বলী যত্গণ ।
 বলে ভদ্রা হরি নিল একাকী অর্জুন ॥
 একেশ্বর চিত্রসেনে জিনিয়া সমরে ।
 দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল অরণ্য-ভিতরে ॥

নিবাতকবচ কালকেয় মহাতেজা ।
 মারি নিষ্কণ্টক করি দিল দেবরাজ্য ॥
 পাঞ্চাল দেশেতে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে ।
 জিনিলেক লক্ষ লক্ষ রাজা একেশ্বরে ॥
 একেশ্বর হেন জন জিনিবারে চাহ ।
 যেই মুখ নাহি জানে তার আগে কহ ॥
 গলে শিলা বান্ধি যাহ জলনিধি তরি ।
 গারুড়ি না জানি সর্প মুখে হাত ভরি ॥
 ত্রয়োদশ বর্ষ সবে নিয়ম পালিল ।
 পাইয়া শত্রুর ঘ্রাণ এথাকে আসিল ॥
 মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল মিহির ।
 তাদৃশ আসিল দেখ পার্থ মহাবীর ॥
 একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে ।
 যুদ্ধে জয় করিবেক পাণ্ডব অর্জুনে ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রোণি দুর্য্যোধন
 ছয় জন যুদ্ধে যদি পারি কদাচন ॥

অশ্বখামা কর্তৃক কর্ণের ভৎসনা ।

মাতুলের বচনাশ্রুে অশ্বখামা বলে ।
 শরীর জ্বলিছে সূর্য্যপুঞ্জ-বাক্যজালে ॥
 গবী নাহি লই নাহি করি কোন কার্য্য ।
 সীমাস্ত না হই না যাই নিজ রাজ্য ॥
 এতেক যে গর্ব্ব করে রাখার নন্দন ।
 কোন কর্ম করি বলে না জানি কারণ ॥
 বহু শাস্ত্র শুনিয়াছি কথা পুরাতন ।
 ক্ষত্রমধ্যে হইয়াছে বহু রাজগণ ॥
 মায়াদ্যুত বলে কেহ নাহি ভুঞ্জে ক্ষিতি ।
 তুমি যেন পররাজ্যে হইলে নৃপতি ॥
 ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হলে কোন যুদ্ধে জিনি ।
 কোন তেজে ধরিয়া আনিলে যাজ্ঞসেনী ॥
 যুধিষ্ঠিরে জিনিলে কি ভীম ধনঞ্জয়ে ।
 কিম্বা যুদ্ধে জিনিয়াছ মাদ্রীর তনয়ে ॥
 চারি জাতি বিধি ভূমে করিল সৃজন ।
 যে যাহার জাতিধর্ম্ম করিবে পালন ॥
 পড়িবে পড়াবে যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ ।
 বাছবলে ক্ষত্রিয়েরা করিবে শাসন ॥

কুবি করিবেক বৈশ্য বাণিজ্য-বাণী ।
 ব্রাহ্মণে সেবিবে শূদ্র নীতি বিধাতার ॥
 নিজ বৃত্তে নহ শত্রু অধর্ম-আচারী ।
 ইতর জনের প্রায় করিয়া চাতুরী ॥
 ইহাতে পৌরুষ এত শুননে না যায় ।
 ধর্মবস্ত্র পাণ্ডুপুঞ্জ ক্ষমিল তোমায় ॥
 তোমারে আচার্য্যবাক্য সহিবে কেমনে ।
 চন্দনেতে প্রীতি কোথা শীতভীত জনে ॥
 স্ত্রীধর্ম্মে আছিল ক্লেশ একবস্ত্র পরি ।
 সভামধ্যে বিবসনা কৈলে কেশে ধরি ॥
 কোন পরাক্রমে তুমি কৈলে হেন কর্ম্ম ।
 পৃথিবীতে খ্যাত আছে তব ক্ষত্রধর্ম্ম ॥
 ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য যদি সত্য আছে ক্ষিতি ।
 ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে ক্ষিতিপতি ॥
 যে সভায় সভাসদ রাখার নন্দন ।
 তথায় কি রূপে হবে আচার্য্য শোভন ॥
 তিন লোক মধ্যে বসে যত যত জন ।
 অর্জুন অজেয় হেন কহে মুনিগণ ॥
 বাসুদেব সম পরাক্রমে মহাতেজা ।
 কোন জন আছয়ে না করে তারে পূজা ॥
 ধর্ম্মবিজ্ঞ জন হেন কহে শাস্ত্রমত ।
 পুত্রে স্নেহ যথা হয় শিষ্যে সেই মত ॥
 সেকারণে আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত ।
 গুপ্ত কথা নহে ইহা জগতে বিদিত ॥
 পার্থ সহ আচার্য্যের বৃন্দে কোন কার্য্য ।
 পাশা খেলিবারে পূর্বে কৈল কি আচার্য্য ॥
 ইন্দ্রপ্রস্থ নিলে পূর্বে যেই যুদ্ধে জিনে ।
 সেই যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে ॥
 এইত আছয়ে তব মাতুল শকুনি ।
 যাহার সহায় নিলে জিনিতে অবনী ॥
 সে পাশায় প্রতীকার মরণ বিহিত ।
 অর্জুন দিবেক আজি কল সমুচিত ॥

দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগবিতণ্ডা ও

ভীষ্ম কর্তৃক সাঙ্ঘনা ।

এইরূপে দুই মুখে শুনি কটুতর ।
 ক্রোধমুখে কহে তবে কর্ণ ধনুর্ধর ॥

জানিয়াছি আমি তোমা সর্বাকার মতি
 ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি ॥
 তোজ্য অন্ন খাইবার কারণ সময় ।
 যুদ্ধকাল দেখি ভয় জন্মিল হৃদয় ॥
 যাহ বা থাকহ তুমি যেই লয় মন ।
 সহজে ভিক্ষুক তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
 ভিক্ষাজীবী জনে দ্বন্দ্ব কোন প্রয়োজন ।
 যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ ॥
 যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন ।
 তাহার বিগ্রহহৃদয়ে কোন প্রয়োজন ॥
 যাহ তুমি যথা ইচ্ছা কেহ নাহি রাখি ।
 মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে ॥
 কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দ্রোণ গুরু ।
 কর শির কাঁপে তাঁর কাঁপে বক্ষ উরু ॥
 বুঝিয়া বিষম কার্য্য গঙ্গার নন্দন ।
 ক্রুতাজ্জলি করি বলে দ্রোণেরে বচন ॥
 মোরে দেখি ক্ষম এবে গুরু মহাশয় ।
 মূর্থ জন জানি তাপ খণ্ডাহ হৃদয় ॥
 সাধু সুপণ্ডিত হইবেক যেই জনে ।
 অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কাণে ॥
 চন্দ্র-সূর্য্য-তেজঃ যথা সর্বত্র সমান ।
 সেইরূপ ব্রাহ্মণের সর্বসম জ্ঞান ॥
 ক্ষমহ আচার্য্যপুত্র ক্রোধকাল নয় ।
 শত্রু উপস্থিত হ'ল যুদ্ধের সময় ॥
 ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলি সর্বলোকে জানে ।
 দুর্য্যোধন অন্ধ বলি জানিল এক্ষণে ॥
 সাংসাতে গাণ্ডীব ধনু শুনেছি টঙ্কার ।
 তথাপিহ বলে হবে অন্য কেহ আর ॥
 পশুমাত্রে ব্রাণে জানে নিজ বৈরীগণে ।
 পশুর সদৃশ জ্ঞান নাহি দুর্য্যোধনে ॥
 আরেরে দুর্ম্মতিগণ আচার্য্যে নিম্নহ ।
 অহঙ্কারে ছন্ন হয়ে কিছু না দেখহ ॥
 এক সূর্য্য-তেজঃ অঙ্গে সহনে না যায় ।
 তোমার আছয়ে শত্রু পঞ্চসূর্য্যপ্রায় ॥
 উদয় হইল আসি পঞ্চ বিকর্তন ।
 কিমতে না কর ইহা জ্ঞানবস্ত্র জন ॥

এত বলি গঙ্গাপুত্র দ্রোণে নমস্করি ।
 সান্ত্বাইল পিতা-পুত্রে বহু শুব করি ॥
 তবে ছুর্যোধন বহু বিনয়বচনে ।
 করযোড়ে দাণ্ডাইল গুরু-বিদ্যামানে ॥
 কুমহ আচার্য্য অপরাধ করিলাম ।
 অজ্ঞান হইয়া আমি তোমা নিন্দিলাম ॥
 দ্রোণ বলে তব প্রতি নাহি করি ক্রোধ ।
 পূর্বেই ভীষ্মের বাক্যে হয়েছে প্রবোধ ॥
 তবে দ্রোণে চাহি বলে যত বীরগণে ।
 উপায় করহ শীঘ্র উপস্থিত রণে ॥
 এক কাজে আসিলাম হ'ল অন্ত কাজ ।
 দৃঢ়মতে থাক যেন নহে পাছু লাজ ॥
 শুনি ছুর্যোধন জিজ্ঞাসিল পিতামহে ।
 এই যদি ধনঞ্জয় সর্বলোকে কহে ॥
 ত্রয়োদশ বর্ষ তবে নিয়ম করিল ।
 না হইতে পূর্ণ যদি দেখা আসি দিল ॥
 ইহার বিধান কেন না কর আপনে ।
 ত্রয়োদশ বর্ষ পুনঃ যাবে সবে বনে ॥
 ভীষ্ম বলে পূর্ণ হ'ল বর্ষ ত্রয়োদশ ।
 অধিক হইল আর দিন সপ্তদশ ॥
 দ্বিপক্ষেতে মাস পক্ষ পঞ্চদশ দিনে ।
 দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে ॥
 এমত নিয়মে তের বৎসর বঞ্চিল ।
 তবু দশ দিন আর অধিক হইল ॥
 পঞ্চবর্ষে ছুই মাস অধিক যে হয় ।
 তাহা সহ পূর্বে নাহি করিলে নির্ণয় ॥
 নিয়ম করিয়াছিল তাহা গোঁয়াইল ।
 সময় পাইয়া আসি উদয় হইল ॥
 একে ত পাণ্ডুর পুত্র সবে ধর্মবন্ত ।
 যার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গুণে নাহি অন্ত ॥
 অনন্ত ছদ্মরক্সা দয়াশীল লোকে ।
 মৃত্যু ইচ্চে তবু মিথ্যা নাহি কহে মুখে
 নিশ্চয় অর্জুন এই জান নরপতি ।
 ইহার উপায় রাজা কর শীঘ্রগতি ॥
 পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে ।
 কি হার কৌরব তার সহিত সমরে ॥

সে কারণে কহি ক্রান্ত শুন ছুর্যোধন ।
 এখন করহ প্রীতি যদি লয় মন ॥
 ছুর্যোধন বলে হেন না কহিও আর ।
 জীয়েন্তে পাণ্ডব সহ কি প্রীতি আমার ॥
 নাহি ভাগ দিব আমি যুদ্ধ মোর পণ ।
 ইহা জানি সমুচিত করহ আপন ॥
 শুনি ভীষ্ম দিব্য বাহ করিল নিশ্চয় ।
 যোদ্ধাগণে বিচারিয়া রাখে স্থানে স্থান ॥
 মধ্যেতে রহিল দ্রোণি দ্রোণ সব্য ভিতে ।
 রূপাচার্য্য আচার্য্যের রহিল বামেতে ॥
 দ্রোণরথ-রথী হ'ল বহু মহারথী ।
 বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিশ্রুতি ॥
 সর্বসৈন্য-অগ্রে মৃতপুত্র মহাবল ।
 পাছু রহিলেন ভীষ্ম রক্ষা হেতু দল ॥
 মধ্যেতে করিয়া গবী রাজা ছুর্যোধন ।
 চতুর্দিকে সাবধানে রহে সৈন্যগণ ॥
 দৃঢ় অস্ত্র-ধারী রক্ষী রহে বাহুমুখে ।
 হেন ব্যূহ কৈল ভীষ্ম কেহ নাহি দেখে ॥

অর্জুনের যুদ্ধে আগমন ও
 গোধন মোচন ।

হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন ।
 গর্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ ॥
 ক্রোশ এক দূরে দৃষ্টি করিয়া তখন ।
 বৈরাটীর প্রতি তবে বলেন বচন ॥
 চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ ।
 ছুর্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ ॥
 পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ রাজারে খুঁজিব ।
 চল চল সর্ব-অগ্রে গোধন ছাড়াব ॥
 বাম ভিতে লহ রথ যথা গবীগণ ।
 শুনি রথ চালাইল বিরাট-নন্দন ॥
 দূরে থাকি ভীষ্ম রূপে করেন প্রণতি ।
 চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি ॥
 ছুই শর গিয়া পড়ে গুরু-পদতলে ।
 ছুই অস্ত্র পরশিল ছুই কর্ণমূলে ॥
 দেখিয়া হইল গুরু আনন্দে বিভোর ।
 বড়ভাগ্যে দেখিলাম মুখ আজি তোরা ॥

সারথি কহিল দেব কর অবধান ।
 প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান ॥
 হাসিয়া কহিল গুরু প্রহারী এ নয় ।
 অশ্বখামাধিক মম পুজ ধনঞ্জয় ॥
 এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল ।
 চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল ॥
 ছুই বাণ পরশিল ছুই কর্ণ আর ।
 এক কর্ণে নিবেদিল শুভ সমাচার ॥
 আর কর্ণে কহিলেক আসিলাম আমি ।
 ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি ॥
 যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্যোধনে ।
 যুদ্ধ নহে ভালে ভালে যাহ এইক্ষণে ॥
 উহার উত্তর আমি করিব বিধান ।
 এত বলি প্রহারিল দ্রোণ ছুই বাণ ॥
 এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল ।
 আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল ॥
 উত্তর কহিল কহ কৌরব-প্রধান ।
 কে তোমারে প্রহারিল এই ছুই বাণ ॥
 ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন ।
 মোর চিত্তে মারিলেক বলহীন জন ॥
 পার্থ বলে দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত ।
 সদাকাল আছে তাঁর মম প্রতি প্রীত ॥
 শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ ।
 বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ ॥
 আর বাণ কর্ণমূলে কহে প্রত্যুত্তর ।
 শঙ্কা নাহি যত সাধ্য করহ সমর ॥
 এতেক বলিয়া পার্থ পায় মহাতাপ ।
 কোথায় আছে কুর্কুলকুলপাপ ॥
 আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড ।
 কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডতণ্ড ॥
 কাটিয়া মুকুট স্বৰ্ণছত্র নবদণ্ড ।
 রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড ॥
 আজি যদি ছুটীচার পড়ে মম আগে ।
 মুহূর্ত্তেকে প্রহারিব সিংহ যেন যুগে ॥
 এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর ।
 শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর ॥

দুর্যোধন লুকাইয়া আছে রথীমাক ।
 সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কাজ ॥
 অস্ত্র মারি সমাকুল করি সেনাগণ ।
 তবে ত দুর্যোধনের পাব দরশন ॥
 অহঙ্কারী মানী মুঢ় অতি ছুরাচার ।
 আজি আমি গর্ভ চূর্ণ করিব তাহার ॥
 এতেক বলিয়া বীর তাহে প্রবেশিয়া ।
 দুর্যোধনে নাহি পান অনেক খুঁজিয়া ॥
 সেই সৈন্যে না পাইয়া রাজা দুর্যোধনে ।
 সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ্য বনে ॥
 উত্তরে বলেন এই দেখ বামভাগে ।
 লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে ॥
 চালাহ সত্বরে রথ যথা দুর্যোধন ।
 আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিরাটনন্দন ॥
 সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত ।
 দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত ॥
 মস্তকে কিরীট ইন্দ্রদত্ত অতি শোভা ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল ইন্দ্রদত্ত সূর্য্য-আভা ॥
 গাণ্ডীব ধনুক অগ্নিদত্ত বাম হাতে ।
 অক্ষয় যুগল তুণ শোভে ছুই ভিতে ॥
 শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মহিহার ।
 কাঁকালে বন্ধন খজ্জা ছুরি তীক্ষ্ণধার ॥
 রথের নির্ঘোষ গজ্জের বীর হনুমান ।
 আসিল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥
 দৃষ্টিমাত্রে সবে মুচ্ছা হইয়া পড়িল ।
 আছুক যুদ্ধের কার্য্য দেখিয়া পলাল ॥
 অর্জুনে দেখিয়া কন গঙ্গার তনয় ।
 ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয় ॥
 ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধবপ্রিয় বলে মহাবল ।
 পাশাকাল-দুঃখ স্মরি দিতে এল কল ॥
 অন্য হেতু নহে এই দুর্যোধনে খুঁজে ।
 সিংহ যেন যুগ খুঁজি বলে বনমাঝে ॥
 আমি হতে দূরে যদি পায় দুর্যোধন ।
 তখন লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন ॥
 এত চিন্তি দুর্যোধনে রক্ষার কারণ ।
 শীঘ্রগতি ধৈর্য্যে আসে যত রথিগণ ॥

দুর্ঘ্যোধনে বেড়ি সবে রহে চারি পাশে ।
 দেখিয়া অর্জুন বীর মনে মনে হাসে ॥
 হাসি বলিলেন শুন বিরাটনন্দন ।
 প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্ঘ্যোধন ॥
 চল চল আগে তব গোধন ছাড়াব ।
 পাছে কুরুকুলক্লীবে খুঁজিয়া মারিব ॥
 রথ চালাইয়া দিল বিরাটনন্দন ।
 যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছেয়ে গোধন ॥
 এখানে উত্তর রাখ ক্ষণকাল রথ ।
 সৈন্য ভাঙ্গি গোধনের করি দেহ পথ ॥
 এত বলি পার্থ বীর কৈল শরজাল ।
 বিচিত্র বরণ অস্ত্র যেন কালবাল ॥
 মুঘলের ধারে যেন বর্ষে জলধর ।
 চক্ষুর নিমেষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥
 নাহি দেখি অষ্ট দিক্ পৃথিবী আকাশ ।
 সূর্য্য-পথ রুদ্ধ হ'ল না বাহে বাতাস ॥
 মেঘে অন্ধকার যেন অমাবস্তা-রাতি ।
 সারথিরে দেখিতে না পায় রথে রথী ॥
 অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে যেন খাদ্যোত আকার ।
 সৈন্যোতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
 নাহি দেখি কোন দিক্ পলাইতে পথ ।
 অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়েতে আরত ॥
 চমৎকার হয়ে ডাকি বলে সর্বসৈন্য ।
 ধন্য মহাবীর তোর গর্ভধারী ধন্য ॥
 এতাদৃশ কর্ম নাহি করে ত্রিভুবনে ।
 তোমা বিনা এই কর্ম করে কোন জনে ॥
 শুনি তবে পার্থবীর পূরে দেবদত্ত ।
 যাহার শ্রবণে হয় রিপু হানসত্ত ॥
 গাণ্ডীব টঙ্কার দেন আকর্ষণ পূরয়া ।
 রথের শ্বেতাস্ব চারি উঠিল গর্জিয়া ॥
 ক্ষজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ ।
 চারি শব্দে তিনলোক গবিল প্রমাদ ॥
 শূন্যোতে বিমানস্থায়ী যত জন ছিল ।
 ঘোর শব্দে সবে মুচ্ছ হইয়া পড়িল ॥
 অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুবল ।
 সৈন্যোতে বেড়িয়া ছিন্ন গোধন সকল ॥

মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির ।
 ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥
 প্রলয় সমুদ্র কিসে রাখিবেক কূলে ।
 বালিবাঞ্চে কি করিবে নদীস্রোত-জলে ॥
 প্রচ্ছ উচ্চ করি ধায় যত গবী সব ।
 দক্ষিণে বাহির হ'ল করি হান্সা রব ॥
 চরণ শৃঙ্খতে মর্দি বহু সৈন্যগণ ।
 বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন ॥
 গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয় ।
 লয়ে যাহ গরু পূর্বে আছিল যথায় ॥
 উত্তরে চাহিয়া তবে বলেন কিরীটী ।
 গবী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি ॥
 চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু ।
 গৃহেতে লইয়া যাবে আপনার গরু ॥
 ভুবনবিজয়ী এই কোরবের সেনা ।
 ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জনা ॥
 শরানলে দহিবারে পারে ভূমণ্ডল ।
 নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল ॥
 দূরেতে আছেয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে ।
 শীঘ্র রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে ॥
 এত শুনি বেগে রথ চালায় উত্তর ।
 বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর ॥
 যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্ঘ্যোধন ।
 তথায় লইল রথ বিরাটনন্দন ॥
 দেখিয়া ধাইল সর্ব কুরুসেনাপতি ।
 নৃপতির রক্ষা হেতু অতি শীঘ্রগতি ॥
 সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন ।
 ধাইয়া আসিল বেগে সূর্য্যের নন্দন ॥
 সহস্রেক রথী লয়ে কুরুবংশপতি ।
 দুর্ঘ্যোধন-রক্ষাহেতু ভীষ্ম মহামতি ॥
 এক ভিতে নৃপতির ভাই উনশত ।
 আগুনিল পার্শ্বে আসি সহস্রেক রথ ॥
 দ্রোণ রূপ অশ্বখামা আদি মহারথী ।
 এক ভিতে রক্ষা হেতু রহে কুরুপতি ॥
 ভীষ্ম-দশন হস্তী পর্বত আকার ।
 মুঘল মুদার শুভে ধরে সবাকার ॥

সহস্র সহস্র মন্ত গজ আগে করি ।
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার ।
চতুর্দিকে প্রপূরিল করি মার মার ॥

অর্জুন কর্তৃক উত্তরের নিকট কুরুসৈন্যের
পরিচয় প্রদান ।

উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে ।
কোন কোন যোদ্ধা এই আসিল সমরে ।
পার্থ বলিলেন দেখে বিরটকুমার ।
সুবর্ণের বেদি শোভে রথধ্বজে যার ॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান ।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য-প্রধান ॥
যম সম শত্রু হলে দৃষ্টে করে ভেদ ।
অনুপম রণে এই যেন ধনুরুদ ॥
নহিল নহিবে হেন বীর অন্য জনে ।
সশস্ত্র থাকিলে যিনি অজেয় ভুবনে ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া ।
গঙ্গাজলে বীৰ্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া ॥
দ্রোণীমধ্যে সযতনে রাখে তপোধন ।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হ'ল দ্রোণ ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল ।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহাঁরে সে দিল ॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখে তাঁহার অঙ্গজ ।
সিংহের লাক্ষ্মী শোভে যার রথধ্বজ ॥
রূপীগর্ভে জন্ম হ'ল রূপের ভাগিনা ।
মৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোন জন ॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে রূপ মহামতি ।
শরদ্বান-ঋষি-পুত্র গৌতমের নাতি ॥
শরবনে ভ্রাতৃ ভগ্নী দৌহে জন্মেছিল ।
আমার প্রপিতামহ শাস্ত্রনু পুথিল ॥
রূপ রূপী নাম দিল শরদ্বান তাত ।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত ॥
ওই যে দেখে উচ্চতর রথধ্বজ ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্নগজ ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন বর্ণ যার নাম ।
কুরানুরে জানে যার বল অনুপম ॥

জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর ।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর ॥
করিব মানস তার আজি আমি পূর্ণ ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব হবে চূর্ণ ॥
চতুর্দিক সুবেষ্টিত শ্বেত ছত্রগণ ।
হের দেখে মহামানী রাজা ছুর্যোধন ॥
বৈদুর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর ।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর ॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখেহ ।
ভারত বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ ॥
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যার ধ্বজে ।
মহাযোদ্ধা শীঘ্রহস্ত সর্বলোকে পূজে ॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে ।
সত্যবতীকন্যা আনি দিলেন বাপেরে ॥
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ ।
তুচ্ছ হয়ে তাহে বর দিল সেইক্ষণ ॥
ইচ্ছামৃত্যু হোক তব সংসার ভিতরে ।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হলে মরে ॥
ভীষ্ম বলি নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে ।
ক্ষত্রকুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥

অর্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও
পলায়ন ।

হেনমতে যত রথ রথী মহাবীরে ।
একে একে দেখালেন অর্জুন উত্তরে ॥
পুনরপি উত্তরে কহে মহামতি ।
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি ॥
আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যথা ছুটে ।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে ॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ ।
অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদার ।
পরশু ভূষণী ভিন্দিপাল যে তোমর ॥
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর ।
ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দিকে বরিষে তোমর
পর্বত আকার হস্তী ভীষণ-দশন ।
চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদ গর্জন ॥

দেখিয়া হাসিয়া বীর কুস্তীর নন্দন ।
 দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবেতে যোড়েন তখন ॥
 না হতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস ।
 শরজাল করি প্রপূরিল দিকপাশ ॥
 বরিষা কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে ।
 দিনকর তেজ যেন সর্বঠাই লাগে ॥
 পদাতি কুঞ্জর রথী যত হয়গণ ।
 করেন জর্জর বিক্ৰি ইন্দ্ৰের মন্দন ॥
 চালায় সারথি রথ অতি বিচক্ষণ ।
 বাতাসিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন ॥
 ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে ।
 ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে ॥
 ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির ।
 রথবেগে পড়ি গেল বহু মহাবীর ॥
 যুগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে ।
 নাগে নাগাস্তক যেন মারে কুতুহলে ॥
 কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত ।
 খণ্ড খণ্ড হয়ে ক্রমে পড়ে চতুর্ভিত ॥
 ধনুক সহিত বাম হাত ফেলে কাটি ।
 বুরূহে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটি ॥
 অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছটফটি ।
 কাটিয়া ফেলিল কারো দন্ত দুই পাটি ॥
 শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত ।
 কাটিয়া ফেলেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥
 মধ্যদেশ কাটি পড়ে কত কত বীর ।
 অস্ত্রাঘাতে কোন রথী উভে হ'ল চীর ॥
 কাটিল রথের ধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড ।
 মধ্য চক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
 তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল ।
 আর্তনাদ করি পড়ে মস্তি বহু দল ॥
 চক্রাকারে ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত ।
 পেটেতে বাজিল কার বাহিরায় অন্ত ॥
 এই মত মহামার করিল কান্ধুনী ।
 সকল সৈন্যেরে বিক্ৰি করিল চালনি ॥
 দুই দুই অঙ্গুলী অন্তরে অঙ্গ ছেদি ।
 পড়িল সকল সৈন্য রক্তে বহে নদী ॥

বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে ।
 অশোক কিংশুক যেন বনস্তের কালে ॥
 একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য দলি ।
 মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥
 কালাঘি সমান শিক্ষা দেখি পার্থ বীরে ।
 চক্ষু মেলি কার শক্তি চাহিবারে পারে ॥
 মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্ধর ।
 চালাইয়া দেন রথ কর্ণের উপর ॥
 কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে ।
 আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
 হাসেন অর্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ ।
 ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ ॥
 দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার ।
 অর্ধচন্দ্র বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥
 বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হ'ল ক্রোধ ।
 টঙ্কারিয়া ধনুগুণ যায় মহাযোধ ॥
 সিংহ দেখি সিংহ যেন করয়ে গর্জন ।
 দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ ॥
 চিরকাল স্বব্যঞ্চিত মিলাইল বিধি ।
 দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
 দৌহা দেখি দৌহাকার হইল হরষ ।
 কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ ॥
 রাখানুত ত্যজ গর্ভ ত্যজ সিংহনাদ ।
 আজি তোরে ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥
 তোমারে মারিব সবে দেখুক নয়নে ।
 নিস্তেজ করিব আজি রাজা ছুর্যোধনে ॥
 যখন কপাটে দুষ্ঠ খেলাইল পাশা ।
 মনে জাগে যত কিছু কৈল কটুভাষা ॥
 সেই সব আজি তোরে করাব স্মরণ ।
 বহু দিনে তব সহ হ'ল দরশন ॥
 হাসিয়া বলিল কর্ণদৈব বলবান্ ।
 যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান ॥
 তোরে মারি পাণ্ডবের দর্প করি চূর্ণ ।
 ছুর্যোধনের মনোরথ করিব যে পূর্ণ ॥
 এত বলি কর্ণ বীর পূরিল সজ্জান ।
 অর্জুন উপরে গ্রহাশ্রিত দশ বাণ ॥

গাণ্ডীৰ ধনুকে চাৰি চাৰি অশ্বে চাৰি ।
 দুই ভুজে উত্তরের দুই অস্ত্র মারি ॥
 ছাড়েন বিংশতি বাণ ইন্দ্ৰের নন্দন ।
 দশ অস্ত্রে কৰ্ণ বীর কাটে সেইক্ষণ ॥
 পুনঃ ষড়বিংশ বাণ ছাড়েন কিরীটি ।
 সেই অস্ত্র কৰ্ণ বীর ফেলাইল কাটি ॥
 আকৰ্ণ পুরিয়া কৰ্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ ।
 অৰ্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন দশ খান ॥
 দৌহে দৌহা অস্ত্র মাঝে যেন যত জানে ।
 বরিণাকালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে ॥
 বজ্রের প্রহারে যেন পড়য়ে বাঞ্ছনা ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে রষ্টি করে আগুণের কণা ॥
 বাঁশবনে অগ্নি দিলে যথা শব্দ উঠে ।
 চট চট শব্দে অস্ত্রে তথা অস্ত্র ফুটে ॥
 ঘন শব্দ পূরে ঘন ঘন ছুছকার ।
 শব্দেতে পূরিল ক্ষিতি ধনুক টঙ্কার ॥
 সহস্র সহস্র বাণ একবারে এড়ে ।
 অন্ধকার করি দৌহাকার গায় পড়ে ॥
 দৌহে অস্ত্র নিবারিছে রণে বিচক্ষণ ।
 বায়ুতে উড়ায় যেন মেঘ বরিষণ ॥
 সাধু কৰ্ণ বলি ডাকে যত কুরুবল ।
 সাধু পার্থ বলি ডাকে অমর সকল ॥
 ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান ।
 কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান ॥
 চাৰি অশ্ব কাটি তবে কাটে ধনুৰ্গণ ।
 সারথির মাথা তবে কাটেন অৰ্জুন ॥
 কর্ণেরে বিরথী করি পার্থ মহাবল ।
 ভীষ্ম দ্রোণে চাহি তবে হাসে খল খল ॥
 শীঘ্রতর আর রথ যোগায় সারথি ।
 আর ধনুকেতে গুণ দিল শীঘ্রগতি ॥
 লজ্জিত হইয়া কৰ্ণ সর্পবাণ এড়ে ।
 সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
 এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্ৰের নন্দন ।
 ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥
 অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয় ।
 দশদিক মহাতেজ ধরে অগ্নিময় ॥

যেমত প্রলয় কালে সংহারিতে সৃষ্টি ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যে হ'ল ছতাসন রাষ্ট্র ॥
 পলায় সকল সৈন্য কেহ নাহি রয় ।
 মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয় ॥
 ঘোরমেঘে বর্ষে যেন মুঘলের ধার ।
 বায়ু অস্ত্রে উড়ালেন ইন্দ্ৰের কুমার ॥
 হাসিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ এড়েন বিজয় ।
 সকল সৈন্যের মধ্যে হ'ল পার্থময় ॥
 রথে রথে গজে গজে হ'ল মারামারি ।
 পড়িল অনেক সৈন্য হানাহানি করি ॥
 এই মত দুই বীরে করিল সংগ্রাম ।
 চক্ষু পালটিতে দৌহে না করে বিশ্রাম ॥
 দৌহে মহাবীর্য্যবন্ত কেহ নহে উন ।
 দৈববলে বলাধিক হইল অৰ্জ্জুন ॥
 ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পুরিয়া সন্ধান ।
 একেবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ ॥
 দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে ।
 ব্রহ্মভেদি চর্ম্ম ছেদি অস্ত্রে অস্ত্র ফুটে ॥
 কুটিয়া কর্ণের অস্ত্রে বহিল শোণিত ।
 রথেতে পড়িল কৰ্ণ হইয়া মুচ্ছিত ॥
 মুচ্ছিত দোঁখিয়া পার্থ সম্মরেন বাণ ।
 রথ লয়ে সারথি যে হ'ল পাছুআন ॥
 কৰ্ণ ভঙ্গ দেখি তবে যত কুরুশূর ।
 বেড়িল অৰ্জ্জুনে আসি হয়ে শতপুর ॥
 পদাতি মাতঙ্গ রথ রথী অতি বেগে ।
 নানা অস্ত্র-শস্ত্র তারা ফেলে চতুর্দিকে ॥
 পর্কত আকার হস্তিগণ যুথে যুথ ।
 পার্থোপরে টোরাইয়া দিলেক মাল্লত ॥
 হাসিয়া গন্ধর্ব্ববাণ ছাড়েন কিরীটি ।
 পার্থকপী মহাবীর সর্ব্বসৈন্য ঘুটি ॥
 আত্ম আত্ম সৈন্য ক্রমে হয় মারামারি ।
 পড়িল অনেক সৈন্য আর্তনাদ করি ॥
 রথধ্বজ পতাকায় ঢাকিল মেদিনী ।
 মুকুট কুণ্ডল হার নানা রত্ন মণি ॥
 সারি সারি পড়ে হস্তী কত রথধ্বজ ।
 পড়িল দীঘলদন্ত লক্ষ লক্ষ গজ ॥

মেঘ চাপ দেখি যেন পর্কত উপরে ।
 পড়িল মাতঙ্গযুথ দারুণ প্রহারে ॥
 যেন মহাবাতে নিবারিল মেঘমালা ।
 সমুদ্র-লহরী যেন নিবারিল ভেলা ॥
 অনন্ত কণীক্ষ যেন মস্তে সিঙ্কুজল ।
 একাকী অর্জুন মথিলেন কুরুবল ॥
 যে ছিল পলায় সব লইয়া পরাণ ।
 অর্জুনে দেখয়ে যেন শমন সমান ॥
 দেখিয়া বিরাট-পুত্র মানিল বিস্ময় ।
 ক্রতাপ্তলি হয়ে তবে পার্থ প্রতি কয় ॥
 এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী ।
 চক্ষে কি দেখিব কভু কর্ণে নাহি শুনি ॥
 পূর্বে যে তোমার কর্ম শুনিবু শ্রবণে ।
 সাক্ষাতে দেখিবু তাহা আপন নয়নে ॥
 ক্ষত্র হয়ে হেন জন নহিবে নহিল ।
 তোমার সারথি হৈলু পূর্বভাগ্য ছিল ॥
 এগন আমারে অজ্ঞা কর মহাশয় ।
 কোন ভিতে চালাইয়া দিব রথ হয় ॥
 হাসিয়া কহেন পার্থ কি কহ উত্তর ।
 কি দেখিলে এখনি কি হইল সমর ॥
 ছাত্র সাগরবত এ কৌরবসেনা ।
 পার নাহি হইয়াছ তার এক জনা ॥
 হের দেখ নীলবর্ণ যে ধ্বজ-পতাকা ।
 রূপাচার্য্য উনি হন মম পিতৃসখা ॥
 শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে ।
 আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে ॥
 সপ্তকুন্ত কমণ্ডলু ধ্বজ যার রথে ।
 শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার অগ্রেতে ॥
 কুরুবংশগুরু তেঁই দ্রোণাচার্য্য নাম ।
 চিরদিনে ভেটলাম করিব প্রণাম ॥
 যদি গুরুদেব মোরে করেন প্রহার ।
 আমিহ মারিব তবে নাহিক বিচার ॥
 তাঁর পাছে অশ্বখামা রাজা দুর্যোধন ।
 তথা রথ লহ মম বিরাটনন্দন ॥
 যে রথে বেষ্টিত শ্বেত ছত্র সারি সারি ।
 যত রাজগণ আগে যোড়হাত করি ॥

অমরকুলের যথা কর্তা পিতামহ ।
 আমার কুলের তেন ইহা করে জানহ ॥
 যত রাজা পৃথিবীর পায় করে পূজা ।
 মম পিতৃ-জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম মহাতেজা ॥
 তথাপিহ বশ তেঁই কুরু নৃপতির ।
 এই হেতু বড় ভয়ে কাঁপিছে শরীর ॥
 দুর্যোধন রক্ষা হেতু যদি করে রণ ।
 কিমতে তাহার অঙ্গে করিব ঘাতন ॥
 অতি বড় দয়া তাঁর আমা পঞ্চ জনে ।
 পিতৃশোক না জানিবু তাঁহার পালনে ॥
 নির্দয় ক্ষত্রিয় জাতি নাহি উপরোধ ।
 পরাপর নাহি জ্ঞান যুদ্ধে হলে ক্রোধ ॥
 বেদব্যাস বিমন্তন করি বেদসিঙ্কু ।
 জগতের হিতে জন্মালেন ভারতেন্দু ॥
 অজ্ঞান-জড়তা-অন্ধজনের কারণে ।
 সর্বশাস্ত্র জ্ঞাত হয় যাহার শ্রবণে ॥
 অতিশয় ক্রোধে বিরচিল মুনি ব্যাস ।
 মনোগত অন্ধকার হয়ত বিনাশ ॥
 কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির ছন্দে ।
 পীয়ে সাধু জন নিষ্কড়িয়া সেই ছান্দে ॥

সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন ।

একা পার্থ মহাযুদ্ধ করিল কৌরবে ।
 দেখিবারে সুরাসুর আসিলেন সবে ॥
 হংসপৃষ্ঠে অষ্ট দৃষ্টি চাহে প্রজাপতি ।
 রষাকট শশিচূড় ভূষণ বিভূতি ॥
 গজস্কন্ধে সুরবন্দে আসিল সুরেন্দ্র ।
 রবি করি সঙ্গে শৌরি সহ গ্রহবন্দ ॥
 বায়ু মৃগে অগ্নি ছাগে নরে বৈশ্রবণ ।
 মৎস্যোপর জলেশ্বর মহিষে শমন ॥
 সিংহ শিখী মূষে থাকি সপুত্র পার্শ্বতী ।
 অষ্টবনু কোলে শিশু যজ্ঞী অরুন্ধতী ॥
 কাশ্যবেয় বৈনতেয় অশ্বিনীকুমার ।
 শুনি রস চতুর্দশ মর্ত্যে আগুসার ॥
 স্বায়ম্ভুব আদি সব এল প্রজাপতি ।
 হৃষ্টমন সর্বজন আসিলেন ক্ষিতি ॥

যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর' কিম্বদন্তি অঙ্গুরী ।
 নানা বাদ্যে সভামধ্যে নৃত্য গীত করি ॥
 দিব্যগন্ধ মন্দ মন্দ বায়ুতে পূরিল ।
 যত দেব মিলি সব পুষ্পরষ্টি কৈল ॥
 পুষ্পগন্ধে ক্ষত্বরন্দে বাড়িল মত্ততা ।
 কাশীরাম মৃচ্ছভাষ ঋতিনুখদাতা ॥

অর্জুনের সহিত রূপাচার্যের যুদ্ধ ও
 পলায়ন ।

অর্জুনের বাক্য শুনি বিরাতনন্দন ।
 বায়ুবেগে নিল রথ রূপের সদন ॥
 প্রদক্ষিণ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ ।
 মৎস্য যেন জালমধ্যে করিয়া বন্ধন ॥
 রূপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি ।
 দেবদত্ত শঙ্খনাদ করেন কিরীটি ॥
 গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জন ।
 কুপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিস্বন ॥
 আশু হয়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল ।
 ছুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল ॥
 ক্রোধে রূপাচার্য যেন অলিয়া উঠিল ।
 আকর্ণ পুরিয়া ধনুগুণ টঙ্কারিল ॥
 দশ বাণ প্রহারিল অর্জুন উপর ।
 কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্ধর ॥
 দশ বাণ কাটি বীর করে কুড়িখান ।
 তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করেন সন্ধান ॥
 জলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয় ।
 বাণাঘাতে আচার্যের কম্পিত হৃদয় ॥
 বিচলিতাসন দেখি রূপাচার্যে ব্যস্ত ।
 গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র ॥
 ক্রণেকে পাইয়া ধৈর্য নিল ধনুর্ধর ।
 অর্জুন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান ॥
 না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ ।
 রূপের ধনুক করিলেন খান খান ॥
 আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ ।
 অঙ্গ হতে খসে যেন সর্প-জীর্ণ-স্বচ ॥
 পুনঃ আর ধনু রূপ লইলেন হাতে ।
 সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে ॥

গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান ।
 সেই ধনু কাটি করিলেন খান খান ॥
 পুনঃ রূপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে ।
 সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে ॥
 দেখিয়া গৌতম যেন অগ্নি হেন জ্বলে ।
 কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে ॥
 শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ-দর্শন ।
 নানা রত্ন ভূষা যেন দীপ্ত ছত্যাশন ॥
 ছাড়িলেক শক্তি আসে হয়ে শব্দবান ।
 অর্জুপথে পার্থ তাহা করেন ছুখান ॥
 দিব্যাস্ত্র সন্ধান করি তবে ধনঞ্জয় ।
 কাটিলেন রূপের রথের চারি হয় ॥
 ছয় বাণে কাটি তবে ফেলে শরভূণ ।
 সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জুন ॥
 সারথিমুকুট হয় রথ হ'ল ছিন্ন ।
 চতুর্দিকে কুরুগণ হ'ল ছিন্ন ভিন্ন ॥
 চাহিয়া দেখিল রূপ কিছু নাহি পাশে
 হাতে গদা লয়ে তবে আসে ক্রোধবশে
 হাসিয়া অর্জুন বীর করেন সন্ধান ।
 হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ ॥
 খণ্ড খণ্ড করি ফেলিলেন গদা কাটি ।
 সব গদা গেল শুধু রহে বজ্রমুষ্টি ॥
 বিবস্ত্র নিরস্ত্র রূপ সর্বাঙ্গ বিকল ।
 পরিধান ধুতী আর উত্তরী কেবল ॥
 করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন ।
 এ বেশে আচার্য কোথা করিছ গমন ।
 অস্ত্রে অমরবন্দ দেখিছে কোতুক ।
 লাজে শরদ্বানপুত্র হন অধোমুখ ॥
 চতুর্দিক হতে তবে আসে যোদ্ধাগণ ।
 রথে চড়াইয়া রূপে করিল গমন ॥

দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ ও পরাভব ।

রূপাচার্য-ভঙ্গ যদি হইল সমরে ।
 অর্জুন বলেন তবে বিরাতকুমারে ॥
 রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে ।
 শীঘ্র রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে ॥

শুনিয়া বিরাটপুত্র বায়ুসম বেগে ।
 চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য-আগে ॥
 নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অৰ্জ্জুনের রথ ।
 আগু বাড়ি নিজে গুরু আসে কত পথ ।
 গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল ॥
 দুই অস্ত্র পড়ে গিয়া দুই পদতল ॥
 আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন ।
 দুই ভুজ ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন ॥
 কর যুড়ি গুরুদেবে বলে ধনঞ্জয় ।
 যুদ্ধসজ্জা কি কারণে দেখি মহাশয় ॥
 কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আপনে ।
 আমাদের মারিবে অস্ত্র হেন লয় মনে ॥
 অশ্বখামাধিক আমি তোমার পালিত ।
 কোন দোষে তব পায় নহি যে দোষিত ॥
 পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে ।
 কপটে যতেক দুঃখ দিল দুঃখগণে ॥
 দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্রোশে ।
 অক্লান্ত বঞ্চিলু এক বর্ষ ক্লীববেশে ॥
 এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুঃখগণ ।
 এত দিনে পাইলাম তার দরশন ॥
 যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে ।
 দুঃখ নিবেদন এই করিলু তোমাতে ॥
 ইহাতে আপনি প্রভু না করিবে ক্রোধ ।
 তুমি কোপ করিলে না করি উপরোধ ॥
 আজ্ঞা কর একভিতে লুহ নিজ রথ ।
 দুর্ব্যোধনে ভেটি গিয়ে ছাড়ি দেহ পথ ॥
 হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত ।
 কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত ॥
 মম অগ্রে কৌরবেরে করিবে ঘটন ।
 কিমতে দাঁড়ায়ে আমি করিব দর্শন ॥
 পার্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমায় ।
 তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায় ॥
 এত শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে ছতাসন ।
 আকর্ণ পুরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ॥
 তিন শত অস্ত্র মারে অৰ্জ্জুন উপর ।
 কাটিয়া অৰ্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর ॥

বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর ।
 অৰ্জ্জুনে মারিল পুনঃ সহস্র তোমর ॥
 অন্ধকার করি যায় গগনমণ্ডলে ।
 শরদের কালে যেন হংসপংক্তি চলে ॥
 দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান ।
 কাটিয়া কেলেন যত আচার্য্যের বাণ ॥
 পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মস্ত্রে অভিষেকি ।
 সম্বর সম্বর বলে অৰ্জ্জুনেরে ডাকি ॥
 আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর ।
 মুখ হতে রষ্টি হয় মুঘল মুদার ॥
 পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা ।
 চতুর্দিকে পড়ে যেন জলন্ত উলকা ॥
 অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয় ।
 ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয় ॥
 দেখিয়া অৰ্জ্জুন বাণ এড়েন গান্ধার্ব ।
 নিমেষেকে নিব্বারেন গুরু-অস্ত্র সর্ব ॥
 দৌহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম ।
 গুরু শিষ্যে এই মত হইল সংগ্রাম ॥
 ক্রোধে গুরু পঞ্চ বাণ মারে কপিধ্বজে ।
 বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥
 পুনঃ দিব্য বাণ পূরে গুরুদেব দ্রোণ ।
 গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ ॥
 না দেখি বানরধ্বজ সারথি অৰ্জ্জুন ।
 মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ ॥
 দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্ব্যোধন ।
 নিমেষেকে অস্ত্র তার কাটেন অৰ্জ্জুন ॥
 তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান ।
 আচার্য্যেরে মারিলেন সহস্রেক বাণ ॥
 সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল ।
 দুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হ'ল ॥
 ঢাকিল সূর্য্যের তেজঃ ছাইল আকাশ ।
 অন্ধকার হ'ল সূর্য্য রুধিল বাতাস ॥
 অস্ত্র অস্ত্র ঘরিষণে হ'ল উল্কা-বৃষ্টি ।
 অমর ভুজঙ্গ নর চাহে এক দৃষ্টি ॥
 আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ ।
 সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরবাজের নন্দন ॥

যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্বিত দর্শন ।
 যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন ॥
 তবে পার্থ ইন্দ্র-অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীব ।
 সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে ॥
 মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারেন তখন ।
 চক্ষুর নিমেষে সব ছাইল গগন ॥
 যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়িল পর্বত ।
 অস্ত্র-অগ্নি আচ্ছাদিল নাহি দেখি পথ ॥
 অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে নাহি দেখি আর
 যতক কৌরব বল করে হাহাকার ॥
 সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ ।
 সুগন্ধি কুসুম কত করে বরিষণ ॥
 বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বখামা বেগে ।
 জনকে করিয়া পাছে হ'ল পার্থ-আগে ॥

অশ্বখামার যুদ্ধ ।

যেই বেগে হ'ল আগে দ্রোণের তনয় ।
 ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
 অশ্বখামা আগে পড়ে কাটা রথচূড়া ।
 না করিতে রণ আগে রথ হ'ল মুড়া ॥
 লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোণের নন্দন ।
 অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে ।
 সেই মত অস্ত্ররষ্টি করে পার্থোপরে ॥
 দিবানিশি নাহি জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল ।
 থাকুক অন্যের কাজ পবন ঝুধিল ॥
 অশ্বখামা অর্জুনের যুদ্ধ অনুপম ।
 যেন ইন্দ্র ব্রতাসুৰ রাবণ ত্রীরাম ॥
 পূর্বে যথা যুদ্ধ হ'ল দেবতা অসুর ।
 দৌহার ধনুক ষোষে কম্পে তিন পুর ॥
 ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্ররষ্টি নাহি লেখা জোখা ।
 অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্য নাহি দেখা ॥
 চট্ চট্ শব্দ উঠে কর্ণে লাগে তালি ।
 দৌহা অস্ত্র দৌহে কাটে দৌহে মহাবলী ।
 বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি ।
 চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ুসম গতি ॥

অর্জুনের ছিদ্র দ্রৌণী চিন্তিয়া অন্তরে ।
 গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে ॥
 অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নিৰ্ম্মাণ ।
 কি করিতে পারে তাহা মানুষ-পরাণ ॥
 মহাক্রোধে অশ্বখামা হইয়া ক্রোধিত ।
 সপ্তচত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত ॥
 ধনুকে বিংশতি ধনুগুণে সপ্ত শর ।
 কপিধ্বজে দশ দশ উত্তর উপর ॥
 ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শররষ্টি ।
 প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
 কতু দক্ষ হস্তে বিক্ষে কতু বিক্ষে বামে ।
 এই মত শররষ্টি করিলেন ক্রমে ॥
 অক্ষয় পার্থের তুণ পূর্ণ অস্ত্রময় ।
 যত বিক্ষে তত হয় নাহি তার ক্ষয় ॥
 সেই মত দ্রোণপুত্র অস্ত্ররষ্টি কৈল ।
 দৌহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল ॥
 সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে পুনঃপুনঃ ।
 দ্রৌণীর হইল ক্রমে শরশূন্য তুণ ॥

কর্ণের পুনঃ যুদ্ধ ও পলায়ন ।

রণমধ্যে অশ্বখামা নিরস্ত্র হইল ।
 দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল ॥
 বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি-দত্ত ।
 আকর্ণ পুরিয়া ধায় যেন গজ মত্ত ॥
 হাসিয়া অর্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রৌণীরে ।
 সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে ॥
 ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ ।
 হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ ॥
 সতত কহিস্ করি মহা অহঙ্কার ।
 পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার ॥
 তাহার পরীক্ষা আজি করিব এক্ষণে ।
 সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে ॥
 সভামধ্যে বসি যত কৈলে অহঙ্কার ।
 ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার ॥
 দ্রৌপদীর অপমান যতক করিলি ।
 না জানিস সেই সব পাসারিল বলি ॥

ধর্মপাশে বন্দী আছিলাম সেই কালে ।
 সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে ॥
 অগ্নিসম অঙ্গমায়ে দহিছে সে ক্লেশ ।
 অরণ্যের মহাকষ্ট অজ্ঞাত বিশেষ ॥
 আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল ।
 সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরব সকল ॥
 এত শুনি কহে তবে কর্ণ মহাবীর ।
 নাহিক সন্তু ম কিছু নির্ভয় শরীর ॥
 যে কহিলে ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি ।
 যত পরাক্রম তোর যতেক শক্তি ॥
 পাশাকালে দ্রৌপদীর যত অপমান ।
 মনে মনে আজি তাহা অন্তরেই জান ॥
 দ্রোণ-স্থানে ইন্দ্র-স্থানে যে অস্ত্র পাইলি
 যে পার করহ শীঘ্র এই তোরে বলি ॥
 ইন্দ্র আদি সঙ্কে করি যদি আসিস্ রণে ।
 বাছড়িয়া যাবি হেন না করিহ মনে ॥
 এত শুনি হাসি হাসি বলে ধনঞ্জয় ।
 লজ্জা যার থাকে সে কি হেন কথা কয় ॥
 এই ক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর ।
 বিত্তমানে কাটিলাম তোর সহোদর ॥
 ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন ।
 কোন মুখে কহ পুনঃ এ দর্পবচন ॥
 যাহা কহ নহ শক্য করিতে সে কাজ ।
 সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ ॥
 এত বলি ধনঞ্জয় যুড়িলেন বাণ ।
 কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান ॥
 অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল ।
 কুলেতে নিরস্ত যেন হয় সিঙ্কুজল ॥
 তবে দিব্য পঞ্চ বাণ মারিল অর্জুন ।
 ফেলিল কর্ণের কাটি ধনুকের গুণ ॥
 আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ ।
 সে গুণ কাটিয়া তবে ফেলেন অর্জুন ॥
 গুণ চড়াইতে কাটিলেন ধনঞ্জয় ।
 ধনু ছাড়ি শক্তি নিল সূর্য্যের তনয় ॥
 এড়িলেক শক্তিগোটা, সূর্য্য সম আলো ।
 মহাশব্দ করি আসে গগনমণ্ডলে ॥

অর্জুনের দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড ।
 ছুই বাণে কাটিলেন সারথির মৃত ॥
 কাটিলেন মত্ত হস্তধ্বজ শোভাকার ।
 দেখিয়া কৌরব সৈন্য করে হাহাকার ॥
 কর্ণের সহায় ছিল বহু রথিগণ ।
 অর্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ ॥
 কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল ।
 মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায় সকল ॥
 দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড ।
 কর্ণের কবচ কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
 আঘাতে ব্যথিত হয়ে তবে অঙ্গনাথ ।
 চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাহি সাথ ॥
 বিশেষে অর্জুন-বাণে শরীর পীড়িল ।
 রণ ত্যজি কর্ণ বীর পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল ॥
 কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম-ভিতর ।
 ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর ॥
 পলায় ছুর্মুখ বিবিশতি মহাবল ।
 চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল ॥
 শকুনি পলায়ে যায় অর্জুনের আগে ।
 দেখিয়া অর্জুন রথ চালালেন বেগে ॥
 শকুনিরে আগুলিয়া রহাইল রথ ।
 ফাঁকির সৌবল পলাইতে নাহি পথ ॥
 মুখেতে উড়িল ধূলা নাহি সরে কথা ।
 অর্জুনে দেখিয়া ছুট হেঁট করে মাথা ॥
 অর্জুন বলেন কোথা পলাহ মাতুল ।
 আমার যতেক কষ্ট তুমি ভার মূল ॥
 তোমারে মারিলে হয় দুঃখ বিমোচন ।
 কপট পাশার হও তুমিই কারণ ॥
 তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা ।
 নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাষা ॥
 ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ ।
 মস্তক করিব মারি যত তোর পক্ষ ॥
 তুমি সে কৌরবকুলে ছুট-বুদ্ধিদাতা ।
 সব দম্ব যুচে যদি কাটি তোর মাথা ॥
 চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায় ।
 যতেক কহিলে তাত তোরে না যুয়ায় ॥

তোমার শক্তি আমা না পার মারিতে ।
 আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে ॥
 অবধ্য তোমার শত্রু জানহ আপমে ।
 অঙ্গে ঘাত করিতে না পার কদাচনে ॥
 আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে ।
 অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষতি দহন করিতে ॥
 আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে রবে কোন জন ।
 প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাহ অর্জুন ॥
 এত বলি দিবা অস্ত্র ধনঞ্জয়ে মারে ।
 নানা অস্ত্র রষ্টি করে অর্জুন উপরে ॥
 শুনিয়া পার্থের হৃদে হইল স্মরণ ।
 প্রতিজ্ঞা করেছে পূর্বে মাদ্রীর নন্দন ॥
 চিন্তিয়া অর্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক ।
 রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক ॥
 ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে ।
 খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে ॥
 অদ্ভুত দেখে যে দূরে কুরুবীরগণ ।
 চক্রাকার ভ্রমি ঘূরে সুবলনন্দন ॥
 বিপাক দেখিয়া শকুনির লোকে হাসে ।
 আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে ॥
 উর্দ্ধশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর ।
 ভীষ্মের চরণে গিয়ে রাখয়ে শরীর ॥

ভীষ্মেব যুদ্ধ ও পলায়ন ।

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয় ।
 এথা হতে লহ রথ বিরাটনয় ॥
 ভয়েতে আর্ত হয়ে সকলে পলায় ।
 ভয়ার্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় ॥
 ক্ষুদ্রজীবী হীনবলে মারি কোন কর্ম ।
 বিশেষে ভয়ার্ত জনে মারিলে অধর্ম ॥
 যথায় শান্তমুপুঞ্জ ভীষ্ম পিতামহ ।
 শীঘ্র তাঁর সন্নিধানে মম রথ লহ ॥
 তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা ।
 তাঁহারে জিনিলে তবে জিনি সর্বজন ॥
 উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর ।
 কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার ॥

হের দেখে অক্র মোর হইল বিবর্ণ ।
 শব্দেতে বধির দেখে হ'ল মম কর্ণ ॥
 কুন্তকারচক্র প্রায় ভ্রমে মোর মনে ।
 দিবানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি নয়নে ॥
 তোমার গর্জন আর মহা হুঙ্কার ।
 বিপরীত শব্দ তব ধনুক-টঙ্কার ॥
 শরীরের রক্ত মোর হ'ল জলবৎ ।
 দিগ্গণ ভ্রমিছে যেন নাহি দেখি পথ ॥
 বিশেষে তোমার কর্ম অদ্ভুত কাহিনী ।
 দেখিবার থাক কভু কর্ণে নাহি শ্রুতি ॥
 কখন আদান কর কখন সন্ধান ।
 লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ ॥
 অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার ।
 শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার ॥
 পূর্বের সে রূপ তব নাহিক এখন ।
 ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি ভীত হয় মন ॥
 শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায় ।
 কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
 পার্থ বলে কি কহিছ বিরাটকুমার ।
 ক্ষত্রিয়-লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার ॥
 সমূহ শত্রুর মাঝে কহিস্ এমত ।
 কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ ।
 স্থির হও তাজ ভয় ধর অশ্বদড়ি ।
 চাপিয়া বৈসহ লহ প্রবোধের বাড়ি ॥
 এখনি কেমনে চাহ তাজিবারে রণ ।
 ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাটনন্দন ॥
 আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা ।
 দেখুক আমার তেজ আজি সর্বজন ॥
 ক্ষিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দম ।
 বহাইব নদী সবে দেখাইব যম ॥
 রুধির করিব নীর কুন্তীর কুঞ্জর ।
 কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর ॥
 হস্ত পদ হবে সব তৃণ-কার্ষবৎ ।
 হংসবৎ ভাসি যাবে যত সব রথ ॥
 কি যুদ্ধ দেখিয়া তোর শুদ্ধ হ'ল বাস ।
 রাজপুত্র তোর হেন কর্ম কি যুয়ায় ॥

কালানল প্রায় এই দেখে ভীষ্ম বীর ।
 কুরুসৈন্য মীন যেন সাগর গভীর ॥
 শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে ।
 আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে ॥
 পূর্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি ।
 নিকৃণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি ॥
 নিবাতকবচ পলোমাদি কালকেয় ।
 সিন্ধুপুর হেমপুরবাসী অপ্রমেয় ॥
 ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবল ।
 বাণে উড়াইনু যেন শিমুলের তুলা ॥
 সেই মত আমি আজি করিব সমর ।
 ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর ॥
 এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া ।
 উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া ॥
 উত্তর বসিল পুনরপি সিংহবত ।
 ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ ॥
 বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর ।
 পার্থ দেখি আগু হ'ল ভীষ্ম বীরবর ॥
 পিতামহপদ ধৌত বিচারিয়া মনে ।
 বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে ॥
 দেখি ছুই অস্ত্র ভীষ্ম মারিল তখন ।
 অর্জুনের শিরে গিয়া করিল চূষন ॥
 রক্ষক আছিল ভীষ্ম রথে চারি জন ।
 দুঃসহ দুর্ধ্বুথ বিবিশতি দুঃশাসন ॥
 আগু হয়ে পথে আসি আগুলিল রথ ।
 জলন্ত আগুণে যেন পতঙ্গের বত ॥
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন ।
 অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চ শর ।
 বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁকর ॥
 বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে ।
 আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক পাছে ।
 দু-বাণে দুর্ধ্বুথে পার্থ করে অচেতন ।
 দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর ছুই জন ॥
 ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম ।
 আগু হয়ে পার্থ ভীষ্ম করেন প্রণাম ॥

পার্থ বলিলেন দেব ভক্ত আপনার ।
 কি হেতু এ মৎস্তদেশে গমন তোমার ॥
 বিরাতের গবী নিতে আসিয়াছ প্রায় ।
 এমত কুরুষ্ম নাহি তোমা শোভা পায় ॥
 পরগবী নিলে দেব যত হয় পাপ ।
 আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভূঞ্জে তাপ ॥
 তথাপিহ লোভ নাহি পার' সম্মুখিতে ।
 সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগবী নিতে ॥
 ভীষ্ম বলে নাহি আসি গবীর কারণ ।
 তুমি আছ এই স্থানে শুনিব বচন ॥
 বহু দিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত ।
 দুর্য়োধন সহ আসিলাম এ নিমিত্ত ॥
 ক্ষত্রিয়-নিয়ম আছে বেদের বচন ।
 বাহুবলে শাসিবেক পররাজ্য ধন ॥
 আমার এ ধন রাজ্যে কোন প্রয়োজন ।
 যতেক করি যে তোমা সবার কারণ ॥
 পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে ।
 বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে ॥
 তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে ।
 বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে ॥
 তুমি সে গুরু গুরু হও মহাগুরু ।
 কুরুবংশকর্তা তুমি যেন কণ্ঠতরু ॥
 এমত সময়ে তুমি হইলে সদয় ।
 তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য জয় ॥
 পাশাকালে দুঃখ পাই জানহ আপনে ।
 তাহার উচিত ফল দিব দুঃখগণে ॥
 আঞ্জা কর একভিতে নিতে নিজ রথ ।
 দুর্য়োধনে ভেটি গিয়া ছাড়ি দেহ পথ ॥
 ভীষ্ম বলে আমি রক্ষা করি দুর্য়োধন ।
 মোরে না জিনিলে কোথা পাবে দরশন ।
 অর্জুন বলেন তবে বলিয়ে কি কাজ ।
 শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ ॥
 এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে কুরুবর ।
 অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জুন উপর ॥
 অষ্টগোটা সর্প সম সেই অষ্ট শর ।
 মহা শঙ্কে চলি যায় অর্জুন উপর ॥

দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয় ।
 পুনঃ দিব্য অস্ত্র মাংরে গজ্জার তনয় ॥
 মহা শব্দে আসে বাণ ভাস্কর সমান ।
 অর্জুপথে ধনঞ্জয় করে খান খান ॥
 ছুই জনে যুদ্ধ হ'ল অতি ভয়ঙ্কর ।
 নানা বর্গে এড়িলেন চোক চোক শর ॥
 দৌঁছে দৌঁহাঁকার বাণে করেন বারণ ।
 অনিমিষ দৌঁহাঁকার নয়নে নয়ন ॥
 অনলে বারুণ মাংরে বায়ব্যে বারুণি ।
 আকাশে বায়ব্য মাংরে শীতেতে আগুণি ॥
 পল্লগে পল্লগাশন বায়ুতে পর্বত ।
 পুনঃপুনঃ দৌঁছে অস্ত্র ছাড়ে এইমত ॥
 দৌঁহাঁকার শরজালে ত্রৈলোক্য কল্পিত
 চট্ চট্ শব্দ যেন হ'ল অপ্রমিত ॥
 দৌঁহাঁকার বাণে দৌঁছে ব্যথিত-হৃদয় ।
 দৌঁহাঁকার অঙ্গে ঘন শ্রমজল বয় ॥
 সাধু পার্থ সাধু ভীষ্ম গজ্জার নন্দন ।
 সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ ॥
 ইন্দ্র অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন ।
 ভীষ্মের হাতের ধনু করেন ছেদন ॥
 আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ ।
 সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান ॥
 দিব্য অস্ত্রে কাটিলেন কবচ তাঁহার ।
 তীক্ষ্ণ অস্ত্র দশ দিয়া করেন প্রহার ॥
 বাণাঘাতে অচেতন গজ্জার তনয় ।
 দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্ঘোষধনের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও
 কুরুসৈন্যের মোহ ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি ।
 ভীষ্ম-ভঙ্গ দেখি ক্রোধে ধায় কুরুপতি ॥
 গজেন্দ্রে চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ ।
 চতুর্দিকে বেড়ি ধায় ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
 উনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে ।
 সবে অস্ত্র-শস্ত্র পার্থ-উপরে বরিষে ॥

হাসিয়া অর্জুন বীর করিয়া সন্ধান ।
 প্রহার করেন দুর্ঘোষধনে দশ বাণ ॥
 কাটিয়া পাড়েন তার ভয়ঙ্কর ধনু ।
 কবচ কাটেন ছুই ছয় বাণে তনু ॥
 প্রহার করেন ভল্ল গজেন্দ্র-মস্তকে ।
 বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গশত মথে ॥
 পৃথিবীতে দস্ত দিয়া পড়িল বারণ ।
 লাফ দিয়া ভূমিতলে পড়ে দুর্ঘোষধন ॥
 দুর্ঘোষধন-ভঙ্গ দেখি যত সহোদর ।
 পাছু নাহি চাহে সবে পলায় সত্তর ॥
 পাছু থাকি ডাকে ঘন পার্থ ইন্দ্রমুত ।
 কি কর্ম করিস্ লোকে শুনিতে অদ্বুত ॥
 সসৈন্যে পলাস্ সঙ্কে শত সহোদর ।
 বলাহ ধরণীমাঝে তুমি দণ্ডধর ॥
 যুধিষ্ঠির নৃপতির আজ্ঞাকারী আমি ।
 মোরে দেখি পলাইস্ হয়ে ক্ষিতিস্বামী ॥
 সসৈন্যে পলায়ে যাস্ শৃগালের প্রায় ।
 এই মুখে রাজ্য ভোগ ইচ্ছ হস্তিনায় ॥
 এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে ।
 মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥
 শত্রু নিজ-বশ হলে কে ছাড়ে মারিতে ।
 যদি মারি কোথা পথ পাবি পলাইতে ॥
 ছাড়িলাম বাহ লয়ে নিলজ্জ জীবন ।
 ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্ঘোষধন ॥
 পলাইলি মম ভয়ে শৃগালের প্রায় ।
 এই মুখে গবী নিতে আসিলি হেথায় ॥
 পলায়িত জনে আমি না মারি কখন ।
 ভীমসেন হলে তোর নাশিত জীবন ॥
 অর্জুনের এইরূপ কটুবাক্য শুনি ।
 ক্রোধে নেউটিল দুর্ঘোষধন মহামানী ॥
 লাজ্জ লে মারিলে যথা নেউটে ভুজঙ্গ ।
 অকুশ কর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্গ ॥
 নেউটিল দুর্ঘোষধন দেখি বীরগণ ।
 চতুর্দিকে ধেয়ে পুনঃ আসে সর্বজন ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ রূপ অশ্রুপান শাল্য কর্ণ ।
 দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ ॥

সহস্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জুনে ।
 চতুর্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥
 মুঘল মুদার জাতি শূল ভিন্দিপাল ।
 আকাশ ছাইয়া সবে করে শরঞ্জাল ॥
 হাসিয়া অর্জুন এড়িলেন দিব্য বাণ ।
 সবাঁকার রথধ্বজ হ'ল খান খান ॥
 গজেন্দ্রমণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী ।
 দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী ॥
 সিন্ধুজলমধ্যে যেন পূর্বত মন্দর ।
 কুরুবল মথে পার্থ হয়ে একেশ্বর ॥
 কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে ।
 তৈরব মূরতি দেখি সংগ্রাম ভিত্তরে ॥
 গাণ্ডীবের মূর্তি অস্ত্র বিনা নাহি দেখি ।
 লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মারে দিনকর ঢাকি ॥
 পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ ।
 পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ ॥
 তথাপিহ কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ।
 লক্ষপুং করি একা অর্জুনে বেড়িল ॥
 অর্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল ।
 জীয়েন্তে কোরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥
 পরকার্যে জ্ঞাতিবধ করিলে বহুত ।
 না জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মমুত ॥
 ছাড়ি গেলে কোরব কহিবে পলাইল ।
 কি উপায় করি ইহা বিষম হইল ॥
 তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ ।
 সম্মোহন নাম অস্ত্র মোহে রিপুগণ ॥
 মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারিলেন বাণ ।
 মোহ' গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান ॥
 -রথে রথী পড়ে অশ্বে পড়ে আসোয়ার ।
 গজেন্দ্রে মাল্লত পড়ে নিদ্রিত আকার ॥
 সর্বসৈন্য মোহ প্রাপ্ত দেখিয়া অর্জুন ।
 উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥
 উত্তরে বলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন ।
 তব ভয়ী মাগিয়াছে পুতলী বসন ॥
 আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে ।
 যার যার চিত্র বস্ত্র লয়'তব চিতে ॥

ভীষ্ম দ্রোণ দৌহার না দিবে অঙ্গ কর ।
 আর সবাঁকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥
 সবে বুদ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয় ।
 যথামুখে আন গিয়া যাহা মনে লয় ॥
 পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল ।
 ভাল ভাল পাগ বীর বাহিয়া লইল ॥
 তুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি ।
 মুকুট করিয়া দূর কেশ যুক্ত করি ॥
 রথিগণে বসাইল গজের উপরে ।
 রথের উপরে বসাইল অসোয়ারে ॥
 এমত উত্তর করি বহু বহু জন ।
 পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন ॥
 পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ ।
 দুগন্ধি কুন্তুময়ষ্টি করে সেইক্ষণ ॥
 অপূর্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে ।
 কানন বিচিত্র যেন বসন্তের কালে ॥
 পড়িল অনেক সৈন্য লিখনে না যায় ।
 জীয়েন্তে আছিল যেহ সেহ মৃতপ্রায় ॥
 ভয়ঙ্কর হ'ল ভূমি দেখি লাগে ভয় ।
 রক্ত-মাংসাহারী ধায় সানন্দ হৃদয় ॥
 শৃগাল কুকুরগণ করে কোলাহল ।
 গৃধ্রিনী শকুনি কাক ছাইল সকল ॥
 শোণিতে বহিল নদী অতিবেগবতী ।
 হয় রথ পদাতিক ভাসে মত্ত হাতী ॥
 নাচয়ে কবজগণ ধনুঃশর হাতে ।
 যোগিনী পিশাচ ভূত প্রেতগণ সাথে ॥

রণভূমে চামুণ্ডার আগমন ।

আইল চামুণ্ডা, করে খর খাণ্ডা,
 গলে দোলে মুণ্ডমালা ।
 লহ লহ জিহ্বা, বিদ্যুতের প্রভা,
 ঘন বদন করাল ॥
 বিকট-দশনা, শোণিত-রসনা,
 তৈরবী তৈরব ডাকে ।
 সজ্জ শত শিবা, অতিশয় শোভা,
 ভূত-প্রেতগণ থাকে ॥

সবার কুণ্ডল, মিহির অশ্বল,
 দোলয়ে যুগল গণ্ডোলা
 দনুজদলনী সক্রোধ চাহনী,
 গলে নরমালা মুণ্ডে ॥
 যুগ্ম পয়োধর, জিনিয়া ভূধর,
 দশ অষ্ট চতুর্ভুজা ॥
 অধরে বাকুণী, সদা মুক্তবেণী,
 সর্বদেবে করে পূজা ॥
 উদর সমুদ্র, সশঙ্কিত রুদ্র,
 গম্ভীর উচ্চবদন ॥
 পর্বত-কন্দরা, সদৃশ খর্পরা,
 সদাই আনন্দরূপা ॥
 চিরদিনে কৃষ্ণা, অতিশয় তৃষ্ণা,
 সংগ্রাম শুনিয়া আইসে ॥
 দেখি কুতূহল, হাসে খল খল,
 কম্পে সুরাসুর ত্রাসে ॥
 সঙ্কে সহচর, ভূচর খেচর,
 ধৈর্যে চতুর্দিকে বেড়ে ॥
 ফেলি নরমুণ্ডে, তুলি ধরে তুণ্ডে,
 যেমন কেন্দুয়া পড়ে ॥
 করতালি বাজে, রণভূমিমধ্যে,
 নাচয়ে বিহ্বলমতি ॥
 কটিতে সুন্দর, ব্যাঘ্রচর্মাস্বর,
 চরণে বিদরে ক্ষিতি ॥
 ঘোর রণস্থলী, আখালী পাখালী,
 পড়িল তুরঙ্গ সেনা ॥
 নদী বহে রক্তে, খরতর স্রোতে,
 পর্বত সদৃশ ফেণা ॥
 তুরঙ্গম সব, সদৃশ কচ্ছপ,
 কুন্তীর মকর গজ ॥
 রথ সহ রথী, যেন যুথপতি,
 ভাসি যায় রথধ্বজ ॥
 হস্ত হ'ল পত্র, পুষ্প হ'ল বস্ত্র,
 ভূজ কমসের দণ্ড ॥
 সদৃশ জলধি, তৃণ কাষ্ঠ আদি,
 ভাসে করপদ ধণ্ড ॥

কাটাপদ কর, হিম্ব কলেবর,
 শত শত হস্ত দণ্ড ॥
 দীঘল কুন্তল, অরণে কুণ্ডল,
 ভাসি যায় নরমুণ্ড ॥
 প্রলয় গম্ভীর, বহিছে রুধির,
 ক্রীড়য়ে কালীর গণ ॥
 কত উঠে ডুবে, ধরি আনি শবে,
 ভক্ষয়ে মেলি-বদন ॥
 খর্পর ভরিয়া, উদর পুরিয়া,
 করিল রুধিরপান ॥
 অর্জুনে কল্যাণ, করি নিজ স্থান,
 কালিকা কৈল প্রয়াণ ॥
 ভারত অমৃত, পীয়ে অনুরত,
 ঐতিয়ুগে সাধুজন ॥
 কালীপদযুগে, কালীদাস মাগে,
 দাসার্থে নন্দননন্দন ॥

হৃদ্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের
 নানা হরবস্থা ॥

সৈন্ত হতে বাহিরায় তবে পার্থ বীর ॥
 মেঘ হতে মুক্ত যেন হলেন মিহির ॥
 চতুর্দিকে ভাঙ্গিয়ান যত সেনাগণ ॥
 ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন ॥
 কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত-হৃদয় ॥
 পার্থে দেখি কুতাঞ্জলি কহে সবিনয় ॥
 আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার ॥
 পিতৃ পিতামহ সবে সেবক তোমার ॥
 সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার ॥
 রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার ॥
 অর্জুন কহেন তোরা না করিস্ ভয় ॥
 যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥
 যুদ্ধেতে নিরস্ত আমি বিনয়ী যে জন ॥
 তাহার নাহিক ভয় আমার সদন ॥
 তবে কত দূরে থাকি দেখেন অর্জুন ॥
 চৈতন্য পাইল কতক্ষেণে কুরুগণ ॥
 এক জন মুখে আর জন নাহি চায় ॥
 লজ্জায় যতেক বীর হ'ল মৃতপ্রায় ॥

কার শিরে নাহি পাগ কার শিরে ঝাল ।
 লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাব ॥
 দূরে থাকি ধনঞ্জয় মারে দশ বাণ ।
 গুরু বন্ধ পদত্রেজে করিতে প্রণাম ॥
 অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটী ।
 দুর্ব্যোধনের মুকুট পাড়িলেন কাটি ॥
 ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায় ।
 সবাংকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় ॥
 দ্রোণাচার্য্য বলেন না কর আর ভয় ।
 বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয় ॥
 তোমারে অর্জুন যদি নিশ্চয় মারিবে ।
 মস্তক থাকিতে কেন মুকুট কাটিবে ॥
 বিশেষে নৃপতি ধর্ম্য দয়া তোরে করে ।
 তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে ॥
 সে হেতু ক্ষমিল তোমা করি অনুমান ।
 বরকোদর হলে নিত সবাংকার প্রাণ ॥
 চল চল এথা হতে বিলম্ব না সয় ।
 মনে লয় বরকোদর আসিবে ত্রায় ॥
 হেনকালে বলিতেছে শকুনি-সারথি ।
 রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি ॥
 শুনি কহে দুর্ব্যোধন বিহগ্ধবদন ।
 রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ ॥
 কেহ বলে তারে ক্রোধ অনেক আছিল ।
 বান্ধিয়া অর্জুন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল ॥
 কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি ।
 কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি ॥
 রাজা বলে মাতুলেরে খুঁজ কোথা গেল ।
 আজ্ঞামাত্র চতুর্দিকে সবাই ধাইল ॥
 অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিত ।
 রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত ॥
 -গর্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাত পায় ।
 ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
 মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ ।
 নৃপতির কহে গিয়া সব বিবরণ ॥
 শকুনির ছুরবস্থা সবান্ধ্যে দেখি ।
 কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আঁখি

সহসা সুশর্ম্মা রাজা আশি উপনীত ।
 আপনা হইতে দেখে রাজাকে ছঃখিত ॥
 কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয় ।
 চল শীঘ্র নরপতি দেবী করা নয় ॥
 বিরাটরাজারে আমি আনিমু বান্ধিয়া ।
 অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া ॥
 সর্ব্বসৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে ।
 একাকী পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে ॥
 বড় ধর্ম্মশীল রাজ-সভাসদ কঙ্ক ।
 দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক ॥
 সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে ।
 মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বসৈন্য নিপাত করিবে ॥
 কোথা দুর্ব্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন ।
 এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন ॥
 গজশৃগু ধরি তুলি অন্য গজে মারে ।
 তুরঙ্গে তুরঙ্গ রথ রথেতে প্রহারে ॥
 অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয় ।
 আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয় ॥
 বিচুর বলিল যত কিছু অন্য নয় ।
 কীচক মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব-আলয় ॥
 ভীষ্ম বলে সুশর্ম্মা যে কহে সত্য কথা ।
 তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা ॥
 গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বরকোদর ।
 আসিলে সেজন ভাল নহে নৃপবর ॥
 যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয় ।
 দয়া করি না মারিল সদয়-হৃদয় ॥
 ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত ইহার ।
 আজিকার মধ্যে হ'ত সবার সংহার ॥
 নির্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন-হৃদয় ।
 পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয় ॥
 শরণ লইলে সেই ক্ষণে প্রাণ হরে ।
 চল চল শীঘ্র সেই আসিবারে পারে ॥
 এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে ।
 হস্তিনানগরে সবে গেল দুঃখমনে ॥
 আকাশে অমরবৃন্দ অদ্ভুত দেখিয়া ।
 নিজ নিজ স্থানে যান পার্শ্বে বাধানিয়া ॥

শমীযুক্ততলে অর্জুনের পূর্ববেশ
ধারণ ।

তবে শমীযুক্ততলে গেলেন অর্জুন ।
পূর্ববৎ বান্ধি রাখে সব ধনুগুণ ॥
ছুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল ।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল ॥
হনুমন্তধ্বজ গেল আকাশেতে চলি ।
সারথি হইয়া পার্থ নিল কড়িয়ালী ॥
উত্তরেরে চাহি তবে বলে ধনঞ্জয় ।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয় ॥
লোকে যেন নাহি জানে এ সব বচন ।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কখন ॥
বালুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ ।
ভীষ্ম দ্রোণ রূপ কর্ণ সহ দুর্যোধন ॥
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরুষ ।
রাজ্যে যত লোক তব সুবিবেক যশ ॥
উত্তর বলিল ইহা কিমতে হইবে ।
কহিলে কি লোক ইহা প্রত্যয় করিবে ॥
যে কর্ম করিলে তুমি আজিকার রণে ।
তোমা বিনা করে হেন নাহি ত্রিভুবনে ॥
আমি করিলাম ইহা কহিব স্বমুখে ।
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত হাসিবেক লোকে ।
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে ।
প্রকাশ পর্যন্ত কেহ না জানে তোমারে ॥
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে ।
জয়বার্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে ॥
জয়বার্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর ।
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তর ॥
উত্তর দূতেরে তবে করেন প্রেরণ ।
দ্রুতগতি দূত পুরে চলিল তখন ॥
মহাভারতের কথা বর্ণিতে কে পারে ।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিঙ্কু তরিবারে ॥
শ্রুতমাত্রে কহি আমি রচিয়া পয়ার ।
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার ॥
সাধু লোক গুণকথা সর্বলোকে কয় ।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয় ॥

অতএব করি আশা মোরে সাধু জনে ।
মূর্খ জন জানি ক্ষমা দিবে নিজগুণে ॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায় ।
পাইব পরম পদ যাহার সহায় ॥

বিরাটরাজ্যার সগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের
সহিত পাশা ক্রীড়া ।

এথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্তে জিনিয়া ।
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া ॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি ।
আগুসরি নিল আসি যতেক যুবতী ॥
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ ।
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন ॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর ।
রাণী বলে বার্তা নাহি জান নরবর ॥
তুমি গেলে ত্রিগর্তের যুদ্ধেতে যখন ।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন ॥
গোপেরা আসিয়া তবে দিল সমাচার ।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার ॥
দ্বিতীয় নাহিক রথী সারথি না ছিল ।
সারথি করিয়া রহম্মলা পুত্র গেল ॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানে ঘাত ।
বিস্ময় মানিয়া ভাবে মুখে দিয়া হাত ॥
এমত কুরুদ্ধি মম পুত্রের হইল ।
কুরুসৈন্য-মধ্যে পুত্র একা রণে গেল ॥
যেই সৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন ।
ইন্দ্র জিনিবারে পারে এক এক জন ॥
হেন সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে একক ।
তাহাতে সারথি রহম্মলা নপুংসক ॥
এহেতু আমার চিন্তে হইতেছে ত্রাস ।
রহম্মলা কৈল যাত্রা লোকে উপহাস ॥
যত যোদ্ধাগণ সব যাহ শীঘ্রগতি ।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি ॥
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি
শীঘ্র শুভবার্তা মোরে পাঠাবেক শুনি ॥
এতেক বচন রাজ্য বলে বার বার ।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্মের কুমার ॥

চিন্তা না করিহ রাজা উত্তরের প্রতি ।
 মহাবুদ্ধি রহনলা আছে সারথি ॥
 ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কোরব ।
 রহনলা সারথির নাহি পরাভব ॥
 এইকালে বিরটিরে কহে ধর্ম্মসুত ।
 হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত ॥
 প্রণমিয়া নৃপবরে বলে যোড় করে ।
 উত্তর কুমার রাজা পাঠাইল মোরে ॥
 কুরুসৈন্য জিনি তিনি গোধন ছাড়াল ।
 রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল ॥
 আসিছে সারথি সহ উত্তর কুমার ।
 মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার ॥
 শুনিয়া আনন্দে মোহে বিরটি নৃপতি
 ধর্ম্মপুত্র তবে কহিছেন তাঁর প্রতি ॥
 বড় ভাগ্যে নৃপ শুভ রত্নান্ত শুনিলে ।
 তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিলেক ছেলে ॥
 পার্শ্বে কহিয়াছি রহনলা আছে যথা ।
 কোরবে জিনিবে ইহা কোন চিত্র কথা ॥
 তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রীগণ প্রতি ।
 দূতগণে প্রস্ফার কর শীঘ্রগতি ॥
 কুলের দীপক মম কুমার উত্তর ।
 কুরুসৈন্য যুদ্ধে আজি জিনে একেশ্বর ॥
 তার আসিবার পথ কর মনোহর ।
 উচ্চ নীচ কাটি সব কর সমসর ॥
 দিব্য দিব্য গন্ধ-বৃক্ষ রোপহ ছসারি
 মঙ্গল বাজনা কর নাচুক অশ্বরী ॥
 যতেক কুমার যাহ সুসজ্জ হইয়া ।
 আগু বাড়ি উত্তরেরে আন হবে গিয়া ॥
 উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শীঘ্রতর ।
 রহনলা আম গিয়া করিয়া আদর ॥
 এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রীগণ ।
 যারে যাহা বলে তাহা করিল তখন ॥
 ছফ্ট হয়ে বলে রাজা চাহি ধর্ম্মকারী ।
 খেলিব সৈরিক্রী শীঘ্র আন পাশা সারি ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময় ।
 ছফ্টকালে পাশাতে যে স্থিতি নহ ॥

বিশেষে দেবন ভাল নহৈ অনুক্ষণ
 সর্বকার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ ॥
 লক্ষ্মীভ্রষ্টা রাজ্য নষ্ট শত্রু হয় বলী ।
 নানা মত দুঃখ লোক পায় পাশা খেলি ॥
 শুনিয়াছ তুমি পাণ্ডবের বিবরণ ।
 এই পাশা হেতু হারাইল রাজ্য ধন ॥
 বিরটি কহিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া ।
 কোন শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া ॥
 রাজচক্রবর্তী কুরু-রাজা দুর্যোধন ।
 হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥
 ভুজনমণ্ডলে এই শব্দ প্রচারিল ।
 পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হ'ল ॥
 আর কোন জন আছে পৃথিবী তিতরে ।
 হইয়া আমার বৈরী যাবে যমঘরে ॥
 যুধিষ্ঠির বলে রাজা উত্তম কহিলা ।
 কি ভয় কোরবে যার যন্তা রহনলা ।
 এত শুনি রোষতরে বিরটি নৃপতি ।
 তুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি ॥
 কুলের তিলক মম কুমার উত্তর ।
 সংগ্রামে জিনিল যেই কুরু নরবধ ॥
 একবার তার তুই না কহিস্ গুণ ।
 রহনলা ক্লীবে বাখানিস্ পুনঃপুন ॥
 কোন ছার রহনলা বাখানিস্ তারে ।
 তার মত কত জন আছে মম পুরে ॥
 কেবল সহায় মাত্র হইল সংগ্রামে ।
 কোন গুণে ধন্যবাদ দিস্ নরাধমে ॥
 শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে ।
 পুনঃপুনঃ কহিছিস্ কত দেহে সছে ॥
 মম কথা কঙ্ক নাহি কর ভালমতে ।
 কিমতে এ ভাষা কহ আমার অগ্রেতে ॥
 কহিতে কহিতে রাজা হ'ল ক্রোধমাত ।
 হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্রগতি ॥
 অক্ষ পাটি প্রহারিল রাজার বদনে ।
 ফুটিয়া শোণিত বাহিরার সেইক্ষেণে ॥
 অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন ।
 তুই হাতে নিজ রক্ত ধরেন তখন ॥

নিকটে আছিল কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায় ।
 হেমপাত্র শীঘ্র লয়ে রাজারে যোগায় ॥
 সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে ।
 না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে ॥
 হেনকালে দ্বারদেশে উত্তর আগত ।
 দ্বারীরে বলিল নূপে জানাহ ত্বরিত ॥
 উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী শীঘ্রগতি ।
 দরযোড় বার্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি ॥
 অবধান নরপতি শুভ সমাচার ।
 রহমলা সহ এল উত্তর কুমার ॥
 তব আজ্ঞা হেতু রাজা আহয়ে ছয়ারে ।
 আজ্ঞা হলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে ॥
 বার্তা পেয়ে নরপতি কহে হরষিতে ।
 রহমলা সহ পূজা আনহ ত্বরিতে ॥
 গিরার্টের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি ।
 নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্য নরপতি ॥
 নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে ।
 শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে ॥
 রহমলা এখায় না আন কদাচন ।
 সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ ॥
 সারথি শুনিয়া তবে চলে সেই ক্ষণে ।
 কুমারে বলিল চল রাজসম্ভাষণে ॥
 রহমলা এবে যাক আপনার স্থানে ।
 একেশ্বর চল তুমি রাজসম্ভাষণে ॥
 রহমলা যাইবারে কঙ্কের বারণ ।
 শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন ॥
 উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ ।
 বাপে নমস্করি চাহে ধর্ম্মের বদন ॥
 রক্তধারা বহে মুখে দেখিয়া কুমার ।
 সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হয়ে চমৎকার ॥
 কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত ।
 ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিযাদিত ॥
 মুখে রক্তধারা বহিতেছে কি কারণ ।
 কোন হেতু কহ তাত হইল এমন ॥
 মৎস্যরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ ।
 তোমার প্রশংসা আমি করিঁ হে যখন ॥

তোমার প্রশংসা কঙ্ক করি অবহেলা ।
 পুনঃপুনঃ বলে ধন্য কুবী রহমলা ॥
 এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হ'ল মম তাত ।
 অক্ষপাটী প্রহারিনু হ'ল রক্তপাত ॥
 উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলে ।
 সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলে ॥
 এক্ষণে ইহা'রে যদি সাম্য না করিবে ।
 নিশ্চয় জানিহ তাত সর্বনাশ হবে ॥
 ইন্দ্র যম বৈরী হলে আছে প্রতীকার ।
 কঙ্ক বৈরী হলে রক্ষা নাহিক তাহার ॥
 শীঘ্র উঠ তাত আগে প্রবোধ কঙ্কেরে ।
 যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে ॥
 পূজের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি ।
 বিনয় পূর্বক কহে ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
 অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে ।
 অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন ।
 তোমাতে আমার ক্রোধ নাহি কদাচন ॥
 আমার হইলে ক্রোধ পূর্বেতে হইত ।
 এখনে তোমাতে ক্রোধনাহি কদাচিত ॥
 পূর্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন ।
 অক্ষপাটী যেইকালে করিলে ঘটন ॥
 আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল ।
 যতন পূর্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল ॥
 শোণিত যদ্যপি সেই পড়িত ভূতলে ।
 তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতে কুশলে ॥
 আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে ।
 সে স্থলের রাজা প্রজা সকলেতে মরে ॥
 উত্তর বলিল তাত কঙ্ক দয়াবান ।
 কঙ্কের ক্ষমাতে হ'ল সবার কল্যাণ ॥
 যখন সারথি ঘোরে আনিবারে গেল ।
 রহমলা আসিবারে কঙ্ক নিষেধিল ॥
 রহমলা আসি যদি শোণিত দেখিত ।
 তবে সে জনক বড় অনর্থ ঘটিত ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 যাহার প্রসাদে সঙ্গারবারি তরি ॥

বিরাট রাজার নিকট উত্তর গোত্রের যুদ্ধ
বিবরণে উত্তরের কল্পিত বচন।

তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ-সমাচার ॥
যে কৰ্ম করিলে তুমি অদ্বুত সংসারে।
ভূৰ্দ্ধৰ্শ সেই কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে ॥
তোমার সমান পুত্র নহিল নহিবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারে ঘুঘিবে ॥
কহ তাত কিবা ক্রপে জিন কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥
দেব দৈত্য অগ্রে যার যুদ্ধে নহে স্থির।
কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর ॥
ক্রোধ গুরু বলি যিনি প্রতাপে অপার।
ক্রোধ কৈলে জিনিবারে পারয়ে সংসার ॥
কাল্যায়ী সমান শিক্ষা ভীষ্ম মহাবীর।
অশ্বশ্রমা রূপাচার্য্য ভূৰ্জয় শরীর ॥
কিমতে করিলে যুদ্ধ তা সবার সহ।
প্রত্যক্ষে সে সব কথা শুনি মোরে কহ ॥
অদ্বুত লাগিছে তোর এই সব কথা।
যেই কুরুসৈন্য আছে মহা মহা রণা ॥
ব্যাঘ্রমুখ হতে যেন আমিয়া আনিলে।
সেই মত কুরু হতে গোধন ছাড়ালে ॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক ॥
উত্তর বলিল তাত কর আবধান।
যখন সমরে আমি করি নু প্রয়াণ ॥
বহু সৈন্য দেখি চিত্তে লাগে মম ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয় ॥
আপনি হইয়া রথী করিলেক রণ।
কুরুবল রণে সেই জিনিল তখন ॥
অদ্বুত তাঁহার কৰ্ম নাহি দেখি শুনি।
এক মুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী ॥
গণ্ড ভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত কে করে গণনা ॥
দয়া করি তোমা আমি সঙ্কটেতে তারি।
কুরুসৈন্য হতে গবী দিশেক উদ্ধারি ॥

নাহি জিনিয়াছি আমি কুরুসৈন্যগণ।
নাহি মুক্ত করি আমি একটা গোধন ॥
শুনিয়া বিরাট কহে কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে ॥
কোথায় নিবাস তাঁর গেল কোথাকারে।
পুনর্ব্বার দেখা আর পাব নাকি তাঁরে ॥
উত্তর বলিল তাত আছে এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে ॥
এথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট হন আনন্দিতমন ॥
অস্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন ॥
যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া ॥
যতনে ধেয়ায় মাধু যারে নিরবধি।
জলধিকূলেতে যেই দয়াময় নিধি ॥
জলধর-কান্তিমুখ চন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণনিম্বিত ॥
মকর কুণ্ডল কর্ণ মস্তকে মুকুট।
বান্ধুলি বরণ ওষ্ঠাধর করপট ॥
যে মুখ দর্শনে জন্ম-জন্ম-পাপ খণ্ডে।
জরাসোঁকভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে ॥
কাশীদাস কহে কৃষ্ণচরণ-প্রসাদে।
সদা চিত্ত রহে মোর দ্বিজ-পদরঞ্জে ॥

বিব্যাটের সিংহাসনে বৃধিষ্টিব রাজা হইল,
অজ্ঞাত বাস মোচন ও বিব্যাটের
সহিত পরিচয়।

রজনীতে পাণ্ডবেরা মিলিলে ছ'জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জুনের ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলাম বহুসৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে।
পরকার্য্যে কেন এত জ্ঞাতিবধ কৈল ॥
অর্জুন বলেন অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন-দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥
এতেক ভূর্গতি গেয়ে শাস্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য রণ করিবে নিশ্চয় ॥

যুধিষ্ঠির কহেন কি প্রকারে জানিলে ।
 না দিবে রাজ্য তোমা কোনজন কৈলে ।
 পার্থ বলে অস্ত্রযুদ্ধে জিজ্ঞাসিলে দ্রোণে
 না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে ।
 শুনিয়া ধর্মের পুত্র বিষ্ণু বদন ।
 এ কক্ষ করিলে ভাই কিসের কারণ ॥
 না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিনে হয় ।
 ইতি মধ্যে কি প্রকারে দিলে পরিচয় ॥
 কহ সহদেব শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা
 দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা ।
 অজ্ঞাত বৎসর শেষ কিছু যদি থাকে ।
 তবে পুনঃ যাব মোরা ঘোর অরণ্যেতে ॥
 সহদেব বলে প্রভু হইয়াছে শেষ ।
 চতুর্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
 নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্বের লিখিত ।
 তব আজ্ঞা লতে আছে হইতে উচিত ॥
 যুধিষ্ঠির মহানন্দে কহে সহদেবে ।
 শুভ দিন সমুদিত হবে ভাই কবে ॥
 সহদেব কহিলেন করিয়া গণন ।
 আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
 নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্র নামে যোগ ।
 রহস্পতি বাসরেতে মাস অর্দ্ধ ভোগ ॥
 সহদেববাক্যে ধর্ম হলেন সম্মত ।
 যথাস্থানে যান সবে নিশা অর্দ্ধগত ॥
 অনন্তরে তার পর তিন দিনান্তরে ।
 পুণ্য তীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে ॥
 দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ ।
 মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কক্ষণ ॥
 বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি ।
 শুভ লগ্ন বুঝি তবে বসে ধর্মকারী ॥
 ভঙ্গ হতে দীপ্ত যেন হ'ল ভ্রাতাশন ।
 মেঘ হাতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥
 ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ ।
 ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥
 বামভাগে বসিলেন ঋষদত্মহিতা ।
 দক্ষিণেতে রুকোদর ধরে দণ্ড ছাঁত ॥

করযোড়ে পুরোভাগে রহে ধনঞ্জয় ।
 চামর ঢুলায় ছুই মাদ্রীর তনয় ॥
 সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল ।
 দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্তরাজারে কহিল ॥
 শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে ।
 সুপাশ্ব'ক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
 শ্বেত শস্ত্র আসে দৌহে রাজার নন্দন ।
 উত্তর কুমার শূনি ধায় সেই ক্ষণ ॥
 যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ ।
 বার্তা শূনি ধেয়ে সবে আসিল তখন ॥
 পাণ্ডবের দেখি সবে বিস্ময়ে মগন ।
 পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন ॥
 জলদগ্নি সম তেজঃ পাণ্ডবে দেখিয়া ।
 মুহূর্ত্তেকে রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া ॥
 উত্তর পড়িল কত দূরে ভূমিতলে ।
 ক্রতঃপ্রলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে ॥
 দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর ।
 কক্ষেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তর ॥
 হে কক্ষ কি হেতু ভব হেন ব্যবহার ।
 কিমতে বসিলে তুমি আসনে আমার ॥
 ধর্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে ।
 কোন বুদ্ধে বৈস আজি মোর রাজপাটে ।
 প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী ।
 ভূমিতে শয়ন করি ফলমূল্যাহারী ॥
 কোন দ্রব্যে নাহি যন কিছু অভিলাষ ।
 এখন আপন ধর্ম করিলে প্রকাশ ॥
 অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ ।
 এবে ইচ্ছা হ'ল নিতে মম রাজপদ ॥
 না বুঝি বসিলে তুমি সিংহাসনে মোর ।
 আমার সমুদয় বিদ্যমান নাহি তোমার ।
 আর দেখ মহাশচর্য্য সব সভাজনে ।
 সৈরিক্রীয়ে বসাইল আমার আসনে ॥
 মোরে ভয় নাহি কিছু নাহি লোকদাজ
 পরস্রী লইয়া বসে রাজসভা মাঝ ॥
 কহ রহমলা কেন অশুঃপুর ছাড়ি ।
 কক্ষের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যোড়ি ॥

হে বল্লব সূপকার তোমার কি কথা ।
 কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা ॥
 অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায় ।
 এ দৌহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায় ॥
 হে সৈরিন্দি জানিলাম তোমার চরিত্র ।
 গন্ধর্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥
 এখন কঙ্কের সহ হেন ব্যবহার ।
 নাহি লজ্জা তর কিছু অগ্রেতে আমার ॥
 বাপের বচন শুনি পুত্র ভীতমন ।
 আঁখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ ॥
 কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন ।
 উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন ॥
 কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত ।
 মোর পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত ॥
 কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত ।
 মুখে স্তুতিবাক্য ঘন ঘন প্রদীপাত ॥
 সেই দিন হতে তোর বুদ্ধি হ'ল আন ।
 কুরু হতে যেই দিন গোধনের দ্রাব ॥
 অামা হতে শত গুণে কঙ্কেরে ভকতি ।
 নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের শক্তি ॥
 পুনঃপুনঃ নরপতি কহে কটুতর ।
 কোপেতে কল্মষিতকায় বীর রকোদর ॥
 নিমেষ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে ।
 হাসিয়া অর্জুন বীর কহিছেন ধীরে ॥
 যা বলিলে নরপতি মিথ্যা কিছু নয় ।
 তোমার আসন নাহি এঁর যোগ্য হয় ॥
 যে আসনে ত্রিভুবনে সবে নমস্করে ।
 ইন্দ্র যম বরুণাদি শরণাগত ডরে ॥
 অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ ।
 তুমি লুটি যে চরণে করে প্রণিপাত ॥
 সৈ আসনে নিরন্তর বসে যেই জন ।
 কিমতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন ॥
 অন্ধক কোরব রক্ষি ভোজ আদি করি ।
 সপ্তবংশ সহ খাঁটে সর্বদা ক্রীহরি ॥
 পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর ।
 ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর ॥

দশ কোটি হস্তী য়ার প্রতিদ্বার রাখে ।
 অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে ॥
 দানেতে দরিদ্র নাহি রহে পৃথিবীতে ।
 নির্ভয় অদ্বৈতী প্রজা য়ার পালনেতে ॥
 অথর্ব্ব অকৃতী অন্ধ যত অগণন ।
 অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জ যেন পুত্রগণ ॥
 অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জ ঘরে ।
 যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্ব নরে ॥
 ভীমার্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত য়াহার ।
 দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুলকুমার ॥
 পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্ব্বোধনে ।
 দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থবনে ॥
 হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার ।
 তোমার আসনযোগ্য হয় কি ইহঁার ॥
 শুনিয়া বিরট রাজা মানে চমৎকার ।
 সমুদ্রে অর্জুনে কহে বল আরবার ॥
 ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অধিকারী ।
 কোথায় ইহঁার আর সহোদর চারি ॥
 কোথায় ঋপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী ।
 সত্য কহ ব্রহ্মলা এই ধর্ম্ম যদি ॥
 অর্জুন বলেন হের দেখ নরপতি ।
 তব সূপকার যেই বল্লব খেয়াতি ॥
 য়াহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কল্মষিত ।
 ব্যাস সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত ॥
 মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক ।
 দেখ এই রকোদর জলন্ত পাণক ॥
 অশ্বপাল গোপালক যেই দুই জন ।
 সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন ॥
 এই পদ্মপলাশাকী সুচারু-হাসিনী ।
 পাঞ্চালরাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী ॥
 য়ার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল ।
 সৈরিন্দির বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল ॥
 আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন ।
 শুনিয়া বিরট রাজা বিচলিতমন ॥
 উত্তর বলয়ে তবে করিয়া বিনয় ।
 তব ভাণ্য দেখ ভাত কহেন না যায় ॥

পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্তী তাত ।
 বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত ॥
 দেখিয়া না দেখ রাজা হইলে অজ্ঞান ।
 যার দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হয় স্নান ॥
 মহাবল কৌচকেরে হেলায় মারিল ।
 সুশর্মার ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল ॥
 অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায় ।
 তরিলাম যেই কর্ণধারের সহায় ॥
 ভুজবলে জিনিলেক যত যোদ্ধাগণ ।
 রাজ্যরক্ষা কৈল তব রাখিল গোধন ॥
 যার শজ্ঞানাদে তিন লোক কম্পমান ।
 বধির হয়েছে অত্যাধি মম কাণ ॥
 সেই ইন্দ্রদেবপুত্র এই ধনঞ্জয় ।
 এক রথে যে করিল কুরুসৈন্য জয় ॥
 পূর্বে এই ধর্মরাজ রাজসূয়কালে ।
 বহু দিন কর লয়ে দ্বারে বন্ধ ছিলে ॥
 সহস্র সহস্র রাজা সঙ্গে লয়ে কর ।
 দ্বারিগণ-প্রহারেতে জীর্ণ কলেবর ॥
 পূর্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল ।
 তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আসিল ॥
 চরণে শরণ লহ শীঘ্রগতি তাত ।
 এত বলি রাজপুত্র করে প্রণিপাত ॥
 শুনিয়া বিরাট রাজা সজললোচন ।
 সর্কাজ লোমাঞ্চ হ'ল গদগদবচন ॥
 উল্লাস করি তবে পড়ে কত দূরে ।
 পুনঃপুনঃ উঠে পড়ে ধূলায় ধূসরে ॥
 সবিনয় বলে রাজা যোড় করি পাণি ।
 বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥
 রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র আগে ।
 করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে ॥
 শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্মের নন্দন ।
 আজ্ঞা করিলেন পার্থে তুলহ রাজস্ব ॥
 অর্জুন ধয়িয়া তাঁরে তোলে সেইক্ষেণে ।
 সাযুগীল নরপতি মধুর বচনে ॥
 সর্বকাল ধর্মরাজ তোমাতে সদয় ।
 তোমার প্রারেতে আসি নইনু আশ্রয় ॥

বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ ।
 ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ ।
 বহু উপকারী তুমি অপকারী নহ ॥
 বৎসরেক তব গৃহে ছিলাম অজ্ঞাত ।
 গর্ভবাসে যথা সবাঁকার রাস খাত ॥
 নিজ গৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই ।
 তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাই ॥
 বিরাট বলিল যদি হলে রূপাবান ।
 এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥
 উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয় ।
 তাহারে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয় ॥
 শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয় ।
 অর্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয় ॥
 শুনিয়া বিরাট রাজা হলেন ব্যথিত ।
 সবিনয় অর্জুনেরে জিজ্ঞাসে ভরিত ॥
 কহ মহাবীর কিবা আছে মম বাদ ।
 দারা পুত্র দোষী কিবা কন্যা অপরাধ ॥
 অর্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া ।
 বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া ॥
 দীক্ষা শিক্ষা ভদ্রদাতা একই সমানে ।
 না করিল লজ্জা মোরে আচার্য্যের জ্ঞানে ॥
 কিন্তু দুর্ম লোকে আমি বড় ভয় করি ।
 বলিবেক পার্শ্ব ছিল নারীবেশ ধরি ॥
 বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে ।
 শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে ॥
 এই হেতু মম ভয় বড় হয় মনে ।
 বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্কের বচনে ॥
 তুমিহ পবিত্র তব কন্যা গুণবতী ।
 তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি ॥
 অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে কেশরী ।
 তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা সুন্দরী ॥
 অভিমন্যু যোগ্য পাত্র ইথে নাহি আন
 মম পুত্রে নরপতি কর কন্যা দান ॥
 যুধিষ্ঠিরে বলিলেন বিরাটের তরে ।
 দ্বারকানগরে দূত পাঠাই সত্তরে ॥

তবে ধর্ম-আজ্ঞা পেয়ে যায় দূতগণ ।
 -রাজ্যে রাজ্যে যথা যথা বৈসে বন্ধুজন ॥
 পাণ্ডবের কথা শুনি যত বন্ধুগণ ।
 শ্রুতমাত্রে মৎস্যদেশে করিল গমন ॥
 দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লয়ে
 'রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়ে ॥
 প্রত্নায় সত্যকি শায় গদ আদি করি ।
 সত্যভামা রুक्মিণী প্রভৃতি যত নারী ॥
 সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি ।
 সহ পরিবার আসিলেন লক্ষ্মীপতি ॥
 আসিল পাঞ্চাল হতে দ্রুপদ রাজন ।
 প্রকটায় সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন ॥
 কাশীরাজ আদি আর কেকয় নৃপতি ।
 দুই অক্ষৌহিণী সেনা দৌহার সংহতি ॥
 উগ্রসেন বমুদেব উদ্ধব অক্রুর ।
 সর্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর ॥
 নানাপ্রতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি ।
 বিল্ল উপবিল্ল তথা এল শীঘ্রপতি ॥
 সাতা সহ অভিমন্যু অর্জুননন্দন ।
 চিত্রসেন সারথি যে আসে সেইক্ষণ ॥
 ঋষি ভোজ উলূকাদি যত সেনাপতি ।
 প্ররীসহ শ্রীগোবিন্দ আসিলেন তথি ॥
 শান্তনু সহস্র দশ অশ্ব তিন লক্ষ ।
 এক লক্ষ রথে চড়ি আসে সর্ব পক্ষ ॥
 দশ লক্ষ চর আসে পদাতিকগণ ।
 স্বয়ং কৃষ্ণ আসিলেন বিরাট ভবন ॥
 গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সামন্দ
 কোর পাইল যেন পূর্ণিয়ার চন্দ্র ॥
 রাজা দিয়া আলিঙ্গন কৃষ্ণে না ছাড়েন
 দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেন ॥
 অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস ।
 মুখেতে না ক্ষুণ্ণে বাক্য গদগদ ভাষ ॥

প্রণমিয়া শ্রীগোবিন্দ বলে মৃদুভাষা ।
 একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষা ॥
 সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয় ।
 প্রত্যক্ষে সবারে দেন উত্তম উত্তম ॥
 উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ ।
 নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
 নানারক্ষ রোপে আর নানা পুষ্পমালা ।
 প্রতিদ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কলা ॥
 নানা বস্ত্র বিভূষণ কন্যারে পরাল ।
 রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল ॥
 সর্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম ।
 অভিমন্যু সঙ্গে মিলে যেন রতি কাম ॥
 অর্জুনতনয় অভিমন্যু মহানতি ।
 কৃষ্ণভাগিনেয় বমুদেবের যে নাতি ॥
 ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান ।
 রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান ॥
 এক লক্ষ দিল গজ রত্ন সিংহাসন ।
 প্রবাল মুকুতা বস্ত্র দিল নানা ধন ॥
 হেন মতে সবারূপে কুতূহলমনে ।
 দর্শ্য নিবসেন মুখে বিরাটভবনে ॥
 বিদায় করেন ধর্ম যত রাজগণ ।
 যে যাহার দেশে সব করিল গমন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু ।
 বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
 যত যদুনারী সব গেল দ্বারকারে ।
 বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
 শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোকে তরী ॥
 পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন ।
 সর্বভূগুণে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
 হরিকথা শ্রবণেতে সর্বপাপ যায় ।
 আদ্য অন্ত হতে যেন হরিগুণ গায় ॥
 কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত ।
 বিরাটপর্কের কথা হ'ল সমাপিত ॥

বিরাটপর্বের টীকা ।

টীকা (১) পৃ ৪—যখন অজ্ঞাতবাসের
পরামর্শ হয়, তৎকালে ধনঞ্জয় ধর্মরাজের
নিকট পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর,
দশার্ণ, নরবাঈ, মল্ল, শাঙ্গ, যুগন্ধব, বিশাল,
কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী এই কয়টি রমণীয়
বাসোপযোগী রাজ্যের নাম উল্লেখ করিয়া-
ছিলেন ।

টী (৩) পৃ ২৫—মূলগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত
আছে যে, শতানীক ও মদিরাক্ষ দুইজন বিরাট-
নৃপতির সহোদর এবং শঙ্খ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ।
কিন্তু তাঁহার শ্বেত নামক পুত্রের কোন
উল্লেখ নাই । এই শঙ্খই রক্ততমর আয়সগর্ভ
শতাক্ষিক সংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ষ পরিধান করিয়া
ছিলেন বলিয়া শ্বেতশঙ্খ নামে পরিচিত ।

টী (২) পৃ ২৫—মূলে ইহাই বর্ণিত আছে
যে, নবপতি অশ্বা গোধন হরণ ও বৈরনির্ধাতন
মানসে স্বীয় মহতী সেনা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ-
পক্ষীয়া সপ্তমী তিথিতে মৎস্যদেশাভিমুখে
যাত্রা করেন ।

টী (৪) পৃ ৪০—মূল গ্রন্থে এই স্থলে
ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য কীর্তনের কোন চিহ্নই দেখা
যায় না ; কিন্তু ৮ কাশীরাম দাস ইহা বর্ণন
করিয়াছেন ; সুতরাং উহা মূল-কাশীরামের
অকপোক্তকল্পিত সন্দেহ নাই ।

বিরাটপর্বের টীকা সম্পূর্ণ



বঙ্গবাজার বীডি লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা.....
স্বত্ব সংখ্যা.....
গারহানের তারিখ.....

